সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—৫৩

তীর্থ-ভ্রমণ

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত

তাঁহার ভ্রমণের রোজনামচা

টীকা-টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সিদ্ধান্তবারিধি-সম্পাদিত

কলিকাতা

২৪৩।১ নং অপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by
R. C. Mittra, at the Visvakosha-Press
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.

মূল্য— সাধারণ পক্ষে— ১॥০
শাখা-সভার সদস্যপক্ষে— ১৷০
পরিষদের সদস্যপক্ষে— ১৲

To

His Excellency

The Right Hon'ble Thomas David Gibson

BARON CARMICHAEL OF

Stirling, G. C. I. E., K. C. M. G., M. A.

The Tirtha-Bhramana

Written by an illustrious

Bengali of the 19th Century

IS

most respectfully dedicated

by the Editor

as a token of his loyal devotion

and admiration

for His Excellency's great interest in the

cause of the

Bengali Literature.

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী

তীর্থ-ভ্রমণের সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা
আগ্রা সহরের বৃত্তান্ত	...	...	৩৯২
তাজমহলের পরিচয়	...	...	৩৯৭
বটেশ্বর শিবের কথা	...	...	৪০২
পান্না সহরের বৃত্তান্ত	...	...	৪০৩
ঘাটকোগ্রামের কথা	...	...	৪০৪
কালপীর পরিচয়	...	...	৪০৮
চরখা-মরখা দস্যুদ্বয়ের পরিচয়		...	৪১২
আলা সাহেবের হাওয়াখানার কথা		...	৪২০
এলাহাবাদ সহরের বৃত্তান্ত		...	৪২১
কাম্যকূপ ও মুকুন্দ ব্রহ্মচারীর বিবরণ		...	৪ ৪
গৌতম আশ্রম-বৃত্তান্ত	...	...	৪২৬
প্রয়াগে মাঘমেলার বিবরণ	...	...	৪২৬
প্রয়াগ হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত পথের কথা			৪২৯—৪৩৮
সমরনাথ শিবের পরিচয়	...	...	৪৩০
বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর কথা		...	ঐ
যোগমায়া দেবীর কথা	...	...	ঐ
মির্জ্জাপুর সহরের কথা	...	...	৪৩১
চণ্ডালগড়ের পরিচয়	...	...	৪৩৫
ছোট-কলিকাতার কথা	...	...	৪৩৭
কাশীর বিবরণ	...	...	৪৩৯—৫৫৯
বিশ্বেশ্বরদেব ও মন্দিরের কথা		...	৪৩৯
অন্নপূর্ণাদেবীর কথা	...	...	৪৪২
কেদারেশ্বর দেবের কথা	...	...	৪৪৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

তীর্থ-ভ্রমণ বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ প্রকার গ্রন্থ তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর লিখিত হইয়াছিল কিনা জানি না। আমাদের কোন প্রবীণ সাহিত্যিক* এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানাইয়াছেন,—"বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটী নূতন ঘটনা বলিতে হইবে। কোন বাঙ্গালী বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে তীর্থ-পর্য্যটনে নির্গত হইয়া এ প্রকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই।" বাস্তবিক বলিতে কি; এরূপ দৈনিক-বিবরণ বা রোজ-নামচা লিখিবার পদ্ধতি আমরা মনে করিতাম যে, ইংরাজী প্রভাবের ফল—এখনকার জিনিস। কিন্তু এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমাদের সেই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। তাই এই তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেছি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুল-গৌরব স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই তীর্থ-ভ্রমণের রচয়িতা। সন ১২৬০ সালের মাঘ মাস হইতে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিবর্ষের ভ্রমণ-কাহিনী ও তাঁহার জীবন-ঘটনা লইয়া গ্রন্থকার এই তীর্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইয়াছে, সে সময়ের এখনকার মত দূরদেশ-যাত্রা সহজসাধ্য ছিল না, তখনও এখনকার মত রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। অথবা বিজয়রাম বিশারদের তীর্থ-মঙ্গলবর্ণিত মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ন্যায়

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি বা সহায়সম্পত্তি ছিল না।* অথচ তিনি পদব্রজে কত দূরদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন, কত কষ্ট সহ্য করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় বা দৃঢ় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক ও শত মুখে প্রশংসার যোগ্য। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কি কারণে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনী-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর হন নাই, অথবা তাঁহার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ কোন দিন যে সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশাও তিনি কোন দিন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সন ১২৬০ সাল ১১ই ফাল্গুন তীর্থযাত্রায় বাহির হন, সেই দিন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রত্যহ যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা করিয়াছেন, তাহা নিজের তৃপ্তির জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া লিখিয়া রাখেন। সময়ে সময়ে তাঁহার এই তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রিয়পুত্র ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের নিকট শুনাইতেন, সকলে আত্মহারা হইয়া তাঁহার মুখে তীর্থ-বিবরণীর সঙ্গে দেশের অবস্থা, দশের কথা ও সমাজের পরিচয় শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। শুনিয়াছি, কোন মনীষী † অনেক দিন পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থপ্রকাশের জন্য গ্রন্থকারের উপযুক্ত বংশধরদিগকে

---

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎ-সম্পাদিত তীর্থ-মঙ্গলের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন।

অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের কথা যে, তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার এই মহামূল্য সম্পত্তি এতদিন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একটা আশঙ্কা ছিল—গ্রন্থকার যে ভাষায় তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হয়ত ঠিক এখনকার ভাষা নহে, সাধুভাষার অনুবর্ত্তক সাহিত্যিকগণ হয়ত তাহাতে অনেক দোষ বাহির করিতে পারেন, ইত্যাদি নানা কারণে তাঁহারা তাঁহাদের পূজার সামগ্রী বাহিরের সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে বিরত ছিলেন। গ্রন্থকারের উপযুক্ত পৌত্র (আমাদের পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি) মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যত্নে আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও সুহৃদ্বর রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রায়সাহেবের আগ্রহে এই গ্রন্থের একখানি নকলও প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম আমি এই উপাদেয় পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছিলাম। পরে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই পুস্তক প্রকাশের পরামর্শ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তীর্থ-ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই তীর্থ-ভ্রমণ ও এই সঙ্গে তীর্থ-মঙ্গলের সম্পাদন-ভার আমার উপর অর্পণ করেন। ঈশ্বরেচ্ছায় উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থ-ভ্রমণের গ্রন্থকার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাই অতি সরল কথায় আত্মতৃপ্তির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনায় কেবল তীর্থ-মাহাত্ম্য বলিয়া নহে, এখনকার

নানা স্থানের সমাজচিত্র, লোকচরিত্র, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থানলাভ করিয়াছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, সে সময়ে এ দেশে ভাল গদ্যগ্রন্থ বেশী প্রচলিত হয় নাই, তখনও সাধারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় পদ্যগ্রন্থেরই বেশী আদর করিতেন, তৎকালে প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুললিত গদ্যে রচিত অল্প গ্রন্থই প্রচারিত ছিল। এ হেন সময়ে সাহিত্যিক হইবার বাসনাশূন্য-হৃদয়ে তিনি যেরূপ ভাষার সারল্য, রচনা-নৈপুণ্য, লিপি-কুশলতা ও মনের ভাব প্রকাশে সফলতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা!

গ্রন্থ-পরিচয়

তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষভাবে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের কোন্ কোন্ বিষয় অবশ্যজ্ঞাতব্য, তাঁহার বর্ণনায় কিরূপ হৃদয়ের ভাষা ব্যক্ত হইয়াছে, এই পরিচয়-প্রসঙ্গে তাহার একটা সমালোচনা প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া আমাদের গ্রন্থকার ১২৬০ সালে ১০এ ফাল্গুন প্রথম বালসীর লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলা দর্শন করিলেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"দর্শন পাওয়া দুষ্কর, পয়সা লইয়া কৃত্রিম শিলা দর্শন করায়। পূজারি যে ব্রাহ্মণ আছে অতি দুর্ব্বৃত্ত। যে সব যাত্রী ছিল, ... তাহারা ঐ ঠাকুরের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পূজারিকে আলাহিদা পয়সা গোপনে দিয়া যথার্থ মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে দাঁড়াইয়া থাকিল। পূজারি পাষণ্ড, শপথ করিয়া এমত চাতুরী করিয়া অল্প দর্শন গোপনে করাইল। সকলে

বিশ্বাস করিয়া দর্শনান্তরে স্নান-জলাদি ধারণ এবং যে যাহা দিবে, তাহা দিয়া আইল।" কিন্তু ভক্ত গ্রন্থকার সেই পূজারির চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারের নিকট ছদ্মবেশে রহিলেন। "যথায় পূজারির শ্বশুর প্রভৃতি কয়েক-জনা স্ত্রীলোক তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদিগের দর্শনার্থে সমভ্যারে লইয়া বসিয়াছিল সেই স্থানে তাহাদের সমভ্যারে রহিলাম। যে সময় তাহাদিগের দর্শন করাইল, তাহাতে যথার্থ শিলা দেখাইল, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলার যে চিহ্ন যথাশাস্ত্র তাহা দীপ্তমান্।" এইরূপে ভক্ত প্রকৃত ভক্তির সামগ্রী দর্শন করিয়া নয়ন-মন সার্থক করিলেন।

তৎপরে তিনি (২১এ ফাল্গুন) সোণামুখী গ্রামে প্রসিদ্ধ কথক গদাধর-শিরোমণির বাসস্থান দর্শন করেন। এই গদাধর শিরোমণিই বর্ত্তমান কথকতার প্রবর্ত্তক। তৎপরে শ্রীরামপুরের ঘাট, গোপালপুর, অণ্ডাল, মধুবন, নিয়ামতপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ২৬ ফাল্গুন মেটেসিঁদরে পাহাড়ে আসিলেন। এখানে পঞ্চকোটরাজ হরিশ্চন্দ্র শেখরের দুইটী সুন্দর মন্দির দর্শন করেন। এখান হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে গোবিন্দপুরের চটীতে আসিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"এই চটী অবধি মগধরাজ্য। * * এ স্থানের মনুষ্যগণ দোভাষী, আধাখোট্টা আধা-বাঙ্গালা বোল।" —সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই উক্তি হইতে বুঝিলাম যে, তৎকালে গোবিন্দপুর হইতেই মগধ বা বেহারের সীমা ধরা হইত, মধ্যে বাঙ্গালার সামিল হইলেও এখন এইস্থান মানভূম জেলার নগর হাইয়ারি পরগণার অন্তর্গত, বেহার গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন।

২৯ ফাল্গুন তিনি পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়া সরাবগি বণিক্দিগের

কুলদেবতা সম্ভবতঃ পার্শ্বনাথ স্বামীর প্রস্তরনির্ম্মিত দিগম্বরমূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একজন মোহন্ত স্বরূপ জটাধারী ভস্মমাখা তথায় আছেনই, তাঁহার চেলা সকল সরাবগির বণিক্।" আমরা সাধারণতঃ জানিতাম যে, সরাবগি বা জৈন-শ্রাবকদিগের গুরু বা যতিগণের স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ, স্বতন্ত্র বেশভূষা, কখন শৈব মোহান্তদিগের মত জটা বা ভস্ম ধারণ করেন না, কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, চারিদিকে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্যে থাকিয়া জৈন যতিগণও কতকটা শৈব-মোহান্ত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৬ই চৈত্র গ্রন্থকার বোধগয়ায় আসেন। "এখানে গয়াসুর বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন, এই স্থানে জয়-পরাজয় হয়।" এ ছাড়া তিনি এই প্রসিদ্ধ স্থানের আর কিছু পরিচয় দেন নাই। এমন কি খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুকানন হামিলটন্ এই স্থান দর্শন করিয়া মহাবোধির ধ্বংসাবশেষকে 'রাজস্থান' বা একটী 'গড়' নামে উল্লেখ করিয়াছেন! যেখানে ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ মহাবোধি লাভ করেন, বৌদ্ধজগতে যেস্থান সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পূজিত, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গ্রন্থ-রচনাকালে সেই মহা-পুণ্যক্ষেত্রের অতীত স্মৃতি সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন এখানে মোহান্ত ও তাঁহার চেলা নাগাদিগের প্রাধান্য। শুভক্ষণে এই মহাবোধির ধ্বংসাবশেষের প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক কনিংহাম সাহেবের সূক্ষ্মদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম এখানকার বৌদ্ধ-কীর্ত্তি উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সরকার বাহাদুরের অর্থে কনিংহাম এখানকার খনন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন, অল্পদিন মধ্যেই ভূমধ্য হইতে বোধগয়ার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মহাবোধি-মন্দিরের সংস্কার করাইবার জন্য তিন জন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হইলে ছোটলাট সর আস্‌লি এডেন প্রথমে জে, ডি, বেগলার ও পরে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়কে কার্য্য-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের যত্নে ও ব্রহ্মরাজের উদ্যোগে মহাবোধি-মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই হইল। এখন বোধগয়া সমগ্র সভ্য-জগতের দ্রষ্টব্য স্থান। বোধগয়ায় অদ্যাবধি সেই পূর্ব্বতন মোহান্তের গদী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান।

বোধগয়া হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গয়াধামে গমন করেন। গয়াধামে সেতুয়া ও গয়ালেরা যাত্রীর উপর কিরূপ কর আদায় করেন,—গয়ায় গিয়া কি ভাবে তীর্থকৃত্য করিতে হয়,—গয়ায় কোন্ কোন্ স্থান দ্রষ্টব্য ও কোন কোন্ মহাত্মার কীর্ত্তি আছে, তাহা পরে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গয়াকৃত্য সারিয়া যমুনা গ্রাম, পড়োড়ি, সাসেরাম, জাহানাবাদ, মোহনিয়া, কর্ম্মনাশা, জগদীশের সরাই ও দুলাইপুর হইয়া কাশীধামে আগমন করেন। গয়া হইতে কাশীধামে পদব্রজে আসিতে তাঁহার ৮ দিন লাগিয়াছিল। তিনি ১২৬০ সালের ৩১এ চৈত্র হইতে ১২৬১ সালের ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত এবং তৎপরে প্রত্যাগমনকালে ১২৬৩ সালে ১৭ই পৌষ হইতে ১২৬৪ সালের ১৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কাশীবাসের কারণ তিনি এখানকার নানা তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অনেক মহাত্মাই

আমাদের সর্ব্বপ্রধান মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের ভক্ত তীর্থ-ভ্রমণকার সংক্ষেপে হইলেও যে ভাবে কাশীর পঞ্চক্রোশীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক আর কাহারও গ্রন্থে আমরা সেরূপ পরিচয় পাই নাই। যাঁহার কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বরের আরতি-দর্শনের সুবিধা হয় নাই, তিনি এই তীর্থ-ভ্রমণে তাহার উজ্জ্বল চিত্র পাইবেন। গ্রন্থকার আরতির বর্ণনা শেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "চতুষ্পার্শ্বে সকলে দাণ্ডাইয়া ঐ সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছল, আড়ানি ইত্যাদির ব্যজনে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা কি কহিব! যে দেখিয়াছে, সেই জানিতে পারিবে!"

১২৬১ সালের ৩২ই বৈশাখ কাশী হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেড়ুয়াডিহি, আমেসাবাদ, গোপীগঞ্জ, বেথি, হনুমানগঞ্জ ও ঝুশী হইয়া ১৭ই বৈশাখ প্রয়াগে আগমন করেন। প্রয়াগে পদার্পণ করিয়াই তিনি প্রয়াগীদিগের দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া লিখিয়াছেন, "প্রয়াগীদিগের সৈন্য আছে। প্রয়াগীসকল অতিশয় ধনগ্রাহী, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। প্রথম যাত্রী আনিবার সময় অতিশয় শিষ্ট। আপন দুর্গে প্রবেশ করাইতে পারিলে দুষ্টতার শেষ।" (৪৭ পৃঃ) কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রয়াগে আসিয়া তিনি এই প্রয়াগীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রয়াগী যাত্রীদিগের প্রতি যেমত দৌরাত্ম্য করে, তাহা গতবারে চক্ষুতে দেখিয়া জ্ঞানহত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রয়াগীদিগের চরিত্র সত্যযুগের ব্রাহ্মণের ন্যায়। প্রয়াগীদিগের ব্রহ্মানুষ্ঠান ভাল আছে। সন্ধ্যাহ্নিক পূজা-গীতাদি পাঠ করিয়া থাকে! বেণীমাধবের জয়!" (৪২৮ পৃঃ)

প্রথমবার ১৭ই বৈশাখ হইতে ২০এ বৈশাখ পর্য্যন্ত এবং

তৎপরে প্রত্যাগমনকালে ১২৬৩ সালে ৭ই পৌষ হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার প্রয়াগে অবস্থান করেন। তাঁহার অক্ষয়-বটের বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী—"কাম্যকূপের তীরে অক্ষয়বট। ঐ বটবৃক্ষ অদ্যাবধি জীবৎমান আছে, তাহার উপরে গাঁথিয়া ঘর করিয়াছে। রৌদ্র-বাতাস কি বৃষ্টি কিছু পায় না, তথাচ প্রতি বৎসর চারি পাঁচ গাড়ী ডাল কাটিয়া ফেলিতেছে। কেল্লার প্রায় কুড়ি হাত নিম্নে অন্ধকার ভূমি মধ্যে বটবৃক্ষ আছে, বিনা আলোয় তথায় যাইবার ক্ষমতা হয় না। ঐ স্থানে দুই বৃক্ষ, এক বৃক্ষ সম্মুখে আছে, কিঞ্চিৎ অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ বট আসল অক্ষয়বট নহে। আসল অক্ষয়বট তাহার পর কুড়ি হাত নীচে যাইলে দর্শন হয়, বক্রভাবে আছে।" (৪২৬ পৃঃ)

আজকাল ইংরাজ বাহাদুর যে ভাবে অক্ষয়বটের উপর গাঁথিয়া আলো যাইবার পথ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দিবসে যাত্রিগণের স্বতন্ত্র আলোকের বড় প্রয়োজন হয় না। সহজেই সাধারণের অক্ষয়বট দর্শন লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আসল অক্ষয়বট দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে বলিতে পারি না।

অক্ষয়বটের পার্শ্বেই কাম্যকূপ আছে। কিরূপে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর হইবেন কামনা করিয়া ঐ কূপে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন, ও-পরে তিনিই অকবর বাদশাহ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; পাছে কেহ তপস্যা না করিয়া সহজেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে জানিয়া ঐ কাম্যকূপে ঝাঁপ দেন, এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীশ্বর "পরে কাম্যকূপে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার উপরে কেল্লা করিলেন।" ইত্যাদি প্রবাদমূলক আখ্যায়িকা ও প্রয়াগের মাঘমেলার কথাও গ্রন্থকার বাদ দিয়া যান নাই। প্রয়াগ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই প্রয়াগকে এলাহাবাদ কহে। অতি উত্তম সহর, অনেক ধনাঢ্য মহাজন আছে। এখানকার জলবাতাস অতি উত্তম, শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, সকল মনুষ্য বলিষ্ঠ; আহার্য্য উত্তম পরিপাক পায়। সহরে ৫১ হাজার ঘরের বসতি। প্রয়াগী ৫০০ ঘর সর্ব্বত্র আছে। মহলে মহলে এক এক বাজার আছে। তাহাতে উত্তম উত্তম খাদ্য-দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।"

২০এ বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রয়াগ ত্যাগ করেন। দুর্গাগঞ্জ, ইমানগঞ্জ, গোসামীপুর, ভূধরের সরাই, চৌধুরীর সরাই, কুঞ্জরপুর ও খাজুয়া হইয়া ২৬এ বৈশাখ কানপুর, তৎপরে বিঠুর ও কান্যকুব্জ দর্শন করিয়া ২৭এ বৈশাখ লখ্‌নৌ আসিয়া পৌঁছিলেন। কানপুর, বিঠুর, কান্যকুব্জ ও লখ্‌নৌ সহরের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল, তাহা দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কএক স্থান উল্লেখ-যোগ্য—

কানপুরে "প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী আছেন। অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারসমেত আছেন। এক কালীবাড়ী আছে, তাহাতে অনেক অভ্যাগতের স্থান হয়।" "কানপুরের উত্তরপশ্চিম ৮ ক্রোশ বিঠোর। ইহা বাল্মীকি মুনির তপোবন, সীতার বনবাস-স্থান, লবকুশের জন্মভূমি। এক্ষণে পুণা সেতারার বাজীরাও মহারাষ্ট্রের বাড়ী এবং কিছু পদাতিক আছে। তাঁহার দত্তকপুত্রের পুত্র নানাসাহেব।"

"বিঠোর হইতে কান্যকুব্জ ৬ ক্রোশ। ঐ স্থানে কনোজ-ব্রাহ্মণদিগের বাস। গঙ্গার তীরে পুরাতন নগর সহরতুল্য। এই কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গৌড়রাজ্যে আইসেন। তাহাতে আমরাও আছি। অনেক পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত

আছেন। বেদাধ্যায়ী সকলে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান্। অনেক দেবালয় নগর মধ্যে স্থানে স্থানে :পূর্ব্বকালের স্থাপিত আছে" ইত্যাদি। তখনকার লখ্নৌসহরের জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন,—"গোমতী নদীর তীরে লক্ষ্ণৌ। গোমতী গঙ্গার এক শাখা, সরযূ নদীর সহিত মিলন আছে।"

২৭এ বৈশাখ হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত লখ্নৌসহরে অবস্থান করেন; তৎপরে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী বন-জঙ্গল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বসতি এবং রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। শ্রীরামনবমীতে মেলা হয়। রামাৎ-বৈষ্ণব আছে। পাঁচ ছয় হাজার বৈষ্ণব শ্রীরামের জন্মভূমি এবং হনুমান-গড়ীতে আছে, সর্ব্বদা জ্ঞানসাধনে উন্মত্ত। ...... যে স্থানে রামচন্দ্রের জন্মভূমি, ঐ দ্বারে এক বৃহৎ হনুমান আছে, তাহাকে কিছু খাদ্য-দ্রব্য না দিলে পথ ছাড়িয়া দেয় না। যে স্থানে রাজ-সিংহাসন ছিল, উচ্চ দ্বীপের ন্যায় হইয়া আছে; রাজধানী প্রায় দশক্রোশ পর্য্যন্ত ছিল। বাড়ী-ঘরের চিহ্ন পাথর এবং ইটসকল স্থানে স্থানে আছে।"

৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার মিথিলা ও নৈমিষারণ্যে ভ্রমণ করেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অপরাপর স্থান-সম্বন্ধে তিনি যেমন বিশদ বর্ণনা করিয়া উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, মিথিলা-সম্বন্ধে সেরূপ কিছু বলিয়া যান নাই। ভারতের অতি প্রাচীন কালের জ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বিদ্যাপীঠ মিথিলা-সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। নৈমিষারণ্য-সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু না বলিয়া এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, "যথায় যাটী সহস্র ঋষির তপোবন, অতি মনো-

হয় নির্জ্জন স্থান, অনেক সাধু সান্ত আছেন, নৈমিষারণ্যে যেমত মনের আনন্দ জন্মে, তাহা কি কহিব, নানাপুষ্পে বন সুশোভিত।"

১৬ই জ্যৈষ্ঠ অযোধ্যার পথ হইয়া সেকেন্দরায় আগমন করেন। প্রথম দর্শনকালে এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বাদসাহী মস্‌জিদের উল্লেখ করিতে ভুলিলেও প্রত্যাগমন কালে এখানকার অক্‌বর বাদসাহের প্রসিদ্ধ সমাধি মস্‌জিদকে ভ্রমক্রমে সেকন্দর বাদসাহের মসজিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ সেকেন্দরা হইতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বেউর, একদল, বিগরাই, মিঠেপুর, শকুয়াবাদ, ও রাজার টাল হইয়া ২১এ জ্যৈষ্ঠ উশানী গ্রামে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি আত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য সংবাদ দিয়াছেন,—"এক ক্রোশ থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী বাউলদাস ও ঠাকুরদাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের কর্ম্ম যাত্রী লইয়া যাওয়া। পথিমধ্যে শুনিয়াছিলাম যে কাশীর কেশেস, প্রয়াগের প্রয়াগী ও বৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী তিন তুল্য, তাহারা যাত্রীর পোয় ডাকাতি করিয়া অর্থ হরণ করে। বিশেষতঃ আমার মানস যে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব। দুই তিন বৎসর থাকিতে হইবেক। এজন্য বাউলদাসকে কহিলাম, আমি কুঞ্জবাসীর কুঞ্জে থাকিব না, আলাহিদা বাসায় থাকিব। আর আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল, সকল শেষ হইয়াছে।" * * * এই কথা বাউল শুনিয়া কহিল, 'মহাশয় বুঝিয়াছি, মহাশয় বুঝি শুনিয়াছেন, যে কুঞ্জবাসীরা জুয়াচোর। যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু মানুষ তাহা একবার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।' এই কথা বাউলদাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল, যে বাউল উত্তম মানুষ, আর

তাহা একবার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।' এই কথা বাউলদাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল, যে বাউল উত্তম মানুষ, আর টাকাকড়ি যাহা দরকার হইবে, তাহা পাইবে।" এইরূপে গ্রন্থকার ব্রজবাসীর মধ্যে যে হৃদয়বান্ বিশ্বাসী ভাল লোকও আছেন, ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ খান্দানী হইয়া পরে ৯ ক্রোশ যাইয়া তাঁহার বলদেব দর্শন হইল। এই বলদেব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের লীলাস্থান ব্রজভূমি আরম্ভ। বলদেবের বিবরণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ব্রজ স্থাপিত চারিদেবের এক দেব প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, পাণ্ডাগণ ভীমাকৃতি—অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর।"

বলদেবে একরাত্রি বাস করিয়া তৎপরে ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোকুল, মহাবন, নূতন গোকুল ও মথুরা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রবেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁহার কিছুকাল বাস করিবার সঙ্কল্প থাকিলেও এবং বাউলদাস ব্রজবাসী তাঁহাকে স্বতন্ত্র থাকিবার ঘর 'বন্দেজ' করিয়া দিলেও ২৪এ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ১৩ দিনমাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্যামবাজার-নিবাসী কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাদের সহিত ৭ই আষাঢ় জয়পুর-পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন। ৮ই আষাঢ় বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা, শশা, শোঁক, কুম্ভীরা সহর, হেলেনা, মৌ, বিশড়া, সেকেন্দরা, দেশা ও মোহনপুরা হইয়া ১৮ই আষাঢ় জয়পুর-ঘাট দরজায় আসিয়া অবস্থান করেন। ১৯এ আষাঢ় হইতে ২৩এ আষাঢ় ৫ দিন জয়পুরের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, দর্শন করেন। এখানে গ্রন্থকার লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা জয়পুর-রাজকন্যা, জয়পুরের দেবসেবা ও শিলাদেবীর কথা বেশ উজ্জ্বল ভাষায়

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শিলাদেবীর কথা আমরা প্রথম ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে পাই।—

"শিলাদেবী নামে, ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।"

কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিরূপে শিলাদেবী পাইয়াছিলেন, সে কথা ভারতচন্দ্র লিখিয়া যান নাই। আমাদের তীর্থভ্রমণকার জয়পুরে স্বচক্ষে শিলাদেবী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "ঐ দেবী পূর্ব্বে মথুরাতে কংসরাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে ছিলেন। ঐ শিলাতে দেবকীর সন্তানদিগকে আছাড়িয়া বিনষ্ট করিত। যৎকালে যোগমায়াকে ঐ শিলার উপর আছড়াইতে গিয়াছিল, শিলা স্পর্শমাত্র দেবী অষ্টভুজা হইয়া শূন্যপথে গমন করিলেন। ঐ যে শিলা তথায় ছিল, যৎকালে প্রতাপাদিত্য যশোরনগর হইতে এতদ্দেশে আসিয়া ছিলেন, ঐ প্রস্তরে এক দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশে লইয়া যান। যশোর-নগরে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকিতেন। দেবীর কৃপায় কেহ রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত না। যৎকালে মানসিংহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে আসেন, তৎকালে বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া জয়পুরে ঐ পাহাড়ের উপর স্থাপিত করিলেন। দেবীর নিকট প্রতিদিন মেষ মহিষ ছাগ নরবলি দিয়া পূজা করিতেন। এইমত বলি প্রদান করাতে শিলাদেবী সাক্ষাৎ হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। পরে রাজা সওয়াই জয়সিংহ নরবলি নিষেধ করিয়া ছাগলাদি বলি দিতেন, তাহাতে দেবী রুষ্ট হইয়া বামদিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত ঐরূপ দেবী মুখ ফিরাইয়া আছেন দৃষ্ট হয়। অতি

উত্তম মূর্ত্তি, অষ্টভুজা দেবী, সুগঠন, দর্শনে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বচক্ষে শিলাদেবী দর্শন করিয়া রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রেরই সমর্থন করিয়াছেন, অথচ যশোর-খুলনার ইতিহাসলেখক প্রমাণ করিতে চান যে, যশোরেশ্বরী-মূর্ত্তি মলই পরগণার অন্তর্গত কপিলমুনি নামক স্থানে বিরাজ করিতেছেন।*

আমাদের গ্রন্থকার সদলে ২৪এ আষাঢ় জয়পুর ত্যাগ করিয়া বকড়ু, পাড়ু ও বাঁদরিসুন্দরি হইয়া ২৭এ আষাঢ় কৃষ্ণগড় আগমন করেন। কৃষ্ণগড় সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বাঁদরিসুন্দরি হইতে দশ ক্রোশ কৃষ্ণগড়, পাহাড়ের উপর সহর। কৃষ্ণগড়ের রাজা স্বাধীন, যোধপুরের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজধানী অতি উত্তম। বৃদ্ধ রাজা বড় ধার্ম্মিক, পীড়ক নহেন—পালক। রাজ্যের শৃঙ্খলা ভাল আছে। ঘৃতপক্ক ভিন্ন তৈলপক্ক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, সংক্রান্তি, রবিবার এই কয় দিবসে ঘৃতের কড়াই জ্বালাইবার অনুমতি নাই। রাজ্যের মধ্যে পর্ব্বত কি ময়দান ইত্যাদি যাহাতে ভয়ানক পথ আছে, তাহাতে ভালমতে রক্ষকগণ নিযুক্ত আছে। অর্দ্ধক্রোশ অন্তর অন্তর এক এক থানা, তাহাতে জমাদার একজনা ও দশ সওয়ার প্রতি ঘাটিতে আছে। এই মত রাজ্যরক্ষা এবং পথিকগণের হিত করিতেছেন। কোনক্রমে কাহারও অপচয় না হয়। * * দধি যেমন উত্তম ঐ স্থানে মিলে, এমন দধি মথুরা ব্যতীত কোথাও দেখি নাই।" ইত্যাদি।

* শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র রচিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৪-১৬০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বকালে আদর্শ হিন্দুরাজগণ কিরূপে প্রজাপালন ও ধর্ম্মভাবে রাজ্যরক্ষা করিতেন, ক্ষুদ্র কৃষ্ণগড়-প্রসঙ্গে আমরা তাহারই ক্ষীণ স্মৃতি পাইতেছি।

তৎপরে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বাণনদী ও কাউড়ি হইয়া বুড়া-পুষ্করে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুষ্কর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের গুরু। এই স্থানে তিন পুষ্কর—বুড়াপুষ্কর, মধ্যপুষ্কর, কনিষ্ঠপুষ্কর। বুড়াপুষ্কর শিবের যজ্ঞভূমি, মধ্যপুষ্কর বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি, কনিষ্ঠপুষ্কর ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি। যথায় ব্রহ্মা বসিয়া যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন, ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মপুষ্কর। ঐ কুণ্ডের পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম দিতে হয়। এত বড় বৃহৎ কুণ্ড দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শে দেবালয় এবং বসতাদি হইয়া সুশোভিত আছে। কুণ্ডের জল সুশীতল, সুনির্ম্মল, অগাধ জল। কমলের বন শ্বেত শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া কুণ্ডের শোভাজনক"। জলজন্তু মকর কুম্ভীর ইত্যাদি নানাজাতীয় আছে। মৎস্য নানাজাতি, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। হংস বক প্রভৃতি আর আর জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা জলকেলি করিয়া কমল-কুমুদ-মূল ভক্ষণে সুখী হইয়া বিহারাদি করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।" ইত্যাদি ভাবে পুষ্করতীর্থের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য ও আখ্যায়িকা সমস্ত বিষয়েরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই পুষ্কর-প্রসঙ্গে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একটী বিশেষ সংবাদ দিয়াছেন, "ঐ পর্ব্বতের নাম সাবিত্রী পাহাড়। ঐ পাহাড় তিন ক্রোশ উচ্চ। * * * সাবিত্রীদেবীর মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগে। ঐ মন্দির মধ্যে সাবিত্রী সরস্বতী দুই মূর্ত্তি আছেন। * * * মন্দিরের পশ্চাতে এক কুণ্ড

আছে। ঐ কুণ্ডের জল অতি উত্তম। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের কন্যা তপস্যা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর একাসনে তপ-জপ করিতেছেন। দেবীর ভোগান্তে পূজারি প্রসাদ দ্রব্যাদি দিয়া আইসেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সাবিত্রীর নিকটে সাধন করিতেছেন। ঐ পর্ব্বতে রাত্রে কেহ থাকে না। পূজারি-গণ প্রাতে যাইয়া পূজাভোগ দিয়া তাবৎ দিবা ঐ স্থানে থাকিয়া সন্ধ্যার আরতি শীতল দ্রব্য দিয়া পর্ব্বত হইতে নীচে আপন আপন বাটীতে আইসে; কেবলমাত্র ঐ তপস্বিনী তথায় থাকেন। ঐ পর্ব্বতের মধ্যে নানাজাতি হিংস্র জন্তু আছে, এজন্য কেহ রাত্রে থাকে না। যদি কেহ গায়ত্রী-পুরশ্চরণ জন্য পর্ব্বতে থাকিবার মানসে থাকে, রাত্রে দেবীর মন্দির ভিতরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ তপস্বিনী নিঃশঙ্ক আছেন।"

৬ই শ্রাবণ গ্রন্থকার আজমীর দর্শন করেন। ৭ই শ্রাবণ কৃষ্ণগড় হইয়া পড়াসনি, দুদু, বগড়ু, বড়েনা, ও বাউড়ি হইয়া ১১ই শ্রাবণ জয়পুর আসেন। ২২এ শ্রাবণ জয়পুর ত্যাগ করিয়া ঘাটদরজা, পুরা, দোশা, সেকেন্দরা বেশোরা, ছোকরাবার, গাগরআনি, শোঁক, সসা, ও মথুরা হইয়া ২০এ শ্রাবণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। ২০এ শ্রাবণের রোজনামচায় গ্রন্থকার নিজের কথা এই রূপ লিখিয়াছেন, "পথে আমার নাসার ব্যামহ হয়। তাহার পর তের ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া সকলের সমভ্যারে বৃন্দাবনে পঁহুছি।"

২০এ শ্রাবণ হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বৃন্দাবনে বাস করেন। কাশীধাম ব্যতীত আর কোন তীর্থে এরূপ দীর্ঘকাল থাকিতে তাঁহার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে

অনেক দিন থাকায় তাঁহার এই প্রধান বৈষ্ণবধামের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ব্রজপরিক্রমা" অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাউস্ সাহেব বহুদিন থাকিয়া বহুলোকের সাহায্যে সবিস্তর এখানকার কীর্ত্তিকথা "মথুরা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার আমাদের উপযোগী, আমাদের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব-সরল শিষ্ট কথায় যেরূপ ভাবে বৃন্দাবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এমনটি কিন্তু অপর কোন পুস্তকে পাই নাই। অথবা তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় আমাদের জানা থাকিলেও এ পর্য্যন্ত অপর কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালী ভক্তের যত্নেই বৃন্দাবনের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার হইয়াছিল, বাঙ্গালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্যোগেই বৃন্দাবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই ভক্ত বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বিরাজমান। বৈষ্ণবভক্ত আমাদের বাঙ্গালী গ্রন্থকার বিশদভাবে সেই বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীকে ও বঙ্গভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইয়াছেন বৃন্দাবনে তখনও কৃষ্ণপ্রেমের প্রস্রবণ ছুটিতেছিল; বৃন্দাবনে প্রতিকুঞ্জে, বৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণায় একদিন যে কৃষ্ণপ্রেম মুখরিত হইয়াছিল, তখনও বৃন্দাবনের প্রকৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছিলেন। বৃন্দাবনের ঝুলন-প্রসঙ্গে ভক্ত গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শ্রীধামে যত দেবালয় আছে, সকল স্থানেই ঝুলন হয়। ব্রজবাসিনী সকলে আপন আপন গৃহমধ্যে ঝুলে এবং শ্রীশ্রীরাধা-

কৃষ্ণ ঝুলনের গীত গায়, তাহাতে কাহাকেও কাহার লজ্জা নাই, কি শ্বশুর, কি ভাসুর, কি স্বামী, কি পিতা, কি ভ্রাতা, যে কেহ গুরুতর ব্যক্তি থাকুক তাহাতে শঙ্কা নাই, বরং তাহারা সম্মুখে আইসে না। সকল স্ত্রীলোক শ্রাবণ মাসে উন্মাদিনী হইয়া রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবর্ণনে মগ্ন থাকে।"

৬০ বর্ষ পূর্ব্বে তীর্থ-ভ্রমণকার বৃন্দাবনে যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এখন তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে বৃন্দাবনে ফুলদোল ও কুম্ভমেলা দেখিয়া ৫ই চৈত্র বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে চলিলেন। প্রথমেই মাটগ্রাম হইয়া কোবরি, তৎপর খএর, খুরজা, গোলাচি হাপর, মিরাট, মজফরনগর, কাজিকাপুর, রুড়কি ও জলাপুর হইয়া ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার হরিদ্বারে পৌঁছিলেন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে কুম্ভমেলা হইবে, কিন্তু তখন হইতেই বাটী মেলা ভার। "থাকিবার বাটী ভাড়ার জন্য সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা হইল, এক এক ঘর এক শত টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া।" এরূপ ঘরও সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পছন্দ হইল না। কুম্ভমেলার মধ্যে তিনি কিরূপভাবে বাস করিলেন, তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"গঙ্গার নিকট রুড়ির উপর ঘাসের ছাপ্পর তৈয়ার করাইয়া তাহাতে তিন ঘর হইল। একঘর স্ত্রীলোকদিগের, এক ঘর দাসী-দিগের আর সমভ্যারী যাত্রীদিগের। এই দুই ঘর পূর্ব্বদ্বারী। যে ঘর দক্ষিণদ্বারী হইল, তাহাতে আমরা সকলে রহিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘাসের টাটির প্রাচীর হইল। দক্ষিণদিকের পূর্ব্বকোণে পায়খানা হইল। তাহার বাহিরে দরোয়ানদিগের দেউড়ী হইল। পূর্ব্ব

স্থায়ী বাড়ী হইল, সম্মুখে পরিসর রাস্তা রহিল। তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার লহর। ঐ গঙ্গাতীরে রস্থয়ের স্থান।"

১৬ই চৈত্র হইতে ৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত কুশাবর্ত্তে তীর্থশ্রাদ্ধ, নীলপর্ব্বতে চণ্ডী ও নীলকণ্ঠেশ্বর, বিল্বকেশ্বর, কনখল, সূর্য্যকুণ্ড, নীলধারা, ত্রিধারা, পঞ্চধারা, সপ্তধারা পর্য্যন্ত দর্শন স্পর্শনাদি তীর্থযাত্রীর সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করেন। নীলপর্ব্বত ও কনখলের বর্ণনা অতি বিশদ ও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ।

তৎপরে কুম্ভমেলার কথা। এরূপ উজ্জ্বল ও সবিস্তর কুম্ভমেলার বর্ণনা আমরা আর কোথাও পাই নাই। তীর্থ-ভ্রমণে ২৪ পৃষ্ঠব্যাপী কুম্ভমেলার বর্ণনা আছে। তাঁহার কুম্ভমেলার বর্ণনা এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল, এত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন আমরা প্রত্যক্ষ সেই বিরাট উৎসব সন্দর্শন করিতেছি। এই মেলার বিশালতার একটু পরিচয় দিতেছি—

"হরিদ্বারে কুম্ভের মেলাতে বহু দেশস্থ নানারূপ মনুষ্যের একত্র মিলন হইয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোড় মনুষ্য, তদ্ভিন্ন জীবজন্তু আছে, চতুর্দ্দিকে তিনক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। আমরা যে স্থানে প্রথম আসিয়া ঘর বান্ধিয়াছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে ময়দান রুড়ির উপর ছিল। কিন্তু দুই তিনদিন মধ্যে এমত বসতি হইল যে, তিল থুইবার স্থান রহিত হইল। এই সকল মরুভূমি লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। স্থানাভাব এ পর্য্যন্ত হইল—মনুষ্য সকল কেবল বসিয়া এবং ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিল। গঙ্গার নূতন লহরের পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম প্রায় তিন ক্রোশ বাঁকসের জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের

মধ্যস্থলে এই মেলার রক্ষার্থে এক কালাপল্টন ছিল। তৎপরে জঙ্গলে সকল লোক শৌচক্রিয়া করিত। কিন্তু এত মনুষ্যের সমাগম হইল, ঐ অপরিষ্কার ভূমি যত ছিল সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া নগরের ন্যায় বসতি ও বাজার হইল। হরিদ্বারের উত্তর-দক্ষিণে নয়ক্রোশ ইস্তক হৃষীকেশ নাগাইদ কঙ্খল, পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারিক্রোশ ইস্তক নীলপর্ব্বত নাগাইদ জোয়ানপুর, এই চতুঃসীমার মধ্যে সর্ব্বত্রে নগর, সহরের ন্যায় মনুষ্যের বসতি এবং বাজার স্থাপিত হইল। সকল পথে এমত লোক গতায়াত করিতে লাগিল যে, পথ চলিতে গেলে মনুষ্যের ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাচ শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে এমত বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যে পথে লোক গমন করিবে, সে পথে পুনরাগমনের লোক আসিতে পারিবে না। এই বন্দোবস্ত জন্য স্থানে স্থানে রক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করিতেছে। * * * বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব, অগণিত দোকান। মনোহারী দোকান নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচশত দোকান। * * * * কাশ্মীর, অমৃতসহর, নূরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমীনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুইশত দোকান। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মুলতান, ভোট, রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উলবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুইপটীতে হইয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকাম এবং সূতার বস্ত্রাদি নানাদেশীয় দোকান পাঁচশতের কম নহে। পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস নানাপ্রকার আমদানী হইয়া কমবেশ একশত

দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী, বিল্ব, পলার দোকান অগণিত। এইরূপ শ্বেতপাথরের থালা, বাটী, রেকাব, হুঁকা, ফরসী, মেজ, চৌকী, কৌচ, কেদারা ইত্যাদির দোকান, নানাজাতীয় মেওয়া, নানাজাতীয় মসলা, পান, তামাক, তরি-তরকারী, নানা রকম ফলাদি, নানা প্রকার আচার ও মোরব্বার শত শত দোকান হইয়াছিল। মেঠাই বা হালয়াইর দোকানের সংখ্যাই ছিল না। এতদ্দেশী লোক রসুই করিতে চাহে না। পুরি, কচুরি লইলেক, গঙ্গার তীরে বসিয়া আহার করিলেক, মেলাতে বেড়াইতে লাগিল, এইমত অনেক মনুষ্যের অবস্থা। এজন্য পুরি, কচুরি অধিক বিক্রয় হয়। অমৃতসহরের দোকানদারদিগের পুরি কি উত্তম হয়, তাহা বলিতে পারি না। এমত পাতলা পুরি কোথাও হয় না, তথাচ তাহারা হাতে গঠিয়া ভাজিতেছে—চাকি বেলুন স্পর্শ করে না। সাহরণপুরের দোকানদার এবং দিল্লীর দোকানদার সকলে উত্তম উত্তম নানা রকম মিঠাই তৈয়ার করিয়া, মিঠাইতে ঘর বাড়ী দালান রথ ইত্যাদি নানা মত কারখানা করিয়া দোকান সাজাইয়াছিল। নীলধারার দুই কূলে কঙ্খল পর্য্যন্ত সপ্তধারাবধি রুড়ির উপরে খাকী, বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, গিরী, পুরী, ভারতী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আসন হইয়াছিল। দশ হাজারের ঝণ্ডু হইবে। ইহাঁরা অযোধ্যা, জনকপুর, মিথিলা, নৈমিষারণ্য, তপোবন, কান্যকুব্জ, বিঠোর, কদলীবন, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বাই, নাথদ্বার, দ্বারাবতী, কাঞ্চী, অবন্তী, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, বিকানীর, জব্বলপুর, ঝাঁসী প্রদেশের নর্ম্মদা, আবু, গিরণার, লোহাগল, রামপুরা, কুশেনি, মণ্ডি,

সেপাটু, কুল্লু, সিমুল্যা এবং আর আর শত শত পর্ব্বত ও বন হইতে সকলে আসিয়াছেন। আপন আপন ভজন-সাধনে সর্ব্বদা মগ্ন আছেন। * * * অনেকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত * *। শ্রী৺ইচ্ছাতে প্রতি দিবস এত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয়, যে সকলে আহারাদি করিয়াও দাতব্য হয়, কেহ সঞ্চয় রাখে না। সঞ্চয়ের মধ্যে ধুনির কাষ্ঠ, যাহা পর্ব্বত হইতে শ্রম দ্বারা আনা হয়। * * যে সমস্ত আখড়াধারী মোহন্তগণ আসিয়াছেন, ইঁহাদিগের শিষ্য বড় বড় রাজা আমীর লোক সকল আছে। ইঁহাদিগের মানস-মতে খরচ-পত্রচা সকল দিয়া থাকে। এক এক মোহন্তের সমভ্যারে হাজার বারশত, পোনের শত, দুই হাজার, কাহার বা ইহার অধিক চেলাগণ সমভ্যারে আছে। * * স্নানের সময় আপত্তি হইয়া বিবাদ না হইবার জন্য এমত সুযুক্তি করিল যে, পরস্পরে কাহার সহিত কাহার পথমধ্যে কি ঘাটে সন্দর্শন হইবার সংযোগ রহিল না। প্রথমে গোসাঞিদিগের স্নান। প্রথমে শ্রবণানন্দকে স্নান করিতে আনিলেন। সাহরণপুরের খোদ মাজিষ্টের ও কাপ্তেন সাহেব অগ্রগামী হস্তী আরোহণে একশত সিপাহী লাঠিহাতে, পুলিশের পদাতিকগণ পদব্রজে অগ্রপশ্চাতে লোক তফাৎ করিতে করিতে, লাঠি ফিরাইতে ফিরাইতে চলিল, তন্মধ্যে গোসাঞিয়ের সমভ্যারে চল্লিশটী উট, একশত সওয়ার ঘোটকের উপর, বার হস্তী, হস্তীর উপরে তাসের নিশান, গোসাঞি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়াছেন তাহার রূপার আমারি, স্বর্ণ-খচিত ঝুল, শুণ্ডে স্বর্ণমণ্ডিত, গলদেশে পুচ্ছে রূপার তবক ইত্যাদি আভরণ, আমারি উপরে শ্রবণানন্দ মোহন্ত, দুই পার্শ্বে দুইশত চামর, রূপার দাণ্ডি, এক কারচোবের ছত্রি, রূপার দাণ্ডি,

শিরোপরে আশাশোটা, পঞ্জা, বল্লভ, পঙ্খাশ আড়ানি, মোরছোল, এই সকল আসবাব। অগ্রে উটের উপর (ও) ঘোড়ার উপর ডঙ্কা এবং তাসা কাড়া বাদ্য আছে। এই সকল অগ্রে অগ্রে বাদ্যধ্বনি, পরে হাজার এগারশত চেলার সমভ্যারে এবং দুইশত পরমহংস, একশত দণ্ডী ও অপরাপর অভ্যাগত যাত্রীতে কমবেশ এক হাজার সমভ্যারে স্নান জন্য যাত্রা করিয়া নগরের পশ্চিম দিক্ হইয়া, পর্ব্বতের পূর্ব্বধার দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া হরপিড়ির ঘাটে পঁহুছিয়া, জলে নামিয়া প্রথমতঃ নিশানকে ঐ ঘাটের জলমধ্যে বাদ্যধ্বনি করিয়া আরতি করা হইল। পরে ঐ নিশানকে সপ্তবার পরিক্রম করিয়া সকলে স্নানাদি করিল। স্নান করিবামাত্র উক্ত সাহেবগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে ঐ সকল ব্যক্তিকে নৌকার পুল পার করিয়া, নীলধারার নিকটে রুড়ি হইয়া যে পথ লহরের ধারে ধারে আছে, ঐ পথে আসিয়া দ্বিতীয় পুলে পার করিয়া পুনঃ পশ্চিমপারে আসিয়া পশ্চিমমুখে যে পথ আছে, তাহাতে আসিয়া চৌরাস্তাতে উঠিয়া যাহার যে স্থানে আখড়া, তাহাকে সেই স্থানে পঁহুছাইয়া দিল। এইমত গমনাগমনের প্রথা করিয়া রাজপুরুষেরা সকলে সদলে সমভ্যারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বার গোসাঞি, মোহন্ত (ও) আখড়াধারীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া আসিয়া উক্ত রীতিক্রমে সকলকে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধান করিল। বার আখড়ার মোহন্তের কাহার আসবাব নিশান, হস্তী, ঘোড়া, উট, আশাশোটা, চামর, মোরছোল ইত্যাদি আড়ানি পঞ্জা কাহার কম নহে, বরং গুজরাটের বলভদ্রী আখড়ার গোসাঞিয়ের সমভ্যারে এগার হস্তী ও হস্তিনী আছে। ইহাদিগের গমনকালে কি শোভা তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না।"

গোসাঞিদিগের স্নান শেষ হইলে তৎপরে সন্ন্যাসিগণও গোসাঞিদিগের মত শোভাযাত্রা করিলেন। "সন্ন্যাসিদিগের শিষ্য অনেক রাজা এবং ধনাঢ্যগণ আছেন। * * গদিয়ান সন্ন্যাসি-গণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্নানে যাত্রা করিলে পর সমভ্যারে কমবেশ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী, মস্তকে জটাভার, বিভূতিভূষণ, রুদ্রাক্ষ স্ফটিক পদ্মবীজের মালা ধারণপূর্ব্বক কাহার কটিতটে কৌপীন লাল রঙ্গের উপরে বহির্ব্বাস, কাহার লৌহ কি পিত্তলের শৃঙ্খল, কটিবেষ্টিত, কাষ্ঠের কৌপীন, কেহ কেহ উলঙ্গ—গাঁজা চরস্ ভাঙ্গ ধুতুরাতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু সকলে শিবাকৃতি হইয়া "হর হর গঙ্গাধর বম্ বম্" গালবাদ্য করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে স্নানে গমন করিতেছেন, দেখিতে কিবা শোভা, তাহা কহিতে পারি না। কত শত ঊর্দ্ধ-বাহু অবধূত মৌনব্রতী অনেক সম্প্রদায় যোগিবেশে শিঙ্গা ডম্বুর লইয়া হর-গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন (করিতেছেন)। পূর্ব্বোক্ত পথে রাজপুরুষগণের সমভ্যারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান করিয়া পুল হইয়া পার করাইয়া পুনঃ পুলে পার করিয়া পশ্চিম পারে আসিয়া, যাহার যে আসন তথায় তাহাকে পহুছিয়া দিয়া পরে থাকী বৈষ্ণবদিগের স্নানার্থে লইয়া যাইল। * * ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে পহুছাইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে কখল যাইয়া রাজগণের স্নান জন্য তদ্বিরে রহিলেন। প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সম-ভ্যারে ত্রিশ হাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা তাহার পর বাণ নিশান দুই শত, তাহার পরে খাসগেলাস, ভাল ভাল সুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার দুইশত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঙ্খা, দশ ছত্র,

অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে স্বর্ণতারে তারকুশী, কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি, মুক্তার ঝালর, একছত্র রাজার মস্তকে আর তদ্রূপ এক আড়ানী শ্বেতচামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণ দাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত, পঁচিশ ঘোড়-সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও মাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিমদিক্ হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়াছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নান জন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবর্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পহুছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয় সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হস্তী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরি, শালের জোড়া, মুলতানী জোড়, পাগ, দোপাট্টা (ও) হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। তক্তারামার ষোল দ্বার, রূপার নির্ম্মিত স্বর্ণখচিত সুশোভিত, আর চতুর্দ্দোলে সুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাজ করা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা, বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার। এই মত চারি চতুর্দ্দোলে চারি রাণী আর সমভ্যারী সকলে হস্তিপৃষ্ঠে এই মতে সকলে কুশাবর্ত্তের ঘাট হইতে উত্তর দিকের পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম দিয়া যে পথ, তাহা দিয়া আসিয়া দক্ষিণের পুল দিয়া পশ্চিমপার হইয়া কন্খল যাইবার চৌরাহে পহুছিয়া তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের দান জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কন্খল পর্য্যন্ত

পহুছিল। এইমত ক্রমে ক্রমে রাজাদিগের স্নান-দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মেলা ছিল।

গ্রন্থকার হরিদ্বারের কুম্ভমেলার বিবরণ যেরূপ সবিস্তার লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে অতি সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। কুম্ভমেলার বিবরণে আমরা সেকালের ভারতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সন্ধান পাই। এই মেলা উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল সম্প্রদায়ের জনসঙ্ঘ, অতুল বিভবশালী ঐশ্বর্য্যের মহাড়ম্বরে উদ্দৃপ্ত কোটীপতি হইতে সম্পূর্ণ ভোগবিলাসবর্জ্জিত জ্ঞানপ্রভায় উদ্ভাসিত মুক্ত পরমহংস পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল প্রকার মানব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য অসংখ্য দ্রব্যসম্ভার এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আহার্য্য অসংখ্য খাদ্যসামগ্রীর পরিচয় রহিয়াছে। এই মেলায় আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিষয় শিখিবার, দেখিবার ও ভাবিবার ছিল। সেই লোকচরিত্রের মহামিলনের মধ্যে সেকালের ধর্ম্ম-জগতের চিত্রের আভাস পাইতেছি। গ্রন্থকার ভারতবাসী হিন্দু-সাধারণের ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সম্প্রদায় ও পদোচিত আভিজাত্য লইয়া সমাজে প্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদাবোধ, ধর্ম্মাচরণের জন্য সকল প্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর ও দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে রেলগাড়ী বা পথঘাটের এখনকার মত সুবিধা ছিল না, তস্করের ভয়ে যে সময় পথ চলা অতিশয় বিপজ্জনক ছিল, সে সময়েও হিন্দু জনসাধারণ ধর্ম্মের জন্য, পুণ্যলাভের জন্য ও পারলৌকিক উন্নতি-প্রাপ্তি-আশায় কিরূপ অকুতোভয়ে শত শত ক্রোশ দূরে গমন করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিত না, তাহার

পরিচয় ঐ কুম্ভমেলায় পাইয়াছি। এই সে দিন হরিদ্বারে মহাকুম্ভ হইয়া গিয়াছে। অনেকে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন; সেদিনও ধর্ম্মভীরু হিন্দুসমাজের কতকটা সজীবতা দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু এই মহাকুম্ভের ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকার যে কুম্ভমেলা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কুম্ভমেলার বিবরণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, হিন্দু-সমাজের নানাদিকে এখন যথেষ্ট বিপর্য্যয় হইয়াছে, লোকের মতিগতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আলোচ্য "তীর্থ-ভ্রমণ" গ্রন্থ হইতে সেকালের ও একালের নানা অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিবার অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, এরূপ উপকরণ অন্যত্র দুর্লভ।

৮ই বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাখণ্ড দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইবার ক্রমেই তাঁহাকে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে উঠিতে হইবে। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন সস্ত্রীক কালীপ্রসাদ ঘোষ, কাশীর শিবরতন বাবু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, রামচরণ চক্রবর্ত্তী, নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়ের মাতা ও জ্যেষ্ঠ বধূ, কালীবাবুর পুরোহিতের বধূ ও তাঁহার ছয় বৎসরের কন্যা, কালীবাবুর জ্ঞাতি-সম্পর্কে পিসী, দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী বিন্দুপারা ও কাঙ্গালী নাপিতের ভগিনী, বৃন্দাবনবাসিনী চারিজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, এ ছাড়া তাঁহাদের সঙ্গে একজন চাকরাণী দুইজন চাকর ও দুইজন দারোয়ান। তাঁহাদের মধ্যে কেবল বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ সস্ত্রীক দুইজনে দুই ঝাপানে, বাকি সকলে পদব্রজে চলিলেন। হিমালয়ের উপর উত্তরাপথ কি ভীষণ দুর্গম, পথচলা কিরূপ দারুণ

কষ্টসাধ্য, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখনকার দিনে অনেকেই পদব্রজে তীর্থভ্রমণ দূরের কথা—উপযুক্ত যান-বাহনের সাহায্যেও হিমালয়ের উত্তুঙ্গ মার্গে উঠিতে নারাজ, কিন্তু তখনকার দিনে ছোট বড় সকল হিন্দুই ধর্ম্মোদ্দেশে কত কষ্টই সহিতে পারিতেন, অম্লশূলরোগাক্রান্ত কেবল আমাদের ভুক্ত গ্রন্থকার বলিয়া নহে, লক্ষপতি দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী প্রভৃতি যেরূপ সৎসাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচয় দিয়াছেন, এখনকার দিনে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই তাহা অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। ভক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলবলে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কম্বল মুড়ি দিয়া হিমালয়ের বন্ধুর প্রদেশে চলিয়াছেন। ক্রমে হৃষীকেশ দর্শন করিয়া লছমন-ঝোলায় উপনীত হইলেন। লছমন-ঝোলায় আসিয়া লিখিয়াছেন, "ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল। তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি—পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি, বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। যেমন সিঁড়িমই এই মত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেলবন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া ভীতব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া ৺গঙ্গা পার হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে। যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন, তাঁহার জল এত স্রোতবতী

যে, দশ বার শত মন যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল, তথাচ তাঁহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছুদূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন" এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায়, যেন পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে, 'পন্থি! সাবধান পগ্-ধ্যান, মুখে বল রাম নাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপ্‌না।' এই শব্দ শূন্যপথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোনক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

গ্রন্থকার যেরূপ লছমন-ঝোলা পার হইবার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাঠক বুঝিতেছেন কি দারুণ সঙ্কটজনক শ্রমসাধ্য ব্যাপার। যাত্রিগণের ইহার পর যে পথক্লেশের লাঘব হইবে, তাহা নহে, এই

লছমনঝোলা হইতেই পথক্লেশ আরম্ভ। তৎপরে গ্রন্থকার ছয় ক্রোশ পথ আসিয়া ফুলাড়িতে লক্ষ্মণের তপোবন দর্শন করেন। তাহার ছয় ক্রোশ দূরে পাহাড়ের চড়াইর উপর বিজলীগ্রাম—"ছয় ক্রোশ ক্রমিক চড়াই, ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিশেষতঃ প্রথম পর্ব্বতের উপর এতদূর উঠিতে হইতেছে, কিন্তু জগদীশ্বরের এরূপ দয়া প্রকাশিত আছে যে, স্থানে স্থানে জলের ঝরণা এবং বৃক্ষের ছায়া। পাহাড়ে চড়িতে যত ক্লেশ তাহার শ্রমশক্তির উত্তম উপায় আছে। পর্ব্বত অতিশয় সুরম্য। বন, জল, স্থল, ফল ফুলে পর্ব্বত সুশোভিত।"

বিজলী হইতে দশ ক্রোশ দূরে ব্যাসঝোলা ও ব্যাসাশ্রম, এই ব্যাসাশ্রম হইতে ছয় ক্রোশ গিয়া লছমন-ঝোলার ন্যায় এক ঝোলা পার হইয়া যথাক্রমে দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, রাণীবাগ, টেরির রাজধানী শ্রীনগর, শিরোবগড়া ও রুদ্রপ্রয়াগ। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া সদলে গুপ্তকাশীতে আগমন করেন। এই দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতের উপরেও গ্রন্থকার সদলে প্রত্যহ ৮৷১০ ক্রোশ হাঁটিয়াছেন।" গুপ্তকাশীতে "গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া আর যমুনার জল সিংহমুখ দিয়া উপর হইতে কুণ্ডে পতিত হইতেছে। * * অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী আছেন। ইঁহারা যোগসাধন করিতেছেন।"

তৎপর দিন সকলের তুঙ্গনাথ দর্শন। "তুঙ্গনাথের পাহাড় আট ক্রোশ উচ্চ চড়াই, বড় বিকট পথ, পাকদণ্ডিতে উঠিতে হয়। এক এক পদচিহ্নতে পদক্ষেপ করিয়া যষ্টি আশ্রয়ে আট ক্রোশ চড়িতে হইবে, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত উপরে বৃক্ষাদি আছে, বৃক্ষমূলে বিশ্রাম। এই মত তাবৎ দিবাতে। পর্ব্বতের শিরোভাগে যে তুঙ্গনাথের

মন্দির আছে, তাহাতে মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত। * * এই পর্ব্বত বরফে আচ্ছাদিত। মন্দির বরফে ঢাকিয়া থাকে।"

তুঙ্গনাথ দর্শন করিয়া গ্রন্থকার পাটন-চটী হইয়া হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে ত্রিযুগ-নারায়ণ দর্শনে আসিলেন। "এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি আছে, আর মহাদেবের তিন যুগের ধুনি জ্বলিতেছে। * * * সাধনার স্থান নগরতুল্য—অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী মোহন্তগণ তপস্যা করিতেছেন। তপস্যার উত্তম স্থান—এই হিমালয়ে গিরিরাজ ও মেনকার বাসস্থান, গৌরীর জন্মস্থান। * * এ পর্ব্বতে ফল ফুলে বৃক্ষগণ সুশোভিত সজীবিত। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলের ভাল ভাল ঝরণা আছে। অন্য অন্য পর্ব্বত হইতে এ পর্ব্বতের মনুষ্যগণ মিষ্টভাষী, স্ত্রীগণ, বালিকা যুবতী কি বৃদ্ধা সকলেই সুসভ্য; কিন্তু বস্ত্রাভাব—কম্বল পরিধান এবং আচ্ছাদন। সকলের মস্তকে কম্বলের টুপী কিম্বা পাগড়ী।"

অনন্তর ঝিলমিল-চটী, মুণ্ডকাটা গণেশ, উষ্ণপ্রস্রবণযুক্ত গৌরীকুণ্ড ও ভীমগড়া হইয়া কেদারনাথে আগমন করিলেন। কেদারনাথে আসিবার পথে সাজসজ্জা ছিল—"গাত্রে তুলাভরা জামা, তাহার উপর লুই, বনাত কম্বল মুড়ি দেওয়া, হাতে আপন আপন যষ্টি, স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি।" পথের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারিশত ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়, বরফের পর্ব্বত কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না। যেমন ঝিন্‌ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেইমত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য

হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব। বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত। তাহার বরফসকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে এই পরিসর পথ। যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে, তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশে পাশে পদক্ষেপ করে, তবে মহা বিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে বরফে কোমর পর্য্যন্ত কোথায় অস্থায়ী হইয়া ডুবে, পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ হইলে কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গোড়েন; কমবেশ দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন, তাহার উপরে বরফ আচ্ছাদিত আছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তথায় জানা যায় যে, মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। * * * এই সুকঠিন পথ হইয়া এক পুল পার হইয়া কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ। এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক, মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে, তাহা আবৃত হইবে না। যে সকল বাড়ী, ঘর, কুণ্ড, তীর্থ, দেবালয় আছে, সকল বরফে ঢাকিয়া আছে—কেবল ধবলাকার, তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত। পুরাতন যে বরফ আছে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, নূতন যে বরফ তাহা অতি শুভ্র, সাফা লবণের ন্যায় দানাদার। * * কেদারের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল। অদ্যাবধি মন্দির ভিতরের সকল বরফ যায় নাই, সর্ব্বদা জল পড়িতেছে। এই বরফ জন্য শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর অক্ষয়তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা দ্বার রুদ্ধ থাকে। * * মন্দিরের

নিকট কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু পশুপক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। এই ছয়মাস দেবগণে পূজা করে, এ কথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবগণের পূজা করার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরের ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিত থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয়, তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। * * * মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরফে স্পন্দনরহিত হয়।"

মহাপ্রস্থানের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন—কিন্তু কোথায় ও কোন পথে যাইতে হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমাদের গ্রন্থকার কেদার হইতে সেই মহাপথ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরমুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র দেহ ব্রজতুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র বরফ জলের ন্যায় বরিষণ হইতেছে, এই শীতবীর্য্যে কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে পারে না, যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, তাহা কদাচ পহুছিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয়, তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে তাহাতে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নাই, তাহার নাম খুনী বরফ। যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। ঐ সকল কারণ জন্য শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টেরির রাজসরকার হইতে ৩৬ জন পার্ব্বতীয় মনুষ্য রক্ষক আছে—কোন ক্রমে কেহ বিনা অনুমতিতে ঐ পথে না যাইতে পারে। যে সকল রক্ষকগণ আছে, তাহারা লোমসমেত দুম্ব ভেড়ার চামড়ার জামা, ইজার টুপী, তাহার

উপর কম্বল আচ্ছাদনে থাকে। অগ্নির কুণ্ড সমভ্যারে ঐ রক্ষকগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে, তাহার পর গমনের ক্ষমতা নাই।"

কি ভাবে সাধনা করিলে মহাপন্থা অতিক্রম করিয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শের অধিকার জন্মে, গ্রন্থকার তাহাও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি তিনি যেরূপ কেদারনাথ ও মহাপন্থার বর্ণনা করিয়াছেন, অপর কোন পুস্তকে আমরা এরূপ পরিচয় পাই নাই। কেদারনাথ দর্শন ও তীর্থকৃত্য সমাধা করিয়া "শত বৎসরের বরফ বেলওয়ার, সহস্র বৎসরের স্ফটিক হওয়ার আকরস্থান দেখিয়া" ভীমগড়া, গৌরীকুণ্ড, অসিমঠ, বামনীচটী, তৎপরে অলকনন্দা পার হইয়া ক্ষেত্রপালু, পিপড়কুঠী, গরুড়গঙ্গা, কুমারচটী, জোষীমঠ ও পাণ্ডুকেশ্বর হইয়া বদরীনারায়ণে আসিলেন। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণ আসিতে ১১ দিনে ৯৪ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইয়াছিল! বদরীনারায়ণের পাহাড়ে উঠিবার সময় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "মোজের চটির নিকট হইতে আটক্রোশ চড়াই বদরীনারায়ণের পাহাড়। * * চারিক্রোশ যাইয়া বরফ ভূমি, বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরভূমি আছে। কেদারনাথে যেমত বরফ তাহা হইতে এ পাহাড়ে বরফ কম আছে, কিন্তু শীত অতিশয়। শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। জলস্পর্শ করা অতিশয় কঠিন। আটক্রোশ যাইয়া এক কাষ্ঠের পুল অলকনন্দাতে আছে, তাহা পার হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদরীনারায়ণের মন্দির। * * * বাসাতে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বদরীনারায়ণ দর্শন করা হইল।" গ্রন্থকার এখানে পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের

তপস্যার স্থান, বদরীনারায়ণের মহিমা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠ এই স্থান তাহার সংশয় নাই। মহাপ্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিতেছে, মনোবিকার কিছুমাত্র নাই।" বদরীনারায়ণে আসিয়া কোথায় কি দেখিতে হয়, কিরূপভাবে তীর্থকৃত্য করিতে হয়, হিমালয়ের এই তুঙ্গশৃঙ্গে কি কি দ্রব্য ও পথ্যাদি পাওয়া যায়—এখানকার সুবিধা অসুবিধা সকল কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বদরীনারায়ণ হইতে ভোট বা তিব্বতের পথ সম্বন্ধে দেখা যায়—"এখান হইতে ভোটের রাজ্য নয় দিনের পথ উত্তর-পশ্চিম দেশ। ভোট গমনাগমন হইতেছে; অতিশয় বরফ, বরফের উপর হইয়া চলিতে হয়। ভোটের জুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে চলে না. কুশের জুতাতে গমন হয়।"

৫ই জ্যৈষ্ঠ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলে বদরীনারায়ণ ছাড়িয়া পাণ্ডুকেশ্বর, কুমারচটী, জোষীমঠ, পিপড়কুঠী, ক্ষেত্রপাল, নন্দপ্রয়াগ ও শিথকুঠী হইয়া মেলচৌরী আসিলেন। এখানে ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালারা বিদায় হইল। গ্রন্থকার ঐ বাহকগণ সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন,—"এই ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালাদিগের চিনখাকি টিকলি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অনেক মত কহা হইল এবং এখানের ঝাপান যত টাকায় যাইবে, তাহা হইতে পাঁচ টাকা অধিক পাইবে। তাহারা কোনমতে চারিদিবসের পথ নীচে আসিতে স্বীকার হইল না। তাহার কারণ কহে যে, "আমরা ইহার নীচে গেলে বাঁচিব না; নীচে অতিশয় রৌদ্র আমাদের বরদাস্ত হইবে না, সকলের ব্যামোহ হইবে। আমরা বরফদেশের পাহাড়ের মনুষ্য, মেলচৌরীর নীচের জায়গা আমাদিগের কোন ক্রমে সহ্য

হইবে না। এজন্ত ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালা বিদায় হইল। পুনরায় এখানে ঝাপান ও পিঠু লওয়া হইল।"

সে দিন মেলচৌরী হইতে লোহাগড়ে আসিয়া তৎপর দিন (১২ জ্যৈষ্ঠ) সকলে বুড়া-কেদারে উপস্থিত হইলেন। "এখানে কেদারনাথ আছেন কৌশল্যা নদীর পূর্ব্বপারে।" তৎপরে কানা-গির চটি, চিকলি, রামনগরের বাজার, চিনখা, কাশীপুর, নৈনিতাল, সম্বল-মুরাদাবাদ, শিরসা, গোমা, দানপুর, কোয়েল ও বেশরা দর্শন করিয়া ২৪ জ্যৈষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিলেন। ভক্ত গ্রন্থকার এখানে তাঁহার উত্তরাখণ্ড-ভ্রমণের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন,—

"যদবধি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তীর্থযাত্রা জন্ত উত্তরাখণ্ডে গমন হইয়াছিল, তদবধি দুই সন্ধ্যা আহার, কি শয্যা পাতিয়া বালিশ মস্তকে দিয়া শয়ন হয় নাই; কোন বালুকাময় ভূমিতে এবং পাহাড় পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে হিংস্রজন্তুদিগের সম্মুখে ভ্রমণ গমন, ছোট বড় পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। এমত এমত পর্ব্বত আছে, ক্রমিক চারি পাঁচ দিবস—প্রতি দিবস দশ বার ক্রোশ করিয়া চড়াই করিয়া সীমা পাওয়া যায় না। ঠিক খাড়া চড়াই কত স্থান আছে, উচ্চে উঠিবার সময় এক এক পদক্ষেপে মৃত্যুকালের শ্বাসের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। বিনা-যষ্টিতে যুবক কি বৃদ্ধ, কি বালক কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। উতরাই অর্থাৎ নামিবার সময়ে ততোধিক ক্লেশ। বিশেষতঃ পর্ব্বতে শীতের অত্যন্ত প্রভাব, আহার-দ্রব্য বিবিধ দাল যব গম মক্কা-মিলিত আটা। এই আহার করিয়া এক লক্ষ পর্ব্বত সত্তর লক্ষ ঝাড়ির পরিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে কিম্বা হরিদ্বারে আসিতে হয়। বালুকাময় ভূমিতে এবং পর্ব্বতের প্রস্তরঘর্ষণে

বনের কণ্টকে পদ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে, দেহে অস্থিমাত্র থাকে, রস-রক্ত কিছুই দেহে থাকে না, বর্ণ বিবর্ণ হয়, আকৃতি বিকৃত হয়, এত কষ্ট করিলে উত্তরাখণ্ডে যে সব শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তাহা দর্শন স্পর্শন করিতে পারে। তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে নানা দেশ এবং নানামত মনুষ্য ও তাহাদের কৃত ব্যবহার দেখা যায়।"

উষ্ণপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে হিমপ্রধান উত্তরাপথের তীর্থ-ভ্রমণ কিরূপ শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে সকলেই অবগত হইবেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মের জন্য ঐ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে পশ্চাৎ-পদ ছিলেন না, তাহা আমরা এই তীর্থ-ভ্রমণ গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতেছি।

গ্রন্থকার হিমালয়ের কেবল তীর্থ-পরিচয় বা দ্রষ্টব্য স্থানের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তদ্দেশীয় নরনারীর আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-ব্যবহার, রীতিনীতি, হাবভাব প্রভৃতি জ্ঞাতব্য অনেক কথাই স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং অবশেষে উত্তরাখণ্ড যাত্রার এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন,--

"কেদারনাথ গমনে চারি দিবসের পথ কেবল গোলাপ গাছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত, আর পথে পথে কত শত স্থানে কুন্দ শেফালিকা করবী ইত্যাদি আছে। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে তিন দিবসের পথ সেউতি, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন, বরাক ফুলের গাছসকল জবাপুষ্পের ন্যায় অন্তর হইতে দৃষ্ট হইতেছে,—এইরূপে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিলে দুঃখ ক্লেশ মায়া মোহ কিছু থাকে না।"

পূর্ব্ব হইতেই বৃন্দাবনে ৺নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে তাঁহার বাসা

স্থির ছিল। ২৫এ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২১এ ভাদ্র পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া দীর্ঘ পথক্লেশের কতকটা শ্রান্তি দূর করিলেন। ২২এ ভাদ্র ব্রজভূমির চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এবার ব্রজমণ্ডলের সকল বন উপবন ও সকল লীলাস্থানই দেখিয়া লইলেন। যেখানে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে ও বিশেষত্ব পাইয়াছেন, সমস্তই তীর্থ-ভ্রমণে বিবৃত হইয়াছে।

২০এ মাঘ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সদলে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবন হইতে চৌমুয়া, কুশী, হোড়েল, পরওল, বল্লভগড়, ফরিদাবাদ, দিল্লী, তেলিআড়া, পুজানি, রাই, বশৌনি, শামহাল, পাণিপথ, কর্ণাল ও বটালা হইয়া থানেশ্বরে উপনীত হইলেন,—"যথায় কুরুক্ষেত্র তীর্থ"। কুরুক্ষেত্র ভারতীয় আর্য্য-জাতির সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মক্ষেত্র। তীর্থ-ভ্রমণে সংক্ষেপে এই অতি-প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রের যেরূপ পরিচয় আছে, অপর কেহ এরূপভাবে বর্ণনা করিয়া যান নাই। মৃত্তিকাসম্বন্ধেও তিনি লক্ষ্য করিয়া জানাইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের তাবৎ মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে সকল স্থানে রক্তবর্ণ দেখা যায় না। * * * পথিমধ্যে যে স্থানে বৃষ্টি-জল বদ্ধ আছে, তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইল—রক্তের ন্যায় জল, মৃত্তিকার নীচে রক্তবর্ণ, ইহাতে বোধ হয় অধিক বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ হইলে সকল লাল জল হয়। অস্থিপুরা নামে যে তীর্থ আছে, তাহাতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যত ব্যক্তি হত হইয়াছেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া যে স্থানে সংকারাদি করেন এবং কুরুকুলবধূগণ যথায় সহমৃতা হন, সেই স্থান স্তূপ হইয়া আছে।"

১০ই ফাল্গুন কুরুক্ষেত্রের তীর্থ-কর্ম্মাদি শেষ করিয়া পিপলি,

তেওড়া, সাহাবাদ, টগম্নি নদী, বাণগঙ্গা, অম্বালা, রাজপুরা, সরেন্দা, বন্নের সরাই ও লস্করের সরাই হইয়া লুধিয়ানা সহর পাইলেন। এখানে দেখিলেন, "উত্তম স্থান, পশমিনা বস্ত্রাদি এবং ঊর্ণাবস্ত্রাদি নানামত জন্মিতেছে। * * * পশম যাহাতে শ্বাল জন্মে, উল যাহাতে লুই জন্মে, তাহার বিক্রয় হইতেছে।" পুল পার হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের ফোলবের দুর্গ দেখিতে পান। তথা হইতে ১২৷৷• ক্রোশ যাইয়া ফাগুওয়াড়া সহরে এক গুহার মধ্যে সাধু দর্শন করেন। ঐ সাধু ১২ বৎসর কাল দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছেন। "কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, মৌনব্রতের ন্যায়, আহার ক্রমে স্বল্প করিয়া এক্ষণে কেবল এক পোয়া দুগ্ধ কিঞ্চিৎ বাতাসা, দেহ কৃশ হয় নাই।" ফাগুওয়াড়া হইতে ওঝা নদী, বেহালা, হরেলা, হুশিয়ারপুর ও তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে বাহাদুরপুর গ্রামে গুরু নানকের গদি দর্শন করেন। এই সুদূর উত্তরপশ্চিম প্রান্তে ছাউনী মধ্যে শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীরাধা নাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাহাদুরপুরে "ঢাকুরিয়ানিবাসী শ্রীযুত দীন নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

এই হুশিয়ারপুর হইতেই আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার জ্বালামুখী দর্শনের উদ্যোগ করিলেন। তথা হইতে বোটা, আমবাগ, রাজ-পুরা (এখানে ২৪ বাহুবিশিষ্টা মহিষমর্দ্দিনী দেবী) ও চম্পা (চম্বা) দর্শন করিয়া ২৩ ফাল্গুন শিবরাত্রির দিন জ্বালামুখী তীর্থে আগমন করেন। তাঁহার জ্বালামুখীর বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক।

"মহাদেবীর মন্দির পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, মন্দির দক্ষিণদ্বারী, মহারাজ রণজিৎ সিংহকৃত স্বর্ণমণ্ডিত চতুর্দ্দিকে কলস আছে,

তাহার উপরে স্বর্ণের ছত্র আছে, সম্মুখে দুই স্বর্ণমণ্ডিত ব্যাঘ্র আছে। মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর দুই জ্যোতি কখনও প্রকট কখনও অপ্রকট থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে সকলে পূজা হোম করে, ঐ জ্যোতি হইতে অগ্নি জ্বালিত করিয়া লইতে হয়, অন্য অগ্নি স্থাপিত হয় না। * * * ছাগবলি অনিয়মিত হইতেছে—যাহার যখন ইচ্ছা। মহাদেবীর জ্যোতি প্রায় পর্ব্বতের সকল স্থানে আছে, কোথাও গুপ্ত কোথাও প্রকাশিত। জালন্ধরপীঠের পরিক্রম ৪৮ ক্রোশ।"

বলা বাহুল্য ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকার ৪৮ ক্রোশই পরিক্রম করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য, তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এখানকার কালীঘাটের হালদার-কন্যাগণের ব্যবহার অনেকেই বিলক্ষণ জানেন, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জ্বালামুখীর পরিচয়ে কিরূপ লিখিয়াছেন, একবার পাঠ করুন—

"পাণ্ডাদিগের বাটীর কন্যাগণ দেখিতে অতি সুন্দরী। ১ বৎসর অবধি ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সকলে মহাদেবীর মন্দিরে আসিয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করে। দেখিতে দেবীরূপা, কাহারও মনে বিকার নাই, অল্প পাইলেই সন্তুষ্ট, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, খাদ্যদ্রব্যাদি সম্মুখে ধরিলে অনায়াসে ভক্ষণ হয়।"

জ্বালামুখী দর্শনাদি করিয়া রাজা উমেদচন্দ্রের রাজধানী নাদ-

ওন হইয়া সকলে ফতেপুর, শীমুল্যা, হামিরপুর, লম্বুড়, গোপালপুর ও রাজার তলাও দর্শন করিয়া রেওয়াড়েশ্বর তীর্থে আসিলেন।

এখানে গ্রন্থকার রেওয়াড়েশ্বর তীর্থের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক ও হৃদয়াকর্ষক। এরূপ তীর্থের কথা আমরা আর কোথাও শুনি নাই। একটু পরিচয় দিই—

"রেওয়াড়েশ্বর তীর্থকুণ্ড মধ্যে প্রস্তর, উপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত জলে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার নাম বেঁড়া, পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ, দীর্ঘে-প্রস্থে দুই ক্রোশের পরিক্রম। এই জল-মধ্যে সাত বেড়া আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনুমান্, দুর্গা, গণপতি (ও) ধরমধারী অর্থাৎ লোমশ মুনির—এই সাত বেড়া আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বার মাস ভাসিয়া বেড়ায়। মহাদেবী দুর্গার যে বেড়া, শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস ভাসে, দশ মাস মহাকুণ্ডের ঈশান কোণে থাকে। উক্ত বেড়া সকল বেড়া হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মার বেড়ার উপরি নলের এবং ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ, এক বট এই দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় ১॥০ হাত ২ হাত হইবে, খাড়াই তিন হাত, তাহার পর শাখা-পল্লবে শোভিত বেড়া দীর্ঘে-প্রস্থে ৬ হাত হইবে। বিষ্ণুর বেড়াতে নলের গাছ ও ঘাস আছে, দীর্ঘ-প্রস্থে ৩ হাত। শিবের, গণেশের ও হনুমানের তিন বেড়া ঘাসময় ছোট বেড়া। লোমশ মুনির বেড়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ হাত, অনেক নলের গাছ এবং ঘাসে বন হইয়া আছে। * * * কুণ্ডের তীরে যে বন আছে, ঐ বনের সহিত একত্র হইয়া থাকে। যাহার যে মূর্ত্তি দর্শনের মানস হয়, ভাবনা করিলে সেই বেড়া ভাসিয়া আসিয়া দর্শন দেন, আপন মনোনীত পূজা ইত্যাদি করিলে ইচ্ছামতে ভাসিয়া স্থানান্তরে

গমন করেন।" আমাদের কৌতূহলী গ্রন্থকার এখানকার অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বেড়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন—

"এ বেড়া সকল কি মত স্থাপিত, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, নিম্নে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উপরে বৃক্ষাদি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ধরিয়া বহুমত দেখিয়াছি কোনক্রমে হেলাইতে পারা যায় নাই। ঐ বেড়াতে ধ্বজা দিবার জন্য খনন করিয়া বাঁশ পুতিতে হয়, ঐ বেড়ার উপর পাণ্ডারা আরূঢ় হইয়া বিশেষ বলপূর্ব্বক বসাইল, তাহাতেও হেলিল না, পরে বেড়া হইতে মৃত্তিকা লওয়া হইল। কিন্তু তীরে যে স্থানে বেড়া ছিল, তথায় জল অধিক নহে, তাহাতেও অধিক জাগিয়া থাকে না, কেবল গাছ-ঘাস ভাসে। আর অতলস্পর্শ জল যেখানে, সেখানেও ঐ মত অল্প মৃত্তিকা আর গাছ-ঘাস ভাসিতেছে দেখা যায়, কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হয় না যে, বেড়ার বিপরীতদিকে ডুব দিয়া অন্য দিকে উঠিতে পারে। যত নিম্নে ডুবে, সর্ব্বত্রই পাথর মাথায় স্পর্শ হয়। * * * কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমন করিয়া, পরিক্রমের অর্দ্ধেক পথ যাইতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মার বেড়া ভাসিয়া উত্তর দিক্ হইতে যাইতেছে। উহা যৎকালে মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, আমরা মনে করিলাম যে, পূর্ব্ব দিকের বাতাস, এজন্য পশ্চিম দিকে দাম ভাসার ন্যায় যাইতেছে, কিন্তু ঐ মধ্যস্থলে যাইয়া স্থির হইল, তাহার পর ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতে লাগিল, এক অঙ্গুলিও সরিল না।

"বেড়াগুলির এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়া লাহোরের সর্দার নেহাল সিংহ বহু লোক জলে নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বহুকাল হইতে এখানকার ব্যাপার দেবমায়া বলিয়া অবধারিত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকাও প্রচারিত আছে।"

"এই স্থলে লোমশ মুনি তপস্যা করিয়া জলের উপরি দাঁড়াইয়া আপনার ইষ্টসাধন করেন। * * * চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এমত যোগে আছেন যে, তাঁহার গাত্রে নলগাছ ও ঘাস হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দেবগণ মুনি প্রতি মনোভীষ্টসিদ্ধ বর দিয়া গেলেন, মুনির মানস হইয়াছিল, আমার প্রতি যেমন পাষাণ হইয়াছ, সেইমত পাষাণ হইয়া থাক। এই মুনির মানসে দেবগণ এবং মুনি পাষাণ হইয়া ভাসিতেছেন।"

"রেওয়াড়েশ্বর কুণ্ড হইতে ৩ ক্রোশ পর্ব্বতের উপর এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম নয়নাদেবী। এস্থলকে সকলে নয়নপীঠ কহে। * * এই তীর্থে ভোটদেশীয় এবং মহাচীন দেশের মনুষ্য আইসে। তাহারা ধনাঢ্য ব্যক্তি। চীনদেশীয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার বেড়ার অতিশয় মান্য করে, অনেক দানাদি করিয়া থাকে এবং প্রস্তরে নাম-ধাম খোদিত করিয়া দেয়। ভোটের যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ আইসে, তাহারা সকলে মদ্য-মাংসভোজী, অতিশয় উন্মত্ত, তাবৎ রাত্র কুণ্ড-পরিক্রম এবং ভজন করেন"

তীর্থ-ভ্রমণকার যে রেবাড়েশ্বর-কুণ্ড ও নয়নপীঠের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা ভারতের সমতলবাসী হিন্দু সাধারণের প্রায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। আমরা ভারত মহাসাগরের মধ্যে সচল শৈলমালার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে হ্রদ বা বৃহৎ জলাশয়-মধ্যে তরু-লতা-সমাচ্ছন্ন এরূপ সচল পাষাণখণ্ডের সন্ধান আর কোথাও পাই নাই। ঐ স্থান ভূতত্ত্ববিদ্ ও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ক্ষেত্র সন্দেহ নাই।

রেবাড়েশ্বর কুণ্ডে তীর্থকৃত্য সারিয়া গ্রন্থকার পার্ব্বত্য মণ্ডী-রাজ্যের রাজধানী মণ্ডীনগরে আগমন করিলেন। সে দিন মণ্ডী নগরে বড় ধূমধাম। "মণ্ডীনগরে এক দেব-মেলা হয়, রাজার অধিকারে যত পর্ব্বত ও গ্রাম আছে, তাহাতে যত দেবদেবী আছেন, সকলে শিবচতুর্দ্দশী-রাত্রিতে মণ্ডীনগরে আসিয়া অষ্টাহ দেবমেলা হইবে, তাহাতে ১৫০ দেব-দেবী পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। সকল দেব-দেবীর সহিত পাহাড়ের বাদ্য ও পাহাড়ীয়া সকল লোক আসিয়াছে। ইহাতে নগরে বহু-লোকের সমাগম হইয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থান নগর মধ্যে নাই। * * * আমরা যে দিবস মণ্ডীনগরে উপস্থিত, সে দিবস মেলা, * * * পাহাড়ের দেব-দেবী বড় প্রত্যক্ষ। * * রাজার শাসন এইরূপ আছে যে, ছোট-জাতিতে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে না এবং দোকান কিম্বা জলের বাউড়ি স্পর্শ করিতে পারে না।"

সকলে মণ্ডীতে উৎসব দেখিয়া পারমণ্ডী হইয়া নিতান্ত পিচ্ছিল "হড়গড়ানে" চড়াই ও উতরাই পথ হইয়া মণ্ডীরাজ্য ছাড়াইয়া কুল্লু-রাজ্যের রাজধানী বেজওয়ে পৌঁছিলেন। এখানে রাজধানী দর্শন করিয়া তৎপরে পার্ব্বত্যগঙ্গা ও বিপাশা নদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া বিওড় হইয়া বামুনকোঠীতে আসিলেন। "এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং অন্যান্য জাতির বাস। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কম্বলবস্ত্রপরিহিত। মৎস্য, মাংস সকল জাতি আহার করে।"

গ্রন্থকার বামুনকোঠী হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ আসিয়া মণিকর্ণ-তীর্থ পাইলেন। "মণিকরণ-তীর্থ অতি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। * * * পশ্চিম বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তর হরেন্দ্র পর্ব্বত, পূর্ব্ব ব্রহ্মনাল, দক্ষিণ পার্ব্বতীগঙ্গা এই সীমা মধ্যে দীর্ঘে ২ ক্রোশ, প্রস্থে ২ ক্রোশ

মণিকরণ নাম। ইহার মধ্যে পার্ব্বতী-গঙ্গা ও হরেন্দ্রগঙ্গার জলে যে স্থলে সঙ্গম হইতেছে, তাহার উপরে দুই কুণ্ড আছে। নীচে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে দুই হাতের অধিক জল আছে, জলের আস্ফালন। কিঞ্চিৎ উপরে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে এক হাত জল। দুই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ অর্থাৎ গরম, অঙ্গ স্পর্শমাত্র দগ্ধ হয়। অতিশয় ধুম, সর্ব্বদা ধুম উঠিতেছে, অন্ধকার হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স ডাল তরকারি ভাজি ইত্যাদি যাহা কুণ্ডে দিবে, তাহা সুপক্ব হইয়া সুখাদ্য হয়, অগ্নি-সংস্কার-পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধাদি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় না।" লীলাময়ের কি আশ্চর্য্য লীলা! এই দুর্গম প্রদেশে বিনা অগ্নি-সংস্কারে বিনা উনানের সাহায্যে রন্ধনকার্য্য চলিতেছে—উষ্ণপ্রস্রবণের উষ্ণ জলের তাপেই পাক-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। কি নিয়মে ঐ কুণ্ড মধ্যে পাক করিতে হয়, বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রেবাড়েশ্বর কুণ্ডের বেড়ার পরিচয়ে আমরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু মণিকর্ণের উষ্ণ-কুণ্ডে রন্ধন-প্রক্রিয়া ততোধিক বিস্ময়জনক। পুরাণে এই স্থান 'কুলিন্দ' নামে অভিহিত। আমাদের পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাই "কুলান্ত-পীঠ" নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইহা "সকল দেবদেবীর তপস্যা এবং বিহার-স্থান।" "এখানে পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের মনুষ্য কদাচ কেহ ফকিরীবেশে আসিত, এজন্য দোকানাদি ছিল না।" বাস্তবিক এই দুর্গম তীর্থের বিষয় সাধারণ গৃহস্থের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল, তাই কোন পর্য্যাটক বা তীর্থযাত্রী এই মনোরম ও চমৎকার লীলা-স্থানের পরিচয় দিয়া যান নাই। তীর্থ-ভ্রমণকার বিশদভাবে

এই তীর্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা এখানকার বহুতর উষ্ণ-প্রস্রবণ ও সুপ্রাচীন তীর্থসমূহের অভিনব সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

গ্রন্থকার মণিকর্ণে তীর্থকৃত্যাদি শেষ করিয়া বিষ্ণুকুণ্ড ও জরিগ্রাম হইয়া বামনকোটিতে আগমন করেন। এখান হইতে "নদী পার হইয়া ৪ ক্রোশ খাড়া চড়াই পর্ব্বতে উঠিয়া বিজলীশ্বর মহাদেব" দর্শন করেন। এই শিবলিঙ্গ-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে "বার বৎসর অন্তর বজ্রপাত হইয়া খান্ খান্ হইয়া ভগ্ন হন। পরে ঐ সকল খণ্ড একত্র করিয়া মাখন দিয়া বাঁধিয়া দিলে পূর্ব্বমত শিব-মূর্ত্তি হয়।" বিজলীশ্বর দর্শনান্তে ৪ ক্রোশ নামিয়া রাজা জ্ঞান-সিংহের রাজধানী কুলুসহর দর্শন করেন। এখানে তিনি বহু দেব-দেবীর মন্দির দেখিয়া আসেন। এখানকার পরশুরামের মন্দির সম্বন্ধে গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"ঐ মন্দিরের বার বৎসর অন্তর একবার দ্বার খোলা হয়।"

কুলু হইতে বেজওর, রোপড়, ডোলচি, কুমাদ, অক্ক-কুক্ক, কুটাঞ্চল, গোমা, হিরাবার্গ, শিবালয়, সমকুট, ও ভাঙ্গাহাল হইয়া বৈজনাথ আগমন করেন। এই বৈদ্যনাথ সাধারণতঃ 'বৈজনাথ' নামে পরিচিত। হিমবৎখণ্ডে এই বৈদ্যনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। প্রবাদ অনুসারে "ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণ দেবদেব মহাদেবের নিকট কঠোর পঞ্চতপাঃ ইত্যাদি * * তপস্যা করিয়া-ছিলেন। * * দশস্কন্ধ কঠোর তপস্যায় দেবদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আপন কক্ষ-মধ্যে ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার মনন করিলেন। দেবের মায়া—* * পথিমধ্যে বরুণ দ্বারা এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, রাবণের প্রস্রাবের পীড়া

উপস্থিত হইলে শিবজিকে পথিমধ্যে রাখিয়া প্রস্রাবে বসিলেন; তদবধি বৈদ্যনাথজি ঝারখণ্ডেতে রহিলেন।" এ স্থলে ১॥০ ক্রোশ পরিক্রম, ইতোমধ্যে অনেক দেবদেবী আছেন, অনাদি শিব আছেন ও প্রধান দেবী আছেন।" এখানে গ্রন্থকার বৈদ্যনাথের বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিবার সময় ৮ ক্রোশ দূরে 'বোবারণ্য' নামে প্রাচীন নগরের বিবরণ দিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণাদিতে এই স্থান প্রাবরণ, কর্ণপ্রাবরণ বা কুথপ্রাবরণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎপরে পরগুল, খরমলা ও ভাগল্ড হইয়া নাথনা গ্রামে আগমন করেন। এই নাথনার অর্দ্ধক্রোশ দূরে গির্ণারবাসী প্রসিদ্ধ সাধু বাক্‌সিদ্ধ মস্তরাম বাবাকে দর্শন করেন। তিনি মস্তরাম বাবা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মস্তরাম বাবার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক * * কিন্তু চাক্ষুষে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না।" তীর্থ-ভ্রমণে এই সাধু মহাত্মার অসাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় আছে।

অতঃপর গ্রন্থকার নগরোট হইয়া কাংগড়ার সুপ্রসিদ্ধ জালন্ধর-পীঠ বা জোয়ালাতীর্থ দর্শন ও বিশদভাবে এই তীর্থের বর্ণনা করেন। এখানকার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বজ্রেশ্বরী। "মহারাজ রণজিৎসিংহ বাহাদুর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, অধুনা এই দেবী হিন্দুর প্রধানা উপাস্যা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইনি বৌদ্ধ বজ্রযান-সম্প্রদায়ের নিকট পূর্ব্ব হইতেই বজ্রধাত্বেশ্বরী বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তিব্বত, ভোট প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগণ অদ্যাপি এই দেবীর পূজা দিতে আসেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময় কাঙড়ায় গমন করেন—সেই

সময় কাঙ্গড়া সহর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কমবেশী হাজার দোকান ছিল, এক্ষণে সহর ভাঙ্গিয়া ভাগশু পাহাড়ে সহর হইতেছে। * * * * রাজা সংসারচন্দ্র সপরিবারে নেঙোর পাহাড়ে বন্দী আছেন, এই রাজার সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যুদ্ধ হয়।"

জালন্ধর-মাহাত্ম্যে এখানকার ৩৬০ তীর্থের পরিচয় আছে, তীর্থ-ভ্রমণে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে।

জ্বালাদেবী বা জালন্ধর-পীঠের পরিক্রমা শেষ করিয়া গ্রন্থকার গোগাপীরের আস্তানা ও রৌপ্যমণ্ডিত গুহামধ্যে চিন্তাপূরণী দেবী দর্শন করেন। তৎপরে হুশিয়ারপুর, রাজরাজেশ্বরী, সন্তোকগড়, রায়পুর ও কোটগ্রাম হইয়া নয়নাদেবী দর্শনে আগমন করেন। "এই স্থানে ভগবতীর নয়ন পতিত হয়, এজন্ত নয়নপীঠ কহে। দেবীর নাম নয়না।" এখানকার তীর্থকৃত্য সারিয়া পুনরায় সন্তোকগড়, মানপুর, হুশিয়ারপুর, কাঙ্গড়া, লুধিয়ানা, বিদড়া বা রিস্তাপুর, অম্বালা, পিপ্‌লি, কর্ণাল, পানিপথ, রশোলি, এবং শেষে দিল্লীর 'কাবেলী দরজা' হইয়া যমুনার নিগমবোধের ঘাটে তীর্থস্নান করিয়া মোগল-রাজধানী দিল্লীসহরে আগমন করেন। আমরা নানা গ্রন্থে দিল্লীর বিবরণ পাঠ করিয়াছি;—দিল্লীর পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে অর্থাৎ দিল্লী-রাজধানী প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজ-শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে কিরূপ শোভা, সম্পদ ও সমৃদ্ধির লীলা-নিকেতন বলিয়া পরিচিত ছিল, দিল্লীর প্রত্যেক দ্রষ্টব্য অলিগলির কথা, শেষ মোগল বাদসাহের দরবার ও অন্তঃপুরের পরিচয়, দিল্লীর নাগরিক হইতে হাট-বাজারের কথা, দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ

দেওয়ান-ই-আম, মোতি-মস্‌জিদ্, দেওয়ান্-ই-খাস, গায়কদিগের মজলিস, বাদশাহী উদ্যানাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় একরূপভাবে কেহ লিখিয়া যান নাই। গ্রন্থকার প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে পৃথুরাজার কেল্লার মধ্যে যোগমায়া দেবীর মন্দির, পৃথুরাজার যজ্ঞভূমি ও রাজধানীর সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। পৃথুরাজার যজ্ঞভূমির চিহ্ন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"মুনিগণ রাজসিক যজ্ঞ করিয়া অষ্টধাতুনির্ম্মিত এক স্তম্ভ যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, 'এই স্তম্ভ-মধ্যস্থল নাগরাজের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলাম, যত দিবস স্তম্ভ থাকিবে, ততদিন তোমার রাজ্যভ্রষ্ট হইবে না।' এই বাক্য রাজা শ্রবণ করিয়া মনে সন্দেহ হওয়াতে ঐ স্তম্ভ হেলন করিতে অর্থাৎ উঠাইবার জন্ম নড়াইতে ঐ স্তম্ভের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব হইল। মুনিগণ রাজার মনে সন্দেহ জানিয়া রাজার প্রতি কুপিত বাক্যে কহিলেন, 'যদর্থে স্তম্ভ স্থাপিত তাহা পূর্ণ হইবে না এবং ঐ স্তম্ভ ঈষৎ দক্ষিণপশ্চিমে হেলা রহিল।' স্তম্ভের উপর দেবনাগর অক্ষরে সকল বৃত্তান্ত খোদিত আছে।"

এখানে গ্রন্থকার যে প্রবাদ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। বলা বাহুল্য, এই স্থানই চাঁদকবির 'পৃথ্বীরাজরাসো' নামক গ্রন্থে "ইন্দ্রপ্রস্থগড়" বলিয়া পরিচিত। এই গড়ে ভারতগৌরব শেষ হিন্দু-নৃপতি পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করিতেন বলিয়া, এই স্থান পরে 'পিথোরা কা কিলা' বলিয়া অভিহিত হয়। তীর্থভ্রমণকার যে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ স্তম্ভটী অদ্যাপি দিল্লীর লাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে—তাহা হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজের বহু পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোকের

সময়ও ঐ স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল, পরবর্ত্তীকালে মুসলমান বাদশাহেরা সেই প্রাচীন লিপি উঠাইয়া সেই স্থানে পারসী লিপি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ হইতেই ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ হিন্দু-গৌরব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইতেই ঐ স্তম্ভহেলন-সম্বন্ধীয় প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গড়মুক্তেশ্বর ৩০ ক্রোশ, গঙ্গাদেবী তীর্থ। মুক্তেশ্বর শিব পাণ্ডবদিগের স্থাপিত ও তথা হইতে হস্তিনা ৩ ক্রোশ, যথা কুরু-কুলের আদিরাজ্য।"

গ্রন্থকার ১৬ই বৈশাখ হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দিল্লী পরিভ্রমণ করেন, এবং এই সময় মধ্যে যাহা কিছু দেখিয়াছেন, দ্রষ্টব্য সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ গ্রন্থকার দিল্লী পরিত্যাগ করেন। চৌমুরিয়া, বদরপুর, ফরিদাবাদ, রাজা লহরসিংহের রাজ্য বল্লামগড়, বগলা, পরওল, বনচারী, হোড়েন, কোটবন, কুশী, সাতুই ও চৌমুয়া হইয়া ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃন্দাবনে আসিলেন। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অপেক্ষা করেন।

৯ই অগ্রহায়ণ সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মথুরা ও নওরঙ্গাবাদ হইয়া ফরে সরাই আসিয়া সদলে বজরায় আরোহণ করেন। এখান হইতে জলপথে প্রথমে গোঘাট, তৎপরে সেকন্দরাবাগ হইয়া আগরা সহরে উপস্থিত হইলেন। আগরায় যাহা কিছু পাওয়া যায় এবং যাহা কিছু দ্রষ্টব্য সমস্তই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তাজমহলের বর্ণনা বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী।

আগরার পর যেখানে যেখানে তাঁহাদের বজরা লাগিয়াছিল ও যে যে স্থান দর্শন করিবার সুবিধা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

প্রথমে নাগদীয়া, পরে তুলার কারবারের জায়গা চিনবাস ও তৎপরে বটেশ্বর। "বটেশ্বর সহরতুল্য স্থান, ভাদড়িয়া রাজার রাজ্য। রাজবাটী আছে এবং বটেশ্বর ও গৌরীশঙ্কর আর চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবা (ও) দেবালয় আছে" ইত্যাদি। গ্রন্থকার যে সময়ে বটেশ্বর দর্শন করেন, তৎকালে এখানে বড় মেলা বসিয়াছিল। "ব্রজভূমের মধ্যে এই বটেশ্বরের মেলা প্রধান মেলা। সকল দেশের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।" এই মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তীর্থ-ভ্রমণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বটেশ্বর-বিক্রমপুরের পর পান্না-রাজধানী, নওগাঁ (এখানে রাজা মহেন্দ্রসিংহের কেল্লা), এখানকার ধোপাঘাটে গঙ্গার উপর গ্রন্থকার তৃতীয় প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করেন। নওগাঁর পর ঘাট্‌কো, ইটয়া, চণ্ডোলী, আদোনী, ভরে, যমুনা ও চম্বলনদীর সঙ্গম, অরুয়া, কালপী, কোলহেদ, গড়াত, হামিরপুর, বেটুয়া, মৌওৎ, পড়ুয়া, কোরণি, বারা, প্রদন, চেল্লাতারা, মোগলপুর, জোহারপুর, ধোরপুর, করি, লভেটা, হটমপুর, রাজা বিশ্বনাথ সিংহের গুরুস্থাপিত জরলিগ্রাম, প্রসিদ্ধ ডাকাইত সর্দ্দারের নামে প্রসিদ্ধ চরখা ও মরখা গ্রাম, কৃষ্ণগড়ের ঘাট, গড়হা, লকনপুর, কল্যাণপুর, মই, রাজাপুর, কামতাপুর, রাওড়, নকট, পরদোঙ্গা, প্রতাপপুর, সঙড়া, নশীপুর, মমনা, সেরগড়, আলিসাহেবের হাওয়াখানা, মহব্বতগঞ্জ, বেড়ুয়াঘাট, ও মওয়া হইয়া এলাহাবাদ বা প্রয়াগ। গ্রন্থকার যাত্রাকালে প্রয়াগে মাত্র ৪ দিন এবং প্রত্যাগমনকালেও মাত্র ৪ দিন অবস্থান করেন।

প্রয়াগ হইয়া লকটুয়া, বারা, ইটুহারা, রসুলাবাদ, কলিঞ্জর, সমরনাথ, নঁওগাঁ, বেরাশপুরা, রামপুর ও নগর গ্রাম হইয়া বিন্ধ্য-বাসিনী দর্শন করেন।

গ্রন্থকার বিন্ধ্যাচলস্থ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীস্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী মৃজাপুরের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাক্‌পতির "গৌড়বধ-কাব্যে" আমরা যেরূপ বিন্ধ্যবাসিনীর উপলক্ষে বলিদানের পরিচয় পাইয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমাদের তীর্থ-ভ্রমণকার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—প্রভেদের মধ্যে বাক্‌পতির সময় নরবলির আধিক্য ছিল, কিন্তু বৃটীশগবর্মেণ্টের সুনিয়মে নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার স্থানে পশুবলি। তীর্থ-ভ্রমণে লিখিত হইয়াছে—"মহাকালীর সম্মুখে প্রতি দিবস অনিয়মিত বলি প্রদান হয়। রুধিরধারে স্থান পরিপূর্ণ আছে। বিন্ধ্যাচলবাসী প্রায় সকলে মৎস্য-মাংসভোজী এবং দেবীস্থান জন্য সুরাপানাদি আছে।"

মৃজাপুর হইতে চণ্ডালগড়ে আসিয়া বজরা লাগে। এই চণ্ডালগড় এক্ষণে চুনার বা চুনার নামে খ্যাত, পূর্ব্বে চরণাদ্রিগড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার তিনক্রোশ দূরে সাহেবদিগের থাকিবার নূতন বাঙ্গালা শোভিত ছোট-কলিকাত্তা। এখান হইতে ৬ ক্রোশ আসিয়া কাশীরাজের রাজধানী রামনগর বা ব্যাসকাশী। তৎপরে অসিঘাট, কেদারঘাট হইয়া নারদঘাটে বজরা লাগান হইল। সে দিন সকলে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণাদি দর্শন করিয়া বজরাতেই তীর্থোপবাস করিয়া রহিলেন। তৎপর দিন সকলে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট ও কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া বাঙ্গালিটোলায় এক ভাড়া বাড়ীতে উঠিলেন।

১২৬৩ সালের ১৭ই পৌষ হইতে ১২৬৪ সালের ১৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত গ্রন্থকার কাশীধামে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘকাল কাশী-বাসহেতু পুঙ্খাপুঙ্খরূপে কাশীধামের বিবরণ সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মধ্যে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তিনি স্বদেশাগমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনকার দিল্লীর সংবাদপত্রে মিরাট ও দিল্লীর সিপাহী-বিদ্রোহ সংবাদ পাইয়া সকলেই বিচলিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, কাল-বৈশাখী থামিলেই স্বদেশযাত্রা করিবেন, কিন্তু এখন আর কাশীত্যাগ করা হইল না।

গ্রন্থকার তৎকালে লোক-মুখে ও সংবাদপত্রপাঠে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, সে সমস্তই লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ২৯এ বৈশাখ (১৮৫৭ খৃঃ অঃ, ১০ই মে) হইতে ৩০এ জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) পর্য্যন্ত দিল্লী, মিরাট, আগরা, মথুরা, আলিগড়, জৌনপুর, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, যেরূপে বিদ্রোহ দমন করা হয়, গ্রন্থকার সংক্ষেপে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক বহু ইংরাজ যদিও সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন, কিন্তু সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর কৃতকর্ম্মের কথা যাহা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ অনাবশ্যক বোধে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমাদের বাঙ্গালী গ্রন্থকার তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে তীর্থ-ভ্রমণের 'সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ' অংশ বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ মূল্যবান্ ও আদরের জিনিস। গ্রন্থকার পরস্বাপহারী লুণ্ঠক সিপাহীদিগকে

কিরূপ ঘৃণিতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে কিরূপ ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতকটা নিদর্শন পাইতে পারি।

১৭ই আশ্বিন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির সহিত নৌকাযোগে কাশী ছাড়িলেন। কাশী হইতে ৫ ক্রোশ আসিয়া প্রথমে গোমতী, তৎপরে সৈয়দপুর হইয়া গাজিপুরে আগমন করিলেন। এখানে তাঁহার প্রিয়পুত্র সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ডাক্তারী করিতেন। গ্রন্থকার পুত্রের বাসায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করেন। এই কয়দিন গাজিপুরে যাহা কিছু দেখিবার সমস্তই দেখিয়া লইয়াছিলেন এবং বিশদভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২৬এ আশ্বিন গাজিপুর হইতে নৌকা ছাড়িয়া বাবলাবন, বীরপুর, চৌসর, বগসর বা বক্‌সর, ভোজপুরের অন্তর্গত হরদি, ডুবলি, হালিম, মানিরা, ভবানিয়া ও পদমিনা, ডোমরার সামিল, ত্রিভবানী, রিবিলগঞ্জ, সারণ ছাপরা, ডুরিগঞ্জ, শোণভদ্র, দানাপুর ও বাঁকিপুর হইয়া পাটনায় আসেন। এখানে কালীবাবুর পরিবারদিগকে রাখিয়া কেবল তিনি, কালীবাবু ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তিন জনে পাল্কী করিয়া বহু কষ্টে, গয়াভিমুখে চলিলেন। পথে পুনপুনাতীর্থ, দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি লালখাঁর নিবাস ডুবরিগ্রাম, মশৌড়ি, জাহানা, মকদমপুর, চাণানবাগ প্রভৃতি হইয়া ৩রা কার্ত্তিক গয়াধামে আগমন করেন।

গ্রন্থকার উপরি উক্ত যে সকল স্থান দর্শন করেন, তাঁহার কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছেন। প্রথমবার যখন গয়াধামে যান, তৎকালে এখানকার হাটবাজারের যেমন শোভা ও আড়ম্বর দেখিয়াছিলেন,

এবার সিপাহীবিদ্রোহের পর তাহার বিপরীত দেখিলেন। "গয়াধামের বাজার সকল দেখিলাম শ্রীভ্রষ্ট, পূর্ব্বমত দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত নাই, মনুষ্যগণের সুখ নাই, ব্যবসায়িগণ অতিশয় দুঃখিত আছে। সাহেবগঞ্জে পূর্ব্ব যেমত চক বাজার ছিল, তাহার কিছুই শোভা নাই এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গলা সকল কেহ দগ্ধ কেহ ভগ্ন এই মত হইয়াছে, কাছারির বাঙ্গলা অগ্নিদগ্ধ, জেলখানার দ্বার ভগ্ন, ডাক্তারখানার ঘর উৎপাটিত, বাঙ্গালীদিগের অনেকে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে, অনেকে স্ত্রীপুত্র পরিবারদিগকে দেশে পাঠাইয়া একাকী আছে, ধনিগণ অনেকে নির্ধন হইয়াছে, গয়ালদিগের বাটীতে দরওয়ান চাকর বৃদ্ধি, অর্থহানি হাহাকার ধ্বনি। বিষ্ণুপদ দর্শনে সন্ধ্যার পর চারি দণ্ড রাত্রি হইলে দ্বার রুদ্ধ হয়। এই মত ত্রাসিত হইয়া গয়াভূমে সকলে আছে।" গয়ার এইরূপ দুর্দ্দশা বর্ণনার পর গয়ালদিগের মুখে শুনিয়া ও স্বয়ং এখানকার অবস্থা জানিয়া সিপাহীবিদ্রোহের দুর্ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুনরায় যখন গয়া দর্শনে আসেন, সে সময় পুনরায় বিদ্রোহীর আগমন আশঙ্কা করিয়া সকলেই সশঙ্কিত ছিল, ধনদৌলত সকলই গোপন করিয়া-ফেলিয়াছিল, এমন কি যেখানে গয়ালেরা অযাচিতভাবে যাত্রীর খরচ চালাইবার জন্য কর্জ্জ দিতেন, সেরূপ স্থলে গ্রন্থকার প্রার্থনা করিয়াও তাঁহার গয়ালের নিকট হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার সে সকলের গোলযোগ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "গয়াভূমি টলটল করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুনরায় গয়াসুর উঠিয়াছে, সেই মত মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অন্নাদি আহার করা হইল না, জলযোগ করিয়া থাকিতে

হইল। * * * বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে গমন করিয়া দর্শনাদি চরণ তুলসী লইয়া বাসায় আসিয়া পেড়া ও পাথরবাটীর জন্য অনেক তদ্বির করিলাম, কিছুই পাইলাম না। পেড়ার দোকান বন্ধ, পাথরবাটীর দোকান মাত্র নাই, কেবল বাটী ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে।" গ্রন্থকার অতিকষ্টে এ রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রত্যুষেই সকলে গয়া ত্যাগ করিলেন। তথা হইতে প্রথমে ৭ ক্রোশ দূরে বেলাচটী এবং সেখানেও বিপদের আশঙ্কা করিয়া ৩ ক্রোশ দূরে মকদমপুরের চটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখান হইতে জাহানা, মশৌড়ী, নাদাওন, পুনপুনা ও পড়সার চটী হইয়া সকলে পুনরায় পাটনার সবজিবাগে আগমন করেন। পাটনায় তিন দিন মাত্র থাকিতে হয়। তৃতীয় দিবস তিনি গঙ্গাতীরে ষট্ বা ষষ্ঠীব্রত দর্শন করেন। কোথায় কি ভাবে কিরূপ সমারোহে ষটের মেলা হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই দিবস সহযাত্রী স্ত্রীপুরুষ সকলেই নৌকায় আসিয়া উঠেন। পর দিন প্রাতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ দিনকার রোজনামচায় চকের ঘাট, মারুগঞ্জ, বাবুয়াজির বাগান, বৈকুণ্ঠপুর ও রূপসগ্রামের সংবাদ এবং রূপসের উত্তর তীরবাসী সুপ্রসিদ্ধ দস্যুসর্দ্দার জালেমজোলেমের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে বাড়, মকিয়াপুর মো, দরিয়াপুর, সূর্য্যগাড়া, মুঙ্গের, জরাসন্ধগড়, সীতাকুণ্ড, জাঙ্গিরা বা জহ্নুমুনির আশ্রম, ভাগলপুর, কহল গাঁ, পাথরঘাটা, পীরপৈঁতি, গঙ্গাপ্রসাদ, সাঁকড়িগলির পাহাড়, কুড়িখোল, রাজমহল, নিমতলা, লক্ষ্মীপুর, কান্সাটের বাজার, শিবগঞ্জ, ছাপঘাটীর মোহানা, শঙ্করের বাজার, জঙ্গিপুর, বালানগর, গয়সাবাদ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, সয়দাবাদ, খাগড়া,

বহরমপুর, সাটুই, কপালেশ্বর, কালীগঞ্জ, শিরণি, নলেপুর, বেল-হারিগঞ্জ, অজয়নদের মোহানা, কাঁটোয়া, দাঁইহাট-দেওয়ানগঞ্জ, মাটিয়ারি, খোসালপুরের চড়া, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, বিল্বগ্রাম, আলুনে কড়কড়ে, রুকনপুরের বাজার, মেঢ়তলা, কাঁকশিলি, বালডাঙ্গা, বেলপুখুরিয়া, সোণাডাঙ্গা, কেশেডাঙ্গা, মাতাপুর, ত্রিমোহানী, মাধবগঞ্জ, নবদ্বীপ, নলেপুর, হাড়ভেঙ্গা, মির্জাপুর, মথুরাপুর, অম্বিকাকাল্না, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, জিরেট-বলাগড়, চাকদহ, শিজেডুমুরদহ, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, ভদ্রেশ্বর, কাউগাছি, গরিটির বাগ, নবাবগঞ্জ, পাণ্ডারঘাট, বৈদ্যবাটী, নিমাই-তীর্থের ঘাট বা দিগঙ্গ, টিটাগড়, সেওড়াপুলি, মণিরামপুর, কানাই দেওয়ানের দহ, দেবগঞ্জ, সাতুবাবুর বাজার, শ্রীরামপুর, চাণক, মাহেশ, বিশালক্ষীর দহ, রিসড়া, খড়দহ, সুখচর, পাণিহাটী, কোন্নগর, কোতরঙ্গ, আগড়পাড়া, এড়িয়াদহ, উত্তরপাড়া, নসরাই, বরাহনগর, কাশীপুর, ভদ্রকালী, বালি, বারাকপুর, ঘুসড়ি, শালিখা, গোলাবাড়ীঘাট, হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, চিৎপুর, সুরের বাজার, পরে বাগবাজারের বান্ধাঘাট। এইখানে অবতরণ।

এইরূপে তিনি নৌকাপথেগঙ্গার পার্শ্বে ও উভয় কূলে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়াছিলেন বা পাইয়াছিলেন তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল নাম করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ঐ সকল স্থানের মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলির দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তীর্থভ্রমণ-রচনার প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙ্গলে গঙ্গাতটস্থ জনপদগুলির যেরূপ পরিচয় আছে,* এই তীর্থভ্রমণ হইতে তাহার

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত তীর্থমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। গঙ্গার স্রোতের ক্রমশঃই পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

যাহা হউক সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ হইতে হাঁটা-পথে ও জলপথে উভয় প্রকারে বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যে ভাবে সুদূর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে তীর্থ করিতে যাইতেন, তাহার আমরা বিশদ পরিচয় পাইয়াছি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১২৬৪ সালে ৩০এ কার্ত্তিক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপূর্ব্বেই হাওড়া হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে খুলিয়াছে, সেই সঙ্গে হাঁটাপথে ও জলপথে গমনাগমনও এক প্রকার বন্ধ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এই তীর্থভ্রমণ প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর শেষ বিবরণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কলিকাতায় ৭ দিন মাত্র থাকিয়া পুত্র-পরিজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন ও নানা তীর্থ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, যাহাকে যাহা দিবার তাহা বিলি করিয়া দিলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় স্বগ্রাম রাধানগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইতে রাধানগর পর্য্যন্ত যে যে স্থান হইয়া গিয়াছিলেন এবং যে যে স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়া রাখিতে ভুলেন নাই। ৯ই অগ্রহায়ণ তিনি আপনার প্রিয় জন্মভূমি রাধানগরে ফিরিয়া আসেন। বহুকাল পরে তাঁহার চিরশান্তির আবাসে শান্তি-লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিচার! ঘরে আসিয়া তিনি স্থির হইতে পারিলেন না, মধ্যমা মাতাঠাকুরাণীর আর্ত্তনাদের সহিত বুঝিলেন, "মধ্যম ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছে। এই শ্রুতমাত্র দারুণ শেলের ন্যায়

বক্ষঃস্থলে আঘাত হইয়া বোধ হইল বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর শত সহস্র শেলাঘাত হইতেছে—এই আশঙ্কাতে তাবৎশরীরে কম্প হইয়া চৌকী হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।"—এখানেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের রোজনামচা বা তীর্থভ্রমণকাহিনী শেষ হইয়াছে।

উপরে যে পরিচয় দিলাম, তাহা হইতেই এই আলোচ্য গ্রন্থের উপাদেয়তা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তিনি যেখানে যে বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি মনে হইবে। আয়াস ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যাঁহাদের ভাগ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শনে সুবিধা নাই, তাঁহারা ঘরে বসিয়া এই গ্রন্থ হইতে তীর্থসমূহের বিশদ পরিচয় জানিতে পারিবেন। গ্রন্থকার আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ছোটবড় কোন তীর্থের এমন কি তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ অপরাপর নগর গ্রামাদির পরিচয়ও বাদ দিয়া যান নাই।

এই গ্রন্থখানি কেবল তীর্থপরিচয় নহে, এই তীর্থভ্রমণে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুসমাজের চিত্র আছে, ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই, যখন ইংরাজী শিক্ষা এরূপ প্রসারিত হয় নাই, তৎকালে হিন্দুগণ কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, দেবদ্বিজভক্ত, সর্ব্বত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, সৎসাহস ও সত্যপ্রিয় ছিলেন, এই তীর্থভ্রমণ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ভাষার পরিচয়

উপরে গ্রন্থ-পরিচয়-প্রসঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণের বহু স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই গ্রন্থের ভাষার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গ্রন্থ-রচনা পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এমন গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। সেই পরিচয় দিতেছি—সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর নিজ ভাব-ভঙ্গিতে কিছু লেখা ক্রমে দেখিতেছি, একটা পাপের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই গ্রন্থেরই ভাষা দেখিয়া একজন মনীষী বলিয়াছেন, ভাষাটা যেন কেমন কেমন। অর্থাৎ না আছে ইহাতে দেবভাষার গাম্ভীর্য্য, না আছে ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাখর্য্য। তা নাই বটে, কিন্তু এই তীর্থ-ভ্রমণ-ব্যাপারে বাঙ্গালী আপনার ভাবভঙ্গি, ভয়, ভালবাসা, ভ্রমণের সুখ-দুঃখ, ভক্তির উচ্ছ্বাস, অতি সরল সহজ শাদা কথায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা যে সুন্দর, এমন কথা বলি না। যে খোদকারিতে ভাষার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সে খোদকারি এ গ্রন্থে নাই বলিলেই হয়। আছে গ্রন্থকারের দৃষ্টির পরিচয়। এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই আছে।"

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় গ্রন্থের ভাষা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তক যে সময় লিখিত, সে সময় বঙ্গের ইদানীন্তন সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত মাতৃভাষা মাতৃ-গর্ভে নিহিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আধুনিক মাতৃভাষায় একজন সিদ্ধহস্ত সুলেখক কর্ত্তৃক এই

গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না।" বাস্তবিক সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে সময়ের তুলনায় এই গ্রন্থের ভাষাও উচ্চাসন লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা করিয়া যথার্থই লিখিয়াছেন, "তীর্থভ্রমণের ভাষা সে কালের ভাষা, হয় ত অনেকে পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু কালাত্যয়ে ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। আবার শেষ ষাটি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, সংস্কৃত শব্দ, প্রত্যয় ও সমাসের সমাবেশ ও ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণ নিবন্ধন বঙ্গভাষার সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। * * * তীর্থ-ভ্রমণের ভাষা ভাল, বাঙ্গালা সরল, প্রাঞ্জল ও সকলেরই বোধগম্য। আভিধানিক শব্দের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, অথচ ওজস্বিতার অভাব নাই। এ ভাষা সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত। * * আমরা শব্দের আড়ম্বর চাহি না, শব্দের মেঘগর্জ্জন চাহি না। এ কথা সত্য যে, বেশ-ভূষণে বিশ্রীকেও একটু সুশ্রী দেখায়; কিন্তু প্রকৃত সুশ্রীর অলঙ্কারের অভাবে ক্ষতি হয় না। শকুন্তলা বল্কল-পরিহিতা হইলেও পরমা সুন্দরী।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"নিত্য দশ পনর মাইল পথ হাঁটিয়া তীর্থাদি দর্শন করিয়া তীর্থের সমস্ত ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাহ করিয়া যদুনাথ যে সময়টুকু পাইতেন, তাহাতে তীর্থ-ভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া রাখিতেন। সে রোজনামচা পড়িয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা—তৎকালে বিষয়ী লোকদের মধ্যে যে বাঙ্গালা চলিত,

খাঁটী সেই বাঙ্গালা। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন রকম বাঙ্গালা চলিত—(১) ভট্টাচার্য্যদিগের বাঙ্গালা, (২) আদালতের বাঙ্গালা ও (৩) বিষয়ী লোকদের বাঙ্গালা। প্রথমটীতে টোলে যে সকল সংস্কৃত বই পড়া হয়, সেই সকল সংস্কৃত বইএর সংস্কৃত শব্দ অনেক থাকিত। দ্বিতীয়টীতে পারসী, আরবী ও উর্দ্দু শব্দ বেশী থাকিত। তৃতীয়টীতে সংস্কৃতও থাকিত, আরবীও থাকিত, পারসীও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত, সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাঙ্গালা খাঁটী এই বাঙ্গালা। ইহার পর বাঙ্গালার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; তিন রকম বাঙ্গলায় মিশিয়া এক রকম অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে কি, তীর্থ-ভ্রমণের ভাষা প্রকৃত প্রাণের ভাষা—হৃদয়ের অভিব্যক্তি, ইহা খোস-পোষাকী ভাষা নহে, মনে মনে তর্জ্জমা করিয়া অপরের ভাব প্রকাশের চেষ্টা নহে, ভাবিয়া-চিন্তিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া শব্দাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। যাহা দেখিয়াছেন, যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তাহাই টুকিয়া রাখিয়াছেন। যে ভাষায় ভাবিয়াছেন, সেই ভাষাতেই লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাই বলিতেছি, তীর্থ-ভ্রমণের রচনা খাঁটী বাঙ্গালা। যাঁহারা খাঁটী বাঙ্গালা দেখিতে চান, তাঁহারা অবশ্য এক বার এই তীর্থ-ভ্রমণ পাঠ করিবেন। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য অথবা সে কালের সাধু ভাষায় তীর্থ-ভ্রমণ বিরচিত হইয়াছে—ইহার বহু স্থানে বাঙ্গালী ভক্তের প্রকৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিস্ফুট। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিজের রোজ-নামচা লিখিতে বসিয়া নিজের কোন কথাই

বাদ দিয়া যান নাই—তাঁহার হৃদয়ের সরলতার সঙ্গে যেন তাঁহার ভাষারও সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি যে সময়ের লোকই হউন—তাঁহাতে সেই সময়ের কালধর্ম্মের ছাপ পড়িবেই পড়িবে—বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে। গ্রন্থকার এখনকার মত উচ্চ-ইংরাজী-শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার সময়ে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা থাকিলে শিষ্ট ও ভদ্র-সমাজে মান-সম্ভ্রম হইত, আমাদের গ্রন্থকারের তাহার অভাব ছিল না। তাঁহার বাল্যকালে উর্দ্দু ও পারসীর আলোচনা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইংরাজী ভাষা সবে মাত্র প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে যাঁহারা কর্ত্তা ব্যক্তি ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উর্দ্দু বা পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও নিজে একজন পারসীনবীশ। এখন যেমন সচরাচর কথা-বার্ত্তায় ১০টা বাঙ্গালার সঙ্গে ২টা ইংরাজী বুকনি বাহির হইয়া পড়ে, তৎকালে ভদ্র-সমাজে পারসী বা উর্দ্দু সেইরূপ ছিল ;—আমাদের গ্রন্থকার তাহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, এ কারণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে—

সহরপানা, নহর, গলিজ, মুন্সী, নামদা, উঠায়গির, কম্বরুদার, আক্কাম, আসোয়ার, গোবরের, মেহরাপ, তরফ্‌দ, সরহদ্দ, শিকিম, মাকুই, কুলপী, আবগারি, পরমিট, পঞ্জহয়া, কিনার, রেস্তী, মুরচা, মজবুদ, পোস্তা, শেলেখানা, হুকুম, মহল্লা, পারিদার, মদত-গিরি, বন্দুকচি, পানাপোস্তী, আমলদারি, মুহরি, মবলগ, লোকসান, কুতমুহরি ইত্যাদি শব্দ পাইতেছি। এ ছাড়া হিন্দী ভাষাও উপেক্ষিত ছিল না। তাহার ফলে অনেক স্থানে চাবেনা, চানা, ডাক, ঝাঁকি, বাদল, বিগড়া, পসন্দ, ভেটিয়ারি প্রভৃতি শব্দ দেখিতেছি। তৎকালে ইংরাজী ভাষার প্রভাব ভদ্র-সমাজে অল্প অল্প প্রবেশ

করিতেছিল—তাহার নিদর্শন—কন্‌সারন (Concern), মেগাজিন (Magazihe), বারিক (Barrack) প্রভৃতি কএকটী শব্দে লক্ষ্য করিতেছি।

এ ছাড়া এখন যে সকল শব্দ ও পদ অসাধু ও ব্যাকরণদুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তীর্থ-ভ্রমণ-রচনাকালে সেরূপ ছিল না। এ কারণ তীর্থ-ভ্রমণে ঔদাস্যতা, ঔষধি প্রভৃতি অপপ্রয়োগ দেখিতে পাই। অথচ গ্রন্থকার নিজে সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা যে সংস্কৃত, হিন্দী বা পারসী ভাষা নহে, অথবা সংস্কৃত প্রভৃতি অপর কোন ভাষার নিয়মানুসারে এই ভাষাকে পরিচালিত করা চলে না বা উচিত নহে, তীর্থ-ভ্রমণকারের তাহা বেশ জানা ছিল। যে ভাষায় সহজ ও সোজা কথায় মনের ঠিক ভাব প্রকাশ করা যায়, অথচ ছোট-বড়, পণ্ডিত-মূর্খ কাহারও বুঝিতে কোন আয়াসের প্রয়োজন নাই, তাহাই প্রকৃত আদর্শ ভাষা। আমাদের গ্রন্থকার সেই আদর্শেই চলিয়াছেন—তাই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র না হইলেও তাঁহার এই রোজনামচা বা তীর্থ-ভ্রমণ বাঙ্গালা ভাষার একখানি অদ্বিতীয় ও প্রধান গ্রন্থের আসন অধিকার করিয়াছে।

গ্রন্থকারের কুল-পরিচয়

বাঙ্গালা ভাষায় যিনি এরূপ একখানি অদ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার কুল-পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? অতি সংক্ষেপে তাঁহার কুল-পরিচয় দিতেছি।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকায় বসুবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-প্রথমেই সর্ব্বাধিকারিবংশের এইরূপ কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"দশরথরমুজাতঃ শ্রীলকৃষ্ণো বিরেজে
সমজনি ভবনামা তৎসুতঃ শুদ্ধচেতাঃ।
প্রকৃতসলিলমধ্যে হংসনামা সুতেজ
ভবসুত ইহ লোকে তৎসুতাঃ শুক্তিকাম্বাঃ॥
বাগাণ্ডাসমাজং গতঃ শুক্তিনামা
ততো মাহিপুর্য্যাং যযৌ মুক্তিকঃ সন্।
সুতেজাঃ সুধীঃ সৎকৃতী বঙ্গদেশং
ব্রজ নরস্বলঙ্কার নামা বিরেজে॥
অভূমুক্তিকাৎ শ্রীলদামোদরাখ্য-
স্ততো জজ্ঞে বানম্বকঃ শুদ্ধচেতাঃ।
যতশ্চাধিবাসী গুণানন্দমুখ্য-
স্ততো মাধবস্তৎসুতা লক্ষ্মণাম্বাঃ॥
বসুর্লক্ষ্মণশ্চক্রপাণির্মহাত্মা
তথৈবোদয়নস্ততো বিরেজে।
ততঃ শ্রীপতিশ্চাচ্যুতো ভূরিতেজাঃ
সুতা রামস্ত ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠাঃ॥
আদৌ লক্ষ্মণকর্মহীপতিবসুঃ পঞ্চাননোঽভূন্মহান্
তৎপশ্চাৎ কুলকীর্তিবিততবিপুলো নারায়ণাখ্যঃ সুধীঃ।
খ্যাতঃ শ্রীবিজয়প্রিয়ং ধরতি যো লম্বোদরোঽভূত্তত-
স্তৎপশ্চাদ্ধরিসংজ্ঞকো বিজয়তে গর্ভেশ্বরো মৃত্যকঃ॥
সুরেশো বসুর্বিষ্ণুরীশাননামা ততো বিঘ্ননাথঃ ক্ষিতৌ শুদ্ধজন্মা॥

ততো দাসকঃ সর্ব্বগঙ্গাধরৌ তৌ
ভগীপারমেশৌ মহীশো দ্বিরেজঃ।
বসুর্বিশ্বনাথস্ততো লোকনাথঃ
ককুস্থঃ সুবেশাদ্বপুঃ সাধুশীলঃ॥
জনমেজয়ো বসু চতুর্ভুজনামধেয়ৌ
দেবানন্দ ইহ বিশ্বসুতাস্ত্রয়োঽমী।
শ্রীমাধবঃ কিল মুকুন্দ উদারকীর্ত্তি-
র্জাতাস্ততোঽচ্যুতরঘুজন্মেজয়াখ্যাঃ॥

মাধবস্য তনয়া ইমে বসুর্গাদবো হি কিল গোপীকান্তকঃ।
জীবনঃ স হি বিরাজতে অয়ং সাধুশীলবসুবংশদীপকঃ॥
যাদবাদজনি কৃষ্ণদাসকঃ শ্রীরাম ইহ যস্য দেহজঃ।
শ্রীরামস্য তনু······বাং সুকৃতিনো রত্নেশ্বরাজ্জজ্ঞিরে॥
বিশ্বেশঃ কিল প্রাণবল্লভবসুর্জ্জাতস্ততো জীবনঃ
তৎপশ্চাৎ রজবল্লভঃ সুবিদিতঃ কাশীজগন্নাথকৌ।
খ্যাতস্তত্র ধনঞ্জয়ো বসুবরো লক্ষ্মীশঃ গোপীপরাঃ
বসুবরো বিদিতঃ কালিকিঙ্করকুলবরো ধরণীশ্বরসাদরঃ॥
তদনুজো হি নটেন্দ্রখগেন্দ্রপরঃ কৃতিনা বিমুখৌ বসুবিশ্বসুতৌ
নিত্যানন্দঃ কিল মুখবর্য্যো রামর্দ্ধনন্দঃ সুতদানশৌর্য্যঃ॥
তস্মাদুজ্জৈঃ সেবকরামধন্যো গ্রহাৎ কুলে বর্দ্ধিতমুখ্যসংজ্ঞঃ।
শ্রীকৃষ্ণপানাম্বুজচিত্তভৃঙ্গাঃ সুতা বভূবুঃ কিল কিঙ্করস্য॥"

উক্ত কুলকারিকা অনুসারে এইরূপ বংশলতা পাইতেছি,—

১৭ কৃষ্ণদাস
|
১৮ শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারী
|
১৯ রত্নেশ্বর
|
২০ বিশ্বেশ্বর প্রাণবল্লভ জীবন ব্রজবল্লভ কাশী জগন্নাথ প্রভৃতি
|
২১ কিঙ্কর নটেন্দ্র গুণেন্দ্র
|
২২ নিত্যানন্দ রামানন্দ সেবকরাম
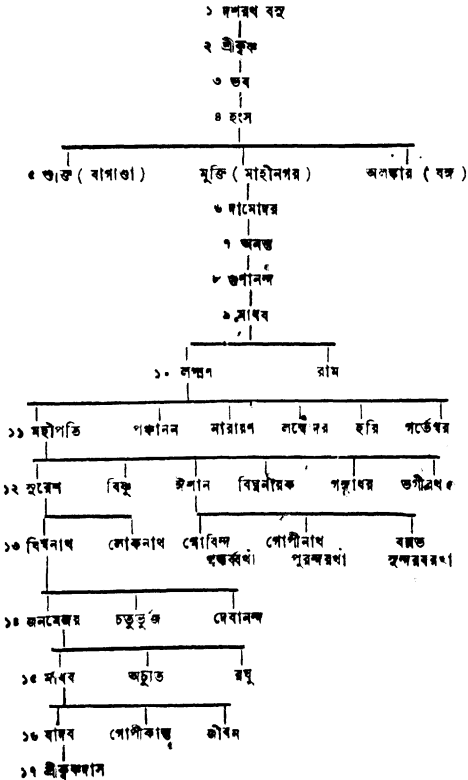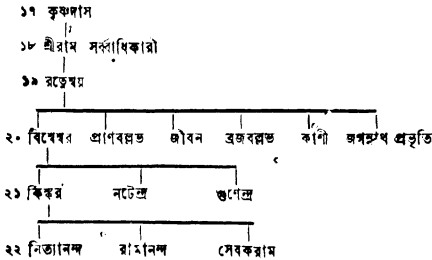
উপরোক্ত কুলকারিকারও কিছু পূর্ব্বে সঙ্কলিত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমীকরণকারিকায় এই সর্ব্বাধিকারিকুলের এইরূপ বংশ ও অংশ নির্ণীত হইয়াছে ;—

"অথ মাহিনগরস্থ মুখ্যাদীনাং সমীকরণং

১৩। বসুবিশ্বনাথঃ সুতাসম্প্রদানাৎ
বিরেজে নৃসিংহাত্মজে মিত্রবর্য্যে।
গৃহাৎ সোঽপি লব্ধা শিবস্যাপি কন্যাং
ননন্দেজে চ মুখ্যাঃ সদা বিপ্রভক্তঃ॥

১৪। তৎসুত-জনমেজয়-বসোঃ কুলং—

বসুঃ সোঽপি জনমেজয়াখ্যশ্চ দানং
দদৌ গোপীঘোষে গণেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোঽপি লেভে মুদং দেবরাজে
ততশ্চৈব পীতাম্বরে মুখ্যবর্য্যাঃ॥
ত্রিপৌ সোঽপি মিত্রে মুদং দত্তকন্যো
গুণং যশ্চ লেভে মহেশে চ ঘোষে।
ততঃ সোঽপি দেবীবরাখ্যে চ শাস্ত্রে
গৃহীত্বা চ দেবেশকং ঘোষসিংহং॥

গণেশস্য সুতাং গৃহ্নন্ পীতাম্বরতনূদ্ভবাং।
কংসারিতনয়াং লব্ধা নবরঙ্গগুণং যযৌ।

১৫। তৎসুতমাধববসোঃ কুলং—

বিরেজে বসুর্মাধবাখ্যশ্চ মুখ্যঃ
প্রদানাঃ মুখ্যে গুণী কেশবাখ্যো।
ততো বাসুদেবে বভৌ কৈবল্যাখ্যো
মুদং সোপি লেভে যশো বাসুদেবে॥
ন তোষং প্রপেদে যদ্‌ঘোষবর্য্যো
গৃহীত্বা স্বনস্থং ততো মাধবঞ্চ।
ততো বল্লভং নো বিরেজে চ ঘোষ
সুমুখ্যঃ সুধীরস্ততো গৌরীঘোষঃ॥

১৬। তৎসুতযাদববসোঃ কুলং—

বসুর্যাদবাখ্যঃ সদা বিপ্রভক্তঃ।
সুশীলঃ সুধীরঃ ক্ষিতৌ সুপ্রতিষ্ঠঃ।
বভৌ ঘোষবর্য্যো ভৃশং রামভদ্রে
প্রাণাচ্ছ লেভে ততো গৌরঘোষং॥
জগন্নাথকং শ্রীলবংশস্ক মিত্রং
গৃহীত্বা চ কামং ক্ষিতৌ মিত্রবর্য্যাং।
ততো যাদবং যো দ্বিতীয়েন লব্ধা
মুদং সোপি লেভে তৃতীয়েন কোপি॥

১৭। তৎসুত-কৃষ্ণদাস-বসোঃ কুলং—

বসুকৃষ্ণদাসো মুদঃ দীপ্যমানঃ
প্রদানাদ্বিলেভে রঘো ঘোষবর্য্যো।

মৃতোঽসৌ ন রেজে যদৌ ঘোষকে চ
প্রগৃহ্য প্রধানঃ রতিকান্তঘোষঃ ॥

১৮। তৎসুত-শ্রীরামবসোঃ কুলং—

শ্রীরামো বসুপুঙ্গবো দুহিতরং শ্রীশম্ভুঘোষাত্মজে
দত্ত্বাৎ শ্রীহরিমিত্রজে গুণযুতে গোপ্যাদিকান্তাত্মজে।
হর্ষং নৈব যযৌ যতঃ প্রকৃতকোপ্যাদানাদ্‌যো দ্বাঙ্গে
সোঽপি চ শম্ভুঘোষমগমৎ সর্ব্বাধিকারী মহান্ ॥

১৯। বসুঃ সোপি রত্নেশ্বরো মুখ্যবর্য্যঃ
প্রদানাসুরেজে ক্ষিতৌ বিশ্বনাথে।
শিববংশৌ মুদং নো বিলেভে চ মিত্রে
ততো ভূরিতেজাঃ পদৌ ঘোষবর্গৌ ॥
যযৌ সোপি ঘোষজনাদ্রিক্ত দানাৎ
গৃহীত্বা ন তুষ্টিং গতঃ শ্রীলরামঃ।
ততোয়ং লভেবে শিবে চিত্ররাজে
পুত্রৌ যো বিলজ্জো বনে ঘোষকে চ ॥

২০। তৎসুত-বিশ্বেশ্বরবসোঃ কুলং—

মুখ্যং শ্রীযুতবিশ্বনাথ উদিতঃ সর্ব্বাধিকারী সুধীঃ
দানেনৈব কুলোদ্ভবং কৃতিবরং সংপ্রাপ্য গঙ্গাধরং।
তৎপশ্চাদ্রঘুরামকং কুলভবং লব্ধ্বা ন তোষং গতো-
প্যাদানান্নতু ভাষতে বিধিবশাদ্রামাদিনন্দো মহান্ ॥
দ্বিতীয়ং গ্রহণং চক্রে মিত্ররত্নেশ্বরঃ পুনঃ।
মুখ্যশ্রেষ্ঠোঽপি বিশ্বেশো দ্বাঙ্গৈনৈব গুণং যযৌ ॥

২১। তৎসুতকিঙ্কর অধিকারীবসোঃ কুলং—

কুলে মহান্ শ্রীকিলকিঙ্করোঽসৌ
দানেন লব্ধ্বা মধুসূদনঞ্চ।
মোহঞ্চ লেভে কিল মুখ্যবর্য্যো
মহাদিদেবে মধুদেবকে চ॥
মিত্রে ঘনশ্যামসুতে প্রদানাৎ
জগ্রাহ কৃষ্ণং স তু কোমলঞ্চ।
শ্রেণীবিভঙ্গেন বিহীনতেজা
ব্রবীমি কিং তস্য কুলস্য শোভাম্॥

প্রাচীন কুলকারিকা হইতে সর্ব্বাধিকারি-বংশের পরিচয় উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে বসুবংশের মধ্যে প্রথম হইতে এই বংশই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন, তাই এই বংশের কুলপরিচয় সর্ব্বাগ্রে বিবৃত হইয়াছে। এই বংশের যাঁহারা আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন—তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ১২শ পর্য্যায়ে মহীপতির পুত্র সুরেশ বা সুরেশ্বরই মুসলমান অধিপতির নিকট হইতে "সর্ব্বাধিকারী" এই বংশগত উপাধি লাভ করেন। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি দেওয়া হয় নাই। তৎপুত্র বিশ্বনাথ কুলগ্রন্থে প্রকৃতরাজ বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোথাও তিনি 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। তাঁহা হইতে অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্ণদাস বসুই প্রথম সর্ব্বাধিকারী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

উক্ত সুরেশ্বর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীনাথ পুরন্দর খাঁ গৌড়াধিপ সুলতান হোসেনশাহের রাজস্ব-মন্ত্রী (Finance minister)

ছিলেন। তিনিই ধনে মানে, কুলে-শীলে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বপ্রথম সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি হইয়া ১৩শ পর্য্যায়ের সমীকরণ বা একজাই করেন, ইহাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে ১ম একজাই বলিয়া পরিচিত। এই ১ম একজাই-সভায় সুরেশ্বর বসুর পুত্র বিশ্বনাথ বসুই বসুবংশের প্রকৃতরাজ বলিয়া বসুবংশীয় কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মালাচন্দন পাইয়াছিলেন, তৎপরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে যত বার একজাই হইয়াছে, প্রত্যেক বারই বসুবংশের মধ্যে বিশ্বনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ বংশধরমাত্রেই প্রথম মালাচন্দন পাইয়া আসিয়াছেন।

সর্ব্বাধিকারী উপাধির সহিত শ্রেষ্ঠ কুল-মর্য্যাদার কোন সম্পর্ক নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, এই বংশ দিল্লীর পাঠান বাদশাহ মহম্মদ তোগলকের অধীনে উড়িষ্যার দেওয়ানী বা শাসনকর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাহা হইতেই 'সর্ব্বাধিকারী' এই শ্রেষ্ঠ উপাধি-প্রাপ্তি ঘটে। তখনকার উপাধি অনেকটা বংশগত হইত এবং উপাধি-দানেরও বিশেষত্ব ছিল যে, উপাধির সঙ্গে সঙ্গে পদোচিত মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত ভূসম্পত্তিও দেওয়া হইত। সুতরাং উপাধিলাভের সহিত বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের (উড়িষ্যার অন্তর্গত) রঘুনাথপুর পরগণাও উপহার পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, এই বংশের সুরেশ্বর বসুই প্রথম 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি ও রঘুনাথপুর পরগণা জায়গীর পান। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে কোন মুসলমান-নৃপতি উড়িষ্যায় স্থায়ী শাসনাধিকার বিস্তারে সমর্থ হন নাই। বলিতে কি, মহম্মদ তোগ-

লকের সময়েই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বঙ্গদেশেই যাঁহার শাসনাধিকার লোপ পাইয়াছিল, তৎকর্ত্তৃক উৎকলে শাসন-কর্তৃত্ব উপলক্ষে উপাধি ও জায়গীর দান কথনই সম্ভবপর নহে। পুরন্দর খাঁ সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান হোসেনের অভ্যুদয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সুরেশ্বর বসু পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। আলাউদ্দীনের ১৭৩ বর্ষ পূর্ব্বে মহম্মদ তোগলকের সিংহাসন-লাভ। এরূপ স্থলে হোসেন শাহের সমসাময়িক পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠতাত সুরেশ্বর কখনই মহম্মদ তোগলকের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কুলগ্রন্থসমূহে সুরেশ্বর হইতে তাঁহার ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন শ্রীরাম পর্য্যন্ত প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কেবল 'বসু' উপাধিতেই ভূষিত ছিলেন। শ্রীরাম বসু হইতেই 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধির প্রকাশ এবং তৎপুত্র রত্নেশ্বর হইতে পরবর্ত্তী সকল বংশধরই 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষে বা ১৮শ শতকের কোন সময়ে এই বংশ 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি লাভ করেন। আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে পাইতেছি, ১৮শ পর্য্যায়ে শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারী প্রিয় পুত্র রত্নেশ্বরের আদ্যরসে বিবাহ দিয়া উৎকলবাসী মিত্রবংশীয় মোহনরায়ের কন্যা গ্রহণ করেন অর্থাৎ মোহনরায় রত্নেশ্বরের সহিত আদ্যরসে আপনার একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে সমাজপতি, দলপতি বা ধনশালী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ আদ্যরসে কন্যাদান অতিগৌরব ও সম্মানজনক মনে করিতেন।

এরূপস্থলে কন্যার পিতাকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হইত এবং পাত্রপক্ষের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি-লাভের সম্ভাবনা ছিল। এ কারণ যে সে ব্যক্তি আস্তরসে কন্যাদান করিতে পারিতেন না। বসুবংশের প্রকৃতরাজ রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারীকে আস্তরসে কন্যাদান করাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শ্বশুর মোহন রায় উৎকলবাসী হইলেও মান্য-গণ্য অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কুলগ্রন্থে এই বৈবাহিক-সূত্রেই শ্রীরাম সর্ব্বাধিকারীর আমরা উৎকল-সংস্রব পাইয়াছি। রত্নেশ্বর একজন ভগবদ্ভক্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তি ও দানশীলতার জন্য তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেন, সেই সঙ্গে আর একটি বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের মাথায় ছাতা ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে এই বংশের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারীই সর্ব্বপ্রথম কটক জেলা হইতে হুগলীজেলাস্থ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে পাইতেছি যে, রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বেশ্বর (খানাকুল) কৃষ্ণনগরের জমিদার সিংহবংশীয় কিশোর রায়ের কন্যাকে আস্তরসে বিবাহ করেন। সর্ব্বাধিকারি-বংশে প্রবাদ আছে যে, স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরী-বংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রেই তাঁহারা এখানকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। তখন খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি। রায়বংশ এখানকার সমাজপতি ছিলেন—কিন্তু প্রকৃতরাজ বিশ্বেশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া তাঁহারা সমধিক সম্মানিত হন এবং বহু সম্পত্তি দিয়া এখানে সর্ব্বাধিকারি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সে কালে আস্তরসে কন্যাদান অতি গৌরব-জনক ও শ্লাঘার বিষয় ছিল। সুতরাং তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে ধনে-মানে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই আস্তরসে কন্যাদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। রত্নেশ্বর সর্ব্বাধিকারী ও তাঁহার বংশ তৎকালে কুল-মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার বংশধর-মধ্যে আস্তরস করিবার জন্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী ধনকুবের কায়স্থমাত্রেরই আগ্রহ ছিল, তাহার ফলে উপযুক্ত কুলকার্য্য ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও মানীর ঘরে তাঁহাদের আস্তরস হইয়াছিল, কুলপঞ্জিকা হইতেই আমরা তাহার পরিচয় পাই। যথা—দশঘরার গোষ্ঠীপতি পালবংশীয় মাধব রায় বিশ্বেশ্বরের পুত্র কিঙ্কর সর্ব্বাধিকারীকে, আন্দুলের বিজয়রাম হালদার কিঙ্করের পুত্র নিত্যানন্দ সর্ব্বাধিকারীকে, ভালুকার দেওয়ান রামনৃসিংহ সিংহ নিত্যানন্দের পৌত্র প্রকৃত-রাজ রাজনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীকে ও রায়েরকাটির প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজনারায়ণের পৌত্র শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারীকে স্ব স্ব-কন্যা এবং শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর শ্রীনাথের পুত্র রাধানাথ সর্ব্বাধিকারীকে আপন পৌত্রী (কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের কন্যা) দান করিয়াছিলেন।

এই বংশের জ্যেষ্ঠ যে কেবল প্রকৃতরাজ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, দলপতি এবং প্রত্যেক সম্মৌলিকের নিকট দেববৎ পূজা পাইতেন। এখনও সে সম্মান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

কিঙ্কর বা কালিকিঙ্কর সর্ব্বাধিকারীর চারি পুত্র—নিত্যানন্দ,

রামানন্দ, সেবকরাম ও তিলকরাম। নিত্যানন্দের তিন পুত্র—জনমেজয়, প্রতাপনারায়ণ ও রামনারায়ণ। মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃত ও পারসীভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিস্তর বালকের বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতেন, বিদ্যা-প্রচারের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তাঁহার রাধানগর ও খিদিরপুরের বাটী বিদ্যার্থী ও বিদ্যোৎসাহিগণের সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল। তাঁহার খুল্লতাতপুত্র হরিপ্রসাদ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বাঙ্গালা দেশস্থ সমুদায় রেশমের কারবারের দেওয়ান ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালার রেশম-কুঠীর উপর অসাধারণ প্রভুত্ব হেতু তিনি "রাজা হরিপ্রসাদ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

মুন্সী রামনারায়ণের সহিত তাঁহার স্বগ্রামবাসী রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

রামনারায়ণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া অনেক চেষ্টায় "নবরঙ্গের" কুল করেন অর্থাৎ পুত্র-কন্যা নটিকে পর্য্যায়ক্রমে উপযুক্ত কুলীন পাত্রী ও পাত্রে বিবাহ দিয়া আপনার কুলের বিশেষ গৌরবসাধন করেন। তিনি আপনার চেষ্টায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, খাজনার টাকা কিছু কম থাকাতে রামনারায়ণ পুত্র মদনমোহনকে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলেন। মদনমোহন নিজে টাকার জোগাড় না করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে আনিয়া দেন এবং পিতার নিকট তাহা উল্লেখ করেন। উপযুক্ত পুত্র অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিবার উপায় সত্ত্বেও বৈবাহিকের নিকট ঋণ করিয়াছে বলিয়া খাজনার টাকা খাজনা-ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া রামনারায়ণ তাহার চাবি পুখুরে ফেলিয়া দেন। পুত্রকে অনুমতি করেন যে, চাবি খুলিয়া অগ্রে তাঁহার শ্বশুরের টাকা যেন প্রত্যর্পণ

করা হয়, এরূপ অবস্থায় বিষয়রক্ষা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহনের উপর রাগ করিয়া কটক জেলার রঘুনাথপুর ও অন্যান্য অধিকাংশ সম্পত্তির রাজস্ব না দিয়া লাটে চড়াইয়া বিক্রয় করাইয়া দেন।

রামনারায়ণ আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া "মুন্সী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কলিকাতার নিকটস্থ খিদিরপুরে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন এবং খিদিরপুরে "মুন্সীর-বাগান" ও "মুন্সী-বাড়ী" অদ্যাপি তাঁহার নামেই পরিচিত। ওয়াটগঞ্জের নিকট অনেক জমি সরকারি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য গভর্মেণ্টকে দান করেন। তাহা এক্ষণে 'মুন্সীগঞ্জ রোড' নামে খ্যাত। তিনি যে নবরঙ্গকুল করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার এক কন্যার সহিত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়।

মুন্সী রামনারায়ণ পিতার তৃতীয় সন্তান, সুতরাং প্রকৃত মুখ্যভাবাপন্ন না হইলেও নবরঙ্গকুল করিয়া তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনসমাজে কোমল-মুখ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—মদনমোহন, মথুরামোহন, শ্যামামোহন ও গুরুদাস। মদনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী বড়লাটের দেওয়ান ও পরে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম হুমায়ুন জাঁর দেওয়ান হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। মদনমোহনের অনুজ মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠপুত্র হইতেছেন—আমাদের তীর্থ-ভ্রমণরচয়িতা ধনামধন্য যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

[পর পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বংশলতা উদ্ধৃত হইল।

২২শ পর্য্যায়ে নিত্যানন্দ
২২ রামানন্দ
রামকান্ত
রাজা হরিপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
২৩ জনমেজয়
প্রতাপনারায়ণ
রামনারায়ণ (নবরঙ্গী)
২৪ রাজনারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ মদনমোহন
মথুরামোহন
গোপীমোহন
শ্যাম
গুরুদাস
২৫ শ্রীনাথ
নবীন
ভৈরব
গিরিশ
২৫ রাজা সীতারাম
২৫ যদুনাথ
বৈকুণ্ঠনাথ
ব্রজনাথ
কেদারনাথ (জীবিত)
২৬ রাধানাথ
দীননাথ
কৃষ্ণনাথ
২৭ রমানাথ
২৬ প্রসন্নকুমার
সূর্য্যকুমার
আনন্দকুমার
রাজকুমার
অক্ষয়কুমার
অমৃতকুমার
অনন্ত
উপেন্দ্র
২৮ সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি (প্রকৃত)
২৭ সত্যপ্রসাদ
ডাঃ দেবপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
ডাঃ সুরেশপ্রসাদ
নগেন্দ্রপ্রসাদ
বিনয়প্রসাদ
মণীন্দ্রপ্রসাদ
সুশীলপ্রসাদ

গ্রন্থকারের পরিচয়

বাঙ্গালার সুসন্তান রাজা রামমোহন রায় যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন, সেই রাধানগর গ্রামেই রাজা সীতানাথ-ও তাঁহার খুড়াত ভাই যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এখন রাধানগর জেলা হুগলী, আরামবাগ সবডিভিজান, থানা খানাকুলের অধীন একটি সামান্য ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত। এখন সামান্য হইলেও এক সময় এই স্থান খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিতেন, চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় সকলই ছিল। এখানে রাস, দোল প্রভৃতি উৎসবে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত। ৺সরস্বতী পূজায় ধুমধামের সীমা থাকিত না। এসময় এখানে যেরূপ সোলার পুতুল ও মাটীর পুতুল প্রস্তুত হইত, তাহাতে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের কারিকরদিগকেও হারাইত। এখানকার স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল যে, কলিকাতা হইতে অনেক বড়লোক সখ করিয়া রাধানগরে বেড়াইতে যাইতেন। কিন্তু পঞ্চাশ বর্ষ মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে রাধানগর উৎসন্ন গিয়াছে, এখন জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি রাজা রামমোহন রায় ও ভক্ত যদুনাথের জন্মভূমি বলিয়া রাধানগর আমাদের নিকট পুণ্যভূমি! এই রাধানগরের বক্ষ-বিধৌত নদীর অপর পার্শ্বেই কৃষ্ণনগর গ্রাম—সুপ্রসিদ্ধ অভিরাম গোস্বামীর পাট। এই অভিরাম গোস্বামীর পাট আছে বলিয়া, আজও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে এই স্থান পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের প্রায় ত্রিশবর্ষ পরে বাঙ্গালা ১২১২ সনে (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে

রাধানগরের উজ্জ্বল অবস্থা। দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে তিনি উপযুক্তরূপে পারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার সময় হইতেই জমিদারী নিলাম হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কিছু হীন হইয়া পড়ে। তথাপি যদুনাথ সে সময়ের উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন নাই।

তাঁহার দুই বিবাহ—প্রথম বিবাহ রাধানগরের পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর গ্রামে গোপীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত হয়। এই প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের নাম—প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার ও রাজকুমার। তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ—হুগলীর গুড়োপ গ্রামে প্রসিদ্ধ নাগবংশীয় জমিদারবাড়ী। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের নাম—অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার, অনন্তকুমার ও উপেন্দ্রকুমার। যদুনাথ মধ্যমাকৃতি ছিলেন, মুখে যেন গাম্ভীর্য্য, স্বাধীনতা, দয়া ও মমতা মাখান ছিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তীর্থযাত্রা করিবার বা ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মুখের ভাব কি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল, যেমন চোখ, তেমনি নাক—তেমনি কপালাদি। তাঁহার সেই মুখশ্রী তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে বিরল নহে। তাঁহার ৬ষ্ঠ পুত্র উকীল অমৃতকুমার এমনি সুপুরুষ ছিলেন যে, আলিপুরের জজকোর্টে যখন তিনি ওকালতি করিতেন, তখন বিচারক অনেক সময় বলিতেন—"সুপুরুষ উকীলের মুখে যদি ওজস্বিনী ভাষা নির্গত হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রেই জয়লাভের সম্ভাবনা।"

যদুনাথের যেমন সুন্দর গঠন আবার তাহার উপর সেইরূপ

বলিষ্ঠকায় পুরুষের সকল লক্ষণই বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘকাল শূল-রোগে কাতর থাকিলেও তিনি যে কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাহা তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। তাঁহার বংশধরগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একটা আস্ত আধমণী কাঁঠাল অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে পারিতেন। আবার এমন দিন গিয়াছে, অম্লশূলের যাতনায় খানিকটা জলও তাঁহার পেটে তলায় নাই।

অম্লশূল-রোগে তিনি বহুকাল কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৪৭ বর্ষ—তাঁহার পুত্রগণের মধ্যেও যে সময় কেহ কেহ উপযুক্ত হইয়াছেন, এই সময়ে তাঁহার অম্লশূল রোগ কিছু বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রন্থকার সেই দারুণ অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগের পরিচয় নিজেই এইরূপ দিয়া গিয়াছেন, "সন ১২৩৯ সালের মাঘ মাহাতে আমার অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত হইল, শূল-ব্যাধির যেমত যাতনা তাহার কিছু ন্যূন ছিল না। এক এক দিবস যাতনাতে এমত মনে হইত যে, আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। ভগবৎস্বেচ্ছায় নিবারণ হইত। ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্ব্বল এবং আহার রহিত হইল। এক রাত্রে ঘরে শয়নে ছিলাম, ইতি-মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বেদনার সূত্র হইতে উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলাম, তাহাতে নিবৃত্তি না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল। সে যাতনার কথা যখন মনে হয়, তখন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। হে ভগবান্! তেমন যাতনা যেন কাহার না হয়। সেই যাতনাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ব্যাকুল হই। গৃহমধ্যে আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া শয্যান্তরে শয়নে ছিল। আমি তিন চারিবার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, তাহাতে রোগ-

যন্ত্রণায় আলাতন হইয়া অত্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হইয়া আর কাহাকে কিছু না কহিয়া 'স্ত্রীপরিবার সকলি বৃথা, সম্বন্ধ জীবনাবধি; এই' মনে স্থির করিয়া চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ প্রধানকল্প বিবেচনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হই। বাহির বাটীতে আসিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রী৺রাধাকান্তদেব ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিলাম। ক্ষণেককাল বসিয়া থাকিতে বেদনার কিছু শান্তি বোধ হইয়া তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তৎকালে রাত্র তৃতীয় প্রহর গত, নিদ্রাবেশে হস্ত মস্তকে দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ন করিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল যে, মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসার-কূপ-নরকে ডুবিয়া কেবল আমার আমার করিয়া সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রীপুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার দর্শনাশে দেশ ভ্রমণ করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল।"

যদুনাথের নিজের কথায় তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি। প্রথম রোগের যন্ত্রণা, তৎপরে ডাকাডাকি করাতেও কনিষ্ঠা পত্নীর না উঠা। এই কারণ তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সংসারের উপর ঘৃণা এবং জীবনের উপর মমতাহীন হইয়া আত্ম-হত্যার সঙ্কল্প। কিন্তু ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। ভক্ত যদুনাথ তাঁহার চির-আরাধ্য রাধাকান্তের শ্রীমন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র—সম্ভবতঃ তাঁহার মোহ দূর হইয়াছিল—আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ভগবান্ রাধাকান্তই তাঁহাকে সে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। তবে যে কয় দিন চলা-ফেরা করিবার উপযুক্ত শক্তি না হইয়াছিল, সে কয়

দিন তাঁহাকে ঘরেই থাকিতে হইল—তৎপরে এক বর্ষকাল তিনি কিরূপে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার তীর্থ-যাত্রার প্রারম্ভেই সে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই এক বর্ষ অতি কষ্টে তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার কএক দিন পরে তাঁহার প্রাণতুল্য জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বাড়ী আসিলেন এবং সাত দিন বাটীতে থাকিয়া পিতার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতার বহুবাজারের বাসায় আনিলেন। অনেক ভাল ডাক্তার দেখিলেন। অবশেষে রিশড়া-নিবাসী চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে রোগের কতকটা উপশম হইল। চিকিৎসকের ব্যবস্থা হইল—যতটা পারেন প্রত্যহ তাঁহাকে পদব্রজে হাঁটিতে হইবে। কিন্তু এ সময় তিনি বড় দুর্ব্বল, তিনি নিজেই জানাইয়াছেন—"বহুবাজার হৃদয়রাম বাঁড়ুজ্যের বৈঠকখানা হইতে বাজার পর্য্যন্ত আসিতে এত ক্লেশ বোধ হইল যে, ক্রন্দন করিলাম। পর দিবস মলঙ্গার গোলপুষ্করিণীর ধারে ঐ মত ক্লেশ। * * আমি এত দুর্ব্বল যে, একবার প্রদক্ষিণ করিতে চারিদিকে চারিবার বসিয়া শ্রম দূর করিতে হয়।" এই মত সপ্তাহ করিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণের ক্ষমতা এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া দিবাতে অন্ন ও রাত্রে লুচির রুটি পরিপাক হইল। ক্রমে বল ও আহারের বৃদ্ধি হইয়া প্রায় বার আনা ব্যাধির উপশম হইল, রোগের শেষ হয় নাই।"

ইহার কিছু দিন পরে ফাল্গুন মাসে ভবানীপুর মোকামে তাঁহার ৩য় পুত্র আনন্দকুমারের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। চৈত্রমাসে যদুনাথ রাধানগরের বাটীতে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাঁহার আদৌ ভাল

লাগিল না। নিয়মমত শয়ন ভোজন করেন, তথাচ কসুর মেটে না। ঔষধ সেবনকালে ভাল থাকেন, ঔষধ ছাড়িলেই আবার রোগ হয়। "পূর্ব্ব ঔদাস্য মনে আছে।" আশ্বিন মাসে ৺পূজার ছুটীতে সকল পুত্র বাটী আসিলেন। তাঁহার মনের চাঞ্চল্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করেন, "সর্ব্বদা কি জন্য অন্য মন আছেন।" যদুনাথ আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন; শেষে খুলিয়া বলিলেন যে "৩২৲ টাকা হইলে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারি।" সেই দিনই তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

এই সামান্য অর্থ লইয়া কিরূপে তখনকার দিনে পদব্রজে সুদূর বৃন্দাবনে যাইবেন, তাহারই পরীক্ষা হইল। "৺তারকেশ্বরের তাগা নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করাতে ব্যামোহ কিছুমাত্র ছিল না।" যদুনাথ তারকেশ্বর হইতে পদব্রজে অক্লেশে রাধানগরের বাটীতে আসিলেন।

যদুনাথের দৈনন্দিন-লিপি হইতেই বুঝিতেছি যে দেবতার উপর তাঁহার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, সেই ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাঁহার কুলদেবতা রাধাকান্ত তাঁহাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন—সেই বিশ্বাসের ফলেই বাবা তারকনাথ তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের সহায় হইয়াছিলেন। দৈব-শক্তিপ্রভাবে মানব কি না করিতে পারে? ভক্তির পারমার্থিক শক্তিতে দুর্ব্বল যদুনাথ ৩২৲ টাকা মাত্র লইয়া পদব্রজে দূর তীর্থ-যাত্রা করিলেন,—ইহা তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয়!

সন ১২৬০ সালের ১১ই ফাল্গুন মাস হইতে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় চারিবর্ষ কাল তিনি দূর তীর্থবাসে অতি-বাহিত করেন, সেই সময়ের দৈনন্দিন ঘটনা সমস্তই তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়া গিয়াছেন, সেই রোজ-নামচাই 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামে

প্রকাশিত হইল। ইহার প্রসঙ্গ মুখবন্ধের প্রারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে।

তীর্থ-যাত্রার উন্মুক্ত বাতাসে যদুনাথের ভক্তি, প্রেম, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং হৃদয়ের বল যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও হৃদয়ের দুর্ব্বল গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মহাপথের পথিক মহাপ্রাণ যতি সন্ন্যাসীর ন্যায় যদুনাথ যেরূপ অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালে বিলাসী বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

প্রায় চারিবর্ষ পরে যদুনাথ ঘরে ফিরিলেন—নানা দেশ, নানা তীর্থ, নানা জাতি, নানা সমাজ ও নানা প্রকার দেশের অবস্থা দেখিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার সময় সমস্ত ভারতভূমি যেরূপ সিপাহী-বিদ্রোহের আলোড়নে আলোড়িত হইতেছিল, সাধু যদুনাথের হৃদয় আবার পারিবারিক সংসার-কোলাহলে আসিয়া সেইরূপ বিচলিত ও উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। ঘরে প্রবেশ মাত্র কনিষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুসংবাদে তিনি সংসার বিভীষিকায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে যে ঔদাস্য ও বৈরাগ্য লইয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ঘরে আসিয়াই আবার সেই সংসার-বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু হৃদয়ে বৈরাগ্য চাপিয়া তাঁহাকে সংসার-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল! যদুনাথ দুঃখ করিয়া সেই সময় বলিতেন 'রাধাকান্তের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

তীর্থ হইতে ফিরিয়া যদিও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন—কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরহিতব্রতে ও সমাজ-সেবায় অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রালোচনা, হরিনাম-স্মরণ ও হরিনাম-কীর্ত্তন তাঁহার

ধর্ম্মজীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার রাধানগরে একটী সংস্কৃত-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, নদীর ধারে পাকা দালানে সেই বিদ্যালয় ছিল। (এখন অবশ্য সেই বিদ্যাভবন নদীগর্ভশায়ী।) যদুনাথ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য, এই বিদ্যালয়ের বালকদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। বলিতে কি সেই সংস্কৃত-ইংরাজী-বিদ্যালয় যদুনাথের প্রাণস্বরূপ ছিল। গ্রামস্থ বালকবৃন্দ তাঁহার প্রেরণায় এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া প্রসন্নকুমারের সাহায্যে কলিকাতার সংস্কৃত ও অন্যান্য কলেজে পড়িতে পাইতেন। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকেই তিনি আপনার মনে করিতেন। এক দণ্ড তিনি গ্রাম ছাড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কেবল গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে খিদিরপুরে আসিতেন।

তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেরই খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া, কাপড়-চোপড় এবং বসবাস একই ধরণে হইত। বহুসংখ্যক নিরাশ্রয় আত্মীয় ও ভিন্ন জাতীয় লোক যদুনাথের ও তৎপুত্রগণের আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

তাঁহার সুযোগ্য বংশধর আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন—"স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মনীষিগণ যদুনাথের সহিত সদালাপের জন্য রাধানগর গ্রামে সর্ব্বদা যাইতেন। দীর্ঘ তীর্থ-যাত্রা সাঙ্গ করিয়া যদুনাথ গ্রামের কোলে যে

আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িতে চাহিতেন না। কেবল পিতৃপক্ষে তর্পণ করিবার উপলক্ষে পনের দিনের জন্য নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেন এবং তর্পণান্তে গ্রামবাসী ও আত্মীয়গণের পূজার কাপড় নৌকা বোঝাই করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেন। নৌকার মাঝী ছেলেদের 'প্রেমচাঁদ কাকা', তন্তুবায় পরমেশ্বর তাঁতী ছেলেদের 'পরমে কাকা'; কৈলাসে হাড়ি ছেলেদের 'কৈলাস কাকা'—পল্লীজীবন তখন এমনই সুমধুর ছিল এবং ছেলেরাও যেমন পূজার কাপড় পাইত, 'পরমে কাকা' 'কৈলাস কাকা' ও 'প্রেমচাঁদ কাকা'ও তাই পাইতেন।

"তখন রাধানগরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। প্রসন্নকুমার ও সূর্য্যকুমারের বন্ধুগণ স্বাস্থ্য-অনুরোধে ও বেড়াইবার জন্য সখ করিয়া রাধানগরে গিয়া আনন্দে সময় অতিবাহন করিতেন।

যদুনাথের কুটুমবাড়ীর জিনিস বাড়ীর ভিতর বড় যাইতে পারিত না। রাধাকান্তের ভোগ দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনসেবায় স্বহস্তে বিতরণ করিয়া তিনি অপার তৃপ্তি লাভ করিতেন।

অম্বলের পীড়ায় ও শেষ বয়সে নানা রোগে যদুনাথ নিতান্ত কষ্ট পান। দিনে দুই বার স্নান করিতেন, পান ও তামাক বেশী খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল; অন্য কোন বিলাসিতার তিনি বশবর্ত্তী ছিলেন না।"

১৮৭১ সালে ঝুলান-পূর্ণিমার দিবস যদুনাথের দেহান্ত হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধে এত ধুমধাম হইয়াছিল যে, ও অঞ্চলে এত ধুমের শ্রাদ্ধ হয় নাই বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বাধিকারী-বংশ চিরদিন সাহিত্যানুরাগী।

কেবল মুন্সী রামনারায়ণ বলিয়া নহে, যদুনাথের এক খুল্লতাত বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া পদ্যে "ধ্রুবচরিত্র" রচনা করেন। যদুনাথও অল্প বয়স হইতেই গান রচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সে কালে প্রতি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল, সকলেই কিছু না কিছু সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমাদের যদুনাথও বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যৌবন-বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একজন উপযুক্ত সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্যামাবিষয়ক অনেক সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি "সঙ্গীত-লহরী" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রামচাঁদ গোস্বামী, হলধর চোঙদার প্রভৃতি সংগীতজ্ঞদিগের মুখে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আপন ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সঙ্গীত-লহরীর ভূমিকায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুত্র ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "রামচাঁদ গোস্বামী ও হলধর চোঙদার মহাশয় যখন তাঁহার পিতৃ-রচিত সঙ্গীতের আলাপ করিতেন, বাস্তবিক যেন কর্ণে পীযূষ বর্ষণ হইত।" এখানে যদুনাথের সঙ্গীত-রচনার নমুনা দিতেছি—

(১)

মিছে কেন মায়া-জালে বদ্ধরে অবোধ মন।
মৃগ-তৃষ্ণা সম সব ধন-মান পরিজন॥
ত্যজ জাতি-কুল-মান, গাও রে বিভুর গান,
ভব পার হবি যদি লওরে তাঁর শরণ।
আমার যুকতি ধর, পাপ-পথ পরিহর
ঈশ্বর চরণোপান্তে আত্মা কর সমর্পণ॥

(২)

হরিগুণ গাও রে।
সংসারের কুবাসনা-যন্ত্রণা এড়াও রে ॥
উদয় হ'য়ে তপন, করিতেছে আয়ুঃহরণ,
এ দেহ হবে পতন সতর্কেতে রও রে।
যে পদ ভাবনা করি, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী,
শ্মশানেতে ত্রিপুরারি যোগাসনে রয় রে ॥
হরিনাম সারাৎসার, করিতে জীব-উদ্ধার,
প্রচারিল ত্রিসংসার পাপ নাশিবারে রে।
এমন দুর্লভ নাম, জিহ্বা জপ অবিশ্রাম,
পাইবে কৈবল্যধাম যদুরে বুঝাও রে ॥

সঙ্গীত-চর্চ্চার সঙ্গে তাঁহার নিজের সখের যাত্রার দল ছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সন্তান লইয়া সেই সময়ে দল গঠিত হয়। রাসের সময় বা পূজার সময় সেই সখের দলের গাওনা হইত। যেখানে গাওনা হইত, তথায় পান-তামাক ব্যতীত আর কিছুই লওয়া হইত না। এই সখের যাত্রা উপলক্ষে যদুনাথ 'উষাহরণ', 'চন্দ্রকান্ত' প্রভৃতি কএকখানি নাটক বা যাত্রার পালাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উষাহরণ হইতে দুই একটী গানের নমুনা দিতেছি—

(১)

(কেন) বিরস বদন বিধুমুখী।
মলিন চন্দ্রানন চন্দ্রেতে যেমন
মৃগাঙ্ক কলঙ্ক দেখি ॥

নীলোৎপল জিনি নয়ন-যুগল
সদুত তাহে কজ্জলে উজ্জ্বল
বল গো একি বল কেন ছল ছল
করে দুটী আঁখি ॥

(২)

সখি আমাতে কি আমি আছি।
ভোলানাথের কৃপাতে পেয়ে প্রাণনাথে
পুনঃ হারায়েছি ॥
স্বপ্নে ক'রে সেই নাগরের সঙ্গ
করিলাম কত রসের প্রসঙ্গ
পরে নিদ্রাভঙ্গে হ'ল রঙ্গভঙ্গ
বিচ্ছেদ-সাগরে ডুবেছি ॥

উপরে যদুনাথের যে কয়টী গান উদ্ধৃত হইল, তাহাতে তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, রসজ্ঞান, ভাবুকতা, রচনা-মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্যের অভাব নাই। তিনি একজন প্রেমিক অথচ সুরসিক পুরুষ ছিলেন।

যদুনাথ একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন অথচ চৈতন্য-সম্প্রদায়ী ছিলেন না। তিনি রাধাকান্তজীকে নিবেদন না করিয়া কোন জিনিসই গ্রহণ করিতেন না। প্রাতঃকালে অনেকে শিশুরোগী লইয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তিনি রাধাকান্তজীর পূজা করিয়া বাহিরে আসিয়া সেই সকল রোগী দেখিতেন, ইষ্টদেবের চরণামৃত দিয়া সুকোমল হাত বুলাইয়া ও ফু দিয়া অনেক রোগী আরাম করিতেন। চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় যে রোগ ভাল করিতে

পারে নাই—সাধু যদুনাথের দেবভক্তির গুণে সেরূপ অনেক রোগ অনায়াসেই সারিয়া গিয়াছে। তিনি তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শারদ-রাস বা কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁহার রাধাকান্তের স্বতন্ত্র রাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাধাকান্তের উপর তাঁহার যেমন প্রগাঢ়ভক্তি ছিল, অপর দেব-দেবীর উপরও তাঁহার ভক্তির হ্রাস দেখা যাইত না। তিনি বাবা তারকেশ্বরকে কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতেও আমরা তাঁহার দেবভক্তি ও মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাস পাইয়াছি।

দেব-দ্বিজে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তিনি ব্রাহ্মণাদিকে নিমন্ত্রণ করিয়া কখন তরকারী খাওয়াইতেন না। তাঁহার রাধাকান্তজীকে যে সকল দ্রব্য ভোগ দেওয়া হইত, তাহাই তিনি ব্রাহ্মণাদি সকলকে আহার করাইতেন। রাধাকান্তজীকে ভোগ দেওয়া যাইতে পারে এরূপ জিনিসই তিনি আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট হইতে ভেট বা তত্ত্ব লইতেন—অপর কোন সামগ্রী লইতেন না। কেবল আত্মীয়-স্বজন বলিয়া নহে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের সকলেই তাঁহাকে ভয়-ভক্তি করিত। তিনি নিজে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন, বিপদে-আপদে সহানুভূতি দেখাইতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত অনেকস্থলে তাঁহার মত লইয়া একাদশী প্রভৃতির ব্যবস্থা স্থির করিতেন। বার মাস প্রাতঃস্নান, নামাবলীধারণ, নিজহস্তে পুষ্পচয়ন ও পূজাদি করিতেন। পূজাদির পর বেলা ১টা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিতেন। তৎপরে স্নানান্তে আত্মীয়-স্বজন যিনি আসিতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ২টার পর আহার করিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার

পর স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সংসারে থাকিলেও তাঁহার আদৌ সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"আমি বাগানের মালী ম্যানেজার, যা কিছু সব তাঁর, আমার বলিলেই শাস্তি পাইব।"

দেব-দ্বিজের উপর তাঁহার যেমন শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাঁহার রাজভক্তিও সেইরূপ অচলা ছিল। গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেই তাঁহার জন্ম। তখন বাঙ্গালার চারিদিকে অশান্তি—ডাকাচুরি লুটপাট সর্ব্বদাই হইত। ইংরাজেরা কিরূপে সেই সকল অশান্তি নিবারণ করেন, কিরূপে ইংরাজের সুশাসন-গুণে দেশে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, যদুনাথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—সেই সঙ্গে ইংরাজ-শাসনের প্রতি ও ইংরাজজাতির প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি হইয়াছিল। সেই রাজভক্তির পরিচয় তীর্থ-ভ্রমণের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ-শাসনের যে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহারই উপর তিনি ক্রোধ ও বিরক্তি ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। তীর্থ শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের অনেক লীলাস্থল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্রোহীদিগের উপর যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞাই জন্মিয়াছিল। তিনি বরাবর মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন, 'দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার করিয়া দেশেরই শত্রুতা করিয়াছে, ইংরাজরাজের কিছুই করিতে পারিবে না।' ইংরাজের বাহুবল, যুদ্ধকৌশল ও রাজনীতিতে তিনি প্রকৃতই বিমুগ্ধ ছিলেন।

সুখের বিষয়, যদুনাথের বংশধরগণও বিদ্যা, বিনয়, ধর্ম্ম, দেব-ভক্তি ও সচ্চরিত্রতার সহিত রাজভক্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী

হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার, ডাক্তার সূর্য্যকুমার ও পেট্রিয়ট-সম্পাদক রাজকুমারের সুনাম কে না জানে? কেবল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদ বলিয়া নহে, যেমন শিক্ষা-বিভাগে প্রসন্নকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, চিকিৎসকদিগের মধ্যে রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং ব্যবস্থাপক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের মধ্যেও রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী সেইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দিবার এখানে স্থানাভাব, প্রত্যেকের পরিচয় দিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। অবশেষে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—এক যদুনাথের বংশেই আমরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময়ে পাঁচজন সদস্য বা ফেলো পাইয়াছি—পূর্ব্ব সদস্য প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা বলিতেছি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার সূর্য্যকুমারের পুত্র মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী C. I. E, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী C. I. E. এই পাঁচজনের কথা বলিতেছি। এক বংশে পাঁচ জন 'ফেলো' বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কখনও কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। ইহাতে যদুনাথের পুণ্যপ্রতিষ্ঠার পরিচয় সূচিত হইতেছে।

গ্রন্থকারের রোজনামচা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে (একখানি বাঁধা খাতায়) দৈনন্দিন ঘটনা বা রোজনামচা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। গ্রন্থকারের বংশধরেরা সেই

রোজনামচার খাতাখানি পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া মলাটের উপর স্বর্ণাক্ষরে "তীর্থভ্রমণ" নাম বসাইয়া রাখেন, তদনুসারে এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক গ্রন্থকার নিজে কোন নাম দিয়া যান নাই। তিনি যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বরচিত আদর্শ অনুসারে সেই ভাষাই অবিকৃত রাখা হইয়াছে। কেবল সাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য পদ-চ্ছেদ ও বিরাম-চিহ্ন এবং যেখানে যেখানে অস্পষ্ট বা কীটদষ্ট বোধ হইয়াছে সেই সেই উহ্য অংশ বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

তীর্থ-ভ্রমণ

সূচনা

সন ১২৬০ সালের ১১ ফাল্গুনে তীর্থযাত্রার দিন স্থির করিয়া উক্ত দিবসে প্রাতে রাধানগরের বাটীতে তীর্থ-

তীর্থ-যাত্রার সময়

গমনের শ্রাদ্ধাদি ও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভোজন করাইয়া যথানিয়মানুসারে সংযত থাকিয়া উষাকালে বাটী হইতে রাধাবল্লভপুরে গোরাচাঁদ কওড়ির বাটীতে পহুছা হইল। তেঁহ সন ১২৫৭ সালে পূর্ব্বে যাত্রী লইয়া ৺গয়া গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কওড়িকে সমভ্যার করিয়া আমি ও শ্রীনকুড়চন্দ্র বসু ও শ্রীরামধন সিংহ এবং সমভ্যারি মুটে বিশ্বনাথ তাঁতি এই কয়েকজনা রাধানগরের বাটী হইতে রওয়ানা হওয়া হয়, এত কালবিলম্ব এবং ... ... গণের সমভ্যার ছাড়িবার কারণ আমি কলিকাতা হইতে গয়াধামে গমনের মানসে ৫ ফাল্গুন বাটী পহুছিয়া ১২ ফাল্গুন যাত্রা করিবার মানস ছিল। ... ইতিমধ্যে আমার ... পানিবসন্ত হয়। আমি তীর্থগমনোদ্যোগে গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদনে তিন দিবস গোপন রাখিয়াছিলাম। আমার তৃতীয়া পিসির কন্যা তারামণি কিঞ্চিৎ

সোপান জানিয়া তৎকালে গমনে ব্যাঘাত করিল। পরে বসন্তের চিকিৎসক গৌরাঙ্গপুরনিবাসী পরীক্ষিত কুমারকে আনাইয়া শীঘ্র উপশমের চিকিৎসা করাইয়া গমন করা হয়। তজ্জন্য সকলের সঙ্গছাড়া হইয়া গমন করিতে হইল। কয়েকজনে গমন করিতে করিতে ডুমরি-চটীতে বিশ্বনাথ তাঁতির ব্যামোহ আরম্ভ হইয়া পথিমধ্যে তিন চারিবার ভেদ হয়। তাহার মোটে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহা সকলে বিভাগ করিয়া লওয়া হইল। বহুকষ্টে বগোদরের চটীতে পহুছা হয়। তথায় অতিশয় ব্যামোহের বৃদ্ধি হয়। এজন্য এক দিবস থাকা হইল। ঐ দিবসের রাত্রে বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। পথিমধ্যে এত বিপদ হইল, তাহাতে ঈশ্বর কওড়ি অনেক শ্রম করিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবা করেন। পরে মৃত্যু হইলে দারগার নিকট যাওয়া … … তথাকার … … … টাদি করাইয়া দাহাদি করিতে … … … মুটে অভাবে দ্রব্যাদি কতক ঐ … … … … … … রাধে মুদির বাটীতে রাখি … … … কি প্রয়োজনীয় জিনিস সকলে … … … কিছু লইয়া গয়া গমন হইল। ঈশ্বরচন্দ্র কওড়ির এই সকল গুণে মনে মনে ছিল দূরদেশগমনে এমত লোক সমভ্যার থাকিলে ভাল হয়। পরে গয়াধামে পহুছিয়া গোরাচাঁদ কওড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তথাকার কর্ম্মকার্য্য সমাপন করিয়া ১৯ চৈত্র স্বদেশ যাত্রা করা হইল। পথিমধ্যে শ্রীযুত রামধন সিংহের ব্যামোহ হয়। তাঁহাকে ডুলি করিয়া বাটি পহুছা হইল।

তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্ব ঘটনা

সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাহাতে আমার অম্বলের ব্যামোহ হইয়া শূল উপস্থিত হইল, শূলব্যাধির যেমত যাতনা তাহার কিছু ন্যূন ছিল না। এক এক দিবস যাতনাতে এমত মনে হইত, যে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। ভগবৎস্বেচ্ছায় নিবারণ হইত। ক্রমে ক্রমে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল এবং আহার রহিত হইল। এক রাত্রে ঘরে শয়নে ছিলাম, ইত্তিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বেদনার সূত্র হইতে উঠিয়া এক গেলাস জল পান করিলাম, তাহাতে নিবৃত্তি না পাইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল। সে যাতনার কথা যখন মনে হয়, তখনি প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। হে ভগবান্! তেমন যাতনা যেন কাহার না হয়। সেই যাতনাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ব্যাকুল হই। গৃহমধ্যে আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া শয্যান্তরে শয়নে ছিল। আমি তিন চারি বার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, তাহাতে রোগযন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া অত্যন্ত রাগের বৃদ্ধি হইয়া আর কাহাকে কিছু না কহিয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলি বৃথা, 'সম্বন্ধ জীবনাবধি' এই মনে স্থির করিয়া চণ্ডালগ্রস্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ প্রধানকল্প বিবেচনা করিয়া ঘর হইতে বাহির হই। বাহির বাটীতে আসিয়া কিরূপে দেহত্যাগ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রী৺রাধাকান্তদেব ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিলাম। ক্ষণেককাল বসিয়া থাকিতে বেদনার কিছু শান্তিবোধ হইয়া তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তৎকালে রাত্র তৃতীয় প্রহরগত, নিদ্রাবেশে হস্ত মস্তকে দিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ন করিয়া মনে উদয় হইতে

তীর্থ-যাত্রার কারণ

লাগিল যে মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারকূপনরকে ডুবিয়া কেবল আমার আমার করিয়া সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বরকে বিস্মিত হইয়া এত ক্লেশ পাইতে হ'তেছে। হে জগদীশ্বর! আমার শরীরে কিছু বল হইলে আমি স্ত্রীপুত্রের মায়া ছেদ করিয়া তোমার-দর্শনাশে দেশভ্রমণ করিব। এই চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল। ইতিমধ্যে গ্রহের অনুভূতি গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া আমার শয্যায় দেখিল আমি তথায় নাই, এহাতে ব্যাকুলা হইয়া তারামণি প্রভৃতি দ্বারায় শ্রীমত্যা মধ্যমা মাতাঠাকুরাণীকে জাগ্রত করিয়া আমার অন্বেষণে ঠাকুরবাটীতে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়নে আছি। আমাকে ডাকিবামাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইল, মাতৃসপত্নী ঠাকুরাণী হাত-ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনের চঞ্চলতা এবং ঔদাস্যতা গেল না, নিস্তব্ধে শয্যায় উপবেশন হইলাম। পরে রাত্রপ্রভাতে গৃহকার্য্যাদি সংসারাশ্রমের যাহা নিত্য নিয়ম আছে, তাহা করিতেছি। ঔদাস্তভাবে এই মত স্বল্পদিন করিতে করিতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণতুল্য শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার অতিশয় ব্যামোহ সংবাদে কালেজ ছুটি লইয়া বাটীতে আসিয়া সাত দিবসথাকিয়া আমাকে সমভ্যার করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতার বহুবাজারের বাসাতে লইয়া গেলেন। তথায় নৌকারোহণে জলপথে গমন হইল। বাসায় পহুছিয়া অনেক ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন। রিশড়া-নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দে বহুমত পরিশ্রম এবং যুক্তি-মতে চিকিৎসা করিয়া প্রথমে জ্বর পরিত্যাগ করাইলেন; পরে শূল-ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া অনেক উপশম করিলেন। সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিবার আদেশ অতিশয়। প্রথম দিবস বহুবাজারের হৃদয়রাম

বাঁড়ুজ্যের বৈঠকখানা হইতে বাজার পর্য্যন্ত আসিতে এত ক্লেশ বোধ হইল যে ক্রন্দন করিলাম। পর দিবস মলঙ্গার গোলপুষ্করণীর ধারে আসিতে ঐ মত ক্লেশ। আর আর অনেক মনুষ্য প্রাতে বৈকালে ঐ পুষ্করণীর চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে। আমি এত দুর্ব্বল যে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চারিদিকে চারিবার বসিয়া শ্রম দূর করিতে হয়। এই মত সপ্তাহ করিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভ্রমণের ক্ষমতা এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া দিবাতে অন্ন ও রাত্রে সুজির রুটি পরিপাক হইল। ক্রমে বল ও আহারের বৃদ্ধি হইয়া প্রায় বার আনা ব্যাধির উপশম হইল, রোগের শেষ হয় নাই। এজন্য বাটীতে আসা হয় না। ইতিমধ্যে রাধানগরনিবাসী শ্রীরাম মিত্র আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারীর শুভবিবাহের শুভ সম্বন্ধ রামসাগর-নিবাসী শ্রীযুত রামকানাই ঘোষের কন্যার সহিত স্থির করিয়া (ছিলেন।) ফাল্গুন মাসে ভবানীপুর মোকামে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ দিয়া চৈত্র মাসে রাধানগরের বাটীতে আসা হয়। তাহার কারণ রৌদ্রের বৃদ্ধি হইয়া গরমি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য তথায় থাকিতে ডাক্তারের কদাচ মত হইল না, এজন্য সেবনীয় ঔষধি সকল লইয়া বাটী আসা হইল। ব্যাধির শেষ হইল না, কিঞ্চিৎ অম্বলের সঞ্চারমাত্র রহিল। নিয়মমত শয়ন ভোজন করি, তথাচ কসুর মেটে না। আর ঔষধি যখন সেবন করি, তখন ভাল থাকি, ঔষধি ছাড়িলে ব্যামোহ হয়, এহাতে অতিশয় চিন্তা রহিল এবং পূর্ব্ব ঔদাস্য মনে আছে। এই মতে সন ১২৬০ সালের আশ্বিন মাস হইল। শ্রী৺শারদীয়া পূজার বন্ধে সকল পুত্রি বাটীতে আইল। আমার মনের চাঞ্চল্যগতি দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সর্ব্বদা কি জন্য অন্যমন আছেন?" তাহাতে আমি কহিলাম, "আমার মানস হয় যে আমি পশ্চিমদেশ

ভ্রমণ করিয়া আসি, কিন্তু তোমার তাদৃশ কর্ম্মকার্য্য নাই এবং পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিষয় কিছু নাই। পৈতৃক জমিদারী বৃত্তিবিভব যাহা ছিল তাহা সকল লোপ হইয়াছে। নিজগ্রামে যাহা আছে, তাহার ভরসা নাই, সর্ব্বদা বন্যা-জলেতে হাজে; কেবল মুড়াগাছাতে ঠিকাজমির মধ্যে কিঞ্চিৎ আছে, তাহাতে যে মুনফা আছে, কায়ক্লেশে শ্রী৺জিউর নিজ অংশের সেবা আর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কয়েকটি গুছাইয়া করিলে হয়। সাংসারিক আহারাদির খরচপত্র যে বস্ত আবদ্ধ আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া না লইলে হইতে পারে না। যে সমস্ত তেজারতি আছে, তাহা আদায় করিতে না পারিলে বৃথা। পূর্ব্বকালের কিছু বাজার দেনা আছে, এ সকলের কি হয় এবং আমি দূরদেশে গমন করিলে কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছি।" তাহাতে প্রসন্নকুমার কহিল, "মহাশয়! কুথা পর্য্যন্ত গমনের মানস করিয়াছেন।" আমি কহিলাম, যে স্থানের জল বাতাস ভাল হয়। তাহাতে কহিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অক্ষম হইলে প্রয়াগতীর্থে কিছু দিন বাস হয়। একথা চন্দ্রবাবু ডাক্তার কহিয়াছেন, 'যে কিছু ব্যামোহের কসুর আছে; বিনাপদব্রজে অনেক ভ্রমণ না করিলে নির্দোষ হইবে না। ইহাতে আমার মত তিন চারি বৎসর পশ্চিমদেশে কি উত্তরদেশে থাকেন। আমারও তাহাতে মত আছে।" আমি কহিলাম যে তবে আমার শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত এক্ষণে গমনের মানস। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের কত টাকা হইলে গমন হয়?" তাহাতে হিসাব করিয়া দেখা হইল ৩২৲ টাকা হইলে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত পহুছিতে পারি, আর সংসারখরচের এবং আর সকল বিষয়ের যাহা নগদ টাকা মাসিক চাহি, তাহার কথা কহিতে প্রায়

রাত্র আড়াই প্রহর আমার শয়নাগারে নির্জ্জনে পিতাপুত্রে দুইজনে বসিয়া গত হইল। পরে একত্রে কলিকাতা গমন করা হয়। কার্ত্তিক মাসের শেষে শ্রীযুত দোলগোবিন্দ মিত্রের নিকট অবধৌতমতে এক ঔষধি সেবন করা হয়। তাহাতে ঘৃত দুগ্ধ এবং কঠিন গরম দ্রব্যাদি আহার করিতে হয়। ঔষধিসেবনে এবং শ্রী৺তারকেশ্বরের তাগা নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করাতে ব্যামোহ কিছুমাত্র ছিল না। উত্তম-রূপ আরাম হইয়া তথা হইতে রাধানগরের বাটী আসিবার উদ্যোগ করিয়া পশ্চিমদেশ গমনের দিন ফাল্গুন মাহার প্রথমে হইবে কহিয়া, স্বদেশযাত্রা পৌষমাসে পদব্রজে পরীক্ষা জন্য হইল। তাহাতে অক্লেশে বাটী পহুছা হইল। বাটীতে পহুছিয়া রাধাবল্লভপুরনিবাসী শ্রীঈশ্বর কওড়িকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আমার সহিত শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পার কিনা।" তেঁহ থাকিবার স্বীকার করিলেন। তাহার পর মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতাকে কহিলাম যে, আমি একবার তীর্থভ্রমণে যাইবার মানস করিতেছি। তোমরা দেনা পাওনার মফঃস্বল উৎপন্নের কাগজাত প্রস্তুত করহ। তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাইব। এই কথা ভায়াদিগকে প্রথমে কহিতে তাহাদের কোন মতে মত ছিল না যে আমি এত কাহিল শরীরে দূরদেশে গমন করি এবং বাটীতে সকলে শুনিয়া কাহার মত হয় না। বিশেষতঃ আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী পঞ্চম মাস অন্তঃসত্বা ছিল, তাহার অতিশয় ক্রন্দনারম্ভ হইল। নানা কৌশলে এবং স্ত্রীর নিকটে শীঘ্র আসিব এই কপট বাক্যে এবং বিদেশে না গেলে এ রোগে মুক্ত হইব না এমত ভাব প্রদর্শন করিয়া নাগাইদ অগ্রহায়ণ দেশে আসিব, এমত কহিয়া সকলের সম্মতি করিলাম; কিন্তু

মধ্যমা মাতা ও তৃতীয়া খুড়িঠাকুরাণী প্রভৃতি অনেকে সমভ্যারে যাইবার উদ্যোগী হইতে লাগিলেন এবং দেশস্থ অনেকেই গয়া কাশী একত্রে গমনোদ্যোগী ইহাতে অতিশয় মনানন্দ হইল। এই গমনের কথা স্থির হইলে পর প্রসন্নকুমারকে সম্বাদ পাঠাইলাম। তাহারা শ্রীপঞ্চমীর ছুটিতে সকলে বাটীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বাটীর খরচের ও শ্রী৺জিউর সেবার ও ক্রিয়াদির এবং বাজারদেনা শোধের এবং বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ভক্ষিত খরচের যেমত নিয়ম করিয়া ফর্দ্দ করিয়া ভায়াদিগের পুত্রগণের সম্মুখে দিলাম। সকলের সম্মতি হইল। মহাজনদিগের বন্দোবস্ত করিয়া পরে তীর্থযাত্রার দিন স্থির করিলাম।

প্রসন্ন প্রভৃতি কলিকাতা গমন করিয়া আমার পাথেয় খরচা জন্য ৩০ ত্রিশ টাকা আর বাটীর নিয়ম মত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ৯ ফাল্গুনে টাকা পাইয়া মাঘ মাহার খরচের সকল দেনা পরিশোধ করিয়া ফাল্গুন মাহার খরচার্থে দিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ভোজ দিয়া ২।০ দুই টাকা চারি আনা নিকটে রহিল। তাহা কাহাকেও না কহিয়া ১১ ফাল্গুন রাত্রে সকলের নিকট বিদায় হই। কথোপকথন করিতে করিতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী কান্দিতে লাগিল আর কহিল, "বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব; আমাদের গর্ভধারিণী নাই। আমাকে বৎসরেক রাখিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কাহার কাছে থাকিব এবং কে আমার আবদার সহ্য করিবে?" এই কহিয়া মায়ারূপী কন্যাসন্তান আমি যত মায়াচ্ছেদ করিয়াছিলাম তাহার সহস্রগুণে মায়াচ্ছন্ন করাইল। মায়ার মায়াবাক্যে মোহিত হইয়া চক্ষে জল আসিতে লাগিল। পাছে কেহ জানিতে পারে,

এজন্য চক্ষের জল চক্ষে সম্বরণ করিয়া কন্যাকে নানা মত বুঝাইয়া স্থির করিলাম। তাহার পর—অষ্টম পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার নিকট অষ্টপ্রহর প্রায় থাকিত, তাহার বাণী হইল, "আমি বাবার সঙ্গে যাব।" তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া ভুলাইয়া সমভ্যারে যে সকল দ্রব্যাদি যাইবে তাহা একত্র করিয়া তিতু বাগ্দী সমভ্যারে মোট লইয়া যাইবে, তাহাকে ডাকিয়া মোট দেখাইয়া বান্ধিয়া রাখিলাম। যত লোক কহিয়াছিল যাইব কাহার গমন হইল না। রাত্রে সকলের সহিত কথোপকথনে আড়াই প্রহর অতীত হইল। পরে স্ত্রীকে নানামত প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্রন্দনের কিছু সম্বরণ করাইয়া ক্ষণমাত্র শয়ন করিতে রাত্র শেষ হইল। ঐ সময় উঠিয়া অর্থাৎ উষাকালে বাটী হইতে

তীর্থযাত্রা

শ্রী৺জিউকে প্রণাম করিয়া বৈকুণ্ঠ ব্রজ হৃদয় মজুমদার সমভ্যারে কৃষ্ণনগর যাই। শ্রীযুত হলধর চোঙদার মহাশয় সঙ্গ হইয়া কথোপকথনে রডার ধার পর্য্যন্ত সকলে ছিলেন। তথা হইতে বিদায় হইয়া তিতু মুটে যুধিষ্ঠির সর্দ্দারক সঙ্গে করিয়া রাধাবল্লভপুরে গোরাচাঁদ কওড়ির বাটীতে উপস্থিত হইলাম। গোরাচাঁদ বাটীতে ছিল না। ভুরশুট পরগণার বামন-রাজার বাটীতে তাঁহার ভগিনী ছিলেন,

ভুরশুট—হাওড়া জেলায় অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'ভূরি' বা 'ভূরিশ্রেষ্ঠী' গাঞি হইয়াছে। মিত্রমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠী নগরের উল্লেখ আছে। তাঁহারই কিছুকাল পরে রচিত শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী হইতে জানা যায় যে এখানে ৯১৩ শকে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।) মুসলমান-শাসনকালে এখানকার

তৎসহযোগে তথাকার যাত্রী আনিবার জন্য গিয়াছিলেন। বাটীতে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বর ছিলেন। আগ্রহপূর্ব্বক বাটীতে রাখিয়া গোরাচাঁদকে সম্বাদ পাঠাইল। তাহার আসিবার অপেক্ষায় ১৬ ফাল্গুন পর্য্যন্ত রাধাবল্লভপুরে থাকা হইল।

তীর্থ-যাত্রা

প্রতিদিবস বাটী হইতে হৃদয় মজুমদার ও শ্রীযুত অমৃত নরেন্দ্র প্রভৃতি গতায়াত করিত। ১৬ ফাল্গুন সন্ধ্যাগতে গোরাচাঁদ আপন ভগিনী ও যাত্রিগণ সমভ্যারে আসিয়া পহুছেন। তাহারা ১৬ ফাল্গুন কওড়ির বাটীতে থাকে, পরদিন ১৭ ফাল্গুন আমরা সকলে ঈশ্বরকে সমভ্যারে করিয়া শ্রীঁ৺ তীর্থযাত্রায় যাত্রা করিয়া জাহানাবাদের আড় পার কালীপুর (তথায় বাজার ইত্যাদি আছে এখান হইতে চারিক্রোশ তথায়) যাইয়া দোকানে অবস্থিতি করিয়া

কায়স্থশাসন বিলুপ্ত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই স্থান ব্রাহ্মণ অধিকারে আসে; এই ব্রাহ্মণবংশে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের "সত্যপীরের কথা" নামক ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থে তিনি এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"ভরদ্বাজ-অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।"

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে। এখন ভুরশুটে সেই ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রাসাদ ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

আহারাদি হয়। গোরাচাঁদ গৌরহাটীর যাত্রীপক্ষে ঐ দিবস রহিলেন।

১৮ ফাল্গুন—

কালীপুর হইতে কোতলপুর ৭ ক্রোশ, এই স্থানে রাস্তার দোকানে থাকা হইল। ইহার পশ্চিমদিকে মুনসেফের কাছারি, উত্তরদিকে বাজার। এখানে অনেক মহাজন লোকের বসতি আছে। তাবৎ দ্রব্যাদি ভাল পাওয়া যায়। পানের বুরজ অনেক আছে, ভদ্রলোকের বসতি অনেক আছে, উত্তম স্থান, নগর কহা যায়, এই স্থানে স্থিতি।

১৯ ফাল্গুন—

গোরাচাঁদের অপেক্ষায় কোতলপুরে থাকা হয়। মুনসেফের কাছারির বিচার এবং হাটবাজার নগরের বসতি সকল দেখা হয়। মেঠাই ও কদমা ইত্যাদির দোকান ভাল ভাল আছে, নগর ভ্রমণ করিয়া নগরস্থ ব্যক্তিগণের সভ্য ভব্যতায় বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়া দেখিলাম গোরচাঁদ যাত্রী লইয়া পহুছিয়াছেন।

২০ ফাল্গুন—

কোতলপুর হইতে ৪ ক্রোশ বালসী, যেথানে শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আছেন, তেলিদিগের বাটীতে। তাঁহার সেবাপরাধে তাঁহাদিগের সকলেরই ধবল কুষ্ঠরোগ, বিশেষতঃ দেবতার দ্রব্য ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, তাহা না হইয়া সকল দ্রব্য তেলিরা লয়, দর্শন পাওয়া দুষ্কর, পয়সা লইয়া কৃত্রিম শিলা দর্শন করায়, পূজারি যে ব্রাহ্মণ আছে

বালসী ও লক্ষ্মীনারায়ণ

অতি দুর্বৃত্ত, এই যে অন্য শিলা বিদেশী লোককে দেখায়। তাহা কিমতে জানা হইল? আমাদের সমভ্যারে এবং অন্য অন্য দলে যে সব যাত্রী ছিল, এহার মধ্যে যাহার যাহার দর্শন ইচ্ছা ছিল, তাহারা ঐ ঠাকুরের পুষ্করণীতে স্নান করিয়া পূজারিকে আলাহিদা পয়সা গোপনে দিয়া যথার্থ মূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে দাণ্ডাইয়া থাকিল।

তেলি সেখাইত ও পূজারি ব্রাহ্মণগণের আচরণ

পূজারি পাষণ্ড, শপথ করিয়া এমত চাতুরী করিয়া, অন্য শিলা দর্শন গোপনে করাইল। সকলে বিশ্বাস করিয়া দর্শনান্তর স্নানজলাদি ধারণ এবং যে যাহা ভোগ দিবে, তাহা দিয়া আইল। ভোগ দ্রব্যের নিয়ম আছে। ঐ বাজারে যে ময়রা আছে তাহারা যে তৈলাভিষিক্ত মেঠাই এবং ঝাঁরা নবাত করে তাহাই অতিশয় প্রিয়, কিন্তু ভোগ দ্রব্য ময়রাদের যে কেহ হয় হাতে করিয়া লইয়া যাইবে, এই নিয়মমত ভোগ জন্য দিয়া সকলে বাহিরে আইল। আমি কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারের নিকটে ছদ্মবেশে রহিলাম। যথায় ঐ পূজারির শ্বশুর প্রভৃতি কয়েকজনা স্ত্রীলোক তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগের দর্শনার্থে সমভ্যারে লইয়া বসিয়াছিল, সেই স্থানে তাহাদের সমভ্যারে রহিলাম। যে সময় তাহাদিগের দর্শন করাইল, তাহাতে যথার্থ শিলা দেখাইল, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার যে চিহ্ন যথাশাস্ত্র তাহা দীপ্তমান, ঐ সকল লোকের সমভ্যারে দর্শন করিলাম। পরে গ্রামের বসতি দেখিলাম। তেলি চাষা ময়রা নাপিত অধিক আছে। ব্রাহ্মণ প্রায় একশত ঘর বাওরে ও বালশী গ্রামে আছে, লেখাপড়া কেহই উত্তম জানে না, কৃষিকর্ম্মে কালহরণ করে। কৃষিকর্ম্মে শস্যাদি এত জন্মায় যে তাহাতে সংসারযাত্রা এবং

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া ধনসঞ্চয় করে। প্রায় অনেকে রামায়ণ ইত্যাদি পাঁচালী গানের সম্প্রদায় করিয়া দেশে২ যাইয়া উপার্জ্জন করে। যৎকালে কৃষিকর্ম্ম না থাকে এ দুই কর্ম্মে অক্ষম যে ব্রাহ্মণ তেঁহ বিদেশে যাইয়া পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ধন-সঞ্চয় করে। এমতে প্রায় কেহ অন্নবস্ত্র জন্য বিব্রত নহে। এমতি প্রায় এতদ্দেশের সকল স্থান। গ্রামের পশ্চিমদিকে এক পুষ্করণী আছে, সানবান্ধা ঘাট, শিবালয় দুই পাশে, উত্তরদিকে পুলিশের ফাঁড়িঘর, ঐ স্থানে শিবমন্দিরের দ্বারে বসিয়া জলযোগ করিয়া তথা হইতে ২ ক্রোশ পাত্রসায়ের,—বৃহৎ গ্রাম, বাজার এবং ধনাঢ্যগণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাম্বুলি, তেলি ইত্যাদি মহাজনগণ সকল আছে। কৃষিকর্ম্মে এবং বাণিজ্য করিয়া সকলে সুখী আছে। অন্নক্লেশ প্রায় নাই, স্ত্রীপুরুষ সকলেই আপন আপন শ্রমে গুজরাণ করে। যাহার কৃষিকর্ম্মের সংযোগ নাই, তাহারা বনের কাষ্ঠ এবং পত্রে ও বল্কলে দিন নির্ব্বাহ করিতেছে। ভিক্ষোপযোগী কেহ নাই। এই স্থানে বাজারে থাকা হইল।

২১ ফাল্গুন—

প্রাতে পাত্রসায়ের হইতে ৫ ক্রোশ সোণামুখী গ্রাম, বনের মধ্যে, এই ছয় ক্রোশ প্রায় শালবনে বনে যাইতে হয়; হিংস্র জন্তুগণ আছে, ভল্লুকের ভয় অতিশয়।

সোণামুখী

এই সোণামুখী গ্রামে গদাধর শিরোমণির বাসস্থান। যিনি বর্দ্ধমানের রাজবাটীর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাহাতে ধনোপার্জ্জনের দ্বারায় অনেক অর্থসঞ্চয় এবং সোণামুখী গ্রাম ইত্যাদি তালুক করিয়া বাসস্থলকে অতি সুরম্য

রম্যস্থান করিয়া বনমধ্যে নগর বসাইয়াছেন। বাজার হাট শ্রেণীমত বসান হয়। মুনসেফের কাছারি, পুলিশের থানা এবং বাঙ্গালা, ইংরাজি ও ফারসী শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। অনেক মনুষ্যের বাস আছে। নিজ বাটীতে দেবসেবা অতিথসেবা উত্তমরূপ আছে। উত্তম এক বাগান, তাহাতে নানাফলপুষ্পে সুশোভিত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মন্দিরাকৃতি দেবালয়,—এই মত বন মধ্যে নগর দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া বাজারের উত্তরদিকে এক দোকানে অবস্থিতি হইল। এখানকার মুড়কি উত্তম।

২২ ফাল্গুন—

সোণামুখী হইতে বাহির হইয়া ইচলার খাল। গ্রামের অন্তে পার হইয়া মাঠের পথে ৩ ক্রোশ যাইয়া দামোদর নদীর শ্রীরামপুরের ঘাট। এই স্থানে নদীর ২ ক্রোশ পাথার, বালুকাময় ভূমি, প্রাতে ছয় দণ্ডের মধ্যে পার না হইলে, রৌদ্রে বালি গরম হইলে কোনক্রমে যাওয়া যায় না। নদীতে অতি অল্প জল, দুই পারে থাকে, মধ্যস্থলে বালির চড়া আছে। একে বালিতে চলা, তাহাতে রৌদ্র হইলে যেমত ভাব হয়। এই নদীর বালির চড়া পার হইয়া পশ্চিমপারে পহুছিলে শ্রীরামপুর, ঘাটের উপরে তিনখানা দোকান আছে এবং গ্রামের বসতি ও আম্রবাগান, কিছু অন্তরে পুষ্করণী ও পুষ্পোদ্যান আছে। দোকানে জলপান দ্রব্য, চাউল দাল ইত্যাদি আহারের দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। তাহার পর মেট্যা-পাহাড়ের উপর হইয়া ৪ ক্রোশ যাইতে হয়, দক্ষিণদিকে পথন্না গ্রাম থাকে, গোপালপুরের পাকারাস্তা পাওয়া যায়, যে রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে

শ্রীরামপুরের ঘাট

দিল্লী পর্য্যন্ত প্রথমে হয়। গোপালপুর বুদ্‌বুদ্ হইতে (৫) ক্রোশ, যে স্থানে পাকারাস্তা পাইলাম, তথা হইতে ১ ক্রোশ যাইয়া চটী, রাস্তার দুই ধারে দোকান সকল খোলার ঘর, পথিকগণের থাকিবার স্থান বৃহৎ বৃহৎ ঘর, সকল ঘরের ভাড়া দিতে হয় না, হাঁড়ি কাষ্ঠে পাতে এক পয়সা দিতে হয়। চাউল দাল ঐ দোকানে লইতে হয়, আর আর তরি তরকারি মৎস্য তৈল দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতে আইসে; বাসায় বসিয়া সকল পাওয়া যায় এবং ধোপা নাপিত কুমার কামার চামার ইত্যাদি সকলেরই দোকান চটীতে, আর পুলিসের চৌকি থানা আছে, অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত চটীর দোকানের ঘর। সকল ইন্দেরা কূয়া পথিকগণের জল সুপ্পোয় জন্য আছে। এই চটীতে থাকা হইল।

২৩ ফাল্গুন—

অতি প্রত্যূষে গোপালপুর হইতে রওনা হইয়া অণ্ডাল ৬ ক্রোশ, সেই চটীতে থাকা হইল। এখানেও পূর্ব্বমত চটী, অধিকন্তু রাস্তার উপরে মৎস্য তরকারীর বাজার হয়, আর রাস্তার ধারে রাস্তার খাদের খালে পুষ্করণীর ন্যায় জল থাকে। এই অণ্ডালে অনেক বসতি, ব্রাহ্মণ প্রায় চল্লিশ ঘর আছে। এই চটীতে* ব্রাহ্মণ দোকানদার অনেক আছে।

অণ্ডাল-চটী

* ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্-রেলওয়ের অণ্ডাল ষ্টেসন হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সরকারী জরিপের মানচিত্রে এই স্থান অণ্ডাল-চটী নামেই চিহ্নিত।

২৪ ফাল্গুন—

অণ্ডাল হইতে ১ ক্রোশ মধুবন, বৃহৎ বন, কেবল মৌয়াগাছ, এই বনে প্রায় ১ ক্রোশ যাইতে হয়, তাহার পর ফরেদপুর ৩ ক্রোশ, এ চটী ভাঙ্গা চটী, এখানে কেহ রাত্রে থাকে না, পরে ৩ ক্রোশ বৌগড়া, বৃহৎ চটী, গ্রামে অনেক ভদ্র মনুষ্যের বসতি আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ পণ্ডিতের তালুক।* চটীর যেমত নিয়ম তাহা সকল আছে। পণ্ডিত মহাশয় জিলা ২৪ পরগণায় ডিপুটি কালেক্টরি কর্ম্ম করেন। তেঁহ পথিকগণের হিতার্থে রাস্তার পূর্ব্বদিকে এক মনোহর ফুল-ফলের উদ্যান এবং তাহার মধ্যে প্রায় দশ বিঘা এক পুষ্করণী, তাহার চতুর্দ্দিকে পাথরের বাটবান্ধা, তাহার পশ্চিমদিকে প্রধান সদর ঘাট, ঐ ঘাটের উপরে দোতালা বৈঠক-খানা, নীচে ঘাটের চাঁদনীর ন্যায় দুই পার্শ্বে কুঠারি আছে, তাহাতে জলছত্রের গুড় ছোলা অতিথসেবার দ্রব্যাদি থাকে, তাহার সম্মুখ পশ্চিমদিকে পুষ্পোদ্যান তুলসীকানন, তাহার পশ্চিমে রাস্তার পূর্ব্ব যে গেট আছে তাহার ধারে ধারে বকুলগাছের কিয়ারি, অতি মনোহর স্থান, পুষ্করণীতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সকল আছে, কেলি দেখিবার জন্য কিঞ্চিৎ মুড়ি ফেলিয়া দিলে তাহারা খাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রীড়া করে। নানা পুষ্প উদ্যান মধ্যে আছে, আপন আপন সময়ে সকল প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে আমোদিত বায়ু। পণ্ডিত মহাশয়ের

মধুবন ও বোগড়া

* বর্ত্তমান রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের দুই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বোগড়া গ্রাম, এবং রাণীগঞ্জ ষ্টেসনের উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল মধ্যে 'বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের কয়লার খাদ' দেখা যায়।

জলছত্র অতিথসেবা আছে, বাগানের ফল ফুল যে কেহ লইতে পারে তাহাতে কোন বাধা নাই। এই দিবস এই চটীতে মহাভারত বেণের দোকানে থাকা হয়।

২৫ ফাল্গুন—

বোগড়া হইতে নিয়ামতপুর ৬ ক্রোশ, এই চটীতে বেলা ছয় দণ্ডের সময় পহুছিয়া থাকা হইল, রাত্র ছয়দণ্ড থাকিতে গমন হয়, পথিমধ্যে কিছু ভয় নাই। এক ক্রোশ অন্তরে অশ্বারোহিগণ প্রহরী নিযুক্ত আছে। পথিকগণ অধিক-রাত্র থাকিতে উঠিয়া গমন করিলে ঐ প্রহরী সমভ্যারে যাইয়া অন্ত সীমার প্রহরীদিগের নিকটে পহুছিয়া দেয়, রাত্র থাকিলে তাহারাও ঐ মত সঙ্গে যায়, যে চটীতে যে দিন থাকা হয় রাত্রে থানায় যাইয়া সনাহিয়ত* বহিতে আপন নাম, ধাম, গমনপ্রথা, গমনের স্থান, শস্ত্রাদি সমভ্যারে কি, যত মনুষ্য, যে রকমের স্ত্রীপুরুষ, বিশেষ করিয়া লিখাইয়া দিতে হয়। চৌকিদারী প্রতি মানুষের চারি কড়া কৌড়ির হিসাবে দিতে হয়।

নিয়ামতপুর

২৬ ফাল্গুন—

নিয়ামতপুর হইতে ৩ ক্রোশ আসিয়া মেটেসিঁদরে পাহাড়, এই পাহাড়ের মাটি লাল, তাহার পশ্চিম বরাকর নদী—পূর্ব্বতীরে

* সনাহিয়ত—সনাক্ত।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের* শিবস্থাপন, দুই মন্দির অতি প্রাচীন আছে, মেটেসিঁদুরে পাহাড় ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি এক পূর্ব্বদ্বারী, এক উত্তরদ্বারী, দুই মন্দির কত দিনের তাহা কেহ কহিতে পারে না। এমত নির্ম্মাণ করিয়াছে অদ্যাবধি তাহার এক রতি চুণ কুথাও খসে নাই। দেখিবামাত্র নূতন বোধ হয়। তাহার পশ্চাতে এবং সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত গো ও শূকরমূর্ত্তি আছে, মন্দিরের ভিতরে যে শিব আছেন লিঙ্গরূপ। এই হরিশ্চন্দ্রকৃত স্থাপিত শিব দর্শন করিয়া বরাকর নদ পদব্রজে পার হইয়া পশ্চিমপারে যে চটী আছে তাহাতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পরে ৩ ক্রোশ নৃশেচটি। এই চটীতে থাকা হইল,—প্রায় ৪০ খানা বৃহৎ বৃহৎ ঘর আছে।

২৭ ফাল্গুন—

রাত্র ছয়দণ্ড থাকিতে নৃশেচটি হইতে গমন করিয়া ৭ ক্রোশ

* রাজা হরিশ্চন্দ্রশেখর—শেখরভূম বা পঞ্চকোটের এক প্রসিদ্ধ নরপতি। বর্ত্তমান বরাকর নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী জনপদ, পাঁচেট, মানভূম, সেনভূম ও সেনপাহাড়ী এক সময়ে ইঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ৺ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেনভূমের বৈদ্য রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ নাথ-সেনকে পাহাড়খণ্ড দান করেন। এই পাহাড়খণ্ড পরে বৈদ্য সেনবংশের সময়ে সেনপাহাড়ী নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে রাজা হরিশ্চন্দ্রশেখর বিদ্যমান ছিলেন। নিয়ামতপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে শেখরবংশের প্রাচীন রাজধানী গড়পঞ্চকোট ৫ ক্রোশ মাত্র।

পরে গোবিন্দপুরের চটী*, এই চটীতে গোপালের মাতার দোকানে থাকা হয়। এই চটী পূর্ব্বের পথে চাস চটীতে ছিল। এই চটী অবধি মগধরাজ্য, মৎস্যদেশ বরাকরাবধি বিরাটরাজ্য, তাহার পর জরাসন্ধাধিকার মগধ। এ স্থানের মনুষ্যগণ দোভাষী, আধা খোট্টা আধা বাঙ্গালা বোল। বৃহৎ চটী, অর্দ্ধক্রোশের অধিক চটী, খোলার বৃহৎ বৃহৎ ঘর সকল, এক এক ঘরে ত্রিশ বত্রিশজন পথিক থাকিতে পারে। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল, উত্তম শ্রেণীমতে দোকান সকল আছে।

গোবিন্দপুর ও মগধের সীমা

২৮ ফাল্গুন—

ঐ উপরোক্ত সময়ে গোবিন্দপুরের চটী হইতে ৬ ক্রোশ

* এই গোবিন্দপুর বর্ত্তমান মানভূম জেলায় নগর-হাইরারি পরগণার অন্তর্গত। গ্রন্থকার এই স্থানের পূর্ব্বে মৎস্য বা বিরাটরাজ্যের সীমা এবং পশ্চিমে মগধরাজের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ বলিবার কারণ এই প্রথমতঃ এখানে আধাখোট্টা ও আধা বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, ২য়তঃ এস্থান হইতে দুই দিনের পথ অর্থাৎ ১২ ক্রোশ যাইয়া তিনি জরাসন্ধগড় পাইয়াছিলেন। এই জরাসন্ধগড় হইতে মনে হয় মগধপতি জরাসন্ধের রাজ্যসীমা এই পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান মগধ বা বেহারের সীমা ইহার আরও পশ্চিমে, তবে অল্পদিন হইল বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান বেহারের সামিল করিয়া লইয়াছেন বটে। কিন্তু বিরাট বা মৎস্যদেশের সহিত এই স্থানের কোন সম্বন্ধই নাই। পৌরাণিক মৎস্যদেশ বা বিরাট রাজ্য বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য। ময়ূরভঞ্জ, মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলায় বিরাটের কীর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা এই স্থান হইতে বহুদূর।

পাহাড়ের পথে যাইয়া রাজগঞ্জ*, এই চটীতে বারখানা দোকান আছে, এই চটীর নিকটে সাহেবদিগের থাকিবার এক বাঙ্গালা আছে, ডাকের ঘোড়া বদল হয়, এই বাজারের চৌধুরী ভগত নামে, তাহার দোকানে থাকা হইল।

রাজগঞ্জ

২৯ ফাল্গুন—

রাজগঞ্জ হইতে ৬ ক্রোশ তোপচাঁচির চটী, এই চটী অবধি পাহাড়ের ঘাট চড়াই উতরাই জরাসন্ধের গড়†, এই স্থানে পরেশনাথের পাহাড়‡, এ পথে এ পাহাড়ের তুল্য উচ্চ পাহাড় নাই। তিন ক্রোশ উর্দ্ধেতে উঠিতে হয়। পর্ব্বত ফল-ফুলের লতাবৃক্ষে সুশোভিত, বনমধ্যে হিংস্রজন্তুগণ আছে, পর্ব্বতের শৃঙ্গে পরেশনাথের মন্দির আছে, তাহাতে একমূর্ত্তি

জরাসন্ধের গড় ও পরেশনাথ-পাহাড়

* এই স্থান এক্ষণে সরকারী মানচিত্রে 'রাজিভিটা' নামে পরিচিত, মানভূম জেলার জয়নগর পরগণার অন্তর্গত।

† এখানে পরেশনাথপাহাড়ের নিকট জরাসন্ধগড়ের নিদর্শন থাকায় মনে হয় মগধপতি জরাসন্ধের রাজ্যের পূর্ব সীমা পরেশনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

‡ ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামী শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্রে এই পাহাড়ে আসিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহার নামানুসারে এই পাহাড় পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রসমূহে এই স্থান 'সমেতশিখর' নামে প্রসিদ্ধ। জৈনদিগের ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে প্রাচীন জৈনকীর্ত্তির বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। বহু জৈনতীর্থযাত্রী এই স্থান দর্শনে আসিয়া থাকেন। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর। বর্ত্তমান সময়ে গিরিডী ষ্টেশন হইয়া অনেকে পরেশনাথপাহাড় দেখিতে যান।

প্রস্তর-নির্ম্মিত বিবস্ত্র, সরাবগি* বণিক্‌দিগের কুলদেবতা। একজন মোহন্তস্বরূপ, জটাধারী, ভস্মমাখা, তথায় আছেন, তাঁহার চেলা সকল সরাবগির বণিক। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে ঐ পর্ব্বতের নিম্নে যে মধুবন আছে, সেই স্থানে পরেশনাথের মেলা হয়।

মধুবন

মধুবনের মধ্যে ৭ সাত খানা দোকান আছে, যাত্রিগণের তথায় অবস্থিতি করিবার স্থান, পর্ব্বতের উপরে পুষ্করণী এবং পুষ্পোদ্যান আছে। মধুবনে আগরওয়ালা বেণেদিগের ধর্ম্মশালা আছে। তোপচাঁচির পশ্চিম ২ ক্রোশ মধুবন।

৩০ ফাল্গুন—

ডুমরি

পরেশনাথের পাহাড়ের নিকট মধুবন হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে জরাসন্ধের কেল্লার ধার হইয়া ৬ ক্রোশ যাইয়া ডুমরিচটী। ২০২ মাইলে চটী আরম্ভ ২০৩ মাইলে সমাপ্ত। এই চটীর চতুর্দ্দিকে পাহাড়,

* সরাবগি—জৈন শ্রাবকগণ বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্কর উভয়ের মতাবলম্বী শিষ্যই প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে 'শ্রাবক' নামে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু সরাবগি বা শ্রাবক বণিকরা অধুনা সকলেই জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। এ দেশে ও দাক্ষিণাত্যে ইঁহারা 'মাড়োয়ারী' নামে পরিচিত। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ইঁহাদের প্রধান উপাস্য। যে সকল গ্রামে ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তথায় সকলের চেষ্টায় এক একটী পার্শ্বনাথ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সরাবগি-বণিক্‌পরিবার পার্শ্বনাথের মন্দিররক্ষার ও তাঁহার যথারীতি পূজাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ স্ব স্ব উপার্জ্জনের কিয়দংশ রাখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, পরেশনাথ পাহাড় ইঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র।

পাহাড়ের ঝরণাতে উত্তম জল, ঐ ঝরণাতে স্নানাদি করিয়া চটীতে পঞ্চকোটের রামকৃষ্ণ মদকের দোকানে থাকা হইল।

১ চৈত্র—

ডুমরি হইতে সাত ক্রোশ বগোদরের চটী, এই চটীতে ডাকঘর ছিল, এক্ষণে আটকা চটীতে গিয়াছে, কেবল ঘোড়া বদল হয়। রাধে মুদির দোকানে থাকা হইল।

বগোদর

পাহাড়তলি স্থান,—পাহাড়ের নিকট যে বাঁধ অর্থাৎ বন্ধন করিয়া জল রাখা হইয়াছে, পুষ্করণীর ন্যায় ঐ জলে স্নানাদি করা হইল।

২ চৈত্র—

বগোদর হইতে আটকা ৪॥ ক্রোশ, পরে বরকাট্টা ৪॥ ক্রোশ। এক্ষণে আটকা চটীতে ডাকঘর, তথায় কেরাণী ও মুন্সী আছে। এখানে চিঠি দেওয়া লওয়া হয়। ২২১ মাইলে চটী আরম্ভ ২২২ মাইল পর্য্যন্ত। এই চটীতে কলিকাতার পত্র ডাকঘরে দিয়া বরকাট্টা চটীতে পহুছা হইল। ২৩০ মাইলের পাথরে বরকাট্টা চটী আরম্ভ। এক পাথর অর্থাৎ অর্দ্ধক্রোশ। চটী পূর্ব্ব চটীবৎ, দোকান ইত্যাদি আছে।

আটকা ও বরকাট্টা

৩ চৈত্র—

বরকাট্টা হইতে ৪ ক্রোশ বরশোত। এই চটীতে থাকা হইল। ভাঙ্গা চটী, এখানে থাকিবার কারণ আমার নাসাজ্বর হইয়া ক্লেশ বোধ হয়, এই জন্য ৪ ক্রোশ আসিয়া প্রাতঃকালে অবস্থিতি করা হইল। এ দিবস অনশন থাকা হইল।

বরশোত

৪ চৈত্র—

বরশোত হইতে বরহি ৫ ক্রোশ,—এ চটীতে বৃহৎ বৃহৎ ঘর সকল অন্যান্য চটীর ন্যায়, অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত দোকান; সকল পাহাড়ের ধারে চটী, শোভা অতিশয়, করবী-ফুলের অনেক গাছ ধারে ধারে আছে, পথিমধ্যে দুইটি পোল আছে। তাহার পর ৬ ক্রোশ যাইয়া চোপারণ, এই চটীতে দোকানে পথিকদিগের থাকিবার ঘর ছোট, অধিক ঘর নাই, হদ্দ পনর ষোল থামা ঘর আছে, তাহার পর অকুলানে দোকানের দ্বার। এই চটীতে অগ্রে পহুছিতে পারিলে ঘর পাওয়া যায়, নচেৎ অতিশয় ক্লেশ। পাহাড়ের মধ্যে চটী, ভয়ানক স্থান, এ চটীর দোকানদারের নিকট হাঁড়ি পাওয়া যায় না। দূর হইতে বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে, তথায় ক্রয় করিতে হয়। এ চটীতে ঘরভাড়া আছে।

বরহি

চোপারণ

৫ চৈত্র—

চোপারণ হইতে পাহাড়ের হেট ঘাট ভাঙ্গিয়া বিকট বিকট জঙ্গল হইয়া এই মত ৬ ক্রোশ যাইয়া ভেলুয়া। এখানে এক বৃহৎ পাথরের পোল আছে; স্থান অতিশয় ভয়ানক, দিবসে চোরের ভয়, এজন্য এ চটীতে পথিক কেহ থাকে না। পর্ব্বত অতি ভয়ানক, বন ততোধিক, পার্ব্বতীয় ব্যক্তিগণ বড় চোর, এজন্য এই স্থানে গাড়ী থাকিবার হাতা অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর, দ্বারে কপাট আছে, মহাজনদিগের মাল-বোঝাই গাড়ী সকল থাকে। পুলিশের

ভেলুয়া

রক্ষকগণ প্রহরীতে নিযুক্ত বিশিষ্ট রূপে আছে। ঐ পর্ব্বতের পার্ব্বতীয়া সকল এমত চৌর্য্যবৃত্তিতে ব্যুৎপন্ন, তাহার মধ্য হইতে গাড়ী লইয়া কাননে প্রবেশ করিয়া হরণপূর্ব্বক পর্ব্বতে গমন করে। পর্ব্বতের পথে কুথায় যায়, কেহ সন্ধান করিতে পারে না। যাত্রিগণের মধ্যে সঙ্গছাড়া হুইয়া অগ্রপশ্চাৎ হইলেই তাহার দ্রব্যাদি হরণ করিয়া পলায়। পথ বিকট পাহাড়ের হেট ঘাট অর্থাৎ নীচে উপর করিতে করিতে পথিক ক্লান্ত হয়; এমত কঠিন পথ যে অন্তস্থানে ডাকের ঘোড়া ৩ ক্রোশান্তর বদল হয়, এই পথে এক এক ক্রোশ অন্তরে ঘোড়া বদলের আস্তাবল অর্থাৎ অশ্বশালা আছে। ভেলুয়ার পুলে ফুকর পাথরে গাঁথা। ভেলুয়ার বিকট-

বারা

পথে গহন বন হইয়া ৬ ক্রোশ যাইয়া বারা চটী, এখানে কুশলানদীর পোল আছে, এই পোলের এক পোয়া অন্তরে চটী; পুলের নিকট তিনটী দোকান আছে, ২৭৮ মাইলের পাথর আছে, এই অবধি পাকা রাস্তা ছাড়িতে হইল। এই চটিতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পহুছা হয়।

৬ চৈত্র—

বারা হইতে ২ ক্রোশ বৃন্দে-সরঙা, পাকা রাস্তা হইতে ঈশান-মুখে গ্রাম্য পথে যাইতে হয়; এস্থানে সাত খানা দোকান আছে। তাহার পরে ৪ ক্রোশ যাইয়া কুশলানদী।

পরে ২ ক্রোশ বোধগয়া। এখানে গয়াসুর বিষ্ণুর সহিত

বোধগয়া

যুদ্ধ করেন,—এই স্থানে জয়পরাজয় হয়। ধর্ম্মারণ্যে রাজার মন্দির আছে। এই বোধগয়াতে এক জন মোহন্ত আছেন, তাঁহার অনেক রাজা শিষ্য,

তাঁহাদের দত্ত বহু ধন এবং ভূম্যাদি সম্পত্তি আছে, সর্ব্বদা ৪০০।৫০০ শত নাগা চেলা সমভ্যারে থাকে। বোধগয়া টেরির রাজা* মোহন্তকে নিষ্কর দিয়াছেন। এই স্থানে যাত্রিগণ পহুছিয়া যে কেহ তীর্থশ্রাদ্ধ না করিয়া আইসে, সেই ব্যক্তি এই বোধগয়াতে তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া গয়াধাম প্রবেশ করে এবং যাহার যে গয়াল তাহারা অগ্রসর আসিয়া আপন যাত্রী লইয়া যায়। প্রায় সকল গয়ালের গোমস্তা ইত্যাদি লোক বোধগয়াতে থাকে। বারখানা প্রধান দোকান আছে, তদ্ভিন্ন বাজার দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। এই স্থানে আহারাদি করিয়া বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে মোহন্তের আম্রবাগান হইয়া গমন। বাগান প্রায় তিন ক্রোশ, রৌদ্র পাওয়া যায় না, গাছের ছায়াতে ছায়া।

গয়াধাম

এই ৩ ক্রোশ পরে গয়াধাম। ব্রহ্মযোনির পাহাড়। এই স্থানে পহুছিলে যাত্রীদিগের নিকট হইতে সেতুয়া সকল ধ্বজা-দর্শনী লয় অর্থাৎ বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বজা দেখাইয়া প্রতি ব্যক্তির নিকট এক টাকা করিয়া লয়, ইহা সেতুয়াদিগের নিয়ম। ইহাদের যাত্রীর নিকট পাইবার এই নিয়ম আছে।

ব্রহ্মযোনি-পাহাড়

প্রতি যাত্রীর নিকট ধ্বজাদর্শনী এক টাকা, পথের খোরাকি অর্দ্ধ টাকা, আর গয়ালদিগের নিকট যাত্রী পহুছিয়া দিলে কাহার বাটীর দস্তুর যাত্রীতে যত টাকা গয়ালকে দিবে, তাহার সিকি কাহার ছয় আনা

* 'টেকারি' বা 'টিকারীর রাজা' পাঠ হইবে। টিকারী সহর গয়া-নগরীর ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুরহর নদী তীরে অবস্থিত। নাদির শাহের আক্রমণের পর মোগল-সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ কর্ত্তৃক এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

কাহার অর্দ্ধেক গয়ালে সেতুয়ায় অংশ আছে। কেবল চৌধুরীর নিয়ম এই আছে—যাত্রীতে যত দিউক প্রতি যাত্রীর (নিকট) দুই টাকার হিসাবে পায়। ইহা ভিন্ন যাত্রীদিগের বাটীতে পহুছাইয়া দিলে প্রত্যাগমনের শ্রাদ্ধের সময় যথাযোগ্য বিদায় দেয়, এই মত ইহাদের পাওনা। এই ব্রহ্মযোনির পাহাড়ের নিকট হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়া উপর মহল্লার বামনিঘাটে ফল্গুনদীর নিকটে ধবল চৌধুরী গয়ালের বাটীতে উপস্থিত। সন্ধ্যার সময় যাওয়া হইল। তাঁহার দুই কন্তা ফুলাদই ও চম্পাদই আছেন, তাঁহার ভ্রাতার দৌহিত্র শ্যামলাল পাঠক, তাঁহার পা-পূজা পূর্ব্বে সন ১২৫৮ সালে যখন গয়াশ্রাদ্ধার্থে গিয়াছিলাম করা হইয়াছিল, এই জন্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামী দেওয়া হইল। তেঁহ রীতিমত তুলসী, কুলি, পেড়া সকলকে প্রসাদ করিলেন। ঐ রাত্রি তীর্থোপবাস করা হইল। গয়ালের বাড়ীর দোতালার উপর বাসা হইল। রাত্রে বিষ্ণুপদাদি দর্শনার্থে গমন করিয়া এক প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে থাকিয়া দর্শন ইত্যাদি করা হয়।

৭ চৈত্র—

ক্ষৌরকর্ম্ম, বস্ত্র ক্ষালনার্থে দেওয়া, ক্রিয়ার নূতন বস্ত্র ক্রয়, ফল্গুতে স্নান ও তর্পনাদি করিয়া আহারান্তে নগর ভ্রমণ, সন্ধ্যাগতে বিষ্ণুপদ দর্শন। বিষ্ণুমন্দির যাইতে প্রথম দ্বারে মালাকারগণ ফুল তুলসী মালা বহুবিধ মত লইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বদিকে এক রামাত বৈষ্ণবের আখড়া আছে, তাহাতে সীতারাম রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মিত এবং অনেক রকমের শালগ্রামশিলা বিরাজিত। তাহার পর

বিষ্ণুপদ

দ্বারে গয়েশ্বরী দেবী—গয়াধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাদেবীর মহাপীঠ ও গদাধর ভৈরব; এস্থানে ছাগাদি বলি প্রদান হয়। তাহার পরে অহল্যাবাইয়ের স্থাপিত শ্রীরামসীতা শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, আলাহিদা ঠাকুর বাটী, সেবাইতগণ আছেন, ভোগ ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে। ঐ বাটীর পূর্ব্বদিকে শ্রী৺গদাধরের মন্দির এবং গণেশ ও আর আর দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার পর দ্বারে ১৪৮৪ ঘর গয়ালের বৈঠক কাছারি। তাহার পরে ঘণ্টাঘর, পূর্ব্বদিকে ষোলবেদী; পশ্চিমদিকে বিষ্ণু-মন্দির—অতি উত্তম পাথরে গঠিত, সোনার কলস, সম্মুখে নাট-মন্দির, এমত মন্দির ও নাটমন্দির আর কোথাও নাই। হোলকার বাহাদুরের স্ত্রী অহল্যাবাইয়ের এই কীর্ত্তি*।

৮ চৈত্র—

ফল্গুতে স্নানতর্পণাদি করি। প্রথমে ফল্গুনদীতে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান। প্রথম দিবসে এই পর্য্যন্ত। কেহ বা বিষ্ণুপদে ঐ দিবস পিণ্ড অর্পণ করে। শ্রী৺গয়াধামে পিণ্ডশ্রাদ্ধাদি তিন

*অহল্যাবাঈ—মালব-প্রদেশের রাজা খণ্ডে রাওয়ের পত্নী। খণ্ডে রাওয়ের মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র মালীরাও অল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খঃ অব্দে পরলোক গমন করেন এবং অহল্যাবাঈ স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী ছিলেন। দেবোদ্দেশে তিনি যে সকল দেবালয়, মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল কীর্ত্তি তাঁহার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছে। কেদারনাথ, রামেশ্বর, কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের দেবালয় এবং গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দির অহল্যাবাঈয়ের কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান আছে। ত্রিশ বৎসর সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৭৯৫ খঃ অব্দে এই দেবী-স্বরূপিণী রাজ্ঞী পরলোক গমন করেন।

প্রকারে। প্রথম শ্রেণী—ক্ষাপরেল ৪৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ; দ্বিতীয়—দর্শনী ৩৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ; তৃতীয়—একদৃষ্ট ৪ বেদীতে শ্রাদ্ধ।

পঞ্চক্রোশী গয়াক্ষেত্র

গয়াসুরের শরীর পঞ্চক্রোশব্যাপিত। এই পঞ্চক্রোশ গয়াক্ষেত্র—এক ক্রোশ ব্যাপিত মস্তক, ইহার মধ্যে সমীপত্র-প্রমাণ পিণ্ড গয়াশিরে অর্পণ করিলেই পিতৃমাতৃঋণের কিঞ্চিৎ শোধ হয়। পিতৃকার্য্য এই তীর্থে, অন্যান্য তীর্থে আত্মকার্য্য। গয়াসুর এমত পরোপকারী যে, আপন প্রাণ বিষ্ণুপদে অর্পণ করিয়া পরের হিত করিয়াছেন। ভগীরথ যে ৺গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন আপন কুলোদ্ধার জন্য। গয়াসুর পিণ্ড-প্রদান-বিষয়ে স্বার্থরহিত। ফল্গুনদীর তীরে বিষ্ণুমন্দির। ফল্গু হইতে অনেক উচ্চ প্রস্তরের সিঁড়ি ঘাটে আছে।

এই গয়াধামে যে যে তীর্থে পিণ্ডদান করিতে হয় সেই সকল বেদীর নাম—

১ ফল্গু, ২ প্রেতশিলা, ৩ ব্রহ্মকুণ্ড, ৪ রামশিলা, ৫ রামকুণ্ড, ৬ কাকবন, ৭ উত্তরমানস, ৮ উদিচি*, ৯ কঙ্খল†, ১০ দক্ষিণমানস, ১১ জুভানন, ১২ মাতুঙ্গিব্যাপী‡, ১৩ ধর্ম্মারণ্য, ১৪ ব্রহ্মসরোবর, ১৫ কাকবন§।

ষোলবেদী

১ ব্রহ্মপদ, ২ রুদ্রপদ, ৩ বিষ্ণুপদ, ৪ কার্ত্তিকপদ, ৫ গার্হস্থ্য-পদ, ৬ আবাহিনীপদ, ৭ সত্যপদ, ৮ দক্ষিণাগ্নিপদ, ৯ অশ্বথপদ,

* উদীচী।　　† কনখল।

‡ মতঙ্গবাপী।　　§ অরবিন্দবন।

৫। গার্হপত্যপদ।　৬। আহবনীয়পদ।　৯। আবসথ্যপদ।

১০ সূর্য্যপদ, ১১ চন্দ্রপদ, ১২ দধীচিপদ, ১৩ মার্কণ্ডপদ, ১৪ কর্ণপদ, ১৫ ইন্দ্রপদ, ১৬ গণেশপদ। এই ষোল বেদী মণ্ডপ মধ্যে আছে। তৎপার্শ্বে চারিবেদী—তাহার নাম কুরঙ্কপদ,* অগস্ত্যপদ, কাশ্যপপদ, গজকরণপদ।

অষ্ট তীর্থ

১ রামগয়া, ২ সীতাকুণ্ড, ৪ গয়াশির, ৪ মুণ্ডপৃষ্ঠ, ৫ আদিগয়া, ৬ ধৌতপদ, ৭ গয়াকূপ, ৮ ভীমগয়া।

গৌপ্রচার—এই স্থানে ব্রহ্মা গো-বৎস দান করেন। এই পাহাড়ে গোবৎসের পদচিহ্ন স্পষ্টরূপে আছে; এস্থানে পিণ্ডদান এবং গোদান।

গদালোল—ভীমের গদাকৃতি এক প্রস্তর পুষ্করণীতে পোতা আছে, ইহাকে ভীমের গদা কহে। এখানে শ্রাদ্ধাদি।

বিষ্ণুপদ—গয়াসুরের মস্তক উপরে; ভগবান্ যে পদচিহ্ন দিয়াছেন, তাহাতে ক্ষাপরেল গয়ার তিন দিন পিণ্ডদান; শেষ দিনে পিণ্ডদান করিয়া অক্ষয়বটে দানাদি করিয়া সুফল লইতে হয়।

যে সমস্ত বেদী লিখা হইল, ইহার চারিবেদীতে বাঙ্গালিতে শ্রাদ্ধ করে না, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গি, পঞ্জাবী এবং খোট্টারা শ্রাদ্ধ করে, এজন্য ৪৯ বেদী লিখা হইল।

প্রতি বেদীতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া বার পুরুষের পিণ্ড দিয়া পরে পিতৃমাতৃকুল, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, অমাত্য-বন্ধুবান্ধবের—যে জাতি হউক সকলে সকল জাতির পিণ্ড গয়াক্ষেত্রে প্রদান করিতে পারে। সকলের পিণ্ড দেওয়া হইলে মাতৃপিতৃষোড়শী করিতে হয়,

১৩। মার্কণ্ডেয়পদ। ১৫ গজকর্ণপদ। * ক্রৌঞ্চপদ।

অর্থাৎ ষোল ষোল পিণ্ড দেওয়া যেমত কেন না নির্দ্দয় পাষণ্ড হউক। মাতৃষোড়শী সময় ক্রন্দন করিতে হয়। মাতা গর্ভেতে ধারণাবধি যখন যেমত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তাহার নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষ পিণ্ডদান। এইমত প্রতিবেদীতে করিতে হয়। ইহাতে এক এক দিবস এক এক বেদীর কর্ম্ম করিলে অধিক শ্রম হয় না, ভাল হয়। পিণ্ড—যব, গোধুম, তণ্ডুলচূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত, মধু, চিনি, তিল এবং দুগ্ধ ও যাহা উপকরণ পাওয়া যায়, একত্র করিয়া পিণ্ড সমীপত্রপ্রমাণ পাকাইতে হয়। বড় হইলে ক্ষতি নাই। কেবল মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা অন্নের পিণ্ডদান করে, আর কোন দেশীয় লোকের নহে।

এক বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলেই গয়া করা সিদ্ধ হয়। তবে যে এত স্থানে পিণ্ডাদি দিতে হয় তাহার কারণ পঞ্চক্রোশ মধ্যে দেব দানব গন্ধর্ব্ব মুনি ঋষিগণ যে যে স্থানে পিণ্ড দিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে পিণ্ড দিতে হয়। তাঁহাদের এক একজন যেখানে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, মানবে সেই সকলের বেদীকে একত্র করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাকেই ক্ষাপরেল কহে।

প্রেতশিলার আলাহিদা ব্রাহ্মণ। তাহাদিগকে ধামী ব্রাহ্মণ কহে। যেমত এতদ্দেশে অগ্রদানী, পশ্চিমদেশে মহাবামন, সেইমত ধামী ব্রাহ্মণ।

এই প্রেতশিলা স্বর্ণপাহাড় ছিল, ব্রহ্মা ব্রহ্মকল্পিত ১৪টি কুশের ব্রাহ্মণের জীবন্যাস দিয়া তাহাদের পূজাদি করিয়া গয়া-শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ করেন। ক্রিয়ান্তে ঐ ব্রাহ্মণ-

প্রেতশিলা

দিগের স্বর্ণ-পর্ব্বত প্রেতশিলা, রজতপর্ব্বত রামশিলা, ফল্গুনদীর জল দুগ্ধ, বালুকা তণ্ডুল হইবে, এই কহিয়া

দান করেন। আর কহিলেন, কাহারও দান গ্রহণ করিও না, তোমাদিগকে চিরসুখী করিয়া দিলাম। বিধি-বাক্যে সকল সত্য হইল, ব্রাহ্মণগণ সুখে কালযাপন করিত। কোন সময়ে ধর্ম্মারণ্য রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞারম্ভ করিয়া প্রায় তৎকালের সকল. ঋষিমুনিগণ যজ্ঞার্থে আনিয়া যথাযোগ্য দানাদি করিতেছেন। ব্রহ্মকল্পিত ১৪জন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে আনিয়া না দান দিতে পারিলে বৃথাযজ্ঞ, এই চিন্তা সর্ব্বদা করেন। ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ধনের লোভ দেখাইয়া পাঠান। তাঁহারা কোনক্রমে দান লইতে স্বীকার হইলেন না। রাজা মনে মনে এই স্থির করিলেন, গোপনে দান দিতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞে অধিষ্ঠানের আবাহন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজার যজ্ঞে অধিষ্ঠানের দোষ নাই বিবেচনা, করিয়া গমন করেন। রাজা পাদ্যার্ঘ্য ইত্যাদি বিধানমতে দিয়া তাম্বূল দিলেন। তন্মধ্যে এক এক বহুমূল্য রত্ন প্রতি বিড়ী মধ্যে ছিল। হস্তে হস্তে দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ কিঞ্চিৎ পরে বিড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতরে রত্ন আছে। দেখিয়া কোপান্বিত কলেবর হইয়া রাজা ধর্ম্মারণ্যকে তিরস্কার করিয়া রত্ন ফিরাইয়া দিতে গেলেন, রাজা গ্রহণ করিলেন না। এই গুপ্তদানে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ আছেন, এ সংবাদ ব্রহ্মার গোচর হইলে ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন যে, তোমাদিগকে এত দিয়াছিলাম তথাচ লালসা দানগ্রহণে আছে। যাও, আজ অবধি তোমরা সকলের নিকট দান গ্রহণ করিবে, তথাচ আশাপূর্ণ হইবে না। আর স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড়, ফল্গুনদী পূর্ব্ববৎ পাথর, জল, বালি হইল। এই অভিশাপ ব্রহ্মা করিয়া গমন করেন। তৎকালে ঐ ১৪জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার নিকট

কৃতাঞ্জলি করিয়া গদগদভাবে ভাষিতে লাগিল, "আমাদিগকে সৃজন করিয়া নিপাত করিলেন, আমাদের কি গতি হইবে?" ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলের দান গ্রহণ করিবে, পতিত হইবে না।"

প্রেতশিলা—রামশিলাতে স্বর্ণ-রূপার চিহ্ন আছে। এই দুই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পূর্ব্বেতে পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না। ইদানীং হাটখোলা-নিবাসী মদন দত্তের মাতা যৎকালে গয়াধাম পুত্রসমভ্যারে যান, প্রেতশিলায় উঠিতে না পারায় প্রায় এক বৎসর গয়াতে থাকিয়া দুই পর্ব্বতের সিঁড়ি করিয়া তাহার প্রতি সোপানে নামাঙ্কিত করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করেন। এই সিঁড়ি করিয়া মনুষ্যগণের কত ক্লেশের শান্তি হইয়াছে তাহা কি কহিব। প্রশস্ত সোপান সকল। সোপানের মধ্যস্থলে মদন দত্তের নাম লিখিত আছে। প্রায় ২ ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিতে হয়। অর্দ্ধপথে এক গহ্বর আছে, তাহাতে এক সাধু অযাচক আছেন। প্রেতশিলায় ইহার নীচে ব্রহ্মকুণ্ড। চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরবান্ধা দুই বট বৃক্ষ আছে। অতি সুশীতল স্থান।

রামশিলা

পর্ব্বতের উপর এক ঘর পাথরের নিম্মিত। তাহাতে সকলে শ্রাদ্ধাদি করে। ঈশানে ঐ স্বর্ণচিহ্ন প্রস্তর। তাহার উপর পিণ্ড দান করিতে হয়। পর্ব্বতে বৃক্ষলতাদি সজীব ফলফুলে সুশোভিত। ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে প্রায় ৩ ক্রোশ উর্দ্ধে উঠিতে হয়। সিঁড়ি করিয়া দিয়াছে। প্রথমে এক দ্বার আছে, তাহার পর অর্দ্ধপথে আর এক দ্বার। শৃঙ্গোপরে সূর্য্যদেবের মন্দির। তাহার পশ্চিমদিকে ব্রহ্মযোনি ছিন্ন যন্ত্রাকৃতি। আপন জন্ম পরীক্ষা করিবার জন্য

ঐ যোনির পথ দিয়া গলিয়া বিপরীতদিকে গমন। কুজন্ম হইলে ঐ যোনিমুদ্রাপথে অক্লেশে গতায়াত হইত। জারজ সন্তান কদাচ গমন করিতে পারে না, অর্দ্ধপথে রুদ্ধ থাকিত। এক্ষণে সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ অনেকে অপমানিত হইয়া আত্মঘাতী হইয়াছিল।

রামগয়া

রামগয়া ও সীতাকুণ্ড—ফল্গুনদীর পূর্ব্বপার। সীতাকুণ্ড নদী মধ্যে। যে স্থানে সীতাদেবী রাজা দশরথের বালির পিণ্ড দেন; ঐ স্থানে সকলকে বালির পিণ্ড দিতে হয়। রামগয়া নদীতীরে—পর্ব্বত উপরে।

গয়াকূপ

ভূতযোনিপ্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা মনুষ্যের প্রতি উপদ্রব করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি হইতে মুক্ত করিতে হইলে গয়াকূপ যে আছে, ঐ কূপে যব, তণ্ডুল, তিলচূর্ণের তিনটি পিণ্ড, শ্রীফলাকৃতি নারিকেল একটি, নূতন গামছা একখানা লইয়া ঐ মৃত ব্যক্তির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া, অঞ্জলি দিবার যে মন্ত্র তাহা পাঠ করিয়া, ঐ কূপে অঞ্জলিপ্রদান মাত্র ভূতযোনি হইতে মুক্ত হয়।

ধৌতপদ

ধৌতপদ পর্ব্বত উপরে। ইহার নিকট মহাদেবী আছেন। এখানে ছাগাদি বলি প্রদান হয়। ধৌতপদের প্রাপ্তি একজন স্ত্রীলোকে পায়। তাহার কারণ ঐ স্ত্রী পতিপুত্রবিহীনা, তাহার ভরণপোষণের অন্য উপায় নাই। এজন্য ১৪৮৪ ঘর গয়ালে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, আমাদের কুলের স্ত্রীলোক হইয়া আহারের জন্য কুকর্ম্ম করিলে কুলের কলঙ্ক, এই জন্য ধৌতপদে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকের দিনপাত হয়।

ভীমগয়া পর্ব্বত উপরে। ভীম হাঁটু গাড়িয়া যেখানে পিণ্ড দান করিয়াছেন, ভীমের হাঁটুর চাপে পাথর ক্ষয় হইয়া গহ্বর হইয়াছে।

ভীমগয়া

ব্রহ্মার বরে ফল্গুনদীর জল যে দুগ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এক্ষণে এই আছে, বৎসরান্তে ভাদ্রমাসে ইন্দ্রদ্বাদশীতে বিষ্ণুপদে দুগ্ধের স্রোত হয়। ফল্গুনদীতে জলের স্রোত প্রকাশ নাই—অন্তর্হিতভাবে বহিতেছে। খনন করিলে জল উঠে। ঐ জল অতি উত্তম এবং স্নিগ্ধ সুশীতল। তাহাতে আর এক আশ্চর্য্য আছে, বালি খননে জল হইলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণ কেলি করে।

ফল্গুনদী

ধর্ম্মারণ্য বোধগয়ার আড়পার। পাহাড় সরস্বতীর নিকট। ৮ চৈত্র ক্রিয়ারম্ভ করিয়া ১৭ চৈত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে পিণ্ড-দান করা হয়।

গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম—মাতৃপিতৃবিয়োগে যেমত নূতন বস্ত্র পরিধান, উত্তরীতে এক বস্ত্রে থাকা, হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যায় কুশাসন-শয্যা, মৃত্তিকার সরা করিয়া জল পিণ্ডপাত্র তদ্রূপ সুফল পাওয়ার দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। যাহার ক্ষমতা আছে প্রতিদিবস ব্রাহ্মণভোজন যথাশক্তি করে, অক্ষম ব্যক্তি শেষ দিবসে অক্ষয়বটমূলে অথবা বাসায় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতৃকর্ম্মের অবসর হয়।

গয়াশ্রাদ্ধের নিয়ম

গয়াক্ষেত্রের বিষ্ণুমন্দিরের পুরী মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পায় না।*

* গয়ার বিভিন্ন তীর্থ-মাহাত্ম্য ও গয়াকৃত্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি

১৪৮৪ ঘর গয়াল। তাহার মধ্যে অনেকের বংশ নাই। দুষ্কর্ম্মান্বিত গয়ালের প্রায় বংশ থাকে না, যে সমস্ত গয়াল আছে কেহ নির্ধনী নহে, সকলেই ধনাঢ্য। গয়ালদিগের ব্রহ্মানুষ্ঠান প্রায় শূন্য। দৈবাৎ কাহার আছে, কিন্তু একনিষ্ঠা এই আছে,—বিষ্ণুপদে অর্পণ না করিয়া কিছু গ্রহণ করে না। দিনান্তে একবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পদচিহ্ন দর্শনস্পর্শ করে। ভিক্ষুক সকলেই। যাহার দশহাজার টাকার অঙ্গভূষণ অঙ্গে আছে, এক কড়া কড়ির জন্য সেও লালায়িত। তাহাদিগকে যদি কেহ কহে, তোমরা এমত ভিক্ষা জন্য কিজন্য ক্লেশ কর। তাহারা উত্তর করে যে, আমাদের যাহা ধন-সম্পত্তি, এই মত ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় নাই।

গয়ালের পরিচয়

১৪৮৪ ঘর গয়ালের এক কাছারি বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরে হয়। তাহার একজন প্রধান কর্ম্মকারক আছে। তাহাকে সকলে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহার যত যাত্রী আইসে তাহার সুমার এবং যে যে মত ক্রিয়া করিবে তাহার নিরূপণ লিখিয়া যাত্রী বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার খোলসা পত্র পায়। যাহার যতদিন বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের নিয়ম আছে তাহাই হইবে। তাহার অধিক দিন প্রবেশ করিতে দেয় না। এক এক দিন এক এক গয়ালে বিষ্ণুমন্দিরের দ্বাররক্ষার্থে থাকেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যত যাত্রী মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবে সকলের নিকট এক এক পুরাপুরী পয়সা লয়। এই মতে মবলগ পয়সা পায়।

"সাহিত্য-পরিষদ্" হইতে প্রকাশিত "তীর্থ-মঙ্গল" গ্রন্থে গয়া-যাত্রা-প্রসঙ্গে সবিস্তার উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৭ চৈত্র অবধি ক্রিয়া সমাপন করিয়া সকল দেনা পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া, কলিকাতা হইতে প্রসন্নকুমার যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে দেনা শোধ করিয়া, গোরাচাঁদ কওড়ির ব্যামোহ জন্য ঈশ্বর কওড়ি গোরাচাঁদকে লইয়া ১৮ চৈত্র স্বদেশ যাত্রা করিল। আমি শ্রী৺কাশীধামের লোক অন্বেষণে রহিলাম।

১৮ই চৈত্রাবধি ২৩ চৈত্র পর্য্যন্ত নগর ভ্রমণ এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মাতৃ-অনুরোধে বিশেষতঃ থাকিতে হইল।

গয়া সহরে বসতি সর্ব্বজাতিতে দশ হাজার ঘর হইবে। মুসলমানের বসতি সহরের বাহিরে। সহরের উত্তরদিকে সাহেবগঞ্জ, তাহাতে চাঁদনী চকবাজারের ন্যায় বাজার। পিতল কাঁসার জিনিসের এবং কম্বল, সতরঞ্চ, গালিচা, লুই ইত্যাদির দোকানের আলাহিদা আলাহিদা চকবন্দী। কাপড়ের দোকান সকল লাল দরজার ভিতরে রাস্তার উপর। মনোহারী দোকান সকল পূর্ব্বদিকে। ভূসি-শস্যের গোলা, বাঁশের সকল জিনিস, পেটরা ইত্যাদি পাওয়া যায়। লাঠি অনেক বিক্রয় হয়। পশ্চিমদিকে লোহার জিনিস সকল। এই মত বাজারের শ্রেণীমতে স্থানে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। উত্তর পটিতে জুতার দোকান, তাহার পর পশ্চিমদিকে জিহালখানা অর্থাৎ কারাগার। ইহার প্রাচীর প্রায় ১১ হাত উচ্চ। অনেক চিরবন্দী ভীষণাকার, হস্তপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাহাতেও যে যে কর্ম্ম জানে, তাহাকে সেই কর্ম্ম বন্দীশালে করিতে হইতেছে। তাহার পশ্চিমে মাজিষ্টরী ও কালেক্‌টরী, জজ আদালত, রেজিষ্টার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও সদর আলা, সদর আমিন, মুন্‌সেফ ইত্যাদির কাছারি। কালেক্‌টরি

গয়ার তৎকালীন পরিচয়

কাছারিতে ডাকঘর। তাহার পশ্চিমে আফিঙ্গের কুঠি—বৃহৎ বাটী। অনেক আফিঙ্গ আমদানী হয়। ক্রোর টাকার অধিক দাদন। এই আফিঙ্গের কুঠির হেডকেরাণী শুকচরনিবাসী শ্রীকান্ত মিত্রের পুত্র।

সবআসিষ্টেণ্ট-সার্জ্জন অর্থাৎ ডাক্তার বাঙ্গালি বাবু একজন আছেন। অতি উত্তম ব্যক্তি, চিকিৎসক উত্তম।

ইহার পশ্চিম-উত্তর দিকে ছাউনী অর্থাৎ সৈন্য ও সেনাপতি থাকিবার স্থান। পুলিশদারগা সহরের ভিতরে। ফটকে ফটকে চৌকীদার থাকে। গয়া সহর সহরপানাতে ঘেরা, মহল্লা মহল্লা ফটকবন্দী। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে বেষ্টিত। পাহাড়ের উপর সহর। স্থানে স্থানে বাজার আছে। সকল বাজারে পুরি, কচুড়ি, লাড়ু, পেড়া ইত্যাদি পক্কান্ন মিষ্টান্ন ও আর আর সকল খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। পাথরের বাসন সকল উপরে। মহল্লার নীচে দোকান সকল, তাহাতে সকল পাওয়া যায়—গয়েশ্বরী পাহাড়ের আমদানি। ১২ ক্রোশ অন্তরে পাহাড়। ঐ পাহাড়ের পাথর ভাল।

২৪ চৈত্র

শ্রী৺গয়াধাম হইতে রঘুনাথপুরনিবাসী শ্রীযুত রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা এবং তাঁহার শাশুড়ী, তৎসমভ্যারে লাকুড়পাড়ার নসিরাম রায়, গোকুল ঘোষ আর কালিন্দী দাসী, পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোক যাত্রী, এক পাল্কী, এক বয়লী গাড়ি, শ্রীশম্ভুচন্দ্র কওড়ি, সেতো, সমভ্যারে তিতু আমার মুটে ছিল, সকলে প্রাতে রওয়ানা হইয়া তিন ক্রোশ আসিয়া যমুনা নামে এক স্থান। তথায় তিন দোকান এবং বাগান

যমুনা গ্রাম

নদীর তীরে। তাহাতে শিবালয় আছে। ঐ স্থানে কাশীর গঙ্গাপুত্র নসিরামের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রয়াগীব্রাহ্মণ গয়া হইতে সমভ্যারে আইসে। গঙ্গাপুত্রদিগের নিয়ম এই আছে, যে অগ্রে যাত্রী ধরিবে, সেই পাইবে। কিন্তু প্রতি দিবস যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ থাকিবে। যদি তিন দিন না দেখা হয় তাহাতে অন্য গঙ্গাপুত্র আসিয়া ঐ যাত্রী ধরে। তাহাতে পূর্ব্ব গঙ্গাপুত্রের দাওয়া থাকে না। এজন্ত গঙ্গাপুত্রেরা প্রায় যাত্রীর সঙ্গ ছাড়ে না। কাশীর কেশেল অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা তাহারাও সমভ্যারে থাকে। ঐ যমুনাতে স্নানাদি করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ পঞ্চাননপুর। তথায় বাজার এবং পথিকদিগের থাকিবার জন্য দোকানঘর আছে। তথায় আহারাদি করিয়া পরে ৫ ক্রোশ গো। তথায় অবস্থিতি হয়।

২৫ চৈত্র

গো হইতে ১০ ক্রোশ পুনপুনা।* ঐ স্থানে সরাই, বসত, বাজার ইত্যাদি আছে। তথায় স্থিতি।

পুনপুনা

২৬ চৈত্র

পুনপুনা হইতে ৫ ক্রোশ দাউ নগর, পরে ৫ ক্রোশ পড়োড়ি। দুই স্থানেই সরাই, বসত, বাজার, খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পথিকগণের থাকিবার স্থান আছে। পড়োড়িতে স্থিতি।

পড়োড়ি

* গয়া-মাহাত্ম্যে ও রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে—'পুনঃপুনা' মগধের অন্যতম প্রধান তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

> "কীকটেষু গয়া পুণ্যা পুণ্যং রাজগৃহং বনম্
> চ্যবনস্যাশ্রমাতিঃ পুণ্যং নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।" (গয়া-মাহাত্ম্য ৫।১৩)

২৭ চৈত্র

পড়োড়ি হইতে আকড়ি ৫ ক্রোশ। তথা হইতে সকলের বাস। শোণের পাথার প্রায় দেড় ক্রোশ। জল অতি উত্তম। ঐ নদীতে স্নানাদি করিয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া সরসরাম্‌† ৫ ক্রোশ। পুরাণ সহর।

সাসেরাম

বাদসাহী সরাই এবং এক উত্তম পুষ্করণী আছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বাড়ী আছে। সহরে নানা জাতির বসতি। এই স্থানে ডাকঘর এবং মুন্‌সেফি রেজিষ্টারী কাছারি আছে। এখানে দুলিচা, গালিচা, সতরঞ্চের জোলহা অর্থাৎ তাঁতি অনেক দ্রব্যাদি দ্বারে দ্বারে বিক্রয় জন্য ফিরিতেছে। এই স্থানে স্থিতি। এই স্থানে ডাকে চিঠি দেওয়া হয়। সরসরড়ি হইতে ৫ ক্রোশ শিবসাগর সরাই। দোকান বাজার বসতি আছে। এই স্থানে স্নান করিয়া পরে জাহানাবাদ ৫ ক্রোশ। তথায় ভাল সরাই ও বাজার বসতি আছে। ঐ স্থানে স্থিতি হয়।

২৮ চৈত্র

জাহানাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ মোহনিয়া। এই স্থানে এক উত্তম পুষ্করণী এবং শিবালয় বাঁধাঘাটের উপরে আছে। চতুর্দ্দিকে ঘাট, চতুষ্পার্শে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বসতি, বৃহৎগ্রাম, পুষ্করণীর পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপরে লোহার নানাজাতি দ্রব্যাদির বিক্রয়ের দোকান এবং মনোহারী দোকান সকল চকের ন্যায় বৈসে।

† প্রাচীন 'সহস্রারাম', পরে 'সরসরাম্‌' এবং এক্ষণে 'সাসেরাম্‌' নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধপ্রভাবকালে এখানে সহস্র সঙ্ঘারাম ছিল, তাহা হইতে 'সহস্রারাম' নাম হয়। এখানে মৌর্য্যসম্রাট্‌ অশোকের অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পূর্ব্বদিকে সরাই এবং বাজার। তাহার উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ তিন দিকে উলের এবং সুতার ছুলিচা আসন ইত্যাদি বুনিবার কারিকরদিগের ঘর। এখানে উত্তম উত্তম দ্রব্য তৈয়ারি হয়। চারি টাকা গজের গালিচা বুনিতেছে,—ফরমাইশ হইলে ষোল টাকা গজ পর্য্যন্ত বুনিবার নমুনা আছে। এই স্থলে এক সুতার গালিচা শম্ভু কওড়ি খরিদ করে। মোহনপুরী খাসা এইখানে হইত। এই স্থানে স্থিতি হয়।

২৯ চৈত্র

মোহনিয়া হইতে ছয় ক্রোশ কর্ম্মনাশা নদী। এই নদীর জলস্পর্শ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে।‡ স্পর্শে সকল কর্ম্ম নাশ হয়। পূর্ব্বে নদীতে পোল ছিল না। তথাকার ইতর জাতিতে পার করিয়া দিত। তাহাতে মনুষ্যগণ ক্লেশ পাইত। এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর পোল করিয়া দিয়াছে। বাজার দোকানদার আছে। অনেক বসতি, উত্তম স্থান। তথা হইতে জগদীশের সরাই চারি ক্রোশ। এই স্থানে স্থিতি হয়।

৩০ চৈত্র

জগদীশের সরাই হইতে ছুলাইপুর আট ক্রোশ। ছুলাইপুরে

‡ ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—এই নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য হয়। বিশেষতঃ লোক-মুক্তি-হেতুই কর্ম্মনাশা গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে।

"ভাগীরথ্যা সমং তত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সংগতিং পুণ্যোদাং প্রাপ্তা লোকতারণহেতবে॥" (৫৮।৪০)

সরাই এবং বাজার উত্তম আছে। তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি প্রায় সকল পাওয়া যায়। এই স্থানে থাকা হয়।

৩১ চৈত্র

দুলাইপুর হইতে বারাণসী অর্থাৎ কাশী তিন ক্রোশ। বেলা এক প্রহরের সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বপারে পহুছা হয়। পরে সকল লোক আসিতে এবং গাড়ি পহুছিতে দেড় প্রহর বেলা অতীত হয়। গঙ্গার পূর্ব্বপার কাশীপুরী। দেখিতে কিবা শোভা হয় তাহা বর্ণনের বাহির। সুবর্ণময় যে কাশীপুরীর বর্ণনা আছে তাহার সংশয় কি? অতি মনোরম স্থান। দক্ষিণে অসি, উত্তরে বরুণা। ইহার মধ্যস্থলে কাশী,*

বামনপুরাণে লিখিত আছে—

"যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ।
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগাশায়ীতি বিশ্রুতঃ॥
চরণাদ্দক্ষিণাত্তস্য বিনির্গতা সরিদ্বরা।
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্ব্বপাপহরা শুভা॥
সব্যাদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা।
তে উভে চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ॥
তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥
ন তাদৃশং হি গগনে ভূম্যাং ন চ রসাতলে।
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা॥"

(৩য় অধ্যায়, ২৪—২৮ শ্লোক)

এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর) অংশসম্ভূত যে অব্যয়-পুরুষ নিত্য বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপহরা মঙ্গলদায়িনী বরণা এবং তাঁহারই বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাতা দ্বিতীয়া নদী বিনির্গত হইয়াছে। উভয় নদীই লোক-মধ্যে পূজনীয়া। এই উভয়ের মধ্যস্থলে

আনন্দ-কানন, গৌরীপীঠ, মহাশ্মশান, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকা। গঙ্গার পশ্চিমকূলে কাশী। এই কাশীধামের অনেক পারঘাট আছে। তাহার মধ্যে দশাশ্বমেধের শীতলাঘাটে পার হইয়া ইটালিনিবাসী শ্রীতারাচাঁদ দের বাটী খালেশপুরাতে আছে, অতি উত্তম বাটী।' শালিখা-নিবাসী শ্যামাচরণ বাড়ুয্যের বাটী, যিনি অনশনব্রতে কাশীধামে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার এই বাটী। এই বাটীতে সকলে থাকা হইল। ঐ দিবস তীর্থোপবাস করিয়া সন্ধ্যাগতে শ্রী৺বিশ্বেশ্বরনাথের দর্শনাদি, রাত্রি চারিদণ্ড গতে আরতি দর্শন। আরতি চমৎকার। পাঁচজনা ব্রাহ্মণ দুইদিক বেষ্টিত করিয়া বৈসে।

বিশ্বেশ্বরের আরতিদর্শন

পূর্ব্বদিকের দ্বারে যে ব্রাহ্মণ বৈসেন তেঁহ সর্ব্বমান্য। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে আরতির পাণ্ডা। প্রথমে দুগ্ধে অভিষেক। এক পোয়া দুগ্ধ অভিষেকের ঘটীতে থাকে। ঐ ঘটীর নীচে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারা ঐ দুগ্ধ বিশ্বেশ্বরের মস্তকে ধারা পড়ে। পরে একসের গঙ্গাজল ঐরূপে ধারা দেওয়া হয়। তদন্তে ঘৃত এবং চিনি দিয়া মর্দ্দন করিয়া ধারা দেওয়া হয়। তাহার পর চন্দন লেপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করে। মস্তকে রক্তচন্দন, আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা, বিল্বদলে অর্ঘ্য দিয়া নানাপুষ্পের মালা

যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্বপাপমোচন ত্রিলোকের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র আছে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা রসাতলে সেরূপ স্থান আর নাই, তাহারই মধ্যে পুণ্যপ্রদা শুভঙ্করী বারাণসী নামে বিখ্যাতা নগরী আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বরুণা ও অসি এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশীর 'বারাণসী' নাম হইয়াছে। বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ "কাশী"শব্দে ও সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "কাশীপরিক্রমা" নামক গ্রন্থেবিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দিয়া ভূষিত করিয়া আরতি আরম্ভ হয়। আরতি দেখিতে চমৎকার বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণে একেবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া শিঙ্গা, ডম্বুরের বাদ্য এবং ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর একতালে বাজাইয়া শম্ভু শম্ভু শম্ভু এই শব্দে প্রথম আরতি আরম্ভ করিয়া পরে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক আরতি হয়। চতুষ্পার্শ্বে সকলে দাঁড়াইয়া ঐ সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদির ব্যজনে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা কি কহিব! যে দেখিয়াছে সেই জানিতে পারিবে। এই দিবস তীর্থোপবাস করিয়া থাকা হইল।

সন ১২৬১ সাল ১ বৈশাখ

প্রাতে মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শনাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ সধবা কুমারী-দিগকে ভোজনাদি করান হয়।

২ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া দক্ষিণমানসে যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম কেদারঘাটে স্নানান্তর কেদারনাথ দর্শন করিয়া ক্রমে দেবদেবী, তীর্থগণের দর্শন স্পর্শন, পূজাদি করিতে করিতে তিলভাণ্ডেশ্বরের দর্শনে দক্ষিণমানস সমাপন। পঁচিশস্থানে যাইতে হয়। দর্শন পূজাদি আছে। দুই প্রহরের কম যাত্রা হয় না।

৩ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া পশ্চিমমানসে যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে পাতালেশ্বর দর্শন করিয়া শঙ্খকর্ণ মহাদেব দর্শন সমাপন করিয়া বাইশ স্থানে দেবদেবী তীর্থস্থানে দর্শন

স্পর্শন স্নানপূজাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া বেলা দেড় প্রহর গতে বাসায় আসিয়া আহারাদির উদ্যোগ।

৪ বৈশাখ

প্রাতে মণিকর্ণিকাতে স্নানতর্পণাদি করিয়া দক্ষিণমানসের যাত্রাতে গমন। প্রথমে মণিকর্ণিকেশ্বর দর্শন করিয়া জ্ঞানবাপী আসিয়া সমাপন। দক্ষিণমানসে দেবদেবী তীর্থতে ৬২ স্থানে দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া বেলা চারিদণ্ড থাকিতে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া আহারাদির উদ্যোগ। এ যাত্রা একদিনে সমাপন ভাল হয় না। দুই দিবস হইলে সমগ্র যাত্রা করা হয়। দক্ষিণ প্রায় পাঁচ ক্রোশ ভ্রমণ।

৫ বৈশাখ

প্রাতে স্নানতর্পণাদি সমাপন করিয়া ঢুণ্ডিগণেশ, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদার, দুর্গাদেবী, শীতলাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজাদি দেওয়া।

৬ বৈশাখ

প্রাতে পঞ্চতীর্থে স্নানাদি করিয়া গমন। প্রথমে অসি-সঙ্গমে স্নান, শেষে মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সমাপন। পাঁচস্থানে গঙ্গাতে স্নান করিতে হয়। অসি, দশাশ্বমেধ, বরুণা, পঞ্চগঙ্গা, মণিকর্ণিকা এই পাঁচ স্থানে স্নান তর্পণ; স্থানে স্থানে করিয়া বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া পরে আহার করা হয়। সন্ধ্যাগতে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া বাসায় গমন।

৭ বৈশাখ

কাশীধাম ভ্রমণ।

৮ বৈশাখ

কাশীপুরীর দেবদেবী দর্শন।

এই মত ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কাশীধামে দর্শন স্পর্শন যাত্রাদি নগরভ্রমণ ইত্যাদি কর্ম্ম সকল। আর কিছুদিন কাশীধামে থাকিবার মানস ছিল। অতিশয় রৌদ্রের প্রবলতা, তাহাতে গ্রীষ্মবৃদ্ধি হইয়া বসন্ত ওলাউঠা দুইরোগে বহু মনুষ্য কাশীপ্রাপ্তি হইল। তজ্জন্ত তারাচাঁদ দে কাশীধামে থাকিতে দিলেন না।

সন ১২৬১ সালের ১২ বৈশাখ আহার করিয়া খালেশপুরার তারাচাঁদ দের বাটী হইতে বেলা একপ্রহর থাকিতে কাশীধামের অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা, ও তাঁহার সমভ্যারী সকলে এবং আমি ও তিতু বাগ্দী আর আমার জামাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র (দেশ হইতে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না কহিয়া যায়।) তাহাকে সমভ্যারে করিয়া প্রয়াগতীর্থ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা হইল। এই দিবস কাশী হইতে ৪ ক্রোশ রাজার তলাও মেড়ুয়াডিহি।

রাজার তলাও
মেড়ুয়াডিহি

এক উত্তম পুষ্করিণী আছে। তাহার পশ্চিমদিকে দোকান। থাকিবার উত্তম স্থান এবং খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। এই স্থানে থাকা হইল।

১৩ বৈশাখ

মেড়ুয়াডিহি হইতে ৫ ক্রোশ তামেচাবাদ।* এখানে সরাই

* দিল্লীশ্বর আলতামাস এই স্থানে নগর পত্তন করেন, তাঁহার নামানুসারে এই স্থান তামাসাবাদ বা তামেসাবাদ হইয়াছে।

এবং বাজার আছে। অনেক মনুষ্যের বসতি। তথা হইতে মহারাজগঞ্জ ৫ ক্রোশ। এখানে সরাই বাজার আছে। এইস্থানে স্থিতি।

তামেসাবাদ

১৪ বৈশাখ

মহারাজগঞ্জ হইতে গোপীগঞ্জ ৫ ক্রোশ, উত্তম স্থান অনেক ভদ্র ভদ্র লোকের বসতি আছে। বাজারে খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। থাকিবার স্থান ভাল আছে। এই স্থানে স্থিতি।

গোপীগঞ্জ

১৫ বৈশাখ

গোপীগঞ্জ হইতে বেথি ৫ ক্রোশ। পরে হাড়িয়া ৫ ক্রোশ। সরাই ও বাজার আছে। এই স্থানে স্থিতি হয়।

বেথি

১৬ বৈশাখ

হাড়িয়া হইতে হনুমানগঞ্জ ২ ক্রোশ। এখানে বাজার, গোলা-গঞ্জ, সরাই আছে। অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাস। পরে ৮ ক্রোশ যাইয়া ঝুশীগ্রাম। বসতি এবং দোকান সকল আছে। এই বাজারে থাকা হইল।

হনুমানগঞ্জ

১৭ বৈশাখ

ঝুশী হইতে নৌকার পুলে গঙ্গা পার হইয়া ১ ক্রোশ যাইয়া ত্রিধারা* বেণীঘাট প্রয়াগতীর্থ। ঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে এক

* গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী।

দোকানে থাকা হইল। চড়াতে যে সকল যাত্রী থাকিবার জন্য দোকান আছে কালীঘাটের দোকানের ন্যায়। প্রয়াগীদিগের সৈন্য আছে। প্রয়াগী সকল অতিশয় ধনগ্রাহী, নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর। প্রথম যাত্রী আনিবার সময় অতি শিষ্ট। আপন দুর্গে প্রবেশ করাইতে পারিলে দুষ্টতার শেষ। এইমত দুরাচারী ব্যবহার—দয়া মাত্র নাই। প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক মুণ্ডন ও উপবাস হইল।

প্রয়াগ

প্রয়াগীর দুর্ব্যবহার

১৮ বৈশাখ

ত্রিধারাতে প্রাতঃস্নান তর্পণাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ এই সকল কর্ম্ম।

ত্রিধারা

১৯ বৈশাখ

প্রাতে ত্রিধারায় স্নান, পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, বেণীমাধব দর্শন, কেল্লার ভিতরে অক্ষয়বট দর্শন, সরস্বতীর গুপ্তভাব দর্শন।* কেল্লা প্রস্তরনির্ম্মিত। অতি উত্তম কেল্লা, সরস্বতীর উপরে যমুনার পশ্চিম ধারে। কেল্লার মধ্যে উত্তম বাড়ীঘর এবং বড় বড় কামান ও গোলা-গুলি বন্দুক তরবারিতে সুশোভিত আছে। কেল্লার ১ ক্রোশ অন্তরে পদাতিকগণের ছাউনি। সহরের ভিতরে বাজার সকল। কিটগঞ্জে কাছারি, ডাক্তারখানা, ডাকঘর ইত্যাদি। কেল্লার

প্রয়াগের কেল্লা

* সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থে প্রয়াগযাত্রা-প্রসঙ্গে পাদটীকায় সবিস্তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরে ষ্টিমার আফিস। এই প্রয়াগকে এলাহাবাদ কহে। অতি উত্তম সহর, অনেক ধনাঢ্য মহাজন আছে। এখানকার জলবাতাস অতি উত্তম, শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, সকল মনুষ্য বলিষ্ঠ; আহার্য্য উত্তম পরিপাক পায়। সহরে ৫০ হাজার ঘরের বসতি। প্রয়াগী ৫০০ শত ঘর সর্ব্বত্র আছে। মহলে মহলে এক এক বাজার আছে। তাহাতে উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

২০ বৈশাখ

প্রয়াগীদিগকে বিদায় করিয়া বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বিমাতা প্রভৃতি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। আমি ও তিতুবাগ্‌দী আর মহেন্দ্র নাথ মিত্র তিনজনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়া সহরের অন্তে যে পাকা সরাই আছে এবং অনেক দোকান আছে ঐ স্থানে ঐ দিবস স্থিতি হইল।

২১ বৈশাখ

প্রয়াগ হইতে ৮ ক্রোশ দুর্গাগঞ্জ, ২ ক্রোশ ইমামগঞ্জ। পথিক-

দুর্গাগঞ্জ গণের থাকিবার সরাই ও বাজার আছে।

২২ বৈশাখ

ইমামগঞ্জ হইতে গোলামীপুর ৮ ক্রোশ, পরে ভূধরের সরাই; ২ ক্রোশ সরাই,—বাজার বাগান আছে।

২৩ বৈশাখ

ভূধরের সরাই হইতে চৌধুরীর সরাই ১০ ক্রোশ।

২৪ বৈশাখ

চৌধুরীর সরাই হইতে ১২ ক্রোশ কুণ্ডরপুর, পথে বৃহৎ বৃহৎ

আম্রবাগান আছে। তাহাতে দিবাতে আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাইতে থাকা হয়।

২৫ বৈশাখ

কুঙরপুর হইতে খাজুয়া ৫ ক্রোশ। এখানে অনেক লোকের বসতি। সরাই বাজার মধ্যে। এক বাগানে আহার হয়।

২৬ বৈশাখ

খাজুয়া হইতে ৮ ক্রোশ কানপুর। এখানে সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণের শিক্ষার স্থান। ছাউনিতে অনেক বারিক আছে, দুর্গ নির্ম্মিত নাই। মাঠের মধ্যে গোরাবারিক। দেশীয় পদাতিকগণের ছাউনি। অনেক সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে আছেন। গঙ্গার নিকটে সহর। অনেক বাজার গোলাগঞ্জাদি আছে। এখানে মেগাজিন যে আছে, তাহাতে যুদ্ধের আয়োজন গোলাগুলি বারুদ যথেষ্ট আছে। প্রহরিগণ অতি সতর্করূপে পাহারা দিতেছে। অগ্নি লইয়া এক ক্রোশ অন্তর দিয়া কেহ যাইতে পারে না।

কানপুর

বাদসাহদিগের সময়ের বড় বড় পোক্তা সরাই স্থানে স্থানে আছে। উত্তম উত্তম ঘর। পথিকগণের সরাই ভিন্ন থাকিবার স্থান নাই।

যে সমস্ত চাকুরে বাঙ্গালীরা আছেন, তাঁহাদের বাসা ছাউনির উত্তরদিকে। প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালী আছেন। অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবার সমেত আছেন। এক কালীবাড়ী আছে, তাহাতে অনেক অভ্যাগতের স্থান হয়।

কানপুরে প্যারেডের মাঠ অধিক প্রশস্ত। চাঁদমারি সর্ব্বপশ্চিমে

আছে। দক্ষিণে পদাতিকদিগের ছাউনি। নূতন পদাতিক সকল সুশিক্ষিত হইতেছে।

হরিদ্বার হইতে রুড়কি দিয়া গঙ্গা যেখানে আসিয়াছে, ঐ নহর কানপুরে গঙ্গাতে মিশিয়াছে।

জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ইত্যাদি মায় দেওয়ানি ফৌজদারির কাছারি সকল আছে। লালকুরতির বাজারে উত্তম উত্তম জিনিস সকল পাওয়া যায়।

কানপুরের উত্তরপশ্চিম ৮ ক্রোশ বিঠোর। ইহা বাল্মীকি মুনির তপোবন, সীতার বনবাসস্থান, লবকুশের জন্মভূমি। এক্ষণে

বিঠুর*

পুণা সেতারার বাজীরাও মহারাষ্ট্রের বাড়ী এবং কিছু পদাতিক আছে। তাঁহার দত্তক-পুত্রের পুত্র নানাসাহেব+ নামে একব্যক্তি ঐ পদাতিক লইয়া ঐ বাজীরাও সাহেবের কন্যা প্রভৃতি লইয়া, সদাব্রত ইত্যাদি দিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতেছেন। অনেক মহারাষ্ট্রের ভরণপোষণ হয়।

বিঠোর হইতে কান্যকুব্জ ৬ ক্রোশ। ঐ স্থানে কনৌজব্রাহ্মণ-

* বিঠোর—(বিঠুর বা বিঠৌর) যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার একটি নগর। কাণপুর সহর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই স্থানের ব্রহ্মঘাট প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থ। কার্ত্তিক শুক্লপূর্ণিমায় মেলা উপলক্ষে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শেষ পেশবা বাজীরাও নির্ব্বাসিত হইয়া জীবনের শেষাংশ এই স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দত্তকপুত্র নানাসাহেব এই বিঠুরে বাস করিতেন।

+ নানাসাহেব—ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। শেষ পেশবা বাজীরাওর দত্তকপুত্র। ইনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ 'সিপাহীবিদ্রোহ' প্রসঙ্গে লিখিত হইল।

দিগের বাস। গঙ্গার তীরে পুরাতন নগর সহর তুল্য। এই কাম্যকুব্জ* হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গৌড়রাজ্যে আইসেন। তাহাতে আমরাও আছি। অনেক পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত আছেন। বেদাধ্যায়ী সকলে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান্। অনেক দেবালয় নগর মধ্যে স্থানে স্থানে পূর্ব্বকালের স্থাপিত আছে। শিবমন্দির অনেক স্থানে, অনেক অট্টালিকা এবং বৃহৎ বৃহৎ বাটী ইটপাথরেনির্ম্মিত ছিল, তাহার চিহ্ন বোধ হয়।

কাম্যকুব্জ।

* কাম্যকুব্জ—(কনৌজ) যুক্তপ্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান সহর। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে এবং গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। ইহা অতি প্রাচীন নগর। কনোজের অন্যান্য নাম,—

"কান্যকুব্জংমহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ॥" (হেমচন্দ্র)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন। কাম্যকুব্জের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও মত প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান Kanogiza ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি Calinipaxa নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থানে বহুতর হিন্দুদেবমন্দির এবং বৌদ্ধ চৈত্য ও সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন এই স্থানেই রাজত্ব করিতেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে আয়ুধ, গুর্জ্জর ও গহড়বালবংশ রাজত্ব করেন। গহড়বাল-বংশীয় শেষ নৃপতি জয়চাঁদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে যায়। ১৫৪০ খঃ অব্দে কনোজনগরে শেরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট্ হুমায়ুন ভারত ছাড়িয়া পারস্য দেশে পলায়ন করেন।

ইহার পর গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্ণৌসহরের নবাবের অধিকার। লক্ষ্ণৌসহর অতি উত্তম স্থান, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন,

লক্ষ্ণৌ

এদেশের সকল মনুষ্য মহাবল পরাক্রমশালী, বড় উগ্রস্বভাব, অল্পকথায় বিবাদ হইলেও তরবারি চলে। সরকার কোম্পানী বাহাদুরের তরফ একজন রেসিডেণ্ট, দুই দল সৈন্য আছে।

নবাবের রাজ্য অধিকদূর নহে, তথাচ ৫২ রাজার সিংহাসন। সকলেরই সৈন্যসমাবেশ আছে। এক হাজারের কম বন্দুকধারী কাহারও সৈন্য নহে। দশ হাজার পর্য্যন্ত অনেকের আছে। এই সকল অস্ত্রধারী অন্য রাজ্যের মনুষ্য নহে। লক্ষ্ণৌরাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাস।

সহর সহরপানায়* বেষ্টিত আছে। সহর প্রবেশ সময়ে দ্বারপালগণ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া অস্ত্রধারী ভিন্ন-রাজ্যবাসী ব্যক্তিদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। নবাবসাহেবের অনুমতি ভিন্ন কেহ প্রবেশ হইতে পারে না। গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি বিদেশী পথে গমন করিলে ধুলটি বলিয়া পয়সা, ব্যক্তিবিশেষে নয়খানি (৩) মনুষ্যের গমনের হাতখোলানি বাবদ এই মত স্থানে স্থানে দিতে হয়। সহজে না দিলে বলপূর্ব্বক লয়, তাহার বিচার নাই। অরাজকের ন্যায় রাজ্য। যাহার বল আছে, তাহারই প্রভুত্ব, দুর্ব্বলের বল কেহ নাই। নবাবের বাটী দুর্গমধ্যে। অতি উত্তম বাটী, সপ্তমহল।

গোমতী নদীর তীরে লক্ষ্ণৌ। গোমতী গঙ্গার এক শাখা, সরযূ নদীর সহিত মিলন আছে।

* সহর-পানা—যে নগরের চারিদিক্ উপযুক্ত প্রাচীর দিয়া ঘেরা।

লক্ষ্ণৌসহরে মচ্ছিভবন নামে এক বৃহৎ বাড়ী আছে। তাহার ভিতরে ফল-ফুলের বাগান এবং পুষ্করিণী আর থাকিবার জন্য ভাল ভাল ঘর আছে। নবাবদিগের গোরস্থান এবং কোষাগার ইহার মৃত্তিকার ভিতরে। মৃত নবাবদিগের ধন-সম্পত্তি গজগির* করিয়া রাখে। অনেক প্রহরীগণ নিযুক্ত আছে। চতুষ্পার্শ্বে কামান বসান আছে। যে বেলিগারদ† আছে, লালদীঘির উত্তরে। যেমত বারিক ইংরাজী ব্যারাক (Barrack), সৈন্যগণের বাস স্থান আছে, সেই মত বারিক কোথায়ও নাই। এস্থানে নবাবের সেনাপতিগণ থাকে। নবাবের ঐশ্বর্য্য কত তাহার সংখ্যা অল্পদিন থাকিয়া কহা যায় না। একজন বাঙ্গালি তাহার নাম বিশ্বনাথ কর্ম্মকার, জহুরিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে। তাহার মুখে শুনিলাম, প্রতিবৎসর ক্রোর টাকার জহরৎ ক্রয় করা হয়। সাত আট তোলা করিয়া জহরের বাজু পদক আছে। দশহাজার টাকা মুক্তার জোড়া—এমত মুক্তার পাঁচনরি সাতনরি মালা বেগমদিগের গলায় আছে। জুতার উপর হীরা দেওয়া।

২৭ বৈশাখ অবধি ৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌসহর,—অযোধ্যা‡ ভ্রমণ করিয়া, অযোধ্যাতে শরযূ পার হই। অযোধ্যায় শ্রীরাম-

* গজগিরি—ইট বা পাথর দিয়া গাঁথা।

† লক্ষ্ণৌএ ইংরাজদিগের "রেসিডেন্সী"। ইহা সাধারণতঃ বেলিগারদ নামে অভিহিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই স্থানে অযোধ্যার চিফ কমিসনার সর্ হেনরী লরেন্সের বিদ্রোহী-হস্তে মৃত্যু হয়।

‡ অযোধ্যা—সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রাচীন রাজধানী। কথিত আছে, এখানকার রাজাদিগকে যুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, তাই তাঁহাদিগের রাজধানী অযোধ্যা নামে পরিচিত হইয়াছে। অযোধ্যার মধ্যে রাম-

চন্দ্রের রাজধানী বনজঙ্গল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বসতি এবং রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। শ্রীরামনবমীতে মেলা হয়। রামাৎ-বৈষ্ণব আছে। পাঁচ ছয় হাজার বৈষ্ণব শ্রীরামের জন্মভূমি এবং হনুমানগড়িতে আছে, সর্ব্বদা ভজন সাধনে উন্মত্ত। এইস্থানে হনুমান বৃহৎ বৃহৎ আছে, কিন্তু কাহার হিংসা করে না, বরং স্তবস্তুতি করিলে পথিকের পথ দেখাইবার জন্য অগ্রে অগ্রে গমন করে। যে স্থানে রামচন্দ্রের জন্মভূমি, ঐ দ্বারে এক বৃহৎ হনুমান আছে, তাহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য না দিলে পথ ছাড়িয়া দেয় না। যে স্থানে রাজসিংহাসন ছিল, উচ্চ দ্বীপের ন্যায় হইয়া আছে। রাজধানী প্রায় দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ছিল। বাড়ী ঘরের চিহ্ন পাথর এবং ইট সকল স্থানে স্থানে আছে। এই অযোধ্যাপুরী সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের প্রথমাবধি রাজধানী।

অযোধ্যা

৬ জ্যৈষ্ঠ অবধি ১৫ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মিথিলায়* গঙ্গা পার হইয়া

কোট বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। শাস্ত্রে অযোধ্যাকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

প্রতিবৎসর রামনবমীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে; এই মেলায় ৫ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

* মিথিলা—রাজর্ষি জনকের প্রাচীন রাজধানী, ইহার অপর নাম বিদেহ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে লিখিত আছে,—

"অরাজকভয়ং নৄণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্ম্মিতা॥" (৯।১৩।১৩-১৪)

ভ্রমণ। ইতোমধ্যে নৈমিষারণ্য* ভ্রমণ আছে, যথায় যাটি সহস্র ঋষির তপোবন আছে, মনোহর নির্জ্জন স্থান, অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। নৈমিষারণ্যে যে মত মনের আনন্দ জন্মে, তাহা কি কহিব। নানা পুষ্পে বন সুশোভিত।

মিথিলা ও নৈমিষারণ্য

১৬ জ্যৈষ্ঠ

চোবেপুর, কোড়া, জাহানাবাদ, বেলুড়, মুশমপুর, মকরাননগর, ভোগনী এই ছয় মঞ্জিল না যাইয়া অযোধ্যার পথ হইয়া সেকেন্দরায় উপনীত। সেকেন্দরাতে জিলার কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা আছে। এই নগরে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। মুন্‌সেফের ও দারগার কাছারি রাস্তার ঈশানে বটতলায় খোলার ঘরে। এখানে মুসলমান মুন্সেফ, ব্রাহ্মণ দারগা। তাঁহার কিছু দূরে বাজার। বাজারে চল্লিশখানা দোকান আছে। ইহা ভিন্ন তত্তবাজার। পুরি কচুরি প্যেঁড়া মিঠাই পাওয়া যায়। দোকানদারের ঘর এবং সরাই দুই আছে। যাহার যাহাতে ইচ্ছা হয় থাকিবার। দোকানে রাত্রে থাকা হইল।

সেকেন্দ্রা

* নৈমিষারণ্য—পুরাণে লিখিত আছে, গৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষমধ্যে অসুরসৈন্য ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, এই জন্য এইস্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই ক্ষেত্রে গোমতীতীরে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। সূত এখানে পুরাণ এবং সৌতি ঋষিগণ-সমক্ষে এই স্থানে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। গোমতীতীরবর্ত্তী এই নৈমিষারণ্য এক্ষণে নিমখার বা নিমসর (নৈমিষসর) নামে খ্যাত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ

সেকেন্দরা হইতে ৪ ক্রোশ যাইয়া চতুর্ম্মুখে রাস্তা। ঈশানের পথে ফরেক্কাবাদ* ইত্যাদি। গমনের পশ্চিমের পথে আগরা সহরা গমন হয়। ঐ পথ ধরিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া বেউরগ্রামে তিন দোকান, এক বাগানের ধারে আছে। ঐ দোকানে আটা, দাল লইয়া বাগানের ভিতরে রুটী করিয়া আহারান্তে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া একদল গ্রামের বাজারে যে সরাই আছে, তাহাতে থাকা হইল।

আগরা ও বেউর গ্রাম

১৮ জ্যৈষ্ঠ

একদল হইতে রাত্রের আন্দাজ না জানিতে পারিয়া আমি ও তিতু আর মহেন্দ্র তিনজনে সরাই হইতে বাহির হইয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া রাস্তার থানা ঘরের নিকটে এক নিমগাছের তুলাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম। ঐ স্থানে প্রায় চারিদণ্ড ছিলাম। তাহার

একদল ও বিগরাই

* ফরেক্কাবাদ—(ফরুখাবাদ) গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী যুক্তপ্রদেশস্থ ফরুকাবাদ জেলার প্রধান সহর। ১৭১৪ খঃ অব্দে নবাব মহম্মদ খাঁ সম্রাট্ ফরুখ সিয়রের নামে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কেল্লা আছে, এক সময়ে তাহাই নবাবের প্রাসাদ ছিল। পূর্ব্বে এই নগর উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

† আগরা—(আগ্রা) আগ্রা নগর যমুনার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত মুসলমান সম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল। আগ্রার মুসলমান-আমলের অট্টালিকা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাজমহল, মতিমসজিদ, জুম্মামসজিদ জাহাঙ্গীর-মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগ্রার দুর্গ রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত; ইহার নিকটে রেলওয়ে ষ্টেশন।

পর প্রভাত হইল। পরে ৫ ক্রোশ যাইয়া বিগরাইয়ের বাজার সরাই। দক্ষিণদিকে এক আম্রবাগান, ঐ বাগানে রুটী করিয়া আহার। পরে অপরাহ্ণে ২ ক্রোশ যাইয়া মিঠেপুরের বাজার সরাই। রাস্তার দুইদিকে বাজার এবং সরাই আছে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ

মিঠেপুর হইতে ৮ ক্রোশ আসিয়া এক মাঠের ধারে বাগান আছে। ঐ বাগানের কূয়াতে স্নান করিয়া, সঙ্গে কাঁচা ছোলা আর গুড় ও কাঁকড়ি ছিল তাহাই আহার করিয়া, রৌদ্রজন্য বাগানের ভিতরে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্ষুধানল সকলের অত্যন্ত প্রবল হইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। পরে ৬ ক্রোশ যাইয়া শকুয়াবাদের* বাজারে পহুছিয়া আটা দাল লইয়া সরাই ভিতরে যাইয়া আহারাদি হইল। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। দারগার থানা, তহশীলদারের কাছারি।

মিঠেপুর

শকুয়াবাদ

২০ জ্যৈষ্ঠ

শকুয়াবাদ হইতে ১১ ক্রোশ রাজার টাল। এখানে পথিক লোকের অতিশয় কষ্ট। নূতন সরাই হইতেছে। মাঠের মধ্যে বৃক্ষাদি ছায়ার জন্য কিছুই নাই। রসুয়ের কাষ্ঠ মিলে না। আকন্দকাষ্ঠে রসুই করিতে হয়।

রাজার টাল

* শকুয়াবাদ—যুক্ত-প্রদেশের মৈনপুরী হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম। পূর্ব্বে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

২১ জ্যৈষ্ঠ

রাজার টাল হইতে ৫ ক্রোশ পরে উশানী। তথায় বাগানের ধারে তিল, চনা, চাবেনা,* ছাতুর দোকান আছে। তাহাই জলযোগ করিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া খাদানি, এই সরাই বাজার পহুছিবার এক ক্রোশ থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী বাউলদাস এবং ঠাকুরদাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহারা একত্রে যাইবার জন্ত অতিশয় যত্নবান হইল। তাহাদের কর্ম্ম যাত্রী লইয়া যাওয়া। পথিমধ্যে শুনিয়াছিলাম যে কাশীর কেশেল, প্রয়াগের প্রয়াগী, বৃন্দাবনের কুঞ্জবাসী তিন তুল্য, তাহারা যাত্রীর প্রায় ডাকাতি করিয়া অর্থ হরণ করে। বিশেষতঃ আমার মানস যে, বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব। দুই তিন বৎসর থাকিতে হইবেক। এজন্ত বাউল দাসকে কহিলাম, "আমি কুঞ্জবাসীর কুঞ্জে থাকিব না, আলাহিদা বাসায় থাকিব। আর আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল, সকল শেষ হইয়াছে। আমি অগ্রে আগ্রা যাইব, তথায় টাকা সংস্থান করিব, পরে শ্রীবৃন্দাবন পহুছিব।" এই কথা বাউল শুনিয়া কহিল, "মহা-শয়! বুঝিয়াছি, মহাশয় বুঝি শুনিয়াছেন যে, কুঞ্জবাসীরা জুয়াচোর। যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি কেমন মানুষ তাহা একবার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।" এই কথা বাউল দাস কহাতে ঠাকুরদাস ব্রজবাসী কহিল যে বাউল উত্তম মানুষ, আর টাকাকড়ি যাহা দরকার হইবে, তাহা পাইবে। সুতরাং

উশানী

* ভাজা ছোলা, মটর প্রভৃতিকে হিন্দী-ভাষায় 'চাবেনা' বলে—যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়।

তাহাদের সহিত একত্র হইয়া ২ ক্রোশ যাইয়া খাঁদানিগ্রাম। তথায় বাজার এবং সরাই আছে। ঐ সরাই মধ্যেতে সকলে থাকিয়া বাজারের ভিতর হইতে তরমুজ, ফুটী, কাকড়ি, আম্র আনিয়া জলযোগ করিয়া ঐ সরাই মধ্যে থাকা হইল।

খান্দানী

২২ জ্যৈষ্ঠ

খাঁদানি হইতে শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা যাইবার দুই পথ। একপথ পশ্চিমমুখে ডাকের গমনাগমনের, আগ্রা হইয়া আর একপথ ঈশানমুখে বলদেব হইয়া, আমরা বলদেব* এবং মহাবন দর্শনার্থে বলদেবের পথে গমন করি। ৯ ক্রোশ যাইয়া বলদেবদর্শন হইল। ব্রজ-স্থাপিত চারিদেবের এক দেব, শ্রীকাণ্ড মূর্ত্তি, পাণ্ডাগণ ভীমাকৃতি—অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর। পূর্ব্বদিকে বলদেবকুণ্ড, ভোগমন্দির, বাজার আছে। সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বলদেবের মাখন মিছরি ভোগ দিয়া দর্শনাদি করিয়া পুরী কচুরি প্রসাদ পাইয়া এ দিবস বলদেবে বাস হইল।

বলদেব

*বলদেব—মহাবন হইতে ৬ মাইল দূরে এই নগর অবস্থিত। এইস্থানে বলরামের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। মন্দির-পার্শ্বে ইট দিয়া বাঁধান একটী পুষ্করিণী আছে, ইহার নাম ক্ষীরসাগর বা বলভদ্রকুণ্ড। বলরামের মূর্ত্তি ভিন্ন রেবতী দেবীর একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তিও মন্দির-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ব্রজ-পরিক্রমায়" লিখিয়াছেন—

"দেখহ দোহনীকুণ্ড গোদোহন-স্থান।
বলভদ্রকুণ্ড এই ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥"

২৩ জ্যৈষ্ঠ

বলদেব হইতে ৫ ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ডঘাট* যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের মৃত্তিকা খাইতে স্বাদু আছে।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোকুল-মহাবন

ঐ ঘাটে যমুনাতে স্নান তর্পণ করিয়া গোকুল মহাবনে উপানন্দের বাটীতে থাকিয়া মহাবন† পরিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, সূতিকাগৃহ, ষষ্ঠীপূজার ঘর, দধিমন্থনের স্থান, পূতনাবধের স্থান, গেঁদখেলার‡ আঙ্গিনা, উদূখলে বন্ধন, ধূলাখেলার স্থান সকলই দেখিয়া পুরি কচুরি আহার করিয়া থাকা হইল।

* ব্রহ্মাণ্ডঘাট—মহাবনের পার্শ্ববর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ ঘাট। মহাবনের ২১টী তীর্থের মধ্যে ইহা অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন শুনিয়া যশোদা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করায় তিনি মাতাকে স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া ছিলেন। এই স্থানে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

† মহাবন—মথুরা জেলার মহাবন তহসীলের একটী প্রাচীন নগর। মথুরা নগরের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার অপর পারে অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বনভূমি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ গোকুল নগরী ইহারই উপকণ্ঠে অবস্থিত। মহাবন ধ্বস্ত ও শ্রীহীন হইলে লোকে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া যমুনাতীরস্থ গোকুলে পুনরায় নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই মহাবন কৃষ্ণের বাল্য-লীলানিকেতন। পুরাণে ইহাই গোকুল নামে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাবনের মধ্যে নন্দালয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। সনাতন গোস্বামী মহাবনে বাস করিতেন।

‡ গেঁদ—(গেন্দুক শব্দজ) ভাঁটা, গোলা।

২৪ জ্যৈষ্ঠ

গোকুল মহাবন হইতে নূতন গোকুল*, যাহাতে গোস্বামীদের বাস আছে। গোকুলস্থ গোস্বামীগণ ধনাঢ্য। গুজরাট দেশের প্রধান প্রধান সওদাগর সকল শিষ্য। আর আর নানাদেশীয় ধনাঢ্যগণ শিষ্য। তজ্জন্য উত্তম মতে সেবাদি হইতেছে। গোকুল দর্শন করিয়া যমুনা পার হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া মথুরায় পহুছান হইল। সহরের ভিতরে বাঙ্গালিঘাটের উপর, কৃষ্ণদাস ফৌজদারের বাটীতে থাকা হইয়া বিশ্রামঘাটে স্নান, মুকুটদর্শন, ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিয়া মথুরামণ্ডল দর্শনাদি করিয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রবেশ হইয়া দর্শনাদি করিয়া বাউল-

নূতন-গোকুল

মথুরা†

* গোকুল—মহাবনের টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন গোকুল বা মহাবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যমুনা-পুলিনে নূতন গোকুল নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচার্য্যের সময় হইতেই নবপ্রতিষ্ঠিত গোকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বল্লভাচার্য্যই স্বনামে বল্লভাচারী মত প্রচলিত করেন।

† মথুরা—স্বনামখ্যাত পুরী। অপর নাম মধুপদ্ম, মধুপুরী, মধুরা। সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর মথুরার উল্লেখ আছে। রামায়ণে লিখিত আছে,—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া একটি অপূর্ব্ব শূল লাভ করেন। ভগবান্ শূলপাণি মধুকে এই বর প্রদান করেন যে, যতদিন এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততদিন চরাচর মধ্যে কেহই তোমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। পঞ্চাননের নিকট এই অদ্ভুত বর প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ মধু একটী মনোরম পুঁর নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে যথাকালে তদীয় পত্নী কুম্ভনসীর গর্ভে লবণ দৈত্য জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র লবণ নিতান্ত দুর্ব্বিনীত ও অবাধ্য থাকায় মধু তাহাকে শিবদত্ত শূল অর্পণ করিয়া বরুণালয়ে প্রস্থান করেন। ক্রমে

দাসের বাটীতে বাসা করিয়া থাকা হইল। ঐ দিবস তীর্থোপবাস ছিল।

২৫ জ্যৈষ্ঠ

বাউলদাস আমাকে এক আলাহিদা ঘর, রন্ধনের স্থান এবং পায়খানার বন্দেজ করিয়া দিল। আমি ও তিতু আর কালা-নাপিত তিনজন রহিলাম। আর আর যাত্রীগণ অন্য মহলে রহিল। বাউল ও তাহার ভগিনী অতি সচ্চরিত্র, তাহারা সকলে আজ্ঞাবহ। আমি প্রাতে যমুনাতে স্নান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে-ছিলাম, এমতকালে শ্যামবাজার-নিবাসী কালীবাবু রামানন্দদাস

দুরাচারী লবণের দৌরাত্মে তপোবনবাসী ঋষিগণ অস্থির হইয়া তদীয় অত্যাচার-কাহিনী অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলে, রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন কর্তৃক যুদ্ধে লবণ নিহত হন। তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নকে বর দিতে চাহিলেন। তিনি দেবগণ সমীপে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, এই দেবনির্ম্মিত মধুপুরী মথুরা শীঘ্রই রাজধানী হউক। তাহাতে দেবগণ প্রীত মনে এই বর দিলেন যে, এই পুরী 'শূরসেনা' নামে খ্যাত হইবে। তখন শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজনপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই স্থান শূরসেনদিগের রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল এবং এই স্থান শস্যশোভিত, রোগবিরহিত, সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সমন্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

রামায়ণের উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, উত্তরকাণ্ড রচনাকালেও এই স্থান মথুরা নামে খ্যাত ছিল না, তখনও মধুপুরী বা মধুরা নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতে ও প্রায় সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামায়ণোক্ত মধুপুরী বা মধুরাই কালে মথুরা নামে খ্যাত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বর্ত্তমান মথুরাসহরের দক্ষিণপশ্চিমে 'মহোলি' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই মধুদৈত্যের মধুপুরী। পরে আর্য্যরাজ শত্রুঘ্ন যে পুরী

বৈরাগীর প্রমুখাৎ আমার বাউলদাসের বাটীতে পহুছা সংবাদ পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গেলেন। আমার বাসা রহিল। সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়া আহারাদি তথায় হইল। বাসায় সকল কর্ম্ম। কালীবাবুর বাসাতেই আহারাদি।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এই তিন প্রধান দেবালয়। ইহাতে অতিশয় কট্‌কিনা। প্রথমে শ্রীগোবিন্দ-জিউর ভেট পূজা না দিলে কোথাও দর্শন হয় না। ক্রমে আর দুই দেবালয়ে ঐ নিয়মে দিতে হয়। অন্য অন্য দেবালয়ে স্বেচ্ছাধীন।

শ্রীবৃন্দাবন

নির্ম্মাণ করেন, তাহা বর্ত্তমান ভূতেশ্বর মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কাটরা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কালে সে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশেষে যমুনা দুর্গ-শোভিত বর্ত্তমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের বচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেখানে মধুদৈত্য পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং তৎপুত্র লবণ নানা প্রকার ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সেই স্থানে রামানুজ শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মধুরা পত্তন করিয়াছিলেন। সেই পুরী যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। শূরসেনদিগের প্রভাব বিস্তারের সহিত যাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাই পুরাণ ও ইতিহাসে "মথুরা" নামে খ্যাত। এই মথুরার সমৃদ্ধির সঙ্গে সুপ্রাচীন 'মধুপুরী' বা 'মধুরা' নগরী পরিত্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এই স্থান 'মধুবন' নামে খ্যাত হয়।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং কংসনিধন প্রভৃতি সংঘটিত হইলে তিনি মথুরার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরায় এখনও কংসকারাগার, বিশ্রান্তিঘাট প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে যে যে সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহাদিগেরও প্রভূত স্মৃতিচিহ্ন আজিও মথুরাবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীভগবৎস্বেচ্ছায় আমার প্রতি আপত্তি ছিল না। সর্ব্বাগ্রে দুই সন্ধ্যা দর্শনাদি করিতাম। একদিন গোপালঠাকুর ব্রজবাসীকে সমভ্যারে করিয়া কিছু কিছু প্রণামী দিলাম।

মথুরাপুরীতে যমুনার তীরে অনেক শ্রী৺শিব স্থাপন এবং ঘাট পাকা বান্ধা। প্রধান যে চব্বিশ ঘাট স্নান দানের আছে তদ্ভিন্ন ধনাঢ্যগণের কৃত বান্ধাঘাট স্থানে স্থানে সুশোভিত আছে। মথুরা নগরের

জয়সিংহপুরী

উত্তরদ্বার জয়সিংহপুরী, দক্ষিণদ্বার কো নামে গ্রাম, নওরঙ্গাবাদের দক্ষিণ। এই গ্রামের নাম কো হইবার তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে দেবকীগর্ভে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, বসুদেব পুত্রভাবে

কো-গ্রাম

কংসভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া নন্দালয় যাইতেছিলেন; যমুনার মধ্যস্থলে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-ক্রোড় হইতে যমুনাতে

যাদব-রাজধানী মধুরাপুরী কালে সুবিস্তৃত হইয়া মথুরামণ্ডলে পরিণত হয়। মনুসংহিতা এবং প্লিনি, আরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে মথুরামণ্ডল শূরসেন নামে বর্ণিত এবং ইহার অধিকাংশ বর্ত্তমান মথুরা জেলার অন্তর্গত। যদিও মনুসংহিতার মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন জনপদ ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পুরাণপ্রসঙ্গে ইহাই কৃষ্ণ-বলরামের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জগতেও মথুরার প্রসিদ্ধি বহুদূর বিস্তৃত। ইহা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা নহে, খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের মাহাত্ম্য তৎকালীন বৌদ্ধজগতে বিশ্রুত হইয়াছিল। তাই আমরা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমির "Modoura of the gods" এবং আরিয়ান্ ও প্লিনির

মগ্ন হন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রকাশ আছে। বসুদেব পুত্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পুত্রশোকে শোকান্বিত হইয়া ঐ স্থান হইতে কহিয়াছিলেন "কো মেরে বালকো হরণ কিয়া" অর্থাৎ কে আমার সন্তানকে হরণ করিলে? এই কথা কহাতে যমুনার মধ্যস্থলে চড়া হইল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম কো হইল। ঐ গ্রাম যমুনার মধ্যস্থলে, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ গ্রামে যমুনার জল পূর্ণ হয় না। গ্রামের দুই দিকে যমুনা। ভগবৎস্বেচ্ছাতে যমুনা যত প্রবল হউন তথাচ কো-গ্রাম ডুবিবে না।

এই সকল স্থান মথুরানগর মধ্যে। ইহাতে অনেক দেবদেবী

Methora প্রসঙ্গে মথুরার উল্লেখ পাই। মেগেস্থিনিসের বর্ণনাদৃষ্টে আরিয়ান লিখিয়াছেন যে, মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Klisobora) শূরসেনদিগের এই দুইটী প্রধান নগরীর মধ্য দিয়া যমুনানদী প্রবাহিত। পাশ্চাত্য লেখক বর্ণিত 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবোরা' মথুরা ও কৃষ্ণপুর বা কেশবপুরের বৈদেশিক উচ্চারণ। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মথুরা ও কৃষ্ণপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এখানে যে শূরসেন রাজত্ব করিতেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্লিনি লিখিয়াছেন, এই দুই প্রসিদ্ধ নগরী পালিবোথা অর্থাৎ পাটলীপুত্র রাজ্যের অন্তর্গত। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্যকালে সুপ্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের অন্তর্গত থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

জৈন ও বৌদ্ধগণের নিকটও এই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া বহুদিন হইতে আদৃত। জৈনদিগের ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্ম ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, একারণ ধার্ম্মিক জিনগণের নিকট মথুরা পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত। জৈনদিগের সহিত বৌদ্ধকীর্ত্তিও এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। মথুরায় বুদ্ধশিষ্যগণের অধিষ্ঠান হইলেও উপগুপ্তের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতেই মথুরায়

স্থাপিত আছেন। নগরের মধ্যে কমবেশ একলক্ষ ঘর বসতি। ইহার মুসলমান ছয় হাজার ঘর, বাকী নব্বই হাজার ঘর হিন্দুর বসতি সকল জাতিতে হইবে।

মথুরানগর

ইহার মধ্যে চৌদ্দশত ঘর চৌবে, তুই হাজার ঘর সনাড্ডি ব্রাহ্মণ। তদ্ভিন্ন আর আর ব্রাহ্মণ আছে। এখানে সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব চারিবেদের ব্রাহ্মণ আছে। মৈথিলি, দ্রাবিড়ি ও কাশ্মীরি-মহাপণ্ডিতগণ, ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা—বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

চৌবে যে চৌদ্দশত ঘর আছে, ইহাদিগকে মিঠে-চৌবে কহে। ইহা ভিন্ন কড়ুয়া চৌবে পাঁচশত ঘর আছে। কড়ুয়াচৌবে ইহা-দিগকে কহে—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের মধ্যে দোবে এবং চৌবে, পাঁড়ে, উপাধ্যায়, ইহাতে যে চৌবে তাহাদিগকে কড়ুয়া-চৌবে কহে। ইহাদের যজমানের কর্ম্ম নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বলিষ্ঠ হইলে সিপাহী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। মিঠে চৌবে যাহারা তাহা-

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মথুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দের শেষভাগে মথুরায় শকাধিপত্য বিস্তার লাভ করে। মথুরার প্রথম শকক্ষত্রপগণ সকলেই মিত্রোপাসক বা সৌর ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে মথুরায় সৌরগণের প্রভাব ও সূর্য্যপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। মথুরার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপ হইতে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই শকনৃপতিগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, আবার কেহ কেহ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মথুরার বৌদ্ধ শকনৃপতিগণের মধ্যে কনিষ্কের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান-রাজত্বকালে মথুরার পূর্ব্বতন ধ্বংসাবশেষগুলি তাঁহাদিগের অত্যা-চারে স্থানভ্রষ্ট ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উহার স্বরূপনির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের

দিগের যাত্রীর কর্ম্ম। যে সমস্ত যাত্রী মথুরা বৃন্দাবন আইসে, তাহাদিগের চৌবে হইয়া মথুরার পরিক্রম, স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, দর্শন, স্পর্শ করাইয়া বিদায়াদি যাহা পায়, তাহাতে দিন নির্ব্বাহ করে। চৌবেদিগের পড়াশুনা কিছুই নাই। সহস্র মধ্যে একজন অধ্যয়ন করে কি না করে। ইহাদিগের সিদ্ধি খাওয়া, দণ্ডকুস্তিকরা* কর্ম্ম। ইহারা দিবারাত্র চারিবার সিদ্ধি খায়। সিদ্ধির চারিবারে চারি নাম—কাকাবাসী, ভোগবিলাসী, দৌলতদাসী, সত্যনাশী। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, সন্ধ্যার পর এই চারি সময়ে সিদ্ধি খাইয়া ভাঙ্গড় হয়। ইহাদের গৃহকার্য্য স্ত্রীলোকে করে, দেওয়া লওয়া কিছুই জানে না। যাত্রী দ্বারায়, কি ভিক্ষাতে যাহা উপার্জ্জন করে, আপন আপন স্ত্রীর নিকটে দেয়। আপনারা প্রাতে উঠিয়া সিদ্ধি আর লোটা ডুরি লইয়া বাগিচাতে গমন করেন। বাগিচা একটা স্থান ঘেরা

মথুরার চোবেদিগের পরিচয়

গালযোগ ঘটিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূর্ব্বতন জৈন-বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তির গুলির প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সকল গুলিকেই বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এখনও মথুরায় বহু জৈনস্মৃতি বিদ্যমান। কেশো(কেশব)পুরের উপকণ্ঠস্থিত শেঠদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকট জৈন-যুগের শিল্পকার্য্য-সমন্বিত একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ জম্বু স্বামীর ভজনা গৃহ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার স্মরণার্থ বেদীর নিম্নদেশে একখানি শিলাফলকে জম্বুস্বামীর নাম ক্ষোদিত আছে। এই জম্বুস্বামীই জৈন-দিগের শেষ শ্রুতকেবলী সুধর্ম্মের শিষ্য। সুধর্ম্ম শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য। মণিরাম পূর্ব্বোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ২য় তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

* দণ্ডকুস্তি—ডন ফেলা এবং কুস্তি করা।

আছে। কাহার এক অশ্বত্থ অথবা বট কিম্বা নিমের কি যজ্ঞডম্বুরের, কাহার বা বাবলা। যে বৃক্ষ হউক, এক বৃক্ষ থাকিলেই বাগিচা হয়। কাহার কূয়া আছে, কাহার নাই। ঐ বাগিচাতে একজোড়া মুগ্দার আছে আর কুস্তীর আখড়া। মৃত্তিকাতে এক চবুতরা বান্ধা। সেই বাগিচাতে যাইয়া সিদ্ধি খাইয়া প্রাতঃকৃত্য করিয়া মল্লবেশ ধারণ করিয়া দণ্ডকুস্তী করিয়া দুই প্রহরের সময় পুনর্ব্বার ভাঙ্গ খাইয়া বহির্দ্দেশে যাইয়া স্নান হয়। তাহার পর বাটীতে আসিয়া দেখেন যে রুটী তৈয়ার হইয়াছে। তখন আপনি ঐ রুটী তরকারি যাহা ব্রাহ্মণী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সকলের পারশ* করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণীকে এক পারশ করিয়া দিয়া, আপনার খাইবারমত দ্রব্য লইয়া, আহারাদি করিয়া বাহিরে গেল। এখানে চৌবেনীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, চৌবেরা ভাঙ্গ খাইয়া মত্ত হইয়া রাত্র দেড়প্রহর সাত ঘড়ির সময় আসিয়া কহিলেন, "আহারের কি আছে আন।" চৌবেনীরা আপন উপার্জ্জিত লাড়ু, পেড়া, অমৃতি, বরফি, রাবড়ি ইত্যাদি মিষ্ট মিষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিতে দিলে ভাঙ্গের মুখে অধিক মিষ্টান্ন খাইয়া বিহ্বলে নিদ্রা। চৈতন্য কিছু থাকে না। এই মত চৌবেদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্ম। উপার্জ্জনের স্থান বিশ্রান্তঘাট।† এই ঘাটে স্নানান্তে যে যাহা দান করে, চৌবেদিগের প্রাপ্য। যাহার যে পুরোহিত চৌবে দান-দ্রব্য তাহার প্রাপ্য। চৌবেসকল

* পারশ—(হিন্দী পরস্) অন্নাদি পরিবেশন, ভোক্তার-সম্মুখে ভোজ্যবস্তু স্থাপন।

† বিশ্রান্ত ঘাট—মথুরার প্রসিদ্ধ ঘাট। কংসকে সংহারপূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ।

অধিক আহারী। চারিসের পাঁচসের মিষ্টান্ন অক্লেশে আহার করে। দেখিতে বলেতে মল্লতুল্য।

নানাদেশীয় শেঠদিগের কুঠী এবং বাস। সুরাট, বোম্বাই, গুজরাট, উজ্জয়িনী, আজমীঢ়, বিকানীর, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, জয়পুর, ভরতপুর, মাড়োয়ার, পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্নৌ, ফরক্কাবাদ, বিঠৌর, কোটা, বুন্দেলখণ্ড, বেতুর, কাশী, মির্জ্জাপুর ইত্যাদি দেশ সকলের শেঠগণ অত্যন্ত ধনাঢ্য আছে। তাহার মধ্যে এক্ষণে লছমীচাঁদ ও রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস তিন সহোদর। ইহাদের তুল্য ধনী কেহ নহে। রাজা পাটনীমল ও মনোহরদাস এবং সা বিহারীলাল অধিক ধনী। ইহাদিগের হইতে অধিক ধন লছমীচাঁদের। ইহার পৈতৃক ধন নহে। ইহাদের পিতা ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিত, ছোলা বিক্রয় করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিত। সৌভাগ্যক্রমে গোয়ালিয়র রাজার দেওয়ান পারক মথুরামণ্ডলে বাস এবং দেবকৃত্য করিতে আসিয়া লছমীচাঁদকে পোষ্যপুত্র করিয়া আপন গদির মালিক করিল। পারক মথুরা আসিবার কারণ—গোয়ালিয়ররাজ অধিকারে এক সন্ন্যাসী ছিল, তাহার বহু ধন ছিল। চারি পাঁচ ক্রোর টাকার অধিক ধন। সন্ন্যাসী গত হইলে ঐ ধন রাজভাণ্ডারে আইসে, কিন্তু রাজা বিবেচনা করিলেন যে, সন্ন্যাসীর ধন ভাণ্ডারভুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। দেওয়ান পারকজিকে কহিলেন, "এ ধন কি কর্ত্তব্য?" পারক কহিলেন, "তীর্থস্থানে কৃত্য।" রাজ-আদেশ হইল, "এইক্ষণে কর্ত্তব্য।" এই অনুমতি হইলে পর পারক বিবেচনা করিল, আমার পুত্রাদি নাই—শেষাবস্থা হইয়াছে। এই ধন লইয়া

মথুরার শেঠী

ব্রজভূমে মথুরাপুরীতে দেবসেবা করা কর্ত্তব্য। যদি এক উত্তম দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই বিবেচনা মনে করিতে করিতে এমতকালে সংবাদ হইল যে, রাজধানীতে এক পুষ্করিণী খনন হইতেছিল তন্মধ্যে এক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ বাহির হইয়াছে, পাথরের কপাটে রুদ্ধ আছে। এই সংবাদে রাজা ও রাজমন্ত্রী পারক আর আর পাত্র মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষগণ সমভ্যারে তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া ঘর দেখিয়া দ্বার মুক্ত করিতে রাজাজ্ঞা হইলে ভৃত্যগণ উপায় দ্বারা দ্বারমুক্ত করিল। তন্মধ্যে শ্রী৺দ্বারকাধীশের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। তাঁহাকে উঠাইবার জন্য রাজা অনেক উপায় করিলেন, কোনক্রমে তুলিতে পারিলেন না। পরে পারককে আদেশ হইল যে, তুমি আমার সেবা কর মথুরাতে লইয়া যাইয়া। রাজাকেও এই কথা স্বপ্নাবেশে কহিলেন। তৎপরে রাজার নিকট পারক বিগ্রহ লইয়া মথুরাবাসের বিষয় জানাইবামাত্র রাজাজ্ঞা হইল যে, সন্ন্যাসীর যে ধন ভাণ্ডারে আসিয়াছে, আর সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোষাগার হইতে যত অর্থ লইয়া যাইতে পার তাহা লইয়া তীর্থস্থানে কৃত্য কর। রাজ-আদেশে পারকের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইলে আপন অর্থ লইয়া আর ঐ দ্বারকাধীশ মূর্ত্তি লইয়া মথুরানগরে আসিয়া বিশ্রামঘাটে রিমাওয়ালা রাজার যে তুল নির্ম্মিত আছে (যে তুলে স্বর্ণ তুল করিয়া আশিমণ স্বর্ণ বিশ্রান্তঘাটে দান করেন, এজন্য আর কেহ ঐ স্থানে তুলা করিতে ক্ষমবান হয় না, তাহার তাৎপর্য্য যেমত ব্যয় তুলাতে রিমার রাজা করিয়াছেন তাহার অধিক কিম্বা তত্তুল্য করিতে পারিলে তৎস্থানে তুল নির্ম্মিত করিবে) ঐ তুলের দক্ষিণে এক মন্দিরে দ্বারকাধীশকে রাখিয়া সেবা করিত। আর যে মন্দিরে এক্ষণে আছেন, ঐ স্থানে প্রস্তরের সুগঠন মন্দির নির্ম্মিত হইল। ঐ

মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরানাথ আর মুরলী-মনোহর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ এই সকল দেবদেবী একত্রে রাখিয়া রাজসেবাতে সেবার নিয়ম করিলেন। পারকের সকল বিষয় দ্বারকাধীশের। শ্রীজির ভাণ্ডারে অসংখ্য ধন, হীরা, জহরৎ, মতি, পান্না, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও আসবাব সকলই আছে। রাজাধিরাজ নাম। পারক আপন জীবদ্দশাতে উত্তমরূপে দেবসেবা এবং ছত্র ও ধর্ম্মশালাতে ব্যয় করিয়া শেষাবস্থাতে দেবসেবাদি সৎকর্ম্ম সকল প্রচলিত থাকিবার জন্য লছমীচাঁদ শেঠকে গদির মালিক করিলেন। এক্ষণে লছমীচাঁদ ঐ ধনেশ্বর হইয়াছে। ছাপান্ন ক্রোর ধন শুনিতে উপাখ্যান। এই ধন তিন সহোদরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেবসেবাদি করিতেছে। ইহাদিগের তমোগুণ শরীরে নাই।

দ্বারকাধীশের বিভব ও তাদৃশ যে ঝুলনের হিন্দোলা তিনখানা সুবর্ণে নির্ম্মিত। তিন লক্ষ মুদ্রা মূল্য আর স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত আশা-শোটা, বল্লম, ছত্র, আড়ানি, পঙ্খা, নিশানের ছড়, শতসহস্র ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়াল-গিরি বাটীতে এক হস্ত অন্তরে সাজান। চতুর্দ্দিকে মুকুরে মণ্ডিত রূপার বৃহৎ বৃহৎ হাঁড়া ও ওদনা, পরাৎ সকল, ভোগের থাল, বাটি, স্বর্ণের রূপার দুই আছে। আভরণের মূল্য কি কহিব। নীলকান্ত, লালকান্ত, পোখ্‌রাজ, মুক্তা সকল তিন চারি লক্ষ টাকার আভরণে সুশোভিত। স্বর্ণ রূপার গণনা কি আছে? পোষাক কত মত বহু মূল্যের সুবর্ণখচিত বস্ত্রাদি আছে তাহার নিরূপণ কি? প্রতি দিবস তিন সময় নূতন নূতন পোষাকসকলে শৃঙ্গার হয়। দেবালয়ে হাজার মনুষ্য প্রতিদিবস আহার করে। সেবার উত্তম বরাদ্দ আছে। রাজভোগের দ্রব্যাদির খরচ অধিকন্তু।

দ্বারকাধীশ

প্রধান দেবালয় দ্বারকাধীশের। তাহার বিশেষ কারণ প্রাচীন মূর্ত্তি মথুরানাথ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ আর মুরলীমনোহর চারি বিগ্রহ এক মন্দিরে আছেন। ইহার মধ্যে দ্বারকাধীশ। অচল-যাত্রা-উৎসবে চিত্রপট যে দ্বারকাধীশের আছে তাহাই বাহিরে আইসে। যে স্থানে শ্রীমন্দির ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধান্তে রাজসিংহাসন করেন। এজন্য মথুরানাথ লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপিত থাকেন। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ-মূর্ত্তি পটে ছিল।

ইহার নিকটে কংসটীলা। যে স্থানে কংস রাজার অন্তঃপুর ছিল যমুনাতীরে, এক্ষণে ঐ কেল্লা ভাঙ্গিতেছে। অনেক নিম্নে এক

কংসের অন্তঃপুর

কোষাগার বাহির হইয়াছে, তাহাতে অতি বৃহৎ একতালা ছিল। কংসের বাটী হইতে রঙ্গ-ভূমি পর্য্যন্ত কংসালয়। ইহার নাম মধুপুরী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মধুপুরীর চারি দ্বার। চারি দ্বারে চারি অনাদি শিব আছেন।

পূর্ব্বদ্বারে পিপুড়েশ্বর। দক্ষিণদ্বারে রঙ্গেশ্বর যথায় কংসরাজার রঙ্গভূমি। পশ্চিমদ্বারে ভূতেশ্বর, এই স্থানে পাতালদেবী আছেন।

মথুরার চারি শিব

মাহেশ্বরী দেবী মহাপীঠ। এস্থানে ভগবতীর অঙ্গপতন হয়। ভূতেশ্বর ভৈরব। উক্ত স্থান হইতে ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমের প্রথম সূত্র। উত্তর দ্বারে গোকর্ণেশ্বর। এই চারি শিব মধুপুরী রক্ষা করিতেছেন। গোকর্ণেশ্বর মূর্ত্তিমান্—যমুনার তীরে মন্দির।

ধ্রুবটীলা—যথায় ধ্রুবমহাশয় পঞ্চম বর্ষের বালক তপস্যা করেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে প্রকাশ আছে।

সপ্তঋষিটীলা—সনক, সনাতন প্রভৃতি সাতজন ঋষিতে এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

বলিটীলা—বলিরাজার তপস্যার স্থান।

কংসটীলা*—কংসরাজার মল্লযুদ্ধ-স্থান।

মহাবিদ্যাদেবী—পর্ব্বত উপরে। প্রস্তরপিণ্ডাকৃতি। চৌবে-দিগের ইষ্ট-স্থান।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কংসের কারাগার মধ্যে। যথায় মল্লদিগের স্থান। এই স্থানে বসুদেব দেবকী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অন্তরে পোতরাকুণ্ড, যাহাতে দেবকী প্রসবের বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করেন। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা ঘাট। জন্মভূমি মল্লখেড়াতে। ইহার উত্তরদিকে পোতরাকুণ্ড। দক্ষিণদিকে কেশবদেবমূর্ত্তি আছে, বজ্রস্থাপিত, ব্রজভূমের চারিদেব মধ্যে একদেব।

বলদেবের মন্দির

বলদেবজিউর মন্দির পিপুড়েশ্বর শিবের দক্ষিণ। বলদেব-জিউর ঝাঁকি দর্শন—অতি কষ্টে দর্শন পাওয়া যায়! বলদেবের গোস্বামিগণ ধনাঢ্য। বড় বড় ধনী সকল শিষ্য। স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাব অধিক আছে।

সহরের মধ্যে টীলার উপরে কুব্জানাথের মন্দির। তাহার পূর্ব্বে রাধাগোবিন্দজিউ। তাঁহার নিকট রাধাকান্তজিউর মন্দির। চুড়িওয়ালা শেঠের বাটিতে শ্রী৺মদনমোহন জিউ। এই সকল দেবালয়ে ঝুলন পনর দিন হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরে একমাস।

* কংসটীলা—যমুনার উত্তরসীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত দৃষ্ট হয়, উহাকে সাধারণলোকে "কংসকা কিলা" নামে অভিহিত করে। কিন্তু অন্যত্র প্রবাদ, সম্রাট্ আকবর সাহের বিখ্যাত সেনানী জয়পুররাজ মানসিংহ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। কালবশে তাহাই ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে।

চুড়িওয়ালা ছোট বাড়ী ঝুলনে এবং সাজিতে উত্তম সাজান হয়। দেওয়ালিতে আর ভরত-বিলাপে মধুপুরী সুসজ্জীভূতা হইয়া সুশোভিত হয়।

মধুপুরীর যমুনায় যে সকল ঘাটে স্নান-তর্পণ দানাদি করিতে হয় তাহার ঘাট সকলের নাম—

মথুরারঘাট*

মথুরার পঁচিশ ঘাট ও তীর্থ। বিশ্রান্তঘাট মধ্যস্থলে। ইহার দক্ষিণে ১২ ঘাট। উত্তর-কোটীতে বার ঘাট। বিশ্রান্তঘাট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব কংসদৈত্যকে বধ করিয়া ঐ ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম, স্নান করিয়া

* মথুরার ২৪ ঘাট—১ গণেশঘাট, ২ দশাশ্বমেধঘাট, ৩ চক্রতীর্থঘাট, ৪ কৃষ্ণ-গঙ্গাঘাট, ৫ সোমতীর্থঘাট (বসুদেবঘাট), ৬ ব্রহ্মলোকঘাট, ৭ ঘণ্টাভরণ-ঘাট, ৮ ধারাপতনঘাট, ৯ সঙ্গমতীর্থঘাট (বৈকুণ্ঠঘাট), ১০ নবতীর্থঘাট, ১১ অসিকুণ্ড ঘাট, ১২ অবিমুক্তঘাট, ১৩ প্রয়াগঘাট, ১৪ কনখলঘাট, ১৫ তিন্দুক-ঘাট, ১৬ সূর্য্যঘাট, ১৭ চিন্তামণিঘাট, ১৮ ধ্রুবঘাট, ১৯ ঋষিঘাট, ২০ মোক্ষঘাট, ২১ কোটিঘাট, ২২ বুদ্ধঘাট, ২৩ বলভদ্রঘাট, ২৪ যোগঘাট।

মথুরার কেল্লা হইতে যমুনাবাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমুনার বক্ষে উক্ত ২৪টী স্নানের ঘাট আছে। ঐ গুলির প্রত্যেকটীতে কোন না কোন তীর্থপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। উত্তরে গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থ-ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, কালীঞ্জরেশ্বর মহাদেবমন্দির, সোমতীর্থ বা বসুদেবঘাট, ব্রহ্মলোকঘাট, ঘণ্টাভরণঘাট, ধারাপতনঘাট, সঙ্গমতীর্থঘাট বা বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থঘাট ও অসিকুণ্ডঘাট এবং দক্ষিণভাগে অবিমুক্তঘাট, বিশ্রান্তিঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখলঘাট, তিন্দুকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষি-ঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট। কংসাসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্তিঘাটেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিলে যমুনাগর্ভস্থ কচ্ছপসমূহ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নানাবিধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ এবং আপন শিরোভূষণ মুকুট চিহ্ন-

এই বিশ্রান্তিঘাটের সন্নিকটে কংসখাড়ি নামে একটী খাত আছে। প্রবাদ, কংসের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্ত এইস্থান দিয়া যমুনাতীরে আনীত হয়। যোগ-ঘাট ও প্রয়াগঘাটের মধ্যস্থলে বেনীমাধবতীর্থ ও শৃঙ্গারঘাট অবস্থিত। প্রয়াগ-ঘাটে রামেশ্বর মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ বিদ্যমান আছেন। উক্ত ২৪টী ঘাটে দ্বাদশতীর্থ প্রধান। যথা—১ অবিমুক্ত-তীর্থ, ২ বিশ্রান্তিতীর্থ, ৩ প্রয়াগতীর্থ, ৪ কনখলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ সূর্য্য-তীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষতীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ ও ১২ বায়ুতীর্থ। বরাহপুরাণে লিখিত আছে—

উপরি উক্ত দ্বাদশতীর্থের মধ্যে অবিমুক্ততীর্থে স্নান করিলে মুক্তি হয়। সকল তীর্থস্থানে যে ফল, এক বিশ্রান্তিতীর্থে দেবমূর্ত্তিদর্শনে সেই ফল এবং স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল এবং এখানে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে।

"প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোঽসৌ দেবি মোদতে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ যমলোকং স গচ্ছতি॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২ অধ্যায়, ৩৮—৩৯ শ্লোক)

কনখল অতি গুহ্যতীর্থ, এখানে স্নানমাত্র স্বর্গলাভ ঘটে।

"তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥" ৪০

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

তিন্দুকতীর্থস্নানেও বৈকুণ্ঠলাভ।

"অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২।৪১)

স্তম্ভ স্থাপন। এই ঘাটে এক মন্দির মধ্যে বসিবার গদি আছে, তাহার উপর মুকুট থাকে এবং নানা পুষ্পচন্দনে শোভান্বিত হয়।

রবিবারে, সংক্রান্তি দিবসে ও চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়-ফল লাভ হয়।

"ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥৫০
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণান্ যমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৫৪
আদিত্যাহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥" ৫৬

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ধ্রুবতীর্থ—ধ্রুবতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয় এবং স্নানকারী বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়া থাকে।

"ধ্রুবেণ যত্র সন্তপ্তং স্বেচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে।
তথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ যমলোকে মহীয়তে ॥" ৫৭

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ঋষিতীর্থ—ঋষিতীর্থে স্নান করিলে ঋষিলোক প্রাপ্তি ও তথায় মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠ-লাভ হয়।

"তদ্দক্ষিণে মহাদেবি ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ॥
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ যম লোকে মহীয়তে ॥" ৬৩

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

মোক্ষতীর্থ—ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, এখানে স্নান করিলে মোক্ষ-লাভ হয়।

"দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং পরং মম।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ মোক্ষমেব প্রপদ্যতে ॥" ৬১

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

মাথুরী-ব্রাহ্মণ* অর্থাৎ চৌবেদিগের অধিকার। স্নানদানাদি করিলে চৌবেদিগের প্রাপ্য। এই ঘাটে পূজা আরতি প্রতিদিবস সময় সময়

কোটিতীর্থ—দেবদুর্লভ কোটিতীর্থে স্নান দান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয়। উহাতে স্নান করিলে পিতৃলোক-তৃপ্তি, পিতা-পিতামহাদি উদ্ধারলাভ করেন। যথা,—

"তত্র বৈ কোটিতীর্থং হি দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ।৬২
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন তত্রৈব প্রপিতামহঃ । ৬৩
কোটিতীর্থে নরস্নায়ী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।" ৬৪

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

বায়ুতীর্থ—বায়ুতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক-তৃপ্তি, বিশেষতঃ এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গয়াপিণ্ডদানের ফললাভ হয়। বরাহপুরাণের মতে এই দ্বাদশতীর্থ দেবগণেরও দুর্লভ। এখানে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে সহস্রগুণ ফললাভ হয়।

উপরি উক্ত তীর্থগুলি ব্যতীত বরাহপুরাণে ধারাপতনক, গোকর্ণ, ব্রহ্ম, শিব, সোম, সরস্বতীপতন, দশাশ্বমেধ, নাগ, ঘণ্টাভরণ, অনন্ত, অক্রূর, বৎসক্রীড়নক, ভাণ্ডীর, কেশি, কালিকোদ, যমলার্জ্জুন, বকুল, গোপীশ্বর, বসুপত্র, কাম্বনক, বৃষভাঞ্জনক, সংপীঠক, পিশাচ, যমুনা, কৃষ্ণগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থগুলিও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মাথুর—মথুরার চোবে। প্রবাদ যে, বরাহ অবতারের ঘর্ম্ম হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

"সর্ব্বে দ্বিজা কাম্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে ভুবি।"

মথুরার বিভিন্নশ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে জাট ও চৌবে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাই অধিক। চৌবেগণ সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে বলবান্। মথুরার চৌবে

হয়। ঘাটের উপরে ঘর বাটি আছে। ঐ বাটির উত্তরদিকে নহবত উত্তমরূপে বাদ্য হয়। অগ্রহায়ণের শুক্লাদশমীতে কংসবধ-লীলা হয়। ঐ দিবসে কংসলীলাতে কংসবধ সন্ধ্যার সময় করিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবস্বরূপ যে দুই বালক হয়, তাহারা ঐ ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করে।

কংস-মেলা

কংস-মেলার প্রকরণ।—মথুরামণ্ডলে যে সমস্ত চৌবে আছেন, ইঁহাদের বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই মল্লযুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গ-ভূমির মৃত্তিকা অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া, গাঁদা-পুষ্পের মালা গলায় দিয়া, বাঁশের এক এক গদাকৃতি যষ্টি ধারণ—স্কন্ধে কেহ মুখে রাখিয়া প্রচুররূপে সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া 'শুরসে শুরসে' এই ধ্বনি করিয়া বিকটমূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে করিতে নগর ভ্রমণ। এমত বহু দলবদ্ধ হয়। কোন দল এই প্রকরণে উত্তর হইতে দক্ষিণে আসিতেছে, কোন দল উত্তরে, কোন দল পূর্ব্বে, কোন দল পশ্চিমে যাইতেছে। এই মত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যক্তি এই দুই দলের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহার প্রাণসংশয়। পরে চারিদণ্ড বেলা থাকিতে কংসটীলার মঞ্চ উপরে এক কৃত্রিম কংসমূর্ত্তি কাগজেতে আচ্ছাদিত—বৃহৎ আকার করিয়া তাহার হস্তে ঢাল তরবারি দিয়া বসাইয়া রাখে। কলের দ্বারায় হস্ত ও মস্তকের অঙ্গভঙ্গ ভয়-প্রদর্শনের ন্যায় হয়।

ঐ রঙ্গভূমিতে যথায় রঙ্গেশ্বর শিব আছেন, ঐ স্থানে বহু

বলিলেই ইঁহাদের বলের পরিচয় পক্ষে যথেষ্ট হয়। বৃন্দাবনে মহোৎসব দিতে হইলে মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই ভক্ষণ করাইতে হয়। বৃন্দাবন তীর্থে এই মহোৎসব (মচ্ছব) দান বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মনুষ্যের একত্র মিলন হয়। এমত মেলাতে লোক একত্র হয় যে স্থান পাওয়া যায় না। তিন চারি হাত জায়গার এক টাকা ভাড়া হয়। বেলা দুই দণ্ড থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের স্বরূপ চৌবেদিগের দুই বালক সাজাইয়া এক হস্তী উপরে আরোহণ করিয়া, রঙ্গভূমের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বংশী ও শিঙ্গার শব্দ করিবামাত্র, ঐ কংসমূর্ত্তির উপর চৌবে সকল লাঠির আঘাত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, এক এক টুকরা কাগজ লাঠির আগাতে বান্ধিয়া, বিপরীত লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া, কংসটীলা হইতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া 'কংস মারো মায়াপুরী আয়ো' এই শব্দ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে স্কন্ধে করিয়া ঐ বিশ্রান্তঘাটে আনিয়া তথায় আরতি ইত্যাদি হয়। তৎকালে দেখিতে এমত ভাব হয় যেন সেই কংস-বধের দিবস উপস্থিত, পেড়া লুঠ হইয়া ঠাকুরের ভোজন হয়। আর ঐ ঘাটে কার্ত্তিক মাসে যমদ্বিতীয়া (যাহাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে) দিবস স্নানের মেলা হয়, বহু মনুষ্য একত্র হয়। ঐ দিবস যমুনাতে স্নান করিলে যমযন্ত্রণা হয় না। স্নানান্তে বস্ত্রাদি যমুনার জলে কাচিতে নিষেধ আছে। স্নানান্তে যাহার যাহা সাধ্য ইচ্ছামত দানাদি। আর সকল সময়ে ঐ ঘাটে স্নানের অধিক ফল আছে। তাহা মথুরা-মাহাত্ম্য দেখিলে কি শুনিলে জানিতে পারিবে। এই ঘাটের দক্ষিণ কোটী—

গার্জ্জতীর্থঘাট, যোগতীর্থঘাট, প্রয়াগঘাট, রামঘাট, কনখলতীর্থ-ঘাট, তিন্দুকতীর্থঘাট, সূর্য্যঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, ক্রোটতীর্থ, বুদ্ধিতীর্থ—এই বার ঘাট বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণদিকে। ইহার মধ্যে যে ধ্রুবঘাট ঐ স্থানে ধ্রুব মহাশয় তপস্যা করেন।

মধুবন মধ্যে যমুনার তটে মহামুনি নারদ ঋষির মহামন্ত্র প্রদান জন্য এই ঘাটে স্নান করাইয়া উপরে ধ্রুবের তপের স্থান—যাহাকে ধ্রুবটীলা বলে, ঐ স্থানে মহামন্ত্র প্রদান। পদ্মপলাশলোচন দর্শন, যজ্ঞাদি টীলা মধ্যে। অদ্যাবধি ঐ টীলাতে যজ্ঞের তিল যব পাওয়া যায়, ভস্ম হইয়াও পূর্ব্বরূপ আছে। এই ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। মথুরামণ্ডলের প্রধান কর্ম্ম বিশ্রান্তঘাটে স্নান। ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান।

দক্ষিণকোটী

উত্তর কোটী—

বরাহক্ষেত্র, বসুদেবঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ধারাপত, ঘণ্টাভরণ, সোমতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সরস্বতীসঙ্গম, দশাশ্বমেধ, গার্গি, সারঙ্গী, নবসঙ্গম, এই দ্বাদশ ঘাট বিশ্রান্তঘাটের উত্তরদিকে।

উত্তরকোটী

কৃষ্ণগঙ্গার তাৎপর্য্য—বসুদেব মহাশয়ের গঙ্গা-স্নানের ইচ্ছা হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ আপন অচিন্ত্যশক্তি দ্বারায় ঐ যমুনা মধ্যে গঙ্গা দেখান। দশহরা দিবসে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লা দশমীতে কৃষ্ণগঙ্গাস্নানে বহু মনুষ্যের মেলা হয়। অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব হয়।

ধ্রুবটীলা—ইহাতে ধ্রুব মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রকাশ আছে, চরণ-চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে এক সাধু আছেন।

বলিটীলা—বলিরাজার তপস্যার স্থান। বলিরাজার মূর্ত্তি আছে।

কলিযুগটীলা—কলিযুগের তপস্যার স্থান।

সপ্তর্ষিটীলা—সপ্ত-ঋষির তপস্যার স্থান।

কংসটীলা—এই টীলাতে কংসের রাজসভার স্থান ছিল। এই

স্থানে ধনুর্যজ্ঞারম্ভ করিয়া সভা হয়। শ্রীকৃষ্ণহস্তে মৃত্যু অগ্রহায়ণের শুক্ল-দশমীর দিন।

মথুরামণ্ডল ব্রজভূমি চৌরাশি ক্রোশ পর্য্যন্ত। নিজ মধুপুরী

মথুরা-মণ্ডল

যাহাকে মথুরা কহে, এই স্থান চারি যুগের রাজধানী। সপ্তপুরী মধ্যে ভগবানের যে সপ্তপুরীর আখ্যা আছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

তাহাতে যে মথুরাপুরী এই স্থান।

সত্যযুগে মান্ধাতা প্রভৃতি রাজ্য করিয়াছেন, ধ্রুব ও বলি রাজা সপ্তর্ষি প্রভৃতি সকলে তপস্যা এবং যজ্ঞাদি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের টীলাতে কীর্ত্তি আছে। ত্রেতাযুগে লবণাসুর প্রবল হইয়া, এই মধুপুরীতে যত মুনিঋষিগণ ছিলেন, সকলকে ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস রাজ্য করে। মুনিপত্নীগণ ব্যাকুলাত্মা হইয়া পলাইয়া অযোধ্যানগরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পতি-পুত্র-বিয়োগের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া জলপূর্ণিতালোচনা হইয়া গদ্‌গদ-ভাষে ভাষিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য শ্রুত হইয়া রাক্ষসকুলান্তক-লোচন ঘূর্ণিত করিয়া রাক্ষসনিপাত জন্য শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন। রামাদেশে মথুরাতে আসিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন রাজ্য করিলেন। তৎকালে মুনিপত্নীগণ শত্রুঘ্নের নিকটে জানাইলেন যে, তুমি রাক্ষসবধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছ এবং সকল প্রজাকে সুখী করিয়াছ কেবল আমরা চিরবিরহিণী রহিলাম, আমাদের বংশলোপ হইল। তাহাতে শত্রুঘ্ন মুনিপত্নীদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন ইচ্ছাতে যাহাকে যে বরণ করিয়া পতি সম্বোধনে সন্তান উৎপাদন করিবে, তাহাতে তোমরা দোষী হইবে না। মুনি-

পত্নীগণ কহিলেন, জারজবংশে কি উপকার হইবে, কেহ মান্য করিবে না, সন্তান সকল লজ্জা পাইবে, কেবল কুলটা হওয়া হইবে। তাহাতে শক্রুঘ্নের আজ্ঞা হইল যে তোমরা কুলটা হইবে না, তোমাদের গর্ভের সন্তানসকল যুগান্তে অত্যন্ত মান্য হইবে, তাহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞে প্রকাশ হইবে। এই সকল মাথুরীব্রাহ্মণ হইবে। দ্রাবিড়ি, মৈথিলি ভিন্ন মাথুরী ব্রাহ্মণ এবং মাগধ ব্রাহ্মণ যেমত সেই মত মাথুরী ব্রাহ্মণ হইবে। সেই বংশ চৌবে সকল।

দ্বাপরযুগে কংশরাজা রাজত্ব করেন। কংশবধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজ্য দেন।

কলিযুগ বর্ত্তমান। প্রথমাবধি হিন্দু-মুসলমানের রাজ্য হইয়া এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। মথুরা রাজধানী উত্তম সহর। সকলই ইষ্টক-প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ সকল। অনেক ধনাঢ্যগণ আছে। একজন ধনী লছমীচাঁদ শেঠ আছে, কুবের তুল্য যাহার ধন, ছাপ্পান্ন ক্রোর মজুত, তদ্ভিন্ন সকল দেশে কুঠী আছে। আর মথুরানগরে চৌবেদিগের বসতি। স্থানে স্থানে বাজার আছে। ভরতপুরের রাজার উত্তম এক বাটী প্রস্তরনির্ম্মিত। তাহার পর শেঠদিগের বাটী। দুই পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ বাটী সকল। তাহার নীচে দোকান। মধ্যে রাস্তা হালওয়াইপটী, বাজ্জ অর্থাৎ কাপড়ের দোকান। গন্ধিদিগের দোকান। আর আর সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে। দ্রব্য-সকলের দোকান রীতিমত সর্ব্বদা সাজান থাকে। মসজেদ এক ভাল আছে। ঐ মসজেদে মুসলমানসকল ভজন করে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে বাজার শাকসব্জি তরিতরকারি কপি সালগম গাজর আলু ইত্যাদি সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। নীচে যে বাজার আছে, তাহাতে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদির দোকান আছে।

বিলাতি সকল উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায়। আর আর অনেক বেশাতির দোকান আছে। ইহারা সকল দেশের দ্রব্যাদির ব্যবসা করে না। দেশী মনুষ্যগণ মথুরাতে আইসে। ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ মধ্যে, মথুরা প্রধান সহর, সর্ব্বত্র উত্তম পরিসর পথ। পথে গলিজ করিতে পারে না। এখানে কালেক্‌টর, মাজিষ্টর, কমিশনর, মুন্‌সেফ, সদরআমিন, সদরআলার কাছারি আছে। সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছাউনিতে আছে। ডাক্তার, পোষ্টমাষ্টার ছাউনীতে। নেটিভ ডাক্তার সহরের মধ্যে আছে। বাঙ্গালিঘাটাতে বাঙ্গালিদিগের বাস।

সাহেবলোক প্রায় পঁচিশ জনা আছে। সকলে ছাউনিতে বাঙ্গালায় থাকে। ছাউনি সহরের দক্ষিণদিকে—নওরঙ্গাবাদের উত্তর। ঐ নওরঙ্গাবাদে বাদশাহদিগের রাজ্যসময়ে সৈন্যদিগের ছাউনি ছিল, এক্ষণে মেগাজিন হইয়াছে। ইহার আড়পার মহাবন গোকুল। ইহার দক্ষিণে ধর্ম্মশালা নূতন প্রস্তরনির্ম্মিত হইতেছে।

মথুরাসহর—সরস্বতীর পোল পার হইয়া দশাশ্বমেধের ঘাট অবধি নওরঙ্গাবাদের মেগাজিন পর্য্যন্ত চারি ক্রোশ সহর। প্রস্থে এক ক্রোশ। ইতোমধ্যে সমান বসতি। মধুপুরীর কেহ দুঃখী নহে। স্ত্রীগণ শ্রীসম্পন্না। চৌবেদিগের স্ত্রীগণ ঘাঘরা ব্যবহার করে না, শাড়ী উড়ানি, আর আর সকলে ঘাঘরা, কাঁচলি, উড়ানি ব্যবহার করে।

খাদ্য দ্রব্য সকল উত্তম উত্তম পাওয়া যায়। দধি যেমত মথুরাতে জন্মে, এমত দধি কোথায়ও দেখি নাই। দধি হস্তে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ছানার তালের ন্যায় খাইতে সুস্বাদু। এমত দধি সর্ব্বদা বাজারে পাওয়া যায় না, পূর্ব্বাহ্নে কহিতে হয়। তথাচ বাজারে যে দধি বিক্রয় হয় তাহাও অন্য স্থান হইতে উত্তম। মথুরাতে পেড়াও

উত্তম জন্মে, কিন্তু শ্রী৺গয়াধামে যেমত পেড়া হয় সেরূপ নহে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গয়াতে তৎপরে মথুরাতে জন্মে। এতদ্দেশের মধ্যে খাজা মথুরা ভিন্ন কোথাও জন্মে না। কুমড়ার মেঁঠাই, খাস্তা কচুরি, মগধের লাড়ু উত্তম। আর আর মিষ্টান্ন পক্কান্ন চলনমত। কিন্তু মথুরার চৌবেরা মিষ্ট অধিক আহার করে, এজন্ত সকল দ্রব্যেতে অধিক মিষ্ট বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালি কি অন্ত কাহার ফরমাইশ হইলে সমান মিষ্ট করে। সদর বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, তাহাতে অধিক মিষ্ট নহে। এতদ্দেশের চলনমত পশমিনা ইত্যাদির ভাল ভাল রেশমী পশমী এবং উলকাপড়ের দোকানসকল সদর-বাজারে সহরে আছে। মেওয়াওয়ালার দোকান ভরতপুরের রাজবাটীর নিকটে। কাবুলী, মেওয়া সকল যাহা এতদ্দেশে আইসে তাহা পাওয়া যায়। আনার, আঙ্গুর, সেও পাওয়া যায়। বিহি, নাসপাতি উপস্থিত সময়ে পাওয়া যায়। বাদাম, কিস্‌মিস্, মনক্কা, পেস্তা, শোয়ারা, কাকনী সর্ব্বদা পাওয়া যায়। আনারের অনেক রকমের আমদানি আছে। কাবুলী বেদানা, কাশ্মীরী মিঠা, খাটা, দুই আছে।" পাহাড়ে আনার ইত্যাদি সকল মেওয়া আছে, এতাদৃশ স্বাদু নহে। মথুরাতে কপি সকল রকম জন্মে। ফুল, ওল, হট তিন রকম হইতেছে। সালগম, গাজর, বিট, বিলাতী পালঙ্গ হইতেছে।

সন ১২৬১ সাল, ৮ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম শ্রী৺রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থান। এই স্থানের রক্ষক চারিদেব, চারিদেবী, চারিবট, চারি ঈশ্বর, চারি সরোবর। ব্রজ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; তাঁহার স্থাপিত ব্রজভূমে আছে। ব্রজ

চৌরাশি ক্রোশের মধ্যস্থলে শ্রীবৃন্দাবন* মথুরামণ্ডল। এই ধামে দেশের মনুষ্যগণ রাজা ও ধনাঢ্য, স্বল্পধনী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ অনেক,

শ্রীবৃন্দাবন

নানা দেবালয় স্থাপিত করিয়া দেবসেবা, সদাব্রত, ধর্ম্মশালা, জলছত্র, বানর, কচ্ছপ, ময়ুর ইত্যাদি পশুপক্ষিগণের খাদ্যদ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়াইয়াছেন।

* বৃন্দাবন—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, দেবর্ষি নারদ একদিবস নারায়ণ ঋষিকে বৃন্দাবন নামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি কহিয়াছিলেন যে, পুরাকালে সত্যযুগে কেদার নামে এক নৃপতি ছিলেন। রাজর্ষি কেদার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ সম্পন্ন করিতেন। কেদার সদৃশ রাজেন্দ্র কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। কিছুকাল পরে জৈগীষব্যের উপদেশক্রমে রাজা রাজ্য ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমাদিগের ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করেন। রাজা শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া অধিকতর হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হরির সুদর্শনচক্র তাঁহার নিকট থাকিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিত। এইরূপে তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া গোলকধামে গমন করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হয়।

কেদাররাজের কমলার অংশস্বরূপা অতি তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্রবিশারদা বৃন্দা নামে এক কন্যা ছিল। বৃন্দা বিবাহ করেন নাই। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে হরিমন্ত্র প্রদান করেন। বৃন্দা পরে গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া এই হরিমন্ত্র সাধন করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বৃন্দা যেন সুন্দরকায় শান্তমূর্ত্তি রাধাকান্তই তাঁহার পতি হন, এই বর প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে বৃন্দার সহিত অবস্থিতি করেন। তৎপরে বৃন্দা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলকধামে গমন করিয়া রাধিকার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা হন। সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এবং অভ্যাগতদিগের আহার, অযাচক ও মৌনী এবং অন্ধ-আতুর-দিগের খাদ্যদ্রব্য স্থানে স্থানে দেওয়া আছে। এইরূপে প্রতি গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপ প্রকাশ করিয়া ছয় গোস্বামীর,‡ চৌষট্টি মোহা-

বৃন্দাবন নাম হইবার আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস আছে—

পূর্ব্বকালে কুশধ্বজ রাজার তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদা কন্যাদ্বয় সংসারবিরাগিনী হইয়া তপস্যাচরণ করেন। কালক্রমে বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, তিনিই সর্ব্বত্র জনক-কন্যা সীতা নামে পরিচিতা।

কুশধ্বজের দ্বিতীয়া কন্যা তুলসীও হরিকে পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করেন, কিন্তু দৈবাৎ মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে শঙ্খাসুরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। পরে কমলাকান্তকে কান্তরূপে লাভ করেন। সেই সুরেশ্বরীই হরির শাপে বৃক্ষরূপা এবং হরিও তাঁহার শাপে শালগ্রাম হন। কিন্তু সুন্দরী তুলসী আবার সেই শিলারূপী হরির বক্ষঃস্থলেই নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দা, তিনিই ঐ স্থানে তপস্যা করেন, সেইজন্য মনীষিগণ উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন।

শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দানাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ: তাঁহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়াও উহা বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ।

† যাদব-রাজধানী মথুরাপুরী কালে বহু বিস্তৃত হইয়া মথুরামণ্ডল বা ব্রজধাম নামে প্রসিদ্ধ হয়। যে সময়ে গিরি পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী গিরিব্রজ নাম ধারণ করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই মথুরামণ্ডলের অধিকাংশ ব্রজনামে খ্যাত হইয়াছিল।

‡ ছয় গোস্বামী—১ শ্রীরূপ, ২ শ্রীসনাতন, ৩ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, ৪ শ্রীজীব-গোস্বামী, ৫ শ্রীগোপাল ভট্ট ও ৬ শ্রীরঘুনাথ দাস। বৈষ্ণবসমাজে এই ছয়জন 'সাধারণ গুরু' বলিয়া বিখ্যাত। এই ছয় গোস্বামীর যত্নেই বৃন্দাবনধাম প্রকাশ, ও চতুরশীতি বন-নির্ণয় সাধিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে একাধিক বার এই ছয় গোস্বামীর উল্লেখ থাকায় পর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া গেল—

---

১ রূপ ও ২ সনাতনগোস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও কবি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহারা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি প্রেম ও মাধুর্য্য ভাবপূর্ণ। উভয় ভ্রাতার মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও পার্ষচর ছিলেন। ইঁহারা কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশধর। সর্ব্বজ্ঞের বংশে সনাতন, রূপ ও বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম এবং শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা বল্লভ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। মতান্তরে রূপ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সনাতন ও অনুপম তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামকেলিগ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল।

৩ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ছয় গোস্বামীর অন্যতম। পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী রামপুর গ্রামে তপন মিশ্র নামে জনৈক সাধু বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ব্বদিক্ ভ্রমণে আসিয়া তপন মিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিনি তপন মিশ্রকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। তপন প্রভুর সহিত নবদ্বীপ আসিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে বারাণসী যাইতে আদেশ করেন এবং তথায় আমার সঙ্গে মিলন হইবে এইরূপ আশ্বাস দেন। তদনুসারে মিশ্র সস্ত্রীক বারাণসী যাত্রা করেন। আনুমানিক ১৪২৭ শকে তপন মিশ্রের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম রঘুনাথ। পরে তিনি ভট্ট গোস্বামী উপাধিতে বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

৪ শ্রীজীবগোস্বামী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। বৈষ্ণব-দিক্‌দর্শনীতে ইঁহার জন্মাদির তারিখ এইরূপ লিখিত আছে,—ইঁনি ১৪৪৫ শকে (মতান্তরে ১৪৩৫ শকে) পৌষী শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে আবির্ভূত হন। ইনি ২০ বৎসর গৃহবাস ও ৬৫ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিলে পর ১৫৪০ শকে আশ্বিনের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে তিরোহিত হন। ইনি সনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বল্লভের পুত্র। ইঁহার চৈতন্য-দত্ত নাম অনুপম। ইনি জ্যেষ্ঠতাত রূপ-সনাতন সহ অধিক সময় বাস করিতেন। ইনি বৃন্দাবন বাসকালে ষট্‌সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, হরিনামামৃতব্যাকরণ, ধাতুসূত্রমালিকা, তোষিণী নামক

স্তের* ও দ্বাদশ গোপালের৷ সেবা ও সমাজ, শিষ্য এবং ভক্তগণের দ্বারায় উত্তম সচৈতন্ত রাখিয়া নিত্যধামে নৃত্যানন্দে ব্রজবাসী বৈষ্ণব-

ভাগবতের টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচনা করেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবাদিও আছে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে 'রাধাদামোদর'-সেবা ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

৫ গোপাল ভট্ট—জনৈক বিখ্যাত চৈতন্যভক্ত। ইঁহার 'ভগবদ্‌ভক্তি-বিলাস' বা 'হরিভক্তিবিলাস' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদৃত। এই হরিভক্তিবিলাস মতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। ইনি দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ, আকুমার ব্রহ্মচারী। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যে রাধারমণ সেবা আছে, তাহা ইঁহার প্রতিষ্ঠিত।

৬ রঘুনাথ দাসগোস্বামী—জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত-বৈষ্ণব। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী হরিপুর গ্রামে প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে মহাসম্রান্ত কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কোটীপতি গোবর্দ্ধন। উপাধি মজুমদার। রঘুনাথের প্রকৃতি অতি বিচিত্র ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সংসারে আসক্তি ছিল না। যৎকালে হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে গমন করেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়া তাঁহার কৃপা-ভাজন হয়। ঐ সময়ে রঘুনাথ তদীয় পুরোহিত ও অধ্যাপক বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়নকালে গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়া তদীয় চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং অবশেষে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন। সাংসারিক স্নেহবন্ধন, অতুল ঐশ্বর্য্য ও পত্নীপ্রেম কিছুতেই তাঁহাকে সংসারে টানিয়া রাখিতে পারে নাই।

* চৌষট্টি মোহন্ত—শ্রীকৃষ্ণলীলার নারদ, হনুমান্‌, অঙ্গদ, সুগ্রীব, বশিষ্ঠ, বিভীষণ, ঋচীকপুত্র (ব্রহ্মা), বেদব্যাস মুনি, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ, অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, ব্রহ্মা, শুকদেব গোস্বামী, গরুড়, শঙ্খনিধি, দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, চন্দ্রকান্তি গন্ধর্ব্ব, বিশ্বামিত্র, অর্জ্জুন, ভাণ্ডরী, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, সখ্যা, ললিতা, বিশাখা,

চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, রত্নরেখা, ধনিষ্ঠা, মাধবী, সুকেশী, মধুরা, মধুরেক্ষণা, কলকণ্ঠী, নান্দীমুখী, সুকণ্ঠী, মধুমতী, বীরা, বৃন্দাদেবী, কলাবতী, শ্রীপ্রেমমঞ্জরী, লীলামঞ্জরী, রাসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা, রাগরেখা, মঞ্জুপত্নী, চন্দ্রলতিকা, রত্নাবলী, গুণচূড়া, কর্পূরমঞ্জরী, শ্যামমঞ্জরী, কামলেখা, কামমঞ্জরী, কলভাষিণী, কম্বুকণ্ঠী, খঞ্জনী, নীলকান্তি, কলাপিনী ও সুকেশী ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, পুরন্দর পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, রামচন্দ্রপুরী, হরিদাস ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস, মীনকেতন, রামদাস, শ্রীরঘুনন্দন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, বল্লভ ভট্ট, গরুড় পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, জগন্নাথ আচার্য্য, প্রত্যুম্নাদিত্য, গদাধর দাস, বনমালী আচার্য্য, রায় রামানন্দ, দেবানন্দ পণ্ডিত, সদাশিব, শঙ্কর পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বরূপ দামোদর, বনমালী কবিরাজ, রাঘব গোসাঁঞি, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, গদাধরভট্ট, অনন্ত আচার্য্য (কুলীন ব্রাহ্মণ), রাঘবপণ্ডিত, মাধবাচার্য্য, মকরধ্বজ, বিদ্যাবাচস্পতি, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ বসু, সারঙ্গ ঠাকুর, সত্যরাজ খাঁ, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, মুকুন্দদাস, গোবিন্দ ঘোষ, ভূগর্ভঠাকুর, লোকনাথ গোস্বামী, মাধবঘোষ, বাসুঘোষ, শিখিমহান্তি, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, জগদীশ পণ্ডিত, ভগবান্ আচার্য্য, পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর), রামাই ঠাকুর, দ্বিজ হরিদাস, ছোট হরিদাস, নন্দনব্রহ্মচারী, বাণীনাথ পণ্ডিত, চিরঞ্জীবদাস, সুন্দরানন্দঠাকুর, নবাই হোড়, জগদানন্দ পণ্ডিত ও কংসারি সেন 'চৌষট্টি মহান্ত' নামে খ্যাত।

† দ্বাদশ গোপাল—গোপাল অর্থে ব্রজের রাখাল। যে সকল ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও "গোপাল" নামে অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যলীলার প্রধান প্রধান পাত্রগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার পাত্রপাত্রীরূপে অবতীর্ণ হন, ইহাই বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণলীলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত হইতেন,—

গণ আছেন। নৃত্যগীত মহোৎসব সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ প্রতিদিবস পাঠ হইতেছে। পঞ্চবন* সংজ্ঞা-মাত্র আছে। সহরের অধিক বসতি ও দেবালয় সকলই প্রস্তর এবং ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ-মন্দির সকল। দ্রব্যসকল বাজারে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের অধিক প্রভাব। বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি অধিক থাকে, বিশেষতঃ বিধবাজাতি, শুঁড়ি, সুবর্ণবণিক, তাঁতি অধিকাংশ

"শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণসুরামকৌ।
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ববীরবাহুকৌ।"

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, ভদ্রসেন, স্তোককৃষ্ণ, সুরাম, লবঙ্গ, মহাবাহু ও বীরবাহুগন্ধর্ব্ব এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়—অভিরাম ঠাকুর, সুন্দর ঠাকুর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, কমলাকর পিপ্পলাই, উদ্ধারণ দত্ত, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম নাগর, ঠাকুর পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ঠাকুর, কানাই ঠাকুর (কালা কৃষ্ণদাস) ও শ্রীধর (খোলা-বেচা) এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত ছিলেন।

* পঞ্চবন—পদ্মপুরাণে (পাতাল-খণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

"ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীর-মহাতাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধুবৃন্দাবনং তথা॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্তপশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥"

ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুলা-বন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন, মথুরার অন্তর্গত এই দ্বাদশ বন। সাতটি বন যমুনার পশ্চিম ও পাঁচটি উহার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমির মধ্যে যমুনার পূর্ব্বপারস্থ ভদ্রাদি পাঁচটি ও পশ্চিমপারস্থ তালাদি সাতটি বনের মধ্যে গোকুল, বৃন্দাবন ও মধুবন এই কয়টী মহাবন এবং অন্যান্যগুলি উপবন বলিয়া পরিচিত।

অন্য অন্য সকল জাতি আছে। দাস্য, সখ্য, মধুর, বাৎসল্য এই চারিপ্রকার ভাব প্রবল আছে।

শ্রীবৃন্দাবনধামে যমুনাতে দ্বাদশঘাট—

কালীদহ, গোপালঘাট, সূর্য্যঘাট, প[প্র]স্কন্দনঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, আবিরঘাট, সিঙ্গারঘাট, চীরঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশীঘাট, রাজঘাট, এই দ্বাদশ ঘাটের নাম।

দ্বাদশ ঘাট

শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতে দ্বাদশ ঘাট। ঐ সকল ঘাটে স্নানাদি করিতে হয়। কালীদহের ঘাটে* যে স্থানে কেলিকদম্ব হইতে ঝাঁপ দিয়া কালীয় সর্পের মস্তক উপরি দাঁড়াইয়া কালীয়মর্দ্দন করেন, সেই কদম্ব-মূলে যে ঘাট আছে, তাহার নাম কালীদহের ঘাট। কালী-দহের সীমা চারি ক্রোশ। এই ঘাটের উত্তর এক ক্রোশ যাইয়া সফরি মুনির আশ্রম উচ্চ টীলা মধ্যে। ঐ গ্রামের নাম সনরক, দ্বিতীয় গ্রাম ভনরক। এই হ্রদ যে চারি ক্রোশ তাহার উপর মুনির তপস্যার আশ্রম ছিল। এই হ্রদে এক বুয়াল মৎস্য আপন বহু শাবক লইয়া চারণ এবং ক্রীড়াদি করিত। মুনি মহাশয় দেখিতেন এবং কেহ হত্যা করিতে না পারে তাহার উপায় করিতেন। দৈবাধীন একদিন গরুড় ঐ স্থানে যাইয়া বৃক্ষোপরি হইতে বারংবার মৎস্য প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে মুনি মহাশয় পক্ষিরাজকে নিবারণ করিলেন। তৎকালে আঘাত না করিয়া পরে মুনি আপন সাধনে ধ্যানস্থ থাকাতে ঐ সময় শাবক মধ্য হইতে ঐ বুয়াল মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে। পরে

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুনি মৎস্ত না, দেখিয়া গরুড় ভক্ষণ করিয়াছে, যোগবলে জ্ঞাত হইয়া, পক্ষিরাজকে অভিশপ্ত করিলেন যে, এই হ্রদের জল গরুড় স্পর্শ করিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবে। এই অভিশাপ হইলে পর পক্ষিরাজের ঐ এক যোজন মধ্যে কাহারও হিংসা করিবার ক্ষমতা রহিল না। এখানে নাগকুল সকল বিনাশ করিতে রহিলেন। অহি-বংশ দেখিবামাত্র ভক্ষণ। প্রায় বংশসকলই নাশ করিল। নাগমধ্যে কালীয়নাগ আপন বংশরক্ষার জন্ম স্ত্রী লইয়া ঐ হ্রদ-মধ্যে বাস করিল। কালীয়ের বিষ উদ্গারে জল বিষতুল্য হইয়াছিল। পানমাত্র জীবজন্তু সকলই বিনষ্ট হইত, জলস্পর্শ করিতে পারিত না। পরে দ্বাপর যুগে ভগবান্ ব্রজমণ্ডলে মানব-লীলাতে গোপ-গৃহে আসিয়া গোপালরূপে ক্রীড়াসময়ে ঐ কালীয়নাগকে দমন করিয়া হ্রদ পরিত্যাগ করান এবং নাগপত্নীদিগের স্তবে তুষ্ট হইয়া মস্তকে পদচিহ্ন দিয়া গরুড়-ভয়ে নিষ্কৃতি করান। ঐ জল মিষ্ট করা হয়। ঐ ঘাটে স্নানদান-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। অদ্যাবধি কার্ত্তিকী-শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কালীয়-মর্দ্দনের মেলা ঐ স্থানে হয়। তাঁহাতে বহুমনুষ্যের সমাগম হয়। ঐ কালীদহ মধ্যে এক কালীয় সর্পাকৃতি বহুফণাযুক্ত কাষ্ঠের কুণ্ডলাকৃতি সর্প নির্ম্মিত করিয়া ঐ সর্পমূর্ত্তি নৌকাতে রাখিয়া জল মধ্যে ভ্রমণ হয়। পরে অপরাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপধারী এক বালক করিয়া ঐ কদম্ববৃক্ষ হইতে ঝম্প দিয়া ঐ নাগের উপর পতিত হয়। তাহাতে এমত চোঙ আছে, তাহার ভিতর মনুষ্য থাকিলেও দৃশ্য হয় না। যেরূপ দ্বাপরলীলাতে কালীয়-দমনের বর্ণনা আছে, যমুনাতে মগ্ন হইলে পর সকল গোপালগণ এবং গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণ-অদর্শনে বিষণ্ণ হইয়া যমুনাতটে

সকলে রোদনপূর্ব্বক জল নিরীক্ষণ করিতে করিতে কখন কিঞ্চিৎ চূড়ার অগ্রভাগ, কখন চূড়া, কখন মস্তক, কিছু কিছু জলমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর্ষযুক্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ ঐ লীলাতে ব্রজবাসী বাল-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রীপুরুষগণ ঐ স্থানের দুই তটে এবং নৌকারোহণে জলমধ্যে সকলে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কালীয়-মস্তক উপরে দর্শন হয় এবং নাগপত্নী সম্মুখে স্তব করিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বলীলার ভাব উদয় হয়। জলে-স্থলে ব্রজবাসিনী ব্রজবালা ও ব্রজবাসীতে বেষ্টিত থাকে। সকলে হর্ষযুক্ত হইয়া জয়ধ্বনি করে। পরে শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রকাশ হইলে আরতি করিয়া কোলাহল বাদ্য দ্বারায় গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বকালে এক চরকিবাজিতে অগ্নি দেওয়া হয়। তাহা হইলেই জলে স্থলে বৃক্ষমূলে যেখানে যত নানামত তামাসা ইত্যাদি হইতেছিল, সকল মেলা ভঙ্গ হইয়া, আপন আপন গৃহে গমন।

গোপালঘাট—ঐ কালীয়-দমন ঘাটের দক্ষিণ। এই স্থানে যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি বৃদ্ধা বৃদ্ধা গোপিনীসকল শ্রীকৃষ্ণ জলমগ্ন হওয়া শুনিয়া এলোকেশা, ছিন্নবেশা হইয়া 'গোপাল' 'গোপাল' করিয়া রোদন করিয়াছিলেন এবং 'কোথায় গোপাল' বলিয়া ঐ স্থান হইতে যমুনার জল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্যঘাট*—এই ঘাটে যশোদা যৎকালে পহুছিলেন, সূর্য্যদেবকে মানন করিলেন যে, আমার গোপাল জলে মগ্ন হইয়াছে, আমি গোপালকে পাইলে তোমার পূজার নিয়ম করিব। কালীয়-মর্দ্দনান্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইলে পর ঐ ঘাটে আসিয়া সূর্য্যপূজা

* ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করেন এবং সূর্য্যদেব দ্বাদশরাশির দ্বাদশ আদিত্যরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনন্দলালকে ব্রহ্মসনাতনরূপে স্তব করেন।

পস্কন্দনঘাট*—এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়মর্দ্দনান্তর শ্রম-ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য আপন সাঙ্গোপাঙ্গ সমভ্যারে বসিয়া সকলের মনোতুষ্টি করেন।

যুগল-ঘাট—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া স্নান করেন এই ঘাটে।

বিহার-ঘাট—এই স্থানে শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠমিলন হইয়া বিহার হয়।

আঁধের ঘাট—এই স্থানে গোচারণ সময়ে রাখালগণ সঙ্গে আঁখি-মুদানি খেলা করিয়াছিলেন।

সিঙ্গার-ঘাট—শ্রীরাধার বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণ আপন হস্তে করেন এই স্থানে বটমূলে। এজন্য সিঙ্গারঘাট নাম আছে। সিঙ্গারঘাটে নিত্যানন্দ-বংশ গোস্বামীদিগের মহাপ্রভুর সেবা এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি আছে। গোস্বামীমহাশয়েরা ঐ স্থানে সপরিবারে বাস করিয়া আছেন। পূর্ব্বস্থান বটমূলে এক ছোট মন্দির আছে, তাহাতে চিত্রপটে সিঙ্গারের চিত্র আছে।

চীর-ঘাট†—পূর্ব্বে নিকুঞ্জঘাট কহিত। এক্ষণে বহুকাল হইল চীরঘাটিয়া ব্রজবাসীরা যাত্রীদিগকে বস্ত্রহরণের কদম্ববৃক্ষ দেখাইবার জন্য যথার্থ চীরঘাট বহুদূর জন্য না যাইয়া এই নিকুঞ্জঘাটের কদম্ববৃক্ষে চীর অর্থাৎ বস্ত্রাদি শাখাপরে রাখিয়া চীর-

* পস্কন্দন=পৌরাণিক প্রস্কন্দন। ব্রজ-পরিক্রমা, ২৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ব্রজ-পরিক্রমা, ২৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ঘাট বলিয়া প্রকাশ করে, তদবধি নিকুঞ্জঘাট গোপন হইয়াছে। এই স্থলে নিকুঞ্জ-বিহার করিয়া বিশ্রাম করিতেন।

ভ্রমরঘাট—এস্থলে ভ্রমরাচারিখেলা অর্থাৎ রাখালদিগের সঙ্গে লাঠিম খেলা হয়।

কেশীঘাট*—এই স্থানে কেশীদানা ঘোটকরূপে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে বধের জন্য নানা ছলা করাতে কেশীদানা মর্দ্দন হয়। অদ্যাবধি ঐ দানাবধের লীলা কার্ত্তিকী-শুক্লাত্রয়োদশীতে এই ঘাটে হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্ব সূর্য্যাস্তকালে। কৃত্রিম কাগজের ঘোটক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ হইয়া বধ করিয়া এক চরখিবাজি পোড়াইলে মেলা ভাঙ্গিয়া আপন আপন ঘরে যায়। এস্থলে সতীদেহের কেশ পতিত হয়, কেশ-পীঠ এজন্য কেশীঘাট কহে। শ্রীকৃষ্ণের লতা-সাধনের স্থান গোপী-পীঠ এই ঘাটের উপর প্রকট হয়। মথুরার চোবেদিগের বালক-বালিকার অন্নপ্রাশন হইবার পূর্ব্বে ঐ ঘাটে মুণ্ডন এবং অনেক যাত্রীতে কেশীঘাটে কেশমুণ্ডন করে।

রাজঘাট—এই ঘাটে যমুনাতটে শ্রীকৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গোষ্ঠ-লীলার্থে রাখালরাজা হইয়া যমুনার ঘাটে গোপিনীদিগের নিকট দধিদুগ্ধের দান লইতেন।

কেবার বন। এই স্থান কালীয়দমনান্তর ব্রজভূমের সকল গোপ-গোপী যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জলমগ্ন শুনিয়া শোকাকুল হইয়া আসিয়াছিল, ঐ সকলকে লইয়া রাত্রিযোগে অবস্থিত হয়। এ সংবাদ কংসরাজা শুনিয়া দাবাগ্নি •দৈত্যকে প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ব্রজবালক

কেতকীবন

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গোপ-গোপীশুদ্ধ এক স্থানে আছে। সকলকে বিনাশ করিয়া আইস। দৈত্যরাজ আদেশে আসিয়া আপন প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্ত বদনবিস্তার করিয়া মায়াগ্নি দ্বারা সকল দগ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত। এইরূপ দাবানলের বিক্রম দেখিয়া সকল গোপ-গোপী, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ভীত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া সকলকে কহিলেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক। অগ্নি-নির্ব্বাণ হইয়া সকল বিপদ খণ্ডন হইবে। এই কথায় সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ ঐ দাবানল ভক্ষণ করিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এক কুণ্ড আপন অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা খনন করিলেন। ঐ কুণ্ডের নাম দাবানলকুণ্ড। ঐ জলে সকল সুশীতল হইল। এক্ষণে এই কুণ্ড-তীরে কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশীতে দাবানলভক্ষণ-লীলার মেলা হয়। ঐ কুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘাটবান্ধা আছে।

অটল-বন—এই বনে গোপ-লীলাতে গোপালদিগের সমভ্যারে শ্রীকৃষ্ণ গেঁদখেলা খেলিতেন। গেঁদ খেলিতে খেলিতে এক দিবস এই গেঁদ কালীয়দহ মধ্যে পতিত হয়। ঐ গেঁদ তুলিবার উপলক্ষে কদম্ববৃক্ষ হইতে হ্রদ-মধ্যে ঝাঁপ দিয়া কালীয়দমন হয়। এক্ষণে ঐ বনমধ্যে অটলবিহারী ঠাকুর আছেন। এক দেশোয়ালি-বৈষ্ণবের সেবা। যে স্থলে ঠাকুর আছেন উত্তম মনোরম স্থান।

অটল বন

বিশ্রাম-বাগ—গোষ্ঠলীলাতে গো-চারণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

রাধাবাগ—গহ্বরবনের অন্তর্গত। শ্রীরাধা বন-ভ্রমণান্তর আপন সখিগণ সমভ্যারে এই বাগ-মধ্যে বিশ্রাম করিতেন। শ্রীরাধার নিজ বাগ।

গহ্বর-বন—এই বন-মধ্যে গো-চারণ করিতেন। অত্যন্ত নিবিড় বন ছিল। মহারাসে এই বনে অন্তর্ধান হন। এই বনের পশু-পক্ষীগণ অদ্যাবধি রাধা-কৃষ্ণধ্বনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় করিয়া থাকে। কেলিকদম্ববৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম বক্ষঃ-নিম্নে খোদিতের ন্যায় প্রকাশ হয়। অনেক ময়ূর-ময়ূরী সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে সাধুগণের আশ্রম আছে এবং অনেক দেবালয় হইয়াছে। ভোজনের উত্তম স্থান। মনঃস্থির ভাল হয়।

গহ্বর-বন

গো-ঘাট—কেবারবনের নিকট। এই ঘাটে বৃন্দাবনের গো-চারণে গো সকল জলপান করিত। কার্ত্তিকী-শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই স্থানে মেলা হয় অর্থাৎ এই শুক্লাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোষ্ঠলীলার দিবস বৎসগণ লইয়া বলদেব সমভ্যারে শ্রীবৃন্দাবনে গোষ্ঠে গমন করেন।

গো-ঘাট

বংশীবট—এই বট-মূলে (শ্রীকৃষ্ণ) বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজগোপী-দিগের মনোহরণ করিয়া মহারাস করেন। ব্রহ্মরাত্র—ব্রহ্মার একরাত্র রাসক্রীড়া করেন। এই স্থানে এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণ। এই রাসস্থলে স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের গমনাগমন ক্ষমতা ছিল না। এজন্ত মহাদেব আপন রূপ গোপন করিয়া সখিবেশধারণ করিয়া রাসস্থলে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত সখী জানিতে পারিয়া নূতন শুভ্রবর্ণা সখী কাহার যূথের সখী বলিয়া সকল সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার যূথের স্থির না হওয়ার জন্ত, শিবমূর্ত্তি প্রকট করিবার জন্ত বস্ত্র ধরিলেন। তৎপরে মহাদেব কহিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মানবলীলায় রাসকেলি দর্শনার্থ সখীরূপ-ধারণ। পূর্ব্বে যে স্থলে বংশীবট ছিল, তাহা যমুনাগত

বংশীবট

হইয়াছে। ঐ বটের শাখা লইয়া ঐ স্থানের সমস্থানে বৃক্ষ হইয়াছিল। তথায় এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহাতে চিত্র দ্বারায় রাসলীলা চিত্র-পট আছে। যুগলপদের চিহ্ন স্থাপিত আছে। এক্ষণে বটবৃক্ষ গত হইয়াছে, নূতন বৃক্ষ ঐ শাখা হইতে স্থাপিত করিয়াছে। বংশীবটের মূল হইতে গোপীনাথের যোগপীঠ অর্থাৎ যে স্থানে গোপীনাথ প্রকট হন, সেই স্থান পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ আছে। পূর্ব্বে এরূপ সাধু সকল ছিলেন যে, ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে গমনাগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লতা-সাধনের স্থল দর্শন করিতেন। এক্ষণে সুড়ঙ্গ,মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। গোপী-নাথের গোসাঞি ঐ সুড়ঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ জন্য চারি পাঁচটি মশাল জ্বালাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, ঘোর অন্ধকারময় ভূমিমধ্যে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত মশালগুলি নির্ব্বাপিত হইল এবং ভয় প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বংশীবটস্থলে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এক থানা আছে। তথায় একজন জমাদার থাকে, দশ বার ঘর লোক বাস করিয়াছে। বংশীবটের রক্ষক একজন ব্রহ্মচারীর চেলা। তাঁহার নিজেদের সেবা আছে।

গোপীশ্বর মহাদেব*—রাসলীলায় গোপীবেশ ধারণ করিয়া আসাতে শ্রীকৃষ্ণ শিবমূর্ত্তি প্রকট করাইয়া বৃন্দাবন মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিলেন যে, "অদ্যাবধি তোমার নাম গোপীশ্বর হইল। যত গোপ-গোপী সকলে তোমার পূজা করিবে। আর যে কেহ বৃন্দাবন-লীলা দর্শনার্থ আসিবে, অগ্রে গোপীশ্বরের পূজা করিয়া দর্শনাদি করিলে, পশ্চাৎ বৃন্দাবনধামের যুগলরূপ দর্শনের অধিকার হইবে।" এক্ষণে বৃন্দাবনধামে যে কেহ আছে এবং আইসে গোপীশ্বরে দুগ্ধ ও

* ব্রজ-পরিক্রমা, ২৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যমুনার জল বিল্বদল দিয়া অগ্রে পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবালয়ে ভেট করে। এস্থলে পূজারি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণে যোগী।

ধীর-সমীর—এই স্থল যমুনাতটে, বংশীবট নিকটে। এই স্থানে মন্দ মন্দ সমীরণ অর্থাৎ বাতাস সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত, এজন্য ধীরসমীরণ নাম। মহারাসে ব্রজাঙ্গনার দর্পচূর্ণ-জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগের নানাপ্রকার অন্বেষণ, বিলাপ এবং লীলান্তর এই ধীর-সমীরে দর্শন দেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে পর সকলে আপন আপন উড়ানি বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের বসিবার আসন করিয়া দিয়াছিলেন।

ধীর-সমীর

মধু পণ্ডিত ঠাকুর আপন ইষ্টদেব জাহ্নবা ঠাকুরাণীর* শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে অদ্যাবধি শ্রীশ্রীগোপীনাথ নিত্যধামে নিত্যলীলা করেন। সেইরূপ বংশী-ধ্বনি এবং

* জাহ্নবা-ঠাকুরাণী—নিত্যানন্দের পত্নী। ইনি সূর্য্যদাসের কন্যা। সূর্য্যদাসের মৃত কন্যা বসুধাকে নিত্যানন্দ অলৌকিক প্রভাব দ্বারা পুনর্জীবিত করিলে, তাঁহার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ হয় এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ জাহ্নবাদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন।

"বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক-ছলে জাহ্নবারে আত্মসাথ কৈলা।"
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লিখিত আছে,—জাহ্নবীদেবীর পুত্র রামভদ্র।

"বসু-গর্ভে প্রকাশ গোঁসাই বীরভদ্র।
জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহামল্ল।"

বাঘনাপাড়ার নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীগণ এই রামভদ্র বা রামাই প্রভুর সন্তান।

গোপী-সঙ্গে বিহার প্রতিদিবস হয়। কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দেখিতে পায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম আসিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কোথাও নিত্যলীলা দর্শন করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার গুরুর নিকটে যাইয়া কহিলেন, আমি বহু পর্য্যটন করিয়া আসিলাম, কোনক্রমে দর্শন পাইলাম না। তাহাতে গুরুদেব কহিলেন, অবশ্য দর্শন পাইবে। একথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আসিয়া গুরুবাক্য ঐক্য-জন্য দৃঢ়সাধনে মনঃস্থির করিয়া বহুদিন ছিলেন। তাহাতেও দর্শন না পাওয়ায় প্রাণ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া এই ধীর-সমীরের ঘাটে বসাতে ত্রিরাত্র গত হইলে পর, যে দিবস নিতান্ত প্রাণ-পরিত্যাগ জন্য যমুনার আরুড়িতে বসিলেন, সেই দিবস ভগবান্ রূপান্তরে সাক্ষাৎ দিয়া কহিলেন, "আর প্রাণত্যাগ করিও না, দর্শন পাইবে।" তাহাতেও না উঠাতে নিশিযোগে বংশী-ধ্বনি করিয়া আদেশ করিলেন, "আমি কেশীঘাটের উপরে প্রকট হইব।" এই অনুমতি করিয়া গোপীনাথরূপে যোগপীঠে প্রকট হইলেন।

পুলিন—যমুনার তট। পুলিন মধ্যে গোচারণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া যমুনা-পুলিনে বিশ্রাম করিতেন। ঐ স্থানে এক্ষণে অনেক দেবালয় হইয়াছে। রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা এবং সাজিতে বন-লীলা হয়।

জ্ঞানগুধড়ি—পুলিন-মধ্যস্থান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের জ্ঞানশিক্ষা মহারাসে দেন।

নিধুবন*—এই বনে শ্রীরাধাকে রাজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোটাল-

* ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বেশ ধারণ করিয়া কর লইয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণে গুল্মলতা হইয়া এই বনে স্থিতি করেন। সকলই কল্পবৃক্ষ। এই স্থান হইতে বঙ্কবিহারী ঠাকুর প্রকট হন। বনমধ্যে হরিদাসের* গদি আছে। এক্ষণে অনেক কুঞ্জ হইয়াছে।

নিকুঞ্জবন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-বিহারস্থান—নিত্য-রাসস্থলী বাসকসজ্জার স্থান। পূর্ণমাসীর নিকট বন। এই বনে অনেক তমালবৃক্ষ এবং বহুবিধ বৃক্ষ-লতাতে সুশোভিত আছে। বনমধ্যে এক মন্দির আছে। তাহাতে চিত্রপটে যুগলমূর্ত্তি লিখিত আছে। ঐ স্থানে প্রতিরাত্রে পুষ্প-শয্যা করিয়া রাখিতে হয়। অদ্যাবধি কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু কোনক্রমে বনমধ্যে থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তাহার প্রতি আঘাত হয়। পূর্ব্বকালে শ্যামানন্দ গোস্বামী† ঐ বনে ঝাড়ু দিতেন। দৈবাৎ এক দিবস শ্রীমতী জিউর নূপুর বনমধ্যে পাইয়াছিলেন। এজন্য শ্রীমতী শ্যামানন্দের কপালদেশে নূপুরচিহ্ন দিলেন। তজ্জন্য শ্যামানন্দ-পরিবারের নূপুরাকৃতি তিলক অদ্যাবধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়।

* হরিদাস—বৈষ্ণবগ্রন্থে বহুস্থলে বহু হরিদাসের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের প্রবর্ত্তক হরিদাস—হরিদাস স্বামী নামে বিখ্যাত। ইহার দুই ভ্রাতার বংশধরগণ বৃন্দাবনে বিহারীজির নামে উৎসৃষ্ট সুবৃহৎ মন্দিরের রক্ষক ও সেবাইত। ভক্তসিন্ধুতে লিখিত আছে,—ইঁহার পিতার নাম আশধীর। ১৪৪১ সম্বতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ইঁহার জন্ম হয়।

† শ্যামানন্দ গোস্বামী—ইনি গোপসন্তান। শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যায় যে প্রেম-ভক্তির অমোঘ বীজ বপন করিয়াছিলেন, শ্যামানন্দের যত্নে সেই বীজ মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহার প্রেম-ভক্তির প্রভাবে রাজা মহারাজগণ পর্য্যন্ত ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতেন।

মন্দিরমধ্যে পুষ্প-শয্যা করিয়া ঐ ঘর দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া চাবি আপনার নিকট রাখিয়া প্রাতে ঘর খুলিয়া দেখিলে ঐ পুষ্প-শয্যা মলিন হইয়া শয়নের চিহ্ন বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। ঐ বনে ললিতাকুণ্ড আছে, অষ্ট সখীর কুঞ্জ আছে। অতি চমৎকার সুরক্ষিত মনোরম স্থান।

লোটনবন—নিকুঞ্জবনের সম্মুখবর্ত্তী, এই বনে গোষ্ঠলীলাতে বেলা দুই প্রহর সময়ে বনের সুশীতল ছায়াতে লুটিতেন অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ গোপালগণ লইয়া গড়াগড়ি দিতেন।

বনখণ্ডেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবনের আদি মহাদেব। কেশপীঠের ভৈরব, পুরাণ সহরে স্থিতি।

চারি বট

বংশীবট শ্রীবৃন্দাবনে। রাসস্থলী অক্ষয়বট রামঘাটের* নিকট। ভাণ্ডীরবট† এই স্থানে শ্রীদাম-গোপালের শ্রীদামের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এ স্থলে এক কূপ আছে। ঐ কূপের জলে সকল দেবতার আবির্ভাব আছে। অতি সুমিষ্ট-জল। ঐ কূপে স্নান-পান করিতে হয়। সকল তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। ভাণ্ডীরবন

ভাণ্ডীর

গোষ্ঠলীলাতে গোপালগণের দৌড়াদৌড়ির খেলায় প্রতিজ্ঞা হইত। যে ব্যক্তি খেলাতে হারিবে, বংশীবট হইতে ভাণ্ডীরবট পর্য্যন্ত জয়ী ব্যক্তিকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, এইরূপ খেলা হইত। এই বন শ্রীদামের বিহার

* ব্রজ-পরিক্রমা, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ব্রজ-পরিক্রমা, ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্থান। এক্ষণে শ্রীঅভিরাম*—কৃষ্ণনগরের পাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা, বস্ত্রহরণলীলা মেড় মধ্যে। কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ, মূলে গোপীগণ গোবৎসগণ, নিম্নে যমুনা। এইরূপে গোপীনাথের প্রতিমূর্ত্তি ঐ পাটে আছে। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীনাথজিউর বাটীর দক্ষিণে অভিরামের প্রতিমূর্ত্তি আছে। করোড়ির গোস্বামীদিগের সেবা। এই স্থলে যে মালিনীর মূর্ত্তি আছে দ্বিভুজা। এই ভাণ্ডীরবট অভিরাম গোপালের কিন্তু অভিরামের গদিয়ান গোস্বামীরা মনোযোগী না হওয়াতে শ্রীদামগোপালের সেবা যে ব্যক্তি করিতেছে, সেই ব্যক্তি দখল করিতেছে।

জাবট†—নন্দগ্রামের উত্তর দুই ক্রোশ। এস্থলে আয়ান ঘোষের বাটী। যথায় ঐ বাটী ছিল, তাহার উপরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সেবা আছে। জাবট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোধন লইয়া গোচারণে যাইতেন। শ্রীমতী অট্টালিকার উপর থাকিতেন। উভয় চক্ষু মিলন হইয়া সঙ্কেত হইত। এজন্ত ঐ বটের নাম সঙ্কেতবট। ঐ বটের মূলে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের বেশে ত্রিভঙ্গভঙ্গীর ঠামে দাণ্ডাইতেন। অদ্যাবধি বৃক্ষে হেলনের পিঠের এবং চূড়ার চিহ্ন আছে। শ্রীরাধা যে স্থলে মান করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই বন ঐ বনমধ্যে। অতি নির্জ্জন মনোহর স্থান।

* অভিরাম ঠাকুর—গৌরলীলায় শ্রীদামের অবতার বলিয়া সম্মানিত, খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার পাট বিদ্যমান।

† ব্রজ-পরিক্রমা, ৩১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ব্রজভূমে চারিদেব

বলদেব, হরদেব, কেশবদেব, গোবিন্দদেব

বলদেব—গোকুলের পূর্ব্ব তিন ক্রোশ। এই স্থানে বলদেবের বজ্রস্থাপিত মূর্ত্তি আছে। বলদেবকুণ্ড আছে। চতুষ্পার্শ্বে সান-বান্ধা ঘাট। পূজারিদিগের বাস, বাজার আছে। থাকিবার স্থান ধর্ম্মশালার ন্যায়। বলদেবজির বাটী আছে। মাখন, মিছরি, ভোগে বড় সন্তোষ। সত্যযুগের রেবতীঠাকুরাণী সম্মুখে আছেন। পূজারি ব্রজবাসীদিগের ধনাকাঙ্ক্ষা অতিশয়।

হরদেব—গোবর্দ্ধনে ছিলেন। তথা হইতে রাজধানীতে লইয়া গিয়াছে। ঐ স্থান বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্ব ১৲ এক শত ক্রোশ। যৎকালে বাদসাহের দৌরাত্মে গোবিন্দ-গোপীনাথ জয়পুর গমন করেন, তৎকালে হরদেব ঠাকুরেরও রাজধানীতে গমন।

কেশবদেব*—মথুরায় আছেন।

* এই কেশবদেবের নামানুসারে মথুরায় কেশবপুর বা কেশোপুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণপুর বা কেশবপুর স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতেও কেশবপুরের খ্যাতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মথুরা-প্রসঙ্গে ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় যে সকল তীর্থ ও দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কএকটী দেব ও তীর্থ উল্লেখযোগ্য বলিয়া সংক্ষিপ্ত-বিবরণ প্রদত্ত হইল—

গোকর্ণেশ্বর—সরস্বতী-সঙ্গমের সেতুর নিকটবর্ত্তী কৈলাসপর্ব্বতে গোকর্ণেশ্বর তীর্থ এবং ঐ সেতুর নিম্নদেশে গার্গী ও শার্গী তীর্থ। প্রবাদ, গোকর্ণ অষ্ট বীতরাগের মধ্যে একজন। ইনি মহাদেবের অবতার এবং তাঁহার গার্গী ও শার্গী নাম্নী পত্নীদ্বয় গৌরীর অংশাবতার মাত্র।

গোবিন্দদেব—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। গোপীনাথ গঠন করিয়া তাঁহার মাতাকে দেখাইলেন যে, পিতামহের স্বরূপ হইয়াছে কি না? তিনি দেখিয়া কহিলেন, "বক্ষঃস্থল হইয়াছে।" পরে মদনমোহন গড়িয়া দেখাইতে "পদ হইয়াছে" কহিলেন। পরে গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে গোবিন্দদেবকে দর্শন

ভূতেশ্বর—দেবদেবী দর্শন মানসে দক্ষিণকোটিতে আগমনপূর্ব্বক স্নান, পিতৃতর্পণ ও দেবনমস্কার করিয়া ইক্ষুবাসাদেবী প্রভৃতি দর্শনান্তর ক্ষেত্রপাল দর্শনান্তে ভূতেশ্বর শিব (জামালপুর সন্নিকটস্থ কঙ্কালী বা জৈনটীলার অদূরস্থ কাটরার নিকটে ভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির) দর্শন করিতে হয়। এই শিব দর্শন না করিলে মথুরা-পরিক্রম সফল হয় না। সেখানে কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধ, বালহ্রদ ও কুক্কুট-ক্রীড়ন নামক কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি আছে, এই সকল দর্শন করিলে অপর কোন পাপ থাকে না। এখানে কৃষ্ণ-পূজিত সুগন্ধিভূষিত কয়েকটি সমুচ্চ স্তম্ভ আছে। প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এই স্তম্ভের পূজা করিলে সকল পাপ দূর হয়। এখান হইতে মুক্তিপ্রদ নারায়ণ স্থানে যাইতে হয়। বসুদেব দেবকীর গর্ভরক্ষার কারণ এস্থলে একান্তে শয়ন করিয়া থাকিতেন। এই স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাক্রমে বিঘ্নবিনায়ক এবং কৃষ্ণপালিতা কুব্জিকা ও বামনা নাম্নী ব্রাহ্মণী দর্শন করিয়া গর্ত্তেশ্বর শিব, মহাসিদ্ধেশ্বরীদেবী ও প্রভামল্লী দর্শন করিবে। উক্ত শিব দর্শন করিলে তীর্থযাত্রা-ফল সিদ্ধ হইবে। এখানে কৃষ্ণ-বলরাম গোপগণের সহিত কংসবধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেজন্য এস্থান সংকেতক নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে সংকেতকেশ্বরী ও স্বচ্ছ-সলিল সংকেতকুণ্ড আছে। তৎপর সর্ব্বপাপহর গোকর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। পরে সরস্বতী নদী দেখিয়া বিঘ্নরাজ গণেশ ও গঙ্গা দর্শনান্তর রুদ্র-মহালয় ও ক্ষেত্রপ দেখিয়া উত্তরকোটি অভিমুখে যাত্রা করিতে হয়।

গার্গ্যতীর্থ—উত্তরকোটি অভিমুখে যাত্রা করিয়া যমুনার জলে মহাতীর্থে গিয়া স্নান ও পিতৃতর্পণ করিতে হয়। তৎপরে গার্গ্যতীর্থ, ভদ্রেশ্বর, মহাতীর্থ ও সোমতীর্থে স্নান করিয়া সোমেশ্বর দেখিতে হয়। (বরাহপু° মথুরামা°)

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানিয়া মস্তকে কাপড় দিয়া লজ্জিতা হইলেন। তখন বজ্র জানিলেন যে, পিতামহের এইরূপ রূপ ছিল। যে তিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত করিয়া সেবাদি করিতেন। পরে যুগভ্রষ্ট হইলে পর, দ্বাপরের সকল লীলা সম্বরণ করিলে পর, কলির প্রথম সময়ের ব্যক্তিগণ গতায়ু হইলে শ্রীবৃন্দাবন বনভূমিতে পরিণত হইয়া সমস্ত লীলাস্থানের চিহ্ন অদৃশ্য হয়। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি মূর্ত্তিসকল মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া রহিলেন, কেহ কিছু জানিতে পারিত না। কেবল মথুরানগরে চৌবেদিগের বসতি ছিল। বৃন্দাবনের বন মধ্যে ময়ূর এবং বানরগণ বাস করিত, আর কিছুই ছিল না। যৎকালে শ্রীরূপগোস্বামী* ভজনার্থে বনবাসী হন, এই বৃন্দাবন নিবিড় বন বিবেচনা করিয়া বসিয়া সাধন করেন। ঐ স্থানে রামপুরা হইতে এক ব্রজবাসীর একটি গাভী প্রতি দিবস আসিয়া ঐ বনমধ্যে মৃত্তিকার ভিতর হইতে গোবিন্দদেব উঠিলে তাঁহাকে দুগ্ধ দিত, একথা কেহ জানিত না। ব্রজবাসী আপন গাভী-দোহনকালে দুগ্ধ পায় না। এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইলে ব্রজবাসী বিবেচনা করিল যে, গাভী বনে চরিতে যায়, তথায় কিরূপে দুগ্ধ অপহৃত হয়, তাহার তদন্ত করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া যৎকালে গাভী বনমধ্যে প্রবেশ করিল, ব্রজবাসীও গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনের বনমধ্যে তমালবৃক্ষের তলে ঐ গাভী শয়ন করিল। কিছুকাল পরে গাভী পুনরায় উঠাতে ব্রজবাসী দেখিল, যে গাভী দুগ্ধভারে ভারাম্বিত স্তন ছিল, সে সকল শুষ্ক হইয়া ক্ষীরস্রাব হইতেছে।

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিয়া ঐ তমালতলে আসিয়া দেখিল যে, এক সুড়ঙ্গ আছে। উহা দেখিয়া ঐ দিবস গাভী লইয়া বাটী গমন করিল। পরদিবস আসিয়া ঐ সুড়ঙ্গ খনন করাতে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি বাহির হইল। উত্তম দেবমূর্ত্তি দেখিয়া ঐ তমালবৃক্ষের মূলে বসাইয়া সামান্যমত পূজাদি কেহ কখন করিত। এইরূপ কিছুদিন বৃক্ষমূলে থাকিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বপ্নাবেশে কহিলেন, "তুমি তপস্যাজন্য আসিয়াছ। আমাকে ব্রজবাসীরা যোগ-পীঠ হইতে প্রকট করিয়া তমালমূলে স্থাপিত করিয়াছে। তুমি ব্রজবাসীদিগের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া সেবা কর—সিদ্ধি হইবে।" এইরূপ স্বপ্নাবেশে দেখিতে পাইয়া পরদিবস ব্রজবাসীর নিকট গোবিন্দদেবকে যাচ্ঞা করিতে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ৺গোবিন্দদেবের সেবাতে নিযুক্ত হইলে পরে ক্রমে সনাতন গোস্বামী* ভজনার্থে আসিয়া মদনমোহনকে মথুরার চৌবেদিগের বাটী হইতে মানবদেহে আনয়ন করেন। বহু-দিবস পরে মধু পণ্ডিত গোস্বামী গোপীনাথের† প্রকট করেন। পরে ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভু বৃন্দাবন পরিক্রম করিয়া যাইলে পর সাঙ্গোপাঙ্গ ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মোহন্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ

* ৮৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ভক্তিরত্নাকরের ২য় তরঙ্গে লিখিত আছে,—

"বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন দয়া করি।
শ্রীমধু পণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥"

আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর* ভজন-স্থানে সকল গোস্বামীর বৈঠক হইয়া শাস্ত্রালাপ এবং ভক্তি-শাস্ত্র বিচার হইয়া ঐ স্থানে গৃহারম্ভাদি হইল। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে মানসিংহ† রাজাগুজ্ঞাতে বাঙ্গালাদেশ জয় করণাভিলাষে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া এদেশে তিনবার আগমন করেন। কিন্তু জয়লাভে কৃতকার্য্য হয়েন না। পরে শ্রীগোবিন্দ-দেবকে দর্শন করিয়া মনন করিলেন, যদি বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া আসিতে পারি, তবে মন্দির তৈয়ার করিয়া দিব। এই মনন করিয়া বাঙ্গালা-প্রদেশ জয় করিয়া আসিয়া শ্রী৺গোবিন্দ-দেবজিউর মন্দির উত্তমরূপ নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ ও উচ্চ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রস্তরের মন্দিরে ভালমত খোদিত কর্ম্ম ছিল, নাটমন্দির অতি উত্তম নির্ম্মিত ছিল। এতাদৃশ ক্ষোদিত-কর্ম্মযুক্ত নাটমন্দির কোথাও ছিল না। ইহার বর্ণনা কিছু করিতে পারি না। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ন্যায় ঐ মন্দির কোথাও ছিল না। ঐ মন্দিরে বহুকাল গোবিন্দদেব ছিলেন। পরে দিল্লীর বাদসাহ এক দিবস আপন শয়নাগারের উপর হইতে ঐ মন্দিরের উপর যে আলো ছিল, তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল। পারিষদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ আলো এত উচ্চ কোথা হইতে দেখা যায়?" তাঁহারা কহিলেন "বৃন্দাবনের দেবালয়ের আলো।" তৎক্ষণাৎ মন্দির ভাঙ্গিবার অনুমতি

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† মানসিংহ—গোবিন্দজীর মন্দিরে একখানি অস্পষ্ট খোদিত শিলা-ফলক আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, অকবর শাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে শ্রীরূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে অকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহারাধিরাজ মানসিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হইল। তথায় যে সমস্ত হিন্দু লোক ছিল তাহারা সংবাদ পাইবা-মাত্র বৃন্দাবনে সংবাদ করিল। ঐ সংবাদে দেবমূর্ত্তি সকল স্থানান্তরিত করিল। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন জয়পুরে রাজা সওয়ায় জয়সিংহ* লইয়া গেলেন। গোবিন্দ গোপীনাথ জয়পুরে রহিলেন। মদনমোহন করোড়ির† রাজাকে দিলেন। আর আর অনেক দেবমূর্ত্তি তৎকালে জয়পুরে যান। এখানে বাদসাহের হুকুমে মন্দিরের চূড়া সকল, তিন মন্দির ভগ্ন করিলে পর, ম্লেচ্ছদিগের প্রতাপের কিছু

* জয়সিংহ—(সবাই) জয়পুরের বিখ্যাত অধিপতি এবং ভারতের একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি অম্বররাজ মীর্জা জয়সিংহের পৌত্র এবং বিষ্ণু-সিংহের পুত্র। জয়সিংহ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৭৫৫ সংবতে (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ জয়সিংহ মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক "সবাই" অর্থাৎ অপর সকল রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত হন। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসীধামে, বহু অর্থব্যয়ে বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণোপযোগী জ্যোতিষিক-যন্ত্র সকল স্থাপন করেন। পঞ্জিকা-সংস্কার তাঁহার আর একটী কীর্ত্তি।

অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে শ্রীবৃন্দাবনের মদনমোহন বিগ্রহ জয়সিংহ কর্ত্তৃক জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। জয়পুরেও গোবিন্দজীর মন্দির আছে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সবাই জয়সিংহ পরলোক গমন করেন।

† করোড়ির রাজা—করৌলির রাজা হইবে। জয়পুরাধিপতি সবাই জয়সিংহ তাঁহার শ্যালক করৌলিরাজ গোপালসিংহকে মদনমোহনের বিগ্রহ প্রদান করেন। রাজা গোপালসিংহ নিজ রাজধানীতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহনের জন্য সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

খর্ব্ব হইলে পুনর্ব্বার গোস্বামীরা শ্রীবৃন্দাবনধামে আপন আপন গদিতে পুরাণ মন্দির ত্যাগ করিয়া এক এক ঘর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিন দেবস্বরূপ তিনমূর্ত্তি তিন স্থানে প্রকাশ করেন। গোস্বামীদিগের আসন, গদি, বজ্রকৃত তিন বিগ্রহের নিকট জয়পুর-কড়োরিতে রহিল। পরে বহুদিন গতে সন ১২(?) সালে বড়ু নিবাসী দেওয়ান নন্দকুমার বসু‡ তিন স্থানে তিন দালান করিয়া দেওয়াতে তাহাতে বিরাজমান আছেন। গোবিন্দদেবের পুরাণমন্দিরের দক্ষিণে যোগপীঠ। ঐ

গোবিন্দদেবের বর্ত্তমান মন্দির

‡ দেওয়ান নন্দকুমার বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত বড়ু গ্রাম নিবাসী রামচরণ বসুর পুত্র। রামচরণ বসু কাসিমবাজারের কান্তবাবুর জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। নন্দকুমারও প্রথমে মণ্ডলঘাটে কোম্পানীর আড়ঙের গোমস্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে কাসিমবাজারের রেশম কুঠির দেওয়ানী পাইয়াছিলেন। টমাস-ব্রাউন যখন ঘাটনার অধ্যক্ষ (Commercial Resident), তিনি নন্দকুমারকে আনাইয়া আপনার দেওয়ান করিয়াছিলেন। এখানে নন্দকুমারের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় সেখানকার কুঠির আয় ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার হইয়াছিল। তজ্জন্য ব্রাউন সাহেবের অনুরোধে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট তাঁহাকে ৫০০০৲ টাকা পারিতোষিক করিয়াছিলেন "as a public mark of the approbation of the Government of his conduct."। পরে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার গবর্মেণ্ট কাস্টমহাউসের দেওয়ানীপদ দিয়াছিলেন। তাঁহারই ব্যয়ে বৃন্দাবনে মদনমোহন, গোবিন্দজী ও গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন নিজ জন্মস্থান বড়ু গ্রামে ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের জন্য একটী অতি সুন্দর প্রস্তর-মন্দির ও তাঁহার দেবসেবার জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া যান। বৃন্দাবনে তিনি স্বতন্ত্র কুঞ্জবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথায় সন ১২৪১ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তাঁহার বংশধরগণ বড়ু ও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

মন্দিরের মধ্যে এক্ষণে গিরিধারী বিদ্যমান। তাই চৈতন্য ও জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা তিন মূর্ত্তি। এই সকল দেবসেবা একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ করিতেছে। গোবিন্দদেব শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান দেব। বাঙ্গালীব্রাহ্মণ বৈষ্ণবসেবার টহলে আছে। বাঙ্গালী যাত্রী দ্বারায় যে টাকা ভেট হয়, তাহাতে দেবালয়ের উত্তমরূপে খরচাদি হয়। অগ্রে গোবিন্দদেবের ভেট না হইলে গোপীনাথ কি মদনমোহনের মন্দিরে ভেট হইতে পারে না। সাত দেবালয়ে আপন আপন জায়গায় বেওয়ারিশ ব্যক্তি মরিলে তাহাদের ফৌতি মালপত্রাদি পাওয়া যায়। যদি বেওয়ারিশ ব্যক্তির বৃন্দাবনযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃত্যু হয়, তবে তাহার সকল বিষয় গোবিন্দজির ভাণ্ডারের দাখিল হইবে। কিন্তু দেবালয়ের প্রথানুসারে ঐ ব্যক্তির যেমত বিষয় ভাণ্ডারে দাখিল হয়, তাহার কিয়দংশমহোৎসব ইত্যাদিতে খরচ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া দেয়। এই সকল দেবালয়ের যে সব দেবোত্তর স্থান ও বাটী আছে, তাহাতে বাস করিলে ভেটনামা হয়। যত টাকা দেবালয়ওয়ালা লয়, তাহা ইচ্ছায় উঠিয়া গেলে ফেরত দেয় না। যদি উঠাইয়া দেয় তবে দেয়। পারস* বন্ধন যে কেহ করে, ১৫০ টাকার কম হয় না। যতদিন থাকিবে খাইতে পারে, লোকান্তর হইলে ঐ টাকা দেব-ভাণ্ডারে দাখিল হইবে। দেবালয়ে একজন কামদার, এক ফৌজদার, এক ছড়িদার একজন কি দুই জন ভাণ্ডারী, একজন সরকার, এতদ্ভিন্ন পূজারি, রসুয়ে, দ্বারসেবক ইত্যাদি অন্য অন্য টহলিয়া আছে। যাত্রীদিগের ভেট এবং বেওয়ারিশ ফৌতিমালের ওদারক ফৌজদার ছড়িদারের কর্ম্ম। তহবিল আমদানী

* ৬৮ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এবং গহনা পোষাক এলবাস ইত্যাদি ভোগের দ্রব্য ও প্রসাদ দেওয়া সকল ভাণ্ডারীর জিম্মা। হুকুম কামদারের – লিখিত পড়িত সরকারের। এই মত দেবালয়ের বন্ধান কর্ম্ম সকল আছে।

পুরাণ মন্দিরের দক্ষিণ গোবিন্দজির যোগপীঠ। এই স্থানে এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে, ঐ দ্বারে চাবি দেওয়া থাকে। পুরাতন মন্দিরে যে ব্রাহ্মণ সেবাতি আছে, তাহার জিম্মায় চাবি থাকে। যোগপীঠ দর্শনার্থে গমন করিলে প্রতি মনুষ্য এক পয়সার কম নহে, ব্যক্তিবিশেষে বিবেচনা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, নচেৎ দর্শন হয় না। ঐ যোগপীঠ প্রায় চারি হস্ত মৃত্তিকার নীচে। পদচিহ্ন আছে এইমাত্র।

যোগপীঠ

যাত্রীদিগের ভেট, যাহা গোবিন্দদেবজির নিকট হইবে, তদ্রূপ গোপীনাথ, মদনমোহনজিউর ভেট। ব্রজবাসী, কুণ্ডবাসী এবং গুরু স্থানে ঐ ভেটের সমান ভেট। আর যে গোস্বামীদিগের সিদ্ধসেবা চারি স্থানে আছে—গোপালভট্টের সেবা ৺রাধারমণ, শ্রীজীব-গোস্বামীর সেবা ৺রাধা-দামোদর, শ্যামানন্দ গোস্বামীর সেবা ৺শ্যামসুন্দর, লোকনাথ গোস্বামীর* সেবা ৺গোকুলানন্দ। দাসগোস্বামীর† সেবা গিরিধারী এবং যাহাতে বৃন্দা দূতীর চিহ্ন আছে, এই দুই সেবা এক মন্দিরে। সাত দেবালয়ের মধ্যে এই চারি। ইহাতে যাহার যাহা ইচ্ছা হয়

ভেট

* লোকনাথ গোস্বামী—ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

† দাস গোস্বামী—রঘুনাথ দাস গোস্বামী "দাস গোস্বামী" নামে সুবিখ্যাত। ইনি কায়স্থ-সন্তান হইলেও ছয় গোস্বামীর অন্যতম।

তাহা দেওয়া। এসকল দেবালয়ে দর্শনের নিবারণ নাই। গুরুভেট অর্থাৎ গোস্বামী সম্প্রদায়ের যে যে পরিবার তাহার সেই গুরুকুণ্ডে ভেট হয়।সকল পরিবারের গোস্বামী-সম্প্রদায় ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য যাহারা, তাহাদিগের গুরুভেট পুর্ণমাসীর মন্দিরে। গোপেশ্বরের পূজা-ভেট ইচ্ছাধীন। সকল উপাসকের পূর্ণমাসীর পূজাদি তদ্রূপ। পূর্ণমাসীর মন্দির নিকুঞ্জবনের নিকট। তাহার যে বাড়ী তাহাতে এক বৈষ্ণব আছে, ভেট-পূজাদ্বারায় সেবাদি চলিতেছে।

যাত্রীগণ আসিয়া যমুনাপূজাতে ষোড়শোপচারে পূজা এবং অলঙ্কারাদি যাহার যে শক্তিমতে দিবেক, কিম্বা পঞ্চোপচারে পূজা যাহা করিবে, যাহার যে ব্রজবাসী পুরোহিতস্বরূপ হইবেন, তিনি তাহা পাইবেন এবং ঐ ব্রজবাসীর পা-পূজা করিতে হইবে। সর্ব্বত্র দর্শনাদি ব্রজবাসী করাইবেন।

বৃন্দাদেবীর পূজা-ভোগে যাহা যাত্রীগণ দিবে, তাহা কুঞ্জবাসী পাইবে। যে কেহ বাটী ভাড়া করিয়া থাকিবে, তাহার উপর ভেট কি বৃন্দাদেবীর পূজার কিছু এলাকা নাই।

দেবালয়ে দুই টাকার কম যে ব্যক্তি ভেট করে, সে ব্যক্তি শিরোপা বস্ত্র দেবালয়ে পায় না। দুই টাকা ভেট দিলে লালরঙ্গের উপেন্না অর্থাৎ চারি হাত কাচাবস্ত্র, তিন টাকা দিলে হরিদ্রারঙ্গের ঐ বস্ত্র, কিছু বিশেষ চারি টাকার উপর ভেট করিলে মলমলের গোটা দেওয়া পাঁচ হাতি চাদর, অধিক ভেট দিলে কিছু বিশেষ বিবেচনা প্রসাদে এবং শিরোপাতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের দেবালয়ের ভেট না হইলে দর্শনের ব্যাঘাত করে কেবল বাঙ্গালিযাত্রীর প্রতি। নচেৎ অন্যদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি আপত্তি নাই। তাহারা ইচ্ছাধীন যাহা দেয়, তাহাই লইতে হয়।

তাহাদিগের দান অধিক এ পক্ষে নাই। দু'আনা, চারি আনা অধিকন্তু রাজারাজড়া হইলে এক টাকা, সামান্য ব্যক্তিগণ চারি পাঁচ জনায় এক পয়সা, কি কিছু ফল, কি ফুল ইহা ভিন্ন নয়। 'তবে যদি কাহার প্রেম জন্মে, আপন ইচ্ছাতে অনেক দেয়।

ব্রজবাসীদিগের প্রেম অতিশয়, কৃষ্ণ বলদেব, রাধারাণী—রাজরাণী, আর 'যমুনা মাই কি জয়' ইহাই জানে। 'দেও পয়সা' একথা বাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজিউ—

সনাতন গোস্বামী যৎকালে শ্রীবৃন্দাবনে পদ্মন্দনঘাটের উপর টীলাতে ভর্জন করিতেন, মথুরার চৌবেদিগের ঘর হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আহারাদি করিতেন। ওথানে মথুরাতে মদনমোহন মানবদেহ ধারণ করিয়া ঐ চৌবেদিগের বালকের সমভ্যারে. মদনা নামক বালক হইয়া খেলা করা এবং দৌরাত্ম্য করিয়া সকল বালকের রুটী ক্ষীর সর বলপূর্ব্বক লইয়া আহার করা এবং সকলের বাটীতে দৌরাত্ম্য করা, কাহার গাভীর বৎস ছাড়িয়া দিয়া দুগ্ধ বৎসকে পান করান, কাহারও গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করা, এইমত সকলকে বিরক্ত করাতে সকলে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া যৎকালে ঐ সনাতন গোস্বামী ভিক্ষার্থ গিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া কহিল, বাবাজি, এই মদনাকে লইয়া যাও। তৎকালে গোস্বামী দেখিলেন যে, এ বালক সামান্য নহে। স্বয়ং ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়া মধুপুরে আছেন। এই বিবেচনা করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, দ্বিভুজ মুরলীধারী কপটবেশে আছেন। চৌবেদিগের

মদনমোহন

কথাক্রমে লইয়া আসিবার স্বীকার করিয়া বালকের হস্ত ধরিবা-মাত্র অন্তর্ধান হইলেন। সনাতন গোস্বামী অনাহারে সেই স্থানে রহিলেন। পরে গোস্বামীকে দৈববাণী হইল যে, আমার মূর্ত্তি এই মৃত্তিকার ভিতর আছে, তুমি উঠাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাখিয়া সেবাদি কর। ঐ মদনমোহনের যোগপীঠ মথুরাতে। গোস্বামী আনিয়া যমুনার তীরে পস্কন্দনঘাটের উপর টীলাতে পত্রের কুটীর করিয়া তন্মধ্যে স্থাপিত করেন। অলবণ শাক আর চুটকি ভিক্ষার আটার রাঙ্গা কড়ি করিয়া ভোগ দিতেন। তাহাতে এক দিন কহিয়াছিলেন যে, সনাতন, আমি অলবণ খাইতে পারি না, শাকে কিছু লবণ দিও। তাঁহাতে গোস্বামী কহিলেন, তুমি রাজপুত্র বলিতে পার। আজ লবণ চাহিলে, কালি ক্ষীর সর চাহিবে, আমি ফকির মানুষ কোথায় পাইব? তোমার ইচ্ছা হয় এই অলবণ শাক আহার কর, নচেৎ আমা হইতে আর কিছু হইবে না। এই কথা কহিতে সনাতনের প্রেমে বদ্ধ হইয়া অলবণ শাক ভোজন স্বীকার করিতে হইল। পরে গোস্বামী কহিলেন, যদি ভাল ভোজনের ইচ্ছা হয়, আপন সেবক করিয়া আন।

লীলাস্থান-প্রকাশ

গোস্বামী সর্ব্বদা ভজনে মগ্ন এবং শ্রীবৃন্দাবনের সকল লীলা-স্থান নিবিড় বন হইয়া চিহ্ন না থাকার জন্য তাহার উদ্ধার এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা-বর্ণন, গৌর-লীলার গ্রন্থাদি করণ, এইরূপে বৈষ্ণবগণ লইয়া সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র আলাপ করেন। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে পর এক সময় ... ... দেশের এক মহাজনের বাণিজ্যের দ্রব্যসমেত জাহাজ যমুনা-মধ্যে এমন বিপাকে পড়িল যে, কোনক্রমে রক্ষা পাইবার হেতু ছিল না। মহাজন অতিশয়

বিব্রত হইয়া সকল লোককে কহিতে লাগিল যে, ভাই, আমার এই জাহাজ রক্ষা পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা? ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ কেহ কহিল, ঐ যে টীলার উপরে এক বৃদ্ধ বাবাজি আছেন, বড় ভজনানন্দ এবং বাক্‌সিদ্ধ। যদি তেঁহ তোমাকে কৃপা করেন, তবে তুমি এ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া আপন দ্রব্যাদি জাহাজসমেত রক্ষা করিতে পার। শেঠ অর্থাৎ সওদাগর ঐ কথা শুনিয়া গোস্বামীর নিকট যাইয়া আপন বিপদবৃত্তান্ত সকল কহিল। তাহা শ্রুত হইয়া গোস্বামী কহিলেন, ঐ কুটীর মধ্যে যে বালক আছেন, তাঁহার নিকট কহিলে উপায় করিয়া দিবেন। সওদাগর কুটীর মধ্যে মদনমোহনজিউর মূর্ত্তি দেখিয়া কহিল, ঠাকুর, যদি আমার জাহাজ উদ্ধার হয়, তবে তোমার উত্তমরূপ মন্দির করিয়া দিব। এই কথা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বারম্বার কহাতে ঐ সওদাগরের সকল বিপদ খণ্ডন হইয়া পূর্ব্বমত জাহাজ চলিতে লাগিল। সওদাগর আনন্দচিত্ত হইয়া শ্রী৺জিউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিবার সূত্রপাত করিয়া প্রস্তরাদি আনাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্বদেশে গমন করিল। ঐ সকল বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ হইল। মুলতান-দেশস্থ তাবৎ মনুষ্য ঐ সওদাগরের বাচনিক সকল কথা শুনিয়া সকলে গোস্বামীজির চেলা হইল। প্রথমে ঐ সওদাগর-দত্ত মন্দিরে ছিলেন, পরে বাদসাহের দৌরাত্ম্য-সময়ে যৎকালে মন্দির ভাঙ্গিবার হুকুম হয়, তৎকালে জয়পুর হইয়া করোড়ির রাজার নিকট যান। যৎকালে গোস্বামীরা বৃন্দাবনে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করেন, নূতন দালান করিয়া তাহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্দ্ধ নিবাসী নন্দকুমার বসু-দত্ত মন্দিরে বিরাজমান আছেন। বজ্রকৃত মূর্ত্তি

করোড়িতে আছে। তথায় গদির চেলা গোস্বামীদিগের গদি আছে। এখানে কামদার, সরকার, ফৌজদার, ছড়িদার, ভাণ্ডারি-দ্বারা কর্ম্মনির্ব্বাহ হয়।

ঐ পুরাণ মন্দিরের সম্মুখে আর এক মন্দির বঙ্গদেশীয় জনৈক মহাজন শ্রীমতীজিউর থাকিবার জন্য করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীমতী-জিউর ভোগ এবং দিবাতে বার ইত্যাদি হইত। রাত্রিযোগে একত্র মিলন হইত।

এক্ষণে ঐ পুরাণ মন্দিরে এক বৈরাগী গৌরাঙ্গপ্রভুর সেবা প্রকাশ করিয়াছে।

যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনার্থে গৌরহরি আসিয়াছিলেন, ঐ টীলামধ্যে বৈঠক করেন। সেই স্থানে সনাতন গোস্বামীর ভজনাগার হয়। এক্ষণে পদচিহ্ন স্থাপিত আছে। তথা হইতে যমুনা ও বেলবন দর্শন হয়। যমুনার

শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্ন

তীর পঙ্কন্দন ঘাট হইতে শ্রীমন্দির যে টীলা মধ্যে, তাহাতে উঠিতে ৬০ ষাটিটি প্রস্তরের সোপান আছে। ঘাট পূর্ব্বে ইষ্টক-প্রস্তরে বাঁধা ছিল। যমুনা প্রবলা হওয়াতে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে। ঐ ঘাটের দক্ষিণে সূর্য্যঘাট—প্রস্তরে বদ্ধ আছে। ঘাটের উপর শিব এবং হনুমানজি আছেন। পুরাণ মন্দিরের উত্তরে সনাতনেশ্বর শিব আছেন, পরে গোস্বামীজির সমাজ আছে। তথায় বৈষ্ণবগণের কুটীর আছে, আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উৎসব হয়। এই উৎসবে বহু সমারোহ হয়। ঐ দিবস যত বাঙ্গালী যাত্রী থাকেন, সকলে নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে ভেট দেন। অতি দুঃখী ব্যক্তি হইলেও দুই আনা ভেট না দিলে দর্শনে যাইতে পায় না। এই উৎসব রাধাকুণ্ডে, গোবর্দ্ধনে, শ্রীবৃন্দাবনে, তিন স্থানে হয়—তিন স্থানে সমাজ আছে।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউ—

মধু পণ্ডিত গোস্বামী জাহ্নবাজির আদেশক্রমে গৌড়দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোপীনাথের দর্শন না পাইয়া পুনর্ব্বার গৌড়দেশে যাইয়া আপন গুরুর নিকট অদর্শনের বৃত্তান্ত কহাতে পুনরাজ্ঞা হইল, তুমি পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন কর। অবশ্য পূর্ব্বমত বংশীধ্বনি এবং গোপীনাথের দর্শন পাইবে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরাগমন করিয়া বহু অন্বেষণ করিলেন, কোন ক্রমে দর্শন কি বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। তাহাতে মধু পণ্ডিত গোস্বামী বিবেচনা করিলেন, গুরুবাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমার পাপদেহ জন্য দর্শন-শ্রবণ হইল না। অতএব এ দেহ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ইহা মনোমধ্যে বিচার করিয়া ধীরসমীরের ঘাটে প্রাণ পরিত্যাগের উপক্রম করাতে গোপীনাথ দর্শন দেন এবং কহিলেন, আমার যোগপীঠ কেশীমর্দ্দন ঘাটের উপরে মৃত্তিকার ভিতর আছে। তথা হইতে আমাকে প্রকট করিয়া সেবাদি করহ। এই বাক্যে ঐ যোগপীঠ মধ্য হইতে প্রকট করিয়া সেবাদি করেন। বহুকালান্তে রাজা মানসিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাদসাহের দৌরাত্ম্যে মন্দির ভগ্নের অনুমতি প্রদত্ত হইলে জয়পুরের রাজা এই বিগ্রহ লইয়া যান। তৎকালের প্রকট হওয়া মূর্ত্তি কেহ কহেন জয়পুরে আছে, কেহ কহেন বৃন্দাবন হইতে কাম্যবনে* সকল দেবমূর্ত্তি রাখাতে গোপীনাথ কাম্যবনে রহিলেন,

* কাম্যবন—ব্রজ-পরিক্রমায় লিখিত আছে,—

"বৃন্দাবনের পশ্চিম হয় কাম্যবন।
আটাদশ ক্রোশ সেই বিচিত্র কানন।

প্রতিমূর্ত্তি জয়পুরে আছেন। গোস্বামীদিগের গদি জয়পুরে। যৎ-কালে সকল দেবের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়েরা স্থাপিত করেন এক প্রস্তর-ইষ্টকে দালান নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে স্থাপিত করেন। এক্ষণে বড়নিবাসী নন্দকুমার বসুর কৃত মন্দিরে বিরাজিত আছেন।

গোপীনাথজিউ প্রকট হইলে কিছু দিন পরে নিত্যানন্দের ঘরণী জাহ্নবাজি বৃন্দাবনধামে আসিয়া গোপীনাথের বামে রহিলেন, শ্রীমতীজি দক্ষিণে। এইরূপ এ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিতা আছেন।

নিত্যানন্দ-সন্তান যাঁহারা শ্রীধামে আইসেন, পূর্ব্বে মথুরায় পৌঁছিয়া সংবাদ পাঠাইলে যদি অধিক ব্যয় করিতে পারেন, তবে সাত দেবালয়ে নচেৎ তিন প্রধান দেবালয় হইতে কীর্ত্তনে সকলে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লইয়া আইসে। প্রথমে গোপীনাথের মন্দিরে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া পরে প্রথমে গোবিন্দজির ভেট প্রভু-সন্তানের ভেট মন্দিরে হয়। পরে মদনমোহন গোপীনাথের ভেট করিয়া গোপীনাথের বাটীতে যতদিন থাকিবেন, গোপীনাথের পায়স প্রসাদ পাইবেন। যদি ওথানে না থাকিয়া অন্যস্থানে বাস করেন, যাত্রা-উৎসবে নিমন্ত্রণ হইবে। যখন প্রসাদের ইচ্ছা হইবে, সংবাদ দিয়া লোক পাঠাইলে পাইবেন। ঘেরার বাহিরে দেবালয়ের সম্মুখে

সেই বনে কৃষ্ণচন্দ্র বহু লীলা কৈলা।
মুরলীর ধ্বনিতে পাষাণ দ্রবাইলা॥
কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন রহিল সে বনে।
অদ্যাপি পর্ব্বতে চিহ্ন দেখ বিদ্যমানে॥" (৩১১ পৃঃ)

প্রভৃতি কেহ প্রসাদ লইয়া আসিবে না। আর আর গোস্বামীদের দেবালয়েও ভেট করিতে হয়।

যদিস্যাৎ গোস্বামীদিগের শ্রীজিউর দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে যে দেবালয়ে ভোগ ইত্যাদির যত খরচ এবং শ্রীজিউদিগের বস্ত্র অর্থাৎ এক শুট পোষাক নূতন দিয়া আরতি করিতে হইবে। কিন্তু আর আর প্রভু-সন্তানেরা আইলে যে গদির সন্তান, সেই স্থানে তাঁহার থাকার নিয়ম সকল ঐ মত। তাহার প্রভেদ কিছু নাই।

গুরুভেট

যাত্রীদিগের গুরুপাটে যে ভেট হয়, জাহ্নবা-পরিবার, ঠাকুর রামাইয়ের পরিবার, এই তিন পরিবারের গুরুভেট. এবং যে সকল পরিবারের গুরু-কুঞ্জ শ্রীধামে নাই কি যাহার ঠিকানা হয় না, তাহাদের গুরুভেট জাহ্নবাজির নিকট হয়। কেশীঘাটে জাহ্নবাজীর ঘাট আছে। ঐ ঘাটের উত্তরে লছমী রাণীর কুঞ্জ এবং ঘাট আছে।

গোপীনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে মধুপণ্ডিত গোস্বামীর সমাজ-স্থান, তথায় অনেক বৈষ্ণবের কুটীর আছে। গোপীনাথের পুরাণ মন্দিরে এক্ষণে কোন সেবা নাই। গো সকলের খাদ্যদ্রব্য থাকে।

জাহ্নবাজির মহোৎসব—

জাহ্নবার মহোৎসব

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট শিলা ছিলেন। তেঁহ শ্রীরূপ গোস্বামীকে সেবার জন্য দেন। তেঁহ শ্রীজীব গোস্বামীকে সেবার্থে দেন। শ্রীজীবগোস্বামী ঐ শিলার সেবা করিতেন। তাহাতে গোস্বামীর বড় বড় ধনী মন্ত্রশিষ্য বিবেচনা করিতেন, আমরা ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া

ভজনার্থে বৈরাগী হইয়াছি, এ উত্তম উত্তম অলঙ্কারাদি কি করিব ? যদি যে সেবা করিতেছি মূর্ত্তিমান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরাইতাম। এইরূপ মানস জানিয়া রাত্রে স্বপ্নাবেশে কহিলেন, "আমার মূর্ত্তি ... ... করহ। আমি গোলাকৃতি নহি।" গোস্বামী রাত্রে উঠিয়া স্নানাদি করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, শালগ্রাম হইতে প্রকট হইয়াছেন। ঘাড়ে চিহ্ন আছে, ঐ রাধাদামোদরজি জয়পুরে।

শ্রীজীব গোস্বামীর সিদ্ধসেবা এই স্থানে। ছয় গোস্বামী—শ্রীরূপ-সনাতন*, ভট্ট রঘুনাথ†, শ্রীজীব‡, গোপালভট্ট¶ ও দাস রঘুনাথ§।

ছয় গোস্বামী

সর্ব্বদা একত্রে বসিয়া ভক্তিশাস্ত্রের বিচার করিয়া গ্রন্থাদির টীকা এবং অন্যান্য সকল গ্রন্থ রচনা করিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ-গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য, কিন্তু সকল গোস্বামীকে মান্যরূপে আলাপ করিতেন; পণ্ডিত এবং সাধক ছিলেন। বিচারে কেহ পরাজয় করিতে পারিত না। অতিশয় গুরুভক্তি ছিল, সর্ব্বদা গুরুর এবং রাধাদামোদরের সেবাতে কালহরণ করিতেন। যমুনার নিকট রাসমণ্ডপের পশ্চিম নিকুঞ্জবন, সেবাকুঞ্জ এবং পৌর্ণমাসীর (মন্দির) ঈশান (কোণে), এই স্থানে শ্রীমন্দির। দক্ষিণ দিকে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাজ,

* ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† ৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

¶ ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

§ ৮৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উত্তরদিকে রূপ গোস্বামীর সমাজ, তৎসম্মুখে ভক্তি-শাস্ত্রাদি গ্রন্থসকল, গোস্বামীর বৈঠকস্থান। এইস্থানে বসিয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রালাপ হইত। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইলে, জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত বিচারে জয় হইয়া জয়পত্রী পাইলে সর্ব্বত্র জয় হওয়া হয়। গোস্বামী এ কথার আদেশ জানিতে পারিয়া পণ্ডিতের স্থানে বিচারে পরাভব হইয়া তাঁহাকে জয়পত্র দিয়া আপনার হারি হওয়া স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ জয়পত্র পাইয়া আহ্লাদযুক্ত হইয়া গমন করিতেছেন, এমত কালে পথিমধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী যমুনাতে স্নানাদি করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি জন্য এত আহ্লাদিত হইয়া যাইতেছ। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বারংবার আত্ম-সম্মান করিয়া বিচারের কথা কহিয়া কহিলেন, "রূপ গোস্বামী আমার নিকট বিচারে পরাভব হইয়া জয়পত্র দিয়াছেন।" জীব গুরুর পরাভব শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "তাঁহার শিষ্য আমি, আমার সহিত বিচার করিয়া অগ্রে জয়ী হও, তবে শ্রীবৃন্দাবনের জয়পত্র লইয়া যাইবে।" এই কথাতে পথিমধ্যে দুই জনে বিচার আরম্ভ হইল। বাদানুবাদে পণ্ডিত পরাভব হইলেন। তখন শ্রীরূপ-গোস্বামীর লিখিত জয়পত্র ফেরত লইয়া প্রফুল্ল হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট আইলেন। গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত বিলম্ব কি জন্য হইল?" তাহাতে কহিলেন যে, "যে ব্রাহ্মণ বিচার করিয়া জয়পত্র লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়পত্র ফেরত আনিয়াছি।" এই কথা শ্রুত-মাত্র রূপগোস্বামী অগ্নিস্বরূপ প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন যে, "কি!

রূপ ও জীবগোস্বামীর সমাজ

রূপকর্ত্তৃক জীব-গোস্বামী বর্জ্জনের কারণ

ব্রাহ্মণকে পরাভব করিয়া আইলে? আমি কি বৃন্দাবনে জয়ী হইতে আসিয়াছি? আমার জয়ী হইবার প্রয়োজন কি? ভজন করিতে আসিয়াছি। তাহাতে ব্রাহ্মণের অপমান করা। ব্রাহ্মণ এই জয়পত্র দেখাইয়া আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। জীব! তুমি তাঁহাকে পরাভব করিয়া জয়পত্র লইয়াছ, ভাল কর নাই। তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণের পরাভব করিয়া আপনার মানবৃদ্ধি করা, ইহাতে তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার মুখ দর্শন করিব না।" এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী শুনিবামাত্র আর শ্রীবৃন্দাবনধামে না থাকা বিবেচনা করিলেন, যখন গুরু রুষ্ট হইলেন, তখন আর আমার এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীজীব গোস্বামী স্থানান্তরে গমন করিবেন, এই সংবাদ অপর গোস্বামিগণ ও ভক্তবৃন্দ শুনিয়া কোনক্রমে না যাওয়া হয়, তাহার অনেক চেষ্টা পাইলেন। যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামী সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ গোস্বামীদিগের যত গ্রন্থ তাহার মূল শ্রীজীব গোস্বামী। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া নন্দঘাটে এক কুটীর বান্ধিয়া ঐ কুটীর মধ্যে ভজনে থাকিলেন। দিনান্তে যমুনার জলে যমুনার মৃত্তিকা মিলাইয়া ভক্ষণ করেন, তাহার কারণ যখন ইষ্টদেব রুষ্ট হইয়া আমার মুখদর্শন করিবেন না কহিয়াছেন, তখন এ পাপদেহ রাখিবার ফল কি আছে? শ্রীগুরুগোবিন্দচরণ ভাবনা করিতে করিতে যদি এ দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ভজনে রহিলেন। এইরূপে বহুদিন গত হইল, এখানে একদিন গোস্বামীসকল একত্র হইয়া নানা শাস্ত্রালাপ হইতে এমত এক প্রশ্ন হইল যে, কেহ তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। তখন শ্রীরূপ গোস্বামী কহিলেন যে, "জীব কোথায়?

ইহার সিদ্ধান্ত জীব ভিন্ন কেহ করিতে পারিবে না।" তখন সকলে কহিলেন যে, "তুমি জীব গোস্বামীর প্রতি কোপ করিয়া মুখ দর্শন করিতে না চাওয়াতে তেঁহ নন্দঘাটে কুটীর মধ্যে সাধনে আছেন।" শ্রীরূপ গোস্বামী অনুমতি করিলেন, "এক্ষণে জীবকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" একথা শুনিয়া সকলে আহ্লাদিত হইয়া ভক্তজন মধ্যে জনৈক তৎক্ষণাৎ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাইয়া, এই কথা কহিয়া কহিল, "শীঘ্র গুরুদেব-নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে চল।" শ্রীজীব গোস্বামী শুনিলেন যে গুরুদেব রুষ্ট ছিলেন তুষ্ট হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মহানন্দে প্রফুল্ল হইয়া নন্দঘাট হইতে নন্দনন্দনরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, গুরুচরণ দর্শন করিয়া, উভয়ে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া, নেত্রজলে মস্তক ও পদে স্রোত বহিল। পরে পূর্ব্বমত একত্রে থাকিয়া কিছু দিন পরে শক ... ... শ্রাবণী শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হয়। যে তেঁতুল বৃক্ষের মূলে প্রথমে আসিয়া বৈসেন, তাহার সম্মুখে ভজন-কুটীর। তাহাতে গোস্বামীর কাষ্ঠপাদুকা, করঙ্গ, কৌপীন,(ও) বহির্ব্বাস ছিল, শ্রীজীব গোস্বামী এই সকল বস্তুপ্রাপ্ত হন। তেঁতুল বৃক্ষের নীচে ভট্ট গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ প্রতি দিবস পাঠ করিতেন, ছয় গোস্বামী একত্র হইয়া শ্রবণ করিতেন। বজ্রাসনের সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তেঁতুল গাছের নিম্নে গাছের পশ্চিমদিকে সমাজ-সম্মুখে যে কুটীরে ভজন করিতেন, তাহাতে গ্রন্থ সকল অদ্যাবধি জীবৎমান আছে। বৃহৎ বৃক্ষ কয়েকটি শাখাখণ্ড হইয়াছে। শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে ঐ স্থলে মহোৎসব হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবার যে গদির গোস্বামী আছেন, তাঁহারা উৎসব করেন। আর আর গোস্বামীদিগের গদির দেবালয় হইতে রীতিমত প্রসাদ

মিষ্টান্ন মাল্যাদি দিয়া সমাজ-পূজা এবং এক টাকা করিয়া দেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হইলে শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামিগণ সমভ্যারে ভক্তবৃন্দ লইয়া ভক্তি-শাস্ত্র এ দেশে এবং গৌড়-রাজ্যে প্রচলিত করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের সেবাদি উত্তমরূপ করিয়া ইচ্ছামতে পৌষী শুক্লাতৃতীয়াতে তিরোভাব হইলেন। ঐ দিবস মহোৎসব হয়।

গোস্বামীর গদি—এই স্থানে জীব গোস্বামীর পরিবার যে শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে আইসে তাহাদের গুরুপাটের ভেট এই গদিতে হয়। অদ্যাবধি শ্রীজীব গোস্বামীর উৎসবে অগ্রে শ্রীরূপ গোস্বামীকে দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া পরে জীব গোস্বামীর সমাজ-পূজা হয়।

গোস্বামীর গদি

শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে আর এক মূর্ত্তি বৃন্দাবনচন্দ্র নামে আছেন। এই মন্দিরে পূজারি, রঁসুয়ে, দ্বারসেবক, ভাণ্ডারী ইত্যাদি পরিচারকগণ উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব। আর দুই শ্রীমূর্ত্তি মন্দিরে আছে, যাত্রাদিতে ঐ মূর্ত্তি বাহিরে আইসেন।

জন্মযাত্রার অভিষেক দিবাতে হয়, এই মত পূর্ব্বে ছয় গোস্বামীতে করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধারমণজি—

গোপালভট্ট গোস্বামীর সেবা—ভট্ট গোপাল এক শালগ্রাম শিলা সেবা করিতেন। আর আর গোস্বামী এবং মোহান্তদিগের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা। তাঁহারা আপন আপন সেবার ধনকে নানা প্রকার সিজায় এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দিয়া, হস্তে বেণু বেত্র শিঙ্গা দিয়া, নীল-পীত-বস্ত্র

রাধারমণ

পরাইয়া, চরণে নুপুর ঘুঙ্গুর দিয়া মনোমত সাজাইয়া, মস্তকে টেড়া চূড়াতে ময়ূরপাখা দিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত-অঙ্গ করিয়া, যুগলপদে সচন্দন তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিয়া, আপন আপন ইষ্ট সমীপে মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতেন। ভট্ট গোপাল এক দিবস মনোমধ্যে ভাবনা করিয়া কহিলেন যে, যদি আমি একটি দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি সেবা করিতাম, তবে সকলের মত সাজাইয়া, হাতে বাঁশী, মাথায় চূড়া দিয়া সাজাইতাম। এই কহিয়া ঐ শিলাতে অলকাতিলকা দিয়া সাজাইলেন। ভট্ট গোপালের অচলাভক্তি দেখিয়া ঐ শালগ্রাম-শিলা হইতে রাধারমণজি প্রকট হইলেন,—পৃষ্ঠদেশে শালগ্রামচিহ্ন। ঐ মূর্ত্তির সেবা ভট্টগোপাল বহুদিন করিয়া সুখে ভজনসাধনে কালহরণ করত শ্রাবণের কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে তিরোভাব হইলেন। এই দিবসে মহোৎসব হয়। ভট্টগোপালের চেলা দেশোয়ালি এক ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিবার সকল ঐ গদির গোস্বামী আছে। শ্রীজীর সেবা—গোস্বামীদিগের বহু গোষ্ঠী হওয়াতে বিভাগমতে সেবা করিয়া থাকেন। উত্তমরূপে সেবাদি হয়। অন্য কেহ ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারে না। সকলই গোস্বামীদিগের নিজ হস্তে হয়। স্ত্রীলোক সেবার দ্রব্য স্পর্শ করিতে পায় না।

গোপালভট্টের সমাজ

শ্রীশ্রীরাধারমণজির শ্রীমতী মূর্ত্তি প্রকাশ নাই। বস্ত্রাবৃত এক যন্ত্রমূর্ত্তি গোপনে বাম পার্শ্বে আছে। তৎপরে শোভান্বিত বস্ত্রাদি এবং ছত্র থাকে। শ্রীজি অতি সুঠাম খর্ব্বাকৃতি। ইহাদিগের শিষ্য বড় বড় ধনী সকল আছে। মন্দিরের দ্বার চৌকাঠ রূপায় খচিত। রূপা সোণার অনেক আসবাব আছে।

ভট্টগোপালের সমাজ-মন্দির পশ্চিম। সমাজবাড়ী—তাহাতে

বাঙ্গালি বৈষ্ণব পরিচারক আছে। দেশোয়ালির সেবা, কিন্তু উৎসব ইত্যাদিতে বাঙ্গালি বৈষ্ণবাদি ভোজন এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি গান। ঐ দিবস অষ্টপ্রহর হয়। কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি জাগরণ হইয়া পর দিবস প্রাতে নগরকীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হয়।

জন্মাষ্টমীর অভিষেক—রাধারমণের, (ও) রাধা-দামোদরের দুই স্থানে দিবাতে সকল গোস্বামীরা পূর্ব্বাবধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ছয় গোস্বামীতে—অগ্রে জীব গোস্বামীর ও ভট্ট গোপালের সেবার অভিষেক করিলে রাত্রে আর সকল স্থানে গোবিন্দ মদনমোহন ইত্যাদিতে অভিষেকপূজা হোম হইত। সেই মত প্রথা অদ্যাবধি চলিতেছে।

জন্মাষ্টমীর অভিষেক

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জিউ—

শ্যামানন্দ গোস্বামীর সেবা—গোস্বামী উৎকলবাসী। পূর্ব্বে নিকুঞ্জবনের সেবাকুঞ্জে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিতেন। এই মত বহুদিন সেবা করিতে এক দিবস তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমতীজির পদের নূপুর কুঞ্জের সম্মুখে পাইলেন। নূপুর পাইয়া বিবেচনা করিলেন, এ বস্তু সামান্য ব্যক্তির নহে। যাঁহার নূপুর তাঁহার দর্শন না পাইলে অন্য কাহাকেও দিব না। এই বিবেচনা করিতে করিতে যশোদা রূপান্তর হইয়া এক স্ত্রীর রূপ ধারণ করিয়া শ্যামানন্দের নিকট আসিয়া কহিলেন যে, "বাবাজি! আমার বধূ এই বনে বনবিহার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার পদের নূপুর ফেলিয়া গিয়াছেন, অতএব যদি তুমি নূপুর পাইয়া থাক, আমাকে দেও।"

শ্যামসুন্দর

এ কথা শুনিবামাত্র শ্যামানন্দ কহিলেন যে, "আমি নূপুর পাইয়াছি, কিন্তু তোমাকে দিব না। তুমি কেন আসিয়াছ, তুমি কে?" তাহাতে কহিলেন, "আমি ব্রজবাসিনী। আমার বধূ আমাকে কহিলেন যে, আমি নিকুঞ্জবনে গিয়াছিলাম, শীঘ্র শীঘ্র আসিতে পদ হইতে নূপুর বনের কোন স্থানে পড়িল, তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি নাই। অতএব তুমি ঐ বনে যে বৈষ্ণব ভজন করিতেছেন এবং ঐ কুঞ্জের ঝাড়ু দিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট যাইলে পাইবে। একজন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।" শ্যামানন্দ কহিলেন, "যাঁহার পদের নূপুর তেঁহ না আসিলে দিব না।" এ কথা শুনিয়া যশোদারাণী শ্রীমতীজিকে কহিলেন যে, "তোমাকে না দেখিলে নূপুর দিবে না।" এ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, শ্যামানন্দ আমার যথার্থ ভক্ত। যাহা হউক, শ্যামানন্দকে মানবদেহে দর্শন দিতে হইবে, ইহা কহিয়া নিকুঞ্জবনে আসিয়া শ্যামানন্দকে কহিলেন যে, "আমার নূপুর পাইয়াছ, আমাকে দেহ।" তাহাতে কহিল যে, "আমার নিকট নূপুর আছে, তোমার নূপুর কি অন্য কাহার, তাহা কি প্রকারে জানিব? তবে তুমি বৈস, পদ বাড়াইয়া দেহ, আমি ঐ নূপুর পদে দিয়া দেখিব, যদি তোমার পদের মত হয়, তবে তোমাকে দিব।" একথা শুনিয়া শ্রীরাধা শ্যামানন্দ-অগ্রে যুগলপদ অগ্রসর করিলেন। তখন শ্যামানন্দ শ্রীপদ দর্শন করিয়া নূপুর যুগল পদে দিতে দিতে দেখিতেছেন, পদতলে প্রাতঃকালের অরুণ-দীপ্ত দশনখে দশচন্দ্র বিংশতিচিহ্ন সংযুক্ত।

শ্যামানন্দ গোস্বামী

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণং ধনুশিখং গোষ্পদং পৌষ্টিকং।

এই বিংশতি চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম* দেখিতেছেন। তন্মধ্যে রাহুকেতু ত্রাসে শশধর দশ খণ্ড হইয়া নখ-ছলে লুক্কায়িত আছে। ভক্তগণের মনোচকোর সুধাপান-প্রয়াসে পদাকাশে ভ্রমণ করাইতেছে। এবম্ভূত শ্রীপাদপদ্মের শোভান্বিত দেখিয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া পদ-নিরীক্ষণে নেত্রজলে পরিপূর্ণ হইল। তখন শ্রীমতীজিউ শ্যামানন্দের প্রেম জানিয়া তাহার প্রতি কৃপা করিয়া ঐ নূপুর হস্তে লইয়া শ্যামানন্দের ললাটে নূপুরের চিহ্ন দিয়া দিলেন। ঐ নূপুরে যে খিল ছিল, তাহার বিন্দু-চিহ্ন রহিল। ঐ অবধি শ্যামানন্দ গোস্বামী হইয়া নূপুর-চিহ্ন তিলকধারণ করিল,—শ্যামসুন্দরের সেবা করিয়া বহু শিষ্যগণ লইয়া প্রেমানন্দে মগ্ন থাকেন। উৎকলদেশে প্রায় শ্যামানন্দ-পরিবার। শ্যামানন্দ প্রভুর ভজন-কুটীর নিকুঞ্জবনে অদ্যাবধি আছে। এই মত বহুদিন সেবাদি করিয়া এবং নিজে ভক্তগণ লইয়া কালযাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমীতে গোস্বামীর তিরোভাব হয়। ঐ দিবস মহোৎসব হয়। সমাজবাটী শ্যামসুন্দর-মন্দিরের ঈশানদিকে রাস্তার পূর্ব্বদিকে। ঐ বাটীতে

* উজ্জ্বলনীলমণি ও তাহার টীকায় শ্রীরাধার একোনবিংশতি পদচিহ্ন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—বামচরণে অঙ্গুষ্ঠমূলে ১ যব, তাহার তলে ২ চক্র, তাহার তলে ৩ ছত্র, তাহার তলে ৪ বলয়, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধি হইতে অর্দ্ধ-চরণ পর্য্যন্ত ৫ ঊর্দ্ধরেখা, মধ্যমাতলে ৬ কমল, তাহার তলে ৭ সপতাক ধ্বজ, তাহার তলে ৮ বল্লী ও ৯ পুষ্প, কনিষ্ঠার তলে ১০ অঙ্কুশ, পাষ্ণিতে ১১ অর্দ্ধচন্দ্র, দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে ১২ শঙ্খ, তাহার তলে ১৩ গদা, কনিষ্ঠার তলে ১৪ বেদি, তাহার তলে ১৫ কুণ্ডল, তাহার তলে ১৬ শক্তি, তর্জ্জন্যাদির অঙ্গুলি-তলে ১৭ পর্ব্বত, তাহার তলে ১৮ রথ এবং পাষ্ণিতে ১৯ মৎস্য চিহ্ন।

(ভাগবত ১০।৩০।২৪ শ্লোকে বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।)

বহু বৈষ্ণব আছে, দ্বারে বৈষ্ণবদের বিহারীজী এক বিগ্রহ আছেন, বৈষ্ণবের সেবা শ্যামসুন্দরের দেবালয় সাত দেবালয়ের মধ্যে। পূজারি, রসুয়ে, ভাণ্ডারী ইত্যাদি শ্রীমন্দিরের টহলদার সকল উৎকলবাসী।

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ—

লোকনাথ গোস্বামীর সেবা—এই দেবালয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গিরিধারী লোকনাথ গোস্বামীকে সেবার জন্য দেন। ঐ গিরিধারীর সেবা গোকুলানন্দের মন্দিরে আছেন। এই স্থানে থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে, দাস গোস্বামী ঐ গিরিধারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু ঐ গিরিধারী-উপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন দেন। দাস গোস্বামী ঐ গিরিধারী লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে থাকিয়া সেবাদি করেন। ঐ কুণ্ডের তীরে তৎকালে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা গোকুলানন্দ ছিলেন। ঐ দেবালয়ে এক বৈষ্ণব থাকিত। দাস-গোস্বামী বহু দিনান্তে আশ্বিনী শুক্লা-দ্বাদশীতে যৎকালে শ্রীকুণ্ডের তীরে তিরোভাব হন, ঐ গিরিধারী সেবা যে বৈষ্ণব গোকুলানন্দের ছিল, তাহার নিকট দেন। পরে উক্ত দিবসে তিরোভাব হইলে শ্রীকুণ্ডের উত্তর দিকের তীরে দাস গোস্বামীর সমাজ হয়। এক্ষণে ঐ স্থানে অনেক বৈষ্ণব আছেন। আশ্বিনী শুক্লাদ্বাদশীতে মহোৎসব হয়। পরে ঐ গিরিধারী শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোকুলানন্দের মন্দিরে লইয়া আইসেন। লোকনাথ গোস্বামী

গোকুলানন্দ

লোকনাথ গোস্বামীর সেবা

মাধবেন্দ্রপুরীর* শিষ্য, দাস-গোস্বামী যাদবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে, ঐ দিনে মহোৎসব হয় এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাজ ঐ স্থানে আছে। নরোত্তমদাস লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য, কিন্তু নরোত্তম দাস† বহু শিষ্য করিয়াছিলেন, এজন্ত "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি

* মাধবেন্দ্রপুরী—বিষ্ণুসংহিতা-প্রণেতা ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি, তৎশিষ্য মাধবেন্দ্র। ব্রজধামে অবস্থানকালে ইনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা প্রীতি, প্রেম ও বাৎসল্যে উজ্জ্বল নামক ফলধারী কল্পবৃক্ষের স্বরূপ বলিয়া গণ্য। ইঁহার শিষ্য যতি ঈশ্বরপুরী। গৌরাঙ্গদেব এই ঈশ্বরপুরীকে অবলম্বন করিয়া (গুরু করিয়া) সমস্ত জগৎ প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা।
যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী এই সীমা॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তিরসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥" (ভক্তিরত্নাকর)

† নরোত্তম দাস—অনুমান ১৪৩০।৪০ শকাব্দে রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশীয় জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম গৌরপ্রেমে মজিয়াছিলেন, পরে যখন শুনিলেন যে, সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং যখন শুনিলেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল। সর্ব্বদা গৌরকথাপ্রসঙ্গে ক্রমে খেলা-ধূলা ছাড়িলেন, লেখাপড়ায় পর্য্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতামাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক নরোত্তম গৌর-কথা শুনিতে না পাইলে নিস্তেজ হইয়া

করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার খ্যাত আছে। যাহারা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গুরু-ভেট করে, ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের ভেট এক্ষণে গোকুলানন্দে হয়। নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব কার্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী।

শ্রীশ্রীবাঁকে-বিহারী—

নিধুবন+ হইতে প্রকট হন। নিধুবনে শ্রীমতী রাইরাজার স্থান

পড়িতেন। একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মা নদীতে স্নান করিতে গিয়া স্নানান্তর তীরে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ইহার পর হইতেই নরোত্তমের নূতন ভাব হইল। কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কিছুই স্থির নাই। ইহা দেখিয়া পিতামাতার মনে হইতে লাগিল, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে। কখন কখন নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি পিতা-মাতাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া আসিলেন। এখানে গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হইলেন। কিছুদিন পরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দীক্ষা পাইলেন। তৎপরে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। শ্রীজীব গৌড়দেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিবার জন্য নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য—এই তিন ব্যক্তির উপর ভার দিয়াছিলেন। শ্রীজীবই নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রদান করেন।

+ নিধুবন—শ্রীবৃন্দাবনধামস্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণসহ এই স্থানে বিহার করিতেন। ইহার আদি নাম বৃন্দারণ্য বা বৃন্দাকুঞ্জ। এই বৃন্দারণ্য নাম হইতে বৃন্দাবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নিধুবনে কৃত্রিম মুক্তা ও চুনির গাছ আছে। প্রবাদ আছে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট মণি-মুক্তার অলঙ্কার চাহিলে তিনি মায়াযোগে মুক্তার ও চুনির গাছের সৃষ্টি করেন। এই অপরিমেয় ও অমূল্য নিধির জন্য ইহা নিধুবন নামে খ্যাত। এই বন নারায়ণভট্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত চৌরাশি বনের অন্তর্গত।

অদ্যাবধি নিবিড় বন আছে, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ আছে। বনমধ্যে রাধারাণীর রাজ-সিংহাসন আছে। এক্ষণে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে হরিদাসের সাধনের স্থান, মধ্যে মধ্যে কুণ্ড আছে। নিম্নমূলে যে বিহারীকুণ্ড, তাহাতে বাঁকেবিহারী প্রকট হন, এক্ষণে বিহারী-পুরাতে শ্রীমন্দির। ব্রজবাসী গোস্বামীর সেবা। এক্ষণে বাঁকেবিহারীজির গোস্বামী বহু গোষ্ঠী হইয়াছে। বেহারিপুর নামে বসতি হইয়াছে।

বাঁকেবিহারী

বিহারীজির সেবাদি—পূজারি গোস্বামী ভিন্ন অন্য কাহার হইবার ক্ষমতা নাই, দর্শন পাওয়া কঠিন। ঝাঁকি-দর্শন বেলা দুই প্রহর সময়। সিঙ্গার হইয়া এক ঝাঁকি দর্শন, পরে সন্ধ্যার সময়ে আরতি দর্শন, রাত্র ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত ঝাঁকি-দর্শন হয়।

বিহারীজির ঝুলান প্রথম এক দিবস শ্রাবণী শুক্লাদ্বিতীয়াতে, অন্নকোটী-যাত্রাতে পকান্ন ভোগ। বিহারীজির নিকটে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রকাশ নাই। সংপ্রতি নিধুবন হইতে বলদেবমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে। বিহারীজির বাটীর সম্মুখে এক বাটীতে আছেন।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজি*—

আঁধের-ঘাটের নিকট শ্রীমন্দির হরিবংশ গোস্বামীর† প্রকাশিত।

* রাধাবল্লভজী—রাধাবল্লভজীর মন্দির জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হরিবংশ গোস্বামী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দর দাস নামক জনৈক কায়স্থের ব্যয়ে ১৬৪১ সংবতে মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

† হরিবংশ গোস্বামী—(হরিবংশ হিতজী) রাধাবল্লভী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক একজন প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত। ১৫৫৯ সংবতে আগ্রায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

গোস্বামী রাধামন্ত্রসিদ্ধ অতি জাপক, গুরুভক্তি অতিশয় ছিল।

রাধাবল্লভ

সনাতন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। হরিবংশ গোস্বামী এক দিবস একাদশীতে শ্রীমতীজির তাম্বুলপ্রসাদ পাইয়া ছয় গোস্বামীর নিকট গিয়াছিলেন। গোস্বামী সকলে কহিলেন, "হরিবংশ! একাদশীতে তাম্বুল-সেবা?" কহিলেন, "শ্রীমতীজির প্রসাদ।" ইহাতে গোস্বামীদিগের কোপ হইয়া সনাতন গোস্বামীকে কহিলেন, "হরিবংশের এই উত্তর।" গোস্বামী শুনিবামাত্র হরিবংশ গোস্বামীকে ত্যাগ করিলেন। আর কহিলেন যে "তোমার অপমৃত্যু হইবে।" হরিবংশ এই কথা শ্রুত-মাত্র যমুনা পার হইয়া মাঠ গ্রামের নিকটে যমুনাতীরে ভজনে রহিলেন। কতক দিনান্তে দস্যুগণ ঐ গোস্বামীর মস্তক-ছেদন করে। মস্তক-ছেদন মাত্র ঐ মস্তক গোস্বামীর গুরুর হস্তে পড়িয়া শ্রীমতীজির পাদপদ্মে পড়িল, তখন সকলে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিলেন এবং হরিবংশ গোস্বামীর সমাজ রাসমণ্ডলে করিলেন। গুরুত্যাগ জন্য রাধাবল্লভী-থাক আলাহিদা হইল। অদ্যাবধি রাধাবল্লভের গোস্বামীগণ পণ্ডিত ও ধনবান্ অতিশয়।

ইনি কর্ণানন্দ ও রাধারস-সুধানিধি নামে সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় এবং হিন্দী ভাষায় চৌরাশিপদ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হরিবংশের দুই পুত্র—ব্রজচাঁদ ও কৃষ্ণচাঁদ। ব্রজচাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি রাধাবল্লভজীর অধিকারী।

বৃন্দাবন হইতে জয়পুর-যাত্রা

সন ১২৬১ সাল ৭ আষাঢ়

শ্রীবৃন্দাবনধামের অগ্রবিহারী ঠাকুরের কুঞ্জ, যাহা জয়পুরের রাজরাণী স্থাপিত করিয়া(ছেন), শ্রী৺গোপীনাথ জিউর গোস্বামীর জামাতা শ্রীযুত রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাইয়াছেন। ঐ কুঞ্জ হইতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং তাঁহার শ্বশুর শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র বসুজ সপরিবারে পুত্রপুত্রবধূ সমেত এবং শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি আর আর বহু জন সমভ্যারে একত্রে সন ১২৬১ সালের ৭ আষাঢ় দিবা তৃতীয়-প্রহর গতে জয়পুর-পুষ্কর-তীর্থ গমনের যাত্রা করিয়া, ঐ দিবস রাত্র চারি দণ্ডের সময়ে মথুরানগরে রাজা পাটনীমলের বাটীতে থাকা হয়।

মথুরায় রাজা পাটনীমলের বাটী

বৃহৎ বাটী সরাইয়ের মত। তাহার উপরের ঘরে থাকা হইল। রাত্রে পুরি কচুরি আনাইয়া আহার করিয়া ছাতের চাতালে সকলে শয়ন হইল। স্ত্রীলোক সকলে ঘরের ভিতরে রহিলেন।

৮ আষাঢ়

মথুরাতে আহারাদি করিয়া দিবা আড়াই প্রহরের পর গমন করিয়া মথুরা হইতে চারি ক্রোশ শশাগ্রাম। ঐ গ্রামে প্রবেশ

শশাগ্রাম

করিতে প্রথমে নিমকী আবগারী অর্থাৎ মাদক-দ্রব্যের এবং মিষ্ট দ্রব্যের পরমিটের তল্লাসী আছে। লাইন-ডেরি নামক কণ্টক দ্বারায় পথরুদ্ধ রাখিয়া

স্থানে স্থানে যে সকল গমনাগমনের পথ আছে, ঐ পথে তল্লাসীর চাপরাশি থাকে। ঐ স্থানে তল্লাসী দিয়া রাত্র চারি দণ্ডের সময় গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া চারি পাঁচ দোকান আছে। তাহার নিকট একটি বড় কূয়া এবং অশ্বত্থবটের ছায়া" পরে দোকানের সম্মুখে গ্রামের মধ্যস্থলে ময়দান জায়গা আছে, ঐ ময়দানে রাত্রে থাকা হইল।

৯ আষাঢ়

ঐ শশা হইতে প্রাতে গমন করিয়া ছয় ক্রোশ শোঁক, ভরতপুরের রাজার অধিকার। বাজার আছে এবং বসত সকল জাতির ও থানা আছে। ঐ স্থানে এক পুষ্করিণী, তাহার নিকট নিম্ববৃক্ষের ছায়া। এক সমাজবাটী, তাহার নিকট এক ব্রাহ্মণের নূতন বাটী, তাহাতে বেলা দুই প্রহরে আহারাদি করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ এক গ্রামের নিকটে এক মাঠের ধারে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ আছে, এক পাতকুয়া আছে, ঐ স্থানে এক বৈষ্ণবের আখড়া আছে, তাহার নিকট মাঠে রাত্রে পাল খাটাইয়া তাহার মধ্যে রাত্র-বাস। ঐ রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়।

শোঁক

১০ আষাঢ়

প্রাতে গমন করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ কুম্ভীরা সহর। চৌদিকে সহরপানা, ভিতরে ভরতপুরের রাজার কেল্লা আছে। ঐ

কুম্ভীরা সহর—কুম্ভের নামে অধুনা খ্যাত। ভরতপুর সহর হইতে ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে, দীগ্ যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা এই স্থান অবরোধ করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে জয়পুর-

কেল্লার মধ্যে রাজার এক বাটী আছে এবং সহরপানার দ্বারে দ্বারে দ্বারপাল সকল (ও) থানা আছে। সহর মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণের বাস। নানামত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কেল্লা মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল আছে এবং চতুষ্পার্শ্বে যে সকল প্রাচীর এবং বুরুজের ঘর আছে, তাহার ভিতর হইতে গুলি চালাইবার ফুকর আছে। কেল্লার বাহিরে যে মুরচা পশ্চিম-দিকে ছিল, তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া এক কামান নীচে পড়িয়াছে। ঐ কামান মাপ করিয়া দেখিলাম, বাইশ হাত লম্বা, তিন হাত বেড়। এই মত কামান বাহির মুরচাতে ছিল। পশ্চিমদ্বারে যে থানা আছে, তাহাতে তাবৎ দ্রব্যের তল্লাসী করাইয়া রওয়ানা করাইতে বেলা দুই প্রহর গত হইল। পরে তথা হইতে আসিয়া এক ক্রোশ পরে এক বাবাজির বাগান আছে, ঐ বাগে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি। এ স্থান হইতে ভরতপুর সাত ক্রোশ।

কুম্ভীরা

১১ আষাঢ়

কুম্ভীরা হইতে রওয়ানা হইয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক ময়-দানের মধ্যে দুই অশ্বত্থ গাছ আছে, তাহার নীচে এক কুয়া আছে। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া চারি ক্রোশ আসিয়া হেলেনাগ্রাম। তথায় রাণীর তলাব অর্থাৎ পুষ্করিণী। ঐ পুষ্করিণীর জল স্থল অতি

রাজ এই নগর স্থাপন করেন। বদনসিংহ এখানে একটী সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সুন্দর ভবন কখন ব্যবহৃত না হওয়ায় এখন বাদুড়-চাম-চিকার বিহার-স্থান হইয়াছে। এখানকার দুর্গস্বরূপ ভরতপুররাজের রাজভবন দেখিবার জিনিস।

উত্তম। চতুর্দ্দিকের ঘাট সানবান্ধা। মধ্যে মধ্যে এক এক বুরুজ আছে, তাহার উপর ঘর আছে, উত্তরদিকে ঘাটের মধ্যে ঘর, পূর্ব্বদিকে বাজার, দক্ষিণদিকে ধর্ম্মশালা, পশ্চিমদিকে মহাবীরের স্থান এবং শিব-স্থাপন, এক বৈষ্ণবের আখড়া, উত্তম স্থান, চতুষ্পার্শ্বে অশ্বত্থ, বট বৃক্ষের শোভাতে শোভিত আছে। গ্রাম মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বসতি আছে। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে যে ধর্ম্মশালা আছে, ঐ ধর্ম্মশালার সম্মুখে ময়দান আছে। ঐ স্থানে বৃক্ষমূলে অবস্থিতি। ঐ বাজারে মগধের লাড়ু ও আর আর মিষ্টান্ন ভাল ভাল পাওয়া যায়। তথায় কিছু কিছু লইয়া ঐ রাত্র বাস।

হেলেনা

১২ আষাঢ়

হেলেনা হইতে প্রাতে রওয়ানা হইয়া আট ক্রোশ আসিয়া মৌয়া, ক্ষুদ্র সহর, জয়পুরের রাজার অধিকার। সহর মধ্যে নানামত দোকান আছে, সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, সহর মধ্যে বাজার থানা আছে। সহরপানার পশ্চিমদিকের দ্বার পার হইয়া কিছু দূর আসিয়া এক ধর্ম্মশালা আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে বৃক্ষের ছায়া, সাদা জায়গা আছে; ঐ বৃক্ষমূলে পাল খাটাইয়া তাহার মধ্যে রসুই হইতে হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তৎপর করিয়া সকল আহারাদি করা হইল। আহারান্তে বেলা আড়াই প্রহরের পর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ হয়। কেহ ধর্ম্মশালাতে, কতক গাড়িতে, কেহ কেহ বৃক্ষমূলে, ছত্র আড়ে এইরূপে ঐ দিবস অতিবাহিত হইল। রাত্রিযোগে এমত ঝড়বৃষ্টি হইতে

মৌ

আরম্ভ হইল, গো-মনুষ্য স্থানাভাবে মহাক্লিষ্ট, সহরমধ্যে বাটীঘর থাকিবার জন্য কিছু পাওয়া গেল না। ঐ ধর্ম্মশালা মধ্যে সম-ভ্যারী সকলে, কেবল জল-বাতাসের ক্লেশ সকলে বসিয়া থাকিয়া নিবারণ করা হইল। পর দিন ১৩ আষাঢ় প্রাতঃকালাবধি এমত বাদ্‌লা করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল যে, কোথাও এক পা যাইবার ক্ষমতা রহিল না। এমত বৃষ্টি হইল যে, রাস্তার উপরে জলস্রোতে এমত রূপ হইল, যেমত নদী স্রোতবতী হইলে হয় তদ্রূপ। কেহ কোথাও যাইয়া আহারাদির চেষ্টা করিতে পারে না, বহু কষ্টে মুখোপাধ্যায় ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী সহরে যাইয়া অনেক যত্নে এক হালয়াএর ঘারায় পুরি তরকারি করাইয়া আহারাদি হয়, অকুলান মতে ছাতুতে দিন-নির্ব্বাহ হইল। ঐ স্থানে ঐ দিবস থাকা হইল। ঐ ধর্ম্মশালাতে এক বৈরাগী থাকে।

১৪ আষাঢ়

প্রাতে কিঞ্চিৎ বৃষ্টির নিবারণ হওয়ায় বেলা চারি দণ্ড গতে রওয়ানা হইয়া মৌ হইতে চারি ক্রোশ বিশড়া নামে এক গ্রাম। তাহাতে আহারাদি করিয়া ঐ গ্রামের মধ্যে জমিদারদিগের বাটীর সম্মুখে ফরদা জায়গা আছে, রাত্রিবাস হইল। গ্রামের নাম মানপুর। মানপুর হইতে রওয়ানা হইয়া তথা হইতে ছয় ক্রোশ সেকেন্দরা গ্রাম। ভাল বসতি অনেক আছে, বাজারের নিকট সরাই আছে। ঐ স্থানে থানা এবং রাজার পরমিট, সকল দ্রব্যের মাসুল আছে। ঐ বাজারের বাহিরে এক ময়দান তাহার নিকট নিম্ববৃক্ষের

বিশড়া

সেকেন্দ্রা

বাগিচা আছে, ঐ বাগানের মধ্যে আহারাদি করিয়া রাত্রে ময়দানে বালির উপরে থাকা হয়। ঐ স্থানে মুর্গি বিক্রয় হয়।

১৬ আষাঢ়

সেকেন্দরায় তল্লাসী দিয়া তথা হইতে আট ক্রোশ আসিয়া দেশা নামে এক গ্রাম। ঐ স্থানে বেলা দুই প্রহরের সময় পঁহুছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে বাস।

দেশা

১৭ আষাঢ়

দেশা হইতে গমন করিয়া অষ্ট ক্রোশ পরে মোহনপুরা নামে এক গ্রাম। তাহাতে বাজার আছে; ঐ গ্রামে আহারাদি করিয়া গ্রামের ভিতর যাইয়া রাত্রে থাকা হয়। যে স্থানে আহার করা হয়, মাঠের ধারে বাউড়ি আছে, অশ্বথ বটের ছায়া আছে, অতি সুরম্য স্থান মাঠের ধার, এজন্ত তথায় রক্ষকগণ থাকিতে দিলেক না। উচ্চ স্থানে গ্রাম, ঐ গ্রামের নিকট ময়দানে থাকা হইল।

মোহনপুরা

১৮ আষাঢ়

মোহনপুরা হইতে দশ ক্রোশ জয়পুরের ঘাটদরজা। ইতিমধ্যে পথে নানা স্থানে পর্ব্বত জঙ্গল আছে। পথ অতিশয় মন্দ, পথের লাঞ্ছনার কথা কিছু বলা যায় না। ঐ অধিকারে তিন ক্রোশ অন্তরে এক এক গ্রাম। ঐ গ্রামে গ্রামে থানা। ঐ সকল গ্রাম হইতে গাড়ি চলিলে তাহার ধূলাটী দিতে হয়, তল্লাসী দিতে হয় এবং কি গাড়ি চারি পয়সা স্থানে স্থানে মাসুল।

জয়পুরের ঘাটদরজা

পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে, মধ্যে মধ্যে পথ। এক পাহাড়ের ধারে এক বটবৃক্ষ এবং ধর্ম্মশালা আছে। ঐ স্থানে আসিয়া সকলে তৃপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে চারি ক্রোশ ঘাট-দরজা, পাহাড়ের মুখে ঘাট। ঐ স্থানে বাজার এবং দেবালয়, ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে আছে এবং জয়দেব মুনির শ্রী৺রাধামাধব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বড় বড় ধনাঢ্যব্যক্তির বাগ-বাগিচা আছে। ঐ ঘাট-দরজাতে বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে পঁহুছা হয়। ঐ স্থান হইতে জয়পুর সহর তিন ক্রোশ। প্রথমতঃ সর্ব্বশুদ্ধ সহর মধ্যে না যাইয়া সকলে ঘাট-দরজাতে থাকিয়া আহারাদির তদ্বিরে রহিলেন। আমি ও মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠনাথ সরকার এই তিন জনে সহরে একটী বাটী স্থির করিতে যাওয়া হয়। তথায় পঁহুছিয়া শ্রীযুত বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারায় শ্রীশ্রীগোবিন্দজির বাটীর নিকট এক বাটী স্থির করিয়া ঐ স্থানে গোবিন্দজির মিষ্টান্ন প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যাগতে তথা হইতে পুনরায় ঘাট-দরজাতে আসিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হয়।

জয়পুরের বিবরণ

১৯ আষাঢ়

প্রাতে ঘাট-দরজাতে পাহাড়ের উপর জঙ্গলে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, ঝরণাতে স্নান তর্পণ ইত্যাদি সমাধা করিয়া জয়পুরের সহরে গমন। তিন ক্রোশ যাইয়া সহরে প্রবেশ। সহরের চৌপাড়বন্দী রাস্তা অর্থাৎ পাশার ঢাল যেমত, সেই মত সহরের রচনা। যে দিকে দাঁড়াইয়া দেখিবে, চৌদিকে সমান পথ ও রাস্তা পরিসর। দুই ধারে উত্তম উত্তম শ্বেত-পাথরের বাটী, তাহাতে নানা প্রকার খোদিত দেবমূর্ত্তি এবং মনুষ্যাকৃতি ও পশু-পক্ষ্যাদি আছে। ঐ বাটীতে শেঠ ইত্যাদি ধনিগণের বাসস্থান। ঐ বাটীর নীচের তলে দোকান। দোকানের নিয়ম এই আছে, যে দ্রব্যের দোকান যে পটীতে আছে, তাহাতে অন্য দ্রব্যের দোকান নাই। চুড়ি-পটী তাহাতে প্রায় ২৫০ শত চুড়িওয়ালী, ছিপিওয়ালার দুই ধারে ৪০০ শত দোকান। মুগি, লম্বা কম্বল, লুই, আসন ইত্যাদি উল-বস্ত্রের তিন শত দোকান, জুতা হর রকমের, যথায় তৈয়ার হইতেছে প্রায় ৫০০ শত দোকান, যথায় বিক্রয় হইতেছে ৩০০ শত দোকান। যে স্থানে বস্ত্রাদির দোকান আছে, দুই পার্শ্বে অন্য দোকান নাই। যথায় হালয়া-ইয়ের দোকান, সেই চকে অন্য কিছু নাই। এইমত মেওয়াজাত ইত্যাদি সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ পটী। বৈকালে যে স্থলে চক বৈসে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। লোকযাত্রা অতিশয়।

জয়পুরের রাস্তা ও গৃহাদির পরিচয়

জয়পুরের দোকান

তাহাতে নগরের শোভা অতিশয়। পশমিনা, হীরা, পান্না, মোতির কুঠিওয়ালার গদি দোতালার উপর। সহর পাঁচ ক্রোশ, সহর্‌-পানাতে বেষ্টিত, পাথরের প্রাচীর। এই সকল শোভা সহরের স্থানে স্থানে দেখিয়া প্রথম দ্বার হইতে দ্বিতীয় দ্বার প্রবেশ করিতে হয়। এক এক দ্বারে দশ পদাতিক, এক এক জমাদার, এই মতে দ্বাররক্ষা করিতেছে। কেহ কিছু নূতন দ্রব্য লইয়া আগম কি নিগম হইলে তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ রাখে। পঞ্চতুরা মতে মাসুল দাখিল করিলে খালাস পায়, নচেৎ রাজভাণ্ডারে দাখিল হয়। এইমত চারি দ্বার প্রবিষ্ট হইলে রাজবাটীর নিকট পঁহুছা হয়। প্রথম দ্বারে যাইয়া শ্রী৺গোবিন্দজির গোস্বামীকে সংবাদ করিতে গোবিন্দজির ছড়িবরদার এক পাঁচরঙ্গা ছড়ি হাতে করিয়া আসিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কোন দ্বারে গাড়ি রুদ্ধ করিল না, গোবিন্দজি দর্শনে যাইতেছে এই কথা জানাইল। ক্রমে ক্রমে রাজবাটীর নিকটে শ্রী৺গোবিন্দজির বাটীর নিকটে এক বাটীতে বাসা হইল। এক স্থানে সকলের সমাবেশ হইল না। বাগানের বৈঠকে এবং ধর্ম্মশালায় কেহ কেহ রহিল। পরে বেলা এক প্রহর গতে প্রথমতঃ ধূলাপায়ে দর্শন হইল। শ্রীশ্রী৺জিউ মহারাজা সওয়ায় জয়সিংহের বাটীর মধ্যে, রাজবাটীর প্রথম দ্বারে। চতুর্থ দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে শ্রী৺গোবিন্দজির শ্রীমন্দির দর্শন হয়; কিন্তু দ্বারে দ্বারে দ্বারপালগণ আছে, গোস্বামীর অনুমতি বিনা কেহ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। দর্শন সাতবার, যে আরতি হয় তাহার এক আরতি ভোগের সময়, অন্য কেহ দেখিতে পায় না। মঙ্গল-আরতি ও শয়ন-আরতি রাজ-অন্তঃপুর-

জয়পুরের দ্বার

জয়পুরে গোবিন্দজী

স্থিত স্ত্রীগণ দর্শন করেন। প্রাতে ধূপ সিঙ্গার-ভোগের পূর্ব্বে যে আরতি হয় এবং বৈকালিক ধূপ সন্ধ্যার আরতি সকলে দর্শন করিতে পায়। প্রাতে যে ধূপ আরতি হয় তাহাতে কাহাকেও নিবারণ নাই—কাঙ্গালি পর্য্যন্ত সকলে দর্শন পায়। শ্রী৺জির শ্রীমন্দির রাজবাটীর মধ্যস্থলে, পশ্চিম অংশে পূর্ব্বদ্বারী দালানাকৃতি দরদালান আছে। শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজি রত্ন-সিংহাসনে বিরাজিত আছেন, রাজপরিচ্ছদ—তাহার বর্ণনা কি করিব!

শ্রীশ্রীগোবিন্দজি দর্শন করিয়া বিবেচনা হয় যে, দুই চক্ষে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ চক্ষে চক্ষে পলক আছে। ভগবানের যেরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণে সকল বর্ণিত আছে, তাহার স্বরূপ রূপ, তাঁহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। শ্রীপাদ-পদ্মাবধি মুখারবিন্দের বর্ণন তাহাতে আছে। কৈশোরাবস্থার ভাবাকৃতি বজ্র যথার্থ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একে বঙ্কুকৃত ত্রিভঙ্গভঙ্গী সুঠাম তাহাতে মণিমুক্তা-প্রবলাদি আভরণ, কত শত হীরা জহরৎ পান্না পোকরাজ লাল নীলকান্ত প্রভৃতি খচিত আভরণে শোভিত হইয়া, নানামত রাজ-পরিচ্ছদের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বামভাগে শ্রীমতীজিকে, দক্ষিণাংশে রাজকন্যা পানের বাটা লইয়া বিরাজিতা আছেন। এই রাজকন্যা সওয়ায় জয়সিংহের কন্যা। ইঁহার

জয়পুর-রাজকন্যারূপা গোবিন্দজীর শক্তি

বৃত্তান্ত এইরূপ শুনা হইয়াছে যে, লক্ষ্মী-অংশে রাজার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন আছেন। শ্রীকৃষ্ণ সহিত সন্দর্শন হয় না। তাহাতে এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, দিল্লীর আকবর সাহার শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দ, গোপী-নাথ (ও) মদনমোহনের মন্দির ভাঙ্গিবার আদেশ হয়। ঐ সংবাদ

মহারাজ সওয়ায় জয়সিংহ শ্রুতমাত্র শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামীদিগের সেবা যত দেবমূর্ত্তি ছিলেন, সকল মূর্ত্তি জয়পুরের রাজধানীতে লইয়া যান। সকল দেবের আলাহিদা বাহিরে মন্দির স্থাপিত হইল, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজির মন্দির অন্দর-মধ্যে হইল। শ্রীজির দর্শনার্থে রাজকন্যা সর্ব্বদা আইসেন। ষোড়শবর্ষ গত হইল, রাজা রাজকন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিলে কন্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন না। গোবিন্দজি রাত্রিযোগে অন্তঃপুরে রাজকন্যার নিকট থাকেন, কখন নূপুর, কখন অন্য আভরণ, রাজকন্যার শয্যায় পড়িয়া থাকিত, অন্বেষণে পাওয়া যাইত। এই সকল কথা ক্রমে প্রকাশ হওয়াতে রাজা ও রাণী একদিন আপন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি বিবাহ করিতে চাহ না, কিন্তু তুমি সর্ব্বদা গোবিন্দজি দর্শনে মগ্ন থাক ; লোকে তোমার কুৎসা করে, অতএব তুমি গোবিন্দজির মন্দিরে গমন নিবৃত্তি কর।" এই কথা রাজকন্যা শুনিয়া কহিলেন, "আমি আজ একবার মন্দিরের ভিতর যাইয়া দর্শন করিয়া আসি।" এই কথা কহিয়া শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজিকে স্তব করিয়া কহিলেন, "আমাকে এই কলঙ্ক-সাগর হইতে উদ্ধার কর।"—বলিয়া আপন দেহ শ্রীঅঙ্গে লিপ্ত করিলেন। পরে রাজা ও রাণী প্রভৃতি পুরবাসিগণ রাজকন্যাকে দেখিতে না পাইয়া চমৎকৃত হইয়া শ্রীজিকে স্তব-স্তুতি করিতে করিতে রাজাকে আদেশ হইল, "তোমার কন্যা পরিবাদ মাত্র ছিল, আমার শক্তি, আমাতে কালপূর্ণ হওয়াতে লিপ্ত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে তোমার কন্যার স্বরূপমূর্ত্তি তাম্বুলদান হস্তে লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে থাকেন, এরূপ স্থাপনা কর।" ঐ আদেশমত রাজকন্যার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর দক্ষিণপার্শ্বে আছেন। এই

তিন মূর্ত্তি অন্তাবধি শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন। দর্শন অতি চমৎকার। কেহ কহে, শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে নটবরবেশে রাজা প্রাতে রাজকন্তার পালঙ্ক উপরে রাজকন্তার সহিত শয়নে দেখিয়া আপন অঙ্গের বস্ত্রে উভয় অঙ্গ আবরণ করিলেন। পরে রাজকন্তা চৈতন্তলাভ করিয়া রাজার বস্ত্র দেখিয়া লজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে কহিলেন, "এ কথা প্রকাশ হইল, আর মানবদেহ রাখা কর্ত্তব্য হয় না।" ইহা কহিয়া, ঐ দিবস শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজির পাদপদ্মে লিপ্ত হইলেন, আপন সদৃশ শ্রীজির দক্ষিণে রহিবার আদেশ হইল।

জয়পুরের দেবসেবা

জয়পুরে শ্রীবৃন্দাবনধামের গোস্বামীদিগের যত সেবা ছিল, সকল দেব তথায় আছেন, কেবল শ্রীশ্রীমদনমোহনজি কড়োরির রাজা জয়পুরের রাজার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন এবং তথায় আছেন। আর আর সকল দেবতার সেবা জয়পুরের মহারাজ করিতেছেন। সেবার জন্ত গ্রাম ইত্যাদি গোস্বামীদিগের বৃত্তি দিয়া জয়পুরে রাখিয়াছেন। সকল সিদ্ধসেবার, তৎকালের আসল মূর্ত্তি জয়পুরে, প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য জন্ত শ্রীবৃন্দাবনের অতিশয় শোভা।

জয়পুরের রাজা শ্রীশ্রীগোবিন্দজিকে দান। গোবিন্দজির দেওয়ান হইয়া রাজা সওয়ায় জয়সিংহ রাজ্যের কর্ম্মকার্য্য করিতেন, এইরূপ এ পর্য্যন্ত চলিতেছে। এক্ষণে রাজা রামসিংহ দেওয়ান নামে কাগজাত দস্তখত হয়, কিন্তু রামসিংহ গদিতে বৈসেন না, সর্ব্বদা এক উটের উপর সওয়ার হইয়া একেলা স্থানে স্থানে মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ে ইচ্ছাধীন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, আহারাদির

স্থিরতা নাই, আপন হস্তে রুটী কি বাটী কিম্বা লেটী করিয়া পোড়াইয়া আহার হয়; অন্তঃপুরে থাকা হয় না, কাহার সঙ্গে আহার করিতে বিশ্বাস হয় না, প্রাণদণ্ডের শঙ্কা সর্ব্বদা আছে। রাজ্যের মালিক রাওল। ঐ দেশে দেওয়ানকে রাওল কহে।

রাজবাটী উত্তম নির্ম্মিত। শ্বেতপাথরের বাটী, ইট চূণে গাঁথনি; এক বাউড়ি ভাল আছে। তাহার বৈঠকের ঘর সকল ভাল ভাল আছে। জল-স্থলে সুশোভিত জয়পুর সহর। পাহাড়ের উপর। এই সহরে তেহারা পাহাড়ের কেল্লা। এক এক ঘাট আছে, পাহাড় প্রবেশের পথ অন্যদিক্ হইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশের পথ নাই। এই সকল ঘাটে অর্থাৎ প্রবেশের পথের উপর পাহাড়ে কেল্লা আছে, ঐ কেল্লাতে রক্ষকগণ থাকে।

জয়পুরের রাজপ্রাসাদ

সহরের উত্তরদিকে যে পাহাড়, তাহাতে পূর্ব্বে সেনাদিগের রাজ্য ছিল। তাহার উপর মজবুত কেল্লা আছে, সেনা সকল দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, বলবান্, যুদ্ধে অতুল শক্তিমান, মহাবলপরাক্রম। ঐ কেল্লার মধ্যে রাজকোষাগারে বহুমূল্য রত্নাদি ছিল, সেনাদিগের রাজ্যমধ্যে পর্ব্বত উপরে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। যৎকালে সওয়ায় জয়সিংহ উপস্থিত হইলেন, ঐ রাজ্য রাজা সওয়ায় জয়সিংহ আপন বাহুবলে অধিকার করিয়া, কেল্লার যে সকল রাজকোষাগার তাহা অধিকার করিয়া, ঐ রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইলেন। কিন্তু ঐ সকল সেনা রাজার দ্বারপাল হইয়া রহিল। রাজা রাজকোষাগারে কোথায় কি ধন আছে, তাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারেন না; যে সমস্ত রক্ষকগণ আছে, তাহারা সকল জ্ঞাত ছিল।

জয়পুরের কেল্লা

রাজাকে কহিত এবং এ পর্য্যন্ত কহে, যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন রসদ যোগাইব। এক্ষণে এ ধন পাইবে না। হীরা পান্না মোতি বহুমূল্যের আছে। এই রাজধানীতে পূর্ব্বে রাজভবন ছিল, পরে রাজা জয়সিংহ জয়পুর স্থাপিত করেন। ঐ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম ছয় ক্রোশ যাইয়া পাহাড়ের উপরে

শিলাদেবী

শিলাদেবী* আছেন, ঐ দেবী পূর্ব্বে মথুরাতে কংসরাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে ছিলেন। ঐ শিলাতে দেবকীর সন্তানদিগকে আছাড়িয়া বিনষ্ট করিত। যৎকালে যোগমায়াকে ঐ শিলার উপর আছড়াইতে গিয়াছিল, শিলাস্পর্শমাত্র দেবী অষ্টভুজা হইয়া শূন্যপথে গমন করিলেন। ঐ যে শিলা তথায় ছিল, যৎকালে প্রতাপাদিত্য যশোরনগর হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, ঐ প্রস্তরে এক দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া স্বদেশে লইয়া যান। যশোরনগরে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকিতেন। দেবীর কৃপায় কেহ রাজ্যের

* জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে দেবী আছেন। এই শিলাদেবী সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন —

"শিলাদেবী নামে ছিল তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাঁহারে অকৃপা করি।
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপ-আদিত্য সাজে।"

প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত না। যৎকালে মানসিংহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে আসেন, তৎকালে বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া জয়পুরে ঐ পাহাড়ের উপরি স্থাপিত করিলেন। দেবীর নিকট প্রতিদিন মেষ মহিষ ছাগ নরবলি দিয়া পূজা করিতেন। এই মত বলি প্রদান করাতে শিলাদেবী সাক্ষাৎ হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। পরে রাজা সওয়াম্ব জয়সিংহ নরবলি নিষেধ করিয়া ছাগাদি বলি দিতেন, তাহাতে দেবী রুষ্ট হইয়া বামদিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত ঐ রূপ দেবী মুখ ফিরাইয়া আছেন দৃষ্ট হয়। অতি উত্তম মূর্ত্তি, অষ্ট-ভূজাদেবী—সুগঠন। দর্শনে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

জয়পুরে চুড়ি এবং জুতা, আর কাপড়ের রঙ্গ অতি উত্তম উত্তম জন্মে।

জল বড় খারি অর্থাৎ লবণাক্ত। রাজার বাগবাগিচা ভাল আছে; চিড়িয়া এবং পশ্বাদি নানা জাতি আছে।

২০ আষাঢ়

জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজি এবং অন্য অন্য দেবালয় দর্শন।

২১ আষাঢ়

ঐ

২২ আষাঢ়

নগর-ভ্রমণ, রাজপুরী দর্শন, স্থানে স্থনে দেবদেবী দর্শন।

২৩ আষাঢ়

শ্রীশ্রীগোবিন্দজি দর্শন করিয়া অন্নপ্রসাদ পাইয়া বেলা তৃতীয়

প্রহরগতে শ্রীশ্রীগোপীনাথজির দর্শনে গমন। গোবিন্দজির মহল হইতে গোপীনাথের মহল প্রায় একক্রোশ। নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে দিবা

জয়পুরের গোপীনাথ

অবসানে তৎস্থানে পঁহুছাইয়া প্রথমতঃ গোস্বামীর ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, পরে শ্রীযুত নন্দলাল গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, শ্রী৺গোপীনাথ জিউর আরতি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর বাটীতে অবস্থিতি হইল। শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউর বক্ষঃস্থল অতি সুগঠিত; মূর্ত্তি প্রমাণমনুষ্য, বামভাগে শ্রীমতীজিউ আছেন। সকলের মহাপ্রভুর বাটীতে সমাবেশ না হওয়ায় স্ত্রীলোক সকল ঐ বাটীর মধ্যে, বাহিরে এক বকুলবৃক্ষ, তাহার গোড়া চৌতারা পাকাপাথরে বান্ধা, তাহাতে কেহ কেহ স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার্থে রহা হইল। বাকী যাত্রিগণ রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাটীতে, শ্রীযুত কালী বাবু এবং তাঁহার শ্বশুর শ্রীযুত মাধবচন্দ্র বসুজ গোপীনাথের বাটীর পূর্ব্বে যে বাগান আছে, তাহাতে গাড়ী ছিল, ঐ গাড়ীতে রক্ষকগণ লইয়া রহিলেন। পরদিবস শ্রীগোপীনাথজির প্রসাদ ভক্ষণ। আপন আপন ভেট শ্রীজিকে গোস্বামীর নিকট দেওয়া।

জয়পুরত্যাগ ও পুষ্করযাত্রা

২৪ আষাঢ়

গোপীনাথের বাটী হইতে সহরের বাহির দুই ক্রোশ যাইয়া বকড়্ নামে এক গ্রাম। তাহাতে রাণীর এক বাগান আছে। তাহাতে এক শিব-স্থাপনা আছে, তথায় এক মিঠা কূয়া আছে, বৃক্ষাদির ছায়া আছে, ঐ সম্মুখে বাজার, রাওলের সৈন্যগণ এবং ছয় কামান আছে। উহার নিকটে এক অনাদি শিব আছেন। তাঁহার নাম··· ৬ শিবের ঘর প্রস্তরে উত্তমরূপে রাওল তৈয়ার করিয়া দিতেছেন। শ্বেতপ্রস্তরে মন্দির সুনির্ম্মিত হইয়াছে। রাণীর বাগে শিব-মন্দিরে সকলের অবস্থিতি এবং বৃক্ষমূলে গাড়ী, ঐ স্থানে রন্ধন-ভোজন।

বকড়

২৫ আষাঢ়

বকড়্ হইতে ছয় ক্রোশ যাইয়া পাড়্ নামে এক গ্রাম। তথায় তিন দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। এক পুষ্করিণীর নিকট বৃক্ষমূলে আহারাদি করিয়া ঐ গ্রামের কিছু দূরে যাইয়া এক গ্রাম। থানা আছে, এক দেবালয় আছে। ঐখানে ময়দানে থানার সম্মুখে বালুকাময় ভূমিতে স্থিতি।

পাড়.

২৬ আষাঢ়

ঐ স্থান হইতে দশক্রোশ যাইয়া বাঁদরিসুদরি। পথমধ্যে

অনেক পর্ব্বতাদি দুর্গম পথ আছে। তাবৎ দিন যাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় এক গ্রামের নিকট বটবৃক্ষ আছে। তাহার ছায়াতে বসিয়া ঐ গ্রামের দোকান হইতে চাবেনা লইয়া, ঐ বৃক্ষমূলে বসিয়া জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রম দূর করিয়া, বাঁদরিসুন্দরি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। ঐ গ্রামে দশ বার দোকান এবং এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর নিকট এক পাহাড় আছে, তাহাতে অভ্রের খনি। ঐ স্থানে দোকানে খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। রাত্রে আহারাদি হইল। ঐ দিন তিতু পথিমধ্যে জ্বর হইয়া একত্র জুটিতে পারে নাই।

বাঁদরি-সুন্দরি

২৭ আষাঢ়

বাঁদরিসুন্দরি হইতে দশক্রোশ কৃষ্ণগড়, পাহাড়ের উপর সহর। কৃষ্ণগড়ের রাজা স্বাধীন, যোধপুরের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। রাজধানী অতি উত্তম। বৃদ্ধ রাজা বড় ধার্ম্মিক, পীড়ক নহেন—পালক। রাজ্যের শৃঙ্খলা ভাল আছে। ঘৃতপক্ক ভিন্ন তৈলপক্ক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, সংক্রান্তি, রবিবার—এই কয় দিবসে ঘৃতের কড়াই জ্বালাইবার অনুমতি নাই। রাজ্যের মধ্যে পর্ব্বত কি ময়দান ইত্যাদি যাহাতে ভয়ানক পথ আছে, তাহাতে ভালমতে রক্ষকগণ নিযুক্ত আছে। অর্দ্ধ-ক্রোশ অন্তর অন্তর এক এক থানা, তাহাতে জমাদার এক জনা এবং দশ সওয়ার প্রতি ঘাটিতে আছে। এই মত রাজ্যরক্ষা এবং পথিকগণের হিত করিতেছেন। কোনক্রমে

কৃষ্ণগড়

কাহার অপচয় না হয়। রাজধানীতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দধি যেমন উত্তম ঐ স্থানে মিলে, এমন দধি মথুরা ব্যতীত কোথাও দেখি নাই। ঐ সহরের প্রান্তে এক পর্ব্বত। উপরে সমাজস্থান, শিবস্থাপন, (ও) বাগিচা আছে। উত্তম সুরম্যস্থান, তাহাতে ধর্ম্মশালা আছে। ঐ বাগানে অবস্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া ধর্ম্মশালার উত্তম ঘরে রাত্রে শয়ন হয়। ঐ বাগানের পূর্ব্বদিকে সদাব্রতের বাটী আছে। তাহার পূর্ব্বে সরাই। সে স্থানে থাকা হইল। তথা হইতে সহর এক ক্রোশ। রাজভবন এবং কেল্লা ও নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া নগর বাজার দেখা হইয়াছে।

২৮ আষাঢ়

বাণনদী ও কাউড়ি

প্রাতে কৃষ্ণগড় হইতে পাঁচক্রোশ যাইয়া বাণ নদী। ঐ নদীতে সম্বর লবণ জন্মে। নদীর অর্দ্ধেক যোধপুরের রাজার, অর্দ্ধেক জয়পুরের রাজার। ঐ নদীতে স্নান তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে পাঁচক্রোশ কাউড়ি নামে এক গ্রাম, ঐ গ্রামে অবস্থিতি।

২৯ আষাঢ়

বুড়া-পুষ্কর

প্রাতে কাউড়ি হইতে সাত ক্রোশ বুড়া-পুষ্কর। বেলা দুই প্রহরের সময় পহুছিয়া ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ। কুণ্ড বৃহৎ, তাহাতে পদ্মবন আছে এবং অনেক হোগলার গাছ আছে, আর দাম পানা আছে। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণদিকে পাকা ঘাট। ঐ ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক বাউরি, জয়পুরের রাজরাণীকৃত

আছে। তাহার নিকটে এক লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। তথায় স্নান তর্পণ করিয়া তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া ব্রহ্ম-পুষ্কর। ঐ স্থানে পঁহুছিয়া পুষ্করতীর্থের তীরে শিবস্থাপন আছে। ঐ শিবালয়ের মধ্যে উত্তম বাটী আছে। ঐ বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কোটীতীর্থের ঘাটে স্নান তর্পণ তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করা হইল। যে শিবালয়ে বাসা হইল, ঐ শিব শ্বেত-প্রস্তরের পঞ্চমুখ। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের বৃষ আছে। মন্দির সকল শ্বেত-পাথরের। ঐ শিবালয়বেষ্টিত দুই শত যোল শিবস্থাপন আছে, তাঁহাদের মন্দির নাই। ব্রহ্ম পুষ্করের উপরে বাটী। এই শিবালয় গোয়ালিয়ার রাজসরকারের একজন সরদার গোবিন্দ-রায় তাঁহার কীর্ত্তি। এই ঘাটের নাম শিবঘাট।

পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের গুরু। এইস্থানে তিন পুষ্কর— বুড়া পুষ্কর, মধ্য পুষ্কর, কনিষ্ঠ পুষ্কর। এই তিন পুষ্কর শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ত্রিদেবের যজ্ঞস্থান। বুড় পুষ্কর শিবের যজ্ঞভূমি, মধ্য পুষ্কর বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি, কনিষ্ঠ পুষ্কর ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি।

ব্রহ্মপুষ্কর—যথায় ব্রহ্মা বসিয়া যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মপুষ্কর। ঐ কুণ্ডের পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম দিতে হয়। এত বড় বৃহৎকুণ্ড দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুষ্কর

এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে দেবালয় এবং বসতাদি হইয়া সুশোভিত আছে। কুণ্ডের জল সুশীতল, সুনির্ম্মল, অগাধ জল। কমলের বন শ্বেতশতদল প্রস্ফুটিত হইয়া কুণ্ডের শোভাজনক। জল-জন্তু মকর কুম্ভীর ইত্যাদি নানা জাতীয় আছে। মৎস্য নানা জাতি, তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। হংস বক

প্রভৃতি আর আর জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা জলকেলি করিয়া কমল-কুমুদ মূল ভক্ষণে সুখী হইয়া বিহারাদি করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।*

পুষ্করতীর্থ*—ব্রহ্মার মর্ত্ত্যভূমিতে যজ্ঞ করিবার মানস হইয়াছিল। তাহাতে সকল দেবতা, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও মুনিগণকে কহিলেন, "আমি মর্ত্ত্যভূমিতে যজ্ঞ করিব। সকলে তথায় অধিষ্ঠান হইয়া যজ্ঞের যাহা হইতে যাহা সাহায্য হয়, তাহা করিতে হইবে।" ইহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎপরে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি তেত্রিশকোটী দেবতা, পর্ব্বতগণ, নাগগণ, বৃক্ষগণ, মেঘগণ এবং পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ জলচর বনচর ভূচর নিশাচর ইত্যাদি ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যে কেহ আছে, সকলকে কহিলেন, "আমার যজ্ঞে সকলে সাহায্য করিবে, অপকার না হয়।" এই কহিয়া ত্রিদেব তিনস্থানে যজ্ঞোদ্যোগে রহিলেন। এই যজ্ঞস্থলের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া আবরণ করহ বলাতে পর্ব্বতগণ চতুর্দ্দিকে কানাতের ন্যায় রহিল, মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে ত্রিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ও) মহেশ্বর যজ্ঞ করিতে বসিলেন। বিষ্ণু মহেশ্বর যথাযোগ্য আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, ব্রহ্মার যজ্ঞস্থানে সকল দেবদেবী সমভ্যারে উপস্থিত হইয়া, যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওনের কাল উপস্থিত হওয়াতে সকলে কহিলেন, "বিলম্বের সময় নহে, সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও।" তৎকালে যজ্ঞস্থলে সাবিত্রীদেবী আইসেন নাই।

পুষ্করে ব্রহ্মার যজ্ঞ

* পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ১৪শ হইতে ২৯শ অধ্যায়ে এবং নারদপুরাণের উত্তরভাগে ৭১ অধ্যায়ে পুষ্করক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য এবং এই তীর্থস্থ দেবদেবীমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আসিবার বিলম্ব হওয়াতে ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদকে শীঘ্র সাবিত্রীকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। নারদ গমন করিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, "যজ্ঞস্থলে সকলে আসিয়াছেন, তুমি চল।" নারদমুখে এই কথা শুনিবামাত্র ব্রহ্মাণী যজ্ঞস্থলে যাত্রা করিলেন। নারদ দেখিয়া কহিলেন, "মাতা তৎস্থলে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, শিবের শিবানী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, চন্দ্রের রোহিণী প্রভৃতি আটাইশ রমণী, সূর্য্যপত্নী সৌম্যা ও ছায়া, বরুণের পত্নী গৌরী), অগ্নিপত্নী স্বাহা ইত্যাদি সকল দেবপত্নীরা সুসজ্জিতা হইয়া যজ্ঞস্থলে শুভাগমনপূর্ব্বক সুশোভিত করিয়াছেন।* মাতা তুমি ব্রহ্মাণী হইয়া এমত অপরিচ্ছদে তথায় গমন করা ভাল দেখায় না। তুমি সুসজ্জিতা হইয়া চল।" এই কথা সাবিত্রীকে কহিয়া ব্রহ্মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাবিত্রী আসিতে বিলম্ব হইতেছে কেন?" নারদ কহিলেন, "আসিতে বিলম্ব আছে।" এখানে যজ্ঞের তাবৎ প্রস্তুত, সাবিত্রীর আসার জন্য যজ্ঞারম্ভ হয় না। অধিক বিলম্ব হওয়াতে ব্রহ্মা ক্রোধ করিয়া নারদকে কহিলেন, "সস্ত্রীক ভিন্ন যজ্ঞ হইতেছে না, ইহার উপায় কি?" নারদ কহিলেন, "পিতা, ঐ যে গোপকন্যা

* পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ১৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

'গঙ্গা সরস্বতী চৈব নাম্ভাগচ্ছন্তি কন্যকাঃ।
ইন্দ্রাণী ইন্দ্রপত্নী তু রোহিণী শশিনঃ প্রিয়া॥
অগ্নে পত্নী তথা স্বাহা ধূম্রোর্ণা তু যমস্য তু।
বরুণস্য তথা গৌরী বায়োর্দ্দৈ সুপ্রভা তথা॥"

ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মার যজ্ঞ-বিবরণ পদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে

আসিতেছে, উহার পাণিগ্রহণ করিয়া ঐ কন্যাকে লইয়া সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ করুন।” তাহাতে ব্রহ্মা কহিলেন, “গোপকন্যা শূদ্রাণী, উঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি?” তাহাতে সিদ্ধ হইল যে, ঐ কন্যাকে গোমুখে দিয়া যোনি ভক্ষণ করিয়া নির্গত করিলে শোধন হইবে, পরে গ্রহণ করা হইবে। এই যুক্তি করিয়া কন্যাকে শোধন করিয়া ব্রহ্মা পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যার নাম গায়ত্রী হইল। ঐ গায়ত্রীসহ একত্র হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। এখানে সাবিত্রী আসিতেছেন দেখিয়া নারদ পথিমধ্যে যাইয়া গায়ত্রীর বিবরণ সকল জ্ঞাত করিলেন। সাবিত্রী শুনিবা-মাত্র ক্রোধাবিষ্টা হইয়া যজ্ঞভূমির নিকট এক পর্ব্বত ছিল, তাহাতে বসিলেন। সকলে অনেক যত্ন করিলেন, অভিমানে মানিনী হইয়া পর্ব্বতোপরি রহিলেন। ঐ পর্ব্বতের নাম সাবিত্রী পাহাড়। ঐ পাহাড় তিনক্রোশ উচ্চ। পর্ব্বত মধ্যে নানাজাতি বৃক্ষাদি পশুপক্ষী আছে। অতি রম্য স্থান। সাবিত্রীদেবীর মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগে। ঐ মন্দির মধ্যে সাবিত্রী (ও) সরস্বতী দুই মূর্ত্তি আছেন। পূর্ব্বকার মূর্ত্তি খণ্ডিত হওয়াতে ঐ মূর্ত্তি নগর মধ্যে যথায় এক্ষণে দারগার কাছারি তথায়; নূতন মূর্ত্তি পর্ব্বতের উপর মন্দিরে আছেন। মন্দিরের পশ্চাতে এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল অতি উত্তম। ঐ কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের কন্যা তপস্যা করিতেছেন। প্রায় চল্লিশবৎসর একাসনে তপ জপ করিতেছেন। দেবীর ভোগান্তে পূজারি প্রসাদ দ্রব্যাদি দিয়া আইসেন, তাহাই ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা, অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সাবিত্রীর নিকটে সাধনা করিতেছেন। ঐ পর্ব্বতে রাত্রে কেহ থাকে না। পূজারিগণ

প্রাতে যাইয়া পূজা ভোগ দিয়া তাবৎ দিবা ঐ স্থানে থাকিয়া সন্ধ্যায় আরতি (ও) শীতল-দ্রব্য দিয়া পর্ব্বত হইতে নীচে আপন আপন বাটীতে আইসে; কেবলমাত্র ঐ তপস্বিনী তথায় থাকেন। ঐ পর্ব্বতের মধ্যে নানাজাতি হিংস্র জন্তু আছে, এজন্য কেহ রাত্রে থাকে না। যদি কেহ গায়ত্রী-পুরশ্চরণ জন্য পর্ব্বতে থাকিবার মানসে থাকে, রাত্রে দেবীর মন্দির ভিতরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ তপস্বিনী নিঃশঙ্কে আছেন। ঐ পর্ব্বতে উঠিতে প্রথম বালুকাময়, পরে প্রস্তর, ক্রমে উচ্চে উঠিয়া মধ্যস্থলে যাইয়া এক গুহা আছে। তাহাতে এক উদাসীন বহুদিনাবধি আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক হইবে। ঐ সন্ন্যাসী ঐ স্থান হইতে অন্য কোথাও গমন করিয়া যাচ্ঞা করেন না। অযাচক হইয়া ঐ পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে তপস্যা করিতেছেন। নগরবাসী ব্যক্তিগণ এবং দর্শনার্থী অন্যান্য দেশীয় যে যখন যায়, তাহারা যাহা উপস্থিত করিয়া দেয়, তাহাই লন। গাঁজা, চরস, তামাক সর্ব্বদা চলিতেছে। অগ্নির ধুনি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত আছে। তথা হইতে কিছু উচ্চে উঠিলে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগণ আছে, তাহার মধ্যে এক বৃক্ষে নাম খোদিত আছে। পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে অতি সুরম্য নির্জ্জন স্থান।

পুষ্করতীর্থের চতুষ্পার্শ্বে দেবালয় এবং পাণ্ডাদিগের ও অপ-রাপর ব্যক্তিগণের বাসস্থান (ও) বাজার। (বাজারে) সকল প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মিষ্টান্ন পক্বান্ন সর্ব্ববিধ-তৈয়ার হয়, ফলফুলারি সর্ব্বরকম আছে। জাম দাড়িম্ব নেবু উত্তম উত্তম আছে। আর আর ফলাদি সর্ব্বরকম পাওয়া যায়। তথাকার পাণ্ডাদিগের সত্যযুগের ন্যায় ব্যবহার। সকলে বেদ-

পাঠী, দশকর্ম্মনিপুণ। সর্ব্বদা সকল কর্ম্মে বেদ অধ্যয়ন হয়।

পুষ্করের পাণ্ডা

ব্রাহ্মণদিগের নীতি এই আছে, যে যাহা দিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহাই গ্রহণ করেন, তাহাতে বিরুক্তি নাই।

পুষ্করের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত দেবালয় এবং ঘাট আছে তাহার নাম ১৫ ঘাট—

বরাহঘাট, শিবঘাট, কোটীতীর্থের ঘাট, রাজঘাট, নৃসিংহঘাট,

পুষ্করের ঘাট

বিশ্রান্তঘাট, বদরীঘাট, চিরঘাট, গৌঘাট, ব্রহ্মঘাট, সাবিত্রীঘাট, স্বরূপঘাট, সপ্তর্ষিঘাট, চন্দ্রঘাট ও ইন্দ্রঘাট।

পুষ্কর তীর্থের পূর্ব্বদিকে যে চন্দ্রঘাট আছে, ঐ ঘাটে এক হরগৌরী-মূর্ত্তি আছেন, অতি সুগঠন। মহাদেব শ্বেত প্রস্তরের, অতি সুঠাম গঠন, ধ্যানে যেমন বর্ণিত আছে সেই মত, চাক্ষুষ দেখা যায়।

শ্যামলাল-কীর্ত্তি—

চন্দ্রঘাটে যে চন্দ্র আকৃতি করিয়াছে, চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ, তাহার অন্যথা নাই। এই দুই দেবালয় জয়পুরের রাজার দেওয়ান শ্যামলাল এবং তাঁহার ভ্রাতা সুন্দরলাল দুই ভ্রাতার।

বরাহঘাটে বরাহদেবের মন্দির আছে।

কুণ্ডের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মার মন্দির, যে স্থানে বসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ কুণ্ড পূর্ব্বে হেলিয়া জলমধ্যে আছে। তাহার কিছু দূর উপরে ব্রহ্মার মূর্ত্তি। বামদিকে গায়ত্রী দেবী। ব্রহ্মা স্থূলকায়, চতুর্ম্মুখ (ও) রক্তবর্ণ। ঐ শ্বেত প্রস্তরের মন্দির

তন্মধ্যে বিরাজমান আছেন। মন্দিরের দরদালানে নারদ মুনির প্রতিমূর্ত্তি আছে, গণেশাদি পঞ্চদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মন্দিরের যে নাটমন্দির আছে প্রস্তরে নির্ম্মিত; তাহাতে নানামত চিত্রপটের ন্যায় দেবতাদিগের লীলাচিত্র আছে, মেজে শ্বেত-প্রস্তরে বান্ধা। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরবদ্ধ; বাটীর মধ্যে অনেক ঘর আছে। দরজার উপরে নহবৎখানা, প্রতি দিবস প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজে। ঐ স্থানে এক জন মোহন্ত আছেন, (তাঁহার) সদাব্রতাদি চলিতেছে।

ব্রহ্মার মন্দির

পুষ্করতীর্থের পরিক্রম পঞ্চক্রোশী। পর্ব্বতের ভিতর পথ। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক তীর্থ আছে—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুল, পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের কুটীর এবং নাগপর্ব্বতে নাগমেলা হয়, আষাঢ়ী তিথিতে বহু মনুষ্যের মেলা হয়। ঐ স্থানে নাগকুণ্ড।

পুষ্করের তীর্থকুণ্ড

গোমুখকুণ্ড—এই কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি।

পছকুণ্ড [পরশু] (বা) জমদগ্নিকুণ্ড—এই স্থানে জমদগ্নি মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

বামদেব-কুণ্ড—এ স্থানে বামদেব ঋষির তপস্যার স্থান।

ভৃগুকুণ্ড—এই স্থানে ভৃগুঋষি তপস্যা করেন, সম্মুখে কুণ্ড।

অগস্ত্যকুণ্ড—অগস্ত্য মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

কপিলকুণ্ড—কপিল মুনির তপস্যার স্থান, সম্মুখে কুণ্ড।

এ স্থান পাহাড়ের পথে—আজমীর যাইবার পথের প্রথম ঘাটে কপিলাশ্রম।

পঞ্চমুনির আশ্রম পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে। কপিল-আশ্রম হইয়া পর্ব্বতের গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া চারিশত হাত ভিতরে যাইয়া

কপিলেশ্বর শিব আছেন। তাঁহার নিকট এক যোগী যোগে আছেন, কাহারও সহিত কথা নাই, সর্ব্বদা যোগে মগ্ন আছেন। যদি কেহ দুগ্ধ ইত্যাদি ফল-মূল দ্রব্য আহারের জন্য সম্মুখে প্রস্তুত করে, তাহা গ্রহণ আছে, অযাচক। এই মত পাহাড় মধ্যে স্থানে স্থানে যোগিগণ যোগে আছেন, চর্ম্ম-চক্ষে চিনা যায় না।

কপিলেশ্বর শিব

বরাহঘাটের নিকট অটমটেশ্বর শিব আছেন। সমভূমি হইতে আট হাত নীচে শিবের স্থান। পুষ্করতীর্থের আদিদেব অট-মটেশ্বর। প্রথমে এই শিব পূজা করিয়া পুষ্করের সকল দেব দর্শনপূজন।

৩০ আষাঢ়

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণ, ব্রাহ্মণ ও কুমারী এবং সধবাদিগের ভোজন করান। পুষ্করবাসী ব্রাহ্মণদিগের নীতি এই আছে—যত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইবে, তাহার অধিক এক বালক হইবে না। যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহাই সন্তুষ্ট হইয়া ভোজন করিবে। অম্ল হইলেও আর চাহিবে না। যদি আনিয়া দেহ, তাহা ভোজন করিবে। প্রথম গণ্ডূষ সময়ে সকলে জল হাতে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিয়া গণ্ডূষ করিয়া দাতার অনুমতি লইয়া ভোজনে বৈসেন। শেষ গণ্ডূষে ঐ মত, পরে আচমন করিয়া পান দক্ষিণা হস্তে গ্রহণ করিয়া, অক্ষতণ্ডুল ফলপুষ্প হস্তে করিয়া, দাঁড়াইয়া বেদধ্বনি করিয়া, পরে দাতাকে তিলক এবং মস্তক উপরে বস্ত্র-আচ্ছাদন করিতে হয়, তাহাতে আশীর্ব্বাদ। এই মতে ঐ দিবস গত হইল।

পুষ্করে ব্রাহ্মণ-ভোজন

৩১ আষাঢ়

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিয়া সাবিত্রী দেবী দর্শন, পূজা ইত্যাদি, ব্রহ্মা ও গায়ত্রী দর্শন। তথায় আপন আপন ইষ্ট-সাধন, তৎপরে বাসায় গমন।

১ শ্রাবণ

পুষ্করতীর্থের পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, অগস্ত্য, গৌতম, ব্যাস, পরাশর ইত্যাদি ঋষিগণের আশ্রম দর্শন, (পরে) পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ-পোয়া সুড়ঙ্গে গমন করিয়া নীলেশ্বর শিব দর্শন। তথায় এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী থাকেন।

২ শ্রাবণ

ব্রহ্মপুকুরে স্নান-তর্পণ করিয়া সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিয়া দর্শনাদি, নিয়ে আসিয়া ব্রহ্মা, গায়ত্রী ইত্যাদি দর্শন।

৩ শ্রাবণ

ব্রহ্মপুকুরের দ্বাদশ ঘাটে স্নান এবং সাবিত্রী, ব্রহ্মা ও গায়ত্রী-দর্শন।

৪ শ্রাবণ

তীর্থে স্নানাদি করিয়া সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাজি দর্শনাদি করিয়া আপন কর্ম্ম সমাপনান্তে বাসায় গমন।

৫ শ্রাবণ

সকলের আজমীর গমন। আমার নিজ কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য পুষ্করতীর্থে অবস্থিতি করিয়া, আপন সংকল্পিত কর্ম্ম সমাপন

করিয়া, বরাহঘাটের নিকট গোবিন্দদাস পাণ্ডার বাটীতে থাকিয়া, ব্রহ্মাদি দেবদেবী দর্শনাদি করিয়া, আপন কর্ম্ম সমাপনান্তর ঐ পুষ্করবাসী পাণ্ডার বাটীতে আসিয়া বাজার হইতে পুরি ইত্যাদি আনিয়া ভোজন করা হয়। তৎকালে অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে বাজারে যাইয়া দেখিলাম মকরাণা হইতে শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সরকার শ্বেত-প্রস্তরের দ্রব্যাদি লইয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর ঐ স্থানে জয়পুরের রাজার যে শিবস্থাপন আছে, ঐ শিব-মন্দিরে দ্রব্যাদি রাখিয়া, সকলে একত্রে থাকা হইল। পরে মুটিয়াগণ আনাইয়া আজমীর গমনের স্থির করিয়া ঐ শিবালয়ে রাত্রে সকলের অবস্থিতি হইল।

পুষ্কর হইতে আজমীর

৬ শ্রাবণ

আজমীর

পুষ্করতীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আজমীর গমন। পুষ্কর হইতে আজমীর (৮) ক্রোশ, পাহাড়ের উপর হইয়া এই পথ। গাড়ী যে পথ হইয়া গতায়াত করে, তাহাতে দশক্রোশ পথ। পাহাড়ের ঘাটে ঘাটে পথ। ঐ পথে পূর্ব্বদিবস গাড়ী ইত্যাদিতে শ্রীযুত কালীবাবু প্রভৃতি আসিয়া পথিমধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে বড় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। গাড়ী চলিবার পথ ছিল না, কোদালি দিয়া দুই বগলের বালি কাটিয়া পথের মধ্য দিয়া গাড়ী পাহাড়ের পথ হইতে বাহির করিয়া নাগাইত সন্ধ্যাকালে অনাহারে আজমীর সহরে পঁহুছেন। তথায় মধুসূদন-মিত্র নামক কায়স্থ জাতীয় এক ব্যক্তি কমিশনর শ্রীযুত নায়স সাহেবের আমলা। অতি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, ভগিনের এবং মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি পরিজনবর্গসহ আছেন। উক্ত মধুবাবু আজমীর সহরে সূর্য্যমল শেঠের বাটীতে থাকিবার স্থান করিয়া দেন। ঐ বাটীতে সকলের থাকা হয়। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত অতি উত্তম বাটী। ভিতর মহলে অনেকগুলি ঘর আছে। বাহিরে বসিবার উত্তম দালান, কিন্তু পায়খানার এবং জলনিকাশের পথের বন্দোবস্ত নাই। বৃষ্টি হইলে বাটীর সকল জল এমন কি পায়খানার পর্য্যন্ত সম্মুখের দ্বার দিয়া নিকাশ হয়। এইমত আজমীর সহরের যত বাটী আছে, সকলেরই ঐ মত জল-নিকাশের পথ।

উক্ত বাটীতে সকলে রহিলেন। আমি, রামচরণ, বৈকুণ্ঠ সরকার (ও) শ্বেত-পাথরের মুটে আমরা চারিজন এবং পুষ্করবাসী পাণ্ডা রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দচাঁদ, চিন্তামণি ও মধুসিংহ সকলে পাহাড়ের উপর দিয়া যে পথ আছে ঐ পথ হইয়া আজমীরে পঁহুছান হইল। আজমীর সহরে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। উত্তম উত্তম শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন। তাহাতে নানামত নক্সা আছে। খোদিত মূর্ত্তিসকল প্রস্তরে খোদিত আছে। সহরের নিয়মমত সকল জাতির বসতি এবং সর্ব্ব রকমের দোকান আছে। রাজার কেল্লা পাহাড়ের উপর। মাড়য়ারের রাজধানী অতি সুশোভিত সহর। শ্বেত-প্রস্তরের নানামত বাসন এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি আর সকল রকম খেলানা, সিংহাসন, কৌচ, কেদারা, মেজ ইত্যাদি জিনিস উত্তম উত্তম পাওয়া যায়।

আজমীর সহরে খাজা সাহেব বলিয়া এক পীর আছেন, বড় জাগ্রৎ। তাঁহার ফকিরগণ পথ হইতে যাত্রিগণকে লইয়া যায়। তথায় হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বজাতি দর্শনার্থে যায়, তাহার কারণ, ঐ স্থানে চন্দ্রনাথ নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁহার নিকট এক বৃক্ষ ছিল। আজমীর সহরে মুসলমানের অধিক বসতি। একজন ভিস্তী জল সমেত আপন ভিস্তী ঐ গাছের উপর রাখিয়া আহারাদি করিতেছিল। ঐ গাছের উপর হইতে ভিস্তীর জল টোশা টোশা শিবের মস্তকে পতিত হওয়াতে, মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া প্রকট হইয়া ঐ ভিস্তীকে কহিলেন, "আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ, আমি দিব।" ঐ ভিস্তী কহিল যে, "তুমি কে?" শিব কহিলেন,

পীর খাজা সাহেব ও চন্দ্রনাথ শিব

"আমি এই স্থানে আছি। আমি চন্দ্রনাথ শিব, এই বৃক্ষমূলে আছি। তুমি আজ আমার মস্তকে জলধারা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছ। এজন্ত তোমাকে সদয় হইয়া বর দিতে আসিয়াছি।" ঐ ভিস্তী তখন কহিল, "যদি আমাকে বর দিবে, তবে এই বর দেহ, এই স্থানে তোমার যে নাম প্রকাশ আছে, তাহা গুপ্ত হইয়া আমার নাম প্রকাশ থাকে।" তাহাতে শিবজি কহিলেন, "তথাস্তু" অর্থাৎ তাহাই হইবে। "আমি গোপন হইলাম। আমার উপরে তোমার মসজিদ কবর হইবে, তাহাতে তোমার নাম খাজা সাহেব বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। কিন্তু তোমার যে কেহ সেবাতি হইবে, তাহারা মুসলমানের ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না।" তাহা সে স্বীকার করিল। মহাদেব আশুতোষ স্বভাবে বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ঐ স্থানে ভিস্তী দেহত্যাগ করিয়া রহিলেন। তাহার কবর ঐ শিবের উপরে হইল। তাহার পরিবারগণ ফকির হইয়া শুদ্ধাচারে আছেন। ঐ ফকির শিবের পূজা এবং খাজা সাহেবের শিরনি দুইই প্রতিদিবস দিতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। যাহার যে মনের মানস মানত করিলে সিদ্ধ হয়। তাহাতে দিল্লীশ্বর ঐ মসজিদ নানাপ্রকার প্রস্তরে খচিত করিয়া তাহাতে নানারঙ্গের প্রস্তর খোদিত করিয়া স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সম্মুখে নাটমন্দির আছে। তাহার যে সমস্ত থাম আছে, তাহাতে খোদিত করিয়া সাঁকতির কর্ম্ম করা আছে। ঐ স্থানে সর্ব্বদা নর্ত্তকী-গণ নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করে। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরবদ্ধ। ঐ বাটীর মধ্যে সদাব্রতের ঘর আছে। তাহাতে ফকির ফাকরা থাকে। ঐ বাটীতে অনেক কুকুর আছে।

আজমীর যোধপুরের রাজার অধিকৃত ছিল। যৎকালে ইংরেজ বাহাদুর ভরতপুর জয় করিলেন, যোধপুরের রাজা কোম্পানী বাহাদুরের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া মায় কেল্লা আজমীর সহর দিয়া আপন তাবৎ রাজ্য স্বাধীন রাখিয়াছেন। ঐ কেল্লা মধ্যে কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যগণ আছে। পর্ব্বত-উপরে কেল্লা।

আজমীর হইতে পুনরায় মথুরা

৭ শ্রাবণ

আজমীর হইতে গমন করিয়া তথা হইতে দশ ক্রোশ কৃষ্ণগড়। ঐ স্থানে বাগিচাতে স্থিতি।

৮ শ্রাবণ

কৃষ্ণগড় হইতে দশক্রোশ পড়াসনি নামে এক গ্রাম। ঐ গ্রামের মধ্যে থাকিবার স্থান না পাইয়া গ্রামের প্রান্তে ময়দানে জায়গা, তাহার নিকট কূয়া এবং বৃক্ষাদির ছায়া আছে। ঐ স্থানে সন্ধ্যার সময় পঁহুছা হয়।

পড়াসনি

৯ শ্রাবণ

পড়াসনি গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া নদী। ঐ নদীতে মুখ প্রক্ষালন স্নানাদি করিয়া পার হইয়া এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের নিকট আসিতে এক ব্যক্তি উটের উপর সওয়ার হইয়া গাড়ী রোখিতে আইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কি জন্ম গাড়ী রোখিতেছ। তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল যে, "তোমাদের সমভ্যারের একজন বাঙ্গালী মরিয়াছিল; তাহাকে দাহাদি না করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ।" আমরা কহিলাম, "সমভ্যারের কেহ মরে নাই।" পরে তদারক করিতে অন্ন অন্ন যে সব যাত্রী পুষ্করে গিয়াছিল, তাহাদের একজন স্ত্রীলোক মরিয়া যায়। তাহার সমভ্যারী ব্যক্তি তাহাকে বনে ফেলিয়া আইসে। ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া

যথায় লাস তথায় চালান করিয়া দেয়। কিন্তু সে ব্যক্তি অতি গরীব জানিয়া, তাহার নিকট টাকা পাইবার পথ না দেখিয়া আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে। আমরা তথা হইতে চারি ক্রোশ ছুহ্ বলিয়া এক গ্রামে আসি। তথায় বাজার ইত্যাদি আছে। মিষ্টান্ন পক্কান্ন দ্রব্য জলখাবার লইয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ .... এক বটবৃক্ষ আছে, ঐ স্থানে থাকিবার কথা ছিল। ঐ উষ্ট্রারূঢ় ব্যক্তিকে সমভ্যার দেখিয়া তথা হইতে গমন করা হইল। ঐ স্থানে থানা আছে, কিন্তু আমাদিগকে কিছু কহিতে পারিল না, তাহার কারণ যোধপুরের রাজার রেশালা সকল ঐ স্থানে আছে। আমরা তথা হইতে বগড় গ্রামে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতে গাড়ী ইত্যাদি রাখিয়া আহারাদির উদ্যোগ হইতে লাগিল। এমত সময় ঐ উটের সওয়ার বটতলার পূর্ব্বদিক্‌স্থ থানায় যাইয়া জানাইল যে, ইহারা আমাদের সরহদ্দের মধ্যে একটী মনুষ্য খুন করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। ঐ থানাদার শ্রীযুক্ত কালীবাবুকে তলব করায় নানা প্রকার বাদানুবাদের পর, তথায় যাইতে নানামত ভয় দর্শাইয়া পচিশ টাকা লইলেক, সুতরাং দিতে হইল, (কারণ) পরিবার সঙ্গে আছে। টাকা দিয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া তিন ক্রোশ আসিয়া বড়েনা নামে এক গ্রাম। তথায় রাত্রে পহুছা হয়। দোকান আছে, ধর্ম্মশালা আছে। দোকানে রাত্রে থাকা হইল। ঐ দিবসের ক্লেশের কথা কিছু লিখিতে পারিলাম না। সর্ব্বপ্রকারে দুঃখ, দেবতার বৃষ্টি ঐ দিন দিবারাত্র।

ছুহ্ গ্রাম

বগড় গ্রাম

বড়েনা গ্রাম

১০ শ্রাবণ

বড়েনা হইতে ছয়ক্রোশ বাউড়ি। ঐ গ্রামে থাকা হয়।

১১ শ্রাবণ

বাউড়ি হইতে আট ক্রোশ আসিয়া জয়পুর সহর। বাজারের মধ্যে এক ঘর লইয়া তাহাতে আহারাদি। বাহিরে দোকানের ঘর লইয়া তথায় আমরা সকলে থাকি। ঐ দিবস বৃষ্টি হয়। আহারান্তে নগর ভ্রমণ, সকল দেবালয়ের দেব-দর্শনাদি করিয়া, রাজার বাগানে ব্যাঘ্র ও হরিণ ইত্যাদি পশুগণের শোভা দেখিয়া, পুষ্করিণীতে জলচর পক্ষীগণের শোভা দেখিয়া, বাসায় স্থিত।

জয়পুর

১২ শ্রাবণ

জয়পুরে দর্শনাদি করিয়া যে সমস্ত প্রস্তর ইত্যাদির দ্রব্যাদি ছিল, তাহার পাশ পরোয়ানা রাজসরকারে করাইয়া, আর যে যে দ্রব্য জয়পুরে লইবার তাহা লইয়া ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় ঘাটদরজাতে আসিয়া থাকা হয়।

১৩ শ্রাবণ

ঘাটদরজা হইতে দশ ক্রোশ মোহনপুরা। ঐ স্থানে অবস্থিতি।

১৪ শ্রাবণ

মোহনপুরা হইতে দশ ক্রোশ দোশাগ্রাম। ঐ গ্রামে ঘর পাওয়া যায় না; অনেক ক্লেশে ছোট ছোট পাঁচ ছয় ঘর পাওয়া হইল, তাহাতে সকলে অতি কষ্টে কালযাপন করা হইল।

দোশা

১৫ শ্রাবণ

দোশা হইতে দশ ক্রোশ সেকেন্দরা। ঐ স্থানে মুন্সি ও নামদা

সেকেন্দরা

ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ঐ স্থানে রাত্রে দোকানে পুরি তৈয়ার করাইয়া আহারাদি করিয়া সরাই মধ্যে থাকা হয়।

১৬ শ্রাবণ

সেকেন্দরা হইতে দশ ক্রোশ বেশোড়া। ঐ গ্রামে দোকান আছে, তথায় দোকানে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। ঐ

বেশোড়া

স্থানের নিকট এক বৈরাগীর দেবালয় আছে। তাহার নিকটে ভাল ময়দান মত স্থান ছিল, তাহাতে গাড়ী রাখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া, তথায় খেচরান্ন করিয়া, সকলে আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে থাকিবার কথা হইল; কিন্তু ঐ বৈরাগী প্রথমে কাহাকেও থাকিতে দিতে সম্মত হইল না, পরে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া ঐ দেবালয়ের বাটীতে শয়ন করা হইল। সম্মুখ দ্বারে স্ত্রীলোক সকল, মন্দিরের দরদালানে আমরা সকলে রাত্র গুজরান করিলাম।

১৭ শ্রাবণ

ছোকরাবার

বেশোড়া হইতে দশ ক্রোশ ছোকরাবার; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তথায় পহুছান্ হইল।

১৮ শ্রাবণ

গাগর-আনি

ছোকরাবার হইতে এগার ক্রোশ গাগর-আনি।

১৯ শ্রাবণ

গাগর-থানি হইতে দশক্রোশ শোঁক; কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। ঐ স্থানে বেলা চারিদণ্ড থাকিতে পঁহুছিয়া পুষ্করিণীর নিকট তথায় এক ব্রাহ্মণের বাটী আছে। উহার তীরে শিবালয়, রাস্তাপারে এক বৈরাগীর সমাজবাটী, আর আর অন্য অন্য লোকের বাটী ঘর আছে।

শোঁক

তথায় ছুতার মিস্ত্রীর কাষ্ঠগড়ন হইতেছে। ঐ স্থানে নিম্ববৃক্ষ-মূলে আহারাদির উদ্যোগ করা হইল। তথা হইতে বাজার নিকট। দশ বার দোকান আছে; সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ঐ দিবস অরহর দাল পাওয়া হইল এবং গমের আটা, ভাল চাউল (ও) তরকারি পাওয়া হইল। জয়পুরের পথে আহারাদির অন্য দ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না। জুয়ার (ও) বাজরার আটা, আর মওটের দাল অনায়াসে পাওয়া যায়। তদ্দেশের সকল মনুষ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি আহার করে। বাটী-লেটী ইহাতেই কাল-হরণ। অনেক তল্লাসে বিক্রির দাল, (ও) গম যবের মিশাও আটা পাওয়া যায়, দাম অধিক। তরি তরকারি কিছু পাওয়া যায় না। পথে বন-উচ্ছার শাক আর ফল—তাহারই তরকারি করিয়া তাহাতেই আহারাদি। এই মতে কালহরণ করিয়া তীর্থভ্রমণাদি করিয়া শোঁকে আসিয়া পহুছান হইল। ঐ স্থানে ঐ দিবস থাকিয়া অরহরের দাল (ও) তরকারি করিয়া আহারাদি হইল। রাত্রে ঐ বৃক্ষমূলে শয়ন। রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে সকলে বসিয়া থাকা হইল, থাকিবার জন্য ঘর পাওয়া গেল না। কেহ ছত্র, কেহ মুগী, কেহ বস্ত্র, কেহ কম্বল, কেহ লুই ইত্যাদি আবরণ করিয়া,

কেহ কেহ শিবমন্দিরে, কেহ বা গাড়ীর উপর অর্থাৎ ভিতরে, কেহ নীচে, কেহ কাহারও বাটীর কানাচিতে, কেহ বা বৃক্ষের আড়ে রহিল ; কেবল শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাপড়ের ছাতা মুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে সকল শরীর আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রা গেলেন। (আর) সকলে জাগ্রতে রাত্রি গত করিলাম।

২০ শ্রাবণ

শোঁক হইতে ছয় ক্রোশ সসা। তথায় আসিয়া স্নানাদি করিয়া ঐ স্থান হইতে মথুরা চারিক্রোশ। বেলা আড়াই প্রহর গতে মথুরা পহুছিয়া চৌবের সহিত কথোপকথন হইতে এমত বৃষ্টি আসিল যে, জলের আস্ফালনে গাড়ী চলিতে পারে না। পরে বৃষ্টি কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে মথুরা হইতে তিন ক্রোশ শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম, তথায় সন্ধ্যাগতে পঁহছান হইল। ব্রহ্মকুণ্ডের অষ্টমীর মেলা। যে অগ্রবিহারীর কুঞ্জে থাকা হইয়াছিল, আমরা জয়পুর-পুষ্কর গমন করিবার পর ঐ কুঞ্জের কামদরি বৃন্দাবন সরকার অঁন্ত যাত্রী তুলিয়াছে, এজন্ত ঐ বাটীতে থাকিবার স্থান না হওয়ায় শ্রীযুত শুকদেব ব্রজবাসীর যজমান শেঠের কুঞ্জে আসা হইল। ঐ রাত্রে সকলেরই পুরি কচুরি আহার হইল। পথে আমার নাসার ব্যামহ হয়। তাহার পর তের ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া সকলের সমভ্যারে বৃন্দাবনে পঁহছি।

সসা

বৃন্দাবন

২১ শ্রাবণ

ঐ শেঠের কুঞ্জের উপরের ঘরে রসুই ইত্যাদি হইয়া

সকলে আহারাদি করিল। আমি রুটী আহার করিলাম। পরে বাটী অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক বাটী দেখা হইলেও

শ্যামসুন্দর

সুবিধামত বাটী পাওয়া গেল না। পরে বংশীবটের নিকট শ্যামবাজারনিবাসী ৺কৃষ্ণ-বসুর পুত্র ৺শুরুপ্রসাদ বসু যে কুঞ্জ করিয়া শ্রী৺শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ বাটী চারিখণ্ড, উত্তম বাড়ী, জল নিকট, যমুনার তটে ধীরসমীরের ঘাটে স্নান, বংশীবট নিকটে এবং বাটীর ভিতরে দুই কূয়া আছে। ঐ বাটীতে শুরুপ্রসাদ বাবুর পরিবার—তাঁহার স্ত্রী, দুই কন্যা ও পৌত্রী আছেন। কুঞ্জের কামদার আঁটপুরনিবাসী শ্রীযুত রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী অতি সদাশয় ব্যক্তি। ঐ বাটী ভিতরের ঘর সকল একতলা, কিন্তু ঘর চওড়া, তাহাতে থাকিবার ক্লেশ নাই।

২২ শ্রাবণ

শুরুপ্রসাদ বাবুর কুঞ্জ, যাহাকে লালাবাবুর কুঞ্জ কহে,

লালাবাবুর কুঞ্জ

তাহাতে স্থিতি হইল। বাটীর ভিতরের উত্তরের খণ্ড স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে দোতলার উপরে আমাদের থাকিবার ঘর। ঐ ঘরের সম্মুখের ছাত হইতে বংশীবট এবং যমুনাদর্শন উত্তমরূপ হয়।

২৩ শ্রাবণ

একাদশী, বৃন্দাবনপরিক্রম, তৃতীয়াবধি ঝুলন আরম্ভ, কিন্তু

বৃন্দাবনে ঝুলন

একাদশী অবধি বাহুল্য হয়। শ্রীধামে যত দেবালয় আছে, সকল স্থানেই ঝুলন হয়।

বৈকালে ছয় দণ্ড দিন থাকিতে অবধি বার হইয়া দর্শন আরম্ভ হয়, ক্রমে সর্ব্বত্র দর্শনযাত্রা।

২৪ শ্রাবণ

প্রাতে যমুনায় স্নান তর্পণাদি করিয়া গোপেশ্বর দর্শনান্তর গোপীনাথ দর্শন, বৈকালাবধি ঝুলন-দর্শন। ব্রজবাসিনী সকলে আপন আপন গৃহমধ্যে ঝুলে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঝুলনের গীত গায়, তাহাতে কাহাকেও কাহার লজ্জা নাই, কি শ্বশুর কি ভাসুর, কি স্বামী, কি পিতা, কি ভ্রাতা, যে কেহ গুরুতর ব্যক্তি থাকুক তাহাতে শঙ্কা নাই, বরং তাহারা সম্মুখে আইসে না। সকল স্ত্রীলোক শ্রাবণ মাসে উন্মাদিনী হইয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণনে মগ্ন থাকে।

২৫ শ্রাবণ

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দর্শন-যাত্রা।

২৬ শ্রাবণ

নাসা-জ্বরে শয়ন।

২৭ শ্রাবণ

স্নানাদি করিয়া দর্শন, পরে বৈকালে সর্ব্বত্র ঝুলন-দর্শনার্থ গমন। দেবালয়সকল উত্তমরূপে সুসজ্জীভূত করা। লালাবাবুর কুঞ্জে ঝাড়-লণ্ঠন, দেয়ালগিরি অনেক প্রজ্বলিত হয়। শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র ঝুলনে বৈসেন নাই, তেঁহ সিংহাসনে থাকেন, অন্য মূর্ত্তি আনিয়া ঝুলন হয়। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাতে ঝুলনচৌকি বসায়। শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর ঝুলনচৌকি অতি সুগঠন। শ্রীবৃন্দাবনে যেমত ঝুলন-চৌকির

লালাবাবুর কুঞ্জে ঝুলন

সুঠাম গঠন এতাদৃশ কোথাও দেখা যায় না। সকল দেবালয়ে সকল দেব ঝুলনচৌকিতে আসিয়া ঝুলন হয়, কেবল শ্যামসুন্দর রাধাদামোদর যে মন্দিরে আছেন, তাঁহারা এবং •বৃন্দাবনচন্দ্র আর কৃষ্ণচন্দ্র এই কয় মূর্ত্তি অচল আছেন। ইঁহাদিগকে সিংহাসন হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। বৃহৎ বিগ্রহ পদ্মাসনসমেত সিংহাসনে আঁটা আছেন। এই তিন দেবালয়ে অন্য শ্রীমূর্ত্তি লইয়া ঝুলন হয়। স্থানে স্থানে নানামত নৃত্য গীত মহোৎসব হইতেছে। নানামত দ্রব্যাদিতে চৌকির সম্মুখ শোভাযুক্ত হয়, পাশা সতরঞ্চ ইত্যাদি খেলা থাকে। রাধাকৃষ্ণ লীলাতে মগ্ন হয়। বঙ্কুবিহারীর ঝুলন তৃতীয়ার দিবস হয়, আর হয় না।

শেঠ যে রঙ্গচারীর রঙ্গনাথের মন্দির করিয়াছে, তিন-হারা প্রাচীর রঙ্গনাথের মন্দির, স্থানে স্থানে নানামত দেবমূর্ত্তি আছে, নারায়ণ মূর্ত্তি সকলই চতুর্ভুজ। এ সকল মূর্ত্তি অচল। রঙ্গনাথ শ্রীরামমূর্ত্তি আছেন।

রঙ্গনাথের মন্দির

তাঁহার সকল লীলা হয়। রঙ্গনাথের ঝুলন হয়। হিন্দোলা স্বর্ণনির্ম্মিত, অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ মুদ্রাতে হিন্দোলা তৈয়ার হয়। ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি রাশি রাশি; ষোল ডাল কুড়ি ডাল ঝাড়, ছাপ্পান্নটা পাঁচ ডালের দেওয়ালগিরি, ত্রিশ বৈঠকি চারি ঝাড়, কি ঝাড়ে আশি ফানস্; ইহা ভিন্ন লণ্ঠন আছে, এই সব আলো হয়। বৃহৎ বৃহৎ মুকুর সকল আছে, তাহাতে বাতী অতি সুশোভিত হয়। ঐ দিবস মধ্যখণ্ডে যে পুষ্করিণী আছে, তাহাতে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হয়।

সন ১২৬১ সালের মাহ চৈত্রে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামের ৺নন্দ-

কুমার বসুর কুঞ্জ হইতে কুম্ভের মেলাতে শ্রী৺হরিদ্বার স্নানার্থে গমন।

ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে শ্রীবৃন্দাবনে ফুলদোলের সময় কুম্ভের মেলা হয়। এই মেলা দ্বাদশ বৎসরান্তর হয়। প্রথমে ফুলদোলে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমের মেলা অন্তে হরিদ্বার গমন করে। মেলাতে নানা দেশ, পাহাড়, জঙ্গল হইতে খাকি, বৈষ্ণব, গিরি, পুরী, ভারতী, রামাত, সন্ন্যাসী, গোস্বামী, আখড়াধারী, মোহান্ত, নাগা ইত্যাদি অবধূতগণ আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে থাকে। খাকি ইত্যাদি বৈষ্ণবগণ যমুনার চড়ার মধ্যে বেদীর উপর আসন করিয়া ঐ স্থানে থাকিল। খাকি বৈষ্ণব দশ হাজার; তাহাদিগের সমভ্যারে নানা প্রকার শিলা আছে এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি ও গোপাল মূর্ত্তি। এরূপ প্রকার দেবসেবা চড়ার উপরে স্থানে স্থানে হইতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি কাঁসর মৃদঙ্গ করতাল খঞ্জরী ইত্যাদি বাদ্যধ্বনি করিয়া সময় সময় ভজন করা হয়। যমুনার চড়া কালিয়দহ হইতে গহ্বর-বনের নিকট পর্য্যন্ত। এই মত মহানন্দে আনন্দযুক্ত হইয়া বালুকাময় ভূমি স্বর্গতুল্য হইয়াছিল। খাকিগণ যে যে আসন করিয়া বসিয়াছিল, তথা হইতে মেলা ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও যান নাই। পনর দিবস মেলা ছিল। ইতোমধ্যে দুই তিন দিবস এরূপ বৃষ্টি ও বাতাস হইল যে, মনুষ্যগণ আপন আপন আশ্রমে থাকিয়াও আসিতে ভীত হইয়া কম্পমান; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সাধুগণ ঐ যমুনার চরমধ্যে থাকিয়া, ধুনী তাপিয়া ভজনানন্দ হইয়া, ভজনে মগ্ন রহিল। তাহাতে কিছু ক্লেশ বোধ নাই। দিবাতে পূজা পাঠ গান বাদ্য ইত্যাদি স্থানে স্থানে হইয়া পরমানন্দে মগ্ন। চিত্রকূট-

বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা

নিবাসী এক খাকি বাবাজি মৃদঙ্গে বড় ভাল ছিলেন। তাঁহার বাদ্য শুনিবার জন্য প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের মেলা হয়। এমত মৃদঙ্গের বাদ্য প্রায় কেহ শুনে নাই। এই সকল সাধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না। যে কেহ আপন ইচ্ছাতে উহাদিগকে ভোজন দ্রব্য, ধুনীর কাষ্ঠ, গাঁজা চরস ভাঙ্গ দিতেছে, তাহাই সকলে বণ্টন করিয়া লইয়া আনন্দে ভজন করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রী৺রাধারাণীর এরূপ কৃপা আছে যে, কেহ এ ধামে উপবাসী থাকে না। এই সকল সাধুদিগের সেবার দ্রব্যাদি সকলে যোগাইয়া দেয়। এক দিবস এমত হইল যে, কেহ সাধুদিগের কিছু আহার্য্য পঁহুছায় না; তাবৎ দিবা গত হইল, তথাচ আহার্য্য, কি ধুনীর কাষ্ঠ কিছু না পাওয়াতে সন্ধ্যা আরতি করিয়া সকলে ভজনে মগ্ন হইল। এইরূপ নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। রাত্র এক প্রহর পর্য্যন্ত সকলে সমাপন করিয়া পরস্পর প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া, আপন আপন যোগাসনে যোগ-সাধন করিতে উপবেশন সময়ে শ্রীধামের কোতোয়াল—জাতিতে মুসলমান, অশ্বারূঢ় হইয়া যমুনার চড়াতে যাইয়া, আপন গণ সমভ্যারে পদব্রজে সাধুদিগের নিকটে গমন করিয়া শুনিল যে, অদ্য সাধুসকল উপবাসী আছেন। তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে বিশ মণ পুরি, কচুরি এবং তদুপযুক্ত চিনি আর ধুনীর জন্য পঞ্চাশ মণ কাষ্ঠ, পঁচিশ মণ কাণ্ডা এবং তামাক চরসের খরচ পাঁচ টাকা দিয়া গমন করিল। এই মতে প্রতি দিবস সাধুদিগের সেবা হইত।

যে সমস্ত সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যমুনার তীরে ছিলেন। ইঁহাদের ভিক্ষা করা ছিল, দিবাতে চুটকি পর্য্যন্ত

করিত। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গিরণার পর্ব্বত হইতে এক মৌনী-বাবা আসিয়াছিলেন। তেঁহ ছত্রিশ বৎসর মৌনভাবে আছেন। অন্নাদি আহার করেন না—ফলাহারী, অযাচক। তাঁহার সহিত গিরণারবাসী এবং আবু-পাহাড়বাসী দশজন ছিল, আর এক ঘোড়া (ও) দুই চেলা; তাহারা বংশীবটের ঘাটের উপরে অশ্বথ-মূলে আসন করিয়াছিল। ঐ মৌনীবাবার আশ্চর্য্য তপস্যা, বৃক্ষশাখাতে রজ্জু দিয়া ঐ রজ্জুপরে চুরাশি আসন প্রত্যেকে করা, নীচে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ। এই মত প্রতি দিবস প্রাতে সন্ধ্যায় নিয়ম আছে। আহারাদির ফলাহারী দ্রব্য যদি কেহ আনিয়া দেয়, তাহা গ্রহণ করেন। অন্য অন্য ব্যক্তিগণের ভোজন দ্রব্য যাহা দেয়, তাহা লইয়া সকলকে বণ্টন করেন। আপনার ফলাহারী দ্রব্য যে দিবস কোথাও পাওয়া না যায়, সে দিবস বিল্বপত্র আহার করিয়া দিনাতিপাত হয়। এই নিয়মে তাঁহার থাকা হয়।

গিরণারের মৌনী বাবা

শ্রীধামে বার আখড়া আছে। ঐ সকল আখড়াধারীরা আপন আপন গদি হইতে আইসে। তাহাদের সমভ্যারে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নীলগাও, মৃগ, হরিণ, নীলবানর ইত্যাদি পশুগণ আছে। ঘোটক (ও) উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ডঙ্কা, উষ্ট্র'পরে কড়াবিন আর তাসের ও কিংখাপের ও আলোয়ানের নিশান সকল। সঙ্গে আটটা, কাহার দশ, কাহার বার, ইস্তক আট নাগাইদ চব্বিশটা নিশান। যাহার যেমত গদি তাহাদের সহিত সেই মত নিশান। এক এক নিশানের মূল্য ইস্তক আটশত নাগাইদ আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আছে। ঐ নিশানের রক্ষক তিন চারি শত নাগা অস্ত্রধারী, অস্ত্র চালনা করিতে করিতে,

বৃন্দাবনের আখড়া

বাদ্যধ্বনি বন্দুক কামান কড়াবিন আওয়াজ করিতে করিতে, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইল। আখড়ার মোহন্ত হস্তীতে, রূপার আমারি, তাহার উপর শ্বেত চামরের ব্যজন, আশাশোটা বল্লম ছড় সোণা রূপার, এই মত আসবাবে আসা হয়। যখন বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্বে মথুরায় আসিয়া সংবাদ হয়। বৃন্দাবন হইতে আপন আপন আখড়ার বৈরাগীগণ অগ্রগামী হইয়া এখান-কার আসবাব সকল লইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া আইসেন। আপন আপন গদিতে পঁহুছিয়া মেলা পর্য্যন্ত থাকিয়া সকলে এক এক দিন কড়াই করে অর্থাৎ ঝণ্ডুর সকলকে উত্তমরূপে আহার করায়।

যে বার আখড়া আছে তাহার নাম :—

দিগম্বরী, পরমার্থী, বলিভদ্রী, মালাধারী, নিষ্কামী, নির্ব্বাণী, বিষ্ণুস্বামী, হনুমানওয়ারা, ধুরিআল, মুলুকজি …

শ্রীধামে ফুলদোলের মেলা দেখিয়া এবং পরিক্রমাদি করিয়া হোরি খেলার মেলা হইলে পর বেলবনে হোরির মেলা দেখা হয়।

বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার

৫ চৈত্র—

শ্রীধাম হইতে প্রাতে সর্ব্বত্র দর্শন-যাত্রা সাঙ্গ করিয়া আহারা-দির পরে যমুনা পার হইয়া মাঠগ্রাম হইয়া কোররি নামে এক গ্রাম, তথায় রাত্রে স্থিতি।

৬ চৈত্র—

কোররি হইতে দশ ক্রোশ পথ খএর নামে এক গ্রাম। তথায় বাগানে আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাই মধ্যে যে বাগানে আহার করা হয়, তাহা হইতে তিন ক্রোশ। ঐ বাগানে তিত-সজনা-ফুলের রসুই হয়। ঐ বাগানের কুয়ার মধ্যে ডোল পড়ে; নবকৃষ্ণ ঐ কুয়াতে রশি ধরিয়া নামিয়া অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া ডোল তুলে। ত্রিশ হাত নীচে জল।

খএর গ্রাম

৭ চৈত্র—

খএর হইতে দশ ক্রোশ খুরজা। তথায় এক বাগানের মধ্যে আহারাদি করিয়া সহর মধ্যে সরাইতে থাকা হইল। এই স্থানে যথেষ্ট কম্বল প্রস্তুত হয়।

খুরজা

৮ চৈত্র—

খুরজা হইতে ৮ ক্রোশ গোলাচি। মাঠে এক অশ্বথবৃক্ষের

গোলাচি

নীচে আহারাদি করিয়া গ্রামের মধ্যে ময়দানে থাকা হয়।

৯ চৈত্র—

গোলাচি হইতে ছয় ক্রোশ হাপর, সহরের ন্যায় বসতি। সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বাজারের শৃঙ্খলামত

হাপর

দোকানাদি আছে। ঐ স্থানের পাঁপর অতি উত্তম, কিন্তু দিবাতে ভাল পাঁপর পাওয়া যায় না, সন্ধ্যার সময় উত্তম মিলে: ঐ স্থানে এক বাগানে আহারাদি করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ যাইয়া এক গ্রাম। তাহার মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

১০ চৈত্র—

উক্ত গ্রাম হইতে ৮ ক্রোশ মিরাট। অতি উত্তম স্থান। কোম্পানি বাহাদুরের ছাউনি আছে। কমবেশ দেড়শত বাঙ্গালী

মিরাট

আছেন। এক কালীবাড়ী আছে; তথায় একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে সর্ব্বত্রে এক এক শ্রী৺কালীবাটী আছে। তাহার খরচ সকল বাবুলোকে মাসিক নিয়মমত দেন। এই কালীবাটী দুই কারণে হয়—এক কারণ, বাঙ্গালী যে সমস্ত মনুষ্য ষ্টেশনে ভিক্ষা কিম্বা কর্ম্মার্থে, কি দেশ ভ্রমণে আগমন করেন, যাহার সহিত কাহারও আলাপ নাই, ঐ সকল ব্যক্তির থাকিবার স্থান কালীবাটী, কেহ বাসাতে

স্থান দেয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—এতদ্দেশে যে জীবহিংসা করে, তাহাকে অতি হেয় জ্ঞান করে। কাহারও মনে বৃথা-মাংস ভক্ষণ করিব না এই ভাবের উদয় হইলে, মহাদেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ হয়।

মিরাটে লালুকুর্ত্তির বাজারের নিকট বেহালা-নিবাসী দিগম্বর মুখোপাধ্যায়ের এক বাঙ্গালা আছে। তাহাতে বাবুদিগের সর্ব্বদা বৈঠক হয়। মুখোপাধ্যায়ের সরাবের কারবার আছে।

মিরাট সহর অতি উত্তম, তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি। স্থানে স্থানে বাজার আছে। সকল বাজার উত্তম শৃঙ্খলামত। আহারাদির্ অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায়। চৈত্র মাসে কপি, মটর-শুটি, বিট-পালঙ্ ইত্যাদি ভাল মত পাওয়া গেল, আর আর সকল তরকারি আছে, কেবল পটল মিলে না।

মিরাটে জজ, কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর ইত্যাদির কাছারি আছে। জিহালখানার পার্শ্বে ডাক্তারখানা। সহরের বাহিরে কেম্প; তথায় গোরাবারিক এবং কালাপল্টন। ঐ স্থানে পল্টনের সাহেবদিগের বাঙ্গালা এবং ইলেক্‌ট্রিক্-টেলিগ্রাফ আফিস।

আমরা সহরের ভিতর সকল বাজার ভ্রমণ করিয়া, নানা-জাতীয় দ্রব্য দেখিলাম। বাঙ্গালী দেশোয়ালী পঞ্জাবি ফিরিঙ্গি মুসলমান ইত্যাদি দোকানদার সকল উত্তম উত্তম দোকান সকল সুসজ্জিত করিয়াছে, তাহাতে সকল দেশের দ্রব্য পাওয়া যায়। উত্তম উত্তম কম্বল আছে, আর আর নানাবর্ণের সুতা উল পশমের বস্ত্রাদি আছে। মিরাট সহরের তামাক সকল রকমের আছে। সহরের লালকুরতির বাজারে দাল ছোলা গুড় কপি

আলু মটরশুটী পান সুপারি তামাক ইত্যাদি দ্রব্যাদি লইয়া, সহরের বাহির তিনক্রোশ যাইয়া, তথায় বাগানের ভিতর গাড়ী ইত্যাদি ঐ স্থানে ধরিয়া আহারাদির উদ্যোগ হইতেছিল। তথায় আমরা বেলা এগার ঘণ্টার সময় পহুছিয়া, ঐ স্থানে স্নানাদি করিয়া, আহারের উদ্যোগ। যে পুষ্করিণীতে স্নান হইল, তাহার জল অতি উত্তম। আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাই মধ্যে স্থিতি।

১১ চৈত্র

মিরাট হইতে দশক্রোশ মজফরনগর। ঐ স্থানে এক বাগানে থাকিয়া দিবাতে আহারাদি করিয়া ঐ বাগানে স্থিতি।

মজঃফরনগর

১২ চৈত্র

মজফরনগর হইতে এগার ক্রোশ কাজিকাপুর। এই স্থানে এক আম্রবাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যাগতে সহর মধ্যে সরাই আছে তন্মধ্যে স্থিতি।

কাজিকাপুর

১৩ চৈত্র

কাজিকাপুর হইতে বারক্রোশ রুড়কি। নূতন সহর হইতেছে। এই স্থানের নাম "নিউ কলিকাতা" কোম্পানি-বাহাদুর রাখিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। যত বিষয়ের কল আছে, স্থাপিত হইয়াছে। যত বিষয়ের কল আছে তাহার শিক্ষার জন্ত এই কলেজ। বিলাতে কলেজ আছে, আর এই রুড়কিতে এক

রুড়কি

কলেজ। আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী যাহার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা যে কলেজে পড়িতেছে • তাহার সাটিফিকেট্ লইয়া এই কলেজে পড়িতে আসিলে যে ব্যক্তি যে কলেজে যত টাকা স্কলারসিপ্ পাইতেছে, ঐ টাকা আর এখানকার নিরূপিত আট টাকা পাইবে। বাঙ্গালা হইতে হিন্দুকলেজের ফাষ্টকেলাস্ হইতে শ্রীযুত মধুসূদন চট্টো-পাধ্যায় আসিয়া, এখানে ফাষ্টকেলাসে ভর্ত্তি হইয়া, প্রশংসনীয় হইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। এরূপ বালক কেহ এ প্রদেশে পড়িতে আইসে নাই। ইতিপূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী বালক দিল্লী কলেজ হইতে যাইয়া ফাষ্টকেলাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সে ব্যক্তিও উত্তম ছিল, কিন্তু মধু'র ন্যায় নহে। আর বাঙ্গালি বালক কেহ নাই। এই স্থানে আর দুই জন বাঙ্গালি কেনেল ডিপার্টমেণ্টে আছেন। ঐ দপ্তরে কলিকাতানিবাসী উমাচরণঘোষ (ও) গুপ্তিপাড়ার নিকট (বাসস্থান) গিরিশ বন্দ্যো-পাধ্যায় এই দুই জন বাঙ্গালি বাবু সহরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট কর্ম্মকারক আছেন। আর অনেক ফিরিঙ্গি ও গোরামিস্ত্রী এবং কেরাণী আছে, তাহাদের এক এক বাঙ্গালা আছে। কয়বেশ যাটিজন আছে।

এই স্থানে এক পল্টন আছে, তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ আছে। লোহার খানা আছে, তাহাতে নানামত লোহার দ্রব্যাদি তৈয়ার হইতেছে। লোহাতে এমত ফুট দিতেছে যে, জলের ন্যায় গলিয়া যায়। • এই লোহার খানার লোহা গলাইবার যে ঘর তাহার ইট বিলাত হইতে আসিয়াছে। সে ইট বাঙ্গালা কি এতদ্দেশে জন্মে নাই। ইটের রঙ শুভ্র, অনেক অগ্নির উত্তাপ পাইতেছে তথাচ

গলে নাই। অতিশয় মজবুত ইট। ঐ লোহার খানাতে লোহার বোট হইতেছে। ঐ সকল বোট নহরেতে বহন করে। কমবেশ তিনশত বোট প্রস্তুত আছে এবং হইতেছে।

রুড়কিতে যে পুল হইয়াছে, এমত পুল কোথাও নাই। বড় মজবুত এবং সুডৌল। পুলের দুই মহড়াতে যে দুই ব্যাঘ্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে বৃহৎ আকৃতি—ভয়ানক মূর্ত্তি।

রুড়কির নহর

নহরের দুই ধারে পোক্তা গাঁথনি উত্তম, সুরকির মজরাটী করা। নহরের অতিশয় শোভা। পুলের পারে বাজার সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, শৃঙ্খলামতে দোকান স্থাপিত। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। নহরে জল ৩ ফুট চলিবার হুকুম। অধিক জল থাকিবার আদেশ নাই। যখন জল শুখাইয়া নহর মেরামত করিতে হয়, হরিদ্বারে যথা হইতে এই গঙ্গার নহর আসিয়াছে, তথায় বন্ধ করিলে জল শুখাইয়া যায়। তাহার পর মেরামতাদি হয়। এই নহরের শাখা-নহর স্থানে স্থানে অনেক হইয়াছে। অনেক কারণ জন্য গঙ্গার এই নহর করিয়াছে। হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্য্যন্ত জলপথে বাণিজ্যাদি হইবার কিম্বা সরকারি যুদ্ধাদির দ্রব্যাদি গতায়াত করিবার পথ ছিল না। এই নহরে অনায়াসে নৌকা গতায়াত করিতেছে। আর এতদ্দেশে বহুস্থানে জলকষ্ট জন্য শস্যাদি জন্মিত না, মরুভূমির ন্যায় ভূমি সকল পতিত থাকিত; এক্ষণে এই প্রধান নহর হইতে গ্রামে গ্রামে নহর চালাইয়া ভূম্যাদি আবাদ করাইতেছে। ফি বিঘার জল-খরচ ।৹ চারি আনা ধার্য্য করিয়াছে। ইহাতে রাজা প্রজা দুইয়েরই লাভ অথচ প্রজা পরম সুখী। রুড়কিতে এই নহরের মুখে এক নদী আছে। ঐ নদীর জল

লহরের নীচে দিয়া যাইতেছে; লহরের জল নদীর উপর হইয়া আইসে। কাহার জলের সহিত কাহার জল মিশ্রিত হয় না। নদীর জল লহর হইতে নীচে আছে, এ জন্ম ঐ নদীর উপর পুল করিয়া তাহাতে লহরের জল আসিতেছে। লহর সর্ব্বত্রে সমান ভাবে আসিতেছে, উচ্চ নীচ নহে। তাহা হইলে সর্ব্বত্র সমান জল থাকে না, কোথাও লহর নীচে দিয়া চলিতেছে, উপরে নদী বহিতেছে।

এই রুড়কির লহরের নিকটে এক বাগান আছে। ঐ বাগানে ঐ দিন স্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া রুড়কির পুল ইত্যাদি যে সমস্ত কল-কারখানা আছে, তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, বাজারে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা লইয়া, রাত্রে ঐ বাগানে থাকা হইল।

১৪ চৈত্র সোমবার

প্রাতে রুড়কি হইতে ছয়ক্রোশ যাইয়া এক আম্র বৃক্ষের নীচে আহারাদি করা হয়। তথায় লহরের জলে স্নানাদি। ঐ স্থান হইতে জলাপুর চারিক্রোশ। তথায় যে লহরের মুখে নদী পড়িয়াছে, তাহার লহর ঐ নদীর নীচে হইয়া আসিতেছে, নদী উপরে চলিতেছে। এই জলাপুরে পাণ্ডাদিগের বাটী। আঠার শত ঘর পাণ্ডা জলাপুরে ও কখলে আছে। জলাপুর হইতে হরিদ্বার তিন ক্রোশ। এই স্থানে হরিদ্বারের মেলা জন্ম তোপখানা এবং এক কালা-পল্টন গার্ড আছে। অস্ত্র কি বন্দুক ইত্যাদি যাহাতে গোলা গুলি চলে কিম্বা বড় লাঠী লইয়া কেহ প্রবিষ্ট হইতে না পারে; তাহার তল্লাসী গাড়ীর

জলাপুর

মনুষ্যের লইয়া তবে তাহার ভিতর প্রবেশ হইতে দেয়। এই মত চতুর্দ্দিকে গার্ড আছে। আমরা তল্লাসী দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া, বাজারের কিছু দূরে এক ময়দান জায়গাতে গাড়ী রাখিয়া রেতিতে আসন করিয়া রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হইল। সমভ্যারের সকল আসবাব ঐ রাত্রে পাণ্ডার বাটীতে রাখিয়া আসা হইল।

১৫ চৈত্র মঙ্গলবার

জলাপুর হইতে তিনক্রোশ হরিদ্বার।* অতি প্রত্যূষে তথায় পহুছিয়া, রুড়িতে গাড়ী রাখিয়া, হরপিড়ির ঘাটে প্রাতঃস্নান, তর্পণাদি, ভেট্ পূজা করিয়া, থাকিবার বাটীভাড়ার জন্য সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা হইল। এক এক ঘর এক শত টাকা মেলা পর্য্যন্ত ভাড়া। চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়। এই কয় দিবসে ফিঃ ঘর একশত টাকা। বাটীর মধ্যে দশ বার ঘর আছে, কিন্তু পায়খানা এক। ঐ স্থানে সকল বাটী-শুদ্ধের নিকাশ প্রকাশ, এই মত দেখিয়া বাটী পছন্দ না হইয়া, গঙ্গার নিকট রুড়ির উপর ঘাসের ছাপ্পর তৈয়ার করাইয়া, তাহাতে তিন ঘর হইল। এক ঘর স্ত্রীলোকদিগের, এক ঘর দাসীদিগের, আর সমভ্যারী যাত্রীদিগের। এই দুই ঘর পূর্ব্বদ্বারী। যে ঘর দক্ষিণদ্বারী হইল, তাহাতে আমরা সকলে রহিলাম। চতুর্দ্দিকে ঘাসের টাটীর প্রাচীর হইল। দক্ষিণদিকের পূর্ব্ব-কোণে পায়খানা হইল। তাহার বাহিরে দরোয়ানদিগের দেউড়ি হইল। পূর্ব্বদ্বারী বাড়ী হইল, সম্মুখে পরিসর রাস্তা রহিল। তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার

হরিদ্বার

* পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২১ ও ২২ অধ্যায়ে এবং শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৫৫ অধ্যায়ে হরিদ্বার-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

লহর। ঐ গঙ্গাতীরে রসুয়ের স্থান। এই মত বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থোপবাস করিয়া থাকা হইল।

১৬ চৈত্র

হরপিড়ির ঘাটে স্নানাদি করিয়া কুশাবর্ত্তের ঘাটে তীর্থ শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ঐ ঘাটে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ দানাদি।* কুশাবর্ত্তের ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে, পিণ্ড জলশায়ী সময়ে দেখিতে চমৎকার! হাজার হাজার মৎস্য একের পর আর, একের পর আর, এইরূপ কেলি করে। শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া, ঐ বাসায় যাইয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, নিয়ম-ভঙ্গ হইয়া জল খাওয়া, পরে আহারাদি হয়।

১৭ চৈত্র—

নীল-পর্ব্বতে চণ্ডী-দর্শনার্থে গমন। গঙ্গার লহর নৌকার পুলে পার হইয়া, পরে নীলগঙ্গার ধারা নৌকাতে পার হইয়া, পাহাড় মধ্যে প্রবেশ। ক্রমে পাহাড়ের উপর প্রায় তিন ক্রোশ উচ্চে উঠিতে হয়। এই পর্ব্বত মধ্যে উত্তর-দিকে এক নিবিড় বন আছে, তাহার মধ্যে অনেক সাধু যোগ-সাধন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট যাইয়া দর্শন করা সুকঠিন; তাহার কারণ ঐ বন মধ্যে অনেক হস্তী হস্তিনী আছে এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মৃগ,

নীল-পর্ব্বতে চণ্ডী ও নীলকণ্ঠেশ্বর-মন্দির

* "গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ॥"
(মহাভারত, ১৩।২৫।১৩)

শূকর, হিংস্রজন্তুগণ আছে। ঐ বনে প্রবিষ্ট না হইয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে নানা পুষ্পের উদ্যান এবং বৃক্ষগণে সুশোভিত, এই মত স্থানে স্থানে দেখিয়া পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া চণ্ডীদেবীর মন্দির। ঐ মন্দির মধ্যে প্রস্তরে দেবীর মূর্ত্তি। ঐ চণ্ডীদেবীর দর্শন পূজাদি করিয়া, তথা হইতে পূর্ব্বদিকে ঐ পর্ব্বতের অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ এক শৃঙ্গ, তাহাতে অঞ্জনাদেবী আছেন, তাঁহার দর্শন। পরে পাহাড়ের দক্ষিণ দিক্ হইয়া নামিতে হয়। অনেক দেব দেবীর দর্শন আছে। অর্দ্ধেক পথ নামিলে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব আছেন, তাঁহার দর্শন পূজা। তাহার পর এক সাধু আছেন। তেঁহ হাঁটুতে দাঁড়াইয়া বার বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার দর্শন করিয়া গৌরী-কুণ্ডের নিকট আসা হইল। গৌরীকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া, ঐ স্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে করিতে কুণ্ডের মৎস্য দেখা হইল। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, কিছু খাদ্য-দ্রব্য দিতে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পরে ঐ নীলধারায়, যথায় নৌকায় পার হইতে হয়, তথায় আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বপারে স্নান তর্পণাদি করিয়া, নৌকায় পার হইয়া আসিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর গতে বাসায় আসিয়া পহুছা হয়। পরে আহারাদি।

১৮ চৈত্র—

হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বিল্বকেশ্বর শিব দর্শনার্থে গমন করিয়া, ঐ স্থান হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে এক ক্রোশ যাইয়া, পর্ব্বতের নীচে শিব আছেন। তথায় অনেক বিল্ববৃক্ষ আছে। ঐ স্থানে বহু সন্ন্যাসী অবধূত থাকেন, সর্ব্বদা

হর হর শব্দ হইতেছে। তথা বিল্বদল-গঙ্গাজল লইয়া শিবপূজা দর্শনাদি করিয়া, বাসায় গমন। পরে আহারাদি করিয়া বৈকালে মেলার দোকানাদি দেখিয়া, নগর-ভ্রমণ, নানাবিধ দ্রব্যাদি ও মনুষ্য দেখা এবং শ্রবণনাথ মোহন্তের শিবস্থাপনের শোভাদি ও সন্ন্যাসিগণের দর্শনাদি করিয়া, সন্ধ্যাতে হরপিড়িঘাটে দর্শনাদি করিয়া বাসায় গমন।

১৯ চৈত্র—

বাসা যে স্থানে হইয়াছিল, তথা হইতে কন্খল-তীর্থ তিন ক্রোশ। প্রাতে গমন করিয়া কন্খল-ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দক্ষেশ্বর শিব দর্শন ও পূজন করিয়া বটবৃক্ষের মূল হইয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বারের ন্যায় বটের আলে অর্থাৎ নাম্মাতে স্থাপিত আছে তাহার ভিতর হইয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া, সম্মুখের দ্বার হইয়া বাহির হইতে হয়। এই স্থানে অনেক সন্ন্যাসী, অবধূত, ব্রহ্মচারী (ও) যোগিগণ আছেন। অতি উত্তম স্থান, দক্ষ প্রজাপতির বাসস্থান। এই স্থলে দক্ষযজ্ঞ হয়। সহরের ন্যায় বসতি। দক্ষেশ্বর শিবের বাটী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইলে সতীকুণ্ড। যথায় সতীর দেহত্যাগ হয়। ঐ কুণ্ড এক্ষণে এক পুষ্করিণীর মত হইয়া আছে, তথায় কাহারও বসতি নাই, মাঠ হইয়াছে। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে এক শিব আছেন। দুই ভৈরব সম্মুখে আছে। বৃক্ষের তলাতে শিব (ও) ভৈরব আছেন, মন্দির আদি কিছুই নাই। কেবল একজন সন্ন্যাসী আছেন। কুণ্ড অতিশয় অপরিষ্কার, চতুর্দ্দিকে ময়লা। যেরূপ মহৎ তীর্থ, তদ্রূপ উদ্ধার নহে। কেবল ঐ

কনখল

তীর্থ এরূপ। নচেৎ অন্যান্য স্থান সকলে উত্তমরূপে তীর্থের উদ্ধার আছে। শেঠদিগের ধর্ম্মশালা, বাগান, (ও) দেবালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে। কন্খলে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। এইখানে ডাকঘর এবং কাছারি ইত্যাদি আছে। দোকানদার সকলের রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, সকল দ্রব্যাদিই পাওয়া যায়। এই কন্খল নগরে বার আখড়া আছে। দিগম্বরী, নির্ম্মরী ও বলভদ্রী প্রভৃতি আখড়াধারীদিগের এক এক আখড়া-বাটী আছে, তাহাতে অবধূত, নাগা, (ও) সন্ন্যাসীদিগের স্থান। মোহন্তগণ কুম্ভের মেলাতে আপন চেলাগণ শুদ্ধ আসিয়া ঐ স্ব স্ব স্থানে ঝণ্ডু তুলিয়া আসন করেন। এই সকল আখড়াধারীদিগের অনেক ব্যয় হয়। তাহার কারণ পর্ব্বের সময়ে যত লোক তথায় অভুক্ত থাকে, সকলকে ভোজনদ্রব্যাদি দিতে হয়। আহারের পূর্ব্বে দামামা কি ঘড়ি কিম্বা ঘণ্টা বাদ্য করিয়া সকল লোককে সংবাদ করিতে হয়। যে কেহ ক্ষুধিত ব্যক্তি আছে আইস। এই মত সমস্ত মোহন্তের নীতি।

এই মত না করিয়া যদি মোহন্ত আত্মসুখাভিলাষে মগ্ন হয়েন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গদী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পূর্ব্ব মোহন্তের অন্য চেলাকে মোহন্ত করে। এই সকল মোহন্তদিগের শিষ্য বহু রাজা-রাজড়া আছেন, যখন যাহা খরচাদি হয়, তাহা ঐ রাজারা দিয়া থাকেন। কন্খলে অনেক বাগ্‌বাগিচা, ময়দান, জায়গা আর উত্তম উত্তম বাটী ঘর বাজারাদি আছে। এজন্য যত দেশের রাজা-রাজড়া আসিয়াছিলেন, সকল রাজাদিগের ছাউনী ঐ স্থানে হইয়াছিল। এক এক স্থানে বাগে, ময়দানে এক এক রাজার তাম্বু কানাৎ ফেলিয়া বাটী ঘর তৈয়ার করিয়া আছেন। যোধপুর, আলওয়ার,

বিকানীর ও নাবা,—পঞ্জাবস্থ রণজিৎসিংহের অধীনের রাজগণের মধ্যে যে যে রাজা স্নানার্থে আসিয়াছিলেন, সকলে ঐ স্থানে স্থিত। আর যে সমস্ত সওদাগর অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গণ্ডার, খচ্চর, রোজ, নীলগাও প্রভৃতি জন্তুগণ বিক্রয়ার্থে লইয়া আসিয়াছে, তাহারাও ঐ স্থানে আছে। এই সকল কখল নগরের শোভা দেখিয়া পুনরায় বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া, বৈকালে হরিদ্বারের মেলার বাজার দেখিয়া, সন্ধ্যাতে হরপিড়ির ঘাটে গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করিয়া বাসাতে রাত্রে স্থিতি।

২০ চৈত্র—

হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, ঘাটের কিঞ্চিদ্দূর দক্ষিণাংশে যে পর্ব্বত আছে তাহার চড়াই চারি ক্রোশ; ঐ পর্ব্বতের উপরে সূর্য্যকুণ্ড, তাঁহার দর্শন। তাহার উচ্চ শৃঙ্গে এক সাধু তপস্যা করিতেছেন, অযাচক। কেহ তথায় আহার দ্রব্য পহুছাইয়া দেয় তবে আহার, নচেৎ পাহাড় হইতে নীচে আইসেন না। কিন্তু ভগবানের এমনি দয়া যে, ঐ পর্ব্বতোপরি বন মধ্যে প্রতি দিবস আহার যোগাইতেছেন। ঐ পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বাসায় গমন। আহারাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ।

২১ নাগাইদ ৩০ চৈত্র—

হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নীলধারা, ত্রিধারা, পঞ্চধারা, সপ্তধারা পর্য্যন্ত ভ্রমণ (ও) জলস্পর্শ। কোথাও কখন পুনঃ স্নান, সাধু-সন্দর্শন, প্রদক্ষিণ, দেবদেবী-দর্শন-

পূজন, নগর-ভ্রমণ, সাধুদিগের ভজন-শ্রবণ এই মত প্রতি দিবস প্রাতঃ অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত; কেবল ভোজন ও শয়নকাল বাসাতে।

হরিদ্বারে কুম্ভের মেলাতে বহু দেশস্থ নানারূপ মনুষ্যের একত্র মিলন হইয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোর মনুষ্য, তদ্ভিন্ন জীব জন্তু আছে। চতুর্দ্দিকে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। আমরা যে স্থানে প্রথম আসিয়া ঘর বান্ধিয়া ছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিক্ ময়দান জমির উপরে ছিল। কিন্তু দুই তিন দিন মধ্যে এমত বসতি হইল যে, তিল থুইবার স্থান রহিত হইল। এই সকল মরুভূমি লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। স্থানাভাব এ পর্য্যন্ত হইল মনুষ্য সকল কেবল বসিয়া এবং ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিল।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

গঙ্গার নূতন লহরের পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম প্রায় তিন ক্রোশ বাকসের জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের মধ্যস্থলে এই মেলার রক্ষার্থে এক কালা পল্টন ছিল। তৎপরে জঙ্গলে সকল লোক শৌচক্রিয়া করিত। কিন্তু এত মনুষ্যের সমাগম হইল, ঐ অপরিষ্কার ভূমি যত ছিল সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া নগরের ন্যায় বসতি ও বাজার হইল।

হরিদ্বারের উত্তর-দক্ষিণে নয় ক্রোশ—ইস্তক হৃষীকেশ নাগাইদ কথল; পূর্ব্ব-পশ্চিম চারি ক্রোশ—ইস্তক নীলপর্ব্বত নাগাইদ জোয়ালপুর, এই চতুঃসীমার মধ্যে সর্ব্বত্রে নগর; সহরের ন্যায় মনুষ্যের বসতি এবং বাজার স্থাপিত হইল। সকল পথে এমত লোক গতায়াত করিতে লাগিল যে, পথ চলিতে গেলে মনুষ্যের ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়,

মেলায় লোক-সমাগম

গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাচ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে এমত বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যে পথে লোক গমন করিবে সে পথে পুনরাগমনের লোক আসিতে পারিবে না। এই বন্দোবস্ত জন্য স্থানে স্থানে রক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করিতেছে; গঙ্গাতে দুই স্থানে নৌকার পুল করিয়াছেন—এক পুল হরপিড়ির ঘাটের নিকট, আর এক পুল নীলপর্ব্বতের সম্মুখে রুড়িতে যথার পল্টন। ঐ স্থানে দোহারা নৌকার পুল। তাহার দক্ষিণ দিকে যে নৌকার পুল, তাহাতে পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপার যাওয়া (এবং) উত্তর অংশের পুলে পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিম পারে আসা, হরপিড়ির ঘাটের নিকটে ঐরূপ বন্দোবস্ত। এই মত করাতে গমনাগমনের (পথে) লোকের সহিত গোলযোগ হইতে পারে না। মনুষ্য সকল পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছে।

বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব, অগণিত দোকান। মনোহারী দোকান নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচশত দোকান। ইহা ভিন্ন দেশী লোকের মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান আছে। শাল, দোশালা, রুমাল, জামিয়ার, রেজাই, চোগা, মোজা, দস্তানা, আলোয়ান ইত্যাদি, পশমিনার টুপী, নানাবিধ বস্ত্র, কাশ্মীর, অমৃতসহর, নুরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমীনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুই শত দোকান। উলবস্ত্র, লুই, পঙ্খী, একতারি, চশমা, ওদা ইত্যাদি। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মূলতান, ভোট, রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উলবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুই-পটীতে হইয়াছিল। নানা জাতীয় উত্তম

মেলায় দোকান-পাট

উত্তম কম্বল আসিয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সূতার বস্ত্রাদি নোনাদেশীয় দোকান পাঁচশতের কম নহে। আর পিত্তল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস নানাপ্রকার আমদানি হইয়া কমবেশ একশত দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী, বিম্ব, পলার দোকান অগণিত। শ্বেত পাথরের থালা, বাটী, রেকাব, হুঁকা, ফরশী, মেজ, চৌকী, কৌচ, কেদারা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল এবং নানাপ্রকার খেলানা দোকানে উত্তমরূপ সাজাইয়া শোভাযুক্ত করিয়াছে। এই সকল শ্বেত পাথরের দ্রব্যাদি মারোয়ারের মধ্যে যোধপুরের সামিল মকরাণা নামে এক স্থান আছে, তথায় শ্বেত পর্ব্বতের উপরে দৃশ্যমান যে পাথর আছে তাহাতে গঠনাদি হয় না, খানের ভিতর যে সমস্ত প্রস্তর জন্মাইতেছে, তাহাকে বাহির করিয়া গঠন করে। যখন ঐ প্রস্তর খাল হইতে উঠাইতে হয়, বারুদ দ্বারা ভগ্ন করিয়া পরে ছেদন করিয়া, যে পাথর যে কর্ম্মোপযুক্ত তাহাতে সেই গঠন করে। উত্তম উত্তম সংতরাস অর্থাৎ ভাস্কর প্রস্তরের কারিগর আছে। নানাবিধ দ্রব্যাদি খোদিত করিতে পারে। মকরাণাতে আসল খান। জয়পুর, আজমীর এবং মকরণাতে কারিগরদিগের বাস। মকরাণাতে দ্রব্যাদি অধিক তৈয়ার হয়। জয়পুর ও আজমীরে তথা হইতে প্রস্তর আনিয়া তৈয়ার করে। ঐ পাথরের খানেতে রাজার রক্ষকগণ আছে, দ্রব্যানুসারে হাসিল মাসুল আছে।

নানা জাতীয় মেওয়া কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর হইতে মোগল উটের উপর বোঝাই করিয়া আনে। তাহাতে আনার, আঙ্গুর, সেউ, বিহি, সোহারা, কিস্‌মিস্‌, মনক্কা, বাদাম, পেস্তা

ইত্যাদি নানাবিধ মেওয়া, আলুবখারা, খাট্টা আনার, আঞ্জীর, জেলেবা ইত্যাদি অম্লরসের দ্রব্য সকলের দোকান পাহাড়ের নিকট স্থাপিত ছিল।

মসলা নানাজাতীয়। গুজরাট, বোম্বাই, ইত্যাদি দক্ষিণ পাটনের দ্রব্য সকল লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কায়ফল, জয়িত্রী, দারুচিনি, কালামরিচ, কালাজিরা, সফেদজিরা, জিরা, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ ইত্যাদি নানাজাতীয় মসলা এবং নারিকেলের গোলা, চিকিসুপারি, বোম্বাই সুপারি, আর দক্ষিণী বাদাম ইত্যাদি জিনিস সকল উঠে বোম্বাই করিয়া সওদাগর সকল আনিয়া দোকান করিয়াছিল। এ সকল দোকানে স্তূপাকার দ্রব্যাদি পাহাড়ের নিকটে পাল তুলিয়া রাখিয়াছিল, এই সকল দ্রব্য অন্য দেশীয় সওদাগরে লইয়া যায়।

পান তামাকের দোকান স্থানে স্থানে আছে। নানা দেশীয় কলিকা বিক্রয় হইতে আসিয়াছিল। মৃত্তিকার, কাঠের, পিতলের, কাঁসার, দস্তার, রূপদস্তার এবং নারিকেল ও পাথরের নানা রকম হুকার দোকান ছিল; নল সকল রকম সকল হুকার মত বিক্রয় হইতেছে।

তরি তরকারি পটল ভিন্ন সকল জিনিস পাওয়া যাইত। ফলাদি অনেক রকমের মিলিত। তেঁতুল নূতন পাকা খোলা সমেত বিক্রয় হইত—তিন আনা সের।

আচারের দোকান শত শত ছিল। কিন্তু পঞ্জাব, লাহোর, অমৃতসহর ও দিল্লীর যে সমস্ত আচারের দোকানদার ছিল, তাহারা উত্তম উত্তম সকল দ্রব্যের আচার করিয়াছিল। আম্র, লেবু, কিস্‌মিস্, সোহারা, আদা, করঞ্জা, বার্ত্তাকু, করলা, আলু,

পেঁপে (যাহাকে এরণ্ড খরমুজা কহে), সজনাফুল, কাঞ্চনফুল, সজনাডাটা, বকফুল, বকফুলের ডাটা, বাসকফুল, ঝিঙ্গেফুল, বিলাতী কুমড়ার ফুল এবং কুমড়া, দেশী কুমড়া, লাউ, কচু, বাঁশকোঁড়, থোড়, মোচা, তুঁতপাতা, আকন্দপাতা, লেবুর মধ্যে যত রকম লেবু আছে, সীম, মূলা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, কুমুদমূল, মৃণাল ইত্যাদি যত রকম জিনিস আছে, সকল আচারের নাম লিখিতে বাহুল্য লেখা হয়। সকল আচার উত্তম উত্তম করিয়া দোকান সাজাইয়াছিল।

এইরূপ মোরব্বাওয়ালাদিগের দোকানে নানা দ্রব্যের নানাবিধ মোরব্বা সুখাদ্য করিয়া যে যেমত দ্রব্য তাহাকে সেই মত রসে পাক করিয়া নানা রঙ্গের করিয়াছে। আম্র, আমলকী, হরিতকী, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, লেবু, নারেঙ্গা, সন্তারা, পাতি, কাগজি, বাতাবি, পেঠাঘিয়া, বার্ত্তাকু ইত্যাদি নানাজাতির দ্রব্যের মোরব্বার দোকান।

মেঠাইওয়ালা হালুয়াইদিগের দোকান। নানা দেশের দোকানদার আসিয়া স্থানে স্থানে দোকান করিয়া দ্রব্যাদি নানামত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। দোকান স্থানে স্থানে তিন হাজারের কম নহে। হালয়াইদের দোকান—যেখানে লোকের বসতি হইয়াছে তাহারই নিকটে হালয়াইদের দোকান। তাহা ভিন্ন বাজারে আছে। দোকানদার সকল লাহোর, অমৃতসহর, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর, দিল্লী, সাহরণপুর, মিরাট, কোএল, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি সহর সকল হইতে এবং গ্রাম নগর হইতে আসিয়া দোকান করিয়াছে। ইহাতে পুরি, কচুরি, তরকারি আর আচার ইহাই মবলগ বিক্রয়। এতদ্দেশী লোক

রস্থই করিতে চাহে না। পুরি কচুরি লইলেক, গঙ্গার তীরে বসিয়া আহার করিলেক, মেলাতে বেড়াইতে লাগিল,—এই মত অনেক মনুষ্যের অবস্থা। এজন্য পুরি কচুরি অধিক বিক্রয়। অমৃতসহুরের দোকানদারদিগের পুরি কি উত্তম হয়, তাহা বলিতে পারি না। এমত পাতলা পুরি কোথাও হয় না, তথাচ তাহারা হাতে গঠিয়া ভাজিতেছে—চাকি বেলুন স্পর্শ করে না। সাহরণপুরের দোকানদার এবং দিল্লীর দোকানদার সকলে উত্তম উত্তম নানারকম মিঠাই তৈয়ার করিয়া, মিঠাইতে ঘর বাড়ী দালান রথ ইত্যাদি নানামত কারখানা করিয়া, দোকান সাজাইয়াছিল। তাহাতে মুগের, উরুদের, মেথির, বেশমের, মগধের, (ও) মতিচুরের লাড়ু, অমৃতি, জিলাপি, সকরপানা, রসবড়া, চাঁদসাই, খুরমা, দইবড়া, পেড়া, বরফি, গোলাবজাম, গুজিয়া, পেঠার মেঠাই, লচ্ছা, মুগদল, চাঁদসাই খাজা, কদমা, ইলাইচদানা, বাতাসা, তিলকুট সন্দেশ, তিলেখাজা, ধুলউড়ি, ইত্যাদি মিষ্টান্ন পকান্ন আর গোহালার বিক্রয় দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর রাবড়ি মালাই মাখন ইত্যাদি গোরস সকল স্থানে স্থানে উত্তমরূপে দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

ভারওয়ালা অর্থাৎ ভূনাওয়ালা চনা, মক্কা, যব, গম, মুগ, মটর, তিল, চাউল, জোয়ার, (ও) বজরা ভাজা, বহুরি সিদ্ধির বীজ ভাজা, লেহয়া ভাজা, কুসুমবীজ ভাজা, মুড়ি, খৈ, দেধানের খৈ, চৌলাই বীজের খৈ, খশের খৈ, ইত্যাদি চাবেনা সকল লইয়া দোকান সাজাইয়া গলি গলি দোকান আছে। বিক্রয় অধিক হইতেছে, তাহার কারণ যত দীনদুঃখী আসিয়াছে, এক এক পয়সার চাবেনা অঞ্চলে লয়, লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়া চর্ব্বণ করিয়া, অঞ্জলি পুরিয়া

গঙ্গার জলপান করিয়া, দিবারাত্র পথে ভ্রমণ করিয়া মেলা দেখিয়া বেড়ায়।

হরপিড়ির ঘাটের পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণে পশারিদিগের দোকান, তাহাতে নানামত বেণেতি দ্রব্য সকল তিক্ত, কটু, মধুর, অম্ল, কষায়, (ও) ক্ষার, সকল রকম রস আছে। নানাজাতি ঔষধির জড়িবুটী, ফলফুল, ছালপাতা, লতাচিট্যা, মিঠ্যা পান, মূল, আরক, বীজ ইত্যাদি চিকিৎসার দ্রব্য; তদ্ভিন্ন চামর, চুয়া, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ধূপধুনা, সিন্দুর, মৌনি, আর আর নানাজাতীয় মসলাতে দোকান সকল সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।

ডোমদিগের বাঁশের লাঠী, ছড় আর গঙ্গাজল ব‌হিবার কাউর, ছোট সাজির আকৃতি টুকরির দোকান কত স্থানে কত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যত মনুষ্য দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, ফি জন এক এক গাছি লাঠী লইয়াছে; তদ্ভিন্ন আপন আপন বাটীর জন্য কেহ পাঁচ, কেহ সাত, কেহ বা দশ গাছা লাঠী লইয়াছে। গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্য কত শত কাউর বিক্রয় হইতেছে। আর ছোট টুকরি সাজির আকৃতি শত সহস্র স্থানে বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে বসাইয়া গঙ্গাজলের শিশা লইয়া যায়। আর সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপন আপন ঘটীতে ৺গঙ্গাজল তাহার মুখে টিনের এক এক চাক্তি বসাইয়া তাহাতে গালার ভরাট করাইয়া আঁটাইয়া প্রায় গৃহস্থের যত মনুষ্য স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা যাহারা পদব্রজে চলিতে পারে, সকলের হস্তে এক একটী করিয়া লইয়া দেশে যাইতেছে।

টিন ও গালা লইয়া বাজারে পথে ঘাটে মাঠে সকল গলি গলিতে দোকান করিয়া আছে। দুকা শিশি ৺গঙ্গাজল লইবার

জন্য কতশত দোকান হইয়া বিক্রয় হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। আর ফুকা বেল, লণ্ঠন, গোলক লণ্ঠন, আইন বরণ, গেলাস, ভাঁড়, বোতল ইত্যাদি বহু-মত দ্রব্যাদির দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

কাষ্ঠের বাক্স, সিন্দুক, চৌকি, কেদারা, টুল, ডেক্স, খঞ্জা ইত্যাদি আর আর নানামত খেলনা দ্রব্যাদির চিত্র বিচিত্র করিয়া দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।

নানা দোলা স্থানে স্থানে বসাইয়াছে, এক এক পয়সা দিয়া তিন তিন পাক দোল খাইতেছে। ইহাতে দিবারাত্র নিবারণ নাই।

হরপিড়িঘাটের পশ্চিম অংশে পাহাড়ের নিকট পকাশ জনা ভেটিয়ারি দোকান করিয়া তাহাতে ভাত রুটী খিচুড়ী তৈয়ার করিতেছে। যত মুসলমান লোক খরিদ করিয়া খাইতেছে। তাহাদের লোক ফুরাণ আছে—ইস্তক অর্দ্ধ আনা, নাগাইদ চারি আনা পর্য্যন্ত এক এক মনুষ্যের খোরাক; যে যেমত খাইবে তাহার সেই মত দাতব্য, ইস্তক শাক নাগাইদ মাংসের কালিয়া কোপ্তা কাবাব পর্য্যন্ত পায়। যাহার যেমত কড়ি, তাহার তেমত আহার্য্য দ্রব্য।

মেলাতে নানা দেশের চোর ও উঠাইগির নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের সমভ্যারে বাজারে পথে ঘাটে মাঠে ভ্রমণ করিতেছে, যখন কাহাকেও গাফেল দেখে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। বৈরাগী নাগা সন্ন্যাসীদিগের ভিতরে, তাহাদের বেশ ধরিয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের যাহা পায় লইয়া যায়।

মেলার চোর ও জুয়াচোর

কেহ বা দেখে যে, গঙ্গার লহরের ধারে বাসন মাজিতেছে, যে পারে

বাসন থাকে, তাহার বিপরীত পারে ডুব দিয়া ঐ সকল জিনিস লইয়া পলায়। এই মত কতরূপে চুরি করিবার পথ করে, তাহা বুদ্ধির বাহির। যাহারা হরপিড়ির ঘাটে জলের ভিতরে চুরি করে, তাহারা পূর্ব্বে দেখে যে, কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তির ঘরের স্ত্রীগণ জলে নামিয়া স্নানোদ্যোগ করিতেছে, তাহার নিকটে চোর স্নানোদ্যোগে থাকে। যেমন তাহারা ডুব দেয়, চোরও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহার অলঙ্কারের মধ্যে যাহা পারে লয়। স্থানে স্থানে পুলিশের আমলাগণ ভ্রমণ করিতেছে। জলমধ্যে এই মত চুরি করে, ইহাও ধৃত করে। এই সকল চোরের শাসন জন্য গলিতে গলিতে থানা ঘাটী আছে, তাহাতে হাড়-তুড়ঙ্গ আছে। যাহাকে ধরিতেছে, তৎক্ষণাৎ চৌকিতে লইয়া যাইয়া পায়ে হাড় দিয়া ফেলিয়া রাখিতেছে; মেলার শেষ হইলে দশ দশ বেত মারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খোলসা দেন। মেলার সময় শত শত ব্যক্তি বন্দী আছে; দিনান্তে এক এক পয়সার চাবেনা পায়, তাহাতেই প্রাণধারণ।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে সাহেবদিগের বস্ত্রাবৃত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া তাহারা তাহাতে থাকিত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির কাছারি হইত। চারিজন ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, কমিশনর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ এবং কেনেল ও কাপ্তেন সাহেব আপন আপন দলবল লইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হস্তী-উপরি আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিত এবং হরপিড়ির ঘাটে জলের উপরি হস্তী দাঁড় করাইয়া, তাহার উপর থাকিয়া সর্ব্বত্র সকল ঘাটে জলের তদারক করা, বিশেষতঃ বেলা চারিদণ্ড থাকিতে নাগাইদ চারিদণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত। হরপিড়ির ঘাটে প্রতিদিবস

স্নানের ঘাটের ব্যবস্থা

অতিশয় ভিড় হয়, ঐ সময় পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, জয়পুরী, কাশ্মীরী, পুরবী দেশ সকলের মনুষ্যগণ স্নান করে এবং আপন আপন মাতৃ পিতৃ ভ্রাতৃ জ্ঞাতি কুটুম্বের মৃত অস্থি যে যাহা লইয়া আইসে, তাহা অর্পণ করে এবং গঙ্গাতে প্রদীপ দেয়—এই সকল কারণ জন্য অতিশয় গোলযোগ হইয়া হুড়াহুড়ি হয়। এজন্য ঐ ঘাটের প্রতি সিঁড়িতে এক এক সিপাই, জলে সাহেব লোক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন। হরপিড়ির ঘাটে জল অধিক থাকিবার হুকুম নাই, সর্ব্বত্র দুই ফুট তিন ফুট জল থাকিতে পারিবে; ইহার অধিক জল থাকিলে মনুষ্য সকল হুড়াহুড়িতে জলে পড়িয়া একের উপর আর এক জন পড়িলে ক্রমে চাপান হইয়া মনুষ্যের ক্লেশ হইয়া বহু মনুষ্যের প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। একে গভীর গভীর জল তাহাতে অতিশয় স্রোত, এজন্য নহরের কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব আপন সরঞ্জাম শুদ্ধ ঐ স্থানে হাজির থাকিয়া জলের ভিতর যে সমস্ত খানা খন্দ ডোবা ছিল, তাহা পাথর দ্বারা ভরাট করিয়া একসা করাইয়া, তাহার উপর তিন ফুটের অধিক না হয় এমত রূপে জল চালান, অধিক জল হইলে অন্য পথ খোলসা করিয়া জল নিকাশ করিয়া দেন। এজন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত আছে।

পূর্ব্বপার পশ্চিমপার দুই মেজেষ্টরের অধিকার। পূর্ব্বপার জেলা বিজনৌর। পশ্চিম পার জেলা সাহরণপুর। এই দুই মেজেষ্টরের কাছারি দুই আপন আপন অধিকারের মধ্যে। সাহরণপুর জেলার মধ্যে হরপিড়ির ঘাট। এ স্থানে অনেক বসতি, বাজার, কঙ্খল সহর এবং জলাপুর—যথায় পাণ্ডাদিগের বাসস্থান। এই

হরপিড়ির ঘাট হইতে কখল পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ পথ। ইতিমধ্যে অনেক ইমারত আছে। মধ্যে মধ্যে ময়দান এবং রুড়ি সহর। মধ্যে যে সকল বাটী আছে, তাহার এক এক ঘর একশত টাকা ভাড়া; বাহিরের রোয়াক দোকানের জন্ম ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা। এই মত দশ বার হাত জায়গার ভাড়া মেলার কয়েক দিবস জন্ম। এ কারণে সকল ঘর ভাড়া দিয়া দোকান করিতে অক্ষম হইয়া ঝড়ির উপর কেহ ছাপর, কেহ পানি, কেহ টাটী বান্ধিয়া দোকানদার সকল দোকান করিল। তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম প্রকাশ করিলেন, 'রুড়িতে যত দোকানদার যে কিছু জিনিসের দোকান করিয়াছে, তাহার জায়গার ভাড়া ফি গজ দুই টাকা হিসাবে দিতে হইবে।' এই সংবাদে সকল দোকানদার অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজ-নৌরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে তেঁহ কমিশনর সাহেবের নিকট প্রজার পক্ষে সুরিপোর্ট করিয়া খাজনা মহকুপের জন্ম স্বয়ং শ্রম লইয়া রুড়ি ভূমির খাজনা মহকুপ করাইয়া সকল ব্যক্তিকে পরম সুখী করিলেন। রুড়িতে যত মনুষ্য দোকানাদি করিয়াছিল, কাহাকেও কোন রকমে এক পয়সা দিতে হইল না।

গো, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র ইত্যাদি জন্তুগণের আহারাদি জন্ম ভূষা, করব, ছোলা, চোকল, নেহরা ইত্যাদির রাশি রাশি স্তূপাকার করিয়া রুড়ির উপর কমবেশ একশত গোলা স্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বদা গ্রাম গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি আসিতেছে, তথাচ কুলান করিতে পারে না। প্রায় দুই লক্ষ জন্তুর প্রাত দিবস আহার দ্রব্য চাহি।

কন্খল অবধি হরপিড়ির ঘাট পর্য্যন্ত পথে পথে গরু লইয়া ভিক্ষা করিতেছে, কোন গরুর ঝুটার নিকট হইতে এক পদ, কাহারও দুই, কাহারও তিন পদ ঝুটা হইতে বাহির হইয়াছে; কোন কোন গরুর পাছা হইতে এক দুই তিন পদ হইয়াছে, এ সকল পদ অধিকন্তু। আর এক গাভী অতি আশ্চর্য্যদর্শন! তাহার ঝুটাতে দুই ধারে দুই জটা, পাছা হইতে আর তিন পদ, স্ত্রীচিহ্ন দুই, মলদ্বার এক, দুই স্ত্রী-চিহ্ন দিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়। এই মত আশ্চর্য্য গরু আর কোথাও দেখা যায় নাই। আর কত লাল নীল শ্বেত পীত কাল শ্যামলা নানাবর্ণের বিপরীত আকৃতি-প্রকৃতির, শৃঙ্গ-লাঙ্গুলের বিপরীত ভাবের এবং অতি খর্ব্ব খর্ব্ব গাভী বহুতর সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতেছে।

কন্খল নগরে দিগম্বরী, পরমার্থী, বলভদ্রী, মালাধারী, নির্ম্মালী, নির্ব্বাণী, বিষ্ণুস্বামী, হনুমানওয়ারা প্রভৃতি আখড়া-ধারীদিগের আখড়া আছে। তাহাতে ঐ সকল আখড়াতে মোহন্তগণ আপন আপন গদিতে শিষ্য চেলাগণ লইয়া প্রতি দিবস কড়াই করিয়া, বহুলোক একত্র হইয়া, সকলে আহারাদি করিয়া আনন্দে দুঃখী অভুক্ত ব্যক্তিদিগের আহারাদি করাইয়া, সর্ব্বদা আপন আপন ভজন-সাধনে মগ্ন আছে। মালাধারী আখড়াতে দুইশত পরমহংস একত্র, আর আর স্থানে স্থানে পরমহংসগণ আছেন।

কনখলে সাধু-সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসিগণ পাহাড়ের উপরে বনমধ্যে দক্ষেশ্বরে, বিল্বকেশ্বরে, ত্রিধারাতে, সপ্তধারার নিকটে নীলপর্ব্বতে, গুপ্তপর্ব্বতে, আর আর বৃক্ষমূলে সহস্র সহস্র ধুনি জ্বালাইয়া আপন আপন

সাধনে আছেন। কেহ এক পদে, কেহ দুই পদে দাঁড়াইয়া, কেহ উর্দ্ধবাহু, কেহ বা লৌহকণ্টক উপরে, কেহ পঞ্চাগ্নি জ্বালিত করিয়া, কেহ মৌনব্রতে, কেহ ফলমূলাহারে, কেহ গলিত পত্র ভক্ষণে, কেহ গোগ্রাসে, কেহ অযাচক হইয়া, কেহ বা ভাঙ্গ-ধুস্তুরা-চরসে মগ্ন হইয়া, বিভূতিতে ভূষিত হইয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ জটাভার শিরোভূষণ করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া আছেন।

নীলধারার দুইকূলে কঙ্খল পর্য্যন্ত সপ্তধারাবধি রুড়ির উপরে খাকী, বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, গিরী, পুরী, ভারতী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের আসন হইয়াছিল। দশ হাজারের ঋণু হইবে। ইহারা অযোধ্যা, জনকপুর, মিথিলা, নৈমিষ্যারণ্য, তপোবন, কান্যকুব্জ, বিঠোর, কদলীবন, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বাই, নাথদ্বার, দ্বারাবতী, কাঞ্চী, অবন্তী, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, বিকানীর, জব্বলপুর, ঝাঁসী প্রদেশের নর্ম্মদা, আবু, গিরণার, লোহাগল, রামপুরা, কুশেনি, মণ্ডিসেপাটু, কুল্লু সিমূল্যা এবং আর আর কত শত পর্ব্বত ও বন হইতে সকলে আসিয়াছেন। আপন আপন ভজন-সাধনে সর্ব্বদা মগ্ন আছেন। ইঁহাদিগের সমভ্যারে আসবাব এক এক কুশ রজ্জু কটিবেষ্টিত। কাহার কাষ্ঠের কৌপীন, কাহার কুশের, কাহার কাহার চিমটা, কাহার বা ছোট এক এক কুড়ালি সমভ্যারে আছে। যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমূর্ত্তি শিলা আছে, তাঁহাদের পূজার বসনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে। অঙ্গভূষণ ভস্মরাশি, মস্তকে জটা সুশোভিত; ভূমিতে আসন, এক এক ধুনি অবলম্বন করিয়া আপন ভজন-সাধনে সকলে মগ্ন আছেন। ইঁহার মধ্যে অনেকে নানা শাস্ত্রেই পণ্ডিত; ইঁহাদিগের নিকটে যে

কেহ যে কিছু আহারাদির দ্রব্যাদি উপস্থিত করে, তাহা সকলে বণ্টন করিয়া লয় এবং আপনাদিগের ঝণ্ডু ভিন্ন অন্য অন্য অভ্যাগত কি দুঃখী ব্যক্তি, যে কেহ নিকটে থাকে, তাহাদিগকেও দেওয়া হয়। শ্রী৺ ইচ্ছাতে প্রতি দিবস এত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয় যে, সকলে আহারাদি করিয়াও দাতব্য হয়, কেহ সঞ্চয় রাখে না; সঞ্চয়ের মধ্যে ধুনির কাষ্ঠ, যাহা পর্ব্বত হইতে শ্রম দ্বারা আনা হয়। এই মত মনানন্দে থাকিয়া কেবল হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিতেছে।

যে সমস্ত আখড়াধারী মোহন্তগণ আসিয়াছেন, ইঁহাদিগের শিষ্য বড় বড় রাজা আমীর লোক সকল আছে। ইঁহাদিগের মানস মতে খরচ খরচা সকল দিয়া থাকে এবং আসবাব সকল রাজাদিগের দেওয়া হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, চামর, মোরছোল, আড়ানি স্বর্ণের (ও) রূপার মণ্ডিত, কাহার কাহার হস্তীর আমারি রূপার শুণ্ড মণ্ডিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্র গলদেশে পুচ্ছে, কাহার স্বর্ণের কাহার রূপার আভরণমণ্ডিত, হস্তিগণ, ঘোটকগণের (ও) এক এক মোহন্তের আট, দশ, বার নিশান সমভ্যারে। এক এক নিশানের মূল্য হাজার টাকা অবধি পোনর শত টাকা পর্য্যন্ত। এই মত আসবাবে এবং এক এক মোহন্তের সমভ্যারে হাজার, বার শত, পোনের শত, দুই হাজার, কাহার বা ইহার অধিক চেলাগণ সমভ্যারে আছে।

যত মনুষ্য কুম্ভের মেলাতে হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান জন্য একত্র হইয়াছে, গোস্বামী, সন্ন্যাসী, অবধূত, বৈষ্ণব, রামাৎ, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস, পরিব্রাজক, আখড়াধারী ইহাদিগের পরস্পর প্রথম স্নান জন্য, এবং নিশান—যাহাকে ঝণ্ডু বলে, তাহা

অগ্রে পশ্চাৎ লইয়া যাইবার বিবাদ করিয়া, নিশান অগ্রে লইয়া যাইবার জন্ম প্রাণ পর্য্যন্ত সংখ্যা করিয়া উভয় দলে বিবাদ হইয়া, বহু প্রাণী নষ্ট হইত। এইরূপ আচার প্রায় সকল কুম্ভের মেলাতে হইয়াছে। এজন্ম এই কুম্ভের মেলার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছিল যে, কেহ শস্ত্রধারী হইয়া, কি অগ্নিময় বাণক্ষেপণের যন্ত্র লইয়া, কি যাহাতে মনুষ্য আহত হইতে পারে এমত বস্তু লইয়া, মেলাস্থল বার ক্রোশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। তৎকারণ চক্রব্যূহের স্থায় মেলার স্থল করিয়া দুর্গে দুর্গে রক্ষকগণ নিযুক্ত ছিল। এজন্ম সকলে নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। নাগ্যগণ অস্ত্রত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে ফুলদোলের মেলা করিয়া, শ্রী৺জগন্নাথ দেবের নূতন কলেবর দর্শনার্থে গমন করিবার উদ্যোগে ছিল। কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মকারক সকলে বিবেচনা করিয়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোসাঞি, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস ও বৈষ্ণব, আর হরিদ্বারের পাণ্ডা এবং নানা দেশের পণ্ডিতদিগের সভা করিয়া বিচার করাইয়া স্থির করিলেন যে, এ তীর্থে কাহার অগ্রে স্নান এবং যত রকম উদাসীন আছেন, তাঁহার মধ্যে কাহার মান্য অধিক। ইহাতে সকলের বিচারে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, গোসাঞি-মোহন্তদিগের অগ্রে স্নান, এ তীর্থে গোসাঞিদিগের স্থানে স্থানে অনেক কীর্ত্তি আছে, তাহাদের সম্মান অগ্রে, পরে ক্রমে ক্রমে স্নান। তাহার বিশেষ কারণ এই দর্শাইল যে, ইতঃপূর্ব্বে দ্বাদশ বৎসর অন্তর যত বার কুম্ভ হইয়াছে এবং দ্বাদশ কুম্ভের পর যে কুম্ভ হয় তাহাকে মহাকুম্ভ বলে, কুম্ভ বলিবার কারণ এই যে, বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিস্থ যে বৎসর হন, ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতিতে মহাবিষুবসংক্রান্তির সঞ্চার যে সময়

মহাকুম্ভ

হয়, সেই সময় হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান হয়। এই সময়ের স্নান জন্য নানা দেশের মনুষ্যগণ একত্র হইয়া মেলা হয়, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যখন এমত মেলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গোসাঞিগণ আপন আপন নিশান লইয়া স্নান করিয়াছেন; তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারিত না। এই গোসাঞিদিগের সমভ্যারে অস্ত্রধারী নাগাগণ অনেক থাকিত। তাহারা অগ্রে স্নান জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ছিল। তাহারা রাজার সৈন্য, মহাবল পরাক্রমশালী, এজন্য কেহ তাহাদিগকে জয় করিতে পারিত না। এই সকল পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া গোসাঞিদিগের অগ্রে স্নানের বিধি করিয়া আর আর যত উদাসীন আসিয়াছেন, সকল স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে চৌকিতে লোক নিযুক্ত হইল—কেহ বিনানুমতিতে স্নান করিতে যাইতে পারিবে না। এই হুকুম কেবল উদাসীন প্রতি। আর আর যত যাত্রিগণ স্নানাকাঙ্ক্ষিত তাহারা যে যখন স্নান করিবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কি উদাসীনদিগের আপত্তি নাই। কোম্পানি বাহাদুরের সিপাহীগণ গোসাঞি প্রভৃতি উদাসীনদিগের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া রহিল। এখানে হরপিড়ির ঘাটের এমত বন্দোবস্ত করিল যে, বাজার হইয়া সদর যে পথ তাহার তিন স্থানে বাঁশ বান্ধিয়া তিন ঘাটি করিল, তাহার এক এক ঘাটিতে আট জন করিয়া জঙ্গী সিপাহী পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। বাজারের পশ্চিম পাহাড়ের ধার হইয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া আসিয়া ঘাটের উত্তর-পশ্চিম দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া ঘাটে আসিতে হয়। স্নান করিয়া ঘাটের দক্ষিণ দিকে যে নৌকার সেতু আছে, তাহাতে পার হইয়া, রুডির ধারে ধারে যে পথ আছে ঐ পথে আসিয়া সর্ব্ব দক্ষিণে যে নৌকার দুই পুল

আছে, তাহাতে পার হইয়া আপন আপন স্থানে গমন। মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মধ্যে পথ আছে ; যেখানে যে পথ আছে, তাহাতে দুই দুই রক্ষক আছে। হরপিড়ি-ঘাটে প্রতি সিঁড়ির দুই' পার্শ্বে দুই জন সিপাহী, উপর চাতালে একশত সিপাহী, রাস্তার মুখে এক এক হাওলদার (ও) পঁচিশ পঁচিশ সিপাহী, জলের ধারে ধারে একশত সিপাহী এবং জলের মধ্যে কাপ্তেন (ও) বিজনৌরের মাজিষ্টের এক হস্তীতে এবং কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর ও রুড়কির মাজিষ্টের তিন জন তিন হস্তীতে এবং আর আর সাহেব লোক ও শহরের সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট সাহেব ও আর আর আমলাগণ এক এক হস্তীতে আরোহণ করিয়া জল মধ্যে স্থানে স্থানে বূহ স্থাপিত করিয়া মনুষ্যদিগের হিতার্থে রাখিলেন।

জঙ্গী সিপাহীদিগের যুদ্ধের বেশ নহে, এক এক ধুতি পরা, কোর্ত্তা গায়ে, সাদা টুপী মাথায়, বাঁশের লাঠি হাতে, এই মত বেশে সকল লোকের রক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছে ; কাহারও ক্ষণমাত্র বিশ্রামের সময় ছিল না।

স্নানের সময় আপত্তি হইয়া বিবাদ না হইবার জন্য এমত সুযুক্তি করিল যে, পরস্পর কাহার সহিত কাহার পথমধ্যে, কি ঘাটে সন্দর্শন হইবার সংযোগ রহিল না।

গোস্বামিগণের স্নানযাত্রা

প্রথমে গোসাঞিদিগের স্নান। গোসাঞি-দিগের মধ্যে প্রধান শ্রবণানন্দের গদি। প্রথমে শ্রবণানন্দকে স্নান করিতে আনিলেন। সাহরণপুরের খোদ মাজিষ্টের ও কাপ্তেন সাহেব অগ্রগামী হস্তী আরোহণে একশত সিপাহী লাঠি হাতে, পুলিশের পদাতিকগণ পদব্রজে, অগ্রপশ্চাতে লোক তফাৎ করিতে করিতে লাঠি ফিরাইতে ফিরাইতে চলিল, তন্মধ্যে গোসাঞিদের

সমভ্যারে চল্লিশটী উট, একশত সওয়ার ঘোটকের উপর, বার হস্তী, হস্তীর উপরে তাসের নিশান, গোসাঞি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার রূপার আমারি, স্বর্ণখচিত ঝুল, শুণ্ডে স্বর্ণ-মণ্ডিত, গলদেশে পুচ্ছে রূপার তবক ইত্যাদি আভরণ, আমারি উপরে শ্রবণানন্দ মোহন্ত, দুই পার্শ্বে দুই শ্বেত চামর, রূপার দাণ্ডি, এক কারচোবের ছত্রি, রূপার দাণ্ডি শিরোপরে, আশাশোটা, পঞ্জা, বল্লম, পঞ্চাশ আড়ানি, মোরছোল এই সকল আসবাব। অগ্রে উটের উপর (ও) ঘোড়ার উপর ডঙ্কা এবং তাসা কাড়া বাদ্য আছে। এই সকল অগ্রে অগ্রে বাদ্যধ্বনি, পরে হাজার এগারশত চেলা সমভ্যারে এবং দুই শত পরমহংস, একশত দণ্ডী ও অপরাপর অভ্যাগত যাত্রীতে কমবেশ এক হাজার সমভ্যারে স্নানস্তম্ভ যাত্রা করিয়া, নগরের পশ্চিম দিক্ হইয়া, পর্ব্বতের পূর্ব্বধার দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া বরাবর আসিয়া পূর্ব্বমুখে যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া হরপিড়ির ঘাটে পহুছিয়া, জলে নামিয়া প্রথমতঃ নিশানকে ঐ ঘাটের জলমধ্যে বাদ্যধ্বনি করিয়া আরতি করা হইল। পরে ঐ নিশানকে সপ্তবার পরিক্রম করিয়া সকলে স্নানাদি করিল। স্নান করিবা মাত্র উক্ত সাহেবগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে ঐ সকল ব্যক্তিকে নৌকার পুলে পার করিয়া নীলধারার নিকটে রুডি হইয়া যে পথ নহরের ধারে ধারে আছে, ঐ পথে আসিয়া দ্বিতীয় পুলে পার করিয়া পুনঃ পশ্চিমপারে আসিয়া, পশ্চিম মুখে যে পথ আছে, তাহাতে আসিয়া চৌরাস্তাতে উঠিয়া যাহার যে স্থানে আখড়া, তাহাকে সেই স্থানে পহুছাইয়া দিল।

এই মত গমনাগমনের প্রথা করিয়া রাজপুরুষেরা সকলে সদলে সমভ্যারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বার গোসাঞি, মোহন্ত (ও) আখড়া-

ধারীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া আনিয়া উক্ত রীতিক্রমে সকলকে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা করিল। বার আখড়ার মোহন্তের কাহার আসবাব নিশান, হস্তী, ঘোড়া, উট, আশাশোটা, চামর, মোরছোল ইত্যাদি আড়ানি, পল্লা কাহার কম নহে, বরং গুজরাটের বলভদ্রী আখড়ার গোসাঞিয়ের সমভ্যারে এগার হস্তী ও হস্তিনী আছে। ইহাদিগের গমনকালে দেখিতে কি শোভা, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। গোসাঞিগণ হস্তী আরোহণে দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর মোরছোলের ব্যজন, শিরোপরে ছত্র এবং অপরাপর আসবাব সকল অগ্রগামী শোভাযুক্ত চেলাগণ ঘোর তপস্বী নানারঙ্গে শোভা করিয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা অগ্রপশ্চাতে, পদাতিকগণ অগ্রে অগ্রে মনুষ্যগণকে অন্তর করিয়া পথের ভিড় ঘুচাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। এই মত সকলকে ক্রমে ক্রমে স্নান করাইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর হইল। এখানে সন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ মহা-কোপান্বিত হইয়া সকলে আপন আপন চিমটা ও কুড়ালি এবং ধুনির কাষ্ঠের জ্বলিত কুঁদা লইয়া যুদ্ধের বেশে থাকী বৈষ্ণবগণ উঠিল। তাহাদিগকে কাপ্তেন সাহেব এবং বিজনৌরের মাজিষ্টের অনেক স্তুতি করিয়া কহিলেন যে, "দেখ তোমরা সকল সুখ এবং গৃহধর্ম্ম ও কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, শিরেতে জটাভার শিরোভূষণ করিয়া, ভস্মরাশি অঙ্গভূষণ করিয়া, মৃত্তিকাতে ভূমিশয্যা, হস্ত বালিশ, অঞ্জলিতে জলপান করিয়া, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম শিশির বসন্তে নিরাশ্রমে অযাচক হইয়া ভগবৎ-পদারবিন্দ পাইবার আশায় কেবল অগ্নি অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছ এবং তৎহেতুতে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি; ইহাতে তোমাদিগের এত ক্রোধ করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের

প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হউন। আমরা উত্তমরূপে তোমাদিগকে স্নান করাইয়া আনিব।" এই স্তবস্তুতিযুক্ত রাজপুরুষদিগের বাক্য শ্রুত হইবা মাত্র সকলে হস্তের যুদ্ধের দ্রব্য হস্ত হইতে ফেলাইয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। বৈষ্ণবগণের রাগ শান্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ রণবাদ্য বিউগলে ফুক দিবামাত্র যুদ্ধের সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের প্রতি আদেশ হইল খাকী-দিগের চতুষ্পার্শ্বে চক্রব্যূহ স্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে ইহাদিগকে রাখ। ব্যূহের বাহির বিনানুমতিতে না যাইতে পারে। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া রাখিল।

খাকী বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের এই মত আবদ্ধ করিয়া কাপ্তেন ও মাজিষ্টের আপন দলবল লইয়া যথায় যথায় সন্ন্যাসিগণ আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সকলকে স্নান জন্য পূর্ব্ব যেমত পথে গোসাঞিদিগকে লইয়া স্নান করাইয়াছে, সেই পথে সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া স্নানার্থে গমন করিল। সন্ন্যাসীদিগের শিষ্য অনেক রাজা এবং ধনাঢ্যগণ আছেন। ইহাদের স্নানে যাইবার আসবাব জন্য হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, পাঙ্কা, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদি যত রাজপরিচ্ছদের দ্রব্যাদি এবং সৈন্যগণ অগ্রপশ্চাৎ শৃঙ্খলামত, গদিয়ান সন্ন্যাসিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্নানে যাত্রা করিলে পর সমুদ্যারে কমবেশ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী, মস্তকে জটাভার বিভূতিভূষণ, রুদ্রাক্ষ-স্ফটিক পদ্মবীজের মালা ধারণপূর্ব্বক, কাহার কটিতটে কৌপীন লাল রঙ্গের—উপরে বহির্ব্বাস, কাহার লৌহ কি পিতলের শৃঙ্খল কটিবেষ্টিত কাষ্ঠের কৌপীন, কেহ কেহ

সন্ন্যাসিগণের স্নানযাত্রা

উলঙ্গ—গাঁজা চরস ভাঙ্গ ধুস্তুরাতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু—সকলে শিবাকৃতি হইয়া "হর হর গঙ্গাধর, বম্ বম্" গালবাদ্য করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে স্নানে গমন করিতেছে—দেখিতে কিবা শোভা তাহা কহিতে পারি না! কত শত উৰ্দ্ধবাহু অবধূত মৌনব্রতী অনেক সম্প্রদায় যোগিবেশে শিঙ্গা ডম্বুর লইয়া হরগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন (করিতেছেন)। পূর্ব্বোক্ত পথে রাজপুরুষগণের সমভ্যারে হরপিড়ির ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া পুল হইয়া পার করাইয়া পুনঃ পুলে পার করিয়া পশ্চিম পারে আনিয়া, যাহার যে আসন তথায় তাহাকে পহুছিয়া দিয়া, পরে খাকী বৈষ্ণবদিগের স্নানার্থে লইয়া যাইল। সকলে হরপিড়ির ঘাটের পূর্ব্বপারে নীলধারার নিকটে ছিল, একারণ ঐ সকল সাধুগণকে রুড়ির রাস্তা হইয়া হরপিড়ির ঘাটের নিকট যে পুল আছে, ঐ পুলে পার করাইয়া, হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার পার করাইয়া তাহাদের আসনে ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে পহছাইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে কঙ্খল যাইয়া রাজগণের স্নান জন্য তদ্বিরে রহিলেন।

প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশহাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা,

বিকানীর-রাজের স্নানযাত্রা

তাহার পর উটের উপর ডঙ্কা, তাহার পর বাণ নিশান দুই শত, তাহার পরে খাসগেলাস, ভাল ভাল মুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার দুই শত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঙ্খা, দশ ছত্র, অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে স্বর্ণ-তারে তারকুশী কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি, মুক্তার ঝালর, এক ছত্র রাজার মস্তকে আর তদ্রূপ এক আড়ানি শ্বেত চামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণ দাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ

ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত পঁচিশ ঘোড়সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও মাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিম দিক্ হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়া ছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নান জন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবর্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পহুছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয়সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হস্তী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরি, শালের জোড়া, মূলতানী জোড়, পাগ দোপাট্টা (৩) হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। রাণীগণ চতুর্দ্দোলে উঠিলেন। তক্তারামার ষোল দ্বার রূপার নির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদিতে সুশোভিত, আর চতুর্দ্দোলে মুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাজ করা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা; বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার কলস। এই মত চারি চতুর্দ্দোলে চারি রাণী আর সমভ্যারী সকলে হস্তি-পৃষ্ঠে—এই মতে সকলে কুশাবর্ত্তের ঘাট হইতে উত্তরদিকের পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার নীলধারার পশ্চিম দিয়া যে পথ, তাহা দিয়া আসিয়া দক্ষিণের পুল দিয়া পশ্চিম পার হইয়া, কন্খল যাইবার চৌরাহে পহুছিয়া, তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের দান জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কন্খল পর্য্যন্ত পহুছিল। এই মত ক্রমে ক্রমে রাজাদিগের স্নান দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মেলা ছিল। ঐ দিবস হরিদ্বারের

মধ্য রাস্তার বাজার বন্ধ ছিল। ঐ বাজারে কাহার ক্রয় বিক্রয় ঐ দিবস হয় নাই। রাজপুরুষগণের কি পর্য্যন্ত শ্রম এবং অনাহারে ক্লেশ তাহা বলিতে পারি না। ইহারা এত পরিশ্রম করিয়া ঐ সময় স্নানের এমত বন্দোবস্ত না করিলে কত শত মনুষ্যের প্রাণ-দণ্ড হইত তাহা বলা যায় না। এমত রূপ বন্দোবস্ত করাতেও মনুষ্যের ভিড়ে কত শত মনুষ্যের সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মৃতের ন্যায় হইয়াছে। যে স্থলে যাহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে লইয়া তাহার সুশ্রুষার দ্বারায় সুস্থ করা, তজ্জন্য লোক এবং চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। এই মতে সংক্রান্তি দিবসের স্নান সমাপন হইল।

সংক্রান্তিতে ঘটোৎসর্গ হরিদ্বার, কিন্তু তথাকার পাণ্ডাগণ মন্ত্রাদি জানে না—মানসে জলদান হইল।

এই মেলাতে শ্রী৺কাশীধামবাসী শ্রীযুত শিবরতন বাবু, যিনি শ্রী৺বিশ্বেশ্বরের গোমস্তা, তাঁহার সহিত মিলন হইয়া একত্রে থাকা এবং উত্তরাখণ্ডভ্রমণ হয়। শিবরতন বাবু কালীবাবুর কাশীধামের দর্শনে পাণ্ডা, যাহাদিগকে যাত্রিওয়ালা বলে, ইহারা ৺অন্নপূর্ণার সেবাধিকারী, অতি সৎ ব্যক্তি, সর্ব্ব প্রকারে সকল বিষয়ে সততা আছে, দাতা, ভোক্তা, দয়াশীল, সুখী। এ ব্যক্তি ভ্রাতৃসঙ্গে কলহ করিয়া বিষয়ে বিরাগী হইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতার নাম বিহারী। তেঁহ ৺বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার দেওয়ান, সকল কর্ম্মের ভারার্পণ শ্যালক জন্য ভ্রাতৃবিরোধ।

সন ১২৬২ সাল ১ বৈশাখ

হরপিড়ির ঘাটে স্নান তর্পণ (ও) নগর ভ্রমণ। এই ছুড়িওয়ালা

রাজা দশহাজার লোক সমভ্যারে ৺ স্নানে এবং কুশাবর্ত্তের ঘাটে শ্রাদ্ধ করিতে আইসে। রাজ-পরিচ্ছদ উত্তমরূপ, সমভ্যারে রাজ-পুরুষগণ, পদাতিকগণ পূর্ব্বমত শৃঙ্খলাতে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করাইয়া জলাপুরে রাজার ডেরা ছিল, তথায় পহুছিয়া দিল। রাজা ব্যয়-ভূষণ বিধিমত করিল।

২রা বৈশাখ—৭ বৈশাখ পর্য্যন্ত

শ্রী৺ স্নান তর্পণাদি করিয়া হরপিড়ির ঘাট হইতে কখল নগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ। ক্রমে মেলা ভাঙ্গিল। আমরা অক্ষয়-তৃতীয়া এবং শোমমতী অমাবস্যাতে স্নান জন্য ছিলাম এবং সাধুগণ সকলে ছিল, দোকানদার কেহ দোকানের ভঙ্গ করে না, কেবল গৃহস্থ-যাত্রিগণ অনেকে ছিল না। শোমমতী পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মেলার অধিক ছিল, রক্ষকগণ সকলেই ছিল। শোমমতীর স্নানান্তে অনেক অনেক সাধু শ্রী৺জগন্নাথ দেবের নূতন কলেবর দর্শনে, গোস্বামী মোহন্ত অনেকেই সূর্য্যগ্রহণ জ্যৈষ্ঠে হইবে তজ্জন্য কুরুক্ষেত্র তীর্থে, কেহ বা গ্রহণে দান জন্য ৺কাশীতে, কেহ কেহ তপোবন দর্শনার্থে, কেহ বা কেদার-নাথ (ও) বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিল। দোকান-দারগণ আপনি আপন স্বদেশে যাত্রা করিল। এই মত মেলার ভঙ্গ হওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের যে সকল কর্ম্মকারক সাহেবগণ এবং পল্টন ছিল, সকলে আপন আপন স্থানে গমনোদ্যোগ করিয়া সোহরত দিল যে, "যে কেহ মেলাতে যাত্রী কি দোকানদার আছে, সকলে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তবে যদি কেহ থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে আপন দ্রব্যাদি সাবধানে রাখিবে। সরকার হইতে চৌকি-পাহারা থাকিবে না; ইহাতে কাহার কিছু ক্ষতি হইলে, সরকার

দায়ী হইবে না।" এই সোহরত দিয়া ৬ বৈশাখ রাত্রি দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে কুচ হইল। যে সমস্ত ঘাসের নূতন ঘর বাড়ী হইয়াছিল, যে যখন যে ঘর হইতে উঠিল, তাহার পর সে ঘর জ্বালাইয়া দিল। এই প্রকারে সকল ঘরে অগ্নি দেওয়াতে অগ্নিময় ক্ষেত্র হইল। ঐ রাত্রি শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। সকল মেলা ভঙ্গ হইয়া গেল।

৭ বৈশাখ আমাদিগকে হরিদ্বারে থাকিতে হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অতিশয় জল ও বাতাস হইতে লাগিল। মাঠের মধ্যে গঙ্গার তীরে ঘাসের ঘরে থাকিয়া যত সুখভোগ করা হইল, বস্ত্রাদি শুষ্ক রাখা কঠিন হইল, সকলে এক এক কম্বল ক্রয় করিয়াছিল, তাহা আচ্ছাদনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণ

৮ বৈশাখ

প্রাতঃকালাবধি অতিশয় ঝড় বৃষ্টি, তথাচ প্রাতে উঠিয়া শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে যাত্রা করিলাম। সমভ্যারে দুই ঝাপান, তিন কাণ্ডি; কাণ্ডিতে আসবাব, ঝাপানে সওয়ার। ঝাপান চৌকি আকৃতি, তাহার উপরে ছত্রি বাঁধা; চারি খুরাতে দুই লম্বা বাঁশ কিম্বা কাষ্ঠের রুলা বাঁধা। তাহার ঐ দুই বাঁশে দড়ি দিয়া একটি খাদি বাঁশ দুই হাত আন্দাজ দুই মুখে, ঐ বাঁশ দড়ির সঙ্গে মোড়া দিয়া তাহাতে এক এক মেক আছে। ঐ মেকেতে দড়ির জোর থাকে। ঐ ছোট বাঁশের দুই মুখে দুই জন করিয়া, এক এক ঝাপানে চারি জন করিয়া বাহক। ঝাপানের উপর একজন মানুষ বসিয়া থাকিতে পারে, হাত কি পা মেলিবার স্থান নাই। কাণ্ডি—যাহাতে দ্রব্য সামগ্রী এবং একজন মনুষ্যকে লইয়া যাইতে পারে। কাণ্ডি বাঁশের চেরাটীর ঘেরা বুনার ন্যায়, নীচের তলা বুনা, উপরের মুখ খোলা। ঐ কাণ্ডির ভিতরে দ্রব্যাদি আর তাহার উপরে লেহাপ তোষক কম্বল দিয়া বসিয়া লয়। ঐ যন্ত্র পৃষ্ঠে করিয়া বহন করে, তাহাতে দুই রজ্জু আছে। দুই হাত গলাইয়া, দুই স্কন্ধে দুই মোটা রজ্জু থাকে, আর এক রজ্জু কপালে বেড় কাহার থাকে, কাহার থাকে না। যে কাণ্ডিতে মনুষ্য লইয়া যায়, তাহার বাড়কাটা যেমত বড় মোড়ার ন্যায়, উহার ভিতরে দ্রব্যাদি দিয়া উপরে বসাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া লয়। দুই জনার মুখ দুই দিকে, পিঠ একত্রে; সওয়ারের কোমর বেড়িয়া এক

কাপড় দিয়া বাহক আপন বুকের সহিত বন্ধন করে। কাণ্ডিওয়ালা-দিগের এক এক ছোট লাঠির মাথাতে তক্তা দেওয়া আছে, তাহাতে অবলম্বন করিয়া শ্রম দূর করে।

এই মত বড় লাঠি ঝাপানওয়ালাদিগের আছে। ঐ লাঠিতে আশ্রয় করিয়া কাঁধ বদলাইয়া ঝাপান, কাণ্ডি (ও) দাণ্ডি সকল জাতিতে বহন করে। ইহার বেতন চুক্তি করিয়া লয়, হৃষীকেশে টেরির রাজার তরফ লোক বৈসে, তাহার নিকট ফুরাণ হয়। হৃষীকেশ হইতে কেদার-বদরীনারায়ণ দর্শন করাইয়া মেল্‌চৌরিতে পহুছিবার ভাড়া এক এক ঝাপান ৭৫ টাকা। কাণ্ডিতে যত দ্রব্য লইবে তাহার প্রতি মণ ২০ টাকা এমত নিরূপিত করিয়া গমন হইল। শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ সস্ত্রীক দুই জনে দুই ঝাপানে, বাকী সকলে পদব্রজে। শ্রীযুত শিবরতন বাবু ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও রামচরণ চক্রবর্ত্তী ও নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়ের মাতা ও জ্যেষ্ঠ বধূ, বাবুর পুরোহিতের বধূ, তৎকন্যা কামিনী—ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, আর কালীবাবুর জ্ঞাতি-কন্যা পিসী-সুবাদী, দেওয়ান নন্দকুমার বসুর ভগিনী বিন্দুপারা ও কাঙ্গালী নাপিতের ভগিনী, চাকরাণী চৌমনা, চাকর রামচরণ, উপাধ্যায় ও ফতে দুই দারোয়ান, শিবরতন বাবুর চাকর রামধন আর বৃন্দাবনবাসিনী চারিজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক—এই সকলের সমভ্যারে আমাদের উত্তরাখণ্ডে গমন। তদ্‌বাদে যে সকল সমভ্যার ছিল তাহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিল। আমরা বাসা হইতে বাহির হইয়া অবধি যেরূপ বৃষ্টি হইতে লাগিল তাহা কি কহিব। সকলে কম্বলের ঘুগী করিয়া তাহা মুড়ি দিয়া পদব্রজে গমন করিতে করিতে ৫ ক্রোশ যাইয়া এক ক্ষুদ্রগ্রাম পাওয়া গেল, কিন্তু তথায়

থাকিবার স্থান নাই। অনেক যত্নে তথাকার চৌকিদারকে আনাইয়া ঐ গ্রামের মধ্যে এক ছোট ঘর পাওয়া গেল, তাহাতে কেবল দাঁড়াইয়া থাকিয়া জল নিবারণ করা হইল। ক্ষণেককাল বাদে কিঞ্চিৎ রৌদ্র হইল, তাহাতে কাপড়াদি সকলে শুখাইয়া লওয়া গেল। কিন্তু ঐ গ্রাম প্রবেশ সময়ে শিবরতন বাবু আপন ভৃত্য সমভ্যারে তথা হইতে অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া অগ্রে গমন করিয়া ছিলেন।

আমরা জল বাতাস জন্য গ্রাম মধ্যে ছিলাম। পরে দেবতার খোলসা হইলে পর আমরা সকলে ঐ গ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ হৃষীকেশ, তথায় গমন করিলাম। ঐ স্থানে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন—এই চারি দেবালয় চারি স্থানে আছে। তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ ঠাকুরের যে মন্দির ঐ স্থানে, লাহোরাধিপতি রাজা রায় রণজিৎসিংহ মহারাজা বাহাদুরের ধর্ম্মশালা, ঐ বাটীতে থাকিবার অনেক স্থান। কিন্তু ঐ স্থানে অনেক যাত্রীতে পূরিয়াছে, স্থান মাত্র নাই। পরে ঐ স্থানের মোহন্তের নিকট যাইয়া স্থানাভাব বিশিষ্ট মতে জানাইতে কহিলেন, "সর্ব্বত্র লোক পরিপূর্ণ আছে. আর দেবতার এই দুর্য্যোগ—কোথাও কাহার যাইবার ক্ষমতা নাই, সন্ধ্যা উপস্থিত। তবে তোমরা এক কর্ম্ম কর—ঠাকুরের যে রসুইমহল আছে, তাহাতে থাক। কিন্তু অপরিষ্কার না হয়।" এই কহিয়া আমাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ ঘর মধ্যে থাকিয়া রাত্রে খিচুড়ি আহার করা হইল। রাত্রে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের পথশ্রমে উত্তমরূপ নিদ্রা হইল এবং অগ্নির সংযোগ ভাল ছিল, ইচ্ছামত তামাকু পান করা গেল।

হৃষীকেশ

৯ বৈশাখ—

প্রাতে উঠিয়া যথায় ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালার নিরিখ হইতেছে, প্রথমে সেই স্থানে যাইয়া, ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালার জামিন লইয়া, কাণ্ডিতে যে জিনিস যাইবে তাহার ওজন করাইয়া টিকিট লইয়া, তথা হইতে এক ক্রোশ লছমন-ঝোলা, তথায় গমন। ঐ ঝোলার নিকট পাহাড়ের ধারে শৌচক্রিয়াদি করিয়া, গঙ্গাতে স্নান তর্পণাদি করিয়া, ঝোলার নিকটে লক্ষ্মণজির মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন করিয়া ঝোলাতে উঠিতে হইবে। ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞান হত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচশত হাত রশি বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এই মত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্দ্ধহস্ত অন্তর এক এক খাদি কাষ্ঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এইমত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপরে দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া, ঐ খাদি কাষ্ঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তি উপরের রজ্জু ধরিয়া ৺গঙ্গা পার হইতে হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে, যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আইলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর তাহাকে ভাঁটার ন্যায়

লছমন-ঝোলা

গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল দন্তকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশদেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল তথাচ তাহার কলকল শব্দে কর্ণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকটরূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছু দূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আইলে অতিশয় আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে "ত্রাহি মধুসূদন" "ত্রাহি মধুসূদন" এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন-ঝোলা পার হইবার সময় দৈববাণী শুনা যায় যে পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে "পন্থি! সাবধান পগ্ধ্যান, মুখে বল রামনাম, হিঁয়া কহি নাহি হায় আপ্না।" এই শব্দ শূন্য-পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদাকার করিয়া দেখা হইয়াছে, কোন ক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে—দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল। পার হইবার সময়ে শ্রীমতী মধ্যম-বধূ অর্থাৎ কালীবাবুর স্ত্রী অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বাবু নানামত বুঝাইয়া স্থির করিলেন। এস্থানে শিবরতন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তেঁহ পূর্ব্বদিবস আসিয়া পার হইয়াছিলেম। তাঁহার বাসায় পহুছিয়া কাটপুরি ও গুড় আহার

করিয়া জলপান করিয়া ঝোলা-পারের শ্রমশান্তি হইল। তথায় পান তামাক সেবন করিয়া সকলে একত্র হইয়া শ্রম শান্তি। পরে তথা হইতে ছয় ক্রোশ ফুলাড়ি। তথায় গঙ্গার তীরে বৃক্ষ-মূলে অবস্থিতি হইল। এই ফুলাড়ি অবধি লক্ষ্মণের তপোবন কহে। তপোবন মধ্যে অনেক সাধু-তপস্বিগণ (ও) মহামহা পণ্ডিতগণ আছেন। অতি সুরম্য বন, তপস্যার উত্তম স্থান। এই মত তপোবন দর্শন করিয়া ফুলাড়ি মোকামে থাকা হয়, বন হইতে কাষ্ঠাদি আহরণ করাইয়া অগ্নির ধুনি বৃহৎ রূপ করাইয়া তাহার চতুষ্পার্শে বেষ্টিত হইয়া রাত্রে থাকা হইল।

ফুলাড়ি

১০ বৈশাখ—

ফুলাড়ি হইতে প্রাতে গঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে বিজলী ছয় ক্রোশ, পাহাড়ের চড়াই, তথায় গমন। ছয় ক্রোশ ক্রমিক চড়াই, ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিশেষতঃ প্রথম পর্ব্বতের উপর এতদূর উঠিতে হইতেছে কিন্তু জগদীশ্বরের এরূপ দয়া প্রকাশিত আছে যে, স্থানে স্থানে জলের ঝরণা এবং বৃক্ষের ছায়া আছে। পাহাড়ে চড়িতে যত ক্লেশ তাহার শ্রম-শান্তির উত্তম উপায় আছে। পর্ব্বত অতিশয় সুরম্য। বন-জল-স্থল-ফল-ফুলে পর্ব্বত সুশোভিত। ঐ পর্ব্বতের উপরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে তথায় এক দোকান আছে, ঐ দোকানে থাকা হইল। দাল রুটী আহার করিয়া ঐ স্থানে থাকা হইল।

বিজলী

১১ বৈশাখ—

বিজলী হইতে মহাদেবকী চটি আট ক্রোশ, ক্রমে পর্ব্বতের চড়াই। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পহুছিয়া তথায় আহারাদি করিয়া অবস্থিতি।

১২ বৈশাখ—

বিজলী হইতে দশ ক্রোশ ব্যাসকী চটি, এই স্থানে ব্যাস-ঝোলা আছে। পূর্ব্ব যেমত ঝোলা পার হইয়াছিলাম, তাহা হইতে ছোট কিছু আছে। ঐ স্থানে ঝোলাতে পার হইতে হয়। কিছু বেড়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডিতে আইলে ব্যাস-গঙ্গা হাঁটিয়া পার হইয়া আসিতে হয়। পার হইয়া ঐ চটিতে আসিয়া গঙ্গার তীরে ব্যাস-আশ্রমের নিকটে থাকা হইল। ব্যাসদেব দর্শন করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে স্থিত হইল।

ব্যাস-ঝোলা

১৩ বৈশাখ—

ব্যাস-আশ্রম হইতে দেবপ্রয়াগ ছয় ক্রোশ। তথায় আসিয়া ঝোলা পার হইয়া প্রয়াগে স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। দেবপ্রয়াগের ঝোলা লছমন-ঝোলার ন্যায়। কিন্তু এ ঝোলার রশি ভাল টান আছে, অধিক হেলে দুলে না। ঐ ঝোলা পার হইলে বদরীনারায়ণের পাণ্ডা-দিগের বাসস্থান। প্রায় দুই শত পাণ্ডা আছে। ঐ স্থানে আমাদের পাণ্ডা অভয়ারাম ও বদরী দুই ভ্রাতার বাটী। ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সঙ্গমে স্নান-তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণ, সধবা

দেব-প্রয়াগ

ও কুমারী আদি ভোজন করাইয়া তীর্থের কর্ম্মাদি করিয়া, মৎস্যের তামাসা দেখিতে—আটার গুলি পাকাইয়া জলে ফেলিয়া দিলে পর এমত বড় বড় রোহিত ও মিরগেল মৎস্য সকল আইল, তাহা কি বলিব—এক পোয়া হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত, ঐ আটার গুলি খাইতে আসিয়া জল মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহাতে দেখিবার অতিশয় শোভাযুক্ত হইল। প্রয়াগের জলের স্রোত অতিশয়, তাহাতে কেহ স্থির হইতে পারে না। তন্মধ্যে ঐ মৎস্যগণ স্থির হইয়া আহারাদি আনন্দে করিতেছে।

দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর আর মন্দাকিনীর সঙ্গম— দুই গঙ্গার জলের সমান স্রোত। সঙ্গমস্থল অত্যন্ত ভয়ানক, জলের শব্দে কর্ণে তালা লাগে।

এস্থলে অনেক বসতি আছে, এজন্য বাজার ও হালওয়াইয়ের দোকান আছে, দ্রব্যাদি উত্তম পাওয়া যায় না, মোটা পুরি, দধি, চিনি (ও) জিলাপি পাওয়া যায়, তরকারির মধ্যে বিলাতি কুমড়া। এই পাহাড়ে ঝাপানওয়ালাদিগের ঘর। তাহারা দুই দিবসের জন্য ঘরে গেল।

এই স্থান হইতে গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরী যাইবার আলাহিদা পথ। অতি কঠিন পথ—পাহাড়ের উপর পাকদণ্ডিতে যাইতে হয়। আহারের দ্রব্যাদি সমভ্যারে রাখিতে হয়, পথ মধ্যে মিলে না। গ্রাম তল্লাস করিয়া তথায় আহারাদির চেষ্টা করিতে হয়। ছয় দিবস কষ্ট করিয়া টেরিতে পহুছিলে রাজার বাটী এবং সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে, যে যত দিন তথায় থাকিবে রাজসরকার হইতে আহারের দ্রব্যাদি মিলিবে।

টেরির রাজা

রাজা অতিশয় ধর্ম্মশীল। এই টেরির রাজার রাজ্য দেব-

প্রয়াগ অবধি কেদার-বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত ছিল। তাহাতে যখন ইংরেজ বাহাদুর এতদ্দেশের সকল রাজ্য অধিকার করেন, তখন ঐ রাজা আপন মনে বিচার করিল যে, 'আমার এ রাজ্য পশ্চাৎ থাকিবে না এবং যুদ্ধাদি করিতে ধন ক্ষয় ও বহু প্রাণী নষ্ট হইবে, অতএব ইহাদের সহিত সলা করিয়া আপন ধর্ম্ম ও বিষয়ের অধিকার রাখিতে পারিলে শ্রেয়ঃ আছে।' এই সুবিবেচনা করিয়া জর্জ রেনলিক সাহেবের নিকট যাইয়া কহিলেন যে, "আমার রাজধানী টেরি, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী আমাকে নিষ্কর রাজ্য দেহ, আর তাবৎ রাজ্য তোমরা লহ। এ রাজ্য রাখিবার আমার ক্ষমতা নাই।" এই কথা কহিয়া সকল রাজ্য হইতে ক্ষান্ত হইয়া, এই তিন স্থান লইয়া সুখে রাজ্য করিতেছেন। ঐ রাজা গঙ্গোত্তরীর যে কিছু কর ইত্যাদি পাওয়া যায় তাহা পাইতেছেন। তথাকার এক কলস জল লইয়া অন্য স্থানে গমন করিলে এক টাকা কর দিতে হয় এবং স্নান করিতে যত মনুষ্য যাইবে, তাহার পাস রাজসরকারে করিতে হয়।

ঐ রাজার নিকট পাস করিয়া তিন দিবস পর্ব্বতের উপর বরফান পথে শীতে কম্পিত হইয়া গমন করিতে হয়। সে পথে কেবল অগ্নির

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী

উত্তাপ আর কম্বল ও পায়ে কুশের জুতা লইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়। তথায় পহুছিয়া গঙ্গোত্তরী তীর্থে স্নান-তর্পণাদি। কিন্তু এমন জলের শীত-বীর্য্য যে ক্ষণমাত্র জলে তিষ্ঠিবার ক্ষমতা নাই, তাবৎ শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। শ্রী৺গঙ্গাকে ভগীরথ যৎকালে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, হিমালয় হইতে ঐ স্থানে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। পর্ব্বত উপর হইতে এক ভূর্জ্জপত্রের বৃক্ষের মূল

হইতে উত্তর দিক্ হইতে যে ধারা আসিতেছে, সেই গঙ্গোত্তরী, পশ্চিম দিক্ হইতে যে ধারা পতিত হইতেছে, তাহা যমুনোত্তরী। এই দুই ধারা গঙ্গা ও যমুনা এক বৃক্ষের মূল দিয়া পতিত হইতেছে। কিন্তু পর্ব্বতের গতিকে নয় দিনের পথের ফের আছে। জল অতিশয় উচ্চ হইতে পড়িতেছে, শীতের প্রভাবে নিকটস্থ হওয়া যায় না। এই স্থান গমন সময়ে পথে অনেক স্থানে ছিকাতে পার হইতে হয়। ছিকার অর্থ—নদী কি গঙ্গার দুই পারে দুই পাহাড়, তাহাতে বৃক্ষাদি আছে, ঐ বৃক্ষে মোটা রশি দুই পারে বাঁধা আছে, তাহাতে এক জন বসিতে পারে এমত ছোট একটী মেচের আকার, তাহার চারি কোণাতে দড়ি দেওয়া, ঐ দড়ি সিকার মত ঝুলান, তাহাতে আংটা আছে, ঐ আংটা উপরের মোটা রশিতে গলান আছে, তাহার মুখে দুই রশি বাঁধা আছে। যে পারে যখন আসিবে, সেই পারের লোক ঐ রশি ধরিয়া টানিয়া লয়—যে পার হইতে পার হইবে, সেই পারের লোক দুলাইয়া ঠেলিয়া দেয়। যৎকালে মধ্যস্থলে যাইতে হয় প্রাণের আশা থাকে না। নীচে জল অতিশয় বেগবান্, ভয়ঙ্কর শব্দ! আশ্রয় রজ্জু মাত্র, যদি বিপরীত টানিয়া লইবার মনুষ্য না থাকে, তবে অনেক কষ্টে আপন কোমরের ও হাতের ঠেলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পার হইতে হয়।

১৪ বৈশাখ

দেবপ্রয়াগের পাণ্ডার বাটী হইতে আসিয়া ঝোলা পার হইয়া দক্ষিণ পারে আসিয়া অবস্থিতি। ঐ স্থানে শিবরতন বাবু ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং গরুড়জির ভোগ হয়।

দেব-প্রয়াগ

১৫ বৈশাখ

দেবপ্রয়াগ হইতে ছয় ক্রোশ রাণীবাগ। তথায় আহারাদি হয়, চাউল অতি উত্তম। ঐ স্থানে আহার করিয়া গৌতম-আশ্রমের নিকট ময়দানে থাকা হয়। গৌতম মুনির মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন।

রাণীবাগ

১৬ বৈশাখ

শ্রীনগর। এখানে টেরির রাজার কেল্লা, এক্ষণে কোম্পানির জেলখানা আছে। সম্প্রতি সহর হইতে কাছারি সকল পাহাড়ের উপর গিয়াছে। এ স্থলে বাজার আছে। দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। পার্ব্বতীয় সহর, অনেক মনুষ্যের বসতি আছে। ইহার প্রথম ঘাটীতে সরকারের কর্ম্মকারগণ আছে। যত মনুষ্য কেদারনাথ দর্শনার্থে যাইতেছে, তাহার সুমার করে, কারণ যত মনুষ্য কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন করে, এই স্থানের গণ্ডীর ফর্দ্দ কেদারনাথের পাণ্ডার নিকট যায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে না পারে। এই শ্রীনগর পর্ব্বত মধ্যে সহর। যে কেহ হরিদ্বার হইতে চনার, দাল, নারিকেলের গোলা, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কালামরিচ, বস্ত্র, চাউল, চন্দন এবং আর আর গন্ধ দ্রব্যাদি শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরীনারায়ণের ভেট পূজা জন্য না লইয়া আইসে, তাহাদিগের যাহার লইবার ইচ্ছা হয়, এই সহরে লইতে হয়। এই স্থান ভিন্ন আর উপরের কোন পাহাড়ে পাওয়া যায় না। দ্রব্যাদি অতি

শ্রীনগর

দুর্ম্মূল্য, তথাচ এই নগরে পাওয়া যায়। নিমপাতার সের চারি টাকা। নিম্ববৃক্ষ এতদ্দেশে নাই, নিম্বপত্র শুষ্ক করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছে।

এখানে বাঙ্গালী কেহ নাই, কেবল আশুতোষ গুপ্ত ডাক্তার। তাঁহার সমভ্যারে জ্ঞাতি-ভ্রাতা এক জন আছেন। এই দুই জন ডাক্তার থানাতে আছেন। আমরা তথায় যাওয়াতে অতিশয় প্রীত হইয়া, আমাদের বাসাতে সন্ধ্যার পর আসিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কথোপকথন আমোদ প্রমোদ করিয়া, কৌশলে আমাদিগকে দুই তিন দিবস তথায় রাখিবার জন্য চেষ্টা ছিল। আমাদের বাসা জেলখানার উপরের ঘরে হইয়া ছিল। একণে এই স্থানে কয়েদী থাকে না। তথায় এই দিবস থাকা হইল। সহর এক ক্রোশ পর্য্যন্ত হইবে।

১৭ বৈশাখ

শ্রীনগর হইতে দশ ক্রোশ শিরোবগড়ার চটি, তথায় থাকা হয়।

১৮ বৈশাখ

শিরোবগড়া হইতে 'রুদ্রপ্রয়াগের পূর্ব্ব পারে পানচাকি এবং চটি আছে। তাহার উপরে এক বৈরাগীর বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে থাকিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে শয়ন।

১৯ বৈশাখ

রুদ্রপ্রয়াগের ঝোলা পার হইয়া প্রয়াগে স্নান-তর্পণাদি। এই প্রয়াগে নামিবার (পথ) অতি সুকঠিন। একশত ধাপ

নামিয়া পরে এক লোহার শিকল আছে, ঐ শিকল ধরিয়া দশ হাত নীচে গেলে জল পাওয়া যায়। এই স্থানে মন্দাকিনীতে অলকনন্দাতে সঙ্গম, জলের স্রোত অতিশয়। সঙ্গম-স্থান দেখিতে ভয়ঙ্কর। জল এমত শীতল যে, যে স্থানে স্পর্শ হয় তাহার চৈতন্য থাকে না, পানে দন্ত খসিয়া যায়, স্নানান্তে অচৈতন্য দেহ থাকে। কষ্টে স্বষ্টে শৃঙ্খল ধরিয়া নীচে নামিয়া সঙ্গম-স্থানে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ঐ শৃঙ্খল ধরিয়া উঠিতে প্রাণ বিয়োগের ন্যায় কষ্ট। পরে উপরে উঠিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, উত্তাপ দ্বারা দেহের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, রুদ্র-নারায়ণ দর্শন করিয়া, ছয় ক্রোশ যাইয়া পাহাড়ের উপরে কম্বল আচ্ছাদনে রাত্রে থাকা হইল।

রুদ্র-প্রয়াগ

২০ বৈশাখ

ঐ পাহাড় মধ্য হইতে ছয় ক্রোশ যাইয়া পর্ব্বতের ঝোড়ের ধারে আহারাদি করিয়া চারি ক্রোশ যাইয়া গুপ্তকাশী। এখানে ৺গঙ্গা (ও) ৺যমুনা গুপ্তপথে আসিয়া ঐ স্থানে প্রকাশ হইয়াছেন। গঙ্গার ধারা উত্তর দিকে, যমুনার ধারা পশ্চিম দিকে। শ্রী৺বিশ্বেশ্বর (ও) অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আছে। মন্দির পূর্ব্বদ্বারী, স্বর্ণমণ্ডিত কলস, এক মন্দির মধ্যে দেব-দেবী শোভা করিয়া আছেন। মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ কুণ্ড আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্ব জল স্থল প্রস্তরের সোপান। এই কুণ্ডে গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া, আর যমুনার জল সিংহমুখ দিয়া উপর হইতে কুণ্ডে পড়িতেছে। কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ আছে, ঐ কুণ্ডে স্নানাদি হয়। অন্নপূর্ণা ও

গুপ্তকাশী

বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণের ও রূপার পঞ্চমুখ ইত্যাদিতে সুশোভিত করিয়া বেশভূষা করা। এই গুপ্তকাশীতে অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী আছেন। ইঁহারা যোগসাধন করিতেছেন। দোকান বাজার বসতি আছে। নগরের ন্যায় স্থান, খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ স্থানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। কেদারনাথের পাণ্ডা-দিগের এই এক স্থান। এই গুপ্তকাশীতে সকলে মিলন হয়। এখানে ঐ দিবস এত যাত্রী একত্র হইয়াছে যে, থাকিবার স্থান পাওয়া গেল না। পরে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনান্তর প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া ক্ষেত বাড়ীতে ডেরা ফেলিয়া থাকা হইল। রাত্রে অগ্নির উত্তাপে এবং কম্বল আচ্ছাদনে শীত নিবারণ করা গেল।

২১ বৈশাখ

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া গুপ্তগঙ্গা (ও) যমুনা কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বিশ্বেশ্বরের দর্শন করিতে প্রায় চারি-দণ্ড বেলা হইল। পরে তুঙ্গনাথের দর্শন। তুঙ্গনাথের পাহাড়

তুঙ্গনাথ

আট ক্রোশ উচ্চ চড়াই, বড় বিকট পথ; পাকদণ্ডিতে উঠিতে হয়। এক এক পদ-চিহ্নতে পদক্ষেপ করিয়া যষ্টি আশ্রয়ে আট ক্রোশ চড়িতে হইবে, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত উপরে বৃক্ষাদি আছে, বৃক্ষমূলে বিশ্রাম। এই মতে তাবৎ দিবাতে। পর্ব্বতের শিরোভাগে যে তুঙ্গনাথের মন্দির আছে, তাহাতে মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত, তাঁহার দর্শন। এই পর্ব্বত বরফে আচ্ছাদিত। মন্দির বরফে ঢাকিয়া থাকে। অক্ষয়-তৃতীয়ার পরে বরফ কাটিয়া মন্দির ও পথ সকল মুক্ত করে।

এখানে থাকিবার স্থান ঐ তুঙ্গনাথের বাটীতে। এই সময়ে খাদ্য-দ্রব্যাদির দুই তিন দোকান পার্ব্বতীয় জমিদার লোক করে, আর সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে। তথায় রাত্রিবাস করিয়া পাহাড়ের উত্তর দিক্ হইয়া নামিয়া পথে আসিতে হয়। চারি দণ্ডের মধ্যে নীচে আসা যায়, কিন্তু নামিতে বড় ক্লেশ—প্রাণের আশা থাকে না। আট ক্রোশ পাহাড় খাড়াই অর্থাৎ সোজা (ও) উতরাই, ইহাতে যত ক্লেশ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ইহাতে অনেক মানুষ চড়াই-উতরাই করিতে ক্ষমবান্ হয় না। এজন্য পাণ্ডাগণ ঐ তুঙ্গ-নারায়ণের অর্থাৎ তুঙ্গনাথের প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণের রূপার মুখ সকল পর্ব্বতের নীচে অন্য পর্ব্বতে আনিয়া দর্শনার্থে রাখিয়াছে। তথায় উপরের মন্দিরের ন্যায় সকল আসবাব ও মূর্ত্তি সকল এবং পরিচারকগণ আছে। সেই মত রূপা সোণার ছাতা, আশাবরদার, বাজ্যকর এবং পূজারিগণ আছে, যাহা ভেটাদি জমা হয় সকল তুঙ্গনাথের ভাণ্ডারে জমা হয়।

দর্শনাদি করিয়া পাটন নদীর চটিতে থাকা হয়। দুই চটি নিকট নিকট। সকলে অগ্রে আসিয়া চটিতে থাকিবার স্থান ভাল না পাইয়া তাহার নিকট পর্ব্বতের উপরে তেজপত্রের গাছ সকল আছে, সেই বনে বৃক্ষ মূলে থাকিবার স্থান হইয়াছিল। আমি তুঙ্গনাথের দর্শনান্তর খুজিয়া খুজিয়া ঐ স্থানে সকলের সমভ্যারে মিলিত হইয়া একত্রে থাকা হইল।

পাটন-চটি

২২ বৈশাখ

পাটন-চটি হইতে ছয় ক্রোশ চড়াই ত্রিযুগ-নারায়ণের পাহাড়।

ঐ পাহাড়ে চড়িবার সুবিধা আছে, কতক চড়াই তাহার পর কতক পরিসর স্থান। ঝরণা, ময়দান (ও) বৃক্ষের ছায়া স্থানে স্থানে আছে। তথায় বিশ্রামের অতি উত্তম স্থান। ক্রমে চড়াই ও বিশ্রাম করিয়া ত্রিযুগ-নারায়ণের মন্দির পর্ব্বতের শিরোভাগ, তথায় পঁহুছা হইল। এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি আছে, আর মহাদেবের তিন যুগের ধুনি জ্বলিতেছে। নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির, তাহাতে মহাদেবের ধুনি। বাহিরে পাঁচ কুণ্ড আছে এবং দেব-দেবী মূর্ত্তি সকল দর্শন। ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ করিয়া তিল, যব, ঘৃত, মধু, চিনি, ফুল, বস্ত্র (ও) কলা দিয়া ঐ ধুনিতে আহুতি দিয়া, নারায়ণ দর্শন করিয়া আপন আপন ইষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। সাধনার স্থান নগরতুল্য—অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী (ও) মোহন্তগণ তপস্যা করিতেছেন। তপস্যার উত্তম স্থান। এই হিমালয়—গিরিরাজ ও মেনকার বাসস্থান, গৌরীর জন্মস্থান—এই গিরিপুরে পুরবাসী বালিকাগণ সমভ্যারে বাল্যক্রীড়া, শিবপূজা ও তপস্যা করিয়া ছিলেন। তাহার স্থল সকল আছে। এই স্থানে হর-গৌরীর বিবাহ হয়। এ পর্ব্বতে ফলফুলে বৃক্ষগণ সুশোভিত—সঞ্জীবিত। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে জলের ভাল ভাল ঝরণা আছে। অন্য অন্য পর্ব্বত হইতে এ পর্ব্বতের মনুষ্যগণ মিষ্টভাষী, স্ত্রীগণ—বালিকা, যুবতী কি বৃদ্ধা—সকলে সুসভ্য, কিন্তু বস্ত্রাভাব—কম্বল পরিধান এবং আচ্ছাদন। সকলের মস্তকে কম্বলের টুপী কিম্বা পাগড়ি। উল-বস্ত্র ভিন্ন সূত্রবস্ত্র পায় না, তাহাতেও দেখিতে শ্রীমান্ আছে। ইহারা ছুচ ও বিদি পাইলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়। একটি টাকা পাইয়া যত না সন্তুষ্ট হয়, তাহার অধিক একটি ছুচ কি বস্ত্র পাইলে

ত্রিযুগ-নারায়ণ

আহ্লাদযুক্তা হয়। বস্ত্র পরিতে পারে না, মস্তকে বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া দেয়। এই স্থানে দোকান আছে, চিড়া হইতেছে। গুড়, চিড়া (ও) চাবেনা পাওয়া যায়। ত্রিযুগ-নারায়ণ দর্শনাদি করিয়া পর্ব্বতের উত্তর দিক্ হইয়া নিম্নে উতরাই করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কাষ্ঠের পুলে গঙ্গা পার হইয়া ঝিল্‌মিল্ চট্টি। ঐ চট্টিতে থাকা হইল। এ চট্টিতে স্থানাভাব (ও) দ্রব্যাভাব। অনেক হাঙ্গামে থাকিবার স্থান করিয়া দাল আটার জন্য বিব্রত। সকল দোকান-দার কহে যে, রসদ মজুত ছিল ফুরাইয়াছে। তাহার পুত্র দোকানদারদিগকে নানাপ্রকার ভয় (ও) মৈত্রতা দেখাইতে আটা দাল ঘৃত পাওয়া গেল। ফি টাকাতে ছয় সের হিসাবে দাল ও আটা, ঘৃত দেড় সের। এই দিবস এই স্থানে স্থিতি।

ঝিলমিল-চটি

২৩ বৈশাখ

ঝিল্‌মিল্ চটি হইতে মুড়কাটা অর্থাৎ মস্তকহীন গণেশ। এই স্থানে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মস্তকহীন হয়। ঐ গণেশ দর্শন করিয়া ছয় ক্রোশ যাইয়া গৌরী-কুণ্ড। এই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ। এ কুণ্ডে স্নান করিয়া হরগৌরী দর্শন, নারায়ণকুণ্ডে স্নান করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন। এখানে বাজার আছে এবং হালওয়াইদিগের দোকান, তাহাতে অন্য দ্রব্য কিছু পাওয়া যায় না, চাবেনা, গুড় (ও) চিড়া পাওয়া যায়। আটা দাল চাউল ঘৃতাদির দোকান আছে, থাকিবার ঘর ভাল ভাল আছে। এই গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্য কেদার-মাহাত্ম্যে আছে। পুরাকালে

মুণ্ডকাটা গণেশ

গৌরীকুণ্ড

মহাদেব পার্ব্বতীকে জল উষ্ণ করিতে কহিয়া পরে ভাঙ-ধুস্তুরাতে বিভোর হইয়া যোগাসনে রহিলেন। পার্ব্বতী ক্রোধ করিয়া ঐ জল নিক্ষেপ করেন, তাহাতে যে কুণ্ড হয় তাহার নাম গৌরীকুণ্ড। এই গৌরীকুণ্ডে জলযোগ করিয়া ভীমগড়া চারি ক্রোশ। তথায় পাণ্ডাদিগের তৈয়ার করান ঘর আছে, যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য ঘর এবং দোকান করে। তাহার কারণ এখান হইতে শ্রী৺ কেদারনাথের মন্দির চারি ক্রোশ, এ জন্য এই ভীমগড়াতে যাত্রী সকল থাকে। এই স্থানে ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে পতিত হন, হিমের প্রতাপে। এ জন্য ভীমগড়া নাম। এখানে এমত বরফ যে, এই বৈশাখ মাহাতে শীতে কম্পিত হইয়া দুই বনাত কম্বল গাত্রে, ভিতরে তুলাভরা জামা, হাতে পায়ে উলের মোজা দস্তানা, তথাচ দন্তে দন্তে ঠেকিয়া হৃৎকম্প। বরফে স্থান সকল এত আর্দ্র যে, কোন ক্রমে রসুই হয় না। একে কাষ্ঠ অতি দুর্ম্মূল্য, তাহাতে জলের ন্যায় ভূমি, প্রবলরূপে অগ্নি জ্বালিত করিলে এক ক্ষণের মধ্যে শীতল হয়। একজন মনুষ্যের রুটী দাল করিতে দুই আনা কাষ্ঠের কমে হয় না। অনেক কষ্টে বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে পঁহুছান হইল। এখানে আহারের আটা আর অরহরের দাল, ঘৃত (ও) গুড় পাওয়া যায়, চিড়া মোটা মিলে। মধু উত্তম, সফেদ মিছরির ন্যায় ভূরা। ভীমগড়াতে থাকা হইল।

ভীমগড়া

২৪ বৈশাখ

অতি প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন। গাত্রে তুলাভরা জামা,

তাহার উপর লুই, বনাত (ও) কম্বল মুড়ি দেওয়া, হাতে আপন আপন যষ্টি, স্কন্ধে পূজা ভেটের দ্রব্যাদি।

কেদারনাথ

ইহার পূর্ব্বে চারি দিবসের পথ পাহাড় হইতে বিল্বদল সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহার পর আর বিল্ববৃক্ষ নাই। ঐ বিল্বদল এবং ঘৃত, মধু, চিনি ও মেওয়া-জাত যে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহা লইয়া "বম্ কেদার" বলিয়া কেদারনাথ দর্শনে যাত্রা করিল। ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়। তাহার এক ক্রোশ পথ কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বা বরফ, কোথাও বা বরফ-গলা জল, কোথাও ঘাসপাতা, এই মতে এক ক্রোশ। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমিক বরফের উপর হইয়া পথ। পর্ব্বতের উচ্চের কথা কি লিখিব। গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় চারি শত ক্রোশ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়, বরফের পর্ব্বত—কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না, যেমন ঝিন্‌ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেই মত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব! বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহার বরফ সকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে—এই পরিসর পথ, যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশেপাশে পদক্ষেপ করে, তবে মহাবিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে বরফে কোমর পর্য্যন্ত কোথায় অস্থায়ী হইয়া ডুবে, পূর্ব্ব-

দিকে পদক্ষেপ হইলে কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না, তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন ; কম-বেশ দশ হাজার হাত নিম্নে মন্দাকিনী বহিতেছেন, তাহার উপরে বরফ আচ্ছাদিত আছে। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও বরফ গলিয়া ফাঁক হইয়াছে, তথায় জানা যায় যে, মন্দাকিনীর স্রোত বহিতেছে। ঐ পূর্ব্ব-দিকে পদক্ষেপ হইলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পতিত হয়। এক ব্যক্তির পা বেহিসাব পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে। প্রায় এক মাহা হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই, তাজা আছে। এই সুকঠিন পথ হইয়া এক পুল পার হইয়া কেদারনাথের মন্দির দেখা যায়, পুল হইতে এক ক্রোশ। এ বৎসর একশত এগার হাত বরফ পড়ে, তাহা কাটিয়া মন্দির বাহির করে। মন্দিরের চিহ্ন ইহাতে পায় যে, যত উচ্চ হইয়া বরফ পড়ুক, মন্দিরের উপর যে ত্রিশূল আছে, তাহা আবৃত হইবে না। যে সমস্ত বাড়ী, ঘর, কুণ্ড, তীর্থ (ও) দেবালয় আছে, সকল বরফে ঢাকিয়া আছে—কেবল ধবলাকার, তাহাতে অন্য চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, দেখিতে সুশোভিত। পুরাতন যে বরফ আছে, তাহার বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন, নূতন যে বরফ তাহা অতি শুভ্র, সাফা লবণের ন্যায় দানাদার।

কেদারনাথ দর্শনের প্রথমে পঞ্চগঙ্গাতে স্নান-তর্পণ, পরে হংস-তীর্থে শ্রাদ্ধাদি গৃহী মনুষ্যে করিয়া দেবদেব মহাদেবের দর্শন। এ স্থলে পঞ্চগঙ্গা—অলকনন্দা, মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা (ও) মৌগঙ্গা। এই পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-স্থানে স্নান-তর্পণ, শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া, শ্রী৺কেদারেশ্বর দর্শন করা হইল। তেহারা মন্দির মধ্যে

মহিষাকৃতি মূর্ত্তি। শ্রী৺দেবদেব মহাদেবের মহিষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বহুকালের মন-মানস এবং দেহ ও চক্ষুর সফলতা করিয়া পর্ব্বতে উঠিবার এবং বন-জঙ্গলের ক্লেশের শান্তি হইল। গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চগঙ্গার সঙ্গম-জলে স্নান করাইয়া বিল্বদল চন্দন দিয়া পূজা করিয়া প্রদক্ষিণান্তর কোল দিতে হয়। মন্দির অতিশয় অন্ধকার, অষ্টদিকে অষ্ট স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভ বেষ্টিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কেদারকে কোল দিয়া বারংবার প্রদক্ষিণ।

কেদারের মন্দির বরফে ডুবিয়াছিল। অদ্যাবধি মন্দিরের ভিতরের সকল বরফ যায় নাই, সর্ব্বদা জল পড়িতেছে। এই বরফ জন্ত শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পর অক্ষয়-তৃতীয়া পর্য্যন্ত ছয় মাহা দ্বার রুদ্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে এক এক ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিত করিয়া তাক মধ্যে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অসিমঠ ও জোষীমঠ দুই স্থানে দুই গদি আছে। ঐ গদিতে ছয় মাহা পূজা হয়। কেদারনাথের গদি অসিমঠে। মন্দিরের নিকট কোন মনুষ্য কি জীবজন্তু পশু পক্ষ্যাদি কিছু থাকিবার ক্ষমতা হয় না। ঐ ছয় মাস দেবগণে পূজা করে, এ কথা পূর্ব্বাবধি সকলে শ্রুত আছেন। এক্ষণে দেবতাগণের পূজা করার এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, ঘরের ভিতরে ঐ ঘৃত প্রদীপ জ্বালিত থাকে, আর অর্ঘ্যের চাউল ও নীলকমল দিয়া যে পূজা হয়, তাহা ঐ মন্দির মধ্যে থাকে। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিবস মন্দির ও পথ খোলসা হইলে টেরির রাজা অগ্রে দর্শনার্থে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হন। রাজা দর্শন করিবা মাত্র ঐ ঘৃত-জ্বালিত প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। প্রদীপের বাতি ও ফুল যাহা

থাকে তাহা, আর ঐ দেবপূজিত অর্ঘ্যের চাউল ও কমল-পুষ্প রাজা লয়েন, পরে অর্ঘ্যের চাউল ও প্রদীপের শুল ও বাতি রাজা কাহাকেও দেন না, কমল-পুষ্প যাত্রীদিগকে নির্ম্মাল্য দিবার জন্ত রাওলের নিকট কেদারনাথের ভাণ্ডারে আমানত থাকে। অর্ঘ্যের চাউলের অতি অল্প ভাগ ভাণ্ডারে আইসে, অনেক স্তব-স্তুতিতে যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে দেন।

মন্দির মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ দিবারাত্র জলিতেছে, আলো না হইলে কিছু দৃষ্ট হয় না। নাটমন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে, আর মন্দিরের ভিতর বাহিরে কত দেবদেবী, মুনিঋষিগণের মূর্ত্তি, আর নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে নন্দিকেশ্বর আছেন।

মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিতে বরফে স্পন্দন রহিত হয়। কেদারের মন্দিরের উত্তর দিক্ হইয়া মহাপন্থা। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তর মুখে গমন করিয়া যাইতে পারিলে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব, যাঁহাকে স্পর্শ করিবা মাত্র দেহ বজ্র তুল্য হইয়া সকায়াতে স্বর্গে গমন করিতে পারে। কিন্তু এই তিন ক্রোশ পথ যাওয়া অতি দুষ্কর, তাহার কারণ দিবারাত্র বরফ জলের ন্যায় বরিষণ হইতেছে, এই শীতবীর্য্যে কেহ মহাপন্থাতে গমন করিতে পারে না। যদি কেহ সাহস করিয়া ঐ পথে গমন করে, তাহা কদাচ পহুছিতে পারে না। তাহার কারণ ঐ পন্থাতে পদক্ষেপ করিতে যদি কিছু শব্দ হয়, তবে এমত বরফ খসিয়া পড়ে যে, তাহাতে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই—তাহার নাম খুনি বরফ। যে অঙ্গে ঐ বরফ স্পর্শ হয়, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ খসিয়া পড়ে। এই সকল কারণ জন্ত শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের এবং টেরির রাজসরকার হইতে ছত্রিশ জন

মহাপন্থা ও হিমলিঙ্গেশ্বর

পার্ব্বতীয় মনুষ্য রক্ষক আছে—কোনক্রমে কেহ বিনানুমতিতে ঐ পথে না যাইতে পারে।

যে সকল রক্ষকগণ আছে, তাহারা লোমসমেত দুম্ব-ভেড়ার চামড়ার জামা, ইজার, টুপী (এবং) তাহার উপর কম্বল আচ্ছাদনে থাকে। অগ্নির কুণ্ড সমভ্যারে ঐ রক্ষকগণ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কষ্টে যাইতে পারে, তাহার পর গমনের ক্ষমতা নাই। একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, তাহারা দুইজনে কেদারনাথ দর্শনে গিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণের সময় মহাপন্থা গমনের পথ স্থির করিয়া, আপন দ্রব্যাদি সকল সমভ্যারে ব্যক্তিদিগের নিকট দিয়া, উলঙ্গ হইয়া, এক কম্বল গাত্রে আচ্ছাদন দিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। পরে রক্ষকগণ জানিতে পারিয়া তাহাকে বহুতর কপট স্তব করিয়া গমন স্থগিত করাইয়া, নিকটে যাইয়া তাহাকে বন্ধন ও প্রহার করিতে করিতে বিচার স্থলে লইয়া গেল, তাহাকে অনেক ভয়-মৈত্র দেখাইয়া অন্য পর্ব্বতে পাঠাইয়া দিল।

যাহার মহাপন্থা হইয়া হিমলিঙ্গেশ্বর স্পর্শ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে অগ্রে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি অন্য অন্য আশ্রম লইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইয়া গোগ্রাসে ভোজন, তদনন্তরে আপন পদে ঝিক করিয়া চরু রন্ধন করিয়া ভোজন, তদনন্তরে রাজার নিকট মহাপন্থা গমনের আবেদন করিতে হয়। রাজা শ্রুত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে রাজভবনে রাখিয়া, উত্তম উত্তম মেওয়াদি তেজস্কর দ্রব্য, দুগ্ধ (ও) ঘৃত প্রচুররূপে আহার করাইয়া, উত্তম শয্যাতে শয়ন করাইয়া, উত্তমরূপ রূপসী যুবতীগণকে সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দুই তিন মাস একত্রে বাস করাতে যদি কিছু বিকার জন্মে তবে তাহাকে

পুনর্ব্বার পায়ের ঝিকে পাকস্থলী বসাইয়া চরু পাক করিয়া আহার করিতে পারিলে, সেই ব্যক্তিকে মহাপন্থা গমনের অনুমতি হয়। ঐ ব্যক্তি এই স্থলে আসিয়া উলঙ্গ হইয়া সকল ত্যাগ করিয়া মহাপন্থাতে গমন করে, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পায়, তৎপরে কোথা যায়, কি হয়, কেহ দেখিতে পায় না।

কৈলাস

কেদারনাথের মন্দিরের উত্তরাংশ হইতে ঈশান-কোণে ধবল পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, ঐ কৈলাস পর্ব্বত। ঐ স্থানে শ্রী৺হরপার্ব্বতীর মন্দির আছে। এখান হইতে মন্দির স্পষ্ট দর্শন হয় না, ধবল পর্ব্বত স্পষ্টরূপে দেখা যায়; তাহার উপর শৃঙ্গস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ বস্তু মন্দির হয়, তবে দেখা হইয়াছে।

মহাপন্থার শেষভাগে তিন পন্থা আছে—বিষ্ণুপন্থা, রুদ্রপন্থা (ও) ব্রহ্মপন্থা, যে যে পন্থা গমনের ইচ্ছা করে সে সেই পন্থাতে যায়, সাধনক্রমে প্রাপ্ত হয়। কেদার-দর্শনান্তর রেতকুণ্ডের জলপান করিতে যাইতে হয়। অর্দ্ধক্রোশ পথ বরফের উপর দিয়া কুণ্ডে আসিতে হয়। কুণ্ড দীর্ঘ-প্রস্থে চারি হস্ত। চতুষ্পার্শ্বে

রেতকুণ্ড

প্রস্তরের সোপানবদ্ধ বেষ্টিত ঘর আছে; ঐ ঘর মধ্যে কুণ্ড বরফে পরিপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি পথ ও কুণ্ডের বরফ কাটিয়া মুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ও) মহেশ্বর ত্রিদেব প্রসূত হন। এইজন্য এই কুণ্ডের জলপান করিবার বিধি। জলপানের নিয়ম এই যে, প্রথমে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাহার বচনের পুস্তক চারি পাঁচ পাত হইবে। তাহার মূলার্থ—এই জল স্পর্শে পাপ দেহ পরিত্যাগ

হইয়া জীবন মুক্ত হইল। দেহকে ভস্মরাশি এবং কালপুরুষকে শিলাতে ফট্ করিবার মন্ত্র। তৎপরে বার তিথি মাস কল্প উচ্চারণ করিয়া তিন গণ্ডূষ বাম হস্তে তিন অঞ্জলি পূরিয়া তিন বার গোগ্রাসে বারংবার কুণ্ডের জলপান করিয়া লম্ফ দিয়া কক্ষবাস্ত করিতে করিতে বাহু আস্ফালন করিয়া দম্ভে কহিতে হয়—

অহং ব্রহ্মঃ অহং বিষ্ণুঃ অহং রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ।
মত্তুল্য সর্ব্বতীর্থানি নাস্তীব দেবদানবে॥

এই কথা বারংবার কহিয়া স্থগিত। এই প্রকরণে উদক-কুণ্ডের জলপান করিতে হয়। দুই কুণ্ড একাকৃতি, এক নিয়ম। এ সময়ে এখানে ত্রিরাত্র বাস করিতে কেহ ক্ষমবান হয় না, তাহার কারণ যত বাড়ী ঘর আছে সকলই ডুবিয়া আছে, থাকিবার স্থানাভাব, উদাসীনদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক রাত্র ছিল, কিন্তু এক জন এক টাকার কাষ্ঠে ধুনি করিয়া অগ্নি উত্তাপে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বর্ষাকালে যাহারা দর্শনার্থে যায়, তাহাদের পথ-ক্লেশ অতিশয়। তাহার কারণ এ সকল পথেও ঝোলা থাকে না, পর্ব্বতের উপর উপর পাকদণ্ডি পথে আসিতে হয়। কিন্তু সে সময়ে কেদারে তিন রাত্র কি সপ্ত রাত্র—যাহার যত দিবস ইচ্ছা হয়, যম-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া দর্শন-স্পর্শন করিয়া থাকে। তৎকালে বরফ সকল গলিয়া পড়ে, পাণ্ডাদিগের এবং রাজার ধর্ম্মশালার যে সব বাড়ী আছে তাঁহা মুক্ত হয়, তাহাতে থাকিতে পারে।

কেদারনাথের পাহাড়ে এবং বদরীনারায়ণের পাহাড়ে তিন ক্রোশ অন্তর। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণের পাহাড়

উত্তমরূপ দেখা যায়। এক জন পূজারি দুই স্থানে পূজা করিত। ঐ পূজরি-ব্রাহ্মণ আপন স্ত্রীসহ বিবাদ করিয়া, স্ত্রীকে প্রতি দিবস প্রহার করিত; কহিত "আমি দুই পাহাড়ে পূজা করিয়া এলাম, তথাচ তোমার গৃহকর্ম্ম হয় নাই!" এই কহিয়া অতিশয় প্রহার করিত। এক দিবস অত্যন্ত দেহ-যন্ত্রণা পাইয়া দুই দেবের নিকট প্রার্থনা করিল যে, 'তোমাদের পূজার পূজারি হইয়া আমার প্রাণনষ্ট করিতেছে। আমি. মরিলে স্ত্রীহত্যার ভাগী তোমাদিগকে হইতে হইবে।' ব্রাহ্মণীর এরূপ খেদোক্তিতে দুই দেব হর-হরির কৃপা হইল, কহিলেন "এক দিবসে দুই পাহাড়ে যাইবার ক্ষমতা থাকিবে না।" মধ্যে এক উচ্চ পর্ব্বত স্থাপিত করিলেন, তাহা লঙ্ঘনের পথ রহিল না। এজন্য এক্ষণে কেদারনাথে (ও) বদরীনারায়ণে নয় দিবসের পথ অন্তর হইয়াছে।

বদরীনারায়ণের পাহাড়

স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর যে ধারা আসিতেছে, নির্ম্মল জল। দুধ-গঙ্গার জল দুগ্ধের বর্ণ, ক্ষীর-গঙ্গার জল ক্ষীরের তুল্য স্বাদু, মৌ-গঙ্গার জল মধুর সমান মিষ্ট, অলকনন্দা সুশীতল। পঞ্চ-গঙ্গা যথায় একত্র মিলিত হইয়া সঙ্গম হইয়াছে, তথায় জলস্রোত ও প্রবাহ অত্যন্ত হইতেছে। স্নানকালীন দেহের স্পন্দন রহিত হয়, তর্পণাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হংসতীর্থে কিম্বা সঙ্গম-স্থানে বসিলে সকল ক্লেশ শান্তি হয়।

পঞ্চ-গঙ্গা

কেদারমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি রেতকুণ্ড (ও) উদককুণ্ডের জলপান করিবে, পানের নিয়ম পূর্ব্বে কহিয়াছি,

সে ব্যক্তির হৃদিমধ্যে তৎক্ষণাৎ এক শিবলিঙ্গাকৃতি জন্মিবে, তাহাতে তাহার যে স্থলে মৃত্যু হউক কাশীতে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হইবেক। যে কেহ কেদার-দর্শনের যাত্রা করিয়া পথে প্রাণ-ত্যাগ করিবে, তাহার অধোর্দ্ধ ত্রিসপ্ত পুরুষ উদ্ধার হইবে। কেদার-মাহাত্ম্য মাত্র করিলে, তাহা শ্রুত হইলে ফলশ্রুতি হইবে।

পুনর্ব্বার কেদারনাথের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ এবং কোল দিয়া আসিয়া রাওল অর্থাৎ কেদারনাথের গদির মোহন্তর নিকট আসিয়া নির্ম্মাল্যাদি লইয়া, যাহার যথাশক্তি প্রণামী দিয়া, বেলা আড়াই প্রহর গতে তথা হইতে ভীমগড়া আসিতে উদ্যোগ হইল। বৈশাখ মাহার আড়াই প্রহর বেলা, কিন্তু শীতে কম্পবান, কাহারও পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতা হয় না। পর্ব্বতে এমত বেষ্টিত যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত কিছুই জানা যায় না। একখানি থালার ন্যায়, আকাশ যাহাকে কহে, শূন্যভাগ দেখা যায়। সূর্য্য-তেজ বরফে আচ্ছাদিত আছে।

এখান হইতে গমন করিয়া বরফের নানারকম দেখিয়া শত বৎসরের বরফ বেলওয়ার, সহস্র বৎসরের স্ফটিক হওয়ার আকর স্থান দেখিয়া, পথমধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া বেলা চারি দণ্ড থাকিতে ভীমগড়াতে পহুছান হইল। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ-ভোজন। দ্রব্যাদি কিছু পাওয়া গেল না; আটা, দাল, গুড় (ও) ঘৃত পাণ্ডাদিগকে দেওয়া হইল। তাহারা আপনারা তৈয়ার করিয়া আহার করিল। আমাদিগের তীর্থোপবাস। রাত্রে কেদার, রামদত্ত ও ... পাণ্ডাদিগকে বিদায় করিয়া কমল-পুষ্পাদি সুফল লইয়া থাকা হইল।

ভীমগড়া

২৫ বৈশাখ

ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ গৌরীকুণ্ড। তথায় স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে ছয় ক্রোশ ঝিল্‌মিল্ চটি। তথায় গুড়, ছোলা লইয়া পুল পার হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে পাহাড়ের মধ্যে থাকা হইল।

গৌরীকুণ্ড

২৬ বৈশাখ

ঝিল্‌মিল্ চটির নিকট পাহাড় হইতে অসিমঠ দশ ক্রোশ। কেদারের গদি এ স্থানে, ছয় মাস উদ্দেশে পূজা হয়। এখানে বাজার আছে, আহারের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, হালওয়ারের দোকান আছে। এই কেদারের বাটীতে থাকা হইল। শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ (ও) শ্রী৺কেদারনাথের গদি দর্শন। ঝোলা পার হইয়া অসিমঠ।

অসিমঠ

অসিমঠ হইতে দশ ক্রোশ—পুথিবাসা, তথায় থাকা হয়।

২৮ বৈশাখ

পুথিবাসা হইতে বার ক্রোশ বামনী চটি। তথায় অবস্থিতি। এখানে দশ বার দোকান আছে।

বামনী চটি

২৯শে বৈশাখ, দশমী

বামনী চটি হইতে বার ক্রোশ ক্ষেত্রপাল। এস্থানে আসিতে অলকনন্দা পার হইয়া পুলের ধারে বাজার আছে, তথায় না থাকিয়া দুই ক্রোশ অন্তরে ক্ষেত্রপালের চটি। তথায় দশ বার দোকান আছে। থাকিবার

ক্ষেত্রপাল

বড় বড় ঘর সকল। তথায় আহারাদি করিয়া অবস্থিতি। এই দিবস শিবরতন বাবুর চাকর অন্যপথে পথ ভুলিয়া যায়।

৩০ বৈশাখ, একাদশী

ক্ষেত্রপাল হইতে আট ক্রোশ পিপড়কুঠী। এখানে থাকিবার ধর্ম্মশালা এবং দোকানদারদিগের দোকানের উপরে থাকিবার উত্তম স্থান আছে। আমাদের আসিবার পূর্ব্বে যাত্রী সকল আসিয়া ঘর লইয়াছে, আর যে ঘর ছিল তাহা ভাল নহে। এজন্য ঐ বাজারের উত্তর পাহাড়ের ক্ষেত বাড়ীতে ডেরা করা হইল। একাদশীর দিবস কাহার রুটী, কাহারও পুরি, কাহারও ফলাহারী দ্রব্য আনাইয়া আহারাদির দ্রব্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, এমত সময়ে মেঘারম্ভ হইয়া জল বাতাস শিলা বরিষণ হইতে লাগিল। আর দেবতার অতিশয় গর্জ্জন। ভয়ে সকলে ত্রাহি ত্রাহি, থাকিবার স্থানাভাব হইয়া বিব্রত; আহারাদির দ্রব্য সকল পড়িয়া রহিল। তথায় নবকৃষ্ণ আর উপাধ্যায় ছিল। আর সকলে এক ক্রোশ চড়াই করিয়া পর্ব্বতমধ্যে এক গ্রাম আছে, তাহাতে নীচজাতির বসতি, উহাদিগের ঘরে থাকিবার স্থান করিয়া তাহাতে অতি ক্লেশে থাকা হইল। জলবৃষ্টি কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে পর আহার করিতে ঐ স্থানে আমরা চারিজন গিয়াছিলাম, শীত জন্য কেহ আহার করিতে পারিলাম না। পুনর্ব্বার পর্ব্বত উপরে যাইয়া এক ব্যক্তির ঘরের দাওয়াতে পাঁচ জনে অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া রহিলাম।

পিপড়কুঠী

৩১ বৈশাখ, দ্বাদশী

পিপড়কুঠী হইতে ছয় ক্রোশ গরুড়গঙ্গা। পর্ব্বতের উপর হইতে

বেগে জল পতিত হইয়া নদী বহিতেছে। এস্থানে গরুড় তপস্যা করিয়াছিলেন। সে কালে পর্ব্বত কহিল, "পক্ষিরাজ ! তুমি আমার পৃষ্ঠে বসিয়া ইষ্টসিদ্ধি করিলে, আমার গুণ কি হইল ?" তাহাতে গরুড় কহিলেন যে, "আমার নামে এই গঙ্গা হইল। এই জলে তোমার যে পাথর পড়িবে, সেই পাথরে সর্প-ভয় থাকিবে না।" ঐ গরুড়গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগ হয়। তাহার পর ছয় ক্রোশ যাইয়া কুমার চটি। এখানে দুই চটি আছে, এক চটি নীচ জাতিতে স্থাপিত করিয়াছে, এজন্য ভদ্রলোকে থাকে না। তাহার অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর যে চটি তাহাতে অবস্থিতি হইল। ঐ চটিতে পঁচিশ দোকান আছে, থাকিবার বৃহৎ ঘর।

গরুড়গঙ্গা

কুমার চটি

১ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশী

কুমার চটি হইতে আট ক্রোশ বিষ্ণুপ্রয়াগ। তথায় পুলে পার হইয়া দুই ক্রোশ চড়াই করিয়া যোষীমঠ, যে স্থানে বদরী-নারায়ণের গদি। এই স্থানে ছয় মাহা উদ্দেশে পূজা হয়, ভোগ হয়। এই বাটীতে বাজারাদি আছে এখানে লক্ষ্মীনারায়ণ ও হরগৌরী-দর্শন। এই গদি হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চে পর্ব্বত উপরে বদরীনারায়ণের ধর্ম্ম-শালা বাটী হইতেছে, তাহার নিকট অবস্থিতি হইয়া আহারাদি। এই যোষীমঠে একজন ডাক্তার আছেন, হিন্দুস্থানী লালা। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অনেক কথোপকথন হইল।

যোষীমঠ

২ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্দ্দশী

যোষীমঠ হইতে আট ক্রোশ পাণ্ডুকেশ্বর। তথায় পাণ্ডবের

স্থাপিত শিব আছেন। অলকনন্দার তীরে তাঁহার, আর চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন। এই স্থানে দোকানের উপরের ঘরে আহার করিয়া মৌওজ চটির নিকট ময়দানে অবস্থিতি।

পাণ্ডুকেশ্বর

৩ জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা

মৌওজের চটির নিকট হইতে আট ক্রোশ চড়াই বদরী-নারায়ণের পাহাড়। ইতিমধ্যে দুই চটি আছে। চারিক্রোশ যাইয়া বরফভূমি, বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। স্থানে স্থানে প্রস্তরভূমি আছে। কেদার-নাথে যেমত বরফ তাহা হইতে এ পাহাড়ে বরফ কম আছে; কিন্তু শীত অতিশয়। শরীরের স্পন্দন রহিত হয়। জলস্পর্শ করা অতিশয় কঠিন। আট ক্রোশ যাইয়া এক কাষ্ঠের পুল অলকনন্দাতে আছে, তাহা পার হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদরী-নারায়ণের মন্দির। ঐ মন্দিরের নিকট এক বৈরাগীর বাড়ী আছে। তাহার উপরের ঘরে বাসা হইল। বরফের ত্রাসে ঘরে জানালা, কি আওয়াজি কিম্বা আলোর জন্য ক্ষুদ্র ছিদ্র নাই, অতি অন্ধকার ঘর, বিনা প্রদীপ কি অন্য আলো না প্রজ্জ্বলিত করিয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। এমত বদ্ধ-ঘর মধ্যে দুই তিন কম্বলে অঙ্গ আচ্ছাদন করিলে শীত নিবারণ হয়। ঐ বাসাতে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, বদরীনারায়ণ দর্শন করা হইল।

বদরীনারায়ণের পাহাড়

তপ্তকুণ্ডের পরিসর কুড়ি হাত দীর্ঘ, ষোল হাত প্রস্থ, কুণ্ড আচ্ছাদিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত ঘর। কুণ্ডের ভিতর পর্য্যন্ত পাথরে

গাঁথা, তাহাতে ঝরণা দিয়া গরম জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইতেছে। তিন ঝরণা, উত্তরদিকে এক ঝরণা, পশ্চিমদিকে ঐ ঝরণার মুখে প্রস্তরে খোদিত গো, সিংহ, হস্তী (ও) ব্যাঘ্র-মুখ সংযোগ আছে। সেই মুখ দিয়া জল কুণ্ড মধ্যে পতিত হইয়া পরিপূর্ণ হয়। ঐ জলে স্নান-তর্পণাদি, যাহার মস্তকের উপর লইতে ইচ্ছা হয়, সে ব্যক্তি ঐ ঝরণার রক্ষক ব্রাহ্মণদিগকে এক একটি পয়সা দিলে, তাহারা ঐ মুখ যে রুদ্ধ করে তাহা খুলিয়া দেয়। ঐ জল অগ্নিশিখার ন্যায় পতিত হয়। কুণ্ডে যে জল আছে তাহা এতাদৃশ উষ্ণ নহে। এই কুণ্ডে স্নানের মাহাত্ম্য অধিক, তাহা বদরীনারায়ণ-মাহাত্ম্যে প্রকাশ আছে। সোমদত্ত নামে এক ব্যক্তি, গুজরাট দেশস্থ বণিক, সস্ত্রীক কেদার-বদরীনারায়ণ দর্শনার্থে আসিয়াছিল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতেছিল। তাহার স্ত্রীর হস্তে হস্তিদন্তের চুড়ি ছিল, জলস্পর্শমাত্র ঐ এক এক গাছি চুড়ি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুক্ত হইল। ইহা দেখিয়া সোমদত্ত এ স্থানে বাস করিয়া রহিল।

তপ্তকুণ্ড

শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ নরনারায়ণরূপ, পরশপাথর-নির্ম্মিত, দ্বিভুজ, অতি চমৎকার দর্শন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া এক্ষণে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার কারণ এক ব্যক্তি স্বর্ণকার দর্শন করিতে যাইয়া পরশ জানিয়া নারায়ণের বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাতরি দিয়া কাটিয়া লইয়া আইসে; পরে অঙ্গুলিহীন দেখিয়া তদারক দ্বারা স্বর্ণকারের লওয়া প্রকাশ পাইল। ঐ স্বর্ণকার

বদরীনারায়ণ

তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়াছিল। ঐ অঙ্গুলি জোড়া দিতে শ্রীহস্তে জুড়িয়া গেল, কিন্তু তদবধি স্বর্ণকার জাতিতে দর্শন করিতে যাইবার আজ্ঞা নাই এবং আর কোন ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ, কি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল গদির যে যখন রাওল হয়েন, সেই ব্যক্তি পূজা ও স্পর্শ করিতে পায়। আর সকল মনুষ্য, মন্দির চারিখণ্ড অর্থাৎ চারি হারা তাহার দুই খণ্ড হইতে দর্শন করে। যে ব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতে ক্ষমবান হয়, সে ব্যক্তি তৃতীয় ঘর পর্য্যন্ত যাইয়া দর্শন করিতে পায়। আমি কোন সুযোগে এক পঞ্জাবী সর্দ্দারের সমভ্যারে উত্তমরূপ দর্শন করিয়াছিলাম। মন্দির মধ্যে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ঋষিগণের মূর্ত্তি আছে। এ স্থান পরাশর ঋষির তপস্যার স্থান। পরাশরের পাষাণের দেহ, যোগাসনে তপস্যাকারে আছেন। ব্যাসাদি মুনিগণ যোগাভ্যাস করিতেছেন। শ্রীমন্দির পূর্ব্বদ্বারী। যৎকালে মন্দিরের পটবন্ধ হয় গবাক্ষ-দ্বার আছে, তাহাতে উত্তম দর্শন হয়। মঙ্গল-আরতির সময়ে দর্শনে ভিড় হয় না, মনোসাধে দর্শনাদি করিতে পারে। দর্শনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ। চতুপার্শ্বে সাধুগণ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের সমভ্যারে বিষ্ণুচক্র সীতারাম ও নৃসিংহ-মূর্ত্ত্যাদি আছে। বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস (ও) দণ্ডী প্রভৃতি যোগিগণ নারায়ণ-দর্শনে পুলকিত হইয়া মগ্ন আছেন।

বৈকুণ্ঠ এই স্থান—তাহার সংশয় নাই। এখানে মহাপ্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিতেছে—মনোবিকার কিছুমাত্র নাই।

শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া রন্ধনশালার নিকট যাইয়া দেখা

হইল, শ্রী৺লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রাঁধুনী, পাকস্থালীতে এককালীন সকল দ্রব্য—ঝাল, হরিদ্রা, ঘৃত, লবণ যাহা রন্ধনের আবশ্যক, তাহা দিয়া উপর উপর করিয়া পাকস্থালী বসাইয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করে। তাহাতে উত্তম পাকাদি হয়। লক্ষ্মী-হস্তে পাক, ব্রাহ্মণ-গণ টহলমাত্র করিতেছেন। কিন্তু যে যে ব্যক্তিগণ পাকশালাতে থাকিবেন, তাঁহাদের বাক্যাদি কহিবার ক্ষমতা নাই, মুখ বন্ধ থাকে। যে মত জগন্নাথপুরীতে, এখানেও সেইমত। এখানে অধিক প্রসাদ পাওয়া যায় না।

নারায়ণ দর্শনান্তর ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধাদি। ব্রহ্মকপালে এক-বার পিণ্ডদানে কোটীবার গয়ার ফল। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকপালে পিণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি যদিও যাব-জ্জীবন আর পিণ্ডদান না করে, তাহাতেও হানি নাই। ব্রহ্মকপাল বৃহৎ প্রস্তর, তপ্তকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে, অলকনন্দার পশ্চিম তটে, নারদকুণ্ডের দক্ষিণ, বিষ্ণুচক্রের উত্তর। এই উচ্চ প্রস্তর ব্রহ্মকপাল।

ব্রহ্মকপাল

তাহার উপর উঠিয়া, অলকনন্দার তটের দিকে বসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে অতিশয় শীত হইয়া হৃদ্‌কম্প হয়। বিশেষতঃ ঐ দিন মেঘ বাতাস বরফ বরিষণ হইতে ছিল। বনাত (ও) লুই গাত্রাচ্ছাদান দিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে হইল। পিণ্ডদান সময়ে, পিতৃ-মাতৃ-ষোড়শী করিবার সময়ে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি হইল। বিশেষতঃ ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণ। কিন্তু এস্থলে সূর্য্যগ্রহণ বেলা (এক) প্রহর সময়ে লিখা ছিল ; তৎকালে এখানে সূর্য্যদেবকে দৃষ্ট হয় না, বেলা দুই প্রহরের সময়ে সূর্য্যদেবকে দৃষ্ট হয়। আর আর সময়ে পর্ব্বতের শৃঙ্গে রৌদ্র দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহাতে স্বল্প বেলাতে যে গ্রহণ হইয়াছে, তাহা দর্শন কি প্রকারে হইতে পারে?

তপ্তকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ঊর্দ্ধরেতকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, নাগরাজকুণ্ড (ও) সঙ্গমস্থল—এই সাত স্থানে স্নান করিতে হয়। গৃহীদিগের তর্পণাদি সকল কুণ্ডের স্নান অক্লেশে হয়। নারদকুণ্ডের স্নান অতি সুকঠিন, নারদকুণ্ড ব্রহ্মকপালের উত্তর, তাহার উপর ব্রহ্মকপাল, নীচে তদ্রূপ নারদাসন আছে। দুই প্রস্তরের ভিতর দিয়া একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ আছে। তাহাতে গেট পেছনা খাইয়া পার হইয়া ঐ কুণ্ডজলে স্নান করিতে হয়। জল অতিশয় শীতল, হস্ত-পদের স্পন্দন রহিত হয়। সুড়ঙ্গ পথ হইয়া নামিতে যদি কিছু পা টলে, তবে অকলনন্দার স্রোত-জলে পড়িয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। এত কঠিন জন্য সকল মনুষ্য সাহস করিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু গেলে কিছু চিন্তা নাই, তবে ক্লেশ আছে।

এতদ্দেশে যদি দিবা এক প্রহর মধ্যে রসুই করিয়া লইতে পারে, তবে আহার করিতে পায়, নচেৎ মেঘ বৃষ্টি বাতাস বরফ প্রভৃতি দিবস বরিষণ হয়; তদন্তে অতিশয় আহারের ক্লেশ।

এখানে বাজার এবং হালওয়াইয়ের দোকান ও মনুষ্যগণের থাকিবার স্থান আছে। দ্রব্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য, কিন্তু পাওয়া যায়। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে এস্থানে তৈল পাওয়া যায়, ছয় ক্রোশ অন্তরে এক পর্ব্বতের গ্রাম আছে, তাহা হইতে আনিতে হয়।

বদরীনারায়ণের মন্দির হইতে তিন ক্রোশ সহস্রধারা। এই স্থানে ঝারাতে স্নান করিতে হয়। পর্ব্বত উপর হইতে জল পতিত হয়। সহস্রধারার

সহস্রধারা

নিম্নে যাইয়া 'হর হর' শব্দ করিলে সহস্রধার দিয়া জল মস্তকে পড়ে, অতি সুশীতল জল।

কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের গদির রাঁওল তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণ, গৃহধর্ম্ম-পরিত্যাগী।

দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার পরে খিচুড়ি মহাপ্রসাদ পাণ্ডা আনিয়া দেয়। ঐ প্রসাদ পাইয়া থাকা হয়। এ তীর্থে তীর্থোপবাস রহিত। এখান হইতে ভোটের রাজ্য নয় দিনের পথ, উত্তর-পশ্চিম দেশ। ভোট গমনাগমন হইতেছে; অতিশয় বরফ, বরফের উপর হইয়া চলিতে হয়। ভোটের জুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে চলে না, কুশের জুতাতে গমন হয়। উলের-পশমের বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্রে থাকিতে পারা যায় না। ভোটে মদ্য-মাংস সকল জাতিতে আহার করে; বিনা মদ্য ব্যক্তি নাই, স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলে আহার করে। ভোটে কুকুর, কম্বল (ও) ঘোড়া ভাল ভাল আছে। শ্বেত-চামর এই দেশে জন্মে। গরুর লেজুড়, চামরী গরু অনেক আছে, দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক লেজে এক একটি উত্তম চামর হয়। স্ত্রীলোকেরা অতিশয় বলাধান, পৃষ্ঠে করিয়া দেড় মণ লইয়া যায়, ব্যবসায়ে কালহরণ করে।

৪ জ্যৈষ্ঠ, প্রতিপদ

প্রাতঃকৃত্যান্তর তপ্তকুণ্ডাদি সপ্ত স্থানে স্নান-তর্পণ (ও) তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিয়া শ্রী৶বদরীনারায়ণ দর্শন, ভেট, ভোগাদির দ্রব্য সকল দিয়া, শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া, স্থানে স্থানে দর্শন, স্পর্শন সর্ব্বত্র করিয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, আহারাদি হয়। ব্রাহ্মণের

ভোজন মোটা পুরি, কচুরি, লাড়ু (ও) পেড়া পাওয়া গিয়াছিল; তাহাতেই ব্রাহ্মণগণ সন্তোষরূপে ভোজন করিল।

সন্ধ্যার সময় দর্শনাদি হওয়া দুষ্কর, বরফের জন্য দ্বার খুলা হয় না। রাত্রে প্রসাদ আনিয়া পাওয়া হইল। পরে বদরী-নারায়ণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডাদিগকে যাহার যাহা শক্তি তাহা দিয়া, প্রসাদাদি লইয়া বিদায় হওয়া হইল। পাণ্ডার নাম বদরী ও অভয়—দুই ভ্রাতা। ইহাদের বাটী দেবপ্রয়াগ। ইহারা অতি ভাল মানুষ।

বদরীনারায়ণ-মাহাত্ম্যে শুনা হইল, যে ব্যক্তি বদরীনারায়ণ দর্শনে আসিবে, অগ্রে কেদারনাথ দর্শন করিয়া, রেতকুণ্ড (ও) উদককুণ্ডের জলপান করিবে। বদরীনারায়ণ দর্শন করিবে, ঝাড়িপথে হরিদ্বার পহুছিলে যাত্রা পূর্ণ হইবে। সওয়া লক্ষ ঝাড়ি এক লক্ষ পর্ব্বতের পরিক্রম হয়।

বদরীনারায়ণ হইতে পুনরায় বৃন্দাবন

৫ জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয়া

ভোরে মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া, প্রাতে তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি। তাহার পর গবাক্ষ-দ্বার দিয়া উত্তমরূপে দর্শন করিয়া, নারায়ণজির অন্নপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, ভক্ষণান্তর যাত্রা করিয়া, দশ ক্রোশ—পাণ্ডুকেশ্বর। তথায় আসিয়া অবস্থিতি (ও) দাল-রুটী আহার হয়।

পাণ্ডুকেশ্বর

৬ জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয়া

পাণ্ডুকেশ্বর হইতে দশ ক্রোশ কুমারচটি, নীচের পথে জোষীমঠ। পাহাড়ের উপর আসিবার সময়ে পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে যে পথ, তাহা কুমারচটিতে আসিয়া থাকা হইল, দাল-ভাত আহার।

৭ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্থী

কুমারচটি হইতে গরুড়-গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পিপড়-কুঠীতে বাজার মধ্যে এক উত্তম বাটীর উপরের মহলে অবস্থিতি। বেলা আড়াই প্রহর সময়ে পঁহুছান হইল। যাইবার সময়ে স্থানাভাবে এ স্থানে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। উপস্থিত আহার পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের উপরে নীচ-গৃহে জল বাতাস বরফ জন্য থাকিতে হইয়াছিল। এজন্য পূর্ব্বাহ্নে রামচরণ চক্রবর্ত্তীকে উত্তম স্থান এবং আহারাদির

পিপড়-কুঠী

তদ্বির জন্য পাঠান হয়, সকল প্রস্তুত রাখিয়াছিল। পশ্চাৎ সকলে পহুছিয়া রসুই করিয়া, উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি করা হয়।

৮ জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চমী

পিপড়কুঠী হইতে আট ক্রোশ ক্ষেত্রপাল। তথায় গমনকালীন যে সমস্ত দ্রব্য দোকানদারের নিকট রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা লইয়া তথা হইতে এক ক্রোশ পুল। তথায় যে চটি আছে, তাহার এক দোকানদারের নিকট শিবরতন বাবু কাঠের কাটারি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ নন্দ-প্রয়াগ। পথমধ্যে তেজবনের ছড়ি ক্রয় করিয়া, নন্দ-প্রয়াগে পহুছিয়া, স্নান-তর্পণাদি করিয়া, স্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া, নির্ব্বিণী লওয়া হইল। এই পথমধ্যে আদি-বদরী দর্শন।

নন্দ-প্রয়াগ

৯ জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠী

নন্দ-প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ গোবিন্দকুঠী। তথায় সাত আট দোকান (ও) জলের ভাল ঝরণা আছে। অশ্বথ-বটবৃক্ষের ছায়াতে রসুই হয়। আহারাদি করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া আলমোড়া পাহাড়ে যাইবার পথ। এখান হইতে দশ ক্রোশ পাহাড়। ঐ পাহাড়ে ছাউনী এবং ডাক-ঘর ও ক্যালেক্‌টর মাজিষ্টর আছে। সাহেবদিগের বাঙ্গালা, সহর-তুল্য স্থান, সকল দ্রব্যাদি পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া যায়, মনোরম স্থান হইয়াছে। ঐ পথের পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া এক নদীর তটে থাকা হইল।

গোবিন্দ-কুঠী

১০ জ্যৈষ্ঠ, সপ্তমী

উক্ত নদীর তট হইতে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া কর্ণ-প্রয়াগ। এই সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণাদি করিয়া কর্ণমুনির আশ্রম ও মূর্ত্তি দর্শনান্তর, এখানে বাজার ও হালওয়াইয়ের যে দোকান আছে, তাহাতে আহারের সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। প্রয়াগ জন্য ব্রাহ্মণ-ভোজন, তদন্তে সকলে জলযোগ করিয়া পার হওয়া হইল। ঝোলা ঘুচাইয়া কাষ্ঠের উত্তম পুল করিয়াছিল, কিন্তু ঐ পুল একেবারে দুই মুখ ভগ্ন হইয়া জলে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঝোলাকৃতি পারাপার জন্য হইয়াছে, তাঁহাতে পার হইয়া, পূর্ব্ব-পারে ভাল বাজার আছে এবং জমিদারদিগের ও আর আর অনেক মনুষ্যের বসতি। দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, পরে আট ক্রোশ যাইয়া শিম-কুঠী, তথায় দশ দোকান আছে। এই স্থানে অবস্থিতি হইয়া আহারাদি হয়।

কর্ণপ্রয়াগ

শিম-কুঠী

১১ জ্যৈষ্ঠ, অষ্টমী

শিমকুঠী হইতে আট ক্রোশ মেলচৌরী। তথায় পহুছিয়া ঝাপান-ওয়ালা ও কাণ্ডিওয়ালারা বিদায় হইল। এই ঝাপান ও কাণ্ডি-ওয়ালাদিগের চিনথাকী ঢিকলি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অনেক মত কহা হইল এবং এখানের ঝাপান যত টাকায় যাইবে, তাহা হইতে পাঁচ টাকা অধিক পাইবে। তাহারা কোন মতে চারি দিবসের পথ নীচে আসিতে স্বীকার হইল না। তাহার কারণ কহে যে, "আমরা ইহার নীচে গেলে বাঁচিব না; নীচে অতিশয় রৌদ্র, আমাদের

মেলচৌরী

বরদাস্ত হইবে না, সকলের ব্যামো হইবে। আমরা বরফদেশের পাহাড়ের মনুষ্য, মেলচৌরীর নীচের জায়গা, আমাদিগের কোন ক্রমে সহ্য হইবে না।" এজন্য ঝাপান ও কাণ্ডিওয়ালা বিদায় হইল। পুনরায় এখানে ঝাপান ও পিঠু লওয়া হইল। এই অবকাশে আহারাদি করিয়া মেলচৌরী হইতে পাঁচ ক্রোশ লোহাগড়। যে পাহাড়ে লোহার আকর আছে, ঐ সকল লোহা গলাইবার স্থান হইয়া আমবাগের নিকট রাত্রে অবস্থিতি হইল।

লোহাগড়

১২ জ্যৈষ্ঠ, নবমী

প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ আমবাগ, যথায় একজন ডাক্তার আছেন। এখানে কয়েক খানা দোকান আছে, চাল, দাল, আটা, গুড়, ঘৃত, লবণ (ও) তামাক পাওয়া যায়। তথা হইতে চৌড়াকুঠী পিপড়চটি ছয় ক্রোশ, তথায় আসিয়া আহারাদি করা হয়, কেবল শিবরতন বাবুর রসুই হইল না। তাঁহার ভৃত্য পশ্চাৎ ছিল, পাকস্থালী ইত্যাদি সকল দ্রব্য তাহার স্থানে, আর কালীবাবুর পিসী পশ্চাতে ছিলেন। আমরা সকলে অন্নাহার করিয়া তাহার পর তিন ক্রোশ আসিয়া বুড়া-কেদার। এখানে কেদারনাথ আছেন কৌশল্যা নদীর পূর্ব্বপারে। ঐ নদী পার হইয়া, এ পারে বাজার ও থাকিবার ঘর সকল আছে. তথায় আমাদের ঝাপানাদি না দেখিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে হইল। তথায় পশ্চাতে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যাহারা ছিলেন, সকলে একত্র হইয়া সন্ধ্যা আগত হইলে, সকলে একত্র হইয়া ঐ বাজার হইতে মিষ্টান্ন লইয়া, জল খাইয়া ঝাপান অন্বেষণে

বুড়া-কেদার

গমন করা হইল। বিদেশে পর্ব্বতের পথ, মধ্যে মধ্যে নদী আছে—, তাহাতে জলের ভিতরে কেবল পাথর। রাত্রিকাল, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, আমরা কয়েক জন মনুষ্য পথে চলিতেছি মাত্র ; কোথা পথ কোথা যাইতেছি, তাহার কিছু ঠিকানা নাই, আন্দাজে আন্দাজে পথের অনুমান করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া এক নদীর তীরে চটি আছে, তাহার নিকটে ঝাপান ছিল, বহুকষ্টে সকলে একত্র হওয়া হইল। শিবরতন বাবু রসুই করিয়া আহার করিলেন। রাত্রে অবস্থিতি হইল।

১৩ জ্যৈষ্ঠ, দশমী

উক্ত নদী-তীর হইতে কানাগির চটিতে আহার করিয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, একাদশী

কানাগির চটি হইতে আট ক্রোশ কৌশল্যা নদীর ধারে চটি, নদীর তীরে চারি দোকান আছে, তথায় এক ঘরে থাকিয়া তাহার নিকট আম্রবাগ ছিল, তাহাতে আহারাদি হয়। রৌদ্রের কিছু কম হইলে পরে নদী পার হইয়া এক দোলা আছে তাহাতে ঝুলিতে হয়, তাহার পর এক কৌশল্যা নদী সাতবার পার হইতে হইল। চারি ক্রোশ আসিয়া এক চটি নদীর তীরে আছে, তথায় ঝাপান না দেখিতে পাইয়া প্রায় সন্ধ্যা হয়, অত্যন্ত ভীত হইয়া নদী পার হইলাম। নদীতে অতিশয় স্রোত, জলমধ্যে পাথর, তাহাতে ছেতলা, পা দিবা মাত্র পড়িতে হয়, পড়িলে জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়, অনেক সাবধানে নদী বারংবার পার হইয়া পর্ব্বতের ধারে ধারে, কখন উপরে, কখন নীচে হইয়া খুজিতে পর্ব্বত উপরে

এক বাবাজির আখড়া ছিল, তাহার নিকট ঝাপান ছিল, তথা আসিয়া পহুছিলাম। পরে রামচরণ আসিল, তাহার পর বহু বিলম্বে নবকৃষ্ণ প্রভৃতি চারি জন পহুছিল। তাহাদের বাচনিক শুনা হইল, মুখোপাধ্যায় (ও) তস্য মাতা প্রভৃতি পাঁচজন পিছের চটিতে রহিয়াছেন, একাদশীর ক্লেশ জন্য নদী পার (ও) পর্ব্বত চড়াই করিতে পারেন নাই। ঐ দিবস সকলে একত্র হওয়া হইল না, পর্ব্বত উপরে বনের ধারে অগ্নি জ্বালিয়া থাকা হইল।

পাহাড়ের মধ্য হইতে আট ক্রোশ আসিয়া টিকলি, এ স্থানে বাজার ও দোকান আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। থাকিবার স্থান ভাল ভাল ঘর দোকানদারদিগের আছে। দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, পক্বান্ন এবং আর খাদ্যদ্রব্য তরিতরকারি সকল পাওয়া যায়। এই অবধি পাহাড় ত্যাগ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার গাড়ীর রাস্তা পাওয়া হইল। এখানে ঝাপান ও পিঠু বিদায় করিয়া গাড়ী করা হইল। গাড়ী ইত্যাদি করিবার অবকাশে সকলে একত্র হওয়া হইল। একত্র হইয়া আহারাদি করা হয়। এখান হইতে রামনগরের বাজার দুই ক্রোশ, পাহাড়ের উপর; রেমাজ সাহেব বাজার বসায়। ঐ পাহাড়ে পল্টন ছিল, এক্ষণে অনেক সাহেবের বাঙ্গালা আছে। অতি উত্তম স্থান, সহর-তুল্য, বাজারে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল দেখিয়া সন্ধ্যাগতে গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া গমন করা হইল।

টিকলি

রামনগরের বাজার

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশী

টিকলি হইতে আট ক্রোশ চিনখা, এই স্থানে পূর্ব্বে গঞ্জ

এবং বাজার ছিল, এই থান হইতে গাড়ীতে যাইতে হইত, এক্ষণে

চিনখা

চিকলি চটি হইয়াছে। এ স্থানে, বাজার ও দোকানাদি আছে—ভগ্নভাবে। অতি প্রাতে এখানে পহুছিয়া শিব-মন্দিরের নিকট অশ্বত্থ-মূলে অবস্থিতি হইয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা। টীমন চাকর পথভ্রমে পূর্ব্ব দিবস গিয়াছিল, এখানে একত্র হইল। সন্ধ্যার পর গমন।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্দ্দশী

চিনখা হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া বার ক্রোশ কাশীপুর প্রাতে পহুছিয়া এক আম্রবাগানের মধ্যে অবস্থিতি।

কাশীপুর

এই স্থানে আহারাদির উদ্যোগ করা হইল। কাশীপুরের সহর আম্রবাগান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরবশতঃ অনেক ধনাঢ্য মুসলমান এবং বেণিয়াদিগের উত্তম উত্তম বাড়ীঘর আছে। সহর মধ্যে বাজারে সকল জিনিস পাওয়া যায়, তরকারি, আম্র, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকড়ি ও ফুটি পাওয়া গেল। হালওয়াইয়ের দোকানে দধি দুগ্ধ পেড়া বরফি লাড়ু জিলাপি পুরি কচুরি ইত্যাদি জিনিস এবং আর আর খাদ্য-দ্রব্য লওয়া হইল। আর কাপড় লুই কম্বল, পিতল কাঁসার বাসন, লোহার ও কাষ্ঠের জিনিসের দোকান আছে; এ স্থানে তহশীলদার ও কোতোয়াল আছে। পূর্ব্বে জজ্, ম্যাজিষ্টর, কালেক্টর ও কমিশনরের কাছারি এবং পল্টন ছিল। এক্ষণে সকল কাছারি ও সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণের অফিস সকল এখান হইতে আট ক্রোশ নৈনিতালের পাহাড়ে হইয়াছে। এ পাহাড়ে নৈনিতাল নামে দেবী আছেন—প্রত্যক্ষ। এখানে এক কুণ্ড আছে, কুণ্ডে

স্নান (ও) দেবীদর্শন। মহাপীঠস্থান, তালেশ্বর ভৈরব পর্ব্বত উপরে আছেন। ছাউনী হইতে দুই ক্রোশ উচ্চে দেবদেবীকুণ্ড, অতি মনোরম স্থান।

নৈনিতাল

এখানে বাঙ্গালি বাবুলোক আছেন, ডাকঘর আছে, বাজার বসাইয়া নগর তুল্য স্থান হইয়াছে। নৈনিতাল তীর্থস্থান। পূর্ব্বে মনুষ্য পশুভয়ে এবং বিকট পথ জন্য কেহ গমন করিতে পারিত না। এক্ষণে কাছারি সকল এবং সৈন্যগণ থাকাতে উত্তম পথ হওয়ায় সকল মনুষ্য অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, পূর্ণমাসী

কাশীপুর হইতে সম্বলমুরাদাবাদ চৌদ্দ ক্রোশ। বেলা ছয় দণ্ড গতে পহুছিয়া নদীর তীরে এক আম্র-বাগান মধ্যে অবস্থিত হইয়া আহারাদির উদ্যোগ হইল। নদীতে স্নান-তর্পণাদি করা হইল। সম্বলমুরাদাবাদ নগরে গ্রাম, হাট, বাজার (ও) ধনাঢ্যগণ আছে।

সম্বল-মুরাদাবাদ

১৯ জ্যৈষ্ঠ, প্রতিপদ

সম্বলমুরাদাবাদ হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে গমন করিয়া শিরসা বার ক্রোশ, প্রাতে পহুছিয়া বাগান মধ্যে অবস্থিতি হইল। আহারাদি করিয়া নিদ্রা হয়। এই মত দিবাতে রৌদ্র জন্য না চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গমন, রাত্রে দুই প্রহরের পূর্ব্বে যেখানে ভাল কূয়া এবং স্থান পাওয়া যাইত, সমভ্যারে জলযোগের দ্রব্যাদি আছে, সকলে জল খাইয়া দুই ঘণ্টা বিশ্রাম। ইতোমধ্যে যাহার যেমত নিদ্রা হউক, তাহার পর উঠিয়া গমন। রাত্রে আসিতে কিছু ভয় নাই, কেহ

শিরসা

কাহার হিংসা করে না, চলিতে চলিতে যাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত, এক বৃক্ষ-মূলে কাপড় পাতিয়া শয়ন করিত, পরে সঙ্গী মিলিত, এই মতে উত্তম চলা হইত, কাহারও ক্লেশবোধ হইত না।

২০ জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয়া

গোমা

শিরসা হইতে গোমা চৌদ্দ ক্রোশ, বেলা এক প্রহর সময় পহুছিয়া, এক বাবাজির আশ্রম আছে তাঁহার নিকট থাকিয়া, আহারাদি করিয়া, বেলা চারি দণ্ড থাকিতে গমন।

২১ জ্যৈষ্ঠ, তৃতীয়া

দানপুর

গোমা হইতে পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া বার ক্রোশ দানপুর, বেলা চারি দণ্ডের সময় পহুছিয়া, আম্রবাগান মধ্যে অবস্থিতি। আহারাদি করিয়া নিদ্রা হয়।

২২ জ্যৈষ্ঠ, চতুর্থী

দানপুর হইতে কোয়েল দশ ক্রোশ, পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া প্রাতে কোয়েল সহরে পহুছান হইল।

কোয়েল

এখানে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, সদর-আমিন, সদর-আলা (ও) মুনসেফের কাছারি আছে, সৈন্যগণ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবগণ আছে। সৈন্যদিগকে প্রতি দিবস যুদ্ধকর্ম্মে সুশিক্ষিত করাইতেছে। নূতন সৈন্য যুদ্ধ-কর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে। প্রেডের মাঠে প্রতি দিবস কাওয়াজ হইয়া বাড় ঝাড়িতেছে, বাদ্যকরগণ রণবাদ্য করিতেছে। রণবাদ্যে

সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সাধন করিতেছে। সাহেবদিগের অনেক বাঙ্গালা এবং বাগ-বাগিচা আছে, তাহাতে নানাবিধ শাক-সব্‌জি জন্মাইতেছে।

সহর-মধ্যে স্থানে স্থানে বাজার এবং সরাই আছে। লাল-কুরতির বাজারে কপি, আলু, মটরশুটী, পিয়াজ, রসুন (ও) মাংস অনেক বিক্রয় হয়। আর আর বাজারে সকল দ্রব্যাদি আছে। তরমুজ, খরমুজা, কাকড়ি, ফুটি ইত্যাদি ফল-ফুলারি দ্রব্যসকল এবং শাক-সব্‌জি তরকারি সকল আর হালওয়াইদিগের দোকানে নানামত মিষ্টান্ন, পক্কান্ন দ্রব্যে দোকান সাজান আছে। অন্যান্য দ্রব্যের দোকান আছে, অনেক সাহেবলোক এবং বাঙ্গালি আছে, সুতরাং সহর সুশোভিত। শ্রীশ্রী৺ কালীবাড়ী আছে, যেমতরূপ ষ্টেশনে এখানেও কালীবাড়ী সেইমত। বাঙ্গালি বাবুদিগের চাঁদাতে কালীবাড়ীর খরচ। যে কেহ বাঙ্গালি এতদ্দেশে, অনাশ্রয় কি ভিক্ষার্থে অথবা বিবেক হইয়া দেশ-ভ্রমণার্থে আইসে, তাহাদিগকে কেহ বাসাতে স্থান কি অন্ন না দিয়া ঐ ধর্ম্মশালাস্বরূপ কালীবাড়ী, তাহাতে এক জন ব্রহ্মচারী আছেন, বাঙ্গালিব্রাহ্মণ—তথায় ঐ চাঁদার খরচে খরচ-পত্র পায়। কিন্তু যে কেহ বাঙ্গালি কালীবাটীতে উপস্থিত হইবে, অবশ্য খাইতে ও থাকিতে স্থান পাইবে, তাহার অন্যথা নাই।

এখানে বাঁধাকপি বড় বড় পাওয়া যায়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কপি থাকে, তাহার কারণ শীত থাকে।

সহর হইতে দুই ক্রোশ বাহিরে যাইয়া এক বাগান আছে, ঐ বাগানে যাইয়া স্নান-পূজা এবং আহারাদি করা হইল। কোয়েল উত্তম স্থান।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চমী

কোয়েল হইলে পূর্ব্ব দিবস বেলা চারি দণ্ড থাকিতে রওনা হইয়া ষোল ক্রোশ বেশরা। তথায় বেলা ছয় দণ্ডের সময় পহুছান হইল, এক বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার তিন দিকে সানবান্ধা ঘাট। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে আখড়াধারী রামাৎ বৈষ্ণবের এক দেবালয় আছে; অতি সুশীতল ছায়া, ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া বাজার-ভ্রমণে গমন হইল। বাজার গ্রামের মধ্যস্থলে। বাজারে অনেক দোকান আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হালওয়াইদিগের দোকান সকল আছে, তাহাতে লাড়ু, পেড়া, বরফি, জিলাপি, অমৃতি, রসবড়া, মুগদল, মগধ, শেও, সকরপালা, পুরি, কচুরি, পাকড়ি, তরকারী, দধি, দুগ্ধ, রাবড়ি, খুয়া ইত্যাদি দ্রব্য-সকল (ও) আচার মোরব্বা সকল রকম পাওয়া যায়। তরি-তরকারি সকল আছে। এস্থল বৃন্দাবনের মথুরা-মণ্ডলের সামিল। বলদেবের ক্রীড়াস্থান। এখানে অনেক দেবালয় আছে। সাধুগণ, সন্ন্যাসী, অবধূত (ও) বৈষ্ণবগণের আখড়া আছে। অনেক মেলাদি হয়, ব্যাসদেব তপস্যা করিয়াছিলেন।

বেশরা

পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে ব্রাহ্মণদিগের বসতি। পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে। এই স্থানে নিম্বমূলে আহারাদি করিয়া জলছত্রের ঘরের পশ্চিমে মহাবীর হনুমানজির মন্দির, অতি সুশীতল স্থান, তাহাতে দিবানিদ্রা হইল। পরে নিদ্রাভঙ্গে পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া পশুপক্ষ্যাদি এবং মৎস্যের কৌতুক দেখা হয়। ইতোমধ্যে শিবরতন বাবু সিদ্ধি তৈয়ার করাইয়া সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলেন। মুখোপাধ্যায়,

হনুমানজীর মন্দির

রামচরণ (ও) নবকৃষ্ণ অধিকন্তু পান করিয়া বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এথানে অবস্থিতি হয়। তাহার বিশেষ কারণ গাড়োয়ানের ভেদবমি হইয়া পেটের বেদনাতে অতিশয় কাতর হইয়াছিল। নানা প্রকার মুষ্টিযোগের দ্বারা আরাম করিয়া রাত্রি দুই প্রহর গতে গমনোদ্যোগ হইল।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠী

বেশরা হইতে পূর্ব্বরাত্র দুই প্রহর গতে গমন করিয়া ছয় ক্রোশ আসিয়া মানসরোবর, তথায় প্রভাত হইল। এখনে অনেক মনুষ্যের বসতি আছে। ব্রজভূমের মধ্যে মানসরোবরের নিকট মাঠগ্রাম; মাঠগ্রামে তহশীলদারের কাছারি, তথা হইতে যমুনার কেশীঘাট চারিক্রোশ। যমুনা নৌকাতে পার হইয়া কেশীঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রী৺গোবিন্দ জিউ ও শ্রী৺গোপীনাথ জিউর শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া, ৺নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে যথা বাসা তথায় পহুছিয়া পূর্ব্বমত আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ শ্রমশান্তি করিয়া, বৈকালে বৃন্দাবনের বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্রীশ্রী৺জিউ দিগের দর্শনাদি করিয়া রাত্রি এক প্রহর গতে বাসায় আসিয়া জলযোগ করিয়া সুখে নিদ্রা।

মানসরোবর ও মাঠগ্রাম

যদবধি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তীর্থযাত্রা জন্য উত্তরাখণ্ডে গমন হইয়াছিল, তদবধি দুই সন্ধ্যা আহার, কি শয্যা পাতিয়া বালিশ মস্তকে দিয়া শয়ন হয় নাই; কেবল বালুকাময় ভূমিতে এবং পাহাড়-পর্ব্বতের বনে জঙ্গলে হিংস্রজন্তুদিগের সম্মুখে ভ্রমণ-গমন (ও) ছোট বড় পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। এমত এমত

পর্ব্বত আছে, ক্রমিক চারি পাঁচ দিবস—প্রতি দিবস দশ বার ক্রোশ করিয়া চড়াই করিয়া সীমা পাওয়া যায় না। ঠিক খাড়া চড়াই কত স্থানে আছে, উচ্চে উঠিবার সময় এক. এক পদক্ষেপে মৃত্যু কালের শ্বাসের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। বিনাযষ্টিতে যুবক, কি বৃদ্ধ, কি বালক কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। উতরাই অর্থাৎ নামিবার সময়ে ততোধিক ক্লেশ। বিশেষতঃ পর্ব্বতে শীতের অত্যন্ত প্রভাব, আহার-দ্রব্য বিরির দাল, যব, গম (ও) মক্কা মিলিত; আটা—ইহাই সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এই আহার করিয়া একলক্ষ পর্ব্বত (ও) সওয়া লক্ষ ঝাড়ির পরিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে কিম্বা হরিদ্বারে আসিতে হয়। বালুকাময় ভূমিতে এবং পর্ব্বতের প্রস্তর ঘর্ষণে (ও) বনের কণ্টকে পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠে, দেহে অস্থিমাত্র থাকে, রস-রক্ত কিছুই দেহে থাকে না, বর্ণ বিবর্ণ হয়, আকৃতি বিকৃত হয়, এত কষ্ট করিলে উত্তরাখণ্ডে যে সব শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, তাহা দর্শন-স্পর্শন করিতে পারে। তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে নানাদেশ এবং নানামত মনুষ্য (ও) তাহাদিগের কৃত ব্যবহার দেখা যায়। পার্ব্বতীয় ব্যক্তিগণ সত্যবাদী, মিথ্যাবাক্য কদাচ কহে না। চৌর্য্যবৃত্তি কিম্বা অপ-হরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা মিত্রদ্রোহী কর্ম্ম জানে না। সকলে পার্ব্বত্য জনসাধারণের শ্রম করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীলোক সকল অবস্থা অধিক শ্রম করে। ক্ষেতিকর্ম্ম স্ত্রীলোকে করে। পুরুষে কেবল হাল করিয়া জমি জুতিয়া দেয়। পর্ব্বতে অকালমৃত্যু নাই। পিতাসত্বে পুত্রের মৃত্যু হয় না। এজন্ত বিধবা স্ত্রী অল্পবয়স্কা নাই। মৎস্ত-মাংস আহার সকল জাতির ব্যবহার আছে। পরিধেয়—কম্বল, আভরণ আপন শ্রম দ্বারা যাহা

করিতে পারে তাহাই করে। স্ত্রীলোকেরা ভ্রষ্টা নহে, আর তাঁহাদের দ্বিধা মন নাই। যুবতী স্ত্রীগণ পর্ব্বতে বনমধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছে, বনমধ্যে যে সমস্ত উত্তম উত্তম পুষ্প পাইতেছে, আপনি বেশভূষা করিতেছে। আহারের কালাকাল নাই, ক্ষুধা হইলেই আহার করে, রুটী মাংস প্রায় সমভ্যারে থাকে, তদ্ভিন্ন বনফল আছে। কাষ্ঠ আহরণ করিতে সকলেই বনভ্রমণ করে। যাহাদের অঙ্গে শত টাকার আভরণ আছে, তাহারাও কাষ্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে বাঁন্ধিয়া বিক্রয় করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের এত বৈভব, তবে কি জন্ম কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া মরিতেছ?" তাহারা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, "আমাদের আভরণ যাহা দেখিতেছ, ইহা আমার শ্রম দ্বারা হইয়াছে। আমরা আপন শ্রমে এবং ছাগ-মেষ পালনের দ্বারা অলঙ্কারাদি করি। ক্ষেতিকর্ম্মে যে শ্রম করি, তাহাতে যে অন্ন জন্মে, সকলের আহার এবং রাজস্ব দেওয়া হয়।"

যে যে পর্ব্বতের শিরোপরি শৃঙ্গে বসতি আছে, তাহাদিগকে অনেক নিম্নে আসিয়া জল লইয়া যাইতে হয়। স্ত্রীগণ জলের কলস কাণ্ডিতে বসাইয়া পৃষ্ঠে করিয়া দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠে, অধিক হইলেও যাইতে হয়। জল যদি ঝরণা কি গঙ্গা ইত্যাদিতে না থাকে, তবে কূয়ার জল তুলিতে এক শত হাত রজ্জু খাটাইতে হয়। উত্তরাখণ্ডে প্রায় সর্ব্বত্র জল আছে, দৈবাৎ কোথাও জলের কষ্ট, আর যে দ্রব্যের আটার রুটী হইবে, প্রতি দিবস পিসিয়া লইতে হইবে। গো মহিষ ছাগ মেষাদি যাহা পালিত আছে, তাহার সেবাকরা, গৃহে যে পার্ব্বতীয় ধান্ত জন্মিতেছে, তাহাদিগকে উদূখল-মুষলে তণ্ডুল করিতে হয়। এত শ্রমে গৃহ-

কার্য্য করিতেছে। ইতোমধ্যে আপন আপন সন্তানের প্রতিপালন করে, অতি দৈন্তদেশ, অর্থহীন।

কেদারনাথ গমনে চারি দিবসের পথ কেবল গোলাপের গাছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বন-পর্ব্বত সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত, আর পথে পথে কত শত স্থানে কুন্দ শেফালিকা করবী ইত্যাদি আছে। বদরীনারায়ণ যাইবার পথে তিন দিবসের পথ সেঙতি, দুই দিবসের পথ গোলাপ পুষ্পের বন, বরাক ফুলের গাছ সকল, জবাপুষ্পের ন্তায় অন্তর হইতে দৃষ্ট হইতেছে,—এইরূপে পর্ব্বত সকল সুশোভিত। পর্ব্বতে ভ্রমণ করিলে দুঃখ ক্লেশ মায়া মোহ কিছু থাকে না।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, সপ্তমী

শ্রীবৃন্দাবন ধামে কেশীঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, গোপেশ্বর-কৃষ্ণচন্দ্র, রাধারমণ ইত্যাদি এবং ছয় গোস্বামীর ও চৌষট্টি মোহন্তের সমাজ এবং বেণুকূপ (ও) ব্রহ্মকুণ্ডের প্রদক্ষিণ করিয়া বাসায় আসিয়া জলযোগ, পরে আহারাদি সম্পন্ন হইলে পুনর্ব্বার বৈকালে দর্শনযাত্রা।

২৬ জ্যৈষ্ঠ, অষ্টমী

ক্ষৌর-কর্ম্মাদি তিন মাহা তীর্থভ্রমণে করা হয় নাই। ক্ষৌর-কর্ম্ম করিয়া তীর্থান্তর স্নান-তর্পণ, যথাশক্তি কিঞ্চিৎ দান (ও) ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া নিত্য নিয়মিত দর্শন-স্পর্শন।

সন ১২৭২ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠাবধি ১৫ মাঘ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন-মথুরা-বনযাত্রা ইত্যাদি দর্শন, স্পর্শন ও ভ্রমণ।

দ্বাদশ-বন-পরিক্রম

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনের ব্রজভূমি ৮৪ চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমের, সন ১২৩২ সালের শ্রী৺ জন্মাষ্টমীর পর দশমীতে শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া যাত্রিগণ বন পরিক্রম করে। গোকুলস্থ গোস্বামিগণ কার্ত্তিক মাসে বন পরিক্রম করেন।

২২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, দশমী

শ্রী৺বৃন্দাবন ধাম হইতে বেলা আড়াই প্রহরের পর যাত্রা করিয়া ১ এক ক্রোশ ভোজনটিলা, এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ সমভ্যারে মুনিদিগের স্থানে অন্নভিক্ষা করিয়া ভোজন করেন, এইজন্য ইহার নাম ভোজনটিলা। এখানে এক মন্দির উচ্চ টিলার মধ্যে আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের বেশেতে বিরাজিত।

ভোজনটিলা

তাহার পরে অর্দ্ধ ক্রোশ অক্রূরঘাট। এই স্থানে যৎকালে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে কংস রাজার ধনুর্যজ্ঞে ছলে রথারোহণে মধুপুরে লইয়া যান, এই স্থানে যমুনা-তটে রথ রাখিয়া অক্রূর যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করেন। এখানে মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-অক্রূরের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এখানে যমুনার জলস্পর্শ করিতে হয়।

অক্রূরঘাট

পরে ২॥০ ক্রোশ মথুরামণ্ডলে ভূতেশ্বর শিব আছেন তাঁহার এবং পাতাল-দেবী অর্থাৎ মাহেশ্বরী দেবী দর্শন করিয়া ঐ রাত্রি বৃক্ষমূলে স্থিতি হইল। এক প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাহাতে মহাক্লেশ।

২৩ ভাদ্র, শুক্রবার, একাদশী

প্রাতে ভূতেশ্বর হইতে গমন করিয়া ৩ তিন ক্রোশ মধুবন। এ বনে কৃষ্ণকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী আছে। তাহাতে স্নান-তর্পণাদি ও মধুবিহারী ঠাকুরের দর্শন করিয়া দুই ক্রোশ তালবন, এক্ষণে দুইটী প্রাচীন তালবৃক্ষ আছে। পরে দুই ক্রোশ কুমুদবন, কুমুদবিহারী ঠাকুর, কুমুদকুণ্ড (ও) কপিলমুনির মূর্ত্তি দর্শন—এই সাত ক্রোশ পরিক্রম করিয়া মধুবনে আসিয়া থাকা হয়।

মধুবন

২৪ ভাদ্র, শনিবার

প্রাতে মধুবন হইতে দুই ক্রোশ শান্তনুকুণ্ড, এই কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ঐ পর্ব্বতের উপর মন্দির মধ্যে শান্তনুরাজার এবং শান্তনুবিহারী ঠাকুর দর্শন করিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া বেহুলাবন (ও) বেহুলাকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকট বেহুলা গাভী আছে, তাহা দর্শন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ঐ বনে স্থিতি।

বেহুলাবন

২৫ ভাদ্র, রবিবার

প্রাতে বেহুলাবন হইতে ৫ ক্রোশ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড (ও) ললিতা প্রভৃতি প্রধান অষ্টসখীর কুণ্ড। ইহার পরিক্রম করিতে পঞ্চক্রোশ পরিক্রম। পূর্ব্বদিকে শ্যামকুণ্ড, পশ্চিমদিকে রাধাকুণ্ড, তাহার ঈশানে ললিতা-কুণ্ড। এই কুণ্ডের ভিতরে মধ্যস্থলে মণ্ডলাকৃতি অষ্ট সখীর আট কুণ্ড। শ্যামকুণ্ড (ও) রাধাকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রস্তরের সেতু আছে,

অষ্ট সখীর কুণ্ড

তন্মধ্যে এক তমাল বৃক্ষ আছে, মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বেদীর উপরে স্থাপিত আছে। এই শ্যামকুণ্ডে (ও) রাধাকুণ্ডে সেতুর ভিতর দিয়া জল গতায়াত করিতেছে, ডুব দিয়া ভিতরে দুই কুণ্ডে গমনাগমন করা যায়। রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরে বন্ধন এবং সোপান লালাবাবু করিয়া দিয়াছেন। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নিকটে দাস গোস্বামীর সমাজ। পূর্ব্বোত্তরে গোবিন্দজিউর মন্দির। শ্রীবৃন্দাবনে যেমত ছয় গোস্বামীর সেবার দেবালয় আছে, এখানেও সেইমত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, রাধাদামোদর (ও) শ্যামসুন্দর প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তির সেবা এবং অন্য অন্য ভক্তগণের দেবালয়, অতিথিশালা (ও) সদাব্রত ইত্যাদি আছে। এই কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত বৈষ্ণবগণের ভজনের কুটীর আছে, রাধা-কুণ্ডবাসী ব্রজবাসিগণের বসতি আছে। তাঁহারা শ্রীকুণ্ডের ব্রজবাসী। এ স্থানের দান-পূজার দ্রব্যাদি তাঁহাদের প্রাপ্য। বাজার দোকানাদি আছে। খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কুণ্ডে অনেক মৎস্য কচ্ছপাদি আছে, কাহারও বধিবার ক্ষমতা নাই; বৈষ্ণবগণ হিংসা করিতে দেয় না। বনমধ্যে ময়ূর এবং বানর অনেক আছে। মর্কটগণ দৌরাত্ম্য করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া আহার করে, সাবধানে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে ও আসিতে এবং খাইতে হয়। এই দিবস রাধাকুণ্ডে গোবিন্দজিউর বাটীতে অবস্থিতি হইল।

২৬ ভাদ্র, সোমবার, চতুর্দ্দশী

প্রাতে রাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমে গমন। রাধাকুণ্ডে

গোবর্দ্ধনে এক ক্রোশ পরিক্রমে সাত ক্রোশ। গোবর্দ্ধনে ভরত-পুরের রাজার অনেক দেবকৃত্যাদি এবং উত্তম উত্তম বাটী আছে। রাজবাটীর চির-নিয়ম এই আছে, রাজকুলে যে কেহ দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার দাহাদি গোবর্দ্ধনে হইয়া সমাজ হইবেক। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বৃহৎ, উচ্চ তাদৃশ নহে। বৃক্ষ-তৃণাদি বহু পরিমাণে জন্মে, সর্ব্বদা তৃণে এবং বৃক্ষলতাতে সুশোভিত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে গোপালের মন্দির, তাহাতে যে মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে মূর্ত্তিমান করিয়া পূজার দ্রব্যাদি সকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আছে।

গোবর্দ্ধন

প্রথমে কুসুম-সরোবর, পরে উদ্ধব টিলা (ও) উদ্ধব-কুণ্ড। উদ্ধবের প্রতিমূর্ত্তি আছে নীচের ঘরে, উপর ঘরে বলদেব ও জগন্নাথের মূর্ত্তি। তাহার পর নারদকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের নিকট নারদ-মুনির প্রতিমূর্ত্তি, পরে ভানুকুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকটে ভরত-পুরের রাজা বলদেব সিংহের সমাজ, অতি উত্তম বাটী, সুরম্য স্থান, ফুলের বাগান ইত্যাদি আছে। পরে মানসীগঙ্গা, চাকলে-শ্বর শিব (ও) চক্রতীর্থের ঘাট। এ স্থলে রূপ-সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন। কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ আছেন। পর্ব্বতমধ্যে অতি নির্জ্জন স্থান। মানসীগঙ্গার মধ্যস্থলে গোবর্দ্ধনের মুখ গোপালের মুকুট, তথায় ভগ্ন পর্ব্বত আছে। মানসীগঙ্গার জল অনেক, উত্তম জল। শ্রীকৃষ্ণ মানসে এই গঙ্গা করিয়াছিলেন, নন্দঘোষের গঙ্গাস্নান জন্য।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমের তীর্থ সকলের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

হরদেবঠাকুর, মনসাদেবী, ব্রহ্মকুণ্ড, ঋণমোচন, পাপমোচন, নিবৃত্তকুণ্ড, দানঘাটী, চন্দ্রসরোবর, চন্দ্রবিহারী-ঠাকুর, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, কমলকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, আলোরগ্রাম যেখানে গোবর্দ্ধনের পূজা হয়, কিশোরীকুণ্ড, মল্লারকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড— এই স্থানে মাধবেন্দ্রপুরীর নাথজীর সেবা (ও) গোবিন্দজি-দর্শন। পরে গন্ধর্ব্বকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, পুছরিগ্রাম, পুছরিলোটা, আশু-সুরভিকুণ্ড, তৎপরে ঐরাবতকুণ্ড, কদমখণ্ডী, গোবিন্দস্বামীর বৈঠক, হরজিকুণ্ড অর্থাৎ হরিদ্রাকুণ্ড, যতিপুরাগ্রাম (ও) বামদিকে বিছুয়াকুণ্ড। শ্রীগোবর্দ্ধনে এই সকল পরিক্রম দক্ষিণাবর্ত্তে করিয়া পরে মানসীগঙ্গাতে স্নান করিয়া এই দিবস এই স্থানে স্থিতি। গোবর্দ্ধনে অনেক মনুষ্যের বাস আছে, উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্যাদি বাজারে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধনের ব্রজবাসিগণ অধিক আহার করিতে পারে, বল অধিক। গিরিগোবর্দ্ধনের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যৎকালে ভগবান্‌চন্দ্র ব্রজভূমে মানবলীলা-জন্য দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তৎকালে শ্রীনন্দগোপ প্রভৃতি গোপসকল পূর্ব্বকুলাচার-মতে পৃথিবীর শস্যহানি হইবার ভয়ে ইন্দ্রপূজাদি করিতেন, সেই-মত পূজার উদ্যোগ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধ গোপ-গোপী সকল বন-মধ্যে যাইয়া পূজারম্ভ করিয়াছেন, এমতকালে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গ গোপালগণ লইয়া পূজার স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রজরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে?" তাহাতে গোপগণ কহিলেন, "ইন্দ্র-পূজা হইতেছে", ইহাতে সুবৃষ্টি হইয়া উত্তম উত্তম নব-তৃণাদি জন্মিবে, তাহা গাভী ও তদীয় বৎসগণ সুখে ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধবতী হইবে এবং বৃক্ষসকল নব-পল্লবে

সুশোভিত হইলে সুশীতল ছায়া হইবে, পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া বনের শোভা বৃদ্ধি করিবে।" এই কথা শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিয়া গোপগণকে এবং নন্দ-উপানন্দ প্রভৃতি সকলকে উপহাস করিয়া কহিলেন যে, "কি ভ্রান্ত মন, এই জল ইত্যাদি যাহা হয়, তাহাতে ইন্দ্রের কি ক্ষমতা আছে, এ সকল কালক্রমে সময় হইলেই বরিষণ ইত্যাদি (হয়), ঋতুতে ঋতুর কর্ম্ম হইতেছে, তাহাতেই বর্ষাঋতুতে বর্ষণ হয়, এজন্য ইন্দ্রের পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল দ্রব্য আমাদের রাখালগণকে দেহ, আমরা সুখে ভক্ষণ করিয়া উত্তমরূপে গোচারণ করাইব, বরং গোবৎসের পূজা কর, ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিবে।" ইহা শুনিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কহিলেন, "এমত কথা কহিতে নাই। তুমি বালক কিছু জান না, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে মেঘগণ ব্যাপক হইয়া হস্তিদ্বারা জল উঠিলে মেঘে বর্ষণ করে।" তাহাতে ভগবান্ কহিলেন, "পিতঃ! আপনি ভ্রান্ত, ইহা কি কখন হইয়া থাকে! পূর্ব্বাপর এই নিয়ম আছে যে, বাষ্পদ্বারা মেঘের সঞ্চার হইয়া বায়ুতে সর্ব্বত্র চালিত হয়, আকর্ষণে জল উঠিলে বায়ু-গতিতে বর্ষণ হইয়া পৃথিবীতে তৃণ-শস্যাদি জন্মে, ইহাতে ইন্দ্রের ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, জগদীশ্বর সৃজনের নিয়ম এই মত করিয়াছেন।" এই মত ব্রহ্ম-নিরূপণের বাদানুবাদ করিয়া কহিলেন, যে "ইন্দ্রের পূজা করিলে যদি সাক্ষাৎ হইয়া এই সকল দ্রব্য আহার করেন তবে সত্য, নচেৎ মিথ্যা পূজা; বরং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তৃণাদি জন্মাইয়া গোবৎস প্রতিপালন করেন, তাঁহার পূজাদি কর, পর্ব্বত স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভক্ষণ করিয়া সকল সুশীতল করিবেন।" ইহাতেও নন্দ-উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণ নিবারণ না শুনিয়া পূজাদি করাইতে প্রবৃত্ত

হইলে পর গোপালগণকে ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেব শুদ্ধ ঐ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে এবং পূজার ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। গোপকুল হাহাকার করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "যদি তোমাদের এত মনে উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে, তবে গোবর্দ্ধনের পূজা কর, সকল মঙ্গল হইবে।" ইহা কহিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করাইয়া তাহার মধ্যে স্বয়ং গোপালরূপ ধারণ করিয়া পূজার দ্রব্যাদি সকল ভক্ষণ করিলেন। গোপগণ পর্ব্বতকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ভক্ষণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিমতি হইয়া সকলে আনন্দোৎসবে মগ্ন রহিল। ইতোমধ্যে দেবরাজ পূজা না হওয়া সংবাদ এবং শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রহ্মসনাতন কি না, ইহার বিশেষত্ব জ্ঞাত হইবার জন্ত ব্রজভূমে ঝড়-বৃষ্টি দ্বারা বহু উপদ্রব আরম্ভ করিয়া ব্রজভূমির সকল জীবজন্তু-বিনাশের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রজবাসিগণকে কহিলেন, "তোমরা কিছু চিন্তা করিও না, সকলে পর্ব্বতের নিম্নে থাক, রক্ষা পাইবে।" ইহা সকলকে কহিয়া আপন অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা গিরিগোবর্দ্ধন বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ব্রহ্মসনাতনরূপে বহু স্তুতি করিলেন। ইঁহার সবিশেষ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্ম-পুরাণাদিতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

২৭ ভাদ্র, মঙ্গলবার, অমাবস্যা

গোবর্দ্ধন হইতে ৭ ক্রোশ দীগগ্রাম, যাহাকে লাঠাবন কহে, ঐ বনে গমন। তথায় ভরতপুরের বাজার, রাজভবন এবং রাজার বাটী পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ তিন দিকে আছে। পূর্ব্বদিকে

রূপ-সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় সুশীতল, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সোপানে ঘাটবান্ধা, বকুল ইত্যাদি নানা বৃক্ষ, লতা এবং পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত হইয়া মনোহর স্থান। ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে শ্রী৺রাম-সীতার বাটী, তাহার সম্মুখে আমরা অবস্থিতি করিলাম। যাত্রিগণকে ব্রজবাসী সকল রূপ-সরোবরে স্নান করাইয়া রূপা দান দিতে হয় বলিয়া, টাকা সিকি যাহার যেরূপ দানের ক্ষমতা তাহা লন। এই লাঠাবন দ্বাদশ-বন মধ্যে নহে; ভরতপুরের রাজা উত্তম ভবন করিয়া যাত্রিগণ এক দিবস ঐ স্থানে থাকিয়া মেলা হয়, এই মানসে ব্রজবাসীদিগকে অনেক বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া সম্মত করিয়াছিলেন। যাত্রীদিগকে এক দিবস ঐ ভবন দেখিতে ও থাকিতে হয়। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রাজার ইন্দ্রভবন নামে বাটী ও বাগান আছে, অতি মনোহর স্থান, চারি খণ্ড বাটী। প্রথম খণ্ডে রাজপুরুষ-দিগের রাজ-কার্য্যের স্থান এবং দ্বারপালদিগের বিশ্রামস্থান; দ্বিতীয় খণ্ডে রাজসিংহাসন, পশ্চিমদিকে দোতলা প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ গৃহ, তাহাতে খণ্ড খণ্ড অনেক গৃহাদি চতুষ্পার্শ্বে আছে, মধ্য স্থলে বৃহৎ-পরিসর নৃত্যশালা, তাহা নানা রঙ্গের বহুমূল্য প্রস্তরে বৃক্ষ-লতা-ফলফুলে সুশোভিত আছে। প্রস্তর খোদিত করিয়া তন্মধ্যে বৃক্ষ-লতার সৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে পশু-পক্ষ্যাদির আকৃতি আছে। সম্মুখে নাটমন্দিরের ন্যায় চৌষট্টি দ্বার, এক এক দ্বারে এক এক প্রধান সৈনাধ্যক্ষ সুসজ্জিত হইয়া থাকেন। এই স্থানে বৈঠক, ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানাজাতি পুষ্পের এবং লেবু ও দাড়িম্বের উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে মধ্যে উত্তম উত্তম বৈঠকের ঘর এবং স্নানের ঘর আছে। ইহার মধ্যে ছোট-বড় এক হাজার

দীগগ্রাম ও লাঠাবন

ফোয়ারা আছে, এই সকল ফোয়ারা জলের আকর-স্থান। অন্দর-বাটীর তেতলার উপরে এক পুষ্করিণী আছে, তাহাতে নলের সংযোগ আছে, যখন যে ফোয়ারা ছোটাইতে হয়, সেই যোগের মোহরি খুলিয়া দেয়। ভিতরমহল তিন খণ্ড, তিনতলা। সর্ব্বশেষে শিশমহল অর্থাৎ স্ত্রীগণ থাকিবার স্থান, তাহাতে রাজ-পরিচ্ছদে উত্তম প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন সকল। পশ্চিমদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক ছপ্পর ঘরে দিল্লীর রাজ-সিংহাসন আছে, যে তক্ত ভরতপুরের রাজা দিল্লীশ্বরকে জয় করিয়া লইয়া আইসেন—সেই সিংহাসন আছে। যে কেল্লা আছে প্রায় ৫০ হাত উচ্চ, তাহার উপরে তোপখানা, ষোলটী কামান আছে। গড়ের এক দ্বারে অশ্বারোহী, দ্বিতীয় দ্বারে পদাতিকগণ শস্ত্রধারী হইয়া রক্ষা করে, যাত্রিগণের রক্ষার্থ সমভ্যারে থাকে।

২৮ ভাদ্র, বুধবার

দীগ হইতে ৯ ক্রোশ কাম্যবন, পথিমধ্যে ছোট চরণপাহাড়, তাহার পরে কাম্যবন, অতি উত্তমস্থান। এই বনে অনেক দেবদেবী এবং তীর্থসকল আছে। বিমল কুণ্ড নামে এক কুণ্ড, তাহার চতুর্দ্দিক পাথরে বান্ধা, বিমলদেবী আছেন। ঐ দেবীর পশ্চিমদিকে থাকা হইল।

কাম্যবন

২৯ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার

বৃষ্টি-জলে ভিজিতে ভিজিতে ৭ ক্রোশ কাম্যবন, তাহার পরিক্রম করা হয়। প্রথমে যশোদাকুণ্ড, পরে সূর্য্যকুণ্ড, পরে লুকলুককুণ্ড, তাহার পর চরণপাহাড়। এই পর্ব্বতে কৃষ্ণ-বলদেবের এবং গোপাল-

গণের গোবৎসের পদচিহ্ন সকল পর্ব্বতময় আছে। এস্থানে নূপুর-বৃক্ষের ফল নূপুরাকৃতি, নীচে ক্ষীরসাগর, ইহার নিকট এক গ্রাম আছে। পরে পাদ-পেছলা খেলিবার পাহাড়, পাহাড়ের উপর ভীমেশ্বরীর গোফা, তাহার পর ভোজনথালি—গোচারণে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে ভোজন করিতেন থালাকৃতি আছে, নীচে কৃষ্ণ-কুণ্ড। কাম্যবনের মধ্যস্থলে শ্রী৺গোবিন্দজির, গোপীনাথজির (ও) শ্রী৺মদনমোহনজির শ্রীমন্দির। তিন দেবের পৃথক্ পৃথক্ কিঞ্চিৎ দূর দূর মন্দির। শ্রী৺গোবিন্দজির মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রী৺বৃন্দাদেবী, মধ্যে গোবিন্দজি, উত্তরে জগন্নাথদেব। রাজা যুধিষ্ঠিরের বনবাসের যজ্ঞস্থান চৌরাশি স্তম্ভের গৃহ আছে, পঞ্চপাণ্ডব (ও) দ্রৌপদীর প্রতিমূর্ত্তি আর আর অনেক দেবদেবীর স্থান আছে। আওরঙ্গজেব বাদশাহের দৌরাত্ম্য সময়ে বৃন্দাবন হইতে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি কাম্যবনে রাখা হয়।

৩০ ভাদ্র

কাম্যবন হইতে বরসান ছয় ক্রোশ। বরসানের নিকট এক পাহাড়ের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে শ্রীরাধা আলতা পরিতে পরিতে চিত্রবিচিত্র করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন আছে।

বরসান

তাহার এক পোয়া অন্তরে দেহকুণ্ড নামে এক উত্তম সরোবর, তাহাতে স্নান (ও) স্বর্ণাদি দান করিয়া পরে বৃষভানু কুণ্ডের তীরে থাকা হইল। পাহাড়ের উপরে নারায়ণীজি অর্থাৎ শ্রীরাধার মন্দির, পরে বৃষভানুর পিতামহী ভানুপত্নীসহ এক বাটীতে আছেন। তাহার নীচে বৃষভানু রাজা দারাসহ এক বাটীতে আছেন। পাহাড়ের নীচে এক বাটী, তাহাকে অষ্টসখীর

কুঞ্জ কহে, অষ্টসখীর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের পশ্চিম দানঘাটী, এজন্য অদ্যাবধি স্ত্রীগণ স্থানে স্থানে গীত গাইয়া দান ভিক্ষা করে। বরসানের স্ত্রীগণ মহা বলিষ্ঠ। হোরিতে মহানন্দ আছে।

৩১ ভাদ্র, শনিবার

বরসান হইতে নন্দগ্রাম যাওয়া যায়। দুই ক্রোশ পরে সঙ্কেত-বট, সঙ্কেতবিহারী-ঠাকুর-পার্শ্বে বটমূলে যোগমায়াদেবী আছেন। অতি নির্জ্জন স্থান এবং মনোরম অনেক দেব-দেবী আছেন। নন্দগ্রাম নন্দঘোষের বাসস্থান, পর্ব্বত উপরে নন্দ-যশোদা দুই পার্শ্বে, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠের বেশে, পাহাড়ে উঠিতে ১২৪ ধাপ। পর্ব্বত খুদিয়া শ্যামবাজারের গুরুপ্রসাদ বসু সিঁড়ি করিয়াছেন। নীচেতে এক স্থানে ঝাউ বনের ছাউনী, যশোদার দধি-মন্থনের এক পাথরের ভাবা ও জালা পোঁতা আছে। ঐ পাহাড় পরিক্রম করিতে ১ ক্রোশ আসিয়া ঐরাবত-কুণ্ড, চতুর্দ্দিকে পাথরের ঘাটবান্ধা। ঐ কুণ্ডের ধারে এক কেলি-কদম্বের গাছ আছে, তাহার পাতা দোনার মত অর্থাৎ বাটীর ন্যায়, সকল জলীয় দ্রব্য থাকে। তথা হইতে ১ ক্রোশ আসিয়া পবন-সরোবর। অতি উত্তম সরোবর, চারিদিকে পাথরের ঘাটবান্ধা। ঐ সরোবর-তীরে থাকা হইল। বৈকালে তথা হইতে দুই ক্রোশ যাইয়া শ্বাসকুণ্ড। নন্দগ্রাম হইতে এক নিঃশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থানে দাঁড়াইতেন, এজন্য শ্বাসকুণ্ড নাম। তাহার পর কদম্বখণ্ডি, পরে সূর্য্যকুণ্ড, তাহার পর বটেন গ্রাম। এখানে আয়ান ঘোষের বাটী উচ্চস্থান, তাহার পশ্চিমে কিশোরী-কুণ্ড। ঐ কুণ্ডের ঈশানে জাবট, এই স্থলে রাসস্থলী, শ্রীমতীর

নন্দগ্রাম

মানের স্থান এবং বৃক্ষ, পরে জলকুণ্ড আর এক কেলিকদম্ব বৃক্ষ আছে, যে বৃক্ষে হেলন দিয়া বংশীতে শ্রীমতীকে সঙ্কেত করিতেন। ঐ বৃক্ষে ত্রিভঙ্গঠামের এবং চূড়ার চিহ্ন আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ খদিরবন, অতি মনোরম স্থান।

জাবট ও খদিরবন

১ আশ্বিন, রবিবার

নন্দগ্রাম হইতে ১১ ক্রোশ শেষশায়ী। ৭ ক্রোশ যাইয়া সূর্য্যকুণ্ড। প্রথমতঃ ৩ ক্রোশ কোকিলবন—অতি নিবিড় বন, কোকিলবিহারী ঠাকুর আছেন। কৃষ্ণকুণ্ড—তাহায় চারিদিক পাথরে ঘাটবান্ধা, এক বৈষ্ণব আছেন। এই বনের অদ্যাবধি এই নিয়ম আছে, কেহ বনের কাষ্ঠ লইয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না অর্থাৎ বন হইতে বাহির হইলে অন্ধের ন্যায় হয় দেখিতে পায় না—কাষ্ঠত্যাগ করিলে দেখিতে পায়। তাহার পর ৪ ক্রোশ সূর্য্যকুণ্ড, বৃহৎ সরোবর। পরে বড়চরণ পাহাড়ে পূর্ব্বোক্ত সকল পদচিহ্ন—পশুপক্ষ্যাদির পর্য্যন্ত আছে, নূপুরের ২টা গাছ আছে। তাহার পর সূর্য্যকুণ্ড হইয়া ৪ ক্রোশ শেষশায়ী, এই স্থানে ভগবানের অনন্তশয্যার প্রতিমূর্ত্তি (ও) ক্ষীরোদসাগর নামে পুষ্করিণী। স্থান অতি উত্তম—অনেক দেবালয় আছে।

কোকিলবন, সূর্য্যকুণ্ড
শেষশায়ী

২ আশ্বিন, সোমবার

শেষশায়ী হইতে ৭ ক্রোশ সেরগড়, এ স্থানে নগর তুল্য বসতি, শ্রী৺গোবিন্দজি, শ্রী৺গোপীনাথজি (ও) শ্রী৺ মদনমোহনজি প্রভৃতি দেবালয় প্রধান-দর্শন। শ্রী৺বলদেবের এই স্থানে স্থিতি হয়।

সেরগড়

৩ আশ্বিন

সেরগড় হইতে গমন করিয়া নন্দঘাট, সেরগড় হইতে ৯ ক্রোশ। ইতোমধ্যে অক্ষয়বট, পরে যমুনার তীরে শ্রী৺কাত্যায়নী দেবী—গোপগোপীর কুলদেবতা, তন্নিকটে চীরঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে ভগবান গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করেন, চীর শব্দে বস্ত্র। চীরঘাট হইতে ৩ ক্রোশ নন্দঘাট, এই যমুনার ঘাটে শ্রীনন্দ মহাশয় প্রতি দিবস স্নান করিতেন এবং এই ঘাট পার হইয়া গোপীগণ বৃন্দাবন হইয়া মথুরায় দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিতে যাইতেন। নন্দগ্রাম, মথুরা (ও) বৃন্দাবন এক পার, কিন্তু পাহাড়ের পথ অতিশয় ভয়ানক এবং নিবিড় বন জন্য কেহ গমনাগমন করিতে পারিত না; এজন্য নন্দঘাটে পার হইয়া ভদ্রবন হইয়া ভাণ্ডীরবন, তৎপরে বেলবন হইয়া ঐ বেলবনের নিকট কেশীঘাট, তথায় পার হইয়া শ্রীবৃন্দাবন প্রবেশ করিয়া মথুরা গমনের পথ—এজন্য 'যমুনা-পার' আখ্যান আছে।

নন্দঘাট

নন্দঘাটে শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনকুটীর আছে। এস্থানে গোপাল-মূর্ত্তি দর্শন এবং বনযাত্রায় যে কিছু ব্রজবাসী চৌবেদিগের আহার্য্য দ্রব্য দিবার ক্ষমবান হয়, এই ঘাটে দেয়।

৪ আশ্বিন

নন্দঘাটে নৌকায় পার হইয়া প্রথমে ভদ্রবন, তৎপরে ভাণ্ডীর বট। এই স্থানে এক কূপ আছে, ঐ কূপের মাহাত্ম্য অতিশয়, সকল দেবদেবীর আবির্ভাব। এই ভাণ্ডীর বটের বন শ্রীদাম-গোপালের গো-চারণের স্থান, বৃন্দাবনের বংশীবট হইতে ভাণ্ডীর বট পর্য্যন্ত খেলিবার স্থান।

ভাণ্ডীর-বন

এক্ষণে এই বনমধ্যে এক দেবালয় আছে, তাহাতে শ্রীদাম-গোপালের মূর্ত্তি আছে। এই শ্রীদাম কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোপাল নামে অভিহিত। অদ্যাবধি অভিরামের পাঠ আছে। শ্রী৺ গোপীনাথের বস্ত্রহরণ-লীলার প্রতিমূর্ত্তি সমেত আছে। ভাণ্ডীর বট হইতে বেলবন ৩ ক্রোশ, এই বনে শ্রী৺ লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। চন্দ্রাবলীর বিহার-স্থান, অতি সুরম্য বন। তাহার পূর্ব্বে ২ ক্রোশ গমন করিয়া মানসরোবর, বৃহৎ সরোবর। দক্ষিণে শ্রী৺ মানবিহারী ঠাকুর আছেন, সম্মুখে রাসমণ্ডল। তথা হইতে পানিঘাট ৩ ক্রোশ। নন্দঘাট হইতে ১২ ক্রোশ আসিয়া পানিঘাটে থাকা হইল।

বেলবন

৫ আশ্বিন

পানিঘাট হইতে লোহাবন ৩ ক্রোশ, তথায় এক কুণ্ড আছে, কুণ্ডজলে লোহার দ্রব্য দান করিতে হয়। লোহাসুরকে যশোদা লোহার কড়ার আঘাতে বধ করেন। তাহার ২ ক্রোশ পরে আন্দি-নান্দি বন, আনন্দীকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী। ঐ কুণ্ডে স্নান এবং আন্দিনান্দি-দেবীদর্শন। পরে ৪ ক্রোশ বলদেব, এই স্থানে বজ্র-নির্ম্মিত বলদেবের বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। অতি উত্তম পুরী, অনেক গৃহাদি আছে, নগরতুল্য স্থান, বাজার ইত্যাদি ভাল আছে। বল-দেব-কুণ্ড পুরীর পূর্ব্বদিকে। পাণ্ডাগণ অতিশয় চতুর, বলিষ্ঠ, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক, যাত্রিগণের নিকট নানা ছলে অর্থ লয়, পরিশেষে রাত্রে চুরি করে, বলে ছলে কৌশলে—যে প্রকারে হউক কষ্ট দিয়া লয়। শ্রী৺বলদেব দর্শন এবং মাখন-মিছরী ভোগ দিয়া পরে ৩ ক্রোশ যাইয়া মহাবন, যাহাকে গোকুল কহিত, নন্দ ঘোষের বাটী। এই মহাবনে থাকা হইল।

৬ আশ্বিন,

নন্দ ঘোষের বাটীতে গমন হইল; অতি উচ্চ টিলাতে বাটী। এক্ষণে ঐ বাটীতে তহশীলদারের কাছারি। নন্দের শয়নাগারের পূর্ব্বে যশোদার প্রসবাগার। ঐ সূতিকাগৃহ চিত্রবিচিত্র প্রস্তরনির্ম্মিত, সম্মুখে এক উত্তম দালান, তাহাতে দধিমন্থনাদি করিতেন, থামের গায়ে মাখন মোছার চিহ্ন দেখায়; শ্রীকৃষ্ণের সূতিকাগৃহে দোলায় শয়নের দোলা এবং চন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। ঐ বাটীর পূর্ব্বদিকে ষষ্ঠীদেবীর ঘর, যে স্থানে ষষ্ঠীপূজা হয়। তাহার নিকট এক কূপ আছে, ঐ কূপের জলে স্নান করাইয়া শ্রীনন্দ-নন্দনের ষষ্ঠীপূজা হয়। তাহার পর যমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ ভঞ্জন, উদুখলে বন্ধনের স্থান, গোশালার স্থান, পূতনা রাক্ষসীর স্তনপান-ছলে যে বধ করেন, তাহাকে যেখানে দাহ জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহার নাম পূতনাজুলি—স্পষ্ট খাল আছে। পরে যমুনার ধারে রমণবেদী—বালুকাময়বেদী, এই বেদীতে ধূলা-খেলা ও গড়াগড়ি দিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ও গোপীসহ খেলিতেন। তথা হইতে ১ ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যে স্থানে মৃত্তিকা ভোজন করিয়া যশোদাকে উদরমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া ছিলেন। তথা হইতে গোকুল—যেখানে গোস্বামীদিগের বাস এবং নাথজি, বলদেবজি ও মদনমোহনজি ঠাকুর আছেন, গোস্বামী মহাশয়েরা এই স্থানের গোকুল নাম রাখিয়াছেন। গ্রামে অনেক বসতি এবং বাজার, স্থানে স্থানে দেবালয় সকল আছে। ইহার উত্তরে তিন ক্রোশ রাওল গ্রাম। এই গ্রামে বৃষভানু রাজার বাস, শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব স্থান। এই সকল প্রদক্ষিণ করিয়া কো-গ্রামের নিকট

মহাবন

যমুনা পার হইয়া, নওরঙ্গবাদে উঠিয়া মথুরা প্রবিষ্ট হইয়া, ভূতেশ্বর দর্শন করিয়া, যমুনাবাগে স্নানাদি করিয়া জলযোগ হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, সদর বাজার ভ্রমণ করিয়া, মথুরার বিশ্রামঘাটে জলস্পর্শ-মুকুট-দর্শন করিয়া যমুনার তীরে তীরে অক্রূরঘাট হইয়া, ভোজন-টিলার নিকট দিয়া শ্রী৺বলদেব দর্শন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে নন্দকুমার বসুর কুঞ্জে যথায় বাসা তথায় পহুছান হইল।

৭ আশ্বিনাবধি ১৮ মাঘ পর্য্যন্ত

শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রম, যমুনায় স্নান-তর্পণ, শ্রী৺গোপেশ্বরের জল-বিল্বদলে পূজা, শ্রী৺গোবিন্দদেবজিউ (ও) শ্রী৺গোপীনাথজি প্রভৃতি দেবদেবীদিগের দর্শন-যাত্রা।

ইতোমধ্যে মধ্যে মথুরা, রাধাকুণ্ড (ও) গোবর্দ্ধন যাত্রানুসারে গমন আছে। চৌরাশি ক্রোশে দ্বাদশবন-পরিক্রম, বাজারাদি যাত্রি-গণের সমভ্যারে ভ্রমণ করে।

বৃন্দাবন হইতে জলন্ধর

সন ১২৬২ সাল, ১৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, নবমী

শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রী৺গোবিন্দজি, শ্রী৺গোপীনাথজি, শ্রী৺মদনমোহনজি, শ্রী৺রাধারমণ, শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র (ও) শ্রী৺গোপেশ্বর প্রভৃতি দেবসকল দর্শনাদি করিয়া কুরুক্ষেত্র, শ্রী৺জ্বালামুখী, কাঁগড়া দেবী, চিন্তাপূরণী এবং রেওয়াড়েশ্বর, মণিকরণ (ও) নয়নাদেবী ইত্যাদি তীর্থদর্শন এবং পঞ্জাব-দিল্লী ইত্যাদি সহর, নগর, দেশ, রাজ্য, পাহাড় (ও) বনভ্রমণার্থে যাত্রা করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ও শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর নামে আমমোক্তার নামা ১৫ মাঘ মথুরার কাছারিতে দেওয়া হয়। তাহার তছদিক্ বৃন্দাবনে কোতোয়ালের দ্বারা হইবার হুকুম হওয়াতে মোক্তারনামা থানায় না আসা জন্য শ্রী৺ধামে থাকা হয়।

২০ মাঘ, শুক্রবার, দ্বাদশী

শ্রী৺বৃন্দাবনধামে কোতোয়ালের নিকট আমি, গোপীনাথজির বাটীর রামলোচন, ফৌজদার ও শ্রীযুত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোপীনাথের বাটীর সরকার, তাঁহার খাতিরে উক্ত ফৌজদার অনেক শ্রম করিয়া এবং দারগা অতি সজ্জন (বিধায়) হুজুর হইতে মোক্তারনামা পহুছিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ফৌজদারের নিকট লোক পাঠাইয়া দেওয়ায়, এমতকালে আমরা উপস্থিত হইবামাত্র সহস্র কর্ম্ম রাখিয়া অগ্রে তছদিক্ করিয়া লইয়া আমাকে বিদায় করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রী৺গোপীনাথ (ও) পরে শ্রী৺গোবিন্দজি দর্শন করিয়া বাসায় আসিয়া

দেখিলাম, সকলে গমনোদ্যোগী হইয়া গাড়ীতে দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। আমার কর্ম্ম জন্য সকলে এক দিবস যাত্রা করিয়া থাকেন, কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিবামাত্র সকলে তীর্থ-যাত্রায় যাত্রা করিলেন। আমি ডাকবাবু শ্রীযুত রঘুমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথা কহিয়া গোপেশ্বর হইয়া ঐ পথে মদন-মোহনজির দর্শনে যাওয়াতে, পথিমধ্যে কাহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে, আমি ও নবকৃষ্ণ দুই জনে চিন্তিত হইলাম যে, দুই পথ—কোয়েল হইয়া এক পথ, চৌমুয়া হইয়া এক পথ, ইহার কোন্ পথে যাওয়া হইল, আমরা কোন্ পথে যাইব? পথের যত মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করি, কেহ কহিতে পারে না। তখন স্থির হইল যে, গাড়ী অগ্রে যায় না। তাহার পর আহিরী-মহল্লার রাস্তাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল, ফটকের নিকট বাবুলোক এবং গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তথায় আসিয়া শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ-ভায়া ও শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীযুত শুকদেব ব্রজ-বাসীর নিকট হইতে টাকা লইবার কথা ছিল তাহা না পাইয়া, যাহা পূর্ব্বে সংগ্রহ ছিল, তাহাই সমভ্যারে করিয়া এবং শুকদেব কুরুক্ষেত্রে টাকা পাঠাইবেন—এই লুব্ধ আশ্বাসে তথা হইতে সকলে প্রায় এক প্রহর বেলা গতে গমন করি। মাঠে মাঠে যে পথ আছে ঐ পথে ৫ ক্রোশ চৌমুয়া গ্রাম, তথায় পাকা সড়ক (এবং) নিমক, গুড় (ও) আবকারী দ্রব্যাদির পরমিটের চৌকির লাইন ডোরি আছে।

চৌমুয়া

লাইন ডোরি অর্থাৎ আগরা হইতে পরওল পর্য্যন্ত রাস্তার পূর্ব্বদিকে কোম্পানির রাজ্য, পশ্চিমদিকে রাজগণের রাজ্য—ভরতপুর, জয়পুর ইত্যাদি। রাজা

যাহাদিগের স্বাধীনতা রাখিয়াছেন, ঐ সকল রাজ্যের নিমক, আফিং, ভাঙ্গ, চরস (ও) গুড় ইত্যাদি পরমিটের দ্রব্য সকল বিনা মাশুলে আনিয়া বিক্রয় করিতে না পারে, এজন্য কোম্পানি বাহাদুর আপন রাজ্যের পথে কণ্টক দিয়া রুদ্ধ করিয়া এক পোয়া অন্তর চৌকিঘর করিয়া পাহারা দিতেছেন। কোনক্রমে বিনা মাশুলে কেহ দ্রব্য না লইয়া যাইতে পারে। চৌমুয়াতে ঐ লাইন ডোরির চৌকির নিকট বৃক্ষমূলে দিবাতে স্থিতি। বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া কুয়ার নিকট রসুই (ও) আহারাদি হয়। সন্ধ্যায় বাজার মধ্যে সরাইতে স্থিতি। চৌমুয়া গ্রামে উত্তম বসতি, দোকানদার অনেক আছে।

২১ মাঘ, শনিবার

চৌমুয়া হইতে ৫ ক্রোশ সাওয়া গ্রাম। সরাই, বাজার (ও) বসতি আছে। পরে চারি ক্রোশ কুশী—ক্ষুদ্র সহর, অনেক তুলার ও ভুষী দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি হয়। সকল দ্রব্যাদির দোকান (ও) পরমিটের সাহেবের বাঙ্গালা আছে। নিমকের চৌকির রামচন্দ্র মিত্র নামে একব্যক্তি কর্ম্মকারক, সাহেবদিগের বাঙ্গালার নিকট বাসা, তথা হইতে সহর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। ঐ স্থানে পুরি, মিষ্টান্ন, দধি এবং ফলাদি লইয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ কোটবন (ও) সূর্য্যকুণ্ড, ব্রজভূম মধ্যে বনযাত্রাতে আসিতে হয়। ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া তথায় জলযোগ, ঐ দিবস একাদশী। তথা হইতে ৪ ক্রোশ হোড়েল গ্রাম। দোকান, বাজার, সরাই (ও) বসতি ভাল। ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে সরাই মধ্যে অবস্থিতি।

কুশী

হোড়েল

২২ মাঘ, রবিবার, দ্বাদশী

হোড়েল হইতে ৪ ক্রোশ বনচারি গ্রাম, তথায় সোমড়া-নিবাসী কালীকুমার রায় পরমিটের দারগা, পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তথা হইতে ৫ ক্রোশ পরওল গ্রাম, ঐ গ্রামের বটতলা হইতে লাইন ডোরির নিবৃত্তি। পরে ক্ষুদ্র সহর, দোকান বাজার ভাল আছে। গ্রামে ভদ্র ভদ্র ব্যক্তিগণের বসতি আছে। রাস্তার ধারে সরাই। গ্রামের প্রান্তভাগে পাথরওয়ারি দেবীর মন্দির, ধর্ম্মশালা ও একটি ভাল বাগান আছে। বাড়ী মধ্যে অনেক নিম্ববৃক্ষ, উত্তরদিকে পুষ্করিণী, তিনদিক সানবান্ধা ঘাট, স্থান অতি সুশীতল। তথায় দিবায় আহার করিয়া সন্ধ্যায় পশ্চাৎ যাইয়া সরাইয়ে স্থিতি।

পরওল

২৩ মাঘ, সোমবার, ত্রয়োদশী

পরওল হইতে ৬ ক্রোশ: বল্লভগড়, ভরতপুরের রাজার রাজ্য। এই রাজ্য আপন দৌহিত্রকে দিয়া তাহাকে রাজা করেন। কেল্লা আছে, কেল্লামধ্যে রাজার বাটী এবং আপন রাজ্যরক্ষার সৈন্যগণ আছে। মাটীর কেল্লা, মুরচা, গম্বুজ সকলই আছে। মুরচাতে কামান রীতিমত আছে। যুদ্ধসজ্জা বাদ্য ইত্যাদি সকল আছে। কেল্লার কিছু দূরে রাজধানী, ক্ষুদ্র সহর, সব দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান অনেক জাতির বসতি আছে। এই সহর হইতে দিল্লী যাইবার নূতন রাস্তা রাজা তৈয়ার করিতেছেন। তথা হইতে ৬ ক্রোশ বালুকাময় পথ ফরিদাবাদ গ্রাম, তথায়

বল্লভগড়

অনেক বসতি, বাজারাদি ভাল আছে। বাদসাহী সরাই, পুরাণ সহর। ঐ গ্রাম হইয়া রেলরোডের ঝাণ্ডি গিয়াছে। ঐ গ্রামে বৃক্ষমূলে দিবাতে স্থিতি (ও) আহার। সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে স্থিতি।

ফরিদাবাদ

২৪ মাঘ, মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী

ফরিদাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ দিল্লী সহরের পুরাতন কেল্লা। তথা হইতে ৩ ক্রোশ কাবেলি-দরজা, ঐ দরজা হইতে ২ ক্রোশ সবজিমণ্ডি। সবজিমণ্ডির নিকট এক শেঠের নূতন শিবালয় তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতে শিবস্থাপনা হয় নাই; মন্দির এবং বাটী ভাল তৈয়ার করিয়াছে। অন্দর-বাহির, কাছারি, বৈঠক, বাগান, কূয়া (ও) ভাণ্ডারস্থান পৃথক্ পৃথক্ আছে। ঐ শিবালয়ের নিকট সরাই আছে। তথায় স্নানাদি করিয়া সকলে আহারের উদ্যোগে রহিল। আমি দিল্লীসহর দেখিবার জন্য কেল্লার মধ্যে আসিলাম। কাবেলি-দরজা হইয়া প্রবেশ করিয়া, সহরের ধারে ধারে যাইয়া, ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, বাদসাহের বাটীর নিকটে লালদীঘি দেখিয়া, বাদসার নিজকেল্লা দেখিতে ইচ্ছা হইল, যে কেল্লার মধ্যে বাদসাহের বাদসাহীর সকল সরঞ্জাম আছে, কিন্তু সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না; কারণ কখন দিল্লী সহরে আসি নাই এবং পথ-ঘাট, রীতি-ব্যবহার, হুকুম-কিমত কিছুই জানি না। বিশেষতঃ লাহোর-দরজা (ও) দিল্লী-দরজা, দুই দরজাতে দুই পল্টন কোম্পানি সিপাহী আছে। ইহাতে ভীত হইয়া গমন স্থগিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম

দিল্লী

যে, কি মতে দেখিব। পরে আপন মনে স্থির করিলাম যে, এখানে কেহ দেখিতে শুনিতে নাই, যদি কেহ কিছু কুভাষা বলে, কে শুনিবে? দেশস্থ কি পরিচিত কেহ সম্মুখে নাই, নিবারণ করিলে ফিরিয়া আসিব। এই স্থির করিয়া দিল্লী-দরজা দিয়া প্রথমদ্বার দ্বারপালদিগের সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিলাম; পরে দ্বিতীয়দ্বারে সিপাহীগণের গারদ, তথায় হাওলদার, সুবেদার (ও) জমাদার সকলে আছে। ঐ দ্বার প্রবেশ হইবার সময় একজন সিপাহী কহিল, "কি নিমিত্ত কোথা যাও?" আপন ভাষাতে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, "কেল্লার ভিতরে দেখিতে যাইতেছি।" তাহাতে, কহিল, "বিনানুমতিতে যাইতে পারিবে না।" শুনিয়া স্থগিত হইয়া পরে হাওয়ালদারের নিকট আসিয়া কহিলাম, "আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে দেশভ্রমণ জন্য আসিয়াছি; তাহাতে দিল্লীসহর, দিল্লীশ্বরের রাজধানী, ইহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত মনন হইয়াছে। যদি দেখিতে দাও, তবে দেখা হয়।" এইমত কহিতে দ্বার প্রবেশ করিতে দিলে ঐ দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া নহবৎখানা দিয়া বাজারসকল দেখিয়া যে দ্বার দিয়া দেওয়ান-আম যাইতে হয়, তথায় যাইতে ইচ্ছা হইল। সেই দ্বারে খোজাগণ দ্বারপাল আছে। তাহাদিগকে অনেক কহিয়া, তাহাদের একজনকে সঙ্গে লইয়া তক্ত ইত্যাদি কিছু কিছু দেখা হইল। দিবা-অবসান হইলে লাহোর-দরজা দিয়া কেল্লার বাহির হইয়া সহরপানার ভিতর আসিয়া পঞ্চক্রোশী সহরে সুশোভিত এবং জুম্মা মসজিদ ইত্যাদি মসজিদসকল এবং বাজারাদি অনেক আছে, তাহার মধ্যে প্রধান বত্রিশবাজার দেখিয়া লাহোর-দরজার রাস্তাতে সহর-নিবাসী ধনিগণ, বাইগণ (ও) হিন্দু-মুসলমান সকল গাড়ী পাল্কী ঘোড়া

হাতী উট ডুলি দোলা রথ বাহনেতে আরূঢ় হইয়া নগর ভ্রমণ করিতেছে এবং কোথাও নৃত্য, কোথাও গান, কোথাও বাদ্য, ইহা দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যাগতে সহর হইতে বাহির হইয়া শিবালয়ে যাইয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে সরাইয়ে শয়ন হইল।

২৫ মাঘ, বুধবার, অমাবস্যা

দিল্লীর নিকট তেলিআড়া হইতে ৬ ক্রোশ পড়াউ, তথা হইতে ৩ ক্রোশ পুজানিগ্রাম, পরে ৩ ক্রোশ রাইগ্রাম, পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) দোকান আছে; ঐ পড়াউ মধ্যে অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে আহারাদি করিয়া সরাই মধ্যে শয়ন।

২৬ মাঘ, বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ

রাই হইতে ৬ ক্রোশ রশৌনিগ্রাম, পরে ৫ ক্রোশ শাম-হানকি পড়াউ, থানা (ও) গুদাম আছে; পড়াউ মধ্যে আহারাদি করিয়া ঐ স্থানে স্থিতি।

২৭ মাঘ, শুক্রবার, দ্বিতীয়া

শামহালি হইতে ৭ ক্রোশ পাণিপথ সহর, সহরে মুসলমান ধনীর অনেক বসতি। রাস্তা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর সহর, সহরপানা মধ্যে বসতি দোকান নানামত আছে। জাঁতি উত্তম উত্তম হয়, নানামত কাজওয়ালা জাঁতি, পাথর (ও) আর্শি বনান আছে। আমীরলোকের ফরমাইশ হইলে বহুমূল্য প্রস্তর, মুক্তা (ও) আয়না বসাইয়া দেয় এবং অল্প মূল্যের সাদা আছে। সহর মধ্যে সরাই, রাস্তার উপর ডাকঘর, পড়াউ মধ্যে গুদাম, থানা (ও) তহশিলের কাছারি, ঐ স্থানে স্থিতি।

পাণিপথ।

২৮ মাঘ শনিবার, তৃতীয়া

পাণিপথ হইতে ৬ ক্রোশ মরহুদার পড়াউ, গুদাম.(ও) সরাই, থানা আছে, তথা হইতে ৬ ক্রোশ কর্ণাল সহর। সহরপানার মধ্যে, কুঠিওয়ালা এবং আর আর বহু মূল্যের দ্রব্যাদি ও ধাতু-দ্রব্য, বস্ত্রাদি, বিলাতী জিনিস, পক্কান্ন, মিষ্টান্ন, গন্ধদ্রব্যাদি (ও) ফলাদির দোকান সকল আছে। সহরপানার বাহিরে এক মসজিদ আছে, তাহাতে সন্ধ্যার পর নানাদ্রব্যাদির এবং মাংস-কাবাবাদির ভাল মত বাজার বৈসে। তথা নহবতের (ও) নাগারার বাস্ত মুহুর্মুহু হয়। অনেক ধনাঢ্য মুসলমান আছে, উত্তম উত্তম বাটী আছে। সহরের বাহিরে, প্রায় ১ ক্রোশ ছাউনী, গোরা-বারিক, মালদেওয়ানী (ও) পুলিশের কাছারি ইত্যাদি আছে। পড়াউ মধ্যে গাছের ছায়া আছে, তথায় আহারাদি করিয়া ডাকঘর ও সাহেবদিগের বাঙ্গালা (ও) বাগান দেখিয়া বাদসাহী সরাই মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

কর্ণাল

২৯ মাঘ রবিবার, চতুর্থী পরে পঞ্চমী

কর্ণাল হইতে ৬ ক্রোশ বটানার পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) সরাই আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ যাইয়া এক ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট পুষ্করিণীর ধার দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে মাঠ দিয়া পলাশ-গাছের বন হইয়া ৩ ক্রোশ যাইয়া থানেশ্বর সহর, যথায় কুরুক্ষেত্র তীর্থ। বেলা তৃতীয় প্রহর গতে পহুছান হয়। পঞ্জাবে ... ... বাটীতে থাকা হইল, তথা হইতে তীর্থসকল নিকট।

থানেশ্বর

কুরুক্ষেত্র চারিযুগের ধর্ম্মক্ষেত্র, এজন্য কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এইস্থানে স্থির হইয়া মহাভারত হয়, তাহা শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। কুরুক্ষেত্রের সকল ভূমি পরিক্রম করিলে ৮০ ক্রোশ পরিক্রম, ৩৬০ তীর্থ দর্শন, স্পর্শন (ও) স্নান। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমে ৪৮ তীর্থে স্নান-তর্পণ দর্শন, স্পর্শন (ও) শ্রাদ্ধাদি।

কুরুক্ষেত্র

লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান, তত্তীরে দানাদি, তীর্থশ্রাদ্ধ পরে অপগয়াতে শ্রাদ্ধ, থানেশ্বর, শিব-দুর্গা, কূপ, গুম্ফা (ও) পীঠদর্শন।

পঞ্চক্রোশ পরিক্রমের তীর্থসকল—ঔষশ (ঔশনস), পঞ্চবটী, বরুণ, অস্তিপুর (স্বস্তিপুর), অগ্নিপ্রাচী, ব্রহ্মযোনি, স্থানবট, রুদ্রকর, স্থানবটলিঙ্গ, অস্থানবট, চতুর্ম্মুখলিঙ্গ, চতুর্ম্মুখকুণ্ড, প্রাচীকুল, দুর্গা-কূপ, স্বর্গদ্বার, শুক্রতীর্থ, উত্তরবাহিনী কুবেরতীর্থ, বিহারতীর্থ, হৃদাকারচক্রতীর্থ, বদিরপ্রাচীতীর্থ (বদরিপাচন), ইন্দ্রতীর্থ, পরশুরাম-তীর্থ, যমুনাতীর্থ, একরাত্রতীর্থ, ক্ষীরকাবাসতীর্থ, মার্কণ্ডতীর্থ, প্রাচী-সোমতীর্থ, প্রাচীদধীচিতীর্থ, সরস্বতীতীর্থ, সুততীর্থ (সুতীর্থ), বৃদ্ধ-কন্যাতীর্থ, প্রাচীকোটীতীর্থ, গঙ্গাহ্রদিতীর্থ (গঙ্গাহ্রদ), পাবনতীর্থ, অমরাবতীতীর্থ, বাণগঙ্গাতীর্থ, আপগয়াতীর্থ, অনরকতীর্থ, ব্রহ্মকূপ-তীর্থ, মহেশ্বরকূপ, পার্ব্বতীকূপ, পদ্মনাভকূপ, লক্ষ্মীকুণ্ডতীর্থ, সর্ব্ব-দেবতীর্থ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, কুরুধ্বজ, সোমতীর্থ, সনহ্রদতীর্থ।

এই ৫৮ তীর্থ পঞ্চক্রোশ পরিক্রম মধ্যে, সকল তীর্থ উদ্ধার নাই। অন্য অন্য তীর্থ মুসলমানদিগের সময়ে এবং যুগ-পরিবর্ত্তনে লুপ্ত ছিল, পরে উদ্ধার হইয়া দীপ্তিমান আছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটী তীর্থ প্রকাশ আছেন, বাকী স্থানমাত্র চিহ্ন আছে।

থানেশ্বর শিবের পশ্চিম ২ ক্রোশ জ্যোতীশ্বর শিব আছেন, ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রক্ষোপরি যুদ্ধবিষয়ে বাদানুবাদ হয়, যাহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় ভগবদ্গীতা জন্মিয়াছে। তাহা অতি সুরম্য স্থান, এক্ষণে বন হইয়া আছে।

থানেশ্বরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৪ ক্রোশ চক্রব্যূহ, যথায় অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে বধ করে, ঐ ব্যূহের ইট ওজনে ২ মণ পর্য্যন্ত আছে; ইটে অঙ্গুলি চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে মুসলমানদিগের কেল্লা আছে। ইহার দক্ষিণে আধক্রোশ সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ড পুষ্করিণী, তাহাতে অধিক জল আছে, পশ্চিমদিকে পাকা ঘাটবান্ধা, ঐদিকে এক শিবালয় আছে, দক্ষিণদিকে এক বৈষ্ণব আছে, তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে।

চক্রব্যূহ

থানেশ্বর হইতে ১০ ক্রোশ পৃথূদক তীর্থ, সরস্বতী উত্তরবাহিনী বেগবতী। শ্যামকার্ত্তিক অর্থাৎ গণেশ ও কার্ত্তিকের দেবসেনা ও অগ্রদেব হইবার টীকা হয়। ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্মা সৃষ্টি-পত্তন করিয়া যোনিনিরূপণ স্থান। বশিষ্ঠ-প্রাচী ইত্যাদি তীর্থ সকল যমুনার তীরে আছে, অষ্টক্রোশ পরিক্রম।

পৃথদক

থানেশ্বর শিব কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসময়ে পাণ্ডবের শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের রক্ষার্থ দ্বারী ছিলেন। পঞ্চ পুত্র নিধনান্তর মহাদেব স্থাপিত রহিলেন। ঐ থানেশ্বরের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা ঘাট; পূর্ব্বদিকে গুরু নানকের গদি আছে, ঐ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সাধুদিগের স্থান এবং ঐ কুণ্ডের জল লইয়া অগ্নিসংস্কার

স্থানেশ্বর শিব

করিতে নিষেধ আছে। যদি কেহ ঐ জল লইয়া অগ্নি দ্বারা উষ্ণ করে তবে তাহার পাত্র সকল ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হয়। আর ঐ কুণ্ডের জল লইয়া যদি কেহ কর্ম্ম-উপলক্ষে ঘটপূর্ণ করিয়া ভাণ্ডার মধ্যে রাখে, তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। বহুকালের শিবমন্দির, সুরম্য স্থান।

ভীষ্মকুণ্ড

থানেশ্বর হইতে ভীষ্মকুণ্ড ২ ক্রোশ পশ্চিম। এই স্থানে ভীষ্মদেবের শরশয্যা হয়, ঐ স্থান জঙ্গল হইয়াছে, একই কুণ্ড আছে, তার তিন দিকে সানবান্ধা ঘাট আছে, দক্ষিণদিকে উচ্চস্থান, ঐ স্থানে ভীষ্মদেব শরেতে শয়ন করিয়াছিলেন। কুণ্ড মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, জল অল্প থাকে।

বাণগঙ্গা

বাণগঙ্গা উক্ত কুণ্ড হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ, ভীষ্মদেব শরশয্যা-সময়ে গঙ্গাজলপানের ইচ্ছা করাতে দুর্য্যোধন গঙ্গাজল আনয়ন জন্য ভৃত্যগণকে নিয়োজিত করেন। ইহা দেখিয়া ভীষ্মদেব অর্জ্জুনকে গঙ্গাজল জন্য কহিলে, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ গাণ্ডীবে বাণ জুড়িয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া, পৃথিবী হইতে পাতাল ভেদ করিয়া ভোগবতী গঙ্গার জল উত্থিত হয়, ঐ স্থান বাণগঙ্গা। এক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কূপ আছে, চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা, উত্তরদিকে এক বাবাজি আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে।

কর্ণখেড়া

কর্ণখেড়া—আপগয়ার নিকট এক উচ্চ স্থান আছে। তথায় মহাবীর কর্ণ প্রতিদিবস স্নান ও শত মণ স্বর্ণ দান করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। কুরুধ্বজতীর্থ—যে স্থলে কুরু-

নাভিতীর্থ

রাজ যজ্ঞ করিয়া ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, ইহাকে নাভিতীর্থ কহে, কুরুক্ষেত্রের নাভিস্থল জন্য (এই নাম)।

সনহ্রদ—যথায় দধীচি মুনি তপস্যা করিতেন। ঐ স্থানে ইন্দ্র তাঁহার অঙ্গের অস্থি যাচ্ঞা করেন। মুনিরাজ পরোপকার জন্য আপন দেহত্যাগ করিয়া দেবরাজকে বজ্র-নির্ম্মাণ জন্য অস্থি প্রদান করেন। পরে ঐ স্থানে কুরুপাণ্ডবের উভয় দলের সেনা ও সেনাপতিগণ সনহ্রদ তীর্থে স্নান-দান করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিতেন, এজন্য সৈন্যহ্রদবলে। উত্তম কুণ্ড, সানবান্ধা ঘাট, অনেক বৃক্ষচ্ছায়া আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ (ও) শিবমন্দির আছে, প্রতিদিবস অনেক ব্রাহ্মণ স্নান-পূজা-পাঠাদি করেন, সুশীতল সুরম্য-স্থান, শেঠদিগের এবং রাজা রণজিৎ সিংহের ঘাট আছে।

সনহ্রদ বা সৈন্যহ্রদ

লক্ষ্মীকুণ্ড—ইহার নাম কুরুক্ষেত্র তীর্থ, এই স্থানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের অশ্বগণকে জলপানকরণ জন্য সরোবর সৃজন করেন। বৃহৎ সরোবর, চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমে দুই ক্রোশ, জল অধিক, পদ্মবন আছে, উহার চতুর্দ্দিকে সানবান্ধা ঘাট; একজনের কৃত ঘাট নহে—অনেক দেশীয় রাজগণ এবং ধনাঢ্যগণে এক এক ঘাট বান্ধাইয়া দেওয়াতে চতুর্দ্দিকে ঘাট হইয়াছে। এই কুরুক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-লীলা সময়ে সূর্য্যগ্রহণে দ্বারকাপুরীর সকল বৈভবসহ পরিজনবর্গ সমভ্যারে কুরুক্ষেত্রে স্নানে আসিয়া ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে বাস করেন। ঐ স্থানে বৃন্দাবন-লীলার সাঙ্গোপাঙ্গসকল শ্রীরাধা নিজ সঙ্গিনীসহ আসিয়া কুরুক্ষেত্রে মিলন হয়। গ্রহণসময়ে মানসিক লীলাতে রাজসিক ব্যবহারে স্নান-দানাদি লক্ষ্মীসহ নারায়ণ মূর্ত্তিতে সম্পন্ন করেন, ঐ উত্তরদিকে গদি আছে। অতি মহাতীর্থ, স্নান-দানে সহস্র গুণ ফল, স্নান

লক্ষ্মীকুণ্ড

তর্পণে অনন্তফল, উত্তরদিকে তীর্থ শ্রাদ্ধ দানাদি করিতে হয়। কুণ্ডের মধ্যস্থলে শ্রবণনাথ গোসাঞি লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া মন্দির ও বাটী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এক শিব এবং কালীপ্রতিমা আছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে দ্বীপ হইয়াছে, ঐ দ্বীপ মধ্যে এই সকল দেবালয়, দেবালয়ে গমনাগমন জন্য সেতু বান্ধিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর দিয়া গমন করিতে হয়।

এই কুণ্ড হিন্দুদিগের মহাতীর্থ, ইহা আওরঙ্গজেব বাদসাহ জ্ঞাত হইয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাইয়া তীর্থলোপ করিবার জন্য নানামত চেষ্টা করিয়া শেষে ঐ কুণ্ডের উপর সেতু বান্ধিয়া দ্বীপ মধ্যে এক কেল্লা এবং মসজিদ তৈয়ার করে। কেল্লাতে সৈন্যগণ নিযুক্ত ছিল যে, এই তীর্থমধ্যে হিন্দু কেহ স্নান কি জলস্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ চৌকি পাহারা ছিল। বাদসাহের রাজ্য সময়ে কেহ তীর্থে স্নানাদি করিতে পারিত না। কতক দিবস গত হইলে দাক্ষিণাত্য পুনা-সেতারার রাজা অমৃতরায় ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়া স্নানার্থে থাকিয়া নানা কৌশল দ্বারা অধিক অর্থব্যয় করিয়া এক কলস জল আনাইয়া স্নান করিয়া আপন ইষ্ট-সাধনান্তর বিবেচনা করিলেন যে, এমন তীর্থ যদি বাদসাহ লোপ করিল, তবে হিন্দু হইয়া ইহার উপায় করিতে না পারিলে মিথ্যা প্রাণধারণ। ইহা ভাবিয়া কিছু দিনান্তে সসৈন্যে আসিয়া ঐ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া উক্ত তীর্থ জয় করিয়া আপনগণকে কেল্লাতে নিয়োজিত করিয়া তীর্থ মুক্ত করিয়া দেন; পরে ঐ রাজ্য শিখদিগকে অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। তদবধি রাজা রণজিতের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুরাজ্য ছিল, পরে ইংরাজ-বাহাদুরের রাজ্য হয়। এক্ষণে

তীর্থলোপের সম্ভাবনা না হইয়া বরং ক্রমে উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের তাবৎ মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে সকল স্থানে রক্তবর্ণ দেখা যায় না, উপরে সামান্ত মৃত্তিকার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; কেবল ভীষ্মদেব রচিত মৎস্যব্যূহ এবং সংসপ্তকের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং রক্তের গন্ধ উঠে। আর আর স্থানে বৃষ্টি-জল হইয়া পরিপূর্ণ হইলে ঐ জল রক্তের ন্যায় হয়। বরষা সময়ে কুরুক্ষেত্রের সকল ভূমি রক্তবর্ণ হয়। আমরা এই তীর্থে যৎকালীন ছিলাম, তাহার মধ্যে এক দিবস বৃষ্টি হয়, তাহার পর আমরা চক্রব্যূহ দেখিতে যাই। পথিমধ্যে যে যে স্থানে বৃষ্টিজল বদ্ধ আছে, তাহা বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইল, রক্তের ন্যায় জল, মৃত্তিকার নীচে রক্তবর্ণ, ইহাতে বোধ হয় অধিক বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ হইলে সকল লাল জল হয়।

কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা

অস্থিপুরা নামে যে তীর্থ আছে, তাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে যত ব্যক্তি হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া যে স্থানে সৎকারাদি করেন এবং কুরুকুল-বধূগণ যথায় সহমৃতা হন, সেই স্থান দ্বীপ হইয়া আছে।

অস্থিপুরা

হ্রদাকার চক্রতীর্থ—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বলদেবের বাক্যানুসারে পূর্ব্বস্বীকৃতমত শ্রীকৃষ্ণ উভয় দল সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন অস্ত্র সুদর্শন এই স্থানে রাখিলেন। এই স্থানে সরস্বতী

চক্রতীর্থ

পশ্চিমবাহিনী। দুর্য্যোধন-টিলার দক্ষিণ যথায় রাজা দুর্য্যোধনের শিবির ছিল, তাহার সম্মুখে—দক্ষিণদিকে এক্ষণে ঐ চক্রতীর্থ। একটি ছোট মঞ্চ আছে, সকলে শবদাহ করে। সরস্বতী জলহীনা।

ইন্দ্রতীর্থ—এই স্থানে সরস্বতী উত্তরবাহিনী, পূর্ব্বদিকে সানবান্ধা ঘাট আছে। ইন্দ্ররাজ গুরুপত্নী হরণ করিয়া গৌতম-শাপে ভগাঙ্গ হইয়া এই স্থানে তপস্যা করিয়া সহস্রলোচন হন।

ইন্দ্রতীর্থ

বশিষ্ঠপ্রাচী—বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করেন এই স্থানে, সুরভি জন্ম বিশ্বামিত্র সহিত বশিষ্ঠের বিবাদ হওয়াতে বলপূর্ব্বক গাভী লইয়া যাওয়াতে বশিষ্ঠ-পুত্রগণ সহিত যুদ্ধ করিয়া মুনি-পুত্রগণ হত হন। এই তীর্থে এক কূপ আছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ পাকাবান্ধা।

বশিষ্ঠপ্রাচী

রুদ্রকূপ—মহাদেবের তপঃ-স্থান। রুদ্রকূপ মহাদেবের তপ-জন্য কুণ্ড পুষ্করিণীর আকৃতি, পূর্ব্বদিকে বাঁধাঘাট, ঐ ঘাটের উপরে গোকর্ণেশ্বর শিব আছেন, এক ব্রহ্মচারী থাকেন।

রুদ্রকূপ

দুর্গাকূপ—এস্থলে ভগবতীর গুল্ফদেশ পতিত হয়, ইহার নাম গুল্ফপীঠ, ভদ্রকালী দেবী, থানেশ্বর ভৈরব। পূর্ব্বে যে ভদ্রকালী দেবী ছিলেন, তিনি মগ্ন আছেন। এক্ষণে ঐ স্থানে এক সিদ্ধ-সাধু ছিলেন, তাঁহার কৃত ভদ্রকালী প্রতিমা তাঁহার সমাধির উপরে স্থাপিত আছেন, কুরুক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। ভদ্রকালীর যখন পূজা করিতে হয়, তখন ঐ কূপের পূজা দর্শন পরিক্রম মনন ফলবাঞ্ছা করিতে হয়।

দুর্গাকূপ

এই কূপের উত্তরদিকে যে কুণ্ড আছে, তাহার নাম দুর্গাকুণ্ড। চতুর্দ্দিকে ঘাটবাঁধা। এই কুণ্ডে স্নান, জলে দেবীপুজা।

কুবের-তীর্থ—যথায় কুবের তপস্যা করেন, এক কুণ্ড আছে, চতুর্দ্দিকে বাঁধাঘাট, অশ্বত্থবৃক্ষাদি আছে। এস্থানে গোকুলস্থ গোস্বামী-আচার্য্য প্রভুর যেমত সর্ব্বতীর্থে গদি আছে, সেইমত গদি আছে।

কুবেরতীর্থ

বিহারতীর্থ—এইস্থানে হর-পার্ব্বতী বিহার করেন, অতি সুরম্য-স্থান, যমুনার তীরে ঘাট পাকা বাঁধা আছে। ঐ বিহারবন মধ্যে কুরুক্ষেত্রের রাজার সমাধি আছে। ঐ বন এক্ষণে বহু দূর পর্য্যন্ত (বিস্তৃত)। আম্রগাছের বাগান আছে।

বিহারতীর্থ

দ্বৈপায়ন-হ্রদ—যথায় ব্যাসদেব তপস্যা করিতেন, কুরুক্ষেত্র-তীর্থ হইতে ষোল ক্রোশ। এই স্থানে দুর্য্যোধন পলাইয়া লুকাইয়া থাকেন। এক্ষণে বন-মধ্যে এক পুষ্করিণীর আকৃতি আছে।

দ্বৈপায়ন-হ্রদ

এই মত তীর্থ সকল স্থানে স্থানে আছে, ইহার মাহাত্ম্য মহা-ভারতে এবং কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে আছে।

থানেশ্বর সহর—এ সহর প্রায় দুই ক্রোশ, ইহার মধ্যে নানা দেশীয় মহাজনগণের বাণিজ্য ছিল, সহরের উত্তম রাস্তা, মাটী নাই, সকল পথ ইটে খাদরিগাঁথা—নর্দ্দামা পর্য্যন্ত। দোকান অনেক, রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকানের শোভা ছিল। এই সহরের ভিতর দিয়া পঞ্জাব ইত্যাদি সকল দেশে গমনাগমনের পথ ছিল। মাল-দেওয়ানী পুলিশ ইত্যাদির কাছারি, ডাকঘর, সরাই, ডাক্তারখানা ছিল। এক্ষণে পিপলি

থানেশ্বর সহর

হইয়া নূতন রাস্তা হওয়াতে থানেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ অন্তর হয়। লোকের গতায়াত অল্প। যাহারা কুরুক্ষেত্রে তীর্থজন্য গমন করে, তাহারা ঐ স্থানে থাকে, এজন্য সহর ভঙ্গিয়ান হইয়াছে। কেবল থানা, ডাক্তারখানা, ব্রাঞ্চ-ডাকঘর আর ঐ সকল দোকান ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সেকচিল্লির কেল্লাবাড়ী সহর মধ্যে আছে, পাণ্ডাদিগের বাটী চতুর্দ্দিকে আছে, উত্তরদিকে অধিক বসতি। সহর মধ্যে ভাল ভাল বাড়ী সকল আছে, পায়খানা আলাহিদা নাই, ছাতে পায়খানা।

৩০ মাঘ, সোমবার, ষষ্ঠী

কুরুক্ষেত্রতীর্থ লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি, তীর্থশ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীনারায়ণ, থানেশ্বর, শিব-দুর্গাকূপ, ভদ্রকালী দর্শন, ব্রাহ্মণ ও কুমারী-ভোজন।

১ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, সপ্তমী

সনহ্রদ তীর্থে স্নান-তর্পণাদি, তীর্থে ভ্রমণ।

২ ফাল্গুন, বুধবার, অষ্টমী

থানেশ্বর-কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি ও শিবদর্শন।

ভীষ্মাষ্টমী—ভীষ্মকুণ্ডে স্নান (ও) ভীষ্ম-তর্পণ। কুণ্ডে জল অধিক নাই, ঐ কুণ্ডের উপরে এক মূর্ত্তি আছে।

৩ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, নবমী

লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণ, চক্রব্যূহ দর্শনার্থ গমন, সূর্য্যকুণ্ডে স্নান-তর্পণ।

৪ ফাল্গুন, শুক্রবার, দশমী

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার্থ গমন, কুরুধ্বজ হইতে আরম্ভ করিয়া থানেশ্বর-শিব দর্শন। থানবটকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি, দশতীর্থ দর্শন স্পর্শন স্নান মার্জ্জন তর্পণাদি করিয়া বাসায় গমন। বৈকালে অন্যান্য দেবতা-দর্শন ও নগর-ভ্রমণ।

৫ ফাল্গুন, শনিবার, একাদশী

পঞ্চক্রোশী পরিক্রম। চতুর্ম্মুখ তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গ-দ্বার পর্য্যন্ত পরিক্রম, স্বর্গদ্বারে স্নান-তর্পন করিয়া বাসাতে গমন (ও) অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ।

৬ ফাল্গুন, রবিবার, দ্বাদশী

পরিক্রম।

৭ ফাল্গুন, সোমবার, ত্রয়োদশী

তীর্থে থাকিয়া তীর্থ-পরিক্রম, থানেশ্বর দর্শন (ও) পূজন।

৮ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী

কুরুক্ষেত্র-তীর্থে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ব্রহ্মকূপ, মহেশ্বরকূপ, পার্ব্বতীকূপ, পদ্মনাভকূপ ইত্যাদি দর্শন করিয়া অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ এবং সেকচিল্লির কেল্লা এবং বাটী দেখিতে গমন। ঐ কেল্লা-মধ্যে অনেক মুসলমানের বসতি। এক্ষণে ঐ স্থানে তহশীলদারের কাছারি আছে। সহর হইতে অনেক উচ্চে কেল্লা, কেল্লামধ্যে দুই স্তম্ভ আছে, অধিক উচ্চ, স্তম্ভেতে মিনার কর্ম্ম এবং আর আর ভাল পাথরের কর্ম্ম ছিল, এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। ঐ স্তম্ভের উপর উঠিলে কুরুক্ষেত্রের সকল অংশ দৃষ্ট হয়।

৯ ফাল্গুন, বুধবার, পূর্ণিমা

বাণগঙ্গা, কর্ণখেড়া, আপগ্না, ফল্গু ইত্যাদি তীর্থ সকল দর্শন স্পর্শন। বাণগঙ্গা মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে পাকা সানবান্ধা ঘাট, ঐ ঘাটের পৈঠা পর্য্যন্ত ভরাট হইয়াছে, অতি অল্প জল আছে, কুণ্ডের পশ্চিমদিক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তথায় মার্জ্জন স্নানাদি করিয়া যথায় কর্ণখেড়া অর্থাৎ কর্ণ দানাদি করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেন, তাহা দর্শন করিয়া, ঐ টিলামধ্যে বৃহৎ বৃহৎ সর্প আছে এবং ঐ টিলাতে বৃষ্টি জল হইলে কেহ কেহ টাকা ইত্যাদি পাইয়া থাকে, প্রায় সর্ব্বদা পায়। আপগায় এক কূপ আছে, তথায় পিণ্ডদান করিতে হয়, ঐ কুণ্ডে পিণ্ডদান, তথা হইতে দুই ক্রোশ ফল্গুতীর্থ দর্শনাদি করিয়া কুরুক্ষেত্রতীর্থ, লক্ষ্মীকুণ্ড পরিক্রম করিয়া ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি পরে শ্রবণনাথ-স্থাপিত লক্ষ্মী-নারায়ণ, নর্ম্মদেশ্বর শিব (ও) মহিষমর্দ্দিনী দর্শন করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের গদি দর্শন, অন্দর মধ্যে দশভুজামূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাসাতে আসিয়া আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে থানেশ্বর দর্শন, নগর পরিক্রম, লক্ষ্মীকুণ্ডের দক্ষিণে এক সাধুকৃত নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন, (তাঁহার) অতি উত্তম মন্দির।

১০ ফাল্গুন

কুরুক্ষেত্রের লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আহারান্তে তথা হইতে ৩ ক্রোশ পিপলি। ঐ স্থানে মাজিষ্টর, জজ,

পিপলি

কলেক্টর (ও) কমিশনরের কাছারি এবং রাস্তার উপর ডাকঘর আছে। ঐ স্থানে পড়াউ, সরাই, থানা, তহশীলদারের কাছারি (ও) রসদের জন্য

কোম্পানীর গুদাম আছে। সরাই ছোট, ইহাতে মনুষ্যগণের থাকিবার কষ্ট, এজন্ত কোতোয়াল্ নূতন আর এক সরাই তৈয়ার করাইতেছে। পড়াউতে ছায়া মাত্র নাই। রাত্রে ঐ পড়াউ মধ্যে স্থিতি।

১১ ফাল্গুন

পিপলি হইতে ৭ ক্রোশ তেওড়া, তুই বাঙ্গালা এবং থানা আছে। পরে ৩ ক্রোশ সাহাবাদের পড়াউ, গুদাম, থানা, তহশীলের কাছারি (ও) সরাই আছে। ক্ষুদ্র সহর; দিবাতে পড়াউ মধ্যে বৃক্ষমূলে আহারাদি বিশ্রাম, সন্ধ্যার সময় সরাই মধ্যে শয়ন।

সাহাবাদ

১২ ফাল্গুন

সাহাবাদ হইতে ২ ক্রোশ মার্কণ্ডের রেতি, তাহার পর ৬ ক্রোশ টগরিনদী, পরে ৩ ক্রোশ বাণগঙ্গা, পরে অম্বালার ছাউনী, লালকুরতির বাজার, সদর বাজার, এই সকল বাজারে ইংরাজদিগের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, বিলাতী দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, পরে প্যারেডের মাঠ, সৈন্তদিগের যুদ্ধশিক্ষা হইতেছে। এক্ষণে এই ছাউনীতে কালা সিপাহী তিন পল্টন আছে।

অম্বালার ছাউনী

সুশিক্ষিত এক পল্টন শিখসৈন্ত আছে, তিন পল্টন শিক্ষা করিতেছে। এই সকল দপ্তরখানা ছাউনীর মধ্যে। ইহার পশ্চিম ৩ ক্রোশ অম্বালা সহর। সহরের পূর্ব্বদিকে এক পুষ্করিণী আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে পাকা ঘাট বাঁধা। স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট নিম্ববৃক্ষ

অম্বালা সহর

আছে এবং শিবালয় আছে, দুই ভাল কুয়া আছে, ঐ পুষ্করিণীর নিকট দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে এক ক্ষত্রির একটি ছোট বাটী আছে, ঐ বাটীতে দিবায় আহারাদি করিয়া রাত্রে সহরে সরাই মধ্যে থাকা হয়, কিন্তু জলকষ্ট। সহর উত্তম, অনেক দোকান এবং নানামত খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও বেসাতি, পিতল, কাঁসা, রূপা, সোণা, পশমিনা ইত্যাদি ভাল ভাল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

১৩ ফাল্গুন

অম্বালা হইতে ২ ক্রোশ কাগানদী, পরে ২ ক্রোশ মগনের সরাই এবং পড়াউ গুদাম খানা দোকান আছে। সরাই ভগ্ন হইয়াছে। পরে ৬ ক্রোশ রাজপুরা গ্রাম এবং সরাই, ঐ সরাই মধ্যে পেটেলা বাজার, কয়েদীগণ থাকে, তাহার দারগা, মুন্সী ও জমাদারদিগের কাছারি এবং গারদ পশ্চিমদিকের ফটকে আছে। সরাইয়ের উত্তরদিকে এক বাগান কলমের চারাতে তৈয়ার করিতেছে। ঐ সকল বন্দিগণের দ্বারা বাড়ী, বাগান (ও) এক বাড়ী তৈয়ার হইতেছে। দক্ষিণদিকে এক আম্রবাগান আছে, ঐ বাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে বাস।

রাজপুরা

১৪ ফাল্গুন

রাজপুরা হইতে যেলোরা ৪ ক্রোশ, পরে পাতড়াশির সরাই ২ ক্রোশ, তথা হইতে ৬ ক্রোশ সরেন্দা—ক্ষুদ্রসহর, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, অনেক মহাজন লোকের এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেণিয়া ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির বসতি ও দোকান আছে। সহর মধ্যে এক

সরহিন্দ বা সরেন্দা

প্রাচীন শিব আছেন, তাহাতে গোসাঞি আছেন, নর্ম্মদেশ্বর শিবমন্দির, বাটী ও বাগান উত্তম, তিন প্রস্থ বাটী, নির্ব্বাণী-সম্প্রদায়ের গদি। গোসাঞি সিদ্ধব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি-সেবা। নর্ম্মদেশ্বর শিব, দশবাহু শিব। মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি, গণেশ ইত্যাদি দেবসেবা (ও) সদাব্রত আছে। এক্ষণে যে গোসাঞি গদিতে আছেন, সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি, সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইঁহার গুরুর গদিতে এক পাদুকা আছে, ঐ বাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যায় পুরাণ সরাই মধ্যে (অবস্থান)।

১৫ ফাল্গুন

সরেন্দা হইতে ৮ ক্রোশ খন্নের সরাই, মূতন. তারওয়ালা-রাস্তা। পড়াউ, গুদাম, থানা, তহশীলদারের কাছারি (ও) সরাই আছে। পরে ৭ ক্রোশ আসিয়া লস্করের সরাই, রাস্তার উপর থানা এবং তিন দোকান আছে। রাস্তার দক্ষিণ ॥• ক্রোশ যাইয়া লস্করের সরাই, ঐ সরাইয়ের নিকট বৃক্ষমূলে আহারাদি। সন্ধ্যার পর সরাই মধ্যে (অবস্থান)।

লস্করের সরাই

১৬ ফাল্গুন

লস্করের সরাই হইতে ৪ ক্রোশ দূর হাই পড়াউ। গুদাম থানা তহশীলদারের কাছারি সরাই আছে। তথা হইতে ৯ ক্রোশ আসিয়া লুধিয়ানার পড়াউ। লুধিয়ানা সহর উত্তম (স্থান), শ্রেণী-মত দোকান সকল আছে। প্রায় দুই ক্রোশ সহর। পশমিনা বস্ত্রাদি এবং উর্ণা-বস্ত্রাদি নানামত জন্মিতেছে। সহরের রাস্তা প্রশস্ত, দুই পার্শ্বে

লুধিয়ানা

দোকান, যে দ্রব্য যে পটীতে আছে, তাহার সকল দোকান এক শ্রেণীতে আছে, চকবন্দী সহর স্থাপিত। পশম যাহাতে শাল জন্মে, উলা যাহাতে লুই জন্মে, তাহার বিক্রয় হইতেছে। পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি অনেক মত পাওয়া যায়। এক পুরাণ কেল্লা আছে, ছোট কেল্লা, কিন্তু মজবুদ, নদীতীরে কেল্লা। ঐখানে পুল আছে। যে পড়াউ আছে তাহার সম্মুখে নূতন সরাই, তহশীলের কাছারি (ও) থানা আছে। ঐ পড়াউ নিকটে যথায় মাজিষ্টরের নূতন কাছারি, তৈয়ার হইতেছে, তাহার সম্মুখে অশ্বত্থমূলে আহারাদি করিয়া সহর ভ্রমণ, জজ-মাজিষ্টর-কালেক্টরী-কাছারী, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদিতে ভ্রমণ করিয়া সরাই মধ্যে রাত্রে স্থিতি।

১৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

লুধিয়ানা হইতে ৪ ক্রোশ সত্‌লেজ নদী, নদীর তীরে হল, একটী টেলিগ্রাফের ঘর আছে, তাহার ভিতর হইতে তার নদীর ভিতরে জল দিয়া চালাইয়াছে। ঐ ঘর হইতে পারঘাটা ৷৷• ক্রোশ, তথায় নৌকার পুল আছে, ৪৮ খানা কাচ্ছা নৌকাতে প্রথম পুল, তাহার পর কিঞ্চিৎ চড়া আছে, তাহার পর ১• খানা নৌকার পুল, তৎপরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ চড়াতে যাইয়া ১৮ খানা নৌকার পুল, তাহার পর কতক চড়া ভুমি যাইয়া ১২ খানা নৌকাতে পুল, ঐই মত চারি থাক নৌকার পুল পার হইতে ১ ক্রোশ নদীর প্রশস্ত হয়, তৎপরে প্রায় ১ ক্রোশ বালুকাময় ভুমি যাইয়া ফোলবেরী—রাজা রণজিৎসিংহের পঞ্জাব-রাজ্যের প্রথম

সত্‌লেজ নদী

দুর্গ। ঐ স্থানে যে কেল্লা আছে, অধিক বৃহৎ নহে, কিন্তু অতিশয় মজবুদ, আটকোণ কেল্লা, খাই অনেক গভীর এবং প্রশস্ত, চতুর্দ্দিকে মাঠ আছে, মধ্যে মধ্যে সৈন্ত এবং সেনাপতি-দিগের স্থান আছে। এক্ষণে ঐ কেল্লা মধ্যে অধিক সৈন্ত নাই, কেবল রক্ষার জন্ত কিছু পদাতি তোপ মেগাজিন আছে। কেল্লার পর ॥৹ ক্রোশ সহর, দোকান ও হিন্দু-মুসলমানের বসতি আছে। ক্ষুদ্র সহর, পরে ২ ক্রোশ যাইয়া ছাউনি, প্যারেডের মাঠ, সাহেবদিগের বাঙ্গলা, পড়াউ গুদাম থানা সরাই আছে, তথা হইতে ১০ ক্রোশ ফাগুওয়াড়া। ফাগুওয়াড়া সহর রাস্তা হইতে ॥৹ ক্রোশ, তথায় হিন্দু মুসলমান্ নানা জাতির অনেক বসতি এবং তাবৎ দ্রব্যাদির দোকান আছে। রাস্তার নিকট এক পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে ইটের পাকা গাঁথনী, পশ্চিমদিকে ডাকঘর এবং দোকান আছে এবং অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়া চতুষ্পার্শ্বে আছে। ঐ পুষ্করিণীর উত্তরদিকে-এক সাধু আছেন। ১২ বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন। উত্তরপূর্ব্ব-কোণে শিবালয় এবং সাধুদিগের থাকিবার আখড়া, পূর্ব্বদিকে (ও) দক্ষিণে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষেত্রির বসতি। যে সাধু ১২ বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মাতা, পিতা, স্ত্রী এবং এক পুত্র আছে. ঐ গ্রামে বাস, জাতিতে গৌড়-ব্রাহ্মণ, বয়স ৩০ বৎসর মধ্যে, দেখিতে সুন্দর, নখ-চুল আছে, পুষ্করিণী-তীরে এক গুফার ন্যায় মন্দির আছে, ঐ মন্দির-মধ্যে দিবারাত্র দাণ্ডাইয়া আপন ইষ্ট-সাধন করিতেছেন। দিবাতে একবার বাহির হইয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ গুফাতে সর্ব্বদাই দ্বার রুদ্ধ থাকে, এক গবাক্ষ আছে, তাহাতে দর্শনাদি হয়, কিন্তু যদি মন হয়, তবে গবাক্ষ মুক্ত থাকে,

ফাগুওয়াড়া

নচেৎ বস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ রাখেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, মৌনব্রতের ন্যায়, আহার ক্রমে স্বল্প করিয়া, এক্ষণে কেবল এক পোয়া দুগ্ধ কিঞ্চিৎ বাতাসা (মাত্র), দেহ কৃশ হয় নাই। গুফার সম্মুখে বসিবার স্থান আছে, ঐ স্থানে বসিয়া পণ্ডিতগণ পুরাণপাঠ (ও) ভগবৎ-প্রসঙ্গ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, সাধুর স্ত্রী পুত্র প্রাতে একবার আইসে, তাহাদিগকে একবার দৃষ্টি মাত্র। মাতা দুইবার আইসেন, দেখিয়া প্রণাম। ঐ সাধু-দর্শনার্থে ৪ চারি সময় গিয়াছিলাম। গুফার গবাক্ষ-দ্বার মুক্ত করিলেন না, অনেক দূর হইতে সাধুগণ গৃহিগণ দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন, কেহ দর্শন পাইলেন না, আমরা দিবাতে ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে অশ্বথ-মূলে আহার করিয়া সন্ধ্যার পর সাধু-দর্শনান্তর সরাইতে গমন করিয়া রাত্রে সরাইয়ে স্থিতি হইল।

১৮ ফাল্গুন

ফাগুওয়াড়া হইতে কিছু দূর গ্রামের প্রান্তে যাইয়া এক বাগান আছে, ঐ বাগানের পার্শ্ব হইয়া দুই রাস্তা, পশ্চিমমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ তারওয়ালা রাস্তা জলন্ধর সহর যাইবার, উত্তরমুখে যে রাস্তা হুশিয়ারপুর যাইবার কাঁচাপথ। উক্ত বাগান হইতে ৫ পাঁচক্রোশ ওঝা নদী, পরে ৪ ক্রোশ রেহালা গ্রাম, ঐ গ্রামে অনেক বৃক্ষাদি, থানা এবং জোলা-তাঁতিদিগের বাস, ডাক-বদলের কাহারদিগের চৌকী আছে, তথা হইতে ৩ ক্রোশ হরেলা গ্রাম, ঐ গ্রামের মধ্যে এক বটবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট এক খানি ঘর গ্রামবাসী লোকেরা তৈয়ার করিয়াছে, ঐ বৃক্ষতলে গ্রামের সকল মনুষ্যের বিশ্রাম হয়। এক ভাল

হরেলা

কুয়া আছে। উক্ত গ্রামে রাজপুত ও বেণিয়ার অনেক বসতি ছিল। রাজপুতগণ বাদসাহার সহিত যুদ্ধ করাতে তাহাদিগকে পরাভব করিয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছে। গ্রামশুদ্ধ মুসলমান, কেবল বেণিয়াগণ হিন্দু আছে। ঐ গ্রামের মধ্যে বটবৃক্ষতলে আহারাদি করিয়া বাবলাতলাতে রাত্রে শয়ন। গ্রাম-মধ্যে দোকান আছে, চাউল দাল আটা ঘৃত পাওয়া যায়, গুড় উৎকৃষ্ট।

১৯ ফাল্গুন, শনিবার, নবমী

হরেলা হইতে ৪ ক্রোশ হুশিয়ারপুরের ছাউনী, তথায় ছাউনীর বাজার আছে। এ ছাউনীতে কালাপল্টন থাকে, তিন পল্টন থাকে। সাহেবদিগের বাঙ্গালা আছে। ঐ ছাউনী মধ্যে শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায় আছেন। অতি সৎব্যক্তি, তাঁহার বাসা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ডাকঘর, তাহার পর ৩ ক্রোশ হুশিয়ারপুরের সহর, তথায় মাজিষ্টরের কাছারি আছে। সহর ভাঙ্গন নদীর ধার। সহর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের অনেক বসতি। মুসলমানের (মধ্যে) অনেক ধনী আছে। সহর প্রাচীন, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সকলই পাওয়া যায়। কাষ্ঠের কৌটা ইত্যাদি রঙ্গিন জিনিস (ও) পিতলের ওদনা ভাল পাওয়া যায়। দিবাতে সহর মধ্যে না থাকিয়া সহরের ॥ ক্রোশ অন্তরে বাহাদুরপুর নামে এক গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু নানকের এক গদি আছে। ঐ গ্রাম গুরু নানকের সদাব্রতের খরচার্থে আছে। গ্রামে ফটকবন্দ সহর-পানা আছে, দোকান বাজার আছে। দিবাতে ঐ গ্রামের বটবৃক্ষ-মূলে আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে, এমত সময় ঢাকুরিয়ানিবাসী

হুশিয়ারপুর

শ্রীযুত দিননাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্বে আলাপ ছিল, অতি সজ্জন, সহর মধ্যে তাঁহার বাসা। আপন বাসার নিকট এক বাটী ভাড়া করিয়া দিয়া ঐ বাটীতে বাহাদুরপুর হইতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীতে আসা।

২০ ফাল্গুন, রবিবার, দশমী

হুশিয়ারপুরে থাকিয়া সহর ভ্রমণ (ও) জোয়ালাজি (জ্বালামুখী) গমনের উদ্যোগ।

২১ ফাল্গুন, সোমবার, একাদশী

হুশিয়ারপুর হইতে ভাঙ্গা নদী পার হইয়া ১ ক্রোশ আসিয়া মুখ, ঐ থানে এক চটি আছে, তথা হইতে পাহাড়ের সূত্র। তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া ঘাট, তথায় এক কূয়া আছে। পরে ৪ ক্রোশ নারে—৩ হট্টি আছে, তথায় স্নানাদি করিয়া ২ ক্রোশ পর্ব্বত চড়াই করিয়া এক বটবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষমূলে বসিলে মন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া শরীর সুশীতল হয়। পরে ১ ক্রোশ এক কূয়া আছে, তাহার পর ১ ক্রোশ বোটাগ্রাম, ২০ হট্টি আছে, এক কূঁয়া আছে, ৭০ হাতের নীচে জল। এক পুষ্করিণী আছে, জল ভাল নহে। ঐ দিবস বোটাতে দোকানে স্থিতি।

বোটা

২২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, দ্বাদশী

বোটা হইতে ৪ ক্রোশ আমবাগ নামে গ্রাম, রাজা উমেদ সিংহের রাজ্য ছিল। ঐ থানে থানা এবং তহশীলদারের কাছারি আছে। ক্ষুদ্র সহর, এক অতি সুরম্য বাগান আছে, তাহাতে নানামত পুষ্প এবং

আমবাগ

উত্তম উত্তম ফলের গাছ আছে। পশ্চিম-উত্তর দেশের মধ্যে কণ্টকীফলের বৃক্ষ প্রায় নাই, যদিও কোথাও গাছ আছে ফল হয় না। (কিন্তু) উক্ত বাগানে ফল হইয়া বৃক্ষ-শোভিত আছে। ঐ স্থানে উমেদ সিংহের সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যুদ্ধ হয়। তথা হইতে ৮ ক্রোশ রাজপুরা গ্রাম, পাহাড় মধ্যে বসতি আছে, রাজা উমেদ সিংহের কেল্লা ও বাটী এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিগণের বসতি। পর্ব্বতের শিরোভাগে সম্মুখে এক পর্ব্বত আছে। তাহার উপর ২৪ বাহুবিশিষ্টা মহিষমর্দ্দিনী দেবী আছেন। ঐ রাজপুরাতে ৫ হট্টি আছে, তথায় ঐ দিবস স্থিতি। ঝরণার জল, রুড়ির পথ—পাহাড়ের খড়ে খড়ে পথ। উমেদ সিংহ সপরিবারে আলমোড়ার পাহাড়ে বন্দী আছেন, মাসিক ৪০০ শত টাকা মাসহারা।

রাজপুরা

২৩ ফাল্গুন, বুধবার, চতুর্দ্দশী—শিবরাত্রি

রাজপুরা হইতে ৪ ক্রোশ কুলুকী হট্টি, পরে ২ ক্রোশ আসিয়া গরণিগ্রাম, অনেক বসতি (ও) হট্টি আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া চম্পার ৫ হট্টি, পরে ১৷৷০ ক্রোশ ব্যাসানদী (ও) চম্পাগ্রাম। ঐ চম্পার ঘাট নৌকাতে পার হইয়া ব্যাসগঙ্গাতে স্নান-তর্পণ। চম্পার ঘাট হইতে পূর্ব্বমুখে ২ ক্রোশ কালেশ্বর শিব দর্শন, পরে নদী পার হইতে হয়। পরে পার হইয়া ৪ হট্টি আছে, তথা হইতে ৪ ক্রোশ আসিয়া এক বটবৃক্ষ আছে, তাহার মূল প্রস্তরে বাঁধা, ঐ স্থানে সন্ন্যাসীদিগের এক মঠ আছে। ঐ অবধি জ্বালামুখী কহে। পরে ১ ক্রোশ

চম্পা

গেলে জোয়ালাজির ভবন। ইতোমধ্যে রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল, ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে রাস্তার চড়াই, তন্মধ্যে দোকান সকল সহরের ন্যায় বসতি, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত ১ ক্রোশ উচ্চ উঠিতে হয়, কিন্তু এমন কৌশলে রাস্তার ধাপবন্দী আছে, কিছু জানা যায় না। মহাদেবীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতের উপর পাণ্ডাদিগের বসতি।

এই স্থানে জালন্ধরপীঠ—ভগবতীর জিহ্বা পতিত হয়, জোয়ালাদেবী নাম, উন্মত্ত-ভৈরব রক্ষক।

মহাদেবীর মন্দির পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, মন্দির দক্ষিণদ্বারী, মহারাজ রণজিৎসিংহ-কৃত স্বর্ণমণ্ডিত চতুর্দ্দিকে কলস আছে, তাহার উপরে স্বর্ণের ছত্র আছে, সম্মুখে দুই স্বর্ণমণ্ডিত ব্যাঘ্র আছে।

জ্বালাদেবীর মন্দির

মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর দুই জ্যোতি কখনও প্রকট কখন অপ্রকট থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে সকলে পূজা-হোম করে, ঐ জোতি হইতে অগ্নি জ্বালিত করিয়া লইতে হয়, অন্য অগ্নি স্থাপিত হয় না।

মন্দিরের উত্তরদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে যে জ্যোতি আছে ঐ জ্যোতি আদি, এ জন্য ঐ স্থানে দেওয়ালে গহ্বর করিয়া সিংহাসন আছে। উক্ত সিংহাসন রূপায় মণ্ডিত—দেবীর প্রধান গদি। জোয়ালাদেবীর পূজা-পুষ্পাঞ্জলি ঐ সিংহাসনে জ্যোতির সম্মুখে হয়, উহার পশ্চিমে দেবীর ভাণ্ডারের সাজাই কলসী থাকে। মহাদেবীর গদিতে অর্থাৎ সিংহাসনের উপর প্রণামী ভেট যে কেহ

দেয়, তাহা ঐ সাজাই কলস মধ্যে থাকে। মহাদেবীর সরকারের এক চাপরাশি ঐ ভাণ্ডার-কলসের এবং মন্দিরের রক্ষক আছে। ঐ গদির পশ্চিমোত্তর-কোণে যে প্রবল জ্যোতি আছে, তাহার নাম হিঙ্গলাজ, ঐ জ্যোতি মধ্যে পেড়া দুগ্ধ যাহা ধরিবে, তাহা ভক্ষিত হয়।

ঐ জ্যোতির পূর্ব্বদিকে (অর্থাৎ) গদির পূর্ব্বদিকে এক জ্যোতি আছে, তাহার নাম অন্নপূর্ণা।

মন্দিরের ভিতর এক্ষণে এই সকল জ্যোতি প্রজ্বলিত আছে। সকল জ্যোতিতে পেড়া ঘৃত বিল্বদল দিলে ভস্ম হয়, পেড়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিলে জ্যোতিশিখা কিছু মৃদু হয়, কিঞ্চিৎ পরে পূর্ব্বমত জ্বলিত হয়।

দুগ্ধ ভক্ষণ যে দুই প্রবল জ্যোতি আছে, তাহাতে হয়। একটি পাত্রে করিয়া দুগ্ধ ঐ জ্যোতির সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া ধরিলে ক্ষণকাল পরে ঐ পাত্রমধ্যে জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলিত হয়, দুগ্ধ কম হয়। পেড়া বাতাসা ইত্যাদি মিষ্টান্ন কিম্বা মেওয়া যে কিছু নৈবেদ্য দ্রব্য লইয়া জাগ্রৎ জ্যোতি মহাদেবীর সম্মুখে ধারণ করিলে, ঐ সকল দ্রব্যের উপর জ্যোতি আসিয়া অগ্নি দগ্ধের ন্যায় প্রসাদী দ্রব্য থাকে।

মন্দিরের বাহির উত্তরদিকে দুই জ্যোতি প্রকাশিত আছে, দ্বারের পূর্ব্বদিকে যথায় হনূমানের মূর্ত্তি দেওয়াল মধ্যে আছে, ঐ স্থানে এক গুপ্ত জ্যোতি আছে, রাত্রিযোগে উত্তাপের নিকটস্থ হওয়া কঠিন, দিবাতে তদ্রূপ উত্তাপ হয় না। এ জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া প্রজ্বলিত হইলে কত উত্তাপ হইবে তাহা বলা যায় না।

ঐ মন্দিরের উত্তর গোরক্ষনাথের গদি। গোরক্ষনাথ নামে এক যোগী ছিলেন, তেঁহ আপন সাধন দ্বারা মহাদেবীকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ গদির নিকটে দুই জ্যোতি প্রকটিত হয় এবং তাহার নিকট এক কূপ আছে, ঐ কূপ মধ্যে জল আছে। উপরে মন্দির, নিম্নে এক দ্বার আছে, তাহাতে কূপের জল দেখা যায়। ঐ জলে অগ্নির খেলা হয়। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে এক জ্যোতি আছে, ঐ কূপের জল হস্ত দ্বারা মন্থন করিয়া ঐ মহাদেবীর জ্যোতি হইতে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া মন্থনী জলকে দর্শাইলে এক প্রবল অগ্নির শিখা উঠে এবং বিপরীত ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। ঐ গোরক্ষনাথের গদিতে যে ব্রাহ্মণ সেবাইত আছেন, তিনি ঐ স্থানের প্রাপ্যের অধিকারী।

গোরক্ষনাথের গদি

ইহার উত্তর পাহাড়ের মধ্যস্থলে বিল্বকেশ্বর শিব আছেন, তাঁহার নিকট দুই জ্যোতি প্রজ্বলিত আছে। রসুইঘরের ভিতরে দুই জ্যোতি, ভাণ্ডারঘরে এক জ্যোতি, এই মত জ্যোতি সকল স্থানে স্থানে জ্বলিতেছে। জিহ্বানল সর্ব্বদা জ্বলিত আছে। মহাদেবী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, জাগ্রৎ জ্যোতি।

মহাপীঠের রক্ষার্থ উন্মত্ত নামে ভৈরব এই মন্দিরের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতে আছেন। এক্ষণে উন্মত্তেশ্বর অপ্রকট হইয়া পর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে আছেন, তাঁহার দর্শন করিতে গহ্বর মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সর্পগণ বেষ্টন করিয়া আছে। গহ্বর ভয়ানক অন্ধকার-ভূমি, বিশেষতঃ বৃহৎ বৃহৎ সর্প বেষ্টন করিয়া আছে, এ জন্য মহাদেবীর এবং মহাদেবের আদেশমতে ঐ

উন্মত্তেশ্বর ভৈরব

পর্ব্বত উপরে নর্ম্মদেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাহাতে মহাদেবের আবির্ভাব আছে, উহা দর্শন করিলে ভৈরবং দর্শন সিদ্ধ হয়।

দেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতে চড়িলে ঈশান-কোণে উন্মত্তেশ্বরের মন্দির আছে। পর্ব্বত উপর হইতে আম্র-বৃক্ষের মূল দিয়া যে ঝরণা আসিয়াছে, ঐ জলে স্নানপূজা (ও) দর্শন। তৎপরে পাহাড় হইতে নামিয়া বিল্বকেশ্বর শিবের দর্শন। ঐ স্থানে গোসাঞিদিগের আখড়া ও গদি আছে। মহাদেবীর ভবন মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের নীচে তাম্রের ডেগ আছে, কিন্তু দৃশ্যমান নহে। ঐ কুণ্ডে পাহাড়ের উপর হইতে ঝরণা আসিতেছে। ঐ কুণ্ডে স্নান-তর্পণ ইত্যাদি। মহাদেবীর মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত, দ্বার রূপার খচিত, রূপা-সোণার আশাশোটা দ্রব্যাদি আছে।

প্রাতে মঙ্গল-আরতি হইয়া মহাদেবীর দুগ্ধ-পেড়া ভোগ, পরে খিচড়ি ভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন-মৎস্য-মাংসাদি ভোগ, সন্ধ্যার সময় অভিষেক ইত্যাদি। মন্ত্র-স্নান করাইয়া পূজা আরতি ভোগ—প্রথম গদিতে, পরে কুণ্ড-মর্দ্ধে, তৎপরে উত্তরপশ্চিম-কোণে হিঙ্গলাজ দেবী, পরে অন্নপূর্ণা, তৎপরে মন্দির মধ্যে রসুই। মন্দিরে সকল জ্যোতির পূজা (ও) আরতি করিয়া পূজারি ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া আরতি করে। যে পূজারি যখন পূজায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যতে থাকিতে হয়।

প্রতি দিবস ভোগের খরচ পাঁচ টাকা। যে সকল গোসাঞি-দিগের গদি আছে, তাহাদের কাহারও ১ টাকা, কাহারও অর্দ্ধ টাকা, প্রতি দিবস মহাদেবীর ভাণ্ডার হইতে পাওয়া হয়।

আর আর অনেক খরচ আছে, ভোগ সর্ব্বদা হয়। ছাগ-বলি অনিয়মিত হইতেছে—যাহার যখন ইচ্ছা। মহাদেবীর জ্যোতি প্রায় পর্ব্বতের সকল স্থানে আছে, কোথাও গুপ্ত, কোথাও প্রকাশিত।

জালন্ধর-পীঠের পরিক্রম ৪৮ ক্রোশ। প্রথম কালেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া ২ রাত্র বাস, পরে চেনওরের ঠাকুর দ্বারা (প্রতিষ্ঠিত) চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন। ৪ রাত্র বাস। পরে কাঞ্চপনাথ শিব গোফার ভিতর দর্শন করিয়া ২ রাত্র, পরে পর্ব্বতের নিম্নে ত্রৈলোক্যনাথ শিবের দর্শন, ৩ রাত্র বাস করিয়া কাঁগড়া আসিয়া বাণগঙ্গা-পাতালগঙ্গার সঙ্গমে স্নান করিয়া কেল্লামধ্যে অম্বিকা-দেবী ও শীতলাদেবী (এবং) কালভৈরব দর্শন করিয়া, কেল্লার বাহিরে সহরের ভিতরে ইন্দ্রেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া চক্রতীর্থে স্নান। পরে বজ্রেশ্বরী মহাদেবী দর্শন, পরে ৩ ক্রোশ উত্তরে পর্ব্বত উপরে জয়ন্তীদেবী,

জালন্ধরের বিভিন্ন তীর্থ

৩ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গেশ্বর ভৈরব, তথা হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিম পর্ব্বতের উপর অঞ্জনী দেবী দর্শন। কাঁগড়া স্তনপীঠ, ৩৬০ তীর্থ আছে। ৭ রাত্র বাস করিয়া পূর্ব্বমুখে ৪ ক্রোশ যাইয়া বাণগঙ্গার নিকটে বাণেশ্বর শিব দর্শন করিয়া পূর্ব্বমুখে যাইয়া বৈদ্যনাথ শিব দর্শন। বেলুঁয়া নদীর তীরে বৈদ্যনাথের মন্দির। ক্ষীরগঙ্গার জলে স্নান করিয়া সিদ্ধনাথের দর্শন করিয়া ৩ রাত্র বাস, পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া মহাকাল দর্শন করিয়া দক্ষিণদিকে ব্যাসানদীর তীরে কুঞ্জদ্বার, কুঞ্জনাথ শিব দর্শন করিয়া ১ রাত্র বাস। তথা হইতে সুজানপুরের ঠাকুর দ্বারা (প্রতিষ্ঠিত) মুরলীমনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, টিরাতে রাজার কেল্লা দেখিয়া, সুজানপুর হইতে বিল্বকেশ্বর শিবের দর্শন করিয়া নাদওনে আসিয়া নর্ম্মদেশ্বর

শিব দর্শন। পরে কালেশ্বর আসিয়া জোয়ালাজি আসিতে হয়। প্রথম উন্মত্তেশ্বর ভৈরব দর্শন করিয়া ৩ রাত্র, বিল্বকেশ্বরে ১ রাত্র, গোরক্ষনাথে ১ রাত্র, কৈথলা পাহাড়ের উপর হনুমানের স্থান দর্শন ১ রাত্র, পরে জোয়ালাজির দর্শন (ও) ৩ রাত্র বাস। এই মত করিয়া পরিক্রম করিতে তিন মাসের কম সর্ব্বত্র উত্তমরূপ পরিক্রম এবং দর্শনাদি হয় না।

জোয়ালাজির পাণ্ডাদিগের বাস পর্ব্বতের উপর। জলের ঝরণা আছে, ঐ ঝরণার মুখে স্থানে স্থানে কুণ্ড আছে, জলের স্থলের উত্তম সুখ, পর্ব্বত সুশীতল।

পাণ্ডাদিগের বাটীর কন্যাগণ দেখিতে অতি সুন্দরী। ১ বৎসর অবধি ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সকলে মহাদেবীর মন্দিরে আসিয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করে। দেখিতে দেবীরূপা, কাহারও মনে বিকার নাই, অল্প পাইলেই সন্তুষ্ট, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে, খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্মুখে ধরিলে অনায়াসে ভক্ষণ হয়।

রাত্র দশ দণ্ডের পর মহাদেবীর মন্ত্র দ্বারায় শয়ন হয়। শয়ন খাটের উপর, উত্তম বিছানা করিয়া তাহাতে পুষ্পের শয্যা করিয়া আভরণাদি তাহার উপর দিয়া মন্ত্রে শয়ন হয়। তাহার পর মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। মহাপীঠে শিবরাত্রির উপবাস (ও) উন্মত্তেশ্বর ভৈরবের নিকট পূজা হয়।

জলন্ধর হইতে দিল্লী

২৪ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা

জোয়ালাদেবীর দর্শন-স্পর্শন, পূজা-হোম (ও) ব্রাহ্মণ-কুমারী ভোজনান্তর পারণ।

২৫ ফাল্গুন, শুক্রবার, প্রতিপদ

জোয়ালাদেবী দর্শন ও ভোগ দেওয়া।

২৬ ফাল্গুন, শনিবার, দ্বিতীয়া

জোয়ালাদেবী দর্শনাদি করিয়া মণিকরণ রেওড়েশ্বর দর্শনার্থে গমন, উক্ত স্থান হইতে ৫ ক্রোশ ব্যাসানদীর নাদওনের ঘাট, তথায় নৌকায় পার হইয়া নাদওন সহর, রাজা উমেদচন্দ্রের রাজধানী। (তিনি) কাঁগড়ার রাজা সংসারচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। নাদওন ক্ষুদ্র সহর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বেণিয়া ইত্যাদি জাতির বসতি আছে। হিন্দু-মুসলমানের এবং দোকানদারদিগের বসতি আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ ফতেপুর। কুর্ম্মি নদীর তীরে ২ চটি আছে। অশ্বত্থ মূলে স্থিতি।

নাদওন

২৭ ফাল্গুন, রবিবার, তৃতীয়া

ফতেপুর হইতে ১ ক্রোশ রাওল ২ হট্টি, পরে ১ ক্রোশ যাইয়া পর্ব্বতের চড়াই ২ ক্রোশ, ২ হট্টি আছে। হট্টির নাম শীমুল্যা। পরে ৩ ক্রোশ হামিরপুর, এই স্থানে এক বাজালা আছে। ঐ

বাঙ্গালার নিকট হইতে তিন পথ, এক পথ কাঁগড়ার, এক পথ শীমুল্যা-সেপাটুর পাহাড়, পশ্চিম মুখে রেওয়াড়েশ্বরের পথ। ফতেপুরের চটি হইতে ৩ ক্রোশ লম্বুডুর ৫ হট্টি, তথায় স্থিতি।

লম্বুড়ু

এস্থলে অতিশয় জলকষ্ট, ॥ ক্রোশ নীচে এক কুয়া আছে, জল ৪০ হাতের নীচে, কিন্তু কুয়াতে জল অধিক নাই। ১॥ ক্রোশ যাইলে এক শিবালয় আছে, তাহার নিকট ঝরণাতে অনেক জল আছে। চতুর্দ্দিকে ৪ ক্রোশী লোকের ঐ জল মাত্র ভরসা। লম্বুড়ু গ্রামে প্রায় ৫০ ঘরের বসতি।

২৮ ফাল্গুন, সোমবার, চতুর্থী

লম্বুড়ুর হট্টি হইতে ক্রমে ৩ ক্রোশ পাহাড় চড়াই করিয়া পরে উতরাই করিতে এক শুষ্ক নদী আছে, তাহার পর অল্প চড়াই করিলে এক বাউড়ি বৃক্ষমূল আছে, ঐ স্থানে প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি করিয়া ৪ ক্রোশ পরে কাকড়ির ১ হট্টি আছে, দ্রব্যাদি কিছু পাওয়া যায় না। তথা হইতে ২ ক্রোশ

গোপালপুর

গোপালপুর গ্রাম, ছয় হট্টি (ও) মণ্ডির রাজার তরফ লোহার চৌকী আছে। ওখানে লোহার খনি পাহাড়ে আছে। বেপারিতে চুরি করিয়া লইয়া আসিতে পারে না। ঐ হট্টিতে স্থিতি। জলের ঝরণা (ও) বাউড়ি আছে।

২৯ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

গোপালপুর হইতে ৪ ক্রোশ চড়াই করিয়া রাজার তলাও। এই স্থানে এক পুষ্করিণী এবং শিবালয় আছে। ঐ পর্ব্বত নানা

বৃক্ষ-পুষ্পে সুশোভিত, অতি সুশীতল ভজনের স্থান। তাহার পর ১ ক্রোশ চড়াই করিয়া মুণ্ডিওয়ালা রাজার কৃত এক উত্তম বাউড়ি। বাউড়ি মধ্যে ঘর এবং পথিকগণ থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে, সুরম্য স্থান। তথা হইতে ১ ক্রোশ পর্ব্বত চড়াই করিয়া ৩ ক্রোশ উতরাই—তাহার ১ ক্রোশ অতি সুকঠিন, সোজা নামিতে হয়, পায়ের টিপ থাকা দুষ্কর, ধরিবার আশ্রয় নাই। এই কঠিন উতরাই করিয়া রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ড।

রেওয়াড়েশ্বর কুণ্ড

পাণ্ডাদিগের ঘর ২ ক্রোশ অন্তর। পর্ব্বতে যাত্রিগণ যৎকালে পাহাড় হইতে নীচে উতরাই করে, যে পাণ্ডা লোক দেখিয়া অগ্রে আসিয়া যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে, সেই ব্যক্তি যাত্রী পায়। এইরূপ এই তীর্থের নিয়ম আছে। পর্ব্বত হইতে নীচে আসিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে মণ্ডির রাজরাণীর এক শিবালয়, উত্তম নির্ম্মিত, তাহাতে নর্ম্মদেশ্বর শিব বিরাজিত, সম্মুখে এক কালাপাথরের নন্দীকেশ্বর আছে, প্রমাণ আকৃতি। ১৫ থান হটি আছে। চির কাষ্ঠের অতি উত্তম দোতালা ঘর। দোকানের ঐ ঘরে থাকিতে হয়। এক ঘরে এক বাড়ীর ন্যায় গুজরান হয়, উপর নীচে সদর মফঃস্বল আছে।

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থ কুণ্ড মধ্যে প্রস্তর, উপরে মৃত্তিকা,

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থ

তদুপরি বৃক্ষাদি হইয়াছে, ঐ পর্ব্বত জলে ভাসিয়া বেড়ায় তাহার নাম বেড়া কহে, পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে।

কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ, দীর্ঘে-প্রস্থে দুই ক্রোশের পরিক্রম। ঐ জল মধ্যে সাত বেড়া আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনুমান্,

দুর্গা, গণপতি (ও) ধরমধারী অর্থাৎ লোমশ মুনির—এই সাত বেড়া আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বার মাস ভাসিয়া বেড়ায়।

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থের বেড়া — মহাদেবী দুর্গার যে বেড়া শ্রাবণ-ভাদ্র দুই মাসে ভাসে, (যাহা) দশমহাকুণ্ডের ঈশাণ-কোণে থাকে, উক্ত বেড়া সকল বেড়া হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মার বেড়ার উপরি নলের এবং ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ (ও) এক বট এই দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় ১॥ হাত ২ হাত হইবে, খাড়া ৩ হাত, তাহার পর শাখাপল্লবে শোভিত, বেড়া দীর্ঘ-প্রস্থে ৬ হাত হইবে। বিষ্ণুর বেড়াতে নলের গাছ ও ঘাস আছে, দীর্ঘ-প্রস্থে ৩ হাত। শিবের, গণেশের ও হনুমানের তিন বেড়া ঘাসময়, ছোট বেড়া। লোমশমুনির বেড়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ হাত, অনেক নলের গাছ এবং ঘাসে বন হইয়া আছে। ঐ বেড়াতে লাল সাদা ইত্যাদি যে, যে রঙ্গের নিশান অর্থাৎ ধ্বজা চড়ায়, ঐ বেড়ার উপর ধ্বজার বাঁশ গাড়িয়া দেয়। বিষ্ণুর বেড়াতে এক ধ্বজা-চিহ্ন আছে। ব্রহ্মার বেড়ায় গাছের উপরি ধ্বজা। শিবের বেড়াতে ছোট একটি সাদা ধ্বজা আছে। গণেশের বেড়া এক দিক্ প্রশস্ত, এক দিক্ সরু—শুণ্ডাকৃতি। হনুমানের বেড়া ছোট, গোলাকৃতি।

কুণ্ডের তীরে যে বন আছে, ঐ বনের সহিত একত্র হইয়া থাকে। যাহার যে মূর্ত্তি দর্শনের মানস হয়, ভাবনা করিলে সেই বেড়া ভাসিয়া আসিয়া দর্শন দেন, আপন মনোনীত পূজা ইত্যাদি করিলে ইচ্ছামতে ভাসিয়া স্থানান্তরে গমন করেন।

আমরা যৎকালে কুণ্ডের নিকট আসিলাম, তৎকালে পূর্ব্বদিক্ হইতে বিষ্ণুর বেড়া ভাসিয়া আসিল। দর্শন-পূজা করিয়া মনন

হইল যে, আর সকল বেড়ার দর্শন পাইলে এত শ্রম করিয়া আসা সফল হয় এবং যে বেড়াতে ধ্বজা-পূজা দিতে হয় তাহা দর্শন হয়। ইতোমধ্যে লোমশমুনির বেড়া উত্তরদিক্ হইতে ভাসিয়া মধ্যস্থল হইতে পশ্চিম দিকের তীরে উপস্থিত হইলেন। আমরা দক্ষিণদিকের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া ঐ মুনির বেড়াতে পূজা ধ্বজা দিবার নিয়ম মত দিয়া, ঐ বেড়া ধরিয়া ভেট ইত্যাদি দেওয়া হইল। পরে কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমনোদ্যোগে মনন হইল। এ বেড়া সকল কি মত স্থাপিত, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, নিম্নে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে, তাহার উপরে মৃত্তিকা, তাহার উপরে বৃক্ষাদি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ধরিয়া বহুমত দেখিয়াছি—কোন্ ক্রমে হেলাইতে পারা যায় নাই। ঐ বেড়াতে ধ্বজা দিবার জন্য খনন করিয়া বাঁশ পুতিতে হয়, ঐ বেড়ার উপর পাণ্ডারা আরূঢ় হইয়া বিশেষ বলপূর্ব্বক বসাইল, তাহাতেও হেলিল না, পরে বেড়া হইতে মৃত্তিকা লওয়া হইল। কিন্তু তীরে যে স্থলে বেড়া ছিল, তথায় জল অধিক নহে, তাহাতেও অধিক জাগিয়া থাকে না, কেবল গাছ ঘাস ভাসে। আর অতলস্পর্শ জল যেখানে, সেখানেও ঐ মত অল্প মৃত্তিকা আর গাছ ঘাস ভাসিতেছে দেখা যায়; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হয় না যে, বেড়ার বিপরীত দিকে ডুব দিয়া অন্য দিকে উঠিতে পারে। যত নিম্নে ডুবে, সর্ব্বত্রই পাথর মাথায় স্পর্শ হয়। বলপূর্ব্বক গমন করিলে মস্তকে আঘাত লাগিয়া রক্ত-পাত হয়।

লাহোরের জনৈক সর্দ্দার নেহালসিং এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনেক মনুষ্যকে জলমগ্ন করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

এই আশ্চর্য্য দেবমায়া কুণ্ডমধ্যে দেখিয়া, কুণ্ড-পরিক্রমার্থে গমন করিয়া, পরিক্রমের অর্দ্ধেক পথ যাইতে দেখা গেল যে, ব্রহ্মার বেড়া ভাসিয়া উত্তরদিক্ হইতে যাইতেছে। - উহা যৎকালে মধ্য-স্থলে উপস্থিত হইল, আমরা মনে করিলাম যে, পূর্ব্বদিকের বাতাস এজন্য পশ্চিমদিকে দাম ভাসার ন্যায় যাইতেছে, কিন্তু ঐ মধ্যস্থলে যাইয়া যে স্থির হইল, তাহার পর ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতে লাগিল, তথাচ এক অঙ্গুলিও সরিল না। ইহা দেখিয়া ২ ক্রোশ পরিক্রম করিয়া ঘাটে আসিয়া বেড়াদির দর্শনার্থে থাকাতে হনু-মানের বেড়া ভাসিল, পরে শিবজির বেড়া ভাসিয়া আসিল। এমন পাঁচ বেড়ার দর্শন বেলা তৃতীয় প্রহর মধ্যে পাওয়া হইল, কিন্তু গণেশজির বেড়ার দর্শন পাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গণেশের দর্শন হয়। পরে অপরাহ্নে বেড়া সকল পূর্ব্বের বাতাসে পূর্ব্ব মুখে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, গমনকালে জলের কিছু ঢেউ কি অন্য বিকার কিছু হয় না, জল সমভাব থাকে।

এই স্থলে লোমশমুনি তপস্যা করিয়া জলের উপরি দাঁড়াইয়া আপনার ইষ্ট সাধন করেন। এইরূপ ভাবে বহুকাল তপস্যা করাতে সকল দেবদেবী তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু লোমশমুনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এমত যোগে আছেন যে, তাঁহার গাত্রে নল-গাছ ও ঘাস হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া দেবগণ মুনি প্রতি মনোভিষ্টসিদ্ধ বর দিয়া গেলেন। মুনির মানস হইয়াছিল, 'আমার প্রতি যেমন পাষাণ হইয়াছ, সেইমত পাষাণ হইয়া থাক।' ঐ মুনির মানসে দেবগণ এবং মুনি পাষাণ হইয়া ভাসিতেছেন।

লোমশমুনির তপস্যা

কুণ্ডের পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে লোমশমুনির গদি এবং মূর্ত্তি

আছে, তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, গণেশ (ও) পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, তথায় পূজা-ভোগ আরতি হয় এবং কুণ্ডের ঘাটে আরতি হয়। কুণ্ড হইতে ৩ক্রোশ পর্ব্বতের উপরি এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম নয়না-দেবী। এ স্থলকে সকলে নয়নপীঠ কহে।

নয়ন-পীঠ

দেবীর মন্দির আছে পর্ব্বতে, সুরম্য বন এবং এক বাউড়ি আছে, জল উত্তম। এই তীর্থে ভোটদেশীয় এবং মহাচীনদেশের অনেক মনুষ্য আইসে। তাহারা ধনাঢ্য ব্যক্তি। চীনদেশীয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার বেড়ার অতিশয় মান্য করে, অনেক দানাদি করিয়া থাকে এবং প্রস্তরে নাম-ধাম খোদিত করিয়া দেয়। ভোটের যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ আইসে, তাহারা সকলে মদ্যমাংসভোজী, অতিশয় উন্মত্ত, তাবৎ রাত্র কুণ্ড-পরিক্রম এবং ভজন করে। কেহ কেহ অষ্টাঙ্গে পরিক্রম করে। তাহারা লোকনাথের চেলা, হাতে এক অষ্টধাতুর যন্ত্র আছে, তাহা বাম হস্তে ঘুরায়, দক্ষিণ হস্তে মালা জপ করে। মদ্যপান করে—আপনারা স্বয়ং তৈয়ারি অন্নের দ্বারা করে।

এ তীর্থে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, এ জন্য সিদ্ধ-চাউল, আটা, দাল, ঘৃত, গুড় (ও) লবণ দিতে হইল।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে কুণ্ডের ঘাটে বসিয়া বেড়া দর্শন করিতে মৎস্যের খেলা এমন দেখা গেল যে, তাহার গণনা হয় না। আটার গুলি করিয়া দিবামাত্র লক্ষ লক্ষ মৎস্য একত্র চারণ করিতে লাগিল। মৎস্য অধিক বৃহৎ নহে, একজাতীয় পাহাড়ী মৎস্য।

৩০ ফাল্গুন, বুধবার, ষষ্ঠী

রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পূর্ব্ব দিবস

তীর্থোপবাস জন্য জলযোগ করিয়া তথা হইতে ১৷৷৹ ক্রোশ পর্ব্বত-চড়াই, পরে ৬ ক্রোশ উতরাই করিয়া মণ্ডী নগর। ব্যাসানদীর তীরে পাহাড় মধ্যে সহর, রাজা বনবীর সেনের রাজধানী। বনবীর সেনের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র রাজা বিজয়সেন রাজ্য করিতেছেন, বয়ঃক্রম দশ বৎসর। পুরাতন মন্ত্রী আছে এবং মৃত রাজার ভ্রাতা আছেন, রাজগুরু এবং পুরোহিত সুপণ্ডিত। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা পূর্ব্ব-নিয়মমত রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতেছে। রাজা বালক, কিন্তু অতিশয় সুচতুর, মৃত রাজার সৈরিন্ধ্রী-গর্ভে রাজ-ঔরসে জাত দুই পুত্র নূতন রাজা হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, তাহারা রাজ-পরিচ্ছদে রাজসেবাতে নিযুক্ত থাকে, সিংহাসনযোগ্য হয় না। রাজধানীতে অনেক বসতি আছে, মধ্যস্থলে রাজ-ভবন, চতুর্দ্দিকে দোকান এবং প্রজার বসতি। একটি নূতন রাজভবন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে চিত্রবিচিত্র নানাবিধ কার্য্য আছে। রাজভবনের পূর্ব্বদিকে এক পুষ্করিণী, যাহার মধ্যস্থলে ভাঙ্গাড়ি-রাজার মস্তক আছে। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বে সৈন্যদিগের বাস, পাহাড়ের কেল্লা°(ও) অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে।

মণ্ডী

সহর-মধ্যে ভূতেশ্বর শিব আছেন, অতি প্রাচীন। গৌরী-মূর্ত্তি মন্দিরে আছে। এই ভূতেশ্বর প্রত্যক্ষ-দেবতা, রাজাকে দিবারাত্র মধ্যে একবার দর্শনার্থে আসিতে হইবে। রাজার সদাব্রত ধর্ম্মশালা আছে। ঐ শিবালয়ের নিকট বৃহৎ বাটী, তাহাতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অবধূত (ও) বৈরাগী অনেক আছেন।

ভূতেশ্বর শিব

পাহাড়ের উপরে রাজার পূর্ব্বকালের এক শ্যামা কালী-মূর্ত্তি

আছেন, তাঁহার মন্দির-ভবন উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। —সেবার ভালরূপ বরাদ্দ আছে।

মণ্ডীনগরে এক দেব-মেলা হয়, রাজার অধিকারে যত পর্ব্বত ও গ্রাম আছে, তাহাতে যত দেবদেবী আছেন, সকলে শিব-চতুর্দ্দশী রাত্রিতে মণ্ডীনগরে আসিয়া অষ্টাহ পর্য্যন্ত দেব-মেলা হইবে, তাহাতে ১৫০ দেবদেবী পাহাড় হইতে আসিয়াছেন। সকল দেবীদেবীর সহিত পাহাড়ের বাদ্য (ও) পাহাড়ীয়া সকল লোক আসিয়াছে, ইঁহাতে নগরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থান নগর মধ্যে নাই। ঐ দেবদেবী সকলের কাহার চারি, কাহার পাঁচ, কাহার ছয়, এইরূপ দশ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-রূপার মুখ সকল দিয়া তাহাতে নানামত বস্ত্র দিয়া সিঙ্গার। পাহাড়ি-মত থোপ দিয়া সাজাইয়া ইস্তক রাজভবন নাগাইৎ ভূতেশ্বর-মন্দির দুই পার্শ্বে স্কন্ধে চতুর্দ্দোলে করিয়া নৃত্য করাইতে থাকে এবং পাহাড়ের বাদ্য সকল বাজায়। রাজার রাজ-বাহন সকল সুসজ্জিত করিয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত আশাশোটা চামর মোরছল আড়ানি তুরী ভেরী নিশান বল্লম ছত্র ইত্যাদি চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া রাজমন্ত্রিগণ এবং সেনাপতিগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে রাজার অগ্র-পশ্চাতে গজ-পৃষ্ঠস্থ রাজসিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভূতেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ কালে পাহাড়ীয়া ব্যক্তিগণ দেবদেবী নৃত্য করায়, দেখিতে চমৎকার হয়। আমরা যে দিবস মণ্ডীনগরে উপস্থিত, সে দিবস মেলা, এই সকল দেবদেবীর রাজার দেওয়া বৃত্তি আছে, তাহাতে সেবা চলে, পাহাড়ের দেবদেবী বড় প্রত্যক্ষ।

মণ্ডীর রাজার রাজধানীতে লোহার এবং লবণের আকর

আছে, তাহাতে অনেক টাকা লাভ হয়। রাজার শাসন এইরূপ আছে যে, ছোট জাতিতে খাদ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে না এবং দোকান কিম্বা জলের বাউড়ি স্পর্শ করিতে পারে না। ঐ দিবস মেলা জন্য সহর মধ্যে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না, এজন্য নগরের প্রান্তভাগে ব্যাসানদীর তীরে রাজার শিবালয় আছে, ঐ দেবালয়ে স্থিতি।

১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

মণ্ডীনগর হইতে ব্যাসানদী নৌকাতে পার হইয়া পার-মণ্ডী পুরাণ সহর, পরে ১ ক্রোশ পর্ব্বতের চড়াই, তাহার পরে ৩ ক্রোশ ক্রমে উতরাই, ১ ক্রোশ খাড়া উতরাই, অতি ভয়ানক হড়গড়ানে পথ, পায়ের ঠিক রাখা দুষ্কর।

পারমণ্ডী

অর্দ্ধ ক্রোশ যাইয়া এক বাউড়ি শিমূল-তলাতে আছে, তথায় শ্রান্তি দূর করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ উতরাই করিলে গৌরী নদী, তাহাতে স্নান করিয়া কাষ্ঠের পুল পার হইতে হয়। ঐ স্থান হইতে জজরু কুফরু ২ ক্রোশ, চড়াই পূর্ব্ব দিকের পাহাড়ে রহিল, পুল পার হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ খাড়া উতরাই, পরে অর্দ্ধ ক্রোশ চড়াই, তাহার পর ১ ক্রোশ কুমাদের ১ হট্টি আছে, ঐ হট্টি মধ্যে ডাকহরকরার বাসা, ঐ স্থানে ডাক বদলি হয়। ঐ হট্টিতে বাস, রাত্রিতে বৃষ্টি হয়।

২ চৈত্র, শুক্রবার, অষ্টমী

কুমাদের হট্টি হইতে ৪ ক্রোশ ডোলচির হট্টি, ভাল বাউড়ি আছে, ১ হট্টি (ও) ডাকঘর। বাউড়ির উপর ঘর আছে

এবং তাহার নিকট এক ঘর আছে, ঐ স্থানে স্নান করিয়া গমন-সময় বৃষ্টি হওয়াতে ঐ স্থানে স্থিতি। ঐ বাউড়ির জল অতি উত্তম, কিন্তু এমন মক্ষিকা আছে যে, দংশনমাত্রে রক্তস্রাব পরে স্ফীত হইয়া ক্ষত হয়, শীঘ্র শুষ্ক হয় না। মক্ষিকা ক্ষুদ্রাকৃতি—যাতনা বৃহৎ। ঐ দিবস ঐ স্থানে বহু কষ্টে কালহরণ করিতে হইল।

৩ চৈত্র, শনিবার, নবমী

ডোলচি হইতে ১ ক্রোশ চড়াই, ৩ ক্রোশ উতরাই ; উতরাই মুখে নানা বৃক্ষাদি ও জলের ঝরণা আছে, তাহার পর রোপড় ৩ হট্টি, এক ডাকঘর আছে। সম্মুখে জলের ঝরণা, পর্ব্বতের উপর নীচে পদ্মবন, তথায় স্নানাদি করিয়া ২ ক্রোশ ময়দানী রাস্তা। মণ্ডীওয়ালা রাজার রাজ্য পার হইয়া বেজওর গ্রাম, ৭ হট্টি আছে। এই পর্ব্বত

বেজওর

উপরে কুলুর রাজার কেল্লা আছে, তাহা ভগ্ন হইয়াছে, কেল্লার ভিতরে অন্য ঘর নাই। যে মুরচা আছে, তাহার মধ্যে ঘর। এই স্থানে কুলুর রাজার রাজধানী। প্রথম দুর্গদ্বার, যে কেহ উক্ত রাজার রাজ্যে গমনোৎসুক হইতেন, প্রথমে এই দ্বারে থাকিয়া রাজদরবারে সংবাদ করিতে হইত। রাজদরবার হইতে অনুমতি প্রদত্ত হইলে তবে রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিত, নচেৎ কোনক্রমে যাইবার ক্ষমতা ছিল না। প্রধান থানা ছিল। এ স্থান হইতে রাজধানী ৭ ক্রোশ, রাজার নাম জ্ঞানসিংহ, বয়ঃক্রম ১০ বৎসর। এই বেজওর হইতে অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বদিকে গ্রাম, তাহাতে এক শিবালয় আছে—পাণ্ডবদিগের স্থাপিত। ঐ মন্দিরের চারি

দ্বার, এক দ্বারে মহিষমর্দ্দিনী, দ্বিতীয় দ্বারে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, তৃতীয় দ্বারে গণেশ (ও) চতুর্থ দ্বারে শিবজি দর্শন করিয়া হট্টিতে স্থিতি।

৪ চৈত্র, রবিবার, দশমী

বেজওর হইতে ২ ক্রোশ ব্যাসা নদী। নদীর নিকটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার নিকট হইতে পশ্চিম মুখে কুল্লুর রাস্তা, উত্তর-পশ্চিমমুখে মণিকর্ণের রাস্তা। নদী মশকে চড়িয়া পার হইতে হয়। পার হইয়া ঐ স্থানে পর্ব্বতীয় গঙ্গার ও ব্যাসানদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া ৩ ক্রোশ চড়াই, অতিশয় অড়বড় পথ। ১ ক্রোশ উতরাই করিয়া পর্ব্বতীয় গঙ্গার ধারে ধারে পথ। ৮ ক্রোশ পাহাড়ে পাহাড়ে আসিয়া বিওড় গ্রাম। তথায় কালীমণ্ডপ আছে। ঐ গ্রামে অতিশয় জলকষ্ট। অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে এক ঝরণা আছে, ফোটা ফোটা জল ঝরিতেছে, ঐ জলে গ্রামস্থ সকলের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। তথা হইতে ১ ক্রোশ বামুনকোঠী গ্রাম। অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং অন্যান্য জাতির বাস। পাহাড়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে সকল জাতি এক আকার, এক বেশ; স্ত্রীপুরুষ সকলেই কম্বল-বস্ত্র পরিহিত। মৎস্য-মাংস সকল জাতি আহার করে। ঐ গ্রামে হট্টি অর্থাৎ দোকান নাই, থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। দিবা অবসান হইলে মেঘ বৃষ্টি বরফ পতিত হইতেছে। একে পথশ্রান্ত—ক্ষুধানল প্রবল, তাহাতে বৃষ্টি। স্থানাভাব হইয়া অতিশয় বিব্রত করিল। অন্য উপায় না দেখিয়া, রাজার রসুয়ে এক ব্রাহ্মণ ছিল, রাজা তাহার বাটী করিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মণের মৃত্যু

বামুনকোঠী

হইয়াছে—তাহার পরিবারগণ এবং এক অযোধ্যাবাসী বৈষ্ণব আছে, ঐ ঘর মধ্যে সকলে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হই। বেজওর হইতে আটা, দাল, ঘৃত আনা হইয়াছিল, তাহাতে আহারাদি হইল। যে বৈষ্ণব ঐ বাটীতে আছে, তাহার সহিত অনেক বাদানুবাদে থাকা হয়। একজন জনকপুরী ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করে।

৫ চৈত্র, সোমবার; একাদশী

বামুনকোঠী হইতে ১ ক্রোশ আসিয়া এক নদী পার হইতে হয়, কাষ্ঠের পুল আছে। তথা হইতে ক্রমশঃ দুষ্কর চড়াই ৩ ক্রোশ (অতিক্রম) করিয়া জরি গ্রাম, তথায় এক হট্টি আছে, দোকানদার নাই, দোকানে চাবি। তথা হইতে ৪॥ ক্রোশ বিষ্ণুকুণ্ড—মণিকরণ সীমানা, চড়াই উতরাই অনেক আছে। পার্ব্বতী-গঙ্গার ধারে ধারে যাইতে হয়। পাহাড়ের পাথর সকল অতিশয় চিকণ, পা ঠাওরে না, চড়াই উতরাই করিতে করিতে অবশাঙ্গ, তাহার পর তিন কাষ্ঠের পুল পার হইয়া কতক দূর যাইয়া মণিকরণ তীর্থ। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে তীর্থে পহুছিয়া কুণ্ড দর্শন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে বাসা হইল। রাজা জগৎ সিংহের দেবালয় মণিকরণ নামে খ্যাত। যে কুণ্ড সঙ্গম উপরে, তাহার নিকট দেবালয়। মণিকরণ তীর্থ অতি আশ্চর্য্য, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

তীর্থের সীমা-নিরূপণ—পশ্চিম বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তর হরেন্দ্র পর্ব্বত, পূর্ব্ব ব্রহ্মনাল, দক্ষিণ পার্ব্বতী-গঙ্গা—এই সীমা মধ্যে দীর্ঘে ২ ক্রোশ (ও) প্রস্থে ২ ক্রোশ মণিকরণ নাম। ইহার মধ্যে পার্ব্বতী-গঙ্গা ও হরেন্দ্র-গঙ্গার জলে যে স্থলে

মণিকর্ণ-তীর্থ

সঙ্গম হইতেছে, তাহার উপরে দুই কুণ্ড আছে। নীচে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে দুই হাতের অধিক জল আছে, জলের অতিশয় আস্ফালন। কিঞ্চিৎ উপরে যে কুণ্ড আছে, তাহাতে এক হাত জল। দুই কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ অর্থাৎ গরম, অঙ্গস্পর্শ মাত্র দগ্ধ হয়। অতিশয় ধূম, সর্ব্বদা ধূম উঠিতেছে—অন্ধকার হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ড মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স দাল তরকারি ভাজি ইত্যাদি যাহা কুণ্ডে দিবে তাহা সুপক্ক হইয়া সুখাদ্য হয়, অগ্নি-সংস্কার-পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধাদি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় না।

পাকের নিয়ম—অন্ন পাকস্থালীতেও হয়, কিম্বা বস্ত্রে বস্ত্রে তণ্ডুল বন্ধন করিয়া ঐ কুণ্ডে ফেলিয়া দিলে উত্তম অন্নপাক হয়।

মণিকর্ণে পাকের নিয়ম

দাল পাকস্থালীতে পাক করিতে হয়, যে দাল পাক করিতে হইবে, তাহাকে প্রথম ঐ উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া, ঐ জল পরিত্যাগ করিয়া, তাহাতে মসলাদি দিয়া ঐ কুণ্ডের জল পরিমিত দিয়া জল মধ্যে ঐ পাত্র রাখিতে হয়। তাহার গলা পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। তাহার মুখে একখানা আবরণ দ্রব্য দিতে হয়। পরে সুসিদ্ধ হইলে লবণ ইত্যাদি দেওয়া হয়। খেচরান্নে এককালে সকল মসলা ঘৃত লবণ দিয়া পরিমিত জল দিয়া ঐ মত বসাইতে হয়। সুপক্ক হইলে সদ্‌গন্ধ উঠে। পায়সান্ন দুগ্ধ চাউল কি চিঁড়া, চিনি কিম্বা গুড় দিয়া পাকস্থালীতে জল মধ্যে ঐ মত রাখিলে পায়সান্ন হয়। রুটীর জন্য ময়দা কি আটা যাহা হউক, জল দিয়া মাখিয়া যেমত রুটী তৈয়ার করে, তাহা করিয়া ঐ কুণ্ড মধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রথম ডুবিয়া যায়, পরে সুপক্ক হইলে ভাসিয়া উঠে, তাহার পর উঠাইয়া লইয়া জল শুষ্ক করিলে

খাওয়া যায়। অন্ন দাল খিচড়ি পায়স যেমন সুখাদ্য সদ্গন্ধ যুক্ত হয়, তদ্রূপ অন্য দ্রব্যাদি হয় না, কিন্তু খাইতে অন্যান্য দ্রব্য মন্দ হয় না।

এই স্থানের নাম পূর্ব্বে কুলান্তপীঠ ছিল, সকল দেবদেবীর তপস্যা এবং বিহার-স্থান। হরপার্ব্বতী নির্জ্জন বিহার মানসে হরেন্দ্র পর্ব্বত কুলান্তপীঠে আসিয়া সুরম্য মনোহর স্থান দেখিয়া ২০৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বিহার করেন। মহাদেবী মহাদেবের বিহারে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তা হওয়াতে কর্ণের কুণ্ডলসহ মণি কোথায় কখন পড়িয়াছে তাহা জানিতে পারেন নাই। বিহারান্তে চৈতন্যদায়িনী চৈতন্য পাইয়া ভোলানাথকে কহিলেন, "আমার কর্ণের মণি হারাইয়াছে।" ইহা শ্রুতমাত্র নিজ সঙ্গী ভূতপ্রেতগণ এবং দেবীর সঙ্গিনী যোগিনী-ডাকিনীগণকে কহিলেন, "পার্ব্বতীর কর্ণের মণি কোথায় কে লইয়া গিয়াছে, শীঘ্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল অন্বেষণ করিয়া আইস।" তাহাতে সকলে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া আসিল, কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাইল না। একথা মহাদেব শ্রুত হইয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। তাহাতে এক যোগিনী সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও মণি না পাইয়া পাতালপুরে নাগরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, মহাদেবীর কর্ণের মণি নাগরাজের মস্তক উপরে আছে। নাগরাজ যোগধ্যানে ছিল, এজন্য যোগিনী কিছু না কহিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে নাগরাজ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া দেখিল সম্মুখে এক স্ত্রীজাতি। তাহা দেখিয়া কোপান্বিত হইয়া যোগিনী প্রতি কহিতে লাগিল, "আমি তপস্যা করিতেছি, এই স্থানে স্ত্রীজাতির আগমন নিষিদ্ধ, এজন্য এক্ষণে তোমায় নষ্ট করিব।" এই কথায়

কুলিন্দপীঠ

যোগিনী ত্রাসিতা হইয়া মহাদেবীর যোগিনী বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া মণি-বৃত্তান্ত নাগরাজকে কহিয়া কহিল, "এ মণি না পাইলে শিব মহাশয় সকল পুরী কোপানলে দগ্ধ করিবেন—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।" নাগরাজ এই সকল বাক্য শ্রুত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়া যোগিনীকে কহিলেন, "তুমি যাও, আমি মহাদেবীর কর্ণের মণি শীঘ্র পহুছিয়া দিতেছি।" ইহা কহিয়া উক্ত মণি নাসার অগ্রভাগে রাখিয়া এক ফুৎকার ছাড়িল, তাহাতে উর্দ্ধে দুই ধারা উঠিয়া ঐ মণি হরপার্ব্বতী নিকটে পহুছিল, তদবধি ঐ স্থানের নাম মণিকরণ হইল। নাগরাজের স্তুতিতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া 'মণিকরণ মহাতীর্থ হইবে' বর প্রদান করিলেন। ইহাঁর মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গ্রন্থে বিশেষরূপ আছে।

হরেন্দ্র-পর্ব্বত মহাদেবের তপস্যার স্থান, (মহাদেব এখানে) ৬০৫০ বৎসর তপস্যা করেন। এই পর্ব্বত হইতে যত জল ঝরণার ন্যায় আসিতেছে, সকল জল গরম, সকল স্থানেই দ্রব্যাদি পক্ক হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গম উপরে যে দুই কুণ্ড আছে, তাহাতে অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির পূজা হয় এবং সঙ্গম-জলে স্নান-তর্পণ করিয়া ঐ কুণ্ডে অন্নাদি পাক করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই কুণ্ডের জলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি সৎজাতি সকলে অন্ন রুটী ইত্যাদি পাক করিয়া ভোগ দিয়া দেবসেবার প্রসাদ পায়, তাহাতে স্পর্শ-দোষ কেহ করে না, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করে। দেশস্থ ইতর জাতি যাহারা আছে, তাহারা অন্যান্য স্থানে ঐ জলে পাক্ করে।

পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মনাল। ঐ স্থানে ব্রহ্মা তপস্যা করেন। ব্রহ্মার তপে কমণ্ডলুর জলে নদী বহিতেছে। হরেন্দ্র পর্ব্বতের উষ্ণজল

পার্ব্বতী-গঙ্গাতে একত্র হইয়া ত্রিধারা হইয়াছে। ঐ স্থানের নাম ব্রহ্মনাল। ঐ ব্রহ্মনাল দর্শন করিয়া পর্ব্বত উপরে উঠিয়া ঈশান দিকে বিলক্ষণরূপে দৃষ্টি করিলে কৈলাস পর্ব্বত ধবলগিরি দেখা যায়। ঐ পর্ব্বতের শিরোভাগে এক উত্তম সুনির্ম্মিত মন্দির আছে। বরফে সকল ঢাকিয়া আছে, কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মনাল হইতে ঊর্দ্ধে বারক্রোশ যাইয়া মানতলাব। ক্ষীরগঙ্গা পার হইয়া ঐ স্থানে যাইতে হয়, বরফ অতিশয় পতিত হইতেছে, সর্ব্বদা বৃষ্টির ন্যায় চাপ চাপ বরফ জমিতেছে, গমন অতি সুকঠিন। যে মন্দির দৃষ্ট হইল, এমন সুগঠিত মন্দির কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বোধ হয়, এ মন্দির কদাচ মনুষ্যকৃত নহে।

ব্রহ্মনাল

মানসরোবর

দক্ষিণদিকে যে পার্ব্বতী-গঙ্গার প্রবাহ হইতেছে, জল অতি সুশীতল, বরফের ন্যায়। পার্ব্বতী-গঙ্গা মানতলাব-পর্ব্বত হইতে মর্ত্ত্যে আসিতেছে। ঐ পর্ব্বত হিমালয়-পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত। ঐ মানতলাব ক্ষীরোদের নিকট। ঐ পর্ব্বতে পার্ব্বতী শিব-উদ্দেশে ঘোর তপস্যা করাতে দ্রব হইয়া জলরূপা হইয়াছেন।

এই মানতলাব-পর্ব্বতের পশ্চিম-দক্ষিণে ক্ষীরোদ, যাহাকে ক্ষীরগঙ্গা কহে। ঐ ক্ষীরোদের জল দুগ্ধের ন্যায়, তাহাতে ফেণা উঠিতেছে, দুগ্ধের সর যেমত হয়, সেই মত। ঐ জলের ফেণা হাতে করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলে দুগ্ধের সরের ন্যায় স্বাদু এবং হস্তে ঘৃতের ন্যায় চিক্কণ হয়। যথায় ক্ষীরোদ, তথায় বরফ জন্য গমন অসাধ্য। তাহার জল এবং ফেণা বহিয়া মানতলাবের নিকট ক্ষীরগঙ্গা নামে নদী আসিতেছে। তাহা দর্শন, স্পর্শন ও ভক্ষণ হয়। ঐ সকল পথ দুষ্কর। খাড়া

ক্ষীরোদ

চড়াই—পাকদণ্ডী পথ নাই, বরফময়। মণিকরণ হইতে সম্মুখ বার ক্রোশ, কিন্তু পর্ব্বতের ফেরে অষ্টাহ যাইতে হয়। এ পথে দোকানাদি ঘর-দ্বার নাই, কোথাও কোথাও পার্ব্বতীয় মনুষ্যগণ ছাগ (ও) ভেড়ার পাল লইয়া আছে। তাহাদিগের নিকট শুষ্ক মাংস, ছাতু, চেনা (ও) মদ্য থাকে, তাহাই ভক্ষণ করে। আপন স্থানে যাহা থাকিবে, তাহাই খাইতে হয়, নচেৎ ঐ মত দ্রব্যাদি খাইলে পাইতে পারে।

বিষ্ণুকুণ্ড—যথায় বিষ্ণু তপস্যা করেন। ঐ কুণ্ড পূর্ব্ব দিকে। কুণ্ডের (জল) গাভী দুগ্ধ দোহন কালে যেমত ভাবে থাকে, সেই ভাবের। জল না-শীতল না-অধিক গরম এই মত, জল সর্ব্বকাল থাকে।

বিষ্ণুকুণ্ড

মণিকরণ তীর্থে স্নান-বিধি—সঙ্গমে, ব্রহ্মনালে, ত্রিধারাতে, (ও) লক্ষ্মীকুণ্ডে। যথা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ঐ বাটীর ভিতর এক কুণ্ড আছে, তাহার জল কদোষ্ণ। ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে সকল শ্রান্তি দূর হয়।

রামকুণ্ড—ঐ কুণ্ড রামচন্দ্রজির বাটীতে। বিষ্ণুকুণ্ডে স্নান-তর্পণ ও ঊর্দ্ধ ধারার জল স্পর্শ। ঐ ধারা রামচন্দ্রজির মন্দিরের পশ্চাতে। জল অতিশয় গরম, ফোয়ারার ন্যায় জল উঠে। ঐ ধারাতে এক প্রস্তর দেওয়া থাকে, দর্শন-স্পর্শনার্থে গমন করিলে পাথর সরাইয়া দেয়। ঐ ধারা ঊর্দ্ধে পাঁচ ছয় হাত উঠে, পূর্ব্বে ঐ ধারা ৮০ হাত ঊর্দ্ধে উঠিত। ঊর্দ্ধ ধারা পাঁচ ছিল, এক্ষণে দুই আছে। তাহার এক ধারা প্রবল (ও) এক অল্প আছে, তিন নিবৃত্তি পাইয়াছে।

রামকুণ্ড

এই হরেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে এক দেবী আছেন, তাঁহার দর্শন

পর্ব্বত উপরে পাওয়া যায় না, নাম নয়না-দেবী। পর্ব্বতের নিম্নে মণিকরণ তীর্থে এক মন্দির আছে। ঐ মন্দির-দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ, কেবল বৈশাখ-শ্রাবণ এবং দশহরাতে (দেবী) মন্দিরে আইসেন, তাহাতে কেবল নয়ন অর্থাৎ দুই চক্ষু দর্শন হয়। দেবীর পূজা মন্দিরে হয়।

এই তীর্থে কুল্লুর রাজার দেবালয় আছে। শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রী৺রঘুনাথজি, নৃসিংহ, শ্রী৺রামচন্দ্রজি (ও) শ্রী৺মুরলীধর—এই পাঁচ দেবালয়। রাজা জগৎসিংহের শ্রী৺চতুর্ভুজ নারায়ণ (ও) রাজা মানসিংহের শ্রী৺চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাজা বিক্রমসিংহের স্থাপিত। দেবালয় সকল ক্রমে যে যখন রাজা হইয়াছেন সকলের এই মত দেবসেবা আছে। ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত আছে। ঐ সেবাইত ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে যে যখন উপস্থিত হইয়া যাত্রীর সহিত দেখা হয়, সেই ব্যক্তি মণিকরণের পাণ্ডা হয়।

কুল্লুর রাজার দেবালয়

এই স্থানে অতিশয় বরফ পড়িতেছে। কার্ত্তিক মাসাবধি মাঘ পর্য্যন্ত পথ-ঘাট বরফে পরিপূর্ণ থাকে, মনুষ্য গো পশু পক্ষ্যাদি কেহ বাহির হইতে পারে না। অনেক কষ্টে কুশের জুতা পায়ে দিয়া, কম্বল পরিয়া ও গাত্রে দিয়া এবং মাথায় কম্বলের টুপি দিয়া অতি কষ্টে গমন করে; কিন্তু ঐ কুণ্ডের নিকট গেলে জলের উত্তাপে ঘর্ম্ম হয়; মেঘ (ও) বৃষ্টি হইলে জলের উত্তাপ অধিক হয়।

এখানে পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের মনুষ্য কদাচ কেহ ফকিরী বেশে আসিত, এজন্য দোকানাদি ছিল না। চারি বৎসর হইল কাংগড়া হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর নিকট এক দোকান করিয়াছে, চাউল, দাল, আটা, ঘৃত (ও) গুড় পাওয়া

যায়, দ্রব্যাদি দূর হইতে আইসে, মনুষ্যের পৃষ্ঠে ভিন্ন অন্য জীবের দ্বারা আসিতে পারে না। গরু, টাটু (ও) খচ্চরাদি বোঝাই লইয়া এ পাহাড় চড়িতে পারে না।

৬ চৈত্র, মঙ্গলবার, দ্বাদশী

সঙ্গম ইত্যাদি তীর্থে স্নান-তর্পণ, দেবদর্শন (ও) ব্রাহ্মণ-ভোজন। দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না—আটা, ঘৃত (ও) গুড় লইয়া পুরি-হালুয়া (ও) পুদিনার চাট্‌নীতে ব্রাহ্মণ ভোজন—তাহাতেই তৃপ্তি। পূর্ব্ব দিবসাবধি বৃষ্টি।

৭ চৈত্র, বুধবার, ত্রয়োদশী

তীর্থে স্থিতি, দর্শন-স্পর্শন (ও) ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত মণিকরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৮ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী

মণিকরণ হইতে স্নান তর্পণ করিয়া ১৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া বিষ্ণুকুণ্ড, তথায় স্নান করিয়া ৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া পুল পার হইয়া এক গ্রাম আছে, তাহার পর ৪ ক্রোশ জরিগ্রাম। ঐ গ্রাম হইতে এক কুক্কুরী সঙ্গে আইসে। তথা হইতে ৫ ক্রোশ বামনকোঠী। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া স্থিতি।

বামনকোঠী হইতে নদী পার হইয়া ৪ ক্রোশ খাড়া চড়াই পর্ব্বতে উঠিয়া বিজলীশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে হয়। পর্ব্বত উপরে মন্দির এবং গোসাঞি-সন্ন্যাসীর গদি আছে। তথায় সন্ন্যাসীদিগকে সদাব্রত দেয়, অন্য বৈরাগী ইত্যাদি কেহ পায় না। যে মহাদেব আছেন, তিনি

বিজলীশ্বর মহাদেব

১২ বৎসর অন্তর বজ্রপাত হইয়া খান খান হইয়া ভগ্ন হন, পরে ঐ সকল খণ্ড একত্র করিয়া মাথন দিয়া বাঁধিয়া দিলে পূর্ব্ব-মত শিবমূর্ত্তি হয়। এক্ষণে বৎসর বৎসর মহাদেবের নিকট যে ধ্বজা আছে, তাহার উপর বজ্রপাত হয়। ঐ বিজলীশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া ৪ ক্রোশ উতরাই করিয়া, ব্যাসানদীর কাষ্ঠের পুলে পার হইয়া কুল্লুসহর—রাজা জ্ঞানসিংহের রাজধানী। সহর উত্তম, পাহাড় মধ্যে সহর, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির বসতি আছে। কোম্পানি বাহাদুরের তহশীলদারের এবং পুলিশের কাছারি আছে। কেল্লার মধ্যে রাজবাটী। সহর মধ্যে দেবদেবীর মন্দির আছে। অযোধ্যাবাসী রামসীতার দর্শন এবং নৃসিংহজির দর্শন করা হইল। পরশুরামের মন্দির আছে; ঐ মন্দিরের ১২ বৎসর অন্তর দ্বার খোলা হয়। শ্রাবণ মাসে দর্শন হয়। এই রাজ্যে প্রচুর আফিং জন্মে।

কুল্লুসহর

৯ চৈত্র, শুক্রবার, পূর্ণিমা

কুল্লু হইতে বেজওর ১২ ক্রোশ। বামনকোঠী হইতে আসিয়া ব্যাসানদী। পার্ব্বতী-গঙ্গার সঙ্গমে স্নান করিয়া ভূতেশ্বর দর্শন করিয়া ৮ ক্রোশ বেজওর, তথায় স্থিতি।

বেজওর

১০ চৈত্র, শনিবার, প্রতিপদ

বেজওর হইতে ২ ক্রোশ রোপড়, পরে ৪ ক্রোশ ডোলচি, পরে ৪ ক্রোশ কুমাদ। এক চটিতে স্থিতি।

১১ চৈত্র, রবিবার, দ্বিতীয়া

কুমাদ হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া কাষ্ঠের পুলে নদী পার হইয়া, দক্ষিণ মুখে নদীর তীরে তীরে ॥৹ ক্রোশ আসিয়া, ২ ক্রোশ পর্ব্বতে চড়াই করিলে জক্স-কুফক্স। এই পর্ব্বত উপরে এক বাঙ্গালা ও এক দোকান আছে। অতিশয় জলকষ্ট, পাহাড়ের নীচে ॥৹ ক্রোশ আসিয়া এক বাউড়ি আছে। পর্ব্বতের নিম্নে ছাউনী তথায় জল আছে, কিন্তু ১॥৹ ক্রোশ উতরাই করিতে হয়। এজন্ম বাউড়ি হইতে তিন লোটা জল আনাইয়া জলযোগ। পরে ৬ ক্রোশ ক্রমে চড়াই করিয়া পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। ইতোমধ্যে জল, কি ছায়া, কি দোকান, কি লোকের বসতি কিছু নাই। পথে ছোট ছোট পাথর-কাঁকর। জল বিহনে অতিশয় কষ্ট। এই ছয় ক্রোশ পথ তাবৎ দিবা চলিয়া সন্ধ্যার সময় ফুটাথল নামক এক স্থান পর্ব্বতের উপর, তথায় পহুছা হয়। ঐ স্থানে এক বাঙ্গালা এবং রসুয়ের ঘর আছে, দোকান নাই, দ্রব্যাদি কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। যে বাঙ্গালা আছে, তাহার ॥৹ ক্রোশ নিম্নে এক গ্রাম—ফুটাথল। ঐ গ্রাম মধ্যে এক ভাণ্ডার, মণ্ডীর রাজসরকারের আছে। যখন রাজা বাহাদুরের সৈন্তগণ গমনাগমন করে, তৎকালে ঐ ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি পায়, আর সাহেব লোক কিম্বা সরকারী আমলা কেহ উপস্থিত হইলে রসদ দিতে হয়। ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি দিবার জন্ম একজন সিপাহী আছে। ডাকের হরকরা ঐ স্থানে থাকে। অন্ত পথিক রসদ পায় না। তবে ঐ রাজসরকারের ব্যক্তিকে অনেক রূপ ভয়মৈত্র দেখাইতে, নানা কৌশলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাক-হরকরা দ্বারা একত্র ওজন করিয়া রসদাদি লইলেম, নচেৎ ঐ

ফুটাথল

দিবস আহারাদি হইবার কিছু সম্ভাবনা ছিল না। আটা-দাল যদি বহুকষ্টে পাওয়া গেল, কিন্তু কাষ্ঠ পাওয়া যায় না। এখানে সরকারী ব্যক্তিগণ আসিলে গ্রামের যে লম্বরদার আছে, সেই ব্যক্তি কাষ্ঠাদির আঞ্জাম দেয়, এজন্য ভাণ্ডারে কাষ্ঠ থাকে না। পাহাড়ের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিতে হয়, তাহাও কৌশলে আনা হইল। জল নিকটে নাই, প্রায় এক পোয়া পথ অড়বড় পাথর ভাঙ্গিয়া গেলে এক বাউড়ি আছে, তাহার বদ্ধ জলে ছেতলা এবং গন্ধ। কিন্তু ঐ দিবস ঐ জল সুধাতুল্য হইল, তাহাও অনেক কষ্টে আনিতে হয়। এত অসাধ্য সাধন করিয়া দ্রব্যাদির সংযোগ হইয়া রসুই আরম্ভ হইলে মেঘারম্ভ, বাতাস (ও) অন্ধকার হইল। তাহাতে কষ্টে সৃষ্টে পাক করিয়া আহার করিতে বসিবা মাত্র শিলাবৃষ্টি (ও) ঝড়। যে ঘরে আহার করিতে বসা হইল, পাথর ভেদ করিয়া তাহার ভিতর শিলা পড়িতে লাগিল। তাহাতে শীতে কম্পান্বিত হইয়া আহার হইল না। রাত্রে ঝড়ের শব্দে ঘরে তিষ্ঠান দুষ্কর।

১২ চৈত্র, সোমবার, তৃতীয়া

ফুটাথল হইতে ৩ ক্রোশ গোমা গ্রাম, ২ হট্টি। পরে উতরাই করিয়া নদী, তাহাতে দুই ধারা—এক লবণাম্বু অপর মিঠাজল আছে। পরে ২ ক্রোশ চড়াই করিয়া হীরাবাগ, এক বাউড়ি, শিবালয় (ও) ৪ হট্টি, পরে ২ ক্রোশ সমরুট গ্রাম, ৩ হট্টি। পরে ॥• ক্রোশ আসিয়া ভাঙ্গাহাল ১ হট্টি। বটমূলে ঝরণার ধারে হীরাবাগ হইতে উত্তম রাস্তা, স্থানে স্থানে দোকান, ঝরণা (ও) বাউড়ি আছে।

১৩ চৈত্র,

ভাঙ্গাহালের হট্টি হইতে ৮ ক্রোশ বৈদ্যনাথ। উক্ত হট্টি হইতে

৪ ক্রোশ ভাঙ্গাড়ি-রাজার প্রাচীন কেল্লা আছে। উক্ত রাজা মণ্ডীওয়ালা রাজার বৈবাহিক ছিলেন। রাজাধিরাজের সহিত বাক্যের অকৌশল হওয়াতে ভাঙ্গাড়ি-রাজার মস্তক চ্ছেদন করিয়া, মণ্ডীনগর মধ্যে এক পুষ্করিণীর খাদ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে ঐ মুণ্ডোপরি প্রদীপ জ্বালাইতেন। অদ্যাবধি ঐ স্থান আছে। উপর্য্যুক্ত কেল্লা পর্ব্বতের শিরোভাগে, নিম্নে মণ্ডীবাসী রাজার সৈন্য আছে। এক্ষণে অধিক সৈন্য নাই। হীরাবাগ নামক এক স্থান আছে। তথায় সৈন্যগণ আছে। এই স্থান হইতে ৪ ক্রোশ বৈদ্যনাথ শিবজি আছেন, ঐ স্থান বৈজনাথ বলিয়া ব্যক্ত আছে। পর্ব্বত উপরে শিবালয়, নীচে ক্ষীরগঙ্গা, এ স্থানে অনেক দেবদেবীর স্থান আছে।

বৈদ্যনাথ

ত্রেতাযুগে দশস্কন্ধ রাবণ দেবদেব মহাদেবের নিকট কঠোর পঞ্চতপাঃ ইত্যাদি তপস্যা, যাহা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে অদ্যাবধি প্রকাশিত আছে। দশস্কন্ধ আপন কঠোর তপঃ দ্বারা দেবদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আপন কক্ষ মধ্যে ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবার মনন করিলেন। দেবের মায়া—গমনে উৎসুক না হইয়া পথিমধ্যে বরুণ দ্বারা এই মায়া প্রকাশ করিলেন যে, রাবণের প্রস্রাবের পীড়া উপস্থিত হইলে শিবজিকে পথিমধ্যে রাখিয়া প্রস্রাবে বসিলেন। তদবধি বৈদ্যনাথজি ঝাড়খণ্ডতে রহিলেন, উক্ত স্থান বীরভূম জেলায়।

এখানে বৈদ্যনাথজিকে ক্ষীরগঙ্গার জলে স্নান করাইয়া দর্শনাদি করিয়া আপন ইষ্টসাধন করিলে শাস্ত্রানুসারে এক জপে সহস্র

জপের ফল হয়। মন্দির হইতে ক্ষীরগঙ্গা ১৫০ সিড়ি নিম্নে। এস্থলে ১৷৷০ ক্রোশ পরিক্রম, ইতোমধ্যে অনেক দেবদেবী আছেন, অনাদি শিব আছেন (ও) প্রধান দেবী আছেন।

বৈদ্যনাথ, •সিদ্ধিনাথ, কেদারনাথ, ইন্দ্রেশ্বর, গণপতেশ্বর, কাশীর বিশ্বেশ্বর, রাবণেশ্বর, ভূতেশ্বর (ও) মহাকাল—এই নয় অনাদি শিব আছেন। বৈদ্যনাথজির সেবা ইত্যাদির উত্তমরূপ নিয়ম আছে। মন্দির ভাল, চকবন্দী, ভবন গোলাকৃতি। শিবজি পুষ্পমাল্যে ভূষিত থাকেন। দিবাতে স্বরূপ দর্শন হয় না, মঙ্গল-আরতির পর স্নান হইয়া পুষ্প দ্বারায় সিঙ্গার হয়। বেলা দশ দণ্ডের পর ভোগ হইয়া পটবন্ধ হয়। এক প্রহর দিবা থাকিতে পট খোলে, সন্ধ্যার পর স্নান-অভিষেক ইত্যাদি করিবার সময় স্বরূপ দর্শন হয়। পরে পুষ্প-চন্দনের সিঙ্গার হইয়া আরতি হয়, পরে পুরি ইত্যাদির বৈকালী ভোগ হয়, পরে মন্ত্র-শয়ন। অঞ্জনী, মনসা, ..., ইত্যাদি পাঁচ দেবী। এক চাকি পাথর আছে, ঐ চাকি পাথরের উপর পুলে দেওয়া আছে। ঐ চাকিতে সকলে দৃঢ় করিয়া থাকে, কাহার সহিত কিছু বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ চাকির নিকটে শপথ করিলে, যাহার মিথ্যা শপথ হয়, তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। স্থান নগর তুল্য ২৫ হট্টি অর্থাৎ দোকান আছে—হালওয়াই, বেণে, বাজার, পশারি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ, লালা (ও) বেণিয়ার বসতি অধিক। ভাঙ্গাহাল হইতে বৈদ্যনাথ পর্যান্ত ৮ ক্রোশ। ৷৷০ ক্রোশ কোথাও ১ ক্রোশ স্থানে গ্রাম এবং দোকান আছে, পথ উত্তম।

বৈদ্যনাথের ভিন্নভিন্ন দেবদেবী

১৪ চৈত্র

বৈদ্যনাথ হইতে ৪ ক্রোশ করলা গ্রাম ৫ হট্টি আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ ব্যোবারণা নামে এক নগর গ্রাম। এ স্থানে ৫০ দোকান আছে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান, মধ্যস্থলে জলের ঝরণা স্রোতস্বতী আছে। অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেণিয়া ইত্যাদি নানা জাতির বাসস্থান। এখান হইতে জ্বালামুখী যাইবার দুই পথ,—পশ্চিম মুখে সম্প্রতি এক নূতন পথ এজেণ্ট সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর মুখে কাংগড়া হইয়া এক পথ আছে—৮ ক্রোশ কম, কিন্তু নূতন পথে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই আছে এবং সুপথ নহে, ঝাপান টাটু খচ্চর দ্বারা কষ্টে গতায়াত হয়। কাংগড়ার পথ সুপথ, দিবারাত্র লোকের গতিবিধি আছে। ব্যোবারণায় স্নানাদি করিয়া ৪ ক্রোশ পরওল, তথায় স্থিতি। ৮ হট্টি আছে, জলের ঝরণা আছে। জমিদার লোক জমি আবাদ জন্য ঝরণার মুখ বন্ধ করিয়া আপন আপন ক্ষেতে জল লইয়া গেলে হট্টিতে জলকষ্ট হয়। এক বাউড়ি পাহাড়ের নীচে আছে। অর্দ্ধ ক্রোশ নীচে বাউড়ি আছে, জল অতি উত্তম। বৈদ্যনাথ হইতে পরওল ১২ ক্রোশ, পথ অতি উত্তম। স্থানে স্থানে জল এবং দোকান আছে।

ব্যোবারণা গ্রাম

১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার

পরওল হইতে ৪ ক্রোশ ধরমসা, ২ হট্টি আছে। এই স্থান হইতে দুই রাস্তা উত্তর মুখে গিয়াছে। ভাগশু পাহাড় যাইবার

পথ ৭ ক্রোশ, পরে ভাগশু শিব পর্ব্বত উপরে আছেন, অতিশয় বরফ—সকল পর্ব্বত শুভ্রবর্ণ। ভাগশু পাহাড়ের নীচে ধরতিতে কোম্পানি বাহাদুরের ছাউনী আছে। পূর্ব্বে যে সকল আদালত ইত্যাদি কাংগড়াতে ছিল, ঐ সকল আদালত এবং ফৌজগণ, বিচারপতি, সেনাপতি (ও) সাহেবগণ সকলে ঐ পর্ব্বতের উচ্চে নিম্নে মধ্যে স্থানে স্থানে পথরুদ্ধ করিয়া আছেন। জম্মু ও কাশ্মীর হইতে নূরপুর হইয়া কাংগ্রড়ার কেল্লায় আসিবার গোপন-পথ। এজন্য ঐ গোপন-পথ রুদ্ধ করিয়া দুই স্থানে সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আছেন। ভাগশুতে এক্ষণে সহর হইয়াছে। রাজপুরুষগণের শুভাগমনে বরফ আচ্ছাদিত পর্ব্বত উত্তম নগর হইয়াছে, গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী (ও) ঝাপান গতায়াত হইতেছে। নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। পর্ব্বত উচ্চ, চড়াই ১২ ক্রোশ, দীর্ঘ-প্রস্থ নিরূপণ করিতে পারি নাই। চারি দিবসের পথ পর্য্যন্ত ভাগশু কহে। ভাগশুর ছাউনী হইতে কাংগড়ার কেল্লা ৯ ক্রোশ।

ভাগশু

ধরমসা হইতে পশ্চিম মুখে কাংগড়ায় আসিবার যে পথ আছে, তাহাতে ধরমসা হইতে ২ ক্রোশ নাথনা নামে গ্রাম, ৪ হট্টি আছে। তথা হইতে ॥৹ ক্রোশ যাইয়া মাঠ মধ্যে এক অশ্বথ বৃক্ষ আছে। তাহার মূলে এক সাধু আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক মনুষ্য বেষ্টন করিয়া আছে। উহা মেলার ন্যায় দেখিয়া আমরা তথায় গিয়া দেখিলাম, এক খাটের উপরে বিছানা আছে, ভূমিতে সাধু আছেন, সম্মুখে ধুঁনী আছে। ঐ খাটের খুরাতে এক কুকুর বাঁধা আছে। সাধু পাঁউরুটী আহার করিতেছেন, কখনও কুকুরকে দিতেছেন, কখনও নিজে আহার করিতেছেন—প্রভেদ কিছু মাত্র নাই।

শয়ন এবং ভোজন একত্রে—বিকার মাত্র নাই, কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ। বাবা সাধুর যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, দয়া করিলে সকল ভাল হয়। উক্ত সাধুর নাম মস্তরাম বাবা, অঘোরী সাধু, ভৈরব উপাসক, গির্ণারবাসী ভুরি বাবার চেলা। ভুরি বাবা এক হাজার বৎসর এক দেহে জীবৎমান, অদ্যাবধি গির্ণার পাহাড়ে দর্শন পাওয়া যায়। এক ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাহার ভিতর হইতে এক মুষ্টি করিয়া বাজরা বণ্টন সময়ে যত মনুষ্য উপস্থিত হইবে, সকলেই এক মুষ্টি করিয়া পাইবে। মস্তরাম বাবার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইহার বয়সের নিরূপণ ইহাতে এক শত বৎসরের অধিক জ্ঞান হইতেছে, কহিলেন "যৎকালে ইংরাজ বাহাদুর কলিকাতা সহর ১৪০০ শত গোরা লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে কলিকাতা প্রথম গিয়াছিলেন।" ইহাতে বোধ হয় একশত বৎসরের অধিক বয়স। কিন্তু চাক্ষুষে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না। এমন সবল আছেন যে, পদব্রজে তীর্থভ্রমণ, পাহাড়-পরিক্রম অবলীলাক্রমে করিতেছেন। এক ব্যক্তি জোলা তাঁতি কাংগড়া-নিবাসী গলিত কুষ্ঠরোগী ছিল। মস্তরাম বাবার পদানত হইয়া সাধন করাতে, অনেক বিভীষিকা দেখাইতে তাহাতেও নাছোড় হওয়াতে, পরে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কোল দেওয়াতে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। আর এক জন বালকের মৃগীরোগ ছিল। আমরা তথায় বসিয়া আছি, এমত কালে ঐ বালককে তাহার পিতা লইয়া আসিয়া দেওয়াতে কেবল গালি ও পদাঘাত দ্বারায় রোগ মুক্ত করিয়া দিলেন—চমৎকার, চাক্ষুষ ব্যাপার দেখিলাম।

মস্তরাম বাবা

এই অশ্বত্থমূল হইতে অর্দ্ধক্রোশ নগরোট গ্রাম। উত্তম বসতি, দেবদেবীর মন্দির আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বেণিয়া প্রভৃতি অনেক জাতির বসতি আছে। হালওয়াই বেণিয়া বাজার ইত্যাদি ২০ হট্টি অর্থাৎ দোকান আছে। ঝরণার জল ব্যাপির্ত আছে। পরে ৪ ক্রোশ কাংগড়ার দেবীর ভবন। দেবীর নাম শ্রী৺বজ্রেশ্বরী, কপালী নামে ভৈরব—স্তনপীঠ। এ স্থলে ভগবতীর স্তন পতিত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ পীঠমালাতে বর্ণিত আছে।

জালন্ধর পীঠ—জালন্ধর পীঠে ৫ মহাদেবী আছেন, (ও) ৩৬০ তীর্থ আছেন। ৪৮ ক্রোশের পরিক্রম।

বজ্রেশ্বরী, জ্বালামুখী, অম্বিকা, অঞ্জনী (ও) জয়ন্তী (এই পাঁচ দেবী এবং) কপালী, উন্মত্ত, কালভৈরব, ভালেশ্বর (ও) নন্দিকেশ্বর এই পাঁচ ভৈরব।

পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বজ্রেশ্বরী দেবীর ভবন, উত্তম মন্দির। পূর্ব্বকালে যে প্রাচীন মন্দির ছিল, ঐ মন্দির ভিতরে আছে।

বজ্রেশ্বরী

তাহার উপর লাহোর-নিবাসী মহারাজা রণজিৎসিংহ বাহাদুর প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। সিংহাসন রূপায় মণ্ডিত (ও) দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রূপার পত্রে খোদিত করিয়াছে। আসল মূর্ত্তি গোলাকৃতি প্রস্তরের, তাহাকে পুষ্প চন্দন বস্ত্র দ্বারায় শোভান্বিত করিয়া নানা আভরণ তদুপরি দেওয়া থাকে। সিংহাসনের ভিতরে রূপার ও স্বর্ণের অনেক ছত্র আছে। পুষ্পমাল্যে উত্তম সিঙ্গার করে, দর্শনে মন প্রফুল্ল হয়। স্বরূপ দর্শন সর্ব্ব-কালে হয় না, প্রতিদিবস সন্ধ্যার পর ও মঙ্গল আরতির পর

যে সময় স্নান অভিষেক হয়, তৎকালে গোলাকৃতি প্রস্তর দর্শন হয়। দিবাতে মহাদেবীর অন্নভোগ (ও) মৎস্য-মাংস যাহা উপস্থিত হয় তাহা ভোগ হয়, সন্ধ্যার পর স্নান-অভিষেক হইয়া পূজা। পরে পুরি ও আর্দ্র চণক, ঘৃতসিক্ত দুগ্ধ (ও) সন্দেশভোগ হইয়া আরতি হয়। পরে ঐ প্রসাদী দ্রব্য পাণ্ডা ও যাত্রিগণ যে কেহ ভবনে উপস্থিত থাকে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সকলে পায়। মহাদেবীর সোণা রূপার চামর আড়ানি আশাশোটা ঘটী বাটী থালা ভৃঙ্গার ইত্যাদি অনেক আসবাব আছে। মন্দিরের পশ্চিমদ্বার—ঐ দ্বারে দুইজন আশা লইয়া দ্বার রক্ষা করে। প্রসাদ বণ্টন হইলে ক্ষণেক বিলম্বে দেবীর শয়নের পালঙ্ক সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে শয্যাদি করিয়া, উত্তম বস্ত্র অলঙ্কার ছত্র ব্যজনী ইত্যাদি দিয়া বেদোক্ত মন্ত্রে শয়নমন্ত্র পাঠ করিয়া শয়ন হয়। ভবনের পূর্ব্বোত্তর দিকে কপালী ভৈরব আছেন। কপালী ভৈরব বলিয়া নাম তথায় ব্যক্ত, কিন্তু পীঠমালাতে ভীষণ ভৈরব লিখিত আছে।

ভবনের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপিত দেবদেবী মূর্ত্তি আছে, পৃথক্ পৃথক্ মন্দির। রুদ্রমণি নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ তেজস্বী ছিলেন, তাঁহার ভজনের গুহা আছে।

মহাদেবীর মন্দিরে পাণ্ডাদিগের কন্যাগণ দেবীরূপা হইয়া যাত্রীদিগের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়া লয়। বালিকা অবধি যুবতী পর্য্যন্ত সকলে সমভাবে যাচ্ঞা করিতেছে। কন্যাগণ অতি সৌন্দর্য্যশালিনী। যাত্রিস্থান হইতে বলপূর্ব্বক টাকা পয়সা লয়, কিছুমাত্র মনোবিকার নাই। শ্রীমতী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় দর্শনীয়া।

মহাদেবীর ভবন হইতে দুই ক্রোশ চড়াই কাংগড়ার রাজার কেল্লা। ঐ কেল্লা মধ্যে অম্বিকাদেবী (ও) কালভৈরব রক্ষক।

কেল্লার পশ্চিমে পাতাল গঙ্গা। তৎপশ্চিমে জয়ন্তীপর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত তিন ক্রোশ উচ্চ। পর্ব্বতের শিরোভাগে জয়ন্তীদেবী (ও) ভালেশ্বর শিব। এই স্থানকে কপালপীঠ কহে।

অঞ্জনীদেবী—দেবী ৫ ক্রোশ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, নন্দিকেশ্বর ভৈরব রক্ষক। কটিপীঠ কহে।

জ্বালামুখীতে জোয়ালাজি আছেন। মহাদেবীর ভবন হইতে ১ ক্রোশ কাংগড়া সহর। এক ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি, কমবেশী হাজার দোকান ছিল, এক্ষণে সহর ভাঙ্গিয়া ভাগিশু পাহাড়ে সহর হইতেছে। সহরের পরে বাজার, সাবেক কেল্লা, সম্মুখে ডাকঘর।

কাংগড়া

ঐ কেল্লার তিনদিকে প্রাচীর আছে, দক্ষিণদিকে প্রাচীর নাই, পদাতিকগণ থাকে অর্থাৎ ছাউনী আছে। কেল্লার ভিতর পর্ব্বতের উপর রাজার অন্তঃপুর, বিচারস্থান (ও) সেনাপতিগণের দুর্গ ছিল, এক্ষণে রাজসম্পর্কীয় কেহ কেল্লা মধ্যে নাই। ইংরাজ বাহাদুরের কিয়দংশ সৈন্য এবং অস্ত্রাগার-রক্ষক আছে।

রাজা সংসার চন্দ্র সপরিবারে নেগোর পাহাড়ে বন্দী আছেন, এই রাজার সহিত ইংরাজ বাহাদুরের যুদ্ধ হয়।

উক্ত কেল্লার ভিতর হইয়া সঙ্গমে স্নান করিতে যাইবার পথ। কেল্লা হইতে ১ ক্রোশ সঙ্গম, বাণগঙ্গা (ও) পাতালগঙ্গা দুই সঙ্গম কেল্লার পূর্ব্বে। বাণগঙ্গার পশ্চিমে পাতালগঙ্গা। এই সঙ্গম-স্থানে ৩৬০ তীর্থ অধিষ্ঠান হয়। পাতালগঙ্গায় ৩০০

তীর্থ, বাণগঙ্গায় ৬০ তীর্থ। ইহার প্রত্যেক নাম ও মাহাত্ম্য জালন্ধর-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

দেবীর ভবনের উত্তর দিকে চক্রতীর্থ। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অপ্সরাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, দক্ষকুণ্ড, গয়া, ফল্গু, চন্দ্রভাগা (ও) কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি তীর্থ সকল আছে।

এই পর্ব্বত ফলফুলে শোভিত। অতি সুরম্য রম্যবন আছে। পর্ব্বত উপরে বনমধ্যে ভজন সাধন উত্তম হয়। পর্ব্বতের চূড়া হইতে নিম্নস্থান পর্য্যন্ত কৃষকগণ এমত উত্তম কৃষিকর্ম্ম করিয়া, পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে খনন দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভূমি করিয়াছে, তাহার শোভা অতি উত্তম, বিশেষতঃ শস্যকালে। দেবীর ভবন হইতে পাণ্ডাদিগের বাটী পর্ব্বতোপরি ৷৷০ ক্রোশ। ঐ স্থানে অতিশয় জলকষ্ট। ভবনের নিকট বাজার আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বেলা তৃতীয় প্রহর সময় পহুছিয়া দর্শন হইল।

১৬ চৈত্র, শুক্রবার

সঙ্গমে স্নান-তর্পণ, অম্বিকাদেবী, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, মহিষমর্দ্দিনী, কালীমূর্ত্তি কেল্লার মধ্যে বাহিরে দর্শন, ব্রজেশ্বরী দর্শন-পূজা, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন, নগর ভ্রমণ ও স্কুল (এবং) তহশীলের কাছারি দেখা হয়।

১৭ চৈত্র, শনিবার

চক্রতীর্থে স্নান তর্পণ, জালন্ধর অসুরের চক্ষু দর্শন। চক্রতীর্থের উপরে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশ আছে। ঐ স্থানে কাংগড়া-বাসী সকলের স্নান-পূজা হয়। জয়ন্তী দর্শন (ও) অপ্সরাকুণ্ডে গমন। ঐ রাত্র অপ্সরাকুণ্ড নিকটে কেহ কেহ স্থিতি।

১৮ চৈত্র, রবিবার

অপ্সরাকুণ্ডে ডাক্ত দিবায় স্নান (ও) বজ্রেশ্বরী দর্শন করিয়া জ্বালামুখী যাত্রা। কাংগড়া হইতে ৪ ক্রোশ গণেশঘাটীর পাহাড়। ঐ পাহাড়ের উপর হইয়া পূর্ব্বে রাস্তা ছিল, তাহাতে পর্ব্বতের চড়াই অনেক—পথিক লোকের অতিশয় কষ্ট ছিল, এজন্য ঐ পর্ব্বত মধ্যে বারুদের দ্বারা উড়াইয়া ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ খোদিত করিয়া উত্তম পথ করিয়াছে। একবারে চড়াই না করিয়া ক্রমে ক্রমে বাঁকে বাঁকে চড়াই করিতে হয়, তাহাতে কিছু ক্লেশ নাই। যে স্থানে দুই পর্ব্বতের মুখে ঝরণা আছে, সেই স্থানে পুল হইয়াছে। পূর্ব্বের পুরাণ পথ আছে, অধিক লোক গতায়াত করে না। এই পর্ব্বতে তিন পথ করিয়াছে, সর্ব্বোপরি এক পথ, মধ্যে এক, নিম্নে এক। এই মত তিন পথ সকল পাহাড়ে আছে। গণেশঘাটীর পাহাড় ২ ক্রোশ। ঐ স্থানে এক উত্তম বাউড়ি আছে। পুরাণ রাস্তা (ও) বাউড়ির নিকট হইয়া নূতন রাস্তা বাজারের মধ্য দিয়া একত্র হইয়াছে। বাজারে ২০ হট্টি আছে, সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তথা হইতে ৪ ক্রোশ রাণীতলাব নামে এক স্থান। পূর্ব্বে এক পুষ্করিণী ভাল ছিল। এক্ষণে পর্ব্বতের উপরে এক থানা আছে, অতি উত্তম পোক্তা ঘর। ঐ ঘরে বসিয়া রক্ষকগণ বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারে, বিপক্ষ কি দস্যুগণের পথ-রুদ্ধ স্থান। ঐথানা হইতে দক্ষিণ মুখে চিন্তাপূরণী যাইবার পথ গিয়াছে। পরে ২ ক্রোশে এক বাউড়ি, কিছু দূরে এক দোকান। ঐ দোকান হইতে ৪ ক্রোশ রামপুরা, গ্রাম ৫ হট্টি। কূয়া এবং বাউড়ি-স্নান। পরে ৪ ক্রোশ জ্বালামুখীর

গণেশঘাটীর পাহাড়

রাণীতলাব

জোয়ালাজির মন্দির, কাংগড়া হইতে বিশ ক্রোশ পথ। জ্বালামুখীর পথ অতি উত্তম, স্থানে স্থানে দোকান ও জল আছে, তাহাতে পথশ্রান্ত বোধ হয় না, অৰ্দ্ধ ক্রোশ চড়াই আছে। রামপুরার পূর্ব্বে সন্ধ্যায় দেবী-দর্শন।

সন ১২৬২ সাল, ১৯ চৈত্র, সোমবার, দশমী

জোয়ালাজির জ্যোতিঃ পুনর্ব্বার দর্শন-স্পর্শন (ও) পূজা-হোম ইত্যাদি। মহাদেবীর যে জ্যোতিঃ আছে সর্ব্বকাল এক স্থানে সমান থাকে না।

২০ চৈত্র, মঙ্গলবার, একাদশী

প্রাতে স্নান-তর্পণ, জোয়ালাজির দর্শন-স্পর্শন করিয়া চিন্তা-পূরণী দর্শনার্থে গমন। পাঁণ্ডার বাটীতে বাসা ছিল, তথা হইতে ১৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া নগরের প্রান্তভাগে ৩ হট্টি আছে। তথা হইতে চিন্তাপূরণীর রাস্তা পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে আসিতে হয়। ২৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া পাহাড়ের উপর বনের মধ্যে গোগা পীরের আস্তানা, একটী বাড়ী আছে। চতুর্দ্দিকে নানা পুষ্প ও ফল ইত্যাদির গাছ সকল শোভান্বিত আছে। জাগ্রৎ পীর। অনেক দেশে ঐ পীরের স্বরূপ আস্তানা আছে। মানত করিলে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঐ পাহাড়ের নীচে পথিমধ্যে ২ হট্টি আছে। তথা হইতে ১৷৷৹ ক্রোশ ডেরা নামে গ্রাম, অনেক বসতি আছে, ২০ হট্টি আছে, খাদ্যদ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়। ব্যাসা নদীর তীরে ঐ গ্রাম। ব্যাসানদী নৌকাতে পার হইয়া ২ ক্রোশ পরে থাদা নামে গ্রাম, তথায় ১২ হট্টি আছে। রুড়ি অর্থাৎ নদীর ছোট ছোট পাথর এই দুই ক্রোশ পথ যাইয়া

ডেরাগ্রাম

বৃক্ষমূলে জলসত্রের ঘর এবং কূয়া আছে। ঐ স্থলে বিশ্রাম করিয়া ১ ক্রোশ পর্ব্বত উপরে চড়াই করিয়া চিন্তাপূরণী দেবীর মন্দির দর্শন হয়। দেবীর মন্দির নাগর মল কৃত, বাঙ্গালা ঘর। ঐ ঘরের চতুর্দ্দিকের দ্বার খোলা; তাহাতে পরদা দেওয়া। ঐ ঘর মধ্যে দেবীর আসন পূর্ব্ব-কৃত ছোট গুফার ন্যায় আছে। ঐ গুফা রূপায় মণ্ডিত। দেবী গোলাকৃতি প্রস্তর, ইহারা মহাপীঠ কহে। ছিন্নমস্তা দেবী দর্শন ইত্যাদি। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৩০ হট্টি আছে। নবরাত্রের মেলার সময় দোকান সকল সাজান থাকে। অর্দ্ধক্রোশ নীচে জলের বাউড়ি, তথা হইতে জল আনিতে হয়।

চিন্তাপূরণী দেবী

২১ চৈত্র, বুধবার, দ্বাদশী

চিন্তাপূরণী হইতে ৪ ক্রোশ আসিয়া ৪ হট্টি, পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া সোয়াদ নদী। ঐ নদীর তীর হইতে দুই পথ—এক পথ ক্ষুডির উপর হইয়া পাকদণ্ডী, দ্বিতীয় পথ বাঁধা রাস্তা এক ক্রোশের ফের আছে। পরে চোটা গ্রাম, ১২ হট্টি আছে। অতিশয় জলকষ্ট, কূয়াতে ৮০ হাত রশি। ঐ স্থানে জলযোগ করিয়া ৩ ক্রোশ উতরাই, ১ ক্রোশ চড়াই করিয়া নারে, ২ হট্টি। পরে ৪ ক্রোশ পাহাড়ের খড়ে খড়ে আসিয়া মুখ ১ হট্টি, পাহাড় চড়াই ও উতরাইয়ের প্রথম মুখ; এজন্য ঐ স্থানকে মুখ কহে। পরে ৪ ক্রোশ হুশিয়ারপুর, সন্ধ্যার সময় পহুছান হয়।

২২ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

হুশিয়ারপুরে স্থিতি ও নগরভ্রমণ।

২৩ চৈত্র, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

হুশিয়ারপুরে স্থিতি।

২৪ চৈত্র, শনিবার, অমাবস্যা

হুশিয়ারপুর হইতে নয়না-দেবী দর্শনে গমন। সহর হইতে ২ ক্রোশ বেজোড়ার কেল্লা এবং গ্রামের বসতি আছে। তথা হইতে ৩ ক্রোশ রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির, নদীর তীরে। ঐ মন্দিরে গোলাকৃতি পাথর। এক গোস্বামী আছেন। তথা হইতে বড়শী গ্রাম নদীর তীরে, উহাকে নগর কহে। অনেক দোকান আছে, অনেক জাতির বসবাস। সকল রকম খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তথা হইতে ৪ ক্রোশ রামপুরাগ্রাম, পাকদণ্ডীর পথ, বালুকাময় ভূমি, জলকষ্ট আছে। উক্ত গ্রামে ৫ হট্টি আছে। এক বাবাজির ঘর-বাড়ী আছে, এক বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তাহার ছায়াতে বহু মনুষ্য জীবজন্তু শীতল হয়। এক কূয়া আছে—জলকষ্ট, ৮০ হাত নীচে জল। তথা হইতে ৫ ক্রোশ জেজো পর্ব্বত মধ্যে বাজার আছে, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। তথা হইতে এক শুষ্ক নদী পার হইয়া ৫ হট্টি আছে, তাহাকেও জেজো বলে। ঐ স্থানে রাজপুরার রাজার এক কেল্লা পর্ব্বত উপরে আছে। হুশিয়ারপুর হইতে জেজো পর্য্যন্ত বালুকাময়,—পথ নাই, জলকষ্ট, অতিশয় কণ্টক, বিশেষতঃ রামপুরা হইতে জেজো পর্য্যন্ত পাঁচ ক্রোশের মধ্যে জল বিন্দু নাই। জেজোর নিকট পাহাড়ের নীচে দুই কূয়া আছে। নদী পার জেজোতে স্থিতি।

রাজেশ্বরী দেবী

২৫ চৈত্র, রবিবার, প্রতিপদ

জেজো হইতে উতরাই করিয়া ৪ ক্রোশ যাইয়া এক কূয়া ও

বৃক্ষাদি আছে। তথা হইতে পাহাড় চড়াই করিয়া ৩ ক্রোশ পরে এক পুষ্করিণী। পরে ৩ ক্রোশ সন্তোক গড়, সোয়াদ নদীর তীরে।

সন্তোকগড়

বাজার দোকান ইত্যাদি ও লোকের বসতি আছে। সন্তোকগড়ে রাজবাটী আছে। তথা হইতে দক্ষিণমুখে সিমুল্যা সেপাটু পাহাড়ের রাস্তা, পূর্ব্বমুখে নয়না দেবী যাইবার পথ। তথা হইতে ৩ ক্রোশ যাইয়া সতলজ নদী। ঐ নদী নৌকায় পার হইয়া ১ ক্রোশ পরে ররপুর গ্রামে ৭ হট্টি আছে। ঐ সকল হট্টিতে ভাল থাকিবার স্থান নাই। সরকারি তহশীল ও চৌকি জন্য এক ঘর তৈয়ার হইয়াছে, ঐ ঘরে স্থিতি।

২৬ চৈত্র, সোমবার, দ্বিতীয়া

বরমপুর হইতে নন্দপুর যাইয়া নয়নাদেবী গেলে ৭ ক্রোশ, পথের ফের আছে। কিন্তু পথ অতি উত্তম। ১।০ ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের ন্যায় বসতি, সকলই পোক্তা ঘর। এতদ্দেশে নন্দপুর সহর। যাহার যে দ্রব্য প্রয়োজন হয় ঐ সহর হইতে আনিতে হয়। সহর সতলজ নদীর তীরে, স্থান জল স্থল উত্তম।

বরমপুর হইতে ৩ ক্রোশ থুব গ্রাম। তথায় শিবদোয়ালা আছে। তাহার পর পর্ব্বতের বিকট পথ, ঝাপান সওয়ার সমেত কোন ক্রমে চড়িতে পারে না, পদব্রজে অতি কষ্টে পর্ব্বতে উঠিতে হয়। ॥০ ক্রোশ এইরূপ অড়বড় পথ কাটাইলে পরে পর্ব্বতীয় পথ। পথ কোথাও চড়াই কোথাও উতরাই—এই মত ৪ ক্রোশ পথ গেলে কোট নামে এক গ্রাম। ঐ স্থানে পর্ব্বত উপরে কল্লার রাজার

কোটগ্রাম

এক কেল্লা আছে। রাজার বাটী বিলাসপুর। কেল্লাতে রক্ষকগণ আছে। রাজার তোষা-

থানা আছে, নিম্নে অশ্বারোহী পদাতিকগণ আছে, বাজার দোকান আছে, আটা দাল পাওয়া যায়। বাজার মধ্যে থাকিবার স্থান নাই। কূয়ার জল ভাল নহে। বাজারের উপর এক দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে ভাল স্থান আছে। পর্ব্বত উপরে কেল্লার নিকট ক ঝরণাতে বাউড়ি আছে, জল অতি উত্তম। চড়াই ॥০ মাইল নীচে যে বাউড়ি আছে, উতরাই ॥০ ক্রোশ। ঐ দেবালয় ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে। স্নান আহারাদি করিয়া ৩ ক্রোশ খাড়া চড়াই নয়না দেবী। এই তিন ক্রোশ মধ্যে জলবিন্দু নাই। ॥ ক্রোশ চড়াই করিলে মধ্যে এক পিয়াযূ অর্থাৎ জলসত্র আছে। ১ ক্রোশ অন্তরে এক ঝরণা আছে। তথা হইতে জল আনিয়া জলসত্র দিতেছে। নবরাত্রের মেলাতে অনেক মনুষ্য একত্র হয়, এজন্য এক পাকা কূপ করিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থান হইতে ১॥ ক্রোশ চড়াই পাণ্ডাদিগের বাটী। ২০ ঘর পাণ্ডা (ও) ১০ হট্টি আছে। তথায় জল নাই, ॥০ ক্রোশ নীচে নামিলে দুই গাঁথা পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণী বর্ষার জলে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ জলে শৌচ প্রস্রাব স্নান পান ভোজন ইত্যাদি সকল কর্ম্ম সারিতে হয়। জল তুলিবার বেতন প্রতি কলস দুই পয়সা। যাত্রীর নিকট অধিক গ্রহণ করা হয়।

পাণ্ডাদিগের ঘর হইতে ॥০ ক্রোশ পর্ব্বত উপরে নয়না দেবীর মন্দির, ৪০৬ ধাপ সিড়ি উঠিতে হয়। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারীর স্থান এবং ধর্ম্মশালা আছে। চড়াই করিয়া প্রথম দেবীর পদচিহ্ন দুই ব্যাঘ্র মূর্ত্তি দর্শন হয়।

নয়নাদেবী

পরে শিরোভাগে দেবীর ভবন। ভবন মধ্যে অন্য অন্য দেবালয় স্থাপিত আছে। শিব, কালী, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বটুক ভৈরবের

মূর্ত্তি প্রকাশ আছে। নয়না দেবীর অষ্টভুজা এক মূর্ত্তি আসোয়ার প্রকাশিত আছে। দেবীর মন্দির পশ্চিমদ্বারী, সম্মুখে ব্যাঘ্র মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। মহাদেবীর নয়নপীঠ গোলাকৃতি প্রস্তর। ঐ ভবনের অর্দ্ধ ক্রোশ নীচে এক গুফার ন্যায় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া সুড়ঙ্গ আছে। তাহাতে বটুক-ভৈরব গুপ্ত আছেন। সুড়ঙ্গ পথে দেবীর পূর্ব্বের আদেশ মতে পাণ্ডাদিগের বাক্য দৃঢ় করিয়া সুড়ঙ্গ পথে পূজা ইত্যাদি ভৈরব-উদ্দেশে করিতে হয়।

এই স্থানে ভগবতীর নয়ন পতিত হয়, এজন্য নয়নপীঠ কহে। দেবীর নাম নয়না।

পূজার নিয়ম—পাণ্ডাদিগের এক এক দিন পালা আছে। যাহার যে দিবস বারি হইবে, দেবীর ভবনে পূজা ভেট যাহা হইবে বারিদার সকল পাইবে। দেবীর আলাহিদা ভাণ্ডার নাই। দেবীর পূজা ভোগ বারিদার জিম্মা। প্রতিদিন সেবাতে ৵৹ খরচ, ইহার মধ্যে পেটেরাওয়ালা রাজার প্রতিদিবস ৷৷৹ আট আনা ভোগের বরাদ্দ আছে—নন্দরাম পাণ্ডার প্রতি ভারার্পণ আছে। পর্ব্বত উপরে দেবীর ভবন, অতিশয় জলকষ্ট। তিন গাঁথা পুষ্করিণী আছে, জল শুখাইয়া গিয়াছে। বর্ষাতে জলপূর্ণ থাকে। এক্ষণে দেবীর স্নান পূজার জল ১৷৷৹ ক্রোশ নীচে এক বাউড়ি আছে তথা হইতে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দুই বার দুই কলস জল আইসে। সন্ধ্যার সময় মহাদেবীর ভবনে পহুছিয়া দর্শনাদি করিয়া, দেবীর সম্মুখে বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকট বসিয়া সকলে আপন আপন ইষ্ট সাধনে, কেহ কেহ কথোপকথনে মগ্ন ছিল। এমত কালে ভূমিকম্প হইয়া অতিশয় দোল হয়, বৃক্ষ ভবন মন্দির কম্পবান। তাহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে পুনর্ব্বার

কম্প হয়। শুনিলাম ঐ দিবস বেলা এক প্রহর সময়ে একবার কম্প হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। পথিমধ্যে পাহাড় চড়াই উতরাই করিতে ছিলাম। ভূমিকম্পান্তর মহাদেবীর স্নান অভিষেক আরতি দর্শন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। ভবন মধ্যে পাণ্ডাদিগের কন্যাগণ বেষ্টিত থাকে। সকল পীঠ স্থানে যেরূপ কন্যাগণ অর্থ যাজ্ঞা করিয়া থাকে, এখানেও সেই মত দেবীরূপা হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। অধিকন্তু বালকগণ আছে। তথা হইতে রাত্রি ছয় দণ্ড গতে পাণ্ডার বাটীতে আসা হয়।

২৮ চৈত্র, মঙ্গলবার, তৃতীয়া, ত্র্যহস্পর্শ

প্রাতে অর্দ্ধক্রোশ নীচে যাইয়া, ঐ গাঁথা পুষ্করিণীর জলে প্রাতঃকৃত্য স্নান তর্পণ ইত্যাদি করিয়া, পরে মহাদেবী ও সুড়ঙ্গ দর্শন, পূজা, ব্রাহ্মণ সধবা কুমারী ভোজন করাইয়া পরে ৩ ক্রোশ উতরাই করিয়া, কোট গ্রামে কেল্লার নিকট ৺লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীতে আসিয়া রাত্রিযোগে আহারাদি। উপর হইতে ঝরণার জল নীচে আসিয়াছে।

কোটগ্রাম

২৮ চৈত্র, বুধবার, পঞ্চমী

কোটের কেল্লার নিকট হইতে ৭ ক্রোশ বরমপুরে স্নান ভোজন করিয়া ১ ক্রোশ পরে বরমপুরের ব্যাসা নদীর ঘাট। এই নদী নৌকাতে পার হইয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া সোয়াদ নদীর তীরে সন্তোকগড়, রাজা রামসিংহ জায়গিরদারের কেল্লা। কেল্লা মধ্যে বাটী আছে। রাজা গত (হইয়াছেন), তাঁহার দুই পুত্র আছে। বাজার ও গ্রাম রাজার অধিকার। অনেক প্রজা এবং দোকানদার আছে। দোকান অনেক আছে, থাকিবার স্থান

নাই। রাজা যে নূতন দোকান নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহাতে রাত্রে বাস। ঐ স্থানে ৫০ হট্টি এবং থানা আছে।

২৯ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী, লীলাবতী (নীল) পূজা

সন্তোকগড় হইতে ১০ ক্রোশ জেজো, তথায় এক বৈরাগীর আথড়াতে স্নান-ভোজন করিয়া ৩ ক্রোশ জেদিআড়া গ্রাম। পরে ২ ক্রোশ মানপুর নগর। অনেক বসতি এবং দোকান আছে, থাকিবার স্থান নাই। গুরু নানকের ধর্ম্মশালা, সদাব্রত ও গদি আছে। ঐ বাটীর পার্শ্বে এক বাড়ী আছে, তাহাতে রাত্রে স্থিতি। রামপুরার পথ হইতে মানপুরের পথ সর্ব্বাংশে অতি উত্তম, স্থানে স্থানে গ্রাম ও জল আছে।

মানপুর

৩০ চৈত্র, শুক্রবার, সপ্তমী, বাসন্তীপূজা

মানপুর হইতে হুশিয়ারপুর ১০ ক্রোশ, পাকা রাস্তা। এই রাস্তাতে রোপড় গতায়াত হয়। হুশিয়ারপুর পর্য্যন্ত পাঁচ নদী পার হইতে হয়। এক্ষণে শুষ্ক আছে। ছাউনীর উত্তর দিয়া সহর প্রবেশের পথ। ছাউনীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দুই দিকে নদী আছে। এখান হইতে ৩ ক্রোশ সহর। নদী পার হইয়া মাজিষ্টর সাহেবের কাছারি, ছাউনী, ডাকঘর, গির্জা (ও) সাহেবদিগের বাঙ্গালা। ঐ দিবস বাহাদুরপুরে গুরু নানকের মেলা।

হুশিয়ারপুর

সন ১২৬৩ সাল, ১লা বৈশাখ, শনিবার, অষ্টমী

হুশিয়ারপুরে থাকিয়া নগর-ভ্রমণ।

২ বৈশাখ, রবিবার, শ্রীরামনবমী

হুশিয়ারপুরে আহারাদি করিয়া ৭ ক্রোশ হরেণাগ্রাম। এ গ্রামে ভাল গুড় পাওয়া যায়। ঐ গ্রামের নিকট রাত্রে অবস্থিতি হয়।

৩ বৈশাখ, সোমবার, দশমী

হরেণা হইতে ৪ ক্রোশ রেহালা, তথায় চৌকী আছে। ঐ থানা হইতে ৭ ক্রোশ ফাগুড়া গ্রাম। সরাই, থানা (ও) ডাকঘর আছে। এক পুষ্করিণী-তীরে ঐ গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ সাধু হইয়া বার বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন, পরমেশ্বরের সাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুই পদে ছিলেন, সম্প্রতি এক পদে দাঁড়াইয়া আছেন। আহার—এক পোয়া দুগ্ধ, কিছু বাতাসা এই মাত্র, আর কিছু আহার নাই। গ্রীষ্মে অগ্নিসেবা, শীতে ঐ পুষ্করিণীতে জলস্তম্ভ করেন। বয়ঃক্রম হদ্দ ৩০ বৎসর, শরীর উত্তম আছে। দেখিতে শ্রীমান্, নখ-চুল আছে। সর্ব্বদা দ্বার রুদ্ধ থাকে। প্রত্যাগমনে দর্শন পাইয়াছি—দেবমূর্ত্তি, জপে মগ্ন।

ফাগুড়া গ্রাম

ঐ পুষ্করিণীর উত্তর দিকে সাধু দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে এক বাগান এবং কূয়া আছে। তন্মধ্যে দিবাতে আহারাদি করা হয়। সন্ধ্যার পর গাড়ীর পড়াউতে থাকা।

৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, একাদশী

ফাগুড়া হইতে পূর্ব্বরাত্র ১১ ঘণ্টার পর গমন করিয়া ১০ ক্রোশ কোনর, যথায় কেল্লা আছে। তথা হইতে ২ ক্রোশ সতলেজ নদী, ১ ক্রোশ নদী প্রশস্ত। ঐ নদীতে নৌকার পুল পার

হই। চারিধারে পুল আছে, শেষধারে প্রধান পুল ৪৮ খানা নৌকা আছে, পার হইয়া ঘাটীয়ালের দান লইবার স্থান। তথা হইতে ৩ ক্রোশ লুধিয়ানার কেল্লা, পরে সহর। লুধিয়ানাতে জজ, মাজিষ্টর (ও) কালেক্টরী কাছারি আছে। পড়াউ নিকটে মাজিষ্টরের যে নূতন কাছারি ঘর হইতেছে, ইহার সম্মুখে অনেক অশ্বত্থগাছ এবং কূয়া আছে। তথায় দিবায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যায় পড়াউতে স্থিতি।

লুধিয়ানা

৫ বৈশাখ, বুধবার, দ্বাদশী

লুধিয়ানার পড়াউ হইতে পূর্ব্বরাত্রে দশঘণ্টার সময় গমন করিয়া ১০ ক্রোশে এক পড়াউ, পরে ৫ ক্রোশে লস্করের সরাই। এ সরাই হইতে ||০ ক্রোশ আসিয়া বিস্তাপুর নামে এক গ্রাম। ঐ গ্রাম মধ্যে গ্রামস্থ সকলে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মুল উত্তমরূপে বাঁধাইয়া তাহাতে দুই পার্শ্বে দুই ঘর করিয়া রাখিয়াছে। এক পুষ্করিণী এবং কূয়া আছে। পুষ্করিণীর দুইদিকে পাকা গাঁথা। পূর্ব্বে ভাল জল ছিল, এক্ষণে ভরাট হইয়াছে। নীচে এক বটবৃক্ষ আছে এবং অন্য অন্য দিকে শিশু, বট, অশ্বত্থ বৃক্ষাদি আছে, পথিকদিগের শীতল হইবার উত্তম স্থান। গ্রাম মধ্যে দোকান আছে, চাউল দাল আটা ঘৃত ইত্যাদি পাওয়া যায়। ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

বিদড়া বা বিস্তাপুর

৬ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

বিদড়া অর্থাৎ বিস্তাপুর হইতে পূর্ব্বরাত্রে ১০ ঘণ্টার সময় গমন করিয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রাত্র প্রভাত হয়। খুল্যের

সরাই—পড়াউ (ও) থানা আছে। পরে ৮ ক্রোশ বাজার, সরাই, পড়াউ, থানা ইত্যাদি আছে। তাহার পর নিকটে বাড়া গ্রাম। ঐ গ্রামে আহারাদি করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম।

৭ বৈশাখ, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার সময় বাড়াগ্রাম হইতে গমন করিয়া ৮ ক্রোশ ওগানার পড়াউ, সরাই ও থানা আছে। পরে ৫ ক্রোশ আসিয়া রাজপুরার সরাই। ঐ সরাইয়ের নিকট এক আম্রবাগান আছে। ঐ বাগে দিবাতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

৮ বৈশাখ, শনিবার, পূর্ণিমা

রাজপুরার আম্রবাগ হইতে পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর গমন করিয়া ৯ ক্রোশ আসিয়া মোগলের সরাই। পড়াউ, গুদাম (ও) থানা আছে। সরাই ভগ্ন হইয়াছে। পরে ৩ ক্রোশ আসিয়া এক নদী। ঐ নদী হইতে ২ ক্রোশ অম্বালাসহর, অনেক বসতি দোকান, সরাই এবং ডাক্তারখানা আছে। সহর হইতে ৩ ক্রোশ ছাউনী। দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত ছাউনীর সীমানা।

অম্বালা

ইতোমধ্যে লালকুর্ত্তির ও সদরবাজারে নানা-মত দ্রব্যাদির দোকান আছে। সদর বাজার উত্তরদিকে, বাঙ্গালিদিগের বাসা। অনেক বাঙ্গালি আছেন। কালীবাড়ীতে নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের আশ্রয়-স্থান। সকল বাঙ্গালি বাবুতে ঐ কালীবাড়ী স্থাপিত করিয়াছেন। অনেক সৎব্যক্তি আছেন, দেশস্থ ব্যক্তিগণকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন। তথা হইতে কশৌলির পাহাড় ত্রিশ ক্রোশ। অম্বালা সহর (ও) বাজার হইতে

৷৷০ ক্রোশ আসিয়া মাঠে এক আম্রবাগান আছে, ঐ বাগান মধ্যে দিবাতে স্নান-ভোজন করিয়া বিশ্রাম।

৯ বৈশাখ, রবিবার, প্রতিপদ

অম্বালার আম্রবাগ হইতে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া সাহাবাদের পড়াউ। সরাই, গুদাম (ও) থানা আছে। পরে তেওড়ার চৌকি (ও) বাঙ্গালা। পরে ৭ ক্রোশ আসিয়া পিপলির পড়াউ, সরাই। পড়াউ মধ্যে বৃক্ষাদি নাই। রাস্তার দক্ষিণদিকে নূতন দোকান হইতেছে। ঐ দোকান মধ্যে দিবাতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম।

পিপ্‌লি

১০ বৈশাখ, সোমবার, দ্বিতীয়া

পিপলি হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুই প্রহর গতে গমন করিয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া বটানার পড়াউ। গুদাম, থানা (ও) তহশীলদারের কাছারি আছে। তথা হইতে ৬ ক্রোশ কর্ণালের পড়াউ। সহরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ছাউনী। পূর্ব্বে কর্ণালের ছাউনীতে অনেক গোরা থাকিত। গোরাবারিক আছে। ছাউনীতে লাইন ডোরী গোরার চৌকি ছিল। মালদেওয়ানি (ও) পুলিশ-কাছারি আছে। সহর মধ্যে অনেক আমীরলোকের বাস আছে। মুসলমান অধিক। উক্ত পড়াউ মধ্যে বাগান আছে। ঐ বাগে দিবাতে আহার (ও) বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যাগতে সহরের নিকট গাড়ীর পড়াউ, তাহাতে স্থিতি।

কর্ণাল

১১ বৈশাখ, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

কর্ণাল হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুই প্রহর গতে রওনা হইয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া ঘরহুদার সরাই। পরে ৬ ক্রোশ আসিয়া পাণিপথসহর। যে পড়াউ আছে, (তাহাতে) ছায়া নাই। সহরের নিকট মনসা-দেবীর এক মন্দির, বাটী, পুষ্করিণী (ও) বাগান আছে। ঐ মন্দিরে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর পড়াউতে স্থিতি।

পাণিপথ

১২ বৈশাখ, বুধবার, চতু

পাণিপথের পড়াউ হইতে পূর্ব্বরাত্রে দুইপ্রহর গতে রওনা হইয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া সামহানের পড়াউ, গুদাম, থানা, (ও) সরাই আছে। পরে ২।৩ গ্রাম। ৫ ক্রোশ পরে রশৌলির পড়াউ, গুদাম, থানা (ও) সরাই আছে। ছায়া নাই, নিকটে গ্রাম। ঐ গ্রামে অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে স্থিতি।

১৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী

রশৌলি গ্রাম হইতে পূর্ব্বরাত্রে ১০ ঘণ্টার পর রওনা হইয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রাই পড়াউ, গুদাম (ও) সরাই। তথা হইতে ৩ ক্রোশ পূজানি গ্রাম। ঐ গ্রামে নিম্ববৃক্ষের ছায়াতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম হয়। গ্রামে দোকান আছে।

১৪ বৈশাখ, শুক্রবার, ষষ্ঠী

পূজানি গ্রাম হইতে পূর্ব্বরাত্রে দশটার সময় রওনা হইয়া ৩ ক্রোশ পড়াউ, পরে ৬ ক্রোশ সবজিমণ্ডী, ১ ক্রোশ তেলিআড়া, ২ ক্রোশ দিল্লীর কাবেলীদরজা—সহরের ধারে। বৃক্ষতলে আহারাদি

করিয়া রাত্রে গাড়ীর পড়াউতে থাকা হয়। ঐ স্থানকে হাতা কহে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবদ্ধ এক ফটক আছে। ঐ হাতাতে ৪ জন চৌকিদার (ও) একজন জমাদার রক্ষক থাকে। ঐ হাতার ভিতর এবং বাহিরে দোকান আছে।

১৫ বৈশাখ, শনিবার, সপ্তমী

গাড়ীর পড়াউ হাতা হইতে প্রাতে ঐ লহরের নিকট বট-বৃক্ষ-মূলে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পড়াউ, পরে শৌচক্রিয়াদি করিয়া লহরের জলে স্নান। ঐ বৃক্ষ-মূলে আহারাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ হয়। পরে বেলা চারিদণ্ড থাকিতে ঐ স্থান হইতে কাবেলী-দরজা হইয়া সহরে প্রবেশ করিয়া কাগজি-মহল্লা, যমুনার লহরের ধারে ধারে আসিয়া, মতিচাঁদ গুজরাটীর অফিসের নিকট হইয়া, পুরাণ ডাকঘরের নিকট থালাসী লাইন মেগাজিনের দক্ষিণ জগৎ বাবুর দরুণ একটি মাটীর একতালা বাটী, তাহাতে সন্ধ্যার সময় প্রবেশ।

ঐ বাটী হইতে যমুনা অতি নিকট, নিগমবোধের ঘাট। ঐ ঘাট ইষ্টকবদ্ধ আছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ বাঁধা ঘাটের নিকট

যমুনা

যমুনা স্রোত নাই। এক্ষণে ঐ ঘাট হইতে প্রায় এক পোয়া পথ উত্তরদিকে যমুনা স্রোত-স্বতী হইয়াছেন। বর্ষাকালে জলপূর্ণা হন। মধ্যে চড়ার উপর শ্মশানভূমি আছে। বর্ষাতে জলপূর্ণা হইলে শবদাহাদির অতিশয় ক্লেশ হয়, এজন্তু ঐ স্থানে উচ্চস্থান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া শবদাহাদির স্থান করিয়াছে। ঐ ঘাটে শব-দাহের এক চমৎকার ব্যবস্থা আছে। কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ ও ঘুঁটা

দিয়া শব চিতাতে সাজাইয়া অগ্নি দিয়া যায়, তাহাতে অস্থিপর্য্যন্ত সমস্ত ভস্মরাশি হয়, চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু ঐ যমুনার উত্তর পারে ঐ কাষ্ঠের দশগুণ দিয়া শবদাহ করিলেও এরূপ তাবৎ ভস্ম হয় না। ইহার এই মাহাত্ম্য আছে। নিগমবোধের ঘাট দক্ষিণ পার। ঘাটোয়াল ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে চড়ামধ্যে ঘর বান্ধিয়া তথায় বসিয়া তিলক-চন্দন দেন।

দিল্লীর বিবরণ

সন ১২৬৩ সাল, ২৪ বৈশাখ, সোমবার, শুক্লপ্রতিপদ

ইন্দ্রপ্রস্থ (বা) দিল্লীতে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ (ও) অযোধ্যাবাসী এক সাধুদর্শন।

দিল্লীসহর অণ্ডাকৃতি, সহর-পানায় ঘেরা। (ইহার) প্রকাশিত ১২ দ্বার (ও) গোপন ৫ দ্বার।

দ্বারের নাম দরজা, গোপন-দ্বারের নাম খিড়কি। উত্তরপশ্চিম কোণে কাশ্মীর দরজা, বামাবর্ত্তে মহরি দরজা, কাবেলী দরজা, লাহোর দরজা, ফরাশখানার খিড়কি, আজমীর দরজা, তোরকমান দরজা, দিল্লী দরজা, বাহাদুরআলি খাঁর খিড়কি, দরিয়াগঞ্জঘাট দরজা, রাজঘাট দরজা, জেরঝরকা খিড়কি, কলিকাতা দরজা, নিগমবোধ খিড়কি, নিগমবোধ দরজা, কেল্লার ঘাট দরজা, লাল দরজা (ও) খাজানা খিড়কি। এই সকল দ্বার হইয়া সকল লোক গতায়াত করে। সকল দ্বারের মধ্যে দিল্লী, আজমীরী, লাহোরী, কাবেলী, কাশ্মীরী, (ও) কলিকাতা দরজা প্রধান। ইহাতে অস্ত্রধারী দ্বারপালগণ ও পদাতিক সৈন্য আছে। দ্বারের নিয়ম দুই পথ, আগম নিগম ভিন্ন ভিন্ন। কাশ্মীরী দ্বারে পদাতিকগণের স্থান, লাহোর দরজাতে থানা ও ৩৩ বাজার।

দিল্লীর বিভিন্ন দরজা

যমুনা হইতে খোদিত এবং পর্ব্বত ভেদ করিয়া লাহোরী (ও) কাবেলী দ্বার হুইয়া প্রবেশ করাইয়া বাহির (ও) ভিতর গড়ে সর্ব্বত্র জল চলাচল করে। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে গোধুম ইত্যাদি

চূর্ণের ইষ্টক-প্রস্তর যন্ত্রাগার নির্ম্মিত আছে। নগরের শোভা অতি উত্তম। এক্ষণে পঞ্চক্রোশী সহর। ইহার স্থানে স্থানে নানা দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের সওদাগর, সর্ব্বদেশের ব্যক্তিগণ এবং নর্ত্তকীগণের আবাস। বেশ্যাগণ এবং নানাবর্ণের রাজ-পুরুষদিগের বাসস্থান আছে। হীরা, জহরত, মোতি, চুণি, পান্না, জরি, তিল্লা, কালাবর্ত্ত অর্থাৎ সোণারূপার তারের খচিত বস্ত্রাদি বহুতর আছে। লাহোর দ্বার হইতে দিল্লীশ্বরের বাসস্থান ভিতর কেল্লা পর্য্যন্ত সুমার্গ, বিলক্ষণ প্রশস্ত। মধ্যস্থল হইয়া যমুনালহর খেলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সেতুবন্ধ আছে, তদ্দ্বারা গমনাগমন হয়। স্থানে স্থানে মধ্যস্থলে এমন স্থান আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ, যাহাদের স্বল্প আয় দ্বারা দিন-পাত করিয়া অমাত্যগণসহ উদর পরিপোষণ করে, তাহাদের দোকান পথিমধ্যে। পথিকদিগের গতির অবধি নাই—এক শ্রেণী আছে। প্রধান মার্গের দুই পার্শ্বে নগর শোভনের নানা-প্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেক দোকান শোভিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে কাষ্ঠস্তম্ভে কাচ-নির্ম্মিত দীপাধার আছে। নিশাযোগে দীপদ্বারা নগরের মার্গ উজ্জ্বল হয়। মধ্যস্থলে জুম্মা মস্‌জিদ নামে এক ভজন-স্থান। তাহাতে অপরাহ্ণে বহু মোল্লা মৌলবী মুন্‌সী সাঞি ফকির ইত্যাদি ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া ভজন-সাধন করে। ঐ স্থানে চকের ন্যায় উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল বিক্রয় হয়।

দিল্লীশ্বরের নূতন কেল্লা অর্থাৎ যাহার মধ্যে অন্তঃপুর এবং বার স্থান ইত্যাদি এক্ষণে নিজ অধিকার স্থান, ঐ কেল্লার তিন দ্বার। দিল্লী দ্বারের নিকট উত্তর-পশ্চিম দিকে লালদীঘি নামে পুষ্করিণী

প্রস্তর-মণ্ডিত, যমুনার জলে পরিপূর্ণ থাকে, সময় সময় পরিবর্ত্তন করিয়া রাখে। মৎস্যাদি আছে, জল দশ হাত থাকে। রাজধানীর ব্যক্তিগণ সুসভ্য, সুবেশ, সু-আবাস, সুভাষ, সচ্চরিত্র (ও) স্বধর্ম্মে সুপবিত্র। হিন্দুদিগের যমুনায় আবাল-বৃদ্ধ-যুবার প্রাতঃস্নান পূজা ধ্যান, যথাশক্তি দীনে দান, তৎপরে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজধানীর নিয়মানুসারে অর্থকরী বাক্যে (ও) শ্রমে উপার্জ্জন করিয়া, অপরাহ্ণে সায়ংকালের পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বজাতি কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ বিমানে, কেহ রথে, কেহ মনুষ্যযানে, কেহ গোযানে, কেহ অজযানে, কেহ বা মৃগযানে—এইরূপ নানাবিধ যানে, এতদ্ভিন্ন চেরেট, বগী, পেলঙ্কিন, সেজ-গাড়ী, রথ, মেছনি বয়নি, পালকী, তানজাম, বোচা, মহাপা, ডোলি ইত্যাদিতে ভদ্রগণ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নর্ত্তকী ও বেশ্যাগণ আপন আপন নায়ক-দিগের সমভ্যারে সুবেশা হইয়া ভ্রমণ করিয়া মনাহ্লাদে থাকে। অতি দুঃখী ব্যক্তিগণ পদব্রজে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি পুষ্পমালা, কি অন্য গন্ধদ্রব্য আতর প্রভৃতি মন প্রফুল্লিত করে।

লালদীঘি

দিল্লীর নাগরিক

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুর যে ব্যূহ মধ্যে আছে, ঐ ব্যূহের তিন দ্বার। লাহোর দ্বার পশ্চিমদিকে। এক কোম্পানী সিপাহী থাকে। দিল্লী-দ্বার দক্ষিণ দিকে। ঐ দ্বারে এক কোম্পানী সিপাহী থাকে। এই দ্বারপালগণ দিল্লীশ্বরের নিকট বেতন পায়। রাজ্যেশ্বরের নিয়োজিত আজ্ঞাবহ। রাজ্যেশ্বরের এই ব্যূহ মধ্যে উত্তম নগর, বহু দ্রব্যাদির দোকান ও সদাগরগণ আছে। পথ প্রশস্ত, পথের মধ্যস্থলে যমুনার নহর বহিতেছে। দুই পার্শ্বে দোকান (ও) বাজার।

পঞ্চক্রোশীতে যেমত সহর, দ্বিতীয় ব্যূহ মধ্যে ঐরূপ সকল সহরের শোভা আছে। আমীরদিগের এবং রাজপুরুষদিগের বাসস্থান আছে। তৃতীয় ব্যূহ মধ্যে অন্তঃপুর। এই ব্যূহ মধ্যে যাহা কিছু হউক, তাহার বিচার ও দণ্ড ইত্যাদি দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা, ইহাতে রাজ্যেশ্বর হস্তক্ষেপ করেন না।

নিগমবোধ-ঘাটের পূর্ব্বদিকে, পাণ্ডব-ছত্রি আছে, প্রস্তর-নির্ম্মিত। ঐ ছত্রির দক্ষিণে পুরাতন কেল্লা, পরে যমুনাতে নৌকার সেতু।

দিল্লী সহরের সহর-পানার বাহিরে অধিকারস্থ রাজাদিগের কেল্লা ছিল, এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। রাজগণ যৎকালে দিল্লীশ্বরের নিকট আসিতেন, তখন আপন আপন কেল্লাতে অবস্থিতি করিতেন।

কলিকাতা দরজা পূর্ব্বে ছিল না, সংপ্রতি ... বৎসর হইল ... ... গবর্ণর জেনারল সাহেবের আজ্ঞানুসারে দ্বার প্রকাশ হইয়াছে। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে রাস্তায় আলোর জন্য লণ্ঠন আছে। নৌকার যে পুল আছে, তাহার উপর পর্য্যন্ত লণ্ঠন আছে।

কাশ্মীর-দরজার সম্মুখে ২ মাইল পরে ছাউনী। তথায় কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণের ও সৈন্য-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের আবাস। সদর বাজার, লালকুর্ত্তির বাজার ইত্যাদি সকল বাজার আছে। সহরের ধারে কোম্পানীর বাগান, প্যারে-ডের ভাল ফরদা মাঠ আছে, কুয়ার জল উত্তম।

দিল্লী রাজধানীর মালদেওয়ানি, পুলিশ, পরমিট, পঞ্চম্বরা, আবগারি, নিমকি, ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্ট, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি রাজকার্য্যের

দপ্তর, কালেজ, মেগাজিন, বক্সী দপ্তর (ও) গির্জ্জাঘর সকলই সহর মধ্যে অবস্থিত। যে কলেজ আছে, ইহাতে ইংরাজি, পারসী, আরবী, উর্দ্দূ (ও) দেবনাগর—এই সকল বিদ্যাভ্যাস হইতেছে। ৫৫০ জন বালক্ বিদ্যার্থী আছে।

কেল্লার উত্তরদিকে ও পূর্ব্বদিকে যমুনা বিরাজমান।

দিল্লীশ্বরের অদ্যাবধি এই নিয়ম আছে যে, জাতিতে ম্লেচ্ছ কিন্তু সেরূপ অভক্ষ্য-ভক্ষণ, কি স্বজাতিগণ সহ ভোজন কিছু হয় না। (তিনি) শুদ্ধাচারে থাকেন, পবিত্র দ্রব্যাদি ভোজন (করেন), গঙ্গাজলে পাকাদি হয়।

দিল্লীসহরে স্থানে স্থানে অনেক বাজার আছে। সকল বাজারের নাম স্মরণ হয় না। যে নাম দিল্লীবাসী ব্যক্তিগণ কহে, সেই নাম যাহা সংগ্রহ হইল, সেই ৩৩ বাজার এই—

দিল্লীর তেত্রিশ বাজার

মনসুরকা চক, বদনপুরা, কাঞ্চনীগলি, সামলমলকী দেউড়ি, পঞ্জাবী কটরা, হাপশখাঁকা ফটক, খাড়ি বাউড়ি, লালকূয়া, চাউড়ি, জুম্মা মস্‌জিদ, সীতারামকী বাজার, মলুকাকী গলি, আমনিকা মহল্লা, দরিয়া বাজার, গুলিয়াখুনি দরজা, উর্দ্দূ বাজার, চাঁদনী চক, ফতেপুরি, জহুরি বাজার, খাস বাজার, খানবকা বাজার, পাল্লাবাজার, কৌড়িয়া পুল, তিনত্রপলি (?), আনারকী গলি, খজুরকী মসজেদ, কালে মস্‌জিদ, চিতলি কবর, দরিয়া গঞ্জ, কাজিকা হোজ, নয়াবাজার ও ছোট দরিয়া এই ৩৩ বাজার। ইহা ভিন্ন গলিতে গলিতে বাজার আছে? নিগমবোধের খিড়কি হইতে দক্ষিণ মুখে অনেক দেব-দেবীর স্থান। মাধবদাসের বাগিচাতে স্থানে স্থানে উত্তম দেবালয় আছে, পুরাণপাঠ, গান-বাদ্য (ও) ভজন সর্ব্বদা হইতেছে।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরে সপ্তব্যূহ দ্বার ভেদ করিলে প্রবেশ হওয়া যায়। প্রথম ব্যূহ মধ্যে প্রবল সহর ১৮ দ্বার, দ্বিতীয় ব্যূহ মধ্যে তদ্রূপ সহরের দোকান দ্রব্যাদি, তৃতীয় দ্বার চতুর্থ ব্যূহ মধ্যে এক রাজসিংহাসন অর্থাৎ পূর্ব্বকালের বাদসাহী তক্ত, প্রস্তর-নির্ম্মিত (ও) সিংহাসনাকৃতি। ইহাতে প্রস্তরের নানাবর্ণের বৃক্ষলতা ফলপুষ্প পক্ষ্যাদি খোদিত (এবং) সুরঙ্গের, চিত্র-বিচিত্র ছিল। সম্মুখে যে শ্বেত-প্রস্তরের চৌকী আছে, তাহাতে বহু মূল্যের প্রস্তরের লতা পাতা পুষ্পাদি ছিল, সকল খুলিয়া লুঠ করিয়া লইয়াছে।

দেওয়ান-আমে ২২ থামে ২২ সুবা দাঁড়াইতেন। ঐ স্থানে বাদসাহ্ পূর্ব্বে বসিতেন। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান আছে। চতুর্থ ব্যূহতে মহাতাব বাগ, নানামত বৃক্ষ আছে, আরামের আবাস আছে। তৎপরে আঁধিয়ারি বাগ, অতি সুরম্য বন। নানাজাতি মেওয়া এবং ওষধি-পুষ্পাদির বৃক্ষলতায় সুশোভিত। বাগমধ্যে যমুনার লহর বেষ্টিত আছে, মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ অর্থাৎ ফোয়ারা, লহরের দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে লহরী চৌবাচ্চা, তাহাতে পঙ্কজের শোভা।

দেওয়ান-ই-আম

শ্রাবণ-ভাদ্র নামে এক স্থান সরাখানা অর্থাৎ ঐ ঘর মধ্যে হৌজ আছে, তাহাতে শতধারা সহস্রধারা ফোয়ারা বসাইত, তাহাতে জল ছাড়িলে শ্রাবণ-ভাদ্রের ন্যায় বৃষ্টি হইত। এক স্থানে পুষ্করিণীর উপর ঘর আছে, যেমত জলটুঙ্গি ঘর সেই মত। মধ্যস্থলে ঘর, পূর্ব্বদিকে প্রস্তরের সেতুবন্ধ আছে, নিম্নে জল গতায়াতের পথ (ও) নৌকা-কেলি জন্য লৌহময় এক তরি ছিল। এ উদ্যান অতি নিবিড় বন, ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য দেখা যাইত না। অতি সুশীতল সুরম্য মনোহর স্থান, রাজহংস ইত্যাদি জলচর পক্ষিগণের কেলি

জন্য কমলবন ছিল। পঞ্চম (বুাহতে) মোতি-মস্‌জিদ নামে মস্‌জিদ,

মোতি-মস্‌জিদ

শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঐ স্থানে বাদসাহ ভজনাদি করেন। ভজনাগার বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত ছিল, এখন কেবল শ্বেতপ্রস্তর আছে।

ষষ্ঠ ব্যূহতে যমুনার পশ্চিমদিকে এক উত্তম ভবন, তন্মধ্যে বাদসার তক্ত আছে। ঐ তক্তের নীচে হইয়া যমুনা-লহর চলিতেছে। যখন দিল্লীশ্বর রাজকার্য্যে বসেন, তখন ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঘরের যে কি শোভা তাহা কি বলিব! দীর্ঘে প্রস্থে বৃহৎ ঘর, কিন্তু তাহাতে কড়ি বরগা নাই—প্রস্তরের চাদর খিলান, তাহাতে নানা রঙ্গের প্রস্তর খচিত হইয়া তাহার মধ্যস্থলের ··· ···তে রঙ্গের দ্বারায় চিত্র বিচিত্র করিয়া শোভান্বিত করিয়াছে। ঐ ঘরের পূর্ব্বদিকে যে দ্বার আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের দ্বারে শ্বেত প্রস্তরের এক চৌকী আছে। তাহার উত্তরের দ্বারে এক স্ফটিকাসন চৌকী আছে। অন্যান্য দ্বারে অন্য প্রকারের আসন আছে। ঐ চৌকীতে বসিয়া

দেওয়ান-ই-খাস

যমুনা দর্শনাদি (হয়) এবং বাতাসে মনের প্রফুল্লতা জন্মে। উক্ত ঘরের মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের রাজসিংহাসন। উর্দ্ধে এক হাত বেদী, তাহার উপর এক সিংহাসন আছে, নানা রত্নে খচিত। ঐ তক্ত ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকে। যৎকালে বাদসাহ বারে বসেন, তাহার পূর্ব্বে ঐ সিংহাসন সুসজ্জিত করিয়া বাহির করিত। ঐ ঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং তক্তের চতুষ্পার্শ্বে মছলন্দের বিছানা হইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং রাজগণ নজর ধরিতেন। ঐ ভবনের চতুষ্পার্শ্বে সর্দ্দারদিগের দপ্তর, দ্বারে রক্ষক-খোজা সকল আছে। ঐ স্থানের

নাম দেওয়ান-খাস। বাইশ সুবা যৎকালে তলবে আসিতেন, সকলে এক এক দ্বারে দাঁড়াইতেন। বারদ্বারী নাম। চতুর্দ্দিকে বার দ্বার আছে, প্রতি দিকে বার বার দ্বার।

সপ্তম ব্যূহ ঐ বাটীর দক্ষিণ। অন্তঃপুর সাত খণ্ড, তাহার মধ্যে এক এক খণ্ডে অনেক অনেক খণ্ড আছে। দরবার-ঘরের নিজ দক্ষিণে উজিরের দরবার। তৎপরে খোজাদিগের চৌকী, তাহার পর বাদসাহের বৈঠক। তিনি ঐ স্থানে সর্ব্বদা থাকেন, প্রতি দিবসের দরবার ঐ অন্দর মধ্যে হয়। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বাদসাজাদাদিগের মহল্লা। এমত অনেক মহল্লা আছে। বাদসাহের বেগম দুই শত। সকলে বিবাহিতা নহে, কুড়ি জন বিবাহিতা। বাদসার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসরের অধিক হইয়াছে। সর্ব্বদা বাহিরে আইসেন না। অন্তঃপুর মধ্যে এক মস্‌জিদ আছে, তাহাতে স্ত্রীলোক সকল ভজনা করে।

বাদসাহী অন্তঃপুর

দিল্লীশ্বরের মধ্যমপুত্র মির্জ্জা কালে গান-বাদ্যে অতি সুপণ্ডিত, তাঁহার মত গুণী এক্ষণে দিল্লী সহরে প্রায় কেহ নাই। সর্ব্বদা ফকিরিভাবে থাকা হয়, গান-বাদ্য লইয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করেন, সকল তীর্থ এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন হয়, দেখিতে অতি সুপুরুষ, ঘোটক-কুকুরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

দিল্লীশ্বরের ঘুড়ি এবং শিকার-খেলাতে অতিশয় প্রীতি, সর্ব্বদা খেলা হয়।

লাল পরদা নামে যে অন্তঃপুর আছে, তাহার মধ্যে পুরুষ কি খোজা কাহারও গমনের অনুমতি নাই। পঞ্চম বৎসরের বালকের লাল পরদার ভিতর গমনের ক্ষমতা নাই। অন্তঃপুর মধ্যে

বাদসার বৈঠক পর্য্যন্ত খোজার পাহারা। লাল পরদা অবধি দ্বাররক্ষক, কাহারী, চোবদারী, বাজাদারী ইত্যাদি সকলই স্ত্রীগণ। ঐ অন্তঃপুর মধ্যে সহর বাজার আছে। তদ্রূপ সকল বাজারে হীরা মোতি ইত্যাদি করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি স্ত্রীলোকে দোকান করে, বেগমেরা খরিদ করেন। এইরূপ লাল পরদার মধ্যে বাদসার অদ্যাবধি নিয়ম আছে।

আঁধিয়ারি বাগে কাঁঠাল (ও) আনারসের গাছ আছে, ফল বাজারে বিক্রয় হয়। এক গাছ আছে, তাহার ফল খাইলে প্লীহা আরাম হয়।

কৌড়িয়া-পুলের নিকট বেগমবাগ নামে এক বাগান আছে। অতি সুরম্য সুশীতল স্থান, ফলফুলের বৃক্ষাদি আছে। যমুনা-নহর বাগের ভিতর হইয়া আসিতেছে এবং দুই তিন বড় বড় কূয়া আছে, তাহার জল সুমিষ্ট।

পঞ্জাবী কটরাতে সওদাগরদিগের বাস। ইহারা পঞ্জাব-দেশীয় ব্যক্তি, বহুকাল দিল্লী সহরে আছে, সকলে বাণিজ্যকার্য্য করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছে।

এ সহরে কালাবর্ত্তু তিল্লার কাজ উত্তম হয়। দরিয়া এবং চাঁদনী চকে অনেক দোকান আছে। প্রায় সকল বাজারেই গোটা জরি, পাল্লা, কালাবর্ত্তু ও টুপির দোকান আছে। এক ভরি কালা-বর্ত্তুর উত্তম কুঞ্জ ইত্যাদি বেলওয়ার করিতে এক টাকা মজুরি। কোর্ত্তা, আঙ্গিয়া, লেঙ্গা, দোপাট্টা উত্তম উত্তম ও বহু মূল্যের হয়।

আচার সকল দ্রব্যাদির হয়। আকন্দ পাতার গোটা থাকে, তাহার আচার সুখাদ্য হয়। কুমড়ার লচ্ছা মেঠাই উত্তম তৈয়ার হয়, টাকায় ⁄।৷৹ সের বিক্রয় হয়।

কুঠিওয়ালদিগের কুঠী রাস্তার ধারে নাই, কটরা মধ্যে থাকে। আস্রফি কটরাতে অনেক কুঠীওয়ালা আছে, আর দুই তিন কটরাতেও আছে।

১৬ বৈশাখ, রবিবার, অষ্টমী

ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ দিল্লীর যমুনাতে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ পূজা ইত্যাদি ইষ্ট-সাধন, দেবদেবী দর্শন করিয়া আহারান্তে বৈকালে সহর-ভ্রমণ।

১৭ বৈশাখ, সোমবার, নবমী

দিল্লীতে ঐ, অধিকন্তু ক্ষৌর-কার্য্য।

১৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার, দশমী

যমুনায় স্নান-তর্পণ, কালী বাটীতে দর্শন, বৈকালে সহর-ভ্রমণ। সোমড়া নিবাসী বাবু শিবনারায়ণ রায়, জাতিতে বৈদ্য, তাঁহার সহিত আলাপ হইল। অতি উত্তম ব্যক্তি, পরমিটের সেরেস্তাদার। তিনি বড় মানুষ, (তাঁহার) দরজাতে মুহুরি, স্বয়ং বাটী তৈয়ার করিয়া আছেন। উত্তম বাড়ী, যেমন ব্যক্তি তেমন বাটী।

১৯ বৈশাখ, বুধবার, দশমী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ, আহারান্তে অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণ।

২০ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, একাদশী, ত্র্যহস্পর্শ

যমুনাতে স্নান-তর্পণ (ও) একাদশীব্রত (পালন)।

২১ বৈশাখ, শুক্রবার, ত্রয়োদশী

ইন্দ্রপ্রস্থে নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ, নীলছত্রি দর্শন এবং অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণ।

২২ বৈশাখ, শনিবার, চতুর্দ্দশী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া কালকাদেবী, যোগমায়া (ও) কুতবসহর দেখিতে গমন হয়।

থালাসী লাইন হইতে দিল্লীদরজা গেট ২ ক্রোশ, পরে পুরাণ দিল্লী, পুরাণ কেল্লা এবং রাজাদিগের আপন আপন কৃত পুরাণ কেল্লা সকল, প্রায় ২ ক্রোশ পথ। পরে ১ ক্রোশ আরবের সরাই। পূর্ব্বে আরবদেশীয় সওদাগর সকল যখন আসিত, ঐ সরাইয়ে থাকিয়া বাণিজ্য করিত। এক্ষণে ঐ সরাই মধ্য দিয়া পথ হইয়াছে। দুই পার্শ্বে খাদ্যদ্রব্যাদির দোকান হইয়াছে। ঐ সরাইয়ের গেটের পাশে এক গেট আছে, তাহা হইয়া ভুলভুলড়ি মস্‌জিদ। ঐ মস্‌জিদ বহুকালের, অতি উত্তম নির্ম্মিত। উহাতে বহুমূল্য প্রস্তর ছিল, তাহা ইংরাজ বাহাদুর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এমন উত্তম নির্ম্মাণ যে, এ পর্য্যন্ত মেরামত হয় নাই, তথাচ নূতন নির্ম্মাণের ন্যায়। যে সকল দ্বার আছে সকল দ্বার এক আকৃতি। ... দ্বার আছে। আগম-নিগম এক দ্বার দিয়া হয় না। যত চিহ্ন দিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হও, বাহির হইবার সময় অন্য দ্বার হইয়া বাহির হইতে হয়। স্থান অতি উত্তম, সুশীতল ছায়া এবং ভাল ভাল পুষ্পোদ্যান আছে। শ্রান্তিযুক্ত ব্যক্তির শ্রান্তি দূর হইয়া মনের প্রফুল্লতা হয়। তথা হইতে ২॥• ক্রোশ পরে বাহাপুর নামে গ্রাম, পর্ব্বতের উপর। তথা হইতে কালকাদেবীর মন্দির। দিল্লীশ্বরের উকিল পাটনমল ঐ পূর্ব্বদ্বারী মন্দির তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। বেদীর উপর গোলাকৃতি প্রস্তর আছে। দেবীর

ভুলভুলড়ি মস্‌জিদ

কালকাদেবী

স্বরূপ বস্ত্র ও গন্ধপুষ্পে এবং অলঙ্কার দিয়া আবৃত করিয়া রাখে। সম্মুখ দ্বারে অনেক ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বেষ্টিত আছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বারাণ্ডা আছে। দেবীর নিকটে প্রায় ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত কাহারও বাসস্থান নাই। অনেক ধনিগণ ঐ স্থানে আপন ধর্ম্মার্থে লোকের হিতজন্য (ও) আরাম জন্য ধর্ম্মশালা-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যে কেহ থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিবারণ নাই। অতিশয় জলকষ্ট। মন্দিরের নিকট এক কূয়া আছে, ৭৫ হাত রশিতে জল পাওয়া যায়, জল মিষ্ট, কিন্তু এ সময় জলহীন, কিঞ্চিৎ জল আছে তাহাতে পোকা এবং কাদা। দেবীর বাটীর বাহিরে এক পোয়া গেলে এক কূয়া আছে, তাহাতে ৭০ হাত রশিতে জল পাওয়া যায়, জল ভাল। ঐ কূয়া হইতে জল আনিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া পরে দেবীর দর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া, আরবের সরাই হইতে জলযোগ জন্য যে দ্রব্যাদি লইয়া আসা হয়, তাহা সকলে জলযোগ করিয়া রৌদ্রের সময় ঐ ধর্ম্মশালায় এবং নিম্ববৃক্ষ মূলে বিশ্রাম করিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহর গতে যোগমায়া দর্শনার্থে গমন।

কালকাদেবীর পূজারিদিগের বাস চেরাগ দিল্লীতে। যাহার যে দিনাবধি পালা হয়, সেই ব্যক্তি আপনগণ এবং যাহার ইচ্ছা হয় তাহাদের সমেত থাকে। অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের থাকিবার অনেক স্থান আছে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে নবরাত্র কালে বড় মেলা হয়। তৎকালে দোকান সকল বৈসে। সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, এক্ষণে আটা (ও) দালের দোকান আছে।

বাহাপুরের কালকাদেবীর মন্দির হইতে কুতব সহর ৪ ক্রোশ পথ, মন্দির হইতে ১ ক্রোশ চেরাগ দিল্লী ও গ্রাম—মনুষ্যকৃত নহে,

দেবকৃত। গোবরের সকল সহর নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করেন। চেরাগ দিল্লী কেল্লার মধ্যে অনেক হিন্দু-মুসলমানের বাস এবং কৃত্য আছে। তথা হইতে ৭ ক্রোশ সেখসরা গ্রাম, পরে ১ ক্রোশ বেগমপুরা গ্রাম। তথা হইতে ১ ক্রোশ যোগমায়া দেবীর মন্দির। এই মহাদেবী পৃথুরাজার কেল্লার মধ্যস্থলে আছেন। মহারাজ মহাদেবীকে সাধন দ্বারায় পর্ব্বত উপরে বন মধ্যে দর্শন পাইয়া পূজা করিতেন। সর্ব্বদা দেবী-সমীপে এক ঘৃত প্রদীপ জ্বলিত থাকিত, এবং এক শয়নের শয্যা, তাহাতে অদ্যাবধি নিয়ম আছে, পূর্ব্ব মত ঘৃত প্রদীপ দিবা-রাত্র জাগ্রৎ জ্যোতিঃ থাকে।

পৃথ্বীরাজার যজ্ঞভূমি

পৃথুরাজার যজ্ঞভূমি এবং রাজধানী গড় মধ্যে, পর্ব্বতের গড় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আছে। যে স্থলে যজ্ঞভূমি, তাহার চিহ্ন এই আছে যে, মুনিগণ রাজসিক যজ্ঞ করিয়া অষ্টধাতু-নির্ম্মিত এক স্তম্ভ যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "এই স্তম্ভ-মধ্যস্থল নাগরাজের মস্তকোপরি স্থাপিত করিলাম, যত দিবস স্তম্ভ থাকিবে ততদিন তোমার রাজ্য ভ্রষ্ট হইবে না।" এই বাক্য রাজা শ্রবণ করিয়া মনে সন্দেহ হওয়াতে ঐ স্তম্ভ হেলন করিতে অর্থাৎ উঠাইবার জন্য নড়াইতে, ঐ স্তম্ভের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব হইল। মুনিগণ রাজার মনে সন্দেহ জানিয়া রাজার প্রতি কুপিত বাক্যে কহিলেন, "যদর্থে স্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ণ হইবে না এবং ঐ স্তম্ভ ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে হেলা রহিল।" স্তম্ভের উপর দেবনাগর অক্ষরে সকল বৃত্তান্ত খোদিত আছে। মুসলমানগণ ও ইংরাজদিগের রাজ্য হইলে পর যখন যাহার অধিকার হইয়াছিল, ঐ স্তম্ভ উঠাইবার জন্য নীচে অনেক খনন করিয়া দেখিয়াছে, সীমা পায় নাই এবং স্তম্ভে কামান দ্বারা গোলা

নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথাচ স্তম্ভ পতিত কি ভগ্ন হয় নাই। গোলার চিহ্ন আছে, পারসী অক্ষরে স্তম্ভ-গাত্রে লিখিত আছে। ঐ স্তম্ভের কিঞ্চিৎ দূরে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভাকৃতি বৃহৎ ও উচ্চ এক ঘর আছে, ক্রমে ছয় তলা উচ্চ।

ঐ স্তম্ভাকৃতি ঘরে পথ আছে। এমত শ্রুত হওয়া যায় যে, এই স্তম্ভ, ইহাকে লাট কহে, উহার উপর বসিয়া রাজকন্যা যমুনা দর্শন ও পূজা করিবেন, এজন্য রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাজভবন হইতে যমুনা ৯ ক্রোশ।

রাজার বাটী প্রস্তর-নির্ম্মিত, অতি উত্তম প্রস্তর-খচিত ছিল। ঐ সব স্তম্ভ বাটীর ভিতরে ছিল। মুসলমানদিগের রাজ্য হওয়াতে ঐ রাজভবন মধ্যে এবং যজ্ঞভূমিতে যে সকল দেবদেবীর মন্দির এবং যজ্ঞকুণ্ড ইত্যাদি যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ক স্থান ছিল, সকল ভগ্ন করিয়া এবং উত্তম উত্তম যে সকল পাথরের দরজা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিল্লীতে লইয়া যায়। দেবালয় স্থানে মস্‌জিদ তৈয়ার করে এবং স্থানে স্থানে কবর দেয়। এই মত করিয়া হিন্দুরাজকৃত স্থান সকল ভ্রষ্ট করে। কিন্তু ধাতু ও প্রস্তর-স্তম্ভ ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। প্রস্তর-স্তম্ভ সুগঠিত, ঘরের ভিতর দিয়া উঠিবার পথ। এই স্তম্ভ দৃষ্টে কলিকাতার মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হয়। ইহা মনুমেণ্ট হইতে অনেক উচ্চ হইবে।

পৃথ্বীরাজার প্রাসাদ

উক্ত রাজভবন হইতে কুতব সহর ৷৹ ক্রোশ। সহর মধ্যে নানা জাতির বসতি এবং সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে, খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের ভিতর হইয়া গুড় গ্রামে যাইবার পথ গিয়াছে। গুড় গ্রাম ৯ ক্রোশ।

যোগমায়া মহাদেবীর বাটীর মধ্যে অনেক ধর্ম্মশালার বাটী আছে, উত্তম উত্তম বাটী সকল। যাত্রিগণ থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, কাহাকেও থাকিতে নিবারণ নাই। আমরা ঐ সকল বাটীর মধ্যে দেবীর মন্দিরের নিকট এক বাটীতে থাকিয়া সন্ধ্যায় দেবীর স্নান-অভিষেক হইবার সময় গোলাকৃতি পাথর যোগমায়ার স্বরূপ আরতি দর্শন করিয়া, শিব দর্শন হয়। অতি সুরম্য স্থান। সেবাইতগণ পূজা আরতি অন্তর স্তুতি পাঠ করিয়া যৎকালে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তৎকালে দেবীকে প্রায় আবির্ভাব করে। ঐ স্থানে এক কূয়া আছে, ১৫ হাতের নীচে জল। তথাকার এমত মনুষ্য যে, পয়সা পাইলে ঐ কূপ মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়ে। এরূপ কঠিন কর্ম্ম অনায়াসে করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও কাহারও প্রাণ বিনাশ হয় না। দেবীর সম্মুখে দুই ব্যাঘ্র-আকৃতি প্রস্তর আছে, ঐ স্থানে ঘণ্টা থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে এক নাট বাঙ্গালা আছে, তাহাতে দ্রব্যাদি সাজান, সকলই মহাদেবীর।

যোগমায়ার মন্দির

২৩ বৈশাখ, রবিবার, অমাবস্যা

যোগমায়ার মঙ্গল-আরতি দর্শন এবং কুতবলাট ধাতু-স্তম্ভ দর্শনাদি করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ মদবশা। পরে ৪ ক্রোশ দিল্লীর আজমীর দ্বার। তথা হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া বাসাতে আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে নগর-ভ্রমণ।

২৪ বৈশাখ, সোমবার, শুক্ল প্রতিপদ

যমুনার নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি এবং অযোধ্যাবাসী এক সাধুর দর্শন।

২৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া

ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লীতে স্থিতি (ও) উক্তকর্ম।

২৬ বৈশাখ, বুধবার, তৃতীয়া

যমুনাতে স্নান-দানাদি। বৈকালে নগর-ভ্রমণ।

২৭ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

দিল্লীতে ঐ।

২৮ বৈশাখ, শুক্রবার, পঞ্চমী

নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি, দেবদেবী-দর্শন (ও) হরিহরঘোষের পুত্রের কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে গমন। দিল্লী সহরে প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙ্গালি বাবু আছেন। হরিহর ঘোষের বাসা কাগজি-মহল্লাতে; অতি উত্তম ব্যক্তি।

২৯ বৈশাখ, শনিবার, ষষ্ঠী

দিল্লীতে স্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গড়মুক্তেশ্বর ৩০ ক্রোশ, গঙ্গা দেবী তীর্থ। মুক্তেশ্বর শিব পাণ্ডবদিগের স্থাপিত ও তথা হইতে হস্তিনা ৩০ ক্রোশ, যথা কুরুকুলের আদিরাজ্য। এক্ষণে হস্তিনাপুরী বন হইয়া আছে, বন মধ্যে কুন্তীশ্বর শিব আছেন, যে শিবপূজার জন্য কুন্তী-গান্ধারীতে বিবাদ হয়। মহাদেবের আদেশ হয়, যে অগ্রে স্বর্ণচম্পক দিয়া আমার পূজা করিবে, তাহার পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবে। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা কুবের ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণচম্পক শিব-মস্তকোপরি বৃষ্টি করিয়া মাতাকে পূজা জন্য পাঠান। ঐ শিব বন মধ্যে

কুন্তীশ্বর শিব

আছেন, তথায় অবধূত-সন্ন্যাসিগণ আছেন। কুরুকুলের ঘরবাটী বর্ত্তমান নাই, স্থানে স্থানে চিহ্ন আছে। নিবিড় বন হইয়াছে।

৩০ বৈশাখ, রবিবার, সপ্তমী

গায়কদিগের মজলিস নিগমবোধের ঘাটের উপর প্রতি রবিবার হয়। সহরের যত গায়ক আছেন, সকলে একত্র হন। আপন আপন গান-বাদ্যের পরীক্ষা হয়। দিল্লীশ্বরের এক আঙ্গুর-বাগ ছিল। ঐ বাগান সম্প্রতি কোম্পানী বাহাদুর খরিদ করিয়া লইয়া উহার নিকট দিয়া কলিকাতা দরজা প্রকাশ করিয়াছেন, তিন বৎসর ঐ দরজা প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বাগ ডিপুটি কালেক্টরের জিম্মায় আছে। ঐ বাগে এক্ষণে গোলাপ গাছ তৈয়ার করিয়া এক উত্তম ঘর আছে। তাহার সম্মুখে চৌবাচ্চাতে ফোয়ারা আছে। ঐ স্থানে সকলে আসিয়া বিশ্রাম করে।

৩১ বৈশাখ, সোমবার, অষ্টমী

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া অপরাহ্ণে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাশ্মীর দরজার সামিল গির্জ্জার সম্মুখে জান সাহেবের বাটীতে এক জন্তু আছে, তাহার আকার উটের ন্যায়, গলা লম্বা ঘোড়ার মুখের মত, সম্মুখে দুই পদ উচ্চ, পশ্চাতের পদ কিছু ছোট, গাত্রে ব্যাঘ্রের ন্যায় ফট্‌কা ফট্‌কা চিহ্ন আছে, দুই বৎসরের বাচ্চা, কিন্তু এক প্রমাণ উটের ন্যায় উচ্চ।

১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, নবমী

যমুনাতে স্নান-তর্পণ ও সহর-ভ্রমণ।

২ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, দশমী

দিল্লীতে ঐ।

৩ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, একাদশী

দিল্লীতে ঐ।

৪ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, দ্বাদশী

দিল্লীতে স্নান-তর্পণ ও সহর-ভ্রমণান্তর বাসায় আসিবার সময় অত্যন্ত আঁধি হইয়া, পথ না দেখিতে পাইয়া ভ্রমে অন্য স্থানে গমন হইতেছিল, পরে ভ্রম দুর হইয়া বাসাতে আসিলাম।

৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ত্রয়োদশী

যমুনাতে স্নান-তর্পণ (ও) অপরাহ্লে ভ্রমণ।

৬ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, চতুর্দ্দশী

দিল্লীশ্বরের নিজ কেল্লাতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ এবং যমুনার তটে নিগমবোধের ঘাটে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর মেলা দেখা। প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ হয়, হিরণ্যকশিপুর এক বৃহৎ কাগজের স্বরূপ প্রস্তুত করে, স্তম্ভ হইতে ভগবান্ নৃসিংহের রূপ ধারণ করিয়া সন্ধ্যার সময় দৈত্য-বিনাশ এবং প্রহ্লাদ ভগবান্-সম্মুখে স্তুতি করেন। সকল দেবদেবী ও লক্ষ্মী তৎস্থলে উপস্থিত। এই মেলা নিগমবোধের ঘাটে দেখিয়া ও গান শ্রবণ করিয়া, নীলছত্রি দেখিয়া পুল পর্য্যন্ত গমন, পরে বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন।

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর মেলা

৭ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, পূর্ণিমা

যমুনায় নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ করিয়া বলদেব ও

জগন্নাথ দর্শন। পরে অপরাহ্ণে মাধবদাসের বাগিচাতে ৺রাধাকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গাদেবী, বলদেব (ও) শ্রীরাম-সীতা-প্রতিমা দর্শন করিয়া, সকল মন্দিরে আরতি দর্শন। পরে হনুমান মহাবীরের দর্শনান্তর রামলীলা শ্রবণ। তৎপরে অন্ত দেবালয় দর্শন করিয়া বাসায় গমন। এই দিবস চাঁদনীর চকে এক ছোট গাভীতে দন্তাঘাতে এক বৃদ্ধ হালওয়াই (ও) এক বালিকা কাহার-কন্যার প্রাণদণ্ড করে।

৮ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, প্রতিপদ

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি (ও) অপরাহ্ণে নগর-ভ্রমণ।

৯ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, দ্বিতীয়া

যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি (এবং) ঐ মত অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে করিতে কলিকাতা দরজা হইয়া যমুনার তীরে যাইয়া নৌকাতে যে পুলবদ্ধ আছে, তাহার উপর হইয়া পারে যাইতে সকলের ইচ্ছা হইল। পার হইবার দানঘাট প্রথমে পুলের সম্মুখে আছে। পুলের উপর পথ রুদ্ধ করিবার দুই কাষ্ঠ আছে। এ পুল কাহারও ঠিকা নাই, কোম্পানীর খাসে আছে। পার হইবার জন্য ইংরাজি এক পাই দিতে হয়। চারিজনের গমনাগমনের আট পাই জমা করিয়া দিলাম। যমুনার পুল বৃহৎ, ১২৫খানি কাষ্ঠের নৌকাতে পুল হইয়াছে। আমরা ১০২ খানি নৌকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। ৩২ লণ্ঠন আছে। এই দেখিয়া পুনরাগমন।

১০ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া, ত্র্যহস্পর্শ

প্রাতে যমুনাতে স্নান-তর্পণ এবং অপরাহ্ণে সহর-ভ্রমণ।

১১ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, তৃতীয়া

যমুনায় নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণ।

১২ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, পঞ্চমী

যমুনায় স্নান-তর্পণাদি।

রাজা হিন্দুরায়ের ইষ্টেট নিলাম। হিন্দুরায় রাজাবাইয়ের ভ্রাতা। শিকার খেলিবার উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি ছিল, বন্দুক ৭০০ শত টাকার কম নাই, ঢাল এক খানা ২০০০ টাকা বিক্রয় হইল। গ্রাহক না থাকার জন্ত হীরা পান্না চুনি মোতির কাজ করা দ্রব্যাদি বিক্রীত হইল না।

দিল্লী হইতে প্রয়াগ

১৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ষষ্ঠী

যমুনায় নিগমবোধের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া আহারান্তে অপরাহ্নে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিল্লী দরজা হইয়া বৃন্দাবন-যাত্রা। দরজা হইতে চৌমুরিয়া গ্রাম, যথায় পুরাতন কেল্লা। ঐ স্থানে আঁদির সময় থাকিয়া পরে ৩ ক্রোশ বদরপুর গ্রাম, যথায় বুলকট্রেনের বয়েল বদল হয়। তথা হইতে ২ ক্রোশ বজরপুর গ্রাম, এক কেল্লা ছিল, তিন ফটক। ঐ স্থানে রাত্রি প্রভাত হয়।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, সপ্তমী

ঐ কেল্লা হইতে ১৷৷৹ ক্রোশ ইদরানকী সরাই। ৷৷৹ ক্রোশ আসিয়া পুষ্করিণী, তথায় প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া ৷৷৹ ক্রোশ বুড়ার পুল। পূর্ব্বে ঐ স্থান ভয়ানক ছিল। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ফরিদাবাদ গ্রাম, ক্ষুদ্র সহর। চৌদিকে সহর-পানা, মধ্যে দোকান এবং বাসস্থান। ঐ গ্রাম মধ্যে না থাকিয়া বল্লামগড়ের রাজার বাগানে দিবাতে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম।

ফরিদাবাদ

১৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, অষ্টমী

ফরিদাবাদের বাগ হইতে পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাগতে গমন করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ বল্লামগড়, রাজা নহর-সিংহের রাজ্য। ক্ষুদ্র সহর, রাজার কেল্লা আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ বগলা গ্রাম। পরে ৪ ক্রোশ পরওল গ্রাম, ক্ষুদ্র সহর, সহর-পানা মধ্যে সহর।

গ্রামের প্রান্তভাগে পাথরওয়ারি দেবীর বাগান। তথায় দিবাতে আহারাদি ও বিশ্রাম।

১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, নবমী

পরওল হইতে পূর্ব্ব দিবার সন্ধ্যা সময় গমন করিয়া বনচারী ৪ ক্রোশ, ৩ ক্রোশ হোড়েন ও ২ ক্রোশ কোটবন।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার

পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্ব কোটবন হইতে ২ ক্রোশ কুশী। তথায় পরমিটের সাহেবের বাঙ্গালা আছে। তথা হইতে ৪ ক্রোশ সাতুই, পরে ৩ ক্রোশ চৌমুয়া, পরে ৫ ক্রোশ বৃন্দাবন-ধাম ; বেলা ১০ টার সময় পহুছান হয়।

সন ১২৬২ সাল, ৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার, একাদশী

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন-ধাম হইতে দর্শনাদি করিয়া শ্রীযুত শুকদেব ব্রজবাসী ও দেবালয় সকল হইতে বিদায়ী যথাশক্তি ভেট বিদায়ার্থে দিয়া, সমভ্যারে রজ, ৺তুলসীপ্রসাদ (ও) বস্ত্রাদি মস্তকে ধারণ করিয়া বেলা তিন দণ্ডের পর শ্রীশ্রী৺ গোপীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন (ও) পূজান্তে বিল্বদল লইয়া যাত্রা করিয়া, বেলা আড়াই প্রহরের পর আর আর বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় হইয়া স্বদেশ-গমনের যাত্রা হইল। মথুরায় বিশ্রান্ত ঘাটে দর্শন-স্পর্শন এবং মথুরানাথ, দ্বারিকাধীশ ও কুব্জানাথ দর্শনাদি করিয়া ধ্রুব-ঘাটের নিকট জয়রাম দাসের কটরা মধ্যে গাড়ী সমেত সকলে থাকা হয়।

বৃন্দাবন

১০ অগ্রহায়ণ, সোমবার, দ্বাদশী

প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ নূতন ধর্ম্মশালা, যাহা কালেক্টর সাহেব সকল ধনীদিগের নিকট চাঁদা করিয়া প্রস্তরের উত্তমরূপ নির্ম্মিত করাইতেছেন। তথা হইতে নওরঙ্গাবাদ এক ক্রোশ। এখানে সরাই ও দোকান আছে। আহারাদির চাউল, দাল, আটা, ঘৃত (ও) চাবেনা পাওয়া যায়। তথা হইতে ছয় ক্রোশ ফরে সরাই এবং দোকানাদি সকল দ্রব্যের আছে। নগরের

ফরে-সরাই

স্থান বসতি, হালওয়াই, বেণে, কাঁসারি, বাজাজ, তাম্বুলি, কামার, কুমার, চামার ইত্যাদি সকল দোকান আছে। তরি-তরকারি প্রায় তাবৎ দিন পাওয়া যায়। ফরে গ্রামের প্রান্তে নিম্ববৃক্ষের বাগান আছে। ঐ স্থানে গাড়ী রাখিয়া নিম্বমূলে খিচুড়ি আহার হয়। রাত্রে ঐ স্থানে থাকা হয়। শ্রীযুত কালীবাবু সস্ত্রীক, মুখোপাধ্যায় ও একজন চাকর ডাকের গাড়ীতে অগ্রে বজরাতে আইলেন।

১১ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী

ফরে হইতে সাত ক্রোশ গোঘাট। তথা হইতে দুই ক্রোশ সেকন্দরাবাগ। এই বাগে অনেক সাহেব লোকের বাসা আছে এবং সেকন্দর-বাদসাহের এক মস্‌জিদ আছে। ঐ মস্‌জিদ নানারঙ্গের

সেকন্দরাবাগ

প্রস্তরের নির্ম্মিত, দেখিতে অতি মনোহর। সুরম্য স্থান। মস্‌জিদের অধিক প্রাচীন অবস্থা হইয়াছে, তথাচ দেখিতে কি সুশোভিত আছে, তাহা বলা যায় না। বাগেতে নানামত বৃক্ষাদি আছে। ফলফুল (ও) মেওয়া-জাত সব্‌জি উত্তম উত্তম হইতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের নিয়োজিত কর্ম্মকারকগণ আছে।

সেকেন্দরা হইতে আগরা সহর দুই ক্রোশ। বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে দিল্লী দরজার নিকট যে গির্জ্জা আছে, তথায় পহুছান হয়। তথা হইতে যমুনার পুলের ঘাট এক ক্রোশ। পুলের বাহিরে কেল্লার ঘাটের আড়পার বজরা ছিল। ঐ ঘাটে আসিয়া যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺গোপীনাথের মিষ্টান্ন প্রসাদাদি সমভ্যারে ছিল, আর বাজার হইতে পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন আনাইয়া আহারাদি হইল। পরে বজরা পার হইতে ঘাটে পহুছিলে, গাড়ী হইতে আসবাব সকল বজরাতে তুলিতে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাগতে চড়ার উপরে খিচুড়ি আহার হয়। রাত্রে বজরাতে শয়ন। এ দিবস সহরের সমুদয় দেখা হয় না, কেবল কেল্লার নিকট মণ্ডী ইত্যাদি শ্রী৺কালীবাড়ী দেখা ও দর্শনাদি হয়।

১২ অগ্রহায়ণ, বুধবার, চতুর্দ্দশী।

আগরায় অবস্থিতি হইয়া সহর দেখা এবং বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়।

আগরা সহর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘে দুই ক্রোশ (ও) পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রস্থে এক ক্রোশ, উত্তমরূপ দশ বার বাজার (ও) বসতি আছে। সকল বাজারে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। আহারাদির উত্তম উত্তম জিনিস আছে। সহরের যে শৃঙ্খলা, তাহা সকল বাজারে আছে। হালওয়াই পটীতে মেঠাই, পুরি, কচুরি, মগদ, জিলাপি, অমৃতি, লাড়ু, কুমড়ার মেঠাই, পেড়া, বরফি, কালাকন্দ, খুরমারলাড়ু, নিমকি, সেও, মিঠা, সন্দেশ ইত্যাদি দ্রব্যাদিতে সাজান দোকান। চাবেনার দোকানে মুড়ি, খৈ, বাজরার খৈ, জনারের খৈ ইত্যাদি নানামত চর্ব্বণ-দ্রব্য ভুনাওয়ালাদিগের দোকানে পাওয়া যায়। পরচুনিয়ার দোকানে

আগ্রা

এবং মণ্ডীতে চাল, দাল, আটা, ময়দা, ছোলা, মুগ, বিরি ইত্যাদি ভুষি দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। পশারির দোকানে সর্ব্ব রকম মসলা ও ঔষধাদি আর সৈন্ধব লবণ (ও) পোস্তাদি মিলে। গান্ধির দোকানে ফুলেল, আতর ও গোলাপ জল এবং পুদিনা ইত্যাদি ও নানা জাতীয় দ্রব্যের আরক ও আচার পাওয়া যায়।

গোটাকেনারি বাজারে কেবল জরির কাজের বাজার। তিল্লার উত্তম উত্তম কাজ হইতেছে। টুপী চাদর আঙ্গিয়া কোরতাতে এমত উত্তম কাজ হইতেছে। গুড়গুড়ি, আলবোলা, ফরশী, সটকার নল (ও) নয়চা ভাল ভাল তৈয়ার হয়।

আগরা সহরের সতরঞ্চি অতি উত্তম। জেলখানাতে যে সতরঞ্চি, গালিচা (ও) আসন তৈয়ার হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। খাড়াই সতরঞ্চির গজ বার আনার কম দেয় না, আর গালিচা ও সূতার গালিচার দোকান এক শত আছে। কাঁসারি, লোহার, মনোহারী ও জুতা-কাপড়ের চক ভিন্ন ভিন্ন আছে। সব্‌জি মণ্ডী আলাহিদা। তথায় কেবল তরিতরকারি বিক্রয় হয়, সময় সময় কাঁটাল পটোল আনারস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাঁচা নারিকেল মিলে, নারিকেলের গাছ কোথাও কোথাও হইয়াছে। মেওয়ার দোকান আলাহিদা, কাবেলী মেওয়া সকল আছে।

আগরা সহরে বাঙ্গালি প্রায় পাঁচ শত আছে, সকলেই বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আছে, বেকার কেহ নাই।

আগরা কালেজে লিখন-পঠন হইতেছে, কিন্তু হিন্দু-কলেজ কি হুগলি-কলেজের তুল্য কোন কলেজ নহে। এখানে সাহেব লোক অনেক আছে।

আগরাতে সকল অফিস আছে। যেমত বাঙ্গাল হাতার গবর্ণ-

মেণ্ট কলিকাতা, সেই মত হিন্দুস্থান পশ্চিম-হাতার গবর্ণমেণ্ট আগরা; কেবল সুপ্রীমকোট ও পেটিকোটের কাছারি এখানে নাই। তদ্ভিন্ন ট্রেজারি, সদর-দেওয়ানী ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপিত আছে।

আগরা অতি প্রাচীন সহর। যৎকালে হিন্দুদিগের রাজ্য ছিল, তৎকালে (ইহার) অগ্রবন নাম ছিল। মুসলমানের রাজ্য হওয়াতে আকবর সাহা কেল্লা ইত্যাদি করিয়া আকবরাবাদ নাম রাখেন, পরে মহারাষ্ট্রগণ দখল করাতে আগরা নাম হয়। এমত প্রাচীন সহর যে, অদ্যাবধি কাহাকেও নূতন ইট দিয়া বাটী করিতে হয় না। পুরাতন বসতিতে মাটীর ভিতরে এবং টিলাতে যে সমস্ত পুরাতন বাটীর ইট আছে, তাহাতেই এক্ষণে বাটী ঘর হইতেছে। ঐ ইটের মূল্য কাহাকেও কিছু দিতে হয় না, কেবল উঠাইবার খরচা হইলেই হয়। অনেক মুসলমানের এবং অন্য সকল জাতির বসতি আছে। অনেক ধনীদিগের বাস। সহর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মনুষ্যের বাস আছে।

সহরের উত্তরাংশে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, কমিশনর, ট্রেজরি, সদর-দেওয়ানী, সদর-নিজামত, সেসন-জজ, একাউণ্টেণ্ড অফিস, কমিসরিয়েট অফিস, গবর্ণমেণ্ট অফিস, মুনসেফ, সদর-আমিন, সদর-আলা, পণ্ডিত, মৌলবী, ডিপুটী কালেক্টর, ডিপুটী মাজিষ্টর, ইঞ্জিনিয়ার আফিস (ও) রেলবোর্ড আফিস ইত্যাদি এবং জেলখানা আছে।

দক্ষিণাংশে কেল্লা। তাহার দক্ষিণপশ্চিমাংশে বালুগঞ্জ, সৈন্য-দিগের থাকিবার স্থান। সকল সরকারি ও সওদাগরি ডাকে গমনাগমন ও দ্রব্যাদি গতায়াতের বুলকট্রেনওয়ালা ও সেজ

ইত্যাদি গরু ঘোড়া মনুষ্যাদি যানের গাড়ী পাল্‌কী, বাজির অফিস এবং জেনারল পোষ্টাফিস, আগরা ব্যাঙ্ক এই স্থানে।

আগ্রার কেল্লা

আগরার কেল্লা যমুনার উপরে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, পশ্চিমদিকে দ্বার আর দক্ষিণ দিকে দ্বার। খাই বাহির দিকে এক, তাহার পর প্রাচীর হইয়া পুনরায় খাই দোহারা গড়খাই। তাহার পরে উচ্চ প্রাচীর, তাহাতে বুরুজ, চতুষ্পার্শ্বে কোণে কোণে বুরুজ, তোপ বসাইবার স্থান। প্রাচীরের মধ্যে চতুষ্পার্শ্বে এমত ছিদ্র বক্রভাবে আছে যে, বন্দুক ও কামানের দ্বারা গুলিগোলা চালাইলে বাহিরদিকে বিপক্ষকে আঘাত করিতে পারে। প্রস্তরে নির্ম্মিত কেল্লা, ভাল মজবুদ। এমত কেল্লা এলাহাবাদ (ও) চণ্ডালগড় ভিন্ন কোথাও নাই। কিন্তু এই কেল্লাতে দিল্লীশ্বরের থাকিবার স্থান, অন্যান্য কেল্লা যুদ্ধের জন্য। এই কেল্লা মধ্যে যে মোতি-মস্‌জিদ আছে, তাহা শ্বেত প্রস্তরের বৃহৎ ঘর।

মোতি-মস্‌জিদ

এক এক ফুকরে তিন ফুকরের এক এক দালান হইতে পারে। যেমত প্রশস্ত ঘর ১৫০০ হাজার মনুষ্য একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে পারে। চতুষ্পার্শ্বে চক আছে, মধ্যস্থলে উঠান। এই সকল বাটী শ্বেত-পাথরে নির্ম্মিত। কি আশ্চর্য্য পালিস্, তাহা বলিতে পারি না। কোন ক্রমে সর্প উঠিতে পারে না। এই মস্‌জিদের ফকির ও চেরাগদার আছে।

মোতি-মস্‌জিদের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দেওয়ান-আম-খাস, যে স্থানে বাদসাহের কাছারি হইত। বসিবার তক্ত আছে, নানা বর্ণের প্রস্তরে খচিত। সিংহাসন-সম্মুখে সোমনাথের চন্দনের গেট। এক্ষণে আম-খাস শেলেখানা হইয়াছে।

দেওয়ান-ই-আমখাস

ইহার পূর্ব্বদিকে দেওয়ান-আম এবং সম্মন বুরুজ। দেওয়ান-আমে হাওয়াখানা, বাদসাহার কষ্টি পাথরের তক্ত, অতি সুচিক্কণ দেব অংশী। তক্তের ধারে ধারে আরবী অক্ষরে খোদিত লিপি আছে। ঐ তক্তের উপর কোন গবর্ণর জুতা সমেত উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে (উহা) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল। অদ্যাবধি ঐ তক্তের দক্ষিণদিক্ ভগ্ন হইয়া আছে। ঐ তক্তের সম্মুখে উজিরের শ্বেত পাথরের তক্ত। তাহার দক্ষিণদিকে পশ্চিমের কোণ ভগ্ন হইয়াছে। যমুনার উপরে অতি উত্তম স্থান।

দেওয়ান-ই-আম

ইহার দক্ষিণে শিশমহল, যে স্থানে বেগমেরা থাকিত, শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সুবর্ণ-খচিত নানা বর্ণের প্রস্তরে চিত্রবিচিত্র। ঐ মহলে বেগমদিগের গোশলখানা অর্থাৎ স্নানাগার আছে। ঐ স্থান অতি মনোহর। স্নানের স্থান অতি সুনির্ম্মিত, শ্বেতপ্রস্তরের চারি কেদারা আছে, পরস্পর সকলে সকলকে সম্মুখে দেখিতে পায়। ঐ কেদারার দাণ্ডিতে দুই ফোয়ারার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী আকৃতি, তন্মধ্যে এক বড় মোটা ফোয়ারা, কোণে কোণে এবং পাশে পাশে তেরছা ফোয়ারা। এই স্থান অতি উত্তম।

শিশ-মহল

ইহার দক্ষিণে দেওয়ান-খাস, শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত গৃহ। সম্মুখে নানা জাতীয় পুষ্পোদ্যান আছে। ঐ মহলের উত্তরদিক হইয়া পাতকূয়া মহল। তথা হইয়া শিশ-মহলে উঠিয়া যাইতে হয়।

দেওয়ান-ই-খাস

ইহার উত্তর পার্শ্বে সম্মন বুরুজ, সুবর্ণের ছত্রি। এই স্থানে বাদসা বেগমদিগের সমভ্যারে যমুনার সয়েল করিতেন, শ্বেত

প্রস্তরের সুনির্ম্মিত স্থল। এইরূপ সকল মনোহর স্থান ভ্রমণ করিয়া উপর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখিলাম। কেল্লার ভিতরে কেবল গোলা, গুল্লি, হাতিয়ার, কামান্, বোম (ও) বন্দুক আছে। দুই দ্বারে দুই কালা সিপাহী গার্ড আছে। পাঁচ দ্বার ভেদ করিয়া প্রবেশ হইতে হয়, তাহাতে সিপাহী পাহারা আছে।

শিশ-মহলের দ্বার রুদ্ধ থাকে, দ্বারপালদিগকে কিছু দান করিলে, তাহারা দ্বার মুক্ত করিয়া যে স্থানে যাহা আছে, সকল দেখাইয়া দেয়।

আগরার কেল্লা হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার উপরে তাজবিবির রোজা, যাহাতে সাজাহান বাদসাহের ও তাজবিবির কবর আছে।

এই রোজার আখ্যান সকলে শ্রুত আছেন। অতি উত্তম নির্ম্মিত। ইহার ন্যায় ভবন আর কোথাও দেখা যায় না, কেবল অমৃতসহরে মহারাজ রণজিৎসিংহের গুরু-দরবার। উত্তম উত্তম প্রস্তরে ঝাড় ফুল ফল পাতা শিকড়, যাহার যেমত রঙ্গ, তাহা সেই রঙ্গের খোদিত পাথর বসাইয়া নির্ম্মল পালিস করিয়াছে, স্বর্ণের কাজ অনেক আছে।

তাজমহল

তাজবিবির রোজার তাবৎ বাটী মর্ম্মরে নির্ম্মিত, কবর-স্থান চারিতলা। নীচে দুই কবর আছে, তাহার উপর তলাতে ঐ দুই কবরের আকৃতি আছে। ঐ কবরের ঘর মধ্যস্থলে (ও) চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত ঘর সকল বক্র ভাবে সুশোভিত হইয়া আছে। কবর-স্থানের ঘরের চতুষ্পার্শ্বের দেওয়ালে শ্বেত পাথরের উপরে লাল নীল পীত সবুজ গোলাপী আশমানী কিরমিজী ইত্যাদি নানারঙ্গের প্রস্তরে বৃক্ষ লতা পাতা ফল ফুল

খোদিত করিয়া, যাহার যে স্থানে যে রঙ্গ প্রয়োজন, সেই রঙ্গের পাথর তাহার ভিতর বসাইয়া মিলিত করিয়াছে। এমত বোধ হয় যে, এক পাথরের ভিতরে নানা রঙ্গ-বিরঙ্গ দেখা যাইতেছে। যে সমস্ত বৃক্ষ ঝাড় শ্বেত প্রস্তরে খোদিত করিয়া পালিস করিয়াছে, তাহা বর্ণনা হয় না। যে সংতরাশ অর্থাৎ ভাস্কর এই প্রস্তর খোদিত করিয়া এই সকল কারিগরি করিয়াছে, সে ব্যক্তি সামান্য মনুষ্য নহে,—বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় তাহার বিদ্যাবুদ্ধি। এই কবর-স্থানের উপরে চতুর্পার্শ্বে বেষ্টিত ঘর তিন তলা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। কবর-স্থান ফাঁক আছে, তাহাতে দেউলাকৃতি গুম্বুজ উঠিয়াছে। কবরের উপর উচ্চ ভাগে একসা মোরগের ডিম্ব আছে। চতুর্থ তলার উপর এক হাওয়াখানা বুরুজ আছে। তাহার উপর হইতে বহুদূর দৃষ্ট হয় এবং সুশীতল স্থান। তথা হইতে ঐ মধ্যস্থানের গুম্বুজ দেখিলাম, তাহার উপর উঠিবার সিঁড়ি আছে। ক্রমে গুম্বুজ উপরে চারিতলা উঠিতে হয়। চারিতলা বাটীর উপরে গুম্বুজ, চারিতলা একত্র হিসাবে আট মহল উচ্চ। এই সকল মর্ম্মরে তৈয়ার। এরূপ পালিস যে, সর্প উঠিতে পারে না, মশা মাছি বসিলে পড়িয়া যায়। এমন চিকণ, যে সকল ঝাঁঝরি কাটিয়াছে, তাহার ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র সমান পালিশ। চারি কোণাতে যে চারি স্তম্ভ আছে (তাহা) শ্বেত পাথরের নির্ম্মিত, বৃহৎ (ও) উচ্চ, যেমত টেলিগ্রাফ উচ্চ সেই মত, ভিতরে ঘর আছে। উপরে উঠিবার সোপান ক্রমে বেষ্টিত হইয়া আছে। বাড়ী বৃহৎ, ইহার মধ্যে ফুল-ফলের নানাজাতির বৃক্ষগণ আছে।

সম্মুখে যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহার শোভা কি কহিব।

মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তরের চবুতরা, দীর্ঘ-প্রস্থে ষোল ষোল হাত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে যাঁতি, যুথী, মল্লিকা, বেল, গোলাপ (ও) চামেলির উদ্যান। ইহার চতুর্দ্দিকে গাঁদা, গুলদা, উদ্দি, মোরগা, (ও) দুলাল আছে। স্থানে স্থানে মেহারাগ বান্ধিয়া তরুলতা, ঝুম্‌কালতা, রাধালতা, মালতী, শ্যামালতা, কলমীলতা, লবঙ্গলতা (ও) মাধবীলতায় সুশোভিত আছে। ইহা ভিন্ন কতশত পুষ্পাদি আছে, তাহার নাম জানি না—বিলাতী ও পাহাড়িয়া। সুরম্য সুগন্ধযুক্ত উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বের পরিসর প্রস্তরের বাঁধা পথ। তাহার দুই ধারে জলের লহর আছে। তাহা জলপূর্ণ হইয়া সুশীতল আছে। যে শ্বেত পাথরের চৌতরা আছে, তাহাতে বসিবার উত্তম স্থান।

তাজমহলের পুষ্পোদ্যান

পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে নানাজাতি ফলাদি ও মেওয়ার বৃক্ষাদি। আম্র, কণ্টকীফল, তাল, খেজুর, তেঁতুল, আমড়া, চাল্‌তা, নিম্ব, বকুল, অশ্বত্থ, বট, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, সাগুদানা, তিখুর, ভূর্জ্জপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, নোড়, পেঁপে, পিচ, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, আখ্‌রোট, ফল্‌সা, তুত, আতা, পিয়ারা, কামরাঙ্গা, সেও, ন্যাসপাতি, দাড়িম্ব, এবং নেবু—কাগজি, পাতি, কমলা, বাতাবি, নারঙ্গি, সন্তরা, সরবতী, গোঁড়া, কলম্বা ইত্যাদি নানাজাতির লেবু সকল (ও) আঙ্গুরের গাছ বাগ মধ্যে আছে। বকুল, গন্ধরাজ (ও) ঝাটি ধারে ধারে, বাগের দুই পার্শ্বে কদলীবন, তাহার নিকট আনারসের গাছ, মধ্যে মধ্যে চৌকাবন্দী কপি ইত্যাদি সব্‌জি সকল আছে। তাহার ধারে ধারে লালপাতা ও সাদাপাতার গাছ আছে, মধ্যে মধ্যে কত স্থানে কত জাতির মনসা গাছ এবং বিলাতী ও পর্ব্বতীয় ফল ফুলের গাছ

তাজমহলের বৃক্ষবাটিকা

বটেশ্বর। ঐ বটেশ্বরের নিকট এক চড়ার ধারে রাত্রে থাকা হয়। এই স্থানে অতিশয় দস্যুর ভয়, এজন্য তাবৎ রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কালহরণ করা হইল।

১৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার, তৃতীয়া

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য করিয়া বটেশ্বরের ঘাটে আসিয়া প্রাতঃস্নান তর্পণাদি করিয়া বটেশ্বর শিব ও গৌরীশঙ্করাদি দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদি করিয়া নগর দেখা হয়।

বটেশ্বর-শিব

বটেশ্বর সহর তুল্য স্থান, ভাদড়িয়া রাজার রাজ্য। রাজবাটী আছে এবং বটেশ্বর ও গৌরীশঙ্কর আর চতুর্ভুজ-নারায়ণের সেবা (ও) দেবালয় আছে। যমুনার ধারে এবং নগর মধ্যে দুই শত দেবালয়ে শিবস্থাপন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ ও ধনিগণ যমুনার ঘাট বান্ধাইয়া উপরে শিব-মন্দির করিয়া শিব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনে বোধ হইল যে, সেবা-পূজার বরাদ্দ কিছুই নাই, যেহেতু ফুল কি জলের চিহ্ন কিছুই নাই। এই বটেশ্বরের নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত সীমা। ইহাতে চল্লিশ হাজার ঘর, সর্ব্ব জাতির বসতি, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে। নগর মধ্যে গোসাঞি, সন্ন্যাসী ও সাধুমোহন্তের আখড়া আছে। এস্থলে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মেলা হয়। অনেক দেশের মনুষ্য আসিয়া একত্র হয়, হস্তী ঘোটক উষ্ট্র গর্দ্দভ গরু সহস্র সহস্র বিক্রয় হয় এবং আর আর নানাদেশীয় বহুমূল্য ও অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি মেলাতে আইসে। চারি পাঁচ লক্ষ মনুষ্যের মেলা হয়। ইহা ভিন্ন জীবজন্তু পশুপক্ষ্যাদি আছে। ব্রজভূমের মধ্যে এই বটেশ্বরের মেলা প্রধান মেলা। সকল

বটেশ্বরের মেলা

দেশের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দুই মাহা পর্য্যন্ত মেলার দোকান সকল থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ মেলাতে মনুষ্য সকল এক মাহা গতায়াত করে। জয়পুর, কড়োরি, বিকানীর, হাতরাস, ভরতপুর (ও) গোয়ালিয়র প্রদেশের রাজগণ এবং সর্দ্দার সকল মেলাতে আইসেন।

বটেশ্বরের ৪ ক্রোশ অন্তরে এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। পরে তিন ক্রোশ আসিয়া বটেশ্বরের সামিল বিক্রমপুর গ্রাম। তথায় খেয়াঘাট এবং তুলার আড়ত আছে। ঐ গ্রামের উত্তরদিকে যে চড়া, তাহাতে সন্ধ্যার সময় লাগান করিয়া রাত্রে থাকা হয়।

১৭ অগ্রহায়ণ, সোমবার, চতুর্থী

প্রাতে বিক্রমপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলপথে আটক্রোশ পথ আসিয়া পান্না, ভাদড়িয়া-রাজার বাটী, এখান হইতে ডাঙ্গাপথে বটেশ্বর সাত ক্রোশ। এই পান্নার আড়পারে

পান্না

চড়াতে রসুই হইয়া আহারাদি করিয়া পরে নওগাঁ, ঐ রাজার কেল্লা। এখানে বাজার ইত্যাদি আছে, প্রজালোকের অনেক বসতি, আহারাদির দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। নগর স্থানে হালওয়াই ইত্যাদি দোকান সকল আছে। রাজসৈন্তদিগের থাকিবার স্থান। এই কেল্লাতে রাজা মহেন্দ্রসিংহ সর্ব্বদা থাকেন। গড়ের ভিতর রাজভবন আছে, ঘড়ি নহবৎ সময় সময় বাজিতেছে। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে বটেশ্বর দশ ক্রোশ। এই রাজভবনে শ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তির দর্শন। এই কেল্লার দক্ষিণ চড়াতে ধোপাঘাটে বজরা লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তৈয়ার

হইয়া আহার হয়। এই ঘাটের নিকটে জল মধ্যে রাত্রে বড় আশ্চর্য্য দৃষ্ট হইল। জল মধ্যে কখন মনুষ্যাকৃতি, কখন বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়, কখন বা তালগাছাকৃতি হইয়া জলের উপর দণ্ডায়মান। আবার ক্ষণে ক্ষণে জলমন্থন করিয়া জল-কল্লোলের শব্দ হইয়া জল দুই তিন হাত ঊর্দ্ধে উঠে। তাহার পর ছোট ডিঙ্গির ন্যায় ভাসিয়া কতক দূর পর্য্যন্ত আইসে। এই মত প্রায় দেড়প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত ছিল, তাহার পর ধোপাতে যেরূপ শব্দ করিয়া পাটে কাপড় কাচে, সেই মত ব্যবহার করিতে লাগিল। এই মত রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত করিয়া পরে আর কিছু উপদ্রব হয় না। কিন্তু ইতি-মধ্যে অন্য ভয়ানক কিছুই হয় নাই। আমরা রাত্রে ঐ স্থানে ছিলাম, প্রাতে সেই সকল স্থান তদারক করিয়া দেখি-লাম কিছু চিহ্ন নাই।

১৮ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

প্রাতে নওগাঁর চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি করিয়া রওনা হইয়া চারি ক্রোশ আসিয়া ঐ ভাদড়িয়ারাজ মহেন্দ্র সিংহের কেল্লা, ভবন ও গ্রাম, সহর তুল্য।

ঘাটকো গ্রাম

নানামত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, নগর বাজার নানাদেশীয় দ্রব্যাদি আছে। শ্রী৺বিহারীজির দর্শন। এই গ্রামের নাম ঘাটকো। এখান হইতে জলপথে তিন ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি করা হয়। তাহার পর বেলা দুই দণ্ড থাকিতে ইটয়াতে আসিয়া প্রান্ত-

ইটয়া

ভাগে বজরা বাঁধিয়া নগর-ভ্রমণার্থে উঠা

হইল। যে স্থানে বজরা ছিল, তথা হইতে সহর এক ক্রোশ পথ। সহর মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণের বসতি আছে, উত্তম উত্তম ইষ্টকালয়, মনুষ্যগণ বাণিজ্যে উপার্জ্জন করে। এই পুরাণ সহর, ইহাতে দুই বাজার আছে। মিষ্টান্ন পকান্ন চাল দাল আটা ঘৃত চিনি চাবেনা তরি-তরকারি পান সুপারি তামাক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য এতদ্দেশে যাহা আছে—তাহা সকলই পাওয়া যায়। বস্ত্রাদি ও তৈজসাদি এবং মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান সকল আছে। সর্ব্ব দ্রব্য উত্তম পাওয়া যায়, দর ও ওজন ভাল, এক শত ছয় সিক্কা ওজন। এই পুরাণ সহর হইতে নূতন সহর এক ক্রোশ, এ পর্য্যন্ত সমান বসতি এবং দোকান সকল। এই স্থানে বাঙ্গালিবাবুদিগের বাসা, এখানে ইহাদের বিষয়কর্ম্ম। ইটয়াতে ছাউনী ডাকঘর মাজিষ্টর কালেক্‌টরি কাছারি এবং ইঞ্জিনিয়ার-দপ্তর ইত্যাদি আছে, তাহাতে বাঙ্গালিবাবু সকল কর্ম্মকারক আছেন। দশ বার জন যাঁহারা আছেন, অতি ভদ্র স্বভাব। এই স্থানে শান্তিপুর-নিবাসী বৈকুণ্ঠ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, বৃন্দাবনে বন্ধুত্ব হয়। ইহা অতি উত্তম স্থান, গোলাগঞ্জ ভাল আছে, স্থানে স্থানে দেবালয় আছে, রাজার স্থাপিত। অতি সুনির্ম্মিত শ্বেত প্রস্তরের হর-গৌরী-মূর্ত্তি আছেন, চমৎকার দর্শন। ছাউনী ও ডাকঘর সহর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ।

ডাকে প্রসন্নকুমারকে কলিকাতায় চিঠি পাঠাই।

১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ষষ্ঠী

ইটয়া হইতে জলপথে দশ ক্রোশ (ও) ডাঙ্গা-পথে পাঁচ ক্রোশ

আসিয়া চণ্ডোলী গ্রামের নিকট চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। এই চড়ার আড়পার আদোনী গ্রাম। তথায় দেবী আছেন। তাঁহার এই

আদোনী

ষষ্ঠীতে, ছটের মেলা কহে, দেবীর নিকট বলি প্রদান হয়। ভাঙ্গি চামারে মাংস আহার করে; জমিদার লোক, কি আর আর ভদ্রজাতি, যাহাদের পৈতা আছে, তাহারা আহার করে না। ঐ চড়া হইতে বজরা খুলিয়া জলপথে পাঁচক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে বজরা ধরিয়া রন্ধে দাল রুটী তরকারী আহার হয়।

২০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বজরা খুলিয়া জলপথে ছয় ক্রোশ আসিয়া ভরে গ্রামের নীচে চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ। ভরের রাজার বাটী ও কেল্লা আছে। তথায় বাজার আছে, যমুনা হইতে এক পোয়া অন্তরে রাজভবন। ঐ ক্ষুদ্র চড়াতে

ভরে গ্রাম

আহারাদি করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে রওনা হইয়া, জলপথে নয় ক্রোশ আসিয়া ঐ রাজভবনের নিকট যমুনাতে চম্বল নদীতে যে স্থলে সঙ্গম, তথায় সন্ধ্যার সময় পহুছিয়া, চড়াতে দালরুটী আহার করা হইল।

২১ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, অষ্টমী

যমুনা চম্বল নদীতে সঙ্গমস্থলে স্নানতর্পণাদি করিয়া প্রাতে বজরা খুলিয়া জলপথে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে রসুই হইয়া আহার হয়। পরে পাল দিয়া, পালের জোরে জলপথে আট

ক্রোশ পথ আসিয়া, এক চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী আহার করিয়া থাকা হয়।

২২ অগ্রহায়ণ, শনিবার, নবমী

প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ অরুয়া। এখানে যমুনাতে নৌকার পুল আছে, ইহাকে কুল্‌পী কহে। এখান হইতে অরুয়া সহর দুই ক্রোশ উত্তর দিকে। নৌকাতে যে কুল্‌পী অর্থাৎ পুল ছিল, তাহা খোলাইয়া পার হইয়া কতক পথ আসিয়া জল মধ্যে অতিশয় পাথর থাকায়, তথায় নৌকাদি অতি সাবধানে আসিতে হয়। জলের ভিতর দুই দিকে পাথর, মধ্যস্থলে জলের পথ, ঐ স্থানের প্রথম মুখে ডাঙ্গার উপর এক স্তম্ভ গাঁথা, তাহাতে নিশান, শেষ মুখে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ। এক পোয়া পথ এই মত পাথর, তাহার পর চারি ক্রোশ আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। চড়াতে রসুই করিয়া আহার হয়। পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী আলুর তরকারী আহার করিয়া রাত্রে বজরা মধ্যে শয়ন।

অরুয়া

২৩ অগ্রহায়ণ, রবিবার, দশমী

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া প্রাতঃস্নান-তর্পণান্তর গমন করিয়া ছয় ক্রোশ আসিয়া নাট-আলের চড়াতে আহারাদি হয়। ইহার পশ্চিম পার খর-তলা গ্রাম। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে কালপী তিন ক্রোশ। এই চড়া হইতে দুই প্রহর দুই ঘণ্টায় সময়

কালপী

বজরা খুলিয়া কালপীর কেল্লার ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান হয়। ঐ ঘাট হইতে উঠিয়া সহর ভ্রমণে গমন হয় এবং দ্রব্যাদি যাহা লইবার প্রয়োজন, তাহা লওয়া হয়। এখানে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেক বসতি আছে, স্থানে স্থানে দেবালয়, কেল্লার ঘাটে ১০৮ সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ক্রমে তেরচা, ছয় বার তেরচা ভাবে উঠিলে কেল্লা, তৃতীয় বারে শিবমন্দির, নারায়ণের মন্দির, উত্তম পোক্তা, ঘাট। কেল্লা পুরাতন ভাল মজবুদ, খাই অধিক, গহ্বর। কেল্লার চারি বুরুজ পশ্চিম দিকে, আর দক্ষিণ দিকে দরজা ছিল। পশ্চিমের দ্বার রুদ্ধ আছে, দক্ষিণের দ্বার মুক্ত আছে। এ কেল্লাতে সৈন্যাদি কি যুদ্ধ-সরঞ্জাম কিছুই এক্ষণে নাই। কেল্লার পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সাহেবদিগের গোরস্থান।

এই ঘাটের পূর্ব্বদিকে নৌকার পুল, এই পুল দিয়া গমনাগমনের পথ। ঝাঁসী হইয়া যে রাস্তা আগরা গমনাগমনের হইয়াছে, তাহার পুল নৌকাদি গমনাগমন সময়ে খুলিয়া দেয়।

এক্ষণে এস্থানে সাহেব কি বাঙ্গালি কেহ নাই, পূর্ব্বে জজ মাজিষ্টর কালেক্‌টর এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগের কাছারি ছিল। সম্প্রতি গোয়ালিয়রের সামিল। জব্বলপুর ও ঝাঁসীতে সকল কাছারি ও পল্টন গিয়াছে। এখানে কেবল ডাকঘর আছে, তাহাতে এক জন বাঙ্গালি কেরাণী ছিল। সে ব্যক্তি দোষী হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে এক জন লালা আছে, আর এক জন বাঙ্গালি তহশীলদার হইয়াছে।

তিন চারি বাজার আছে। তাহার মধ্যে বড় বাজার ও গণেশগঞ্জ প্রধান বাজার। হালওয়াই, বেণিয়া, পশারি এবং কাপড় কম্বল (ও) থারুয়ার দোকান অনেক আছে। গণেশগঞ্জে অনেক

মহাজন লোক আছে। গুড়, চিনি, খাঁড়, মিছরি (ও) খেরুয়ার কারবার। কুঠীওয়াল ধনী মহাজনদিগের গদি। এখানে মিছরি, খেরুয়া (ও) কম্বল উত্তম হয়। কালপীর জিরা ভাল। শাক, বেগুন, মুলা, শিম (ও) কচু সকল বাজারে পাওয়া যায়। যমুনার তীরে জেলেগণ মৎস্য লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। দধি, দুগ্ধ, মাখন, খুয়া, পেড়া, বরফি, মেঠাই, জিলাপি, পুরি, কচুরি, পকৌড়ি, সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। তামাক যে রকম ইচ্ছা, তাহা পাওয়া যায়। কাষ্ঠের একটু টান আছে। নূতন সরাইয়ের নিকট ভাল সরাই হইয়াছে, তথায় দোকান এবং বাজার। ঐ স্থানে ডাকঘর আর কোতোয়ালি।

নগর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কেল্লার দক্ষিণে সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা সকল আছে। কেল্লার ভিতরে একটী বড় ও দুইটী ছোট বাঙ্গালা আর খাজনাখানা আছে। সম্প্রতি ইনডেণ্টের কাছারি হইতেছে; এতদ্দেশীয় একজন লোক কর্ম্মকারক।

এই কেল্লার ঘাট আর বালাজির রাণাসাহেবের পুলের ঘাট বালাজির। ঐ স্থানে শ্রী৺কালীদেবীর মূর্ত্তি আছে। বাঙ্গালি বাবু-দিগের স্থাপিত কালীবাড়ী সকল দেখিয়া বজরায় আসিয়া ঘাটের চাতালে দালি রুটী আহার হইল। এই ঘাটের পশ্চিম রাজঘাট, জেলেদিগের বসতি।

২৪ অগ্রহায়ণ, সোমবার, একাদশী

প্রাতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া উক্ত ঘাটে অবস্থিতি করিয়া বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয় এবং সেই সাবকাশে আহারাদি। বেলা এক প্রহর থাকিতে বজরা

খুলিয়া বাইঘাটে নৌকার পুল খোলাইয়া পার হইয়া আন্দাজ দুই ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান হয়।

২৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, দ্বাদশী ৪।১১, ত্র্যহস্পর্শ

চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি করিয়া আন্দাজ তিন ক্রোশ আসিয়া কোলহেদ গ্রাম। এখানে যমুনার ধারে অনেক বসতি, ইষ্টকালয় সকল আছে। পারঘাটা ক্ষুদ্র, বাঁধা ঘাট আছে। তথা হইতে চারি ক্রোশ আসিয়া বাবকণি গ্রামের আড়পার চড়াতে আহারাদি করিয়া জলপথে চারিক্রোশ, ডাঙ্গাপথে এক পোয়া মিছরিপুর ও দদরিয়া গ্রামের চড়াতে সন্ধ্যার সময় আসিয়া লাগান করা হইল।

কোলহেদ গ্রাম

২৬ অগ্রহায়ণ, বুধবার, চতুর্দ্দশী

মিছরিপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি পরে স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ জলপথে আসিয়া গড়াত নামে এক গ্রাম। ইষ্টকালয় আছে এবং যমুনার চড়াতে এগার ইঞ্চি ইটের পাঁজা সাজান আছে, এমত পাঁজা দেখি নাই। পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। তাহার পর একক্রোশ আসিয়া হামিরপুর, এখানে সাহেবেরা আছে, কালপীর ন্যায় বসতি এবং সহর (ও) বাজার, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে। স্থানে স্থানে শিবালয় (ও) ধনাঢ্যগণের বসতি আছে। কালেক্‌টর, মাজিষ্ট্রেট (ও) জইণ্ট-মাজিষ্টরের কাছারি এবং ডাকঘর আছে। দুই বাজার তাহাতে খাদ্য-দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। এই হামিরপুরে কৃষ্ণনগর-নিবাসী ৺রাম-জয় শিরোমণির পৌত্র বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হামিরপুর

তাঁহার ভগিনীপতি বালিনিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কালেক্টরের কেরাণী, পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, তাঁহার বাসাতে আছেন। আমাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। আমরা বজরা পার করিয়া চড়াতে রাখিলাম। হামির-পুর বান্দার সামিল। বুন্দেলখণ্ডকে বান্দা কহে। এখান হইতে দশ ক্রোশ। বুন্দেলখণ্ড উত্তম সহর, তথায় ক্যাম্প আছে। হামিরপুরের আড়পার ক্যাম্প কানপুরের সামিল। এখান হইতে কানপুর পোনের ক্রোশ পূর্ব্ব।

২৭ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, পৌর্ণমাসী

হামিরপুরের আড়পারের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া পরে চারিক্রোশ আসিয়া বেটুয়া নামে এক গ্রাম। তাহাতে পারঘাটা আছে, গ্রামে বসতি অনেক আছে। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া মোওই নামে এক গ্রাম। এখানে যমুনার ধারে অনেক জেলেদিগের বসতি, মৎস্য ধরে, জাল সকল শুখাইতেছে। তথা হইতে এক ক্রোশ শুনোলী গ্রাম। তাহার (আড়) পার পড়ুয়া। ঐ চড়াতে লাগান করিয়া রসুই হইয়া আহা-রাদি করিয়া জলপথে পাঁচক্রোশ আসিয়া বরাগ্রামের পশ্চিম কোরণি গ্রামের পূর্ব্ব মধ্যে চড়া, দুই পার্শ্বে যমুনা বহতা আছেন। মধ্য-স্থলের চড়া দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ, উত্তম আবাদ। তরদ্দুদ হইয়া ফসল জন্মিতেছে।

কোরণি

ঐ চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী ভাজা আহার করিয়া সকলে বজরায় আসিয়া কাহার নিদ্রা (ও) কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল। কেবল সিপাহী পাহারা দুই জন আর ডমু চাকর বাহিরে

জাগ্রৎ ছিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, চড়া হইতে তিনজন মনুষ্য বজরার দিকে আসিতেছে। কিঞ্চিৎ দূর থাকিতে প্যারীলাল সিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "কে রাত্রে বজরার নিকট আসিতেছ? অন্তরে যাও, নচেৎ তৃতীয় বারের পর গুলি করিব, বুঝিয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া তাহারা অন্য পথে পলাইবার ন্যায় দ্রুতগমনে যাইতেছিল। সিপাহী চারি জন আর ডল্লু এই কথার আন্দোলন করিতেছে, সেই গোলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সিপাহিগণ সকল বৃত্তান্ত কহিয়া কহিল, "দেখুন আসিয়া, ঐ তাহারা যাইতেছে।" আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম, দুই ব্যক্তি কম্বল গাত্রে, এক ব্যক্তির সাদা কাপড় চড়ার দূরে আছে। কিন্তু তথায় একটা কোণ ছিল, তাহার পূর্ব্ব কি পশ্চিম ঠিক দেখা হইল না। পরে আমরা ভিতরে আসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এক দণ্ড পরে ঐ তিন ব্যক্তি উত্তরমুখ হইয়া গেল। দস্যুদিগের আশঙ্কায় তাবৎ রাত্রি জাগ্রৎ থাকিতে হইল এবং সিপাহী চারি জন বন্দুক ও কড়াবিনে বারুদ ভরিয়া গুলি দিয়া তলোয়ার বন্দুক লইয়া, চারিজনে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরী রহিল। এই স্থানে অতিশয় দস্যুভয় ছিল।

এখান হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যমুনার দুই কূলে অতিশয় দস্যুভয়। হামিরপুরের পর প্রয়াগ পর্য্যন্ত চরখা-মরখার দেশ অর্থাৎ চরখা মরখা নামে দুই জন প্রবল দস্যু হইয়া এই দেশ লুঠিয়া লইত। ইহারা গ্রামস্থ সকল মনুষ্যকে সহযোগী করিয়াছিল, যেমত গঙ্গাতে জালিম-জুলিমের ভয় ছিল ফতুয়ার পথে। গয়া যাইতে ভোজপুর ডাঙ্গাপথে পাকা-রাস্তাতে যেমত ভেলুয়ার পাহাড়, তদ্রূপ এই স্থান ছিল। কিন্তু প্রায় আট বৎসর গত হইল, এক জন দিল্লীর মহাজন বহুমূল্য দ্রব্যাদি তরি-

চরখা-মরখা দস্যুদ্বয়

পথে লইয়া আসিতেছিল। এই দস্যুর সরহদ্দাতে পহছানতে দস্যুগণ নাবিকদিগকে কহিল, "না ভেড়ায় দেও।" নাবিকগণ এবং রক্ষকগণ নৌকা লাগান না করাতে যেমত সকল লোকের নৌকা দিবাতে লুটিয়া লয়, সেইমত গ্রাম শুদ্ধ সকলে আসিয়া ঐ মহাজনের সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তৎকালে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। পরে মহাজন মাজিষ্টরকে জানাইয়া তদ্দ্বারা গবর্ণর-কৌন্সিলে পর্য্যন্ত জ্ঞাত করাইয়া ঐ দস্যুগণের সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। তদ্রূপ দৌরাত্ম্য এক্ষণে নাই। তথাচ সেই সকল বংশোদ্ভব যাহারা আছে, আপন আপন পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সময় পাইলেই দস্যুবৃত্তি করে। এজন্য এই কয়েক দিবসের পথ অতি সাবধানে থাকিতে হয়। ইহাদিগের সাহসের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ যে, অদ্য পৌর্ণমাসীর রাত্রি, অতি নির্ম্মল চন্দ্র, চড়ার উপরে লাগান বৃক্ষাদি কি ঘরদ্বার ঝোপঝাপ কিছুমাত্র নাই, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বজরার ছাতের উপর হইতে দেখা যাইতেছে, চারি জন সিপাহী বন্দুক তলোয়ার লইয়া প্রহরী আছে, বার জন দাঁড়ি মাজি যমদূতের ন্যায়, এক পর্ব্বতীয় কুক্কুরী আছে, সিংহের ন্যায় প্রতাপ। তাহাতেও তিন জনাতে চৌর্য্যকর্ম্মে আসিয়াছিল। এই কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে এখনও এত সাহসী দস্যু আছে।

২৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, প্রতিপদ

বাম্না গ্রামে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানতর্পণান্তর বজরা খুলিয়া আসিতে চড়াতে এমত বদ্ধ হইল যে, বেলা ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত চালাইতে পারে না, পরে চড়া

হইতে নামাইয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া মুড়ওরি নামে এক গ্রাম। ইতোমধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া প্রদন গ্রামের আড়পার চড়াতে ধরিয়া রসুইয়ের উদ্যোগ। ঐ চড়াতে বড় বড় চারিটা সারস চরিতেছে। এক স্থানে সারসের বাচ্চা সকল চরিতেছে, ধরিতে পারা যায় না, উড়িয়া যায়। যমুনাতে স্থানে স্থানে সারস, মাণিকজোড়, সামুকখোল, বালিহংস, খড়হংস, চক্রবাক, চক্রবাকী, বক, চিল, গাংচিল, পানিকৌড়ী, সরাল ইত্যাদি নানাজাতি জলচর পক্ষিগণ, সকল পক্ষী চিনি না, ক্রোর নামে বৃহৎ পক্ষী বৃহৎ মৎস্যের চক্ষুতে নখ দিয়া উঠাইয়া উড়িয়া যায়, এমত শত সহস্র পক্ষী জলচারণ করিতেছে। মকর, হড়েল, কুম্ভীর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু অধিক চড়ার কোলে আছে। শুশুক কখনও কখনও দেখা যায়। গঙ্গাতে যত শুশুক হাঙ্গর আছে, যমুনাতে এত জলজন্তু অধিক নাই। যমুনার দুই কূলে ব্রজভূমির মধ্যে কচ্ছপ, মৃগ (ও) ময়ূর, অধিকন্তু কচ্ছপের ত্রাসে স্নান করিতে পারে না। কত স্থানে জীবৎস্নান মনুষ্যকে ধরিয়া আহার করিয়াছে। এই চড়াতে অন্নাদি পাক হইলে পর সকলে আহার করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া এক গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

প্রদন-গ্রাম

২৯ অগ্রহায়ণ, শনিবার, দ্বিতীয়া

চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া বজরায় রওনা হইয়া এক ক্রোশ আসিয়া চেল্লাতারা। নৌকাতে পুল বান্ধিতেছে, দুই মুখে নৌকা বসাইয়াছে, মধ্যস্থল খালি

আছে। ঐ খাল হইয়া বজরা বাহিরে আইল। এই পুল পার হইয়া কানপুর যাইবার পথ। পুলের পরে চেল্লাতারা সহর। বাস্তবিক চেল্লাতারা দুই গ্রাম। যমুনার নিকট মোগলপুর নামে এক গ্রাম আছে, তাহাতে দুই শত ঘর বসতি, আহীর আর মুসলমান অধিক আছে। সকলে গৃহস্থ, মহিষ গরু ঘোড়া আছে। অন্ন-শাকের ক্লিষ্ট কেহ নহে। ঐ গ্রামের এক পোয়া অন্তরে চেল্লার বাজার ও বসতি, গণ্ডগ্রাম। নগরের ন্যায় উত্তম বাজার, মহাজন লোক অনেক আছে। দুই পার্শ্বে গদি ও দোকান, মধ্যে পথ। গদিয়ানদিগের ইষ্টকালয়, মহাজনদিগের গোলদারি-দোকান আর হালওয়াই, বেণিয়া ও আর আর দোকান সকল খোলার এবং ঘাসের। শাকসব্জি তরকারীর দোকান বাজারের উত্তরদিকে। সরাইয়ের নিকট তামাকওয়ালার দোকান। ফটকের ধারে সুশোভিত বাজার, ধনাঢ্যগণের বসতি আছে। চেল্লা হইতে তারাগ্রাম এক ক্রোশ অন্তর। চেল্লার বাজার ভ্রমণ করিয়া পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া জোহারপুরের উপর চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে এক ক্রোশ আসিয়া ধোরপুর গ্রাম, পারঘাট আছে। এই গ্রামে অনেক বসতি, যমুনা হইতে আড়ড়ি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, তাহার উপরে বসতি। যমুনার তীরে যাহাদের ঘর তাহাদের কত বড় সাহস তাহা অকথ্য। এই আড়ড়ি পর্ব্বততুল্য উচ্চ, তাহাতে ভাঙ্গন হইয়া কাহার অৰ্দ্ধেক, কাহার সিকি, কাহার কিছু যমুনাগত হইয়াছে, তথাচ ঐ স্থানে বালক-বালিকা বৃদ্ধ-অন্ধ গোবৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া ফরিগ্রাম, পার-

চেল্লাতারা

ঘাট (ও) চৌকি আছে। তথা হইতে লভেটাগ্রাম দুই ক্রোশ, ঐ গ্রামের মৃত্তিকার পাত্র বড় শিকিম, কুমারের বসতি অনেক আছে, অন্য অন্য সকল জাতি আছে। বৃহৎ গ্রাম, তিন শত ঘরের কম বসতি নহে। গো, মহিষ, ছাগ অনেক আছে। এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্ম সকলেই করিতেছে। যমুনার চড়া সকলে উত্তম আবাদ হইতেছে, কৃষিকর্ম্মে আবাল-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রীপুরুষ সকলেই শ্রম করিতেছে। এই গ্রামের প্রান্তে আড়পার চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে দাল রুটী ভাজা আহার। রাত্রে ডল্লু চাকরকে মণিকুক্কুরী দন্তাঘাত করে।

লভেটা-গ্রাম

১ পৌষ, রবিবার, তৃতীয়া

লভেটা গ্রামের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য, স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া বজরা খুলিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া হটমপুর নামে এক গ্রাম। এইস্থানে ধোপা সকল কাপড় কাচিতেছে। তথা হইতে জরলি গ্রাম, রাজা বিশ্বনাথ সিংহের গুরু দ্বারা (স্থাপিত)। এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি ও দেবালয় আছে, শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি এবং শিবালয়াদি স্থানে স্থানে আছে। ব্রহ্মকুণ্ড নামে এক ঘাট আছে, তথায় ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডা বলিয়া ভিক্ষা করেন। পরে ঐ গ্রামের আড়পার চড়াতে লাগান করিয়া তথায় চোরাবালি জন্য না থাকিয়া পরে এক ক্রোশ আসিয়া, মারথা গ্রামের চড়াতে আহারাদি করিয়া আসিতে মারথার লাগাও গ্রাম চরথা। এই চরথা-মরথার দেশ। ইহারা দিবসে লুঠিয়া লয়, পূর্ব্বে অতিশয় (দৌরাত্ম্য) ছিল, তাহার শাসন হইয়া

গ্রামকে গ্রাম বিনাশ করিয়াছে এবং কোম্পানি বাহাদুর চৌকি পাহারা থানা বসাইয়াছেন, তাহাতেও এই বৎসর শ্রাবণ মাহাতে এই গ্রামে দিবাতে এক জন বাঙ্গালির নৌকাসমেত তাবৎ দ্রব্য লুঠিয়া লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি থানাতে জানাইল এবং ঐ স্থানে এক সাহেব বজরাতে পৌছিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন তরফের এক জনাকে পাঠাইয়া দিয়া থানা হইতে লোক আনাইয়া ঐ ব্যক্তির তাবৎ দ্রব্য গ্রাম হইতে দেওয়াইয়া পান্সী আপন সমভ্যারে আগরা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। এ গ্রামে এত দস্যুভয়। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া সরথণ্ডি গ্রাম, অনেক ছোটলোকের বসতি। তাহার পর জলপথে দুই ক্রোশ আসিয়া পুনরায় চরথা গ্রামের উত্তরদিকে চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী পাপর আহার করিয়া তাবৎ রাত্র জাগ্রৎ থাকিয়া রাত্রি শেষ করা হইল।

চরথা-মারথা-গ্রাম

২ পৌষ, সোমবার, চতুর্থী

চরথার চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নানকর্ম্মাদি করিয়া প্রায় দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে রওনা হইয়া জলপথে ছয় ক্রোশ আসিয়া কৃষ্ণপুরের নিকট চড়াতে আহারাদি করিয়া, তথা হইতে এক পোয়া আন্দাজ আসিয়া কৃষ্ণগড়ের ঘাট। কাষ্ঠের আমদানী, অনেক কড়িকাষ্ঠ। এই ঘাটের উপর রামলীলার সং—রাবণ-মহীরাবণের মূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামে অনেক বসতি, ব্যবসাদার মনুষ্য আছে। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে রাজাপুর আট ক্রোশ। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া গড়হা নামে গ্রাম,

কৃষ্ণগড়ের ঘাট

এক ক্রোশ লকনপুরের প্রান্তে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তরকারি আহার হয়।

৩ পৌষ, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

লকনপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া পূর্ব্ব পার কল্যাণপুর, পারঘাট। পরে দুই ক্রোশ আসিয়া মই গ্রাম, অনেক বসতি আছে। পরে অর্দ্ধক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে আহারাদি করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া রাজাপুর। এখানে গঞ্জ, বাজার, দোকান, রাস্তার দুই পাশে আছে। বাজারে তরকারি বার্ত্তাকু কচু ওল বৈকালে পাওয়া যায়। পশারির দোকান কমবেশ একশত, সকল মসলাদি আছে। আর আর মুদিখানার দোকান এক লাগাও পঁচিশ হইবে। চাউল যাহা আছে ক্ষুদের ন্যায়। এক দোকানে পোনের সের চাউল পাওয়া গেল। আটা যাহা বিক্রয় হইতেছে (তাহা) মেলাও, গুড় কাল রঙ্গের। দোকানে আটা দাল ছাতু মুড়ি ছোলাভাজা সকলের আছে। কাহার কাহার দোকানে সিদ্ধ চাউল আছে। হালওয়াইদিগের দোকান সকল আছে, দ্রব্যাদি উত্তম নহে, দেখিতে কদাকার, খাইবার শ্রদ্ধা কি হইবে? পানের শ দুই পয়সা, তামাকু টাকাতে আট সের, কাষ্ঠের দোকান নাই। পাহাড় হইতে কাঠুরিয়াগণ বোঝা লইয়া আইসে, সময় মত থাকিলে পাওয়া যায়। তুলা খরিদের এবং বিক্রয়ের গদিওয়ালা মহাজন প্রায় চারিশত আছে। তুলার কারবারের গঞ্জ। প্রতি ঘরে তুলার কর্ম্ম, এক এক ঘরে দুই তিন চারি পাঁচ ক্ষাকুই (?) ফিরিতেছে। ইহারা সকলে চাষী নহে,

রাজাপুর

মহাজনেরা কাপাস খরিদ্দ করিয়া তুলা তৈয়ার করিয়া লয়, ইহা-দিগের মজুরি কাপাসের যে বীজ বাহির হয় তাহাই দিতে হয়। ইহার নাম বেনরা, গরুর খোরাক হয়, টাকাতে দেড় মণ বিক্রয় হয়। তুলার কারবারের মহাজন সকল থাকাতে গোলাগঞ্জ আছে।

এখান হইতে চিত্রকূটের ঘাট দশ ক্রোশ। চিত্রকূটের রাম-ঘাটের কামতানাথ নামে একজন পাণ্ডা এই স্থানে দেখা করিয়া চিত্রকূটের রজঃ প্রসাদ দিয়া যায়।

এখান হইতে রিমা ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণ, রিমার রাজার রাজ্য। উত্তম রাজা, অতি ধার্ম্মিক। এই রাজ্যে পান জন্মে। অদ্য রাজাপুরের আড়পারে স্থিতি হইল।

৪ পৌষ, বুধবার, ষষ্ঠী

রাজাপুরের আড়পারে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পরে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া কামতাপুরের চড়াতে আহারাদি করিয়া, পরে দুই ক্রোশ আসিয়া যমুনার কিনারাতে এক পাহাড়। তাহাতে এক উত্তম বাটী আছে, সাহেব লোক থাকিবার গ্রাম আছে। তাহার পর রাওড় নামে গ্রাম। ঐ পাহাড় অবধি যমুনার জল-মধ্যে অতিশয় পাথরি আছে, নৌকাদি অনেক সাবধানে চালাইতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষা-সময়ে তৎকালে জলের বেগ অতিশয় এবং পাথর সকল জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হয়। রাওড় হইতে দুই ক্রোশ জলপথে আসিয়া নকট গ্রামে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী আহার হয়। এই গ্রামের চৌকিদার যমুনার তীরে নৌকাতে চৌকি-পাহারা তাবৎ রাত্র দেয়। এখানে ভাল বন্দোবস্ত আছে, এখান হইতে এলাহাবাদ ডাকপথে বারক্রোশ।

৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

নকটের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি করিয়া পাথরের জন্য উত্তর-পার দিয়া না আসিয়া দক্ষিণ-পার হইয়া তিন ক্রোশ আসিয়া পরদোভা। এই অবধি জল মধ্যে পাথর। ইহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া প্রতাপপুর। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া এক ক্রোশ আসিয়া উত্তর-পার সিমরি, দক্ষিণপার গরহাট্টা। তাহার পর এক ক্রোশ আসিয়া সঙড়া নামে গ্রাম, পারঘাট। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া নশীপুর ও ময়না এবং সেরগড়—তিন গ্রাম পরে পরে আছে। এই স্থানে সন্ধ্যার সময় লাগান হইয়া বুটের দাল ছোকা রুটী আহার হয়।

প্রতাপপুর

৬ পৌষ, শুক্রবার, অষ্টমী

সেরগড়ের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া চারি ক্রোশ আসিয়া যমুনার জলের মধ্যস্থলে এক পর্ব্বত। তাহার উপরে একটী হাওয়াখানার ন্যায় ছত্রি আছে। আর এক বৃক্ষ পর্ব্বত উপরে সুশীতল ছায়া করিয়া আছে। নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত সোপানাবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এক সাধু তপস্যা করিতেছেন, ঐ পর্ব্বতকে আলা-সাহেবের হাওয়াখানা কহে। তাহার অর্দ্ধ-ক্রোশ পরে উত্তর পার পালপুর, দক্ষিণ-পার তারাপুর। তাহার তিন ক্রোশ আসিয়া মহব্বতগঞ্জের চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি করা হয়। পরে দুই ক্রোশ আসিয়া এলাহাবাদে নৌকাতে যে যমুনার পুল আছে, ঐ পুলের ঘাটের নাম বেড়ুয়া ঘাট, ঐ ঘাটের উপর বাজার আছে। পুলের

আলা-সাহেবের হাওয়াখানা

কুলপী বেলা দুই প্রহরের সময় খুলিবার হুকুম আছে, তদ্ভিন্ন সময়ে কাহার বিশেষ প্রয়োজন হইলে কুলপী খোলা হইয়া গতায়াত করে। প্রতি বার থানি পানুসী এক টাকা, সওয়ারি কি বোঝাই হইলে দুই টাকা, হরজের অর্থাৎ ক্ষতিপূরণার্থে দাখিল করিলে অনিয়ম. সময়ে পুলের কুলপী খুলিয়া দেয়। এজন্য পুল পার না হইয়া পূর্ব্বপার মওয়া গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে দাল রুটী কপি আহার হয়। এই বেড়ুয়া ঘাটের পুল পার হইয়া রিমা ও জব্বলপুর গমনাগমনের পথ।

৭ পৌষ, শনিবার, নবমী

মওয়ার চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর যমুনায় স্নান-তর্পণ করিয়া কুলপী না খুলা জন্য ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে পুলের কুলপী খুলিলে পার হইয়া বেণীঘাটের পার্শ্বে কেল্লার দক্ষিণে বজরা রাখিয়া সহর ভ্রমণ।

এলাহাবাদ উত্তম সহর, পাঁচক্রোশী সহর মধ্যে পাঁচটী প্রধান বাজার। দারাগঞ্জ সহর যথায় এক্ষণে শ্রী৺বেণীমাধবের মন্দির, কর্ণেলগঞ্জ যথায় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম, কিটগঞ্জ—কিট সাহেব এই গঞ্জ বসায়, মুঠিগঞ্জ এই স্থানে গোলদার মহাজনদিগের দোকান, কটরা বাজার, ছাউনীতে বড়বাজার চক। এই স্থানে কোতোয়ালি সহরের প্রধান বাজার। এই বাজারের পশ্চিম এক পোয়া কুতগঞ্জের বাজার। এই স্থানে বাদসাহী সহরপানার বড় ফটক এবং সরাই। ইহা ভিন্ন বেণীকিনারার বাজার, আর উত্তরদিকে বেড়ুয়া ঘাটের বাজার আর স্থানে স্থানে বাজার আছে।

এলাহাবাদ

প্রয়াগতীরে ষোল শত ঘর প্রয়াগী পাণ্ডার বসতি। কিটগঞ্জ, আহিয়াপুর, দারাগঞ্জ, মোসেমগঞ্জ, মীরাপুর, আতরসিয়া ও নৈবস্তী এই সাত স্থানে যে সকল প্রয়াগী আছে, তাহাই ষোল শত ঘর, তদ্ভিন্ন ঝুশী ও আর আর গ্রামে আছে।

প্রয়াগী সকল অধিক ধনবান্। ইহাদের বড় বড় রাজা রাজড়া যজমান। এমত এক এক রাজা স্নানার্থে আইসেন, এক লক্ষ মুদ্রা দান করেন। ইহাতেই প্রয়াগীদিগের এত ধন। ইহাদের মধ্যে দুঃখীও আছে।

প্রয়াগ তীর্থরাজ। এ স্থানে যুক্তবেণী, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, সরস্বতী অন্তঃসলিলা। শ্রী৺বেণীমাধব প্রধান দেব। এ তীর্থে প্রবেশ মাত্র মুণ্ডন এবং তীর্থোপবাস। পর দিবস তীর্থ-প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ। এ স্থলে মুখ্যকর্ম্ম মুণ্ডন, সঙ্গম-স্নান, তীর্থ-শ্রাদ্ধ, অক্ষয়বট, বেণীমাধব, ভরদ্বাজ (ও) সোমেশ্বর শিব দর্শন।

এই প্রয়াগের নাম এলাহাবাদ—আকবর বাদসাহের সময়ে হইয়াছে। উক্ত বাদসাহ কাম্য-কূপের উপরে যমুনার তীরে ত্রিবেণী-সঙ্গমে কেল্লা স্থাপিত করিয়াছেন। অক্ষয়বট কেল্লার ভিতরে, তাহার বেষ্টিত ঘর। এলাহাবাদের কেল্লার যেমত গাঁথনী

এলাহাবাদের কেল্লা

এবং বুরুজ সকল মজবুদ এমত কেল্লা প্রায় দেখা যায় না। কেল্লা মধ্যে বাদসাহের শিশ-মহল, আয়না-মহল, লাল-মহল, দেওয়ান-আম খাস সকল (ও) কাছারির স্থান সকল ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানে সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবগণ আছে এবং অন্যান্য দেশের রাজাদিগের রাজ্য জয় করিয়া বিপক্ষ রাজগণকে এই স্থানে বন্দী রাখে। কেল্লা মধ্যে এক্ষণে সৈন্য থাকে না, প্রহরিগণ আছে। মেগাজিন তোপখানা শেলেখানা

কেল্লার ভিতর, তিহারা গড়। গোলা গুলি স্তূপাকার আছে, চতুষ্পার্শ্বের খাই বড় গভীর, পশ্চিম দিকে প্রবেশের দ্বার, সম্মুখে ও দক্ষিণদিকে প্যারেডের মাঠ।

সৈন্যগণ ছাউনীতে থাকে। ছাউনী সহরের পশ্চিমদিকে, তথায় সাহেবদিগের বাঙ্গালা আছে। কেল্লা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিম, তথায় কটরা বাজার, এ বাজারে সাহেবদিগের আহার ব্যবহারের দ্রব্যাদি সকল আছে।

এখানে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্‌টর, কমিশনর, মুনসেফ, সদর-আমিন, সদর-আলা, নিমক, আবগারি, পরমিট(ও) পঞ্চত্বরার কাছারি সকল দুই পারে আছে; এজন্য অনেক সাহেব ও অনেক বাঙ্গালিগণ আছেন। ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে আছে, বাঙ্গালি ডাক্তার মুঠিগঞ্জে আছে। এখানে এক্ষণে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তিনি বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী।

যে সমস্ত বাজার স্থানে স্থানে আছে, তাহাতে উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। সহরের সকল স্থানেই উত্তম রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, শৃঙ্খলা মতে দোকান সকল স্থাপিত আছে। বড় বাজারের চকে উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল পাওয়া যায়, সকল বাজারের শ্রেষ্ঠ বাজার।

পাঁচক্রোশী সহর মধ্যে কমবেশী এক লক্ষ ঘর হিন্দু-মুসলমানের বাস, অধিক ধনী ব্যক্তির বাস। পিরুমল নামে একজন কুঠীওয়ালা আছে। ইহার কুঠী সকল সহরে আছে, এখানে বাসস্থান, দারাগঞ্জে বাটী। উত্তম বাড়ী, মজবুত পোক্তা এমত নির্ম্মিত করিয়াছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। আর সহরের প্রায় সকল বাড়ী ঘর পাকা। শ্রী৺বেণীমাধবের কৃপাতে সহরে সকলে সুখী আছে।

এখানে ৺গঙ্গা-যমুনার দুই স্থানে নৌকায় দুই পুল আছে, এক পুল যমুনাতে বেড়ুয়া ঘাটে, আর এক পুল গঙ্গাতে দারাগঞ্জের ঘাটে। এই পুল হইয়া কাশী ইত্যাদি দেশে গমনের পথ। পুল দিয়া গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, উট, গো, মহিষ ইত্যাদি গমনাগমন করে। ডাকের গাড়ী এই পথে গতায়াত করে।

প্রয়াগতীর্থ তীর্থরাজ। এখানে কাম্যকূপে যে যে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে এবং জাতিস্মর হইয়া সেই ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের সকল কর্ম্ম স্মরণ হইবে। প্রয়াগে ডুবিয়া মরিলে কাহারও অপঘাত হইবে না। কেবল বিষপানে (ও) গলরজ্জুতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অপমৃত্যু হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে আছে। প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বার অধ্যায়। তাহার এক স্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রত্নমালার ইতিহাসে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি একবার প্রয়াগ-তীর্থে কামনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ অথবা স্নান করিবে, সে জন্ম জন্ম প্রয়াগ তীর্থ প্রাপ্ত হইবে।

কাম্যকূপ

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী এই তীর্থের পূর্ব্ব পারে সোমেশ্বর শিবের নিকট তপস্যা করিতেন। তাঁহার বীরভদ্র নামে এক চেলা ছিল। ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্যাতে পরমেশ্বর প্রাপ্ত হইবার জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভগবদ্‌মায়া—তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগের মনন হওয়াতে তাঁহার প্রতি পরমেশ্বরের আদেশ হইল যে, 'তোমাকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে হইবে।' তাহাতে ব্রহ্মচারী দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "এত কঠোর তপস্যা করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে? যদি আমাকে ঐশ্বর্য্য ভোগ জন্য পুনর্ব্বার আসিতে হয়, তবে আমার চেলার কি হইবে?"

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ও অক্ষয়বট

তাহাতে আদেশ হইল, 'উভয়ে জন্ম-সুখাভিলাষ পূর্ণ করিয়া আসিবে।' এই আদেশ রহিল। এখানে ব্রহ্মচারীর চেলা ব্রহ্মচারীকে প্রতি দিবস যেমত দুগ্ধ পান করান, সেই মত আহরণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ছাঁকা হয় নাই। ঐ দুগ্ধ পান করা হইলে পরে ব্রহ্মচারী যোগবলে জানিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দেহ বৃথা হইল। যবন-তুল্য কর্ম্ম হইয়াছে, যবন গৃহে জন্ম লইতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া গুরুশিষ্য কাম্যকূপে আসিয়া ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর ও চেলা মন্ত্রী কামনা করিয়া কূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আকবর সাহা আর বীরবল (রূপে) দুই জনে জন্মগ্রহণ করিলেন। দিল্লীশ্বর আর বীরবলের রাজ্য ভোগ করিতে করিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। দিল্লীশ্বর মন্ত্রিসহিত প্রয়াগ-তীর্থে পূর্ব্ব তপস্যা-স্থানে আসিয়া বিবেচনা করিলেন, "এই কাম্যকূপে কামনা করিয়া আমি দিল্লীশ্বর হইয়াছি, তবে যে কেহ কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সেই ব্যক্তি এই পদ প্রাপ্ত হইবে। এজন্য এ কূপ রাখা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমার যোগ ভঙ্গ হইয়াছে। ইহার পর আর কেহ তপস্যাদি করিবে না, সকলেই কাম্যকূপে ঝম্প দিবেক।" এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, কাম্যকূপ কলিযুগ জন্য রাখা কর্ত্তব্য নহে। পরে কাম্যকূপে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার উপরে কেল্লা করিলেন। তাহার চিহ্ন অদ্যাবধি এই পাওয়া যাইতেছে যে, কাম্যকূপের তীরে অক্ষয়বট। ঐ বটবৃক্ষ অদ্যাবধি জীবৎমান আছে, তাহার উপরে গাঁথিয়া ঘর করিয়াছে। (গাছ) রৌদ্র বাতাস কি বৃষ্টি কিছু পায় না, তথাচ প্রতি বৎসর চারি পাঁচ গাড়ী ডাল কাটিয়া ফেলিতেছে। কেল্লার প্রায় কুড়ি হাত নিম্নে, অন্ধকার ভূমি মধ্যে বট বৃক্ষ আছে, বিনা আলোয় তথায় যাইবার ক্ষমতা

হয় না। ঐ স্থানে দুই বৃক্ষ। এক বৃক্ষ সম্মুখে আছে, কিঞ্চিৎ অন্ধকার ঘর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ বট আসল অক্ষয়বট নহে। আসল অক্ষয়বট তাহার পর কুড়ি হাত নীচে যাইলে দর্শন হয়, বক্রভাবে আছে, নিম্নে সরস্বতী, ইহার উপরে কেল্লা। এই বট চারি যুগের। অনেক কষ্টে প্রদক্ষিণ এবং কোল দেওয়া হয়।

সোমেশ্বরনাথ দর্শন। কেল্লার আড় পার আরইন গ্রামে এই শিব মন্দিরের নিকটে ব্রহ্মচারীর তপোবন। এই গ্রামের দক্ষিণে ঝুশী গ্রাম। এ স্থানে গৌতম মুনির আশ্রম। এই স্থানে গৌতম গঙ্গা-স্নান করিয়া তপস্যা করিতেন।

গৌতম-আশ্রম

প্রয়াগ-তীর্থে মাঘ মাহাতে মেলা হয়। নানা দেশের রাজা ও ধনাঢ্য ও আর আর মনুষ্যগণ এবং সাধু শান্ত থাকী বৈষ্ণব রামাৎ সন্ন্যাসী নির্ব্বাণী নিরঞ্জনী প্রভৃতি আখড়াধারী গোসাঞিগণ এবং স্বদেশ ও ভিন্ন দেশস্থ ব্যক্তিগণ মকরে কল্পবাস করেন, তজ্জন্য মেলা হয়। নানাদেশ হইতে দোকানদার ও মহাজনগণ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান করে। এই সমস্ত দোকানদারদিগের দোকান বেণী-কিনারে রেতীর উপরে হয়। মধ্যে রাস্তা, দুই পার্শ্বে দোকান। চক-বাজারের ন্যায় বাজার বৈসে। ইহার প্রহরী জন্য সহর-কোতোয়াল আপন পদাতিকগণ লইয়া থাকেন। মাজিষ্টর সাহেব সর্ব্বদা তদারক করিতেছেন। এই রেতী মধ্যে যে সমস্ত দোকানদার ও কল্পবাসিগণ বাস করিবে এবং প্রয়াগীগণ যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য যে ঘর বান্ধিবে, ঐ সকল ভূমির মেলার এক মাহার কর ধার্য্য হয়,

প্রয়াগে মাঘ-মেলা

ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বিঘা, উচ্চ মূল্য। দোকানের মধ্য মূল্য, প্রয়াগীর শেষ মূল্য। কল্পবাসীর বৎসর বৎসর করের ডাক হইয়া ধার্য্য হয়। আমাদের কল্পবাসের মানস জন্য বিশেষ জ্ঞাত হইতে হইয়াছে। পৌষের ২০ দিনে বন্দোবস্ত শেষ হয়। মাজিষ্টর কালেকুটর নিরিখ করেন। কোতোয়াল বন্দোবস্তের মালিক।

এ সহরে বাগ-বাগিচা অনেক। কাঁঠালগাছ বাগানে বাগানে আছে, সময়ে ফল পাওয়া যায়।

৮ পৌষ, রবিবার, দশমী ৬০।০।

বেণীঘাটে মুণ্ডন, স্নান-তর্পণাদি। সঙ্গমস্থলে দুগ্ধধারা (ও) ফল-পুষ্পে কনকাঞ্জলি।

৯ পৌষ, সোমবার, দশমী

সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ-ব্রাহ্মণভোজন। সন্ধ্যাগতে আহারাদি।

১০ পৌষ, মঙ্গলবার, একাদশী

সঙ্গমে স্নান-তর্পণাদি, একাদশী-ব্রত; নগর-ভ্রমণ (ও) দ্রব্যাদি ক্রয়।

প্রয়াগতীর্থে সন ১২৬১ সালের বৈশাখ মাহাতে আসিয়া ত্রিরাত্র বাস, মুণ্ডনশ্রাদ্ধ (ও) পরিক্রমাদি করা হয়। কিন্তু তৎকালে নাসাজ্বর হইয়াছিল, এ জন্য লিখা হয় নাই। তৎকালে যে ব্যক্তি পাণ্ডা ছিল নগদার ন্যায়। এই বার প্রয়াগ-তীর্থের পাণ্ডা ৺জগবন্ধুর পুত্র বিহারী ও জানকী পাণ্ডা, জগবন্ধুর ভ্রাতা রামদীন ও শালগ্রাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্র

প্রয়াগের পাণ্ডা

ধনিরাম—ইহাদের বাটী দারাগঞ্জ এবং আচার্য্য যজ্ঞেশ্বর (ও) তস্য ভ্রাতা বেণীমাধব। ইহারা দশকর্ম্মান্বিত, বাঙ্গালার মতে ক্রিয়াদি উত্তম জানে। আর আর প্রয়াগী যাত্রীদিগের প্রতি যেমত দৌরাত্ম্য করে, তাহা গতবারে চক্ষুতে দেখিয়া জ্ঞানহত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রয়াগীদিগের চরিত্র সত্যযুগের ব্রাহ্মণের ন্যায়। প্রয়াগী-দিগের ব্রহ্মানুষ্ঠান ভাল আছে। সন্ধ্যাহ্নিক পূজা গীতাদি পাঠ করিয়া থাকে। বেণীমাধবের জয়।

প্রয়াগ হইতে কাশী

১১ পৌষ, বুধবার, দ্বাদশী

সঙ্গমস্থলে প্রত্যুষে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া প্রয়াগতীর্থ হইতে সাত ক্রোশ লকটুয়া গ্রাম। ঐ চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে দুই ক্রোশ আসিয়া শরশা গ্রাম, গঙ্গার তীরে। অতি উত্তম বসতি, অনেক ইষ্টকালয় আছে। বাজার গোলাগঞ্জ—ঘাটে অনেক নৌকাতে মাল আমদানি রপ্তানি হইতেছে। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিলে পর এক ষ্টিমার, তৎপশ্চাৎ লৌহময় তরি, তাহাতে গোরা সৈন্যগণ এলাহাবাদ যাইতেছে। তাহার পর তিন ক্রোশ আসিয়া বারা গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রুটী কপির তরকারি আহার।

১২ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

বারার চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর শ্রী৺গঙ্গাস্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে বজরা খুলিয়া গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে গ্রাম সকল আছে, জলপথে আট ক্রোশ আসিয়া বকুরাগ্রামের চড়া। এই চড়াতে আহারাদি। ইহার পার্শ্বে ইটুহারা গ্রাম, তাহার পরে চারি ক্রোশ আসিয়া চড়াতে স্থিতি।

১৩ পৌষ, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া পরে তিন ক্রোশ আসিয়া এক গ্রাম, তথায় বাজারাদি এবং গঙ্গা-তীরে জেলেদিগের বসতি (ও) পারঘাট। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া রসুলাবাদ গ্রাম (ও) পারঘাট। পরে তিন ক্রোশ জলপথে

আসিয়া কলিঙ্গর গ্রাম, এ গ্রামে অনেক বসতি শবদাহী ঘাট। তাহার পর বেরঙা গ্রাম, আড়পার হুঁড়নিগ্রাম। তাহার পর গেঙ্গারোয়া গ্রাম, আড়পার নগরদা গ্রাম। ঐ চড়াতে আহারাদি করিয়া তাহার পর অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া সমরনাথ শিব আছেন, ঝাড়ি মধ্যে। মৃজাপুরের এক মহাজন পূর্ব্ব-কালে মন্দির করিয়া দিয়াছে, বড় জাগ্রৎ দেবতা। তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া ভোরাগ্রাম, পরে দুই ক্রোশ আসিয়া নওগাঁ, পরে এক ক্রোশ দালিপটী গ্রাম, গোপাল-পুরাগ্রাম, পরে বেরাশপুরা, তাহার পরে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তরকারি আহার।

সমরনাথ

১৪ পৌষ, শনিবার, অমাবস্যা

বেরাশপুরার পরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমা-পন করিয়া পরে দুই ক্রোশ আসিয়া রামপুর গ্রাম। তাহার আড়পার নগর গ্রামে এক দেবালয় আছে, বসতি এবং বাজারাদি আছে। তাহার পর তথা হইতে চারি ক্রোশ আসিয়া শ্রী৺বিন্দুবাসিনী দেবীর নগর। শ্রী৺গঙ্গাতীরে ঘাটবান্ধা, ঐ ঘাটের উপর উঠিয়া অর্দ্ধ পোয়া গমন করিলে পরে শ্রী৺বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী মহাদেবীর শ্রীমন্দির, চতুষ্পার্শ্বে দরদালান, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ পূজা পাঠ করিতেছে। দেবীর মন্দির বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণগণ আছেন।

বিন্দুবাসিনী

পশ্চিমদ্বারী মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে যে মন্দির তাহার ভিতরে পশ্চিমমুখে দেবী আছেন, সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা। ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকৃতি সুঠাম গঠন।

এ মন্দিরের তুল্য মন্দির পশ্চিমদিকে, তাহাতে মহাকালীর মূর্ত্তি। তাহার পশ্চিমে এক মন্দির, তাহাতে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, (ও) মহাকালীর মূর্ত্তি আছে, এ সকল কল্পিত করিয়া রাখিয়াছে। আদিস্থান বিন্ধ্যাচল, ত্রিকোণ-যন্ত্রাকৃতি। ইহার তিন কোণে তিন মহাদেবী আছেন।

যোগমায়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর ৺গঙ্গাতীর হইতে এক ক্রোশ ঈশানে। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির হইতে যাইবার পথ প্রস্তরীবদ্ধ। ক্রমে উচ্চে উঠিতে হয়, দুই পার্শ্বে প্রস্তরের দোকান। শিল, জাঁতা, চন্দন-পীড়ি, মোটা বাটী, কুঁড়ি ইত্যাদির দোকান সকল। ঐ পথ হইয়া যাইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যোগমায়া মহাদেবী অষ্টভূজা। এই দেবী কংসের হাত হইতে আসিয়া বিন্ধ্যগিরি উপরে আছেন। ইঁহার মূর্ত্তি এক্ষণে মন্দিরের দেওয়ালে গাঁথা আছে, দেবীর অতি উত্তম মূর্ত্তি।

যোগমায়া

পর্ব্বত উপরে যোগমায়া দর্শন করিয়া মধ্যস্থলে গুফা মধ্যে গবাক্ষদ্বারের ন্যায় দ্বার দিয়া যাইয়া এক সন্ন্যাসীর তপোস্থান। তিনি বহু দিবস তপস্যা করিয়া সম্প্রতি গুপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুফা দর্শন করিয়া, পরে মহাকালী নিম্নে বায়ুকোণে আছেন, তাঁহার দর্শনাদি। তিন কোণে তিন দেবীর দর্শন করিয়া উত্তরদিকে গঙ্গাতীর হইতে অর্দ্ধ পোয়া অন্তরে বটুকভৈরব শিব আছেন, আর অনেক শিবালয় এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের অর্থাৎ বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পাণ্ডাদিগের বসতি, পাঁচ শত বত্রিশ ঘর পাণ্ডা। চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত বাজার, হালওয়াইদিগের দোকানে মিষ্টান্ন পকান্ন সুশোভিত আছে। চিড়া

তৈয়ার হইতেছে, চাউলভাজা ছোলাভাজা এবং আর আর সকল চর্ব্বণ-দ্রব্য সকল এবং আর্দ্র চণক ও মটর ঘৃতসিক্ত ফুলারি পকৌড়ি নানামতে দোকানে সাজান্। আর আর সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। প্রায় দুই শত দোকান এক এক স্থানে আছে। তরি-তরকারি সকল পাওয়া যায়, মটরশুটি এ বৎসর প্রথম এই স্থানে দেখা হইল।

মহাকালীর সম্মুখে প্রতি দিবস অনিয়মিত বলি প্রদান হয়। রুধির-ধারে স্থান পরিপূর্ণ আছে। বিন্ধ্যাচলবাসী প্রায় সকলে মৎস্য-মাংসভোজী এবং দেবীস্থান জন্য সুরাপানাদি আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের ভিতর দেবীর সম্মুখে এক কাঠরা আছে। এ কাঠরামধ্যে যাত্রীদিগকে পাণ্ডাগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রবিষ্ট করায়।

বিন্ধ্যবাসিনী

তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেই দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভোগ ইত্যাদি নানাবাবুদ করিয়া কিছু লয়, অতি দুঃখী হইলেও চারি আনার কম লয় না। যে পর্য্যন্ত দিবার স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ রাখে। ভিক্ষুক অধিক, কুমারীগণ পয়সার জন্য ভ্রমণ করিতেছে। অতি সুরূপা যোড়শবর্ষীয়া কন্যাগণ পর্য্যন্ত কুমারীভাবে দেবীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে। মালীগণ পুষ্পমাল্য লইয়া বিক্রয় করিতেছে। বসতি প্রায় চারি হাজার ঘর হইবে। এখানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, বালকগণ পড়িতেছে।

মহাদেবী বিরাজিতা। তাঁহার কৃপাতে সকলেই উপার্জ্জন করিতেছে, কেহ নিরানন্দ নহে। দেবীস্থানে স্ত্রীগণের বলবুদ্ধি অধিক, স্ত্রীপ্রধান।

অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যোগিগণ পর্ব্বতে নগর মধ্যে তপস্যা

করিতেছে। এই সকল নানাস্থান দর্শনাদি এবং নগর-ভ্রমণ করিয়া চন্দ্রাতে আসিয়া আহারাদি করিয়া, তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া মৃর্জাপুর সহর।

মৃর্জাপুর সহর দুই ক্রোশ, তাহার পর ছাউনী দুই ক্রোশ। সহর মধ্যে মহাজনদিগের গদি এবং দোকানদারদিগের বসতি। সকল জাতি আছে, সহর অতি উত্তম। এখানে সকল দ্রব্যাদির সওদাগরি ভাল হইতেছে। সওদাগরদিগের আড়ত অধিক আছে। তুলা ও তিসি আর বস্ত্রাদির মহাজন, নানাদেশীয় ব্যক্তিগণ (ও) অনেক বাঙ্গালির কারবারের কুঠী আছে। বড় বড় ধনাঢ্য কুঠীওয়াল আছে।

মির্জ্জাপুর

শ্রী৺গঙ্গার ঘাট সকল প্রস্তরে বান্ধিয়া দিয়া উপরে শিবস্থাপন (ও) প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির অতি সুগঠন। ঘাটে ঘাটে ঘাটীয়াল সকল আছে, তাহারা তিলকাদি দিয়া উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করিতেছে। এমত পঁচিশ ঘাট আছে। গঙ্গা হইতে এক শত ধাপের অর্থাৎ সিঁড়ির কম নহে, সহরের উপর উঠিতে ইহার অধিক আছে। এই সকল সিঁড়ি চড়িয়া নাগরীগণ জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে ধরিয়া অবলীলাক্রমে উঠিতেছে। গঙ্গার প্রভাবে সহরের দিক্ ভাঙ্গিতেছে, তাহাতে অনেক বড় বড় বাটী-ঘর বাগ-বাগিচা পোক্তা-পোস্তা গাঁথনি সমেত গঙ্গাতে পড়িতেছে। কিন্তু স্থানের মায়াজন্য অর্দ্ধেক ঘর ভাঙ্গিয়াছে, তথাচ স্থান ত্যাগ করে না।

মির্জ্জাপুরে গঙ্গার ঘাট

সহর মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবী স্থাপিত আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠিত মন্দির সকল সুশোভিত। সহরে দশ হাজার ঘর বসতি, ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী সকল। তদ্ভিন্ন

কাঠের ঘরবাটী আছে, সকল মনুষ্য বাণিজ্য করিয়া সুখী। এ সহরে দুঃখী প্রায় নাই।

এখানে দুলিচা গালিচা আসন উত্তম উত্তম তৈয়ার হইতেছে, আট আনা অবধি তিন টাকা পর্য্যন্ত গজ পাওয়া যায়। লাল-পাথরের শিল জাঁতা চৌকী কুঁড়ি স্থানে স্থানে অনেক হইতেছে। পশমিনা ইত্যাদির মহাজন, লাহোর অমৃত-সহরের পাঠান সকল, চাউল, দাল, আটা, গম, কলাই, সরিষা, তিসি, ভুষি ইত্যাদি ভুষি দ্রব্য সকলের মণ্ডী আলাহিদা। সহরের রাস্তা পাথর দিয়া পাকা বাঁধা, নর্দ্দমা পাথর খুদিয়া বান্ধিতেছে, সহরের মধ্যস্থলে কোতোয়ালি।

এখানে সৈন্যগণ ছাউনীতে থাকে, গোরাপল্টন ও কালা-পল্টন দুই আছে, অনেক সাহেব সরকারি কর্ম্মে আছে, তদ্ভিন্ন সওদাগর সাহেব সকল আছে, দুই শত বাঙ্গালা আছে। ছাউনীতে জজ মাজিষ্টর কালেক্‌টরের কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদি (ও) সাহেবদিগের আহার-ব্যবহারের দ্রব্যাদির বাজার ছাউনীর নিকট। এই সহরের বাজার স্থানে স্থানে দেখিয়া নগর ভ্রমণ করিয়া, এক কেতা নোট ভাঙ্গাইয়া, মৃজাপুরের পিত্তলের বাসন এবং বাটলো উত্তম (হয়), সেই জন্য কাঁসারি-পটীতে ক্রয় জন্য যাওয়াতে পাওয়া গেল না; তাহার কারণ অমাবস্যা ও একাদশীতে কাঁসারি ও কাপড়ের দোকানে খরিদ-বিক্রয় হয় না, এজন্য হইল না। অদ্য অমাবস্যা।

এখানে কলুটোলানিবাসী গুণাকৃষ্ণরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, মাধবদত্তের কান্‌সারনে তিসির কুঠীর গমস্তা। রাণীতলাব, হর্ষকারিণী ঝিল (ও) স্কুলাদি দেখিয়া মৃজাপুরের পারে বজরা না

রাখিয়া, এক ক্রোশ আসিয়া ছাউনীর আড়পারের চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তরকারি আহার হয়।

১৫ই পৌষ, রবিবার, প্রতিপদ

মৃজাপুরের আড়পারের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া জলের অতিশয় বেগ হেতু যে সমস্ত নৌকা উঁজান উঠিতেছে অতি কষ্টে নৌকা তুলিতেছে। মাস্তলে গুণ দিয়া আট জন (৩) গলুয়ে কাছি দিয়া তিন জন টানিতেছে। তাহারা প্রায় মৃত্তিকাতে মিশাইয়া পড়ে, এমত জোরে টানিতেছে। তাহাতেও না উঠাইতে পারিয়া তাহার উপর তিন চারিটা ধবজি, সাত আট জনাতে ঠেলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তুলিতেছে, এত জলস্রোত ॰ ভেটেল নৌকা চকিতের ন্যায় আইসে। এই মত এক ক্রোশ পথ, তাহার পর শকুরা গ্রাম। এখানে জল সহজ গতি। পরে এক ক্রোশ আসিয়া রামনগর গ্রাম, পারঘাট। এই স্থানে বাতাস উঠিয়া সুবাতাস হয়। বেলা নয় ঘণ্টার সময় দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে চণ্ডালগড় পহুছান হয়। জলপথে ষোল ক্রোশ।

চণ্ডালগড়

চণ্ডালগড়ে পাহাড়ের উপরে এক কেল্লা আছে. বাহির হইতে দেখিতে যৎসামান্য কেল্লা, কেবল উচ্চ, পরে প্রাচীর আর ছোট মুরচা দেখা যায়। কিন্তু ভিতরে বারিক ইত্যাদি বাড়ী সকল আছে। এই কেল্লাতে এক্ষণে পঞ্জাবের এক সর্দ্দার কয়েদ আছেন, এজন্য এক পল্টন গোরা আছে, প্রহরী দৃঢ়রূপে আছে। কিন্তু কেল্লা দেখিতে যাইবার নিষেধ নাই। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র

দেখা যায়। কেল্লা অতিশয় মজবুদ। বিপক্ষ বাহির হইতে কোনমতে মুরচাতে আঘাত করিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্বে এমত পাহাড়ের পোস্তা যে, কেহ উঠিতে পারে না। পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বদিকে নদী আবজো পাহাড় হইতে আসিয়াছে।

চণ্ডালগড়ের-কেল্লা

ভিতরে বাগান এবং কেল্লার রীতি মতে রাজা-দিগের অন্দর মহল পর্য্যন্ত বাটী সকল আছে। তেহারা কেল্লা, পূর্ব্বকালে চন্দ্ররাজার কেল্লা ছিল। রামনগরের রাজা অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে কোম্পানী বাহাদুরের এক বাজার আছে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের ন্যায় অধিক ধনাঢ্য লোক নাই, নগর তুল্য স্থান। প্রায় ৪০ জন সাহেবের বাঙ্গালা আছে। পাঁচটা ভাল বাটী কেল্লার উত্তরদিকে, তাহাতে সাহেব সকল আছে। ঐ স্থানে গোরস্থান। গঙ্গাতীরে পুষ্পাদির ভাল বাগান আছে।

চণ্ডালগড়ের তামাক অতি উত্তম। মৃত্তিকার বাসন সকল অতিশয় পাতলা এবং দেখিতে ততোধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও মজবুদ। দোকান সকলে মৃত্তিকার বাসন, হুকা, কলিকা, গুড়গুড়ি, ফরসী, গৌড়িয়া, গুড্ডিশোরা, চাদান ইত্যাদি নানামত বাসন সকল সাজাইয়া রাখিয়াছে। যে যে রঙ্গের আছে, সেই সেই পাথরের দ্রব্যের ন্যায় বোধ হয়।

কেল্লা বাজার, লাল দরজার বাজার, কোতোয়ালি, ডাকঘর, গোরাবারিক এবং নগর মধ্যে বসতি সকল, দেবদেবীর মন্দির ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া, সর্ব্বত্র দেখিয়া, কেল্লার দক্ষিণে চড়াতে সন্ধ্যাগতে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল। কেল্লার মধ্যে রাজা ভরতের শিবস্থাপন। তথায় শেলেখানা।

১৬ পৌষ, সোমবার, দ্বিতীয়া

চণ্ডালগড়ের চড়ার ঘাটে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া ছোট-কলিকাতা। এই স্থানে

ছোট-কলিকাতা

এক্ষণে সাহেবদিগের থাকিবার দশখানা বাঙ্গালা আছে, তাহাতে সাহেবগণ আছে। এক বাজার এবং বসতি আছে, বাজারে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান সহর তুল্য ছিল। প্রথমে কোম্পানীর ফৌজদার-দিগের ছাউনী, তুরুক-সওয়ারের লাইন আর তিন পল্টন গোরা থাকে, তাহাতে ছোট-কলিকাতা নাম হয়। এইখান হইতে সন্ধান করিয়া পার হইয়া চণ্ডালগড়ের কেল্লা মারিয়া মৃজাপুর পর্য্যন্ত দখল করে। চণ্ডালগড় লুঠ হইবার সময়ে মৃজাপুরওয়ালা আসিয়া কোম্পানীর সহিত মিল করিয়া অনুগত হয়। এজন্য মৃজাপুর লুঠ হয় নাই।

এই ছোট-কলিকাতাতে তুরুক-সওয়ার তৈয়ারি হইত, এক্ষণে কিছু নাই। পরে তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া রাইপুরিয়া গ্রাম। তাহার উপরের আড়পারের চড়াতে আহারাদি করিয়া,

ব্যাস-কাশী

বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে বজরা খুলিয়া, তিন ক্রোশ আসিয়া রামনগর, যে স্থলে রাজার বাটী। ইহার নাম ব্যাসকাশী। এখানে ব্যাসের স্থাপিত শিব এবং ব্যাসের মূর্ত্তি আছে। সহর তুল্য স্থান। রাজ-বাটী উত্তম, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে। কেল্লামধ্যে বাটী। রাজার আসবাবাদি অধিক আছে, তাহার সংখ্যা নাই। রাজার নয় লক্ষ টাকার রাজ্য নিষ্কর আছে। তদ্ভিন্ন জমিদারী প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার।

রামনগর হইতে শ্রী৺কাশীধামের অসির ঘাট অর্দ্ধ-ক্রোশ। এখান হইতে বরুণা তিন ক্রোশ। পঞ্চক্রোশী কাশীধাম, অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। উত্তরবাহিনী গঙ্গা। অসিতে লাহোরনিবাসী পঞ্জাবী রাজা রণজিৎ সিংহের পুরোহিত রল্লা মেছরের এক বাটী এবং বাগান আছে—শ্রী৺জগন্নাথ দেবের বাটী।

কাশীধাম

অসি-সঙ্গম-স্থানে সঙ্গমেশ্বর শিব। এই ঘাটে বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে পহুছিয়া পরে চারি দণ্ড বেলা থাকিতে কেদার-ঘাট ইত্যাদি পশ্চাৎ করিয়া নারদ-ঘাটে বজরা লাগান করিয়া আমি এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর অন্বেষণ জন্য শ্রীযুত শিবরত্তন বাবুর পাণ্ডার নিকট গমন করি। পল্লিমধ্যে বালক পণ্ডিত যাত্রাওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তিন জনাতে শিবরত্তনের নিকট তাহার বৈঠকে যাইয়া তাহাকে শুদ্ধ সন্ধ্যার সময়ে বজরাতে আসা হয়। রাত্র ছয় দণ্ড গতে শ্রী৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বজরাতে আসিয়া তীর্থোপবাস হইল।

কাশীর বিবরণ

১৭ পৌষ, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

প্রাতে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে যাইয়া প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া, তদন্তে কাশী নগরীতে চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাটে আসিয়া, শ্রী৺কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া, বাঙ্গালি-টোলার তরকারি বাজারের উপরে বাগবাজারনিবাসী জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া থাকিয়া তীর্থকর্ম্মাদি করা হয়। এ বাটী বারাসতনিবাসী শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পে-অফিসের কেরাণীর। তেঁহ কালী বাবুর থাকিবার জন্ত দশ টাকা মাসিক ভাড়াতে পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ বাটীতে স্থিতি হইল। সন্ধ্যাগতে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন।

চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট

কাশীধাম আনন্দ-কানন, ব্রহ্মনাল, গৌরীপৃষ্ঠে মহাশ্মশানে। পঞ্চক্রোশী কাশীধাম। ইহার মধ্যে সকল তীর্থ এবং দেবদেবীর অধিষ্ঠান এবং স্ব স্ব নামে শিব-স্থাপন আছে। সকল তীর্থের এবং দেবদেবীর নাম কাশীখণ্ডে আছে। কাশী-মাহাত্ম্য সকল তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

শ্রী৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির মহারাজ রণজিৎ সিংহ সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। কাশীপুরীর রাজা বিশ্বেশ্বরের অমূল্য রত্নাদি ভাণ্ডারে আছে। পাণ্ডা-মহারাজ সাক্ষাৎ কুবের। সুবর্ণ-রজতে নির্ম্মিত রাজ-পরিচ্ছদের নানামত দ্রব্যাদি আছে। আশাশোটা, ছত্র, আড়ানি, চামর,

বিশ্বেশ্বর-মন্দির

মোরছল, বল্লম ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য সকল আছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রধান দ্বার দক্ষিণদিকে। তাহার সম্মুখে রাস্তার দক্ষিণদিকে নহবৎ। বাটীর ভিতরে দক্ষিণদিকের পশ্চিম ধারে আশাপুরী দেবী লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা। পশ্চিমদিকে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহার বাহিরে ভৈরবনাথ দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের কাছারিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকের পশ্চিমধারে পার্ব্বতীমূর্ত্তি স্থাপিত। পূর্ব্বধারে অন্নপূর্ণামূর্ত্তি স্থাপিত। কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার আলাহিদা বাড়ী ইত্যাদি আছে। পূর্ব্বদিকে কিছু নাই। দক্ষিণদিকের পূর্ব্বধারে অবিমুক্তেশ্বর শিব আছেন, আর বিশ্বেশ্বরের নন্দীশ্বর আছেন।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চারি দ্বার। পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাটমন্দির। তাহার মধ্যস্থলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্থাপিত শিব আছেন। নাটমন্দিরের পশ্চিমে দণ্ডপাণীশ্বর শিব। উত্তরদ্বারে পূজারি ব্রাহ্মণ, পদাতিক (ও) এক পাণ্ডাজি নিয়োজিত থাকে। নাটমন্দিরে এবং স্থানে স্থানে রাজাদিগের শিবস্থাপন আছে। বিশ্বেশ্বরের উপরে সর্ব্বদা হর হর শব্দে লোক সকল গঙ্গাজল বিল্বদল দিতেছে। মন্দিরের পশ্চিমদিকে বিশ্বেশ্বরের সভামণ্ডপ। তথায় অনেক শিবলিঙ্গ (ও) দেবদেবাদির মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এ স্থানে নয় মণ্ডপের পূজা হয়। নয় বেদীর নাম— ... ...

ইহার উত্তরে জ্ঞানবাপী (নামে) এক কূপ। যৎকালে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী কাশীধামে আইসেন, বিশ্বেশ্বর পূজার জলমানসে আপন মুষ্ট্যাঘাতে মৃত্তিকা খনন করাতে তাঁহার যোগবলে ভোগবতী উঠেন। ঐ কূপ এস্থানে। অষ্টবেদীতে অষ্টমূর্ত্তির পূজা হয়।

অন্তর্গৃহী এবং পঞ্চক্রোশী করিবার সময়ে জ্ঞানবাপীর যে মণ্ডপ আছে তাহাতে তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া পূজা এবং সঙ্কল্প করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হয়।

জ্ঞানবাপী

জ্ঞানবাপীর জলস্পর্শ জন্য এই কূপের পশ্চিমদিকে সোপান। তাহাতে তালাবদ্ধ, উপরে লোহার রেল আছে, ইহার পূর্ব্বদিকে তারকেশ্বর শিব আছেন।

উত্তরদিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাণ মন্দির আছে। বিশ্বেশ্বর গুপ্ত হইয়াছেন। তাহার কারণ আওরঙ্গজেব বাদসাহ ঐ মন্দিরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপন ভজনের মসজিদ করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার উপরে আপন কবরস্থান (নির্ম্মাণ করিয়া) আপন কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুরাতন মন্দিরের ভিতর হঠ এবং কুম্ভকযোগে কয়েকজন সাধু যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। সেই স্থানের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়াছে। তথায় মুসলমান রক্ষকগণ আছে, কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। কেহ কেহ বহু যোগাযোগে নানামত স্তব-স্তুতি এবং রক্ষকগণকে পুরস্কার দিয়া তন্মধ্যে যোগ-সাধনে যাইতেন। এক ব্যক্তি কিছুদিন সাধনাভ্যাসে শ্বাসের দ্বারায় আসনসিদ্ধ হইয়া এক হস্ত-প্রমাণ শূন্যে উঠিবার ক্ষমতা হইলে পরে উন্মাদ বায়ুগ্রস্ত হন। তাঁহার প্রমুখাৎ শুনা হইয়াছে, ঐ স্থানে যোগিগণ যোগাসনে বাহ্যজ্ঞান ও স্পন্দনরহিত হইয়া আছেন। তেঁহ অদ্যাবধি জীবৎমান আছেন। বাগবাজারনিবাসী অভয়াচরণ মিত্রের গুরুপুত্র, নাম ... ... তর্কালঙ্কার, বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। ন্যায়, তন্ত্র, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক।

বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির

ইহার উত্তরে পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচ শিব স্থাপন।

বিশ্বেশ্বর মহল্লায়···ফটক। এই ফটক মধ্যে পাণ্ডাজির হুকুম। পশ্চিম ফটকের উত্তরদিকে ঢুণ্ঢীগণেশ আছেন। ইঁহার দর্শন, পূজা করিয়া পশ্চাৎ বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার দর্শনাদি। এই গণেশ ব্যাসদেবকে ছলনা করিয়াছিলেন। এই ফটকের উপরে অন্নপূর্ণার নহবৎখানা। উত্তরদিকে পাণ্ডামহারাজের অন্দরবাটী। দক্ষিণে অন্নপূর্ণার বাড়ী।

অন্নপূর্ণা

শ্রীমন্দির বিরাজিত। মন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর তিন দিকে দ্বার, পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আছে। সম্মুখে রূপার থাম দিয়া বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছে। দেওয়াল মধ্যে মূর্ত্তি আছে। দেবীর সুবর্ণ-রজতের মুখাদি নির্ম্মিত। তাহাতে শিঙ্গার আদি হয়। মহামায়ার ধনের কথা কি বলিব! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপে কাশীধামে বিরাজ করিয়া অটলা। ছত্রমধ্যে অন্নদান করিয়া জীবজন্তু কীটপতঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীবকে পরিবেশন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন।

অন্নপূর্ণার বাড়ীতে ঈশানকোণে কুবেরেশ্বর, অগ্নিকোণে সূর্য্য-নারায়ণ, নৈর্ঋতকোণে গণেশজি (ও) পশ্চিমদিকে চতুর্ভুজনারায়ণ আছেন। নাটমন্দিরের বায়ুকোণে গোসাঞি চৌকির উপর বসিয়া রুলির তিলক দেন। দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণগণ পূজা পাঠ করে এবং ব্যাসাসনে একব্যক্তি পুরাণ পাঠ করে। অন্নপূর্ণার সেবা পারিমতে আছে। গোসাঞি মাসে দশ দিবসের পারিদার। আর আর অনেক পারিদার আছে। সেবার বয়ান্দ অধিক নহে।

রাস্তার উত্তর অক্ষয়বট, বড় হনূমান। দক্ষিণ শনৈশ্চর দেবতা, ইহার পশ্চিমে বিশ্বেশ্বরের গদি। এই স্থানে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

থাকেন। পূর্ব্বফটকের উত্তর ও দক্ষিণ দুই পাশে পাণ্ডাজির দেওয়ানখানা।

শ্রীশ্রীকাশীধামের যাত্রাদি—দক্ষিণ-মানসে যাত্রা, কেদারঘাটে স্নান। এই স্থানে গৌরীকুণ্ড, চক্রতীর্থ, আদিমণিকর্ণিকা এবং মহাশ্মশান।

এই কেদারঘাটে স্নান করিয়া কেদারেশ্বর দর্শন। কেদারের অতি বৃহৎ বাটী। তাহার মধ্যে মধ্যস্থলে কেদারের পিণ্ডাকৃতি মূর্ত্তি, হিমালয়স্থ কেদারের সহিত এক-যোগ। ভিতরে চিহ্ন এবং মোড়ঙ্গ আছে। মন্দির-নির্ম্মাণ সময়ে খনন করাতে প্রায় ত্রিশ হস্ত পর্যান্ত অনেকে গতায়াত করিয়া দেখিয়াছেন কোথাও বৃহৎ মোটা, কোথাও সরু, কোথাও অতিশয় সরু এইরূপে আছেন। তাহার নিম্নে সুড়ঙ্গ।

কেদারেশ্বর

কেদারঘাটের উদক পানের নিয়ম এবং মাহাত্ম্য বায়ুপুরাণে কেদারখণ্ডে বিশেষ প্রকাশ আছে। হিমালয়স্থ কেদার-সমীপে রেত-কুণ্ড উদক কুণ্ডে যদ্রূপ জলপান। দক্ষিণ হস্তে তিন গণ্ডূষ, বাম হস্তে তিন গণ্ডূষ, অঞ্জলিতে তিনবার, গোগ্রাসে তিনবার, দশাক্ষরী কি পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র পাঠে পান করিলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া হৃদ্ মধ্যে শিবলিঙ্গাকৃতি হয়।

কেদার-ঘাট

কেদারনাথের অতিশয় বিভব। ইঁহার পাণ্ডা তৈলঙ্গদেশীয় গোসাঞি কুমারস্বামী। কেদার কাশীধামের জমিদারস্বরূপ। কেদারের বাটী-ঘর বাগ বাগিচা স্থানে স্থানে আছে। কেদারের বাটীর ভিতরে চতুষ্পার্শ্বে দেব-দেবীর মূর্ত্তি সকল আছে। মন্দিরের উত্তরপার্শ্বে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ এবং পার্ব্বতী-মূর্ত্তি। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে। দক্ষিণদিকে তৈলঙ্গদেশীয় ধাতুময় রাম-সীতা এবং নারায়ণমূর্ত্তি।

পশ্চিমদিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং কালীদেবী। দক্ষিণপার্শ্বে নারায়ণী আর সর্ব্বত্র শিবময়। অতি মনোরম স্থান। পূর্ব্বদিকে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা বিরাজিতা। ঘাটের উত্তরাংশে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব এবং তৎস্থানে অনেক দেবদেবী স্থাপিত আছেন।

ঘাটের দক্ষিণদিকে মহাশ্মশানবাসী শিব মঞ্চোপরি আছেন। অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি। কেহ সে স্থানে বসিয়া সাধন করিতে পারে না। বড় বড় জাপক সিদ্ধগণ যোগিগণ যোগ সাধনে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

শ্মশানেশ্বর শিব

স্থানান্তরে ফেলিয়া দিয়াছে। ঐ শিবের মন্দিরাদি নাই। যদি কেহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা তৎক্ষণাৎ সমূল উৎপাটন করিয়া নির্ম্মূল করেন।

কেদারেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, চিন্তামণিগণেশ, ছোট হনুমান্, বড় হনুমান্, লোলার্কতীর্থ, লোলার্কেশ্বর, লোলার্কাদিত্য, অমরেশ্বর, পরাশরেশ্বর, অর্কবিনায়ক, অসিসঙ্গম, সঙ্গমেশ্বর, জগন্নাথজিউ, পুষ্করতীর্থ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, দুর্গাকুণ্ড, দুর্গাবিনায়ক, দুর্গাদেবী, ভদ্রকালী কুক্কুটেশ্বর, মহামায়া, রেণুকা, তিলভাণ্ডেশ্বর—দক্ষিণমানসে এই সকল প্রধান প্রধান দেবদেবীর তীর্থগণের দর্শন স্পর্শন পূজা স্নানাদি করিয়া এক দিবসের যাত্রা সমাপন হয়। জগন্নাথজির বাটী চারিখণ্ড, বৃহৎ বাটী। তাহার মধ্যে বাগান ও নারিকেলগাছ আছে।

দক্ষিণমানস

পূর্ব্বে নারিকেলগাছ এই স্থান ভিন্ন আর কোথাও ছিল না, এক্ষণে গুরুধামে এবং শিকরোলেও দুই তিন বাগানে হইয়াছে। জগন্নাথের বাটীর ভিতরে পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। দক্ষিণদিকে নৃসিংহদেব, পশ্চিমদিকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন জানকী

পাঁচ মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে অসিসঙ্গম ঘাটের উপর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বিরাজিত আছেন।

তিলভাণ্ডেশ্বর জালার আকৃতি। শৌণ্ডিকালয়ের জালামধ্যে এক ব্রাহ্মণ-পুত্র স্ত্রী-আসক্তি প্রযুক্ত লুকাইয়া থাকাতে, প্রাণবিয়োগ হইয়া কাশী জন্য শিবলোক প্রাপ্ত হন। জালামধ্যে পিণ্ডাকৃতি হওয়ার জন্য পিণ্ডাকৃতি শিব হইলেন। প্রতিদিবস তিল-প্রমাণ বৃদ্ধি বর পাইয়াছেন।

তিলভাণ্ডেশ্বর

লোলার্কতীর্থ এক কুণ্ড। এই কুণ্ডের জল সময় সময় বর্ণান্তর হয়। অদ্যাবধি ছয় ঋতুতে ছয় বর্ণ হইতেছে। ঐ কুণ্ডে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে যে মানসে স্নান করিবে, তাহার সুফল হইবে। সূর্য্যদেব লোল হইয়া এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন।

লোলার্কতীর্থ

দুর্গাকুণ্ড—পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরে সোপানবদ্ধ প্রস্তরের জাঠ। ঐ কুণ্ডের চারি দিকে পথ আছে, পথে রেল দেওয়া। কুণ্ড মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও কচ্ছপাদি আছে। দুর্গাবিনায়ক পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, দক্ষিণদিকে দুর্গাদেবীর ভবন, তাহাতে দশভুজা মূর্ত্তি আছেন। মন্দিরের পশ্চিমদিকে দক্ষিণ-কোণে কালী দেবী আছেন। কাশী-ক্ষেত্রের মধ্যে আর আর অনেক দেবীমূর্ত্তি আছেন। কোথাও ছাগাদি বলি প্রদানের প্রথা নাই। কেবল দুর্গা দেবীর বাটীতে হননাদি হইত। এক্ষণে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা মদ্য-মাংস অত্যন্ত প্রয়াসী, তাঁহারা গোপনে নিজালয়ে বীরভাব হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিয়া শিববাক্য মিথ্যা করিয়া পশুবধ করিতেছেন।

দুর্গাকুণ্ড

পশ্চিম-মানস অর্থ পশ্চিম দিকে যে সমস্ত দেবদেবী তীর্থগণ আছেন, তাহার মধ্যে প্রধান-প্রধানের দর্শন, স্পর্শন, পূজন (ও) স্নান-তর্পণাদি।

পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, গরুড়েশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, লোপামুদ্রা, কাশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বিমলাদিত্য, ধ্রুবেশ্বর, সূর্য্যকুণ্ড, সাম্বাদিত্য, লক্ষ্মীকুণ্ড, লক্ষ্মণদেবী, রামকুণ্ড, রামেশ্বর, লবেশ্বর, কুশেশ্বর, বটুক-নাথ, কামাখ্যাদেবী, বৈদ্যনাথ, শঙ্খধারা, শঙ্কুকর্ণ (ও) মহাদেব। পশ্চিম দিকের যাত্রা সমাপ্ত। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবী আছেন।

উত্তর-মানস অর্থাৎ উত্তর দিকে দেবদেবী তীর্থগণের দর্শন, স্পর্শন (ও) পূজা ইত্যাদি।

মণিকর্ণিকাতে এবং চক্রতীর্থে স্নান-তর্পণাদি। মণিকর্ণিকেশ্বর, সিদ্ধবিনায়ক, সঙ্কটা দেবী, বশিষ্ঠ, বামদেব, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, আত্ম-বীরেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, নাগেশ্বর, অগ্নীশ্বর,

মণিকর্ণিকা

সিদ্ধেশ্বরী দেবী, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপতীর্থ, বিঘ্নেশ্বর, গভস্তীশ্বর, মঙ্গলাগৌরী, ময়ূখাদিত্য, লছমন বাবা, বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গেশ্বর, পাপভক্ষেশ্বর, কালভৈরব, নবগৃহেশ্বর, দণ্ডপাণি ভৈরব, মহাকালেশ্বর, রত্নেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, বৃদ্ধকালতীর্থ, অমৃতকুণ্ড তীর্থ, ধন্বন্তরিকূপ, ঋণমোচন, পাপমোচন, কপালমোচন, তরণী, বৈতরণীতীর্থ (ও) লাট ভৈরব।

এই লাটভৈরবে ভৈরবের দণ্ড এবং ভৈরবের জাঁতা। কাশী-ক্ষেত্রে পাপকর্ম্ম করিলে দেবমানের ষষ্ঠী হাজার বৎসর ভৈরব-জাঁতাতে পেষণ হইয়া পরে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইলে মুক্তির সম্ভাবনা। এই ভৈরব-জাঁতা লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হয়। ঐ স্থানে

মুসলমানেরা আমাদের স্থান বলিয়া এক মস্‌জিদ করিবার সূত্রপাত করাতে কাশীবাসী হিন্দুগণ তাহাতে আপত্তি করিয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাভব করিয়া দুরবস্থা করে। পরে রাত্রিযোগে মুসলমানগণ একত্র হইয়া লাট-ভৈরবের জাঁতা বেষ্টিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি দেয়; তাহাতে জাঁতার হানি না হওয়াতে, পরে গোহত্যা করিয়া ঐ জাঁতাতে গোরক্ত দিয়া অগ্নি দেওয়াতে জাঁতা ভগ্ন হইয়া যায়। তাহার পরে প্রাতে হিন্দুগণ জ্ঞাত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে জজ রেনলিক এবং ... ... সাহেব বারাণসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ। তাঁহারা অনুমতি করিলেন, "তোমাদের ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তোমরা এক প্রহর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ কর।" এই হুকুমে সকল হিন্দুগণ অস্ত্রধারী হইয়া মুসলমানের সহিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করে। তাহাতে সহস্র সহস্র মুসলমান হত হয় এবং যাহারা এ স্থলে জীবৎমান ছিল, তাহাদের মুখে শূকর-রক্ত এবং গোবর ইত্যাদি দিয়া কর্ণচ্ছেদ করাইয়া নানামত দুরবস্থা করে এবং যেখানে যেখানে মুসলমানের দেবালয় ছিল তাহাতে শূকর-ছেদন (ও) স্ত্রীগণের দুরবস্থা প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত করাতে অনেক মুসলমান দেশত্যাগ করে। পরে সাহেবগণ আসিয়া হিন্দুদিগকে স্থির করাইয়া কহিলেন, "তোমরা দিনভর যুদ্ধ করিয়া বহু ব্যক্তি হত করিয়াছ, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তবে তোমাদের যে জাঁতা গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে তামার জাঁতা সরকার হইতে তৈয়ার করিয়া দিতেছি।" এই কহিয়া তামার জাঁতা তৈয়ার করিয়া দেন। সেই জাঁতা এক্ষণে আছে।

ভৈরব-জাঁতা

বাগীশ্বরী, গুহ, যাগেশ্বর, ঈশ্বর গঙ্গা, গণেশ, জম্বুকেশ্বর,

মন্দাকিনী তীর্থ, ভূত-ভৈরব, নিবাসেশ্বর, কন্দুকেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, জ্যেষ্ঠাগৌরী, জ্যৈষ্ঠেশ্বর, কাশীদেবী, সপ্তসাগর তীর্থ, করুণ-

উত্তর-মানসের প্রধান দেবদেবী

ঘাটতীর্থ, চিত্রগুপ্তেশ্বর, চিত্রঘণ্টা দেবী, পশু-পতীশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, অপ্সরেশ্বর, তারকেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর (ও) জ্ঞানবাপী। এই সকল প্রধান প্রধান দেব, দেবী (ও) তীর্থগণের দর্শন, স্পর্শন পূজা করিলে উত্তর-মানসের যাত্রা হয়।

পঞ্চতীর্থ—

অসি-সঙ্গম তীর্থে স্নান-তর্পণাদি। তথায় সঙ্গমেশ্বর শিব দর্শন (ও) পূজা।

দশাশ্বমেধতীর্থে স্নান-তর্পণাদি, দশাশ্বমেধেশ্বর দর্শন-পূজন ও শীতলাদেবী দর্শন।

বরণা-সঙ্গম-তীর্থে স্নান-তর্পণ, বরণা-সঙ্গমেশ্বর দর্শন, স্পর্শন, পূজন (ও) আদিকেশব দর্শনাদি।

পঞ্চগঙ্গাতীর্থে স্নান-তর্পণ, পঞ্চগঙ্গেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন (ও) পূজন।

মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নান-তর্পণাদি, মণিকর্ণিকেশ্বর শিব দর্শন ও পূজন।

বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ—এই সকল দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও প্রদক্ষিণ।

পঞ্চক্রোশী

পঞ্চক্রোশী তিন মতে হয়—প্রধান কল্প নয় দিবস, দ্বিতীয় কল্প সাত দিবস, শেষ কল্প পাঁচ দিবস বাস করিয়া এবং যে স্থানে যে দিবস থাকিবার নিয়ম

আছে, তথায় শ্রাদ্ধাদি এবং পথিমধ্যে দেবদেবী সকল দর্শন (ও) পূজাদি করিয়া গমন।

নয় দিবসের পঞ্চক্রোশী—

মণিকর্ণিকাতে স্নান-তর্পণ করিয়া জ্ঞানবাপীতে আসিয়া ঐ স্থানে ঢুণ্ঢীগণেশ, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদি সকল দেবদেবীর পূজা এবং মানস প্রদক্ষিণ করিয়া (ও) পঞ্চক্রোশীর পদ্ধতি মতে সঙ্কল্প করিয়া, তথা হইতে মণিকর্ণিকাতে উক্তমত পূজাদি করিয়া, কেহ নৌকা-রোহণে মধ্যগঙ্গা দিয়া, কেহ বা তীরে গমন করিয়া তীরস্থ দেবদেবী তীর্থগণের পূজা ও দর্শন করিয়া, অসি-সঙ্গমে স্নান করিয়া, দুর্গাকুণ্ড তীরে বসে। দুর্গা দেবী দর্শন (ও) শ্রাদ্ধাদি দ্বিতীয় দিবস।

দ্বিতীয় দিবস—

দুর্গাকুণ্ড হইতে কদম্বেশ্বর আড়াই ক্রোশ, তথায় এক উত্তম সরোবর আছে, তাহার নিকটে স্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি। কদম্বেশ্বর শিব দর্শন, সাধুগণের অনেক আশ্রম আছে। তথায় পরমানন্দস্বামী আছেন, বেদান্ত ইত্যাদি স্মৃতি শ্রুতি পুরাণাদি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরমহংস।

তৃতীয় দিবস—

কদম্বেশ্বর হইতে লেঙ্গুটিয়া হনুমান্ তিন ক্রোশ। তথায় অবস্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি।

চতুর্থ দিবস—

লেঙ্গুটিয়া হনুমান্ হইতে ভীমচণ্ডী তিন ক্রোশ, এক পুষ্করিণী এবং বাজারাদি আছে। তথায় থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি এবং চণ্ডীবিনায়ক ও চণ্ডী দেবী দর্শন।

পঞ্চম দিবস—

ভীমচণ্ডী হইতে সিন্ধুসাগর তিন ক্রোশ।

ষষ্ঠ দিবস—

সিন্ধুসাগর হইতে রামেশ্বর চারি ক্রোশ। বরণার ঘাট অতি সুরম্য স্থান, বরণার ঘাট প্রস্তরের সোপান-বদ্ধ। উপরে রামেশ্বর শিব দর্শন। বাগ-বাগিচা ভাল ভাল আছে, সুশীতল স্থান, স্থানে স্থানে সাধু-তপস্বিগণের আশ্রম আছে, বাজার ও বসতি আছে। ঐ স্থানে থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এ স্থানে অনেক ধর্ম্ম-শালা আছে।

সপ্তম দিবস—

রামেশ্বর হইতে তিন ক্রোশ শিবপুর, তথায় অবস্থিতি ইত্যাদি।

অষ্টম দিবস—

শিবপুর হইতে সারঙ্গ তলাব চারি ক্রোশ, তথায় এক উত্তম পুষ্করিণী আছে এবং বাগ-বাগিচা ও বাজার আছে। ঐ স্থানে স্থিতি করিয়া শ্রাদ্ধাদি দর্শন-পূজন, আর এই স্থানে দশ অবতারের ঝাঁকি হয়। সহরের অনেক মনুষ্য ঐ মেলাতে একত্রিত হয়। দশাবতারের ঝাঁকি অর্থাৎ মনুষ্য দ্বারা নাট-বিম্বাতে সদৃশ মূর্ত্তি করিয়া দর্শনাদি। অতি চমৎকার দেখা হয়। উত্তম উত্তম মনোরম গীত-বাদ্যাদি হয়।

নবম দিবস—

সারঙ্গ তলাব হইতে কপিল-ধারায় অবস্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি। পুষ্করিণীর নিকটে বাস, কপিলেশ্বর শিব দর্শন। কপিল-ধারা তীর্থ এবং কুণ্ড, কুণ্ডতীরে শ্রাদ্ধ। তথায় বাজার আছে।

দশম দিবসে কাশীপুরী প্রবেশ, মণিকর্ণিকা-স্নান, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন, মণিকর্ণিকাতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। পঞ্চক্রোশী অন্তের কর্ম্মাদি।

এই পঞ্চক্রোশী যাত্রাতে মুখ্য মুখ্য এক শত একুশ দেবদেবীর পূজা-দর্শনাদি আছে।

সাত দিনের পরিক্রম—

প্রথম দিবসে দুর্গাকুণ্ডে স্থিতি, দ্বিতীয় দিবসে কদম্বেশ্বরে, তৃতীয় দিবসে ভীমচণ্ডীতে, চতুর্থ দিবসে রামেশ্বরে বরণায়, পঞ্চম দিবসে শিবপুরে, ষষ্ঠ দিবসে সারঙ্গতলাব, সপ্তম দিবসে কপিলধারায়, অষ্টম দিবসে কাশীধামে প্রবেশ।

পঞ্চম দিবসে পঞ্চক্রোশী—

প্রথম দিবস ৩ ক্রোশ কদম্বেশ্বরে স্থিতি, দ্বিতীয় দিবস ভীমচণ্ডী ছয় ক্রোশ, তৃতীয় দিবস রামেশ্বর সাত ক্রোশ, চতুর্থ দিবস সারঙ্গ-তলাব সাত ক্রোশ, পঞ্চম দিবস কপিলধারা ছয় ক্রোশ, ষষ্ঠ দিবস কাশীধামে প্রবেশ তিন ক্রোশ।

পঞ্চক্রোশীর নিয়ম সকলই উপরোক্ত মত। যে দিবস যথায় থাকিবার নিয়ম, সেই স্থানেই শ্রাদ্ধাদি। এক্ষণে পাঁচ দিবসে পঞ্চ-ক্রোশী করা, ইহাই সকলে করিতেছে। যাহার যখন ইচ্ছা হয়, সেই সময় পঞ্চক্রোশী হয়। সহরের ব্যক্তিগণ ফাল্গুনের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ করে। মাঘাদি চতুর্ম্মাসে পঞ্চক্রোশীর ফলাধিক্য।

কাশীধামে দেবদেবী (ও) তীর্থ অসংখ্য আছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যত তীর্থ (ও) দেবদেবী ব্যক্ত আছেন, সকলেই

কাশীধামে আছেন। ইহার মধ্যে মুখ্য মুখ্য দর্শন, স্পর্শন ও পূজাদি।

ষোড়শ যাত্রার বিধি—

কাশীখণ্ডের মতে পঞ্চক্রোশী সপ্তাহে, পঞ্চরাত্রে, ত্রিরাত্রে দ্বিরাত্রে, একরাত্রে—পঞ্চ প্রকার পঞ্চক্রোশী হয়।

পঞ্চক্রোশব্যাপী সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ, তন্মধ্যে হরগৌরী। এই জ্যোতির্লিঙ্গ বেষ্টিত করিয়া ছাপান্ন বিনায়ক, দ্বাদশ আদিত্য, নবগৌরী, একাদশ রুদ্র, দশ দিক্‌পাল, নবগ্রহ, দশ অবতার, রামকৃষ্ণ, পঞ্চ প্রকৃতি, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা, আর তীর্থাদি আছেন। এই পরিক্রম করিলে সকল পরিক্রম হয় এবং কাশীকৃত পাপের খণ্ডন হয়।

মুক্তিমণ্ডপে পঞ্চক্রোশী যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া, সকল দেবদেবীর পূজা অক্ষ দ্বারা মানসে করিয়া, পঞ্চক্রোশীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধবিনায়কের এবং বিশ্বেশ্বরের পূজা (ও) প্রদক্ষিণ করিয়া মৌনী হইয়া পঞ্চক্রোশী করিতে হয়। তাহাতে তিলমাত্র স্থান ত্যাগ করিবে না। যে যে স্থানে যে দিবস স্থিতি করিয়া ক্রিয়াদি করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি কাশীখণ্ড মতে বিশেষবিধি আছে।

অন্য তীর্থের কিম্বা জন্মান্তরের পাপসকল কাশীদর্শনমাত্র ভস্মরাশি হয়। কাশীকৃত দৈবঘটিত পাপ পঞ্চক্রোশী যাত্রাতে পরিত্যাগ হয়। পঞ্চক্রোশীতে যে পাপ জন্মে, নগর-ভ্রমণে ত্যাগ হয়। কাশী নগর-ভ্রমণে পাপ জন্মিলে অন্তর্গৃহে মুক্ত হয়। অন্তর্গৃহকৃত পাপ মণিকর্ণিকাতে স্নানমাত্র মুক্ত হয়। মণিকর্ণিকাতে পাপ করিলে বজ্রলেপ তুল্য হয়।

বারাণসী অর্থাৎ কাশী যাহাকে বেনারস কহে, এই সহর অতি প্রাচীন সহর, অধিক বসতি। পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি এবং বাজারাদি।

সহরের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন সকল বৃহৎ বৃহৎ, তিনতলা চারিতলা পাঁচতলা পর্য্যন্ত উচ্চ। বসতি এত আছে যে, দুই পার্শ্বে বাটী সকল মধ্যে হদ্দ দেড় হস্ত প্রমাণ পথ। এমত গলি পথ কত শত আছে তাহার সংখ্যা নাই। সকল গলির এবং ফটকের নাম লিখিতে অনেক কাগজ যায়। সহরে পাঁচ হাজার ফটক। এক এক ফটকের মধ্যে পাঁচ ছয় সাত গলি আছে, গলি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পথ অনুসন্ধান করা অতি সুকঠিন। যদি আসিতে আসিতে গলির মোড়ে এক বাটীর ফের পড়ে, তবে কত ভ্রমণ করিয়া পথ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা কহিতে পারি না। এমত ঘটিয়া উঠে, এক ক্রোশ বাহির হইয়া যাইতে হয়। বিদেশী মনুষ্য পথ ভুলিলে শীঘ্র ঠিকানা করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সকল বাটী প্রায় একমত। সকল গলিতে সমান বাজার।

কাশীর গলিপথ

সহর মধ্যে যেখানে বসতি, প্রতি মহল্লা মহল্লাতে নানামত খাদ্যদ্রব্য এবং পানের দোকান আছে। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে নানা জাতীয় দ্রব্যাদির বাজার। তদ্ভিন্ন গোলা, গঞ্জ, চক (ও) বাজার আছে। ত্রিলোচনগঞ্জ, বিশ্বেশ্বরগঞ্জ, বাবুর বাজার, চেৎগঞ্জ, খেজুয়া, চক চাঁদনী, নূতন চোক, ঠঠেরি বাজার, চৌথাম্বা বাজার, বড়বাজার, দালমণ্ডী, মছলিহাট্টা, রেশম কটরা, কেনারী পট্টি, জহুরিপট্টি, কুঞ্জগলি, সেকেন্দরগঞ্জ, গন্ধিকটরা, বাদসাহী বাজার, বাঙ্গালি-টোলার

কাশীর গঞ্জ ও বাজার

বাজার, তরকারি বাজার, দশাশ্বমেধের বাজার, মানসরোবরের বাজার ও সটীর বাজার। ত্রিলোচনগঞ্জে চাউল ও লবণের গোলদারী দোকান আর আর সকল দ্রব্যাদি আছে। অন্য অন্য বাজার হইতে ত্রিলোচনের ওজন অধিক, এক শত সিক্কার ওজন।

বিশ্বেশ্বর-গঞ্জে সকল দ্রব্যাদির আড়ত। তরিতরকারি শাক-সব্জি মেওয়াদি অনেক আমদানী হয়, আশির ওজন। বাবুর বাজারে সকল রকম জিনিস পাওয়া যায়। চেৎগঞ্জে নানারকম দাল পাওয়া যায়, গোলদারী দোকান। খেজুরাতে চাষী লোক দ্রব্যাদি আমদানী করে। ওখান হইতে মহাজনে খরিদ করে। তরিতরকারি সের কি মণ দরে বিক্রয় হয় না, দেউড়ি অর্থাৎ বাজরা মুলন। পানের বাজার হয়, গাট্টা দরে বিক্রয় হয়, দুই শতে এক গাট্টা।

চক চাঁদনীতে সকল মত দ্রব্যাদি (ও) মনোহারীর দোকান আছে। চক মধ্যে জুতা, কাপড়, মালা, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, মনোহারী দোকানের যে সকল দ্রব্যাদি, লোহার জিনিস, কাষ্ঠের দ্রব্যাদি, নয়চা, গন্ধির পশারির আতর, জরি কেনারি গেলাসওয়ারির দোকান (ও) সকল কুঠীয়াল আছে। চকের শোভা বৈকালে, নানামত দ্রব্যাদির ফিরি করে। বাহিরে পশ্চিমদিকে হুকাপটি। পূর্ব্বদিকে আচার মোরব্বা মেওয়াজাত ফলওয়ালার দোকান। দক্ষিণদিকে দুল্‌চে গাল্‌চে সতরঞ্চি এবং কাপড়ের দোকান। পশ্চিম ফটকে কোতোয়ালি, দক্ষিণ অংশে ডাক্তারখানা। নূতন চকে কাপড়ের দোকান সকল আর পুরাতন লোহার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হয়, বাক্সওয়ালার দোকান। এ বাজারে দালালি দস্তুরি নাই।

ঠঠেরি বাজারে কাঁসা পিতল তামা ইত্যাদির বাসন। চৌখাম্বার

বাজারে সকল দ্রব্যাদির দোকান, তামাকের দোকান ভাল আছে। বুড়বাজারে হালওয়াইয়ের দোকান, দরজিদিগের দোকান (ও) আর আর দ্রব্যাদি আছে। দালমণ্ডী বাইদিগের থাকিবার স্থান। উপরের ঘরে নীচে নানাজাতীয় দ্রব্যের দোকান, পোস্তের অনেক দোকানে আছে। বৈকালে সর্ব্বদা গান বাদ্য নৃত্য হয়, সদানন্দ স্থান। মছলি-হাট্টাতে মৎস্য বিক্রয় হয় এবং আর আর দ্রব্যাদির দোকান আছে। রেশম কটরা—এস্থানে রেশমের দোকান সকল এবং জোলাগণ বারাণসী কাপড় তৈয়ার করে। আর এক স্থানে রামপুরায় জোলাগণ রেশমী পীতাম্বরী ইত্যাদি বুনান করিতেছে। কেনারিপট্টি—গোটাকেনারি, কিরণ, জরি, পাল্লা, তিল্লা, গথরু, বিনাবট ইত্যাদি দ্রব্য সকল। জহরিপট্টি—জহরতের অঙ্গুরি, মালা, বালা, বাজু ইত্যাদি সকল আভরণ, হীরা, পোক্‌রাজ, লালপান্না, মতি (ও) প্রবালাদির দ্রব্য। কুঞ্জগলিতে নানাবিধ বস্ত্রাদি, সুতার রেশমের উলের পশমিনার তাসের সাদা রঙ্গিন নানাপ্রকার বিক্রয় হয়। বড় বড় মহাজন সকল আছে। সাটিন্‌, মখ্‌মল্‌, বারাণসী তিল্লার কর্ম্মের নীলাম্বরী পীতাম্বরী। সেকেন্দর গঞ্জে গম, যব, তিসি, সরিষা ইত্যাদি দ্রব্য সকল। গন্ধিকটরাতে আতর, গোলাপ, ফুলেল ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য সকল। বাদসা-বাজার ইত্যাদি আর আর বাজার সকলে খাদ্য দ্রব্যাদির সমুদয় পাওয়া যায়। সটীতে আম্র বিক্রয় হয়।

চৌখাম্বার পরে গোপাল-মন্দির গোকুলের গোস্বামীদিগের স্থাপিত। সেবাদির বরাদ্দ উত্তম আছে। গোপালের সদা-সর্ব্বদা উত্তম উত্তম দ্রব্যের ভোগ হয়। কিন্তু প্রসাদ বিক্রয় আছে।

সন ১২৬৪ সালের ১৭ বৈশাখ

বাঙ্গালিটোলা হইতে অসিতে শ্রী৺জগন্নাথ জিউর মন্দিরের নিকটস্থ শ্রীযুত গণপতি রাও মহারাষ্ট্রের বাটীতে থাকা হয়। বাঙ্গালিটোলা হইতে আসিবার কারণ অতিশয় মারিভয় হয়। উলাউঠা ব্যাধিতে বহু মনুষ্যের মৃত্যু হয়। শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষের পাচকব্রাহ্মণ নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ১১ বৈশাখ সন্ধ্যার পর ব্যারাম হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে কাশী প্রাপ্তি হয়। পরে ১৪ বৈশাখ কালীবাবুর স্ত্রীর ব্যাম হয়, নানামত চিকিৎসাতে সুস্থ হন। এই সকল কারণ জন্য তথা হইতে অসি-মোকামে থাকা হয়। জল বাতাস অতি উত্তম, সহর অপেক্ষা শীতল স্থান। এখান হইতে শ্রী৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ হইবে। প্রাতঃস্নানাদি করিয়া যাত্রায় প্রবৃত্ত।

১৭ বৈশাখাবধি ৩০ বৈশাখ

অসিতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দর্শন (ও) যাত্রাদি।

১৫ বৈশাখ, অক্ষয়-তৃতীয়া

ত্রিলোচন শিবের দর্শন, ঐ স্থানে হংসতীর্থ, তাহাতে স্নান-তর্পণ, যব, ঘট ইত্যাদি দান (ও) শ্রাদ্ধাদি। কাশীখণ্ডে ফলাধিক্য লিখিয়াছে।

২৭ বৈশাখ, পৌর্ণমাসী

মণিকর্ণিকাতে স্নানদানাদি করিয়া যাত্রা করা হয়।

৩১ বৈশাখ, সংক্রান্তি, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

• পঞ্চতীর্থে গমন। প্রথম অসিসঙ্গম-স্থলে স্নানাদি, সঙ্গমেশ্বর দর্শন, পরে দশাশ্বমেধ, গোদাবরী-সঙ্গম-স্থলে স্নানাদি, পরে বরণাসঙ্গমে স্নানাদি, বরণেশ্বর, আদিকেশব দর্শন। তাহার পর পঞ্চগঙ্গাতে স্নানাদি, তদন্তে মণিকর্ণিকাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া যথাবিহিত তীর্থে তীর্থে দানাদি করিয়া পুনরায় বাসস্থানে গমন। ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া, নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম সমাধা করিয়া আহারাদি করা হইল।

অসিসঙ্গম কাশীর প্রান্তভাগ, সহর মধ্যে নহে, তিন দিকে মাঠ। পূর্ব্বদিকে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা, তাহার পূর্ব্বপারে রামনগর, যাহাকে ব্যাসকাশী কহে। কাশীর রাজা চেৎসিংহের বাটী। উত্তরদিকে লক্ষ্ণৌর নবাবের এক ভ্রাতার বাটী। অতি উত্তম মনোরম স্থান। জল বাতাস সকলই ভাল। সহরের ভিতর যেমত গরম, (এখানে) তাহার শতাংশের একাংশ নহে, তথাচ এমত গ্রীষ্ম হইত যে, সর্ব্বদা পাথার বাতাস ভিন্ন তিষ্ঠিতে পারা যায় না। বেলা এক প্রহরের মধ্যে আহারাদি করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়। রৌদ্রের উত্তাপে বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়াতে মারিভয় অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাতে অনেক মনুষ্য স্থানে স্থানে পলাইয়া গেল। আমাকে গাজিপুর

কাশীত্যাগের উদ্যোগ

যাইবার জন্য আমার মধ্যম পুত্র শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী দুই তিন পত্র ডাক-যোগে লিখিলেন। আমিও গমনোদ্যোগ করিয়া শ্রীযুত কালী-বাবুকে কহাতে (তিনি) কোন ক্রমে গমন করিতে দিলেন না, কহিলেন, "আমাদিগকে বনবাস দিয়া মহাশয় কি গমন করিবেন?

যদি একান্ত গমনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে দশ পোনের দিবস পরে সকলে একত্র গমন করিব।" এই কহিয়া কলিকাতার তাঁহার দেওয়ান শ্রীবৈদ্যনাথ সরকারকে পাঁচশত টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র পাঠান এবং বজরা ভাড়ার জন্য লোক পাঠাইলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা হইতে কালীবাবুর টাকা পহুছিল এবং আমার মাসিক খরচের টাকা গাজিপুর হইতে সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী পাঠাইয়া লিখিলেন, "যত শীঘ্র পারেন তথা হইতে আসিবেন।" এই পত্র পাইয়া শীঘ্র গমনোদ্যোগে সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম সমাপন জন্য বিহিত মনোযোগী হইতে হইল। সকলে একত্র দেশে আগমন করিবে, এই ব্যবস্থা হওয়াতে আমার একলা সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া গাজিপুর গমন হইল না।

ইতিমধ্যে কালীবাবুর পরিবারের ভেদবমি হইয়া অতিশয় ব্যামোহ হইয়া বাটী গমনোদ্যোগ রহিত হইল। সুস্থ ভিন্ন গমন হইতে পারে না, এই স্থির হইয়া যে বজরা ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহাকে জবাব দেওয়া হইল। এই মত ব্যামোহের গোলযোগে ১০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গত হইলে পর পুনরায় স্বদেশ গমনের উদ্যোগী হইয়া, নৌকাদি ভাড়ার জন্য ঘাটমাঝি কালুকে ডাকাইয়া এক বজরা (ও) এক পান্‌সীর কথা কহা হইল।

যাত্রা-স্থগিদ

ঘাটমাঝি কালু কহিল, "এক্ষণে জলপথে গমন করা উত্তম বিবেচনা হইতেছে না, যেহেতু এক্ষণে ঝড়-বৃষ্টি আদির দিন, অতিশয় তুফান হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বাহির গাঙ্গ দিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে যদি গমনের মনন হয়, তবে কহিলে নৌকা, বজরা যাহা চাহিবেন তাহা আনিয়া দিব; নচেৎ আষাঢ় মাহাতে জলের সচ্ছলতা হইলে গমন

করিবেন।” জলপথের এই মত কথা শুনিয়া, কালীবাবু এবং তাঁহার পরিবার জলপথে গমনে নিবৃত্ত হইয়া, ডাকের গাড়ীতে গমনের মনন করিয়া কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেনের গাড়ীর আড়গড়াতে সিমুলানিবাসী শ্রীযুত নবকৃষ্ণ সেন গোমস্তার নিকট ডাকের গাড়ীর কথা কহিলে তিনি কহিলেন, “অদ্যকার দিল্লীর সংবাদ-পত্রে মিরাট ও দিল্লীর অঘটন ঘটনা সংবাদে সশঙ্কিত আছি। বোধ করি, কলিকাতা গমনাগমনের পথ শীঘ্র রুদ্ধ হইবে।” এই কথোপকথন হইতে হইতে সংবাদ আইল।

১

সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণ

ইং ১৮৫৭, ১১ মে। সন ১২৬৪ সাল, ৩০ বৈশাখ

দিল্লীর ছাউনীতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া ষ্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য জন্য কহে।

সিপাহী-বিদ্রোহারম্ভ

১০ই মে, ২৯ বৈশাখ, রবিবার,

মিরাটের ছাউনীতে রাত্রি পাঁচ ছয় ঘড়ির সময়ে ১১নং দেশীয় পদাতিক দলে কলরব হইয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া মহাদম্ভে ঘোররবে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। ২০নং দেশীয় পদাতিকগণ (ও) ৩নং অশ্বারূঢ় সেনাগণ আসিয়া ১১নং পদাতিকগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহারণারম্ভ করিয়া কেবল সেনাপতিগণকে হত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে। কর্ণেল ফিনিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতিগণ পদাতিকদিগকে স্তুতিবাক্যে সম্বরণার্থ বহুতর মিনতি করিতে ছিলেন। এমতকালে ২০নং পদাতিকদল হইতে গুলি আসিয়া কর্ণেল ফিনিসের অশ্বের উপর আঘাত করিল। অশ্বোপরি আঘাত হওয়াতে অন্য সেনাপতিগণ ব্রিগেড-মেজরকে সংবাদ করিতে পরামর্শ দিতে ছিলেন, এমত সময়ে কর্ণেলের পৃষ্ঠদেশে এক গুলির আঘাত হওয়াতে (তিনি) পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য সেনাপতিগণ প্রস্থান করিয়া বারিক্-লাইনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদের রাত্রি, রণধূমেতে শুক্লপক্ষের

প্রতিপদের স্থায় ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল। তৎসময়ে পদাতিকগণ সাহেব লোকের বাঙ্গালাতে অগ্নি দিল, ভীষণ ঘোরনাদে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সকল দগ্ধ হইয়া হত হইল। চতুর্দ্দিক ধূমে পরিপূর্ণ হইল ৮ এই সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া ১০,২০,৩৮,৫৪ (ও) ৭৪নং এই কয়েক দল দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক্ষণে দিল্লীতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লী নগরে যে সমস্ত সেনাপতিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত করিয়া, দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছে।

১৯ ও ৩৪ নং পদচ্যুত পদাতিকগণ বারাকপুর হইতে বিদায় হইয়া রাণীগঞ্জ লুঠ করে।

আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দসহর, ইটাওয়া প্রভৃতি লুঠ হইয়াছে। কানপুর আগরা ইত্যাদি সশঙ্কিত। দিল্লীর আশপাশ সিপাহীগণ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডাকের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আগরার পশ্চিম হইতে চিঠি আইসে নাই।

মথুরা সহরের বাজার ইত্যাদি দুই দিবস বন্ধ ছিল। সহরের সকল ফটক বন্ধ, কেবল লাল-দরজা আর আগরা-দরজার খিড়কি খোলা ছিল। ভরতপুর এবং গোয়ালিয়ারের রাজধানী হইতে পাঁচদল রাজসৈন্য (ও) চব্বিশ কামান আসিয়া আগরা এবং মথুরা রক্ষা করিতেছে। লছমিচাঁদ শেঠ পাঁচশত মেওয়াতি পদাতিক সাহায্য জন্য দিয়াছে। চণ্ডালগড়ের বাজার কয়েক দিন বন্ধ। কেল্লার ভিতরে সকলে ছিলেন।

কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ। সাহেবগণ আসিত

হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে চণ্ডালগড়ে প্রেরণ করিয়া সহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল, ইহাদের কর্ম্মে অন্যলোক নিযুক্ত করিয়া ঐ চৌকিদারদিগকে থানার বরকন্দাজি ভার (দিয়াছে)। থানার বরকন্দাজ সকল শিকরোলে পাহারাতে থাকে এবং কাশীধামের রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লোক লইয়া স্বয়ং শিকরোলে আছেন। শিকরোলে অন্য ব্যক্তিগণের গমনের ক্ষমতা নাই। সিপাহীগণের মতান্তর দেখিয়া সিবিল ও মিলিটারি রাজপুরুষেরা বহুতর স্তুতিবাক্য কহিয়া কহিলেন যে, "টোটার বিষয়ে যে আমাদিগকে দোষী করিয়া কহিতেছ যে, তোমাদের ধর্ম্মনষ্ট করিতেছি, আমরা ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, ইহাতে ধর্ম্ম-নষ্টের দ্রব্য কিছু নাই। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এ টোটা তোমাদের ব্যবহার করিতে হইবে না। আমরা কদাচ কাহারও ধর্ম্মনষ্ট করিব না।" এই মত প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে দেন নাই। তথাচ বিশ্বাস না করিয়া সুলতানপুর হইতে কেভলরি সেনা আনাইয়া খাজনাখানা, বক্সীখানা পাহারাতে আছে। দানাপুর হইতে ২০০ শত গোরা আসিয়াছে। প্রতি দিবস গোরা পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে। শিখসৈন্যগণ অবাধ্য হয় নাই, ইহা দেখিয়া স্থির আছে।

মিরাট ইত্যাদিতে সেনাপতি এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে ২৬ জন হত (ও) ৮৮ জন আহত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম লিখিত আছে। ইতোমধ্যে বাঙ্গালি কাহারও প্রতি আঘাত হয় নাই। কেবল টোটার বিবাদে সাহেবদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ হয়।

অযোধ্যাতে সেনাপতিগণ এবং প্রধান প্রধান সাহেবগণ একত্র হইয়া দেশীয় সেনাদিগকে এবং হাওয়ালদার জমাদার সুবাদার বাহাদুরদিগকে নানামত ভয়-মৈত্র প্রদর্শাইয়া এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিবার বিষয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া দেশীয় পদাতিকগণকে তিন শত টাকার ন্যূন নহে (ও) হাজার মুদ্রার অধিক নহে, (এইরূপ) পারিতোষিক বণ্টন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথাকার পদাতিকগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মিরাট, দিল্লী, অম্বালা, কোয়েল, আজমগড়, ইটাওয়া ইত্যাদির ছাউনীর সৈন্যগণ, সেনাপতিদিগের সহিত টোটার বিষয়ে মনান্তর হইয়া, সেনাপতিগণকে এবং রাজপুরুষ সাহেবগণকে হত করিয়া, খাজনা লুঠ করিয়া ছাউনী এবং সাহেবদিগের বাঙ্গালা জ্বালাইয়া দিয়া, জেলখানার বন্দীদিগকে খালাস করিয়া, কতক দিল্লীতে কতক স্থানে স্থানে থাকিয়া প্রজাদিগের লুঠ-ফসাদ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ইদানীন্তন শুনা যাইতেছে, কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে দেশে যেখানে দেশীয় পদাতিকগণ আছে, সকলে এক পরামর্শ করিয়া ইহাদিগকে রাজ্য-ভ্রষ্টের বিশেষ উপায় করিতেছে। কেবল আশি দল পদাতিক একযোগ হইয়াছে। কোন দেশের রাজা কি বাদসাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়র হুলকার বাহাদুরের স্ত্রী রাজাবাই উজ্জয়িনী হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত গোয়ালিয়র নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাবাই দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারূঢ় শাস্ত্রপাণি এবং বার কামান আগরার কেল্লাতে পাঠাইয়া

কোম্পানি বাহাদুরের তরফ মদতগিরি করিয়া আগরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপন সৈন্য ও তোপ কেল্লার ভিতর রাখিয়াছেন, গোরাদিগকে ছাউনীতে রাখা হইয়াছে।

ভরতপুরের রাজা আগরার ন্যায় মথুরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজার বয়ঃক্রম অল্প, মন্ত্রী তাদৃশ নাই।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, বৃহস্পতিবার

বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু নূতন হুকুম আসিয়াছে, তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেড পর দণ্ডায়মান হও।" এমত

কাশীতে বিদ্রোহ

বাক্য কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, বলণ্টরি দলের পদাতিকগণ উত্তম যোদ্ধা। কিন্তু ইহারা আপন আপন দুর্ভাগ্যক্রমে টোটার বিষয়ে বিপরীত বোধ করিয়া, যত ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সেনাপতিগণ স্তুতি-বাক্য কহিয়াছিলেন, সে বাক্য কপট বোধ করিয়া দুরাচার পদাতিকগণের আদেশে সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠিয়া গমন চেষ্টায় ছিল। ইহার বিশেষ কারণ বোধ হইল যে, পদাতিকগণের প্রহরীতে তোপ এবং মেগাজিন আর খাজনা ছিল। তাহাতে সর্ব্বত্র গোলযোগ হইলে খাজনা স্থানান্তর করিতে রাজপুরুষগণ চাহিলে পদাতিকগণ কহিলেক, "তোপ মেগাজিন আর খাজনা আমরা কদাচ ছাড়িব না।" এই কথাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইয়া শিখ-পদাতিক এবং সুলতানপুর,

যাহাকে ছোট-কলিকাত্তা কহে, তথা হইতে সওয়ার আনাইয়া তাহাদের পাহারা সর্ব্বত্র হইল। বলণ্টরি পদাতিকগণের প্রহরী হইতে তোপ মেগাজিন লইবার তদ্বিরে কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে পদাতিকগণকে বুঝাইবার জন্য মধ্যস্থ স্থির করায় রাজার বাক্য দ্বারা পদাতিকগণ তোপ এবং মেগাজিন ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল গোরাদিগের প্রহরীতে দেন। পরে ৪ জুন প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিমদিকে শিখ-পদাতিকগণ, দক্ষিণ দিকে সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলণ্টরি পদাতিক, এক পল্টনের মধ্যে দুই কোম্পানি গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনীতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জীভূত হইয়া গোরা-পদাতিকগণকে সঙ্কেত দ্বারা তোপে পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন। পূর্ব্বে আদেশ ছিল, সঙ্কেত মাত্রই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে ভারত-যুদ্ধের ন্যায় রণস্থল হইয়া, অভিমন্যু-বধের ন্যায় বলণ্টরি পদাতিকদলকে বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলা-রূপ বাণ নিক্ষেপ হইতে লাগিল। পদাতিকগণ রণপণ্ডিত (ও) সুশিক্ষিত। ইহাদের তুল্য দেশী পদাতিক কোন দল নহে। যৎকালে গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল, তৎকালে সৈন্যগণ ভূমিতে ভূমির ন্যায় মিশাইয়া বহু সৈন্য প্রাণরক্ষা করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সহযোগে রণস্থল হইতে বরণা পার হইল। কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ অবসরে ধাবমান হইয়া আপন আপন শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাদি লইতে গিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ দেখিয়া ঐ শিবির মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিল। তাহাতে অনেকে হত হইল। তন্মধ্য হইতে যে কেহ অস্ত্রধারী হইয়া নির্গত হইল, তাহারা রণস্থলে

আসিয়া কতগুলি গোরা সেনা এবং সেনাপতিগণকে হত করিয়া, কেহ যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ, কেহ কেহ বা পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে দৈবঘটনাতে এমত হইয়া উঠিল যে, তাহা কি কহিব! শিখ-সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের সম্মতিতে ছিল। কেবল বিপক্ষ মতান্তরী পদাতিকগণের প্রাণদণ্ড জন্য এই চক্রব্যূহ রচনা হইয়া ছিল। তাহাতে বিধিকৃত বলণ্টরি পদাতিক দুই শত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল ঘোর কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল। কিন্তু গোরাসকল তোপ নিক্ষেপে নিবৃত্ত ছিল না। ঐ তোপের গোলা দ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ-পদাতিক হত হইল। শিখ-সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া, মনে বিবেচনা করিল যে, "কেবল বলণ্টরি পদাতিকগণকে তোপে উড়ান নহে—কালা পল্টন মাত্র কিছু রাখিবে না। ইহা না হইলে আমাদের দলের সৈন্য কি জন্য হত হইতেছে।" ইহা কহিয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রথী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর গাইস্‌কে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগের গমন দেখিয়া অশ্বারোহী অস্ত্রপাণি যে এক সহস্র ছিল, তাহার মধ্যে পাঁচশত ঐ সমভ্যারে গমন করিল।

এখানে গোরাগণ রণে উন্মত্ত হইয়া, পদাতিকগণকে অন্বেষণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যে কোন পদতিক প্রাণ ভয়ে কাহারও গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, তাহাকে গৃহস্বামী বাহির করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

ওখানে পদাতিকগণ মধ্যে যে কেহ পাইতেছে, সাহেবদিগের বাঙ্গালায় এবং গোরাবারিকে আর মিশনরীদিগের বাঙ্গালাতে অগ্নি

সংযোজন করিতেছে। শিকরোল একেবারে অগ্নিময় হইয়া দুর্জ্জয় অনল প্রজ্বলিত হইল। পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত! রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই ব্যাপার ছিল।

এই মত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে সাহেবদিগের বালক-বালিকা এবং বিবি সকল আর সরকারি খাজনা এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার যাহা মজুত ছিল, তাহা কাশীর রাজার যে কুঠী অর্থাৎ এক বড় বাটী ঐ শিকরোল মধ্যে আছে, তাহাতে রাখিলেন। রাজা বাহাদুর আপন হাজার বন্দুকচি লইয়া ঐ পুরী রক্ষা করিলেন। পরে দুই শত গোরা আর তিন শত তোপ পুরী রক্ষার্থ আসিল। রাজা সাহেবকে আপন কেল্লা রামনগর রক্ষার্থ ঐ রাত্রে আসিবার অনুমতি হইল। তেঁহ দুই শত অশ্বারোহী আর পাঁচজন সাহেবদিগকে লইয়া রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে গঙ্গা পার হইয়া রামনগরের কেল্লাতে গমন করিলেন।

যে সমস্ত বাঙ্গালি এবং এতদ্দেশী ব্যক্তিগণ চাকুরির জন্য শিকরোলের আফিস সকলে (এবং) আপন আপন কর্ম্ম স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেকেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া কোথায় গেল, তাহার তৎকালে অন্বেষণ পাওয়া গেল না। কে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা ছিল না। কেহ কোন পথে বহু ক্লেশে গোপন পথ হইয়া নানাক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রযোগে মৃত প্রায়, কেহ বা পর দিবস প্রাতে আপন আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালি পরিবার লইয়া শিকরোলে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার লইয়া কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একে স্ত্রীলোক,

তাহাতে বাঙ্গালি, তাহাদিগের নিকটে অর্দ্ধক্রোশ মধ্যে রণস্থল তৎকালে যেমত ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ত্রাসযুক্ত হইয়া কে কোথায় কি ভাবে লুকাইত হইল, তাহা বলা যায় না। স্থান বিবেচনা নাই, কেহ সবস্ত্র, কেহ বিবস্ত্রে, কেহ অচৈতন্য, কেহ মূর্চ্ছাগত হইয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানে ছিল। পর দিবস প্রাতে সকলে সপরিবার সহর মধ্যে আসিয়া রহিলেন। শুক্র-বারাবধি রবিবার পর্য্যন্ত সকল কাছারি বন্ধ ছিল। সাহেবগণ স্থানে স্থানে গোপনে রহিল।

গোরাগণ তিন দিবস পর্য্যন্ত রণসজ্জাতে ছিল। আহার—মিঠাই মদ্য আর কাঁচা মাংস। ইহাতে তিন দিবস গুজরান হইল। যে সমস্ত অশ্বারোহিগণ রণস্থলে ব্যূহ দ্বারের রক্ষক ছিল, তাহারা শস্ত্রপাণি হইয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত রণস্থলে ছিল। তাহাদিগকে সাহেবগণ পারিতোষিক দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে, "তোমরা সরকারের খয়ের খাঁ। অতএব তোমাদের এক এক ব্যক্তিকে দশ দশ টাকা, আর এক এক সের মেঠাই পারিতোষিক দিতেছি। তোমরা কোমর খুলিয়া শ্রম দুর করিয়া আহারাদি কর।" তাহাতে সওয়ারগণ উত্তর করিল, "আমরা কোমর খুলিয়া নিরস্ত্র হইয়া প্যারেডের মাঠে যাইব না এবং চাকুরি করিব না। যেহেতু আমরা কালা সৈন্য ভিন্ন গোরা নহি। যখন বলণ্টরি পদাতিকগণের টোটার আপত্তি, তখন সে আপত্তি আমাদের আছে। অতএব যাহা পারিতোষিক আমাদের প্রতি অনু-গ্রহ হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি।" এই কথা কহিয়া টাকা আর মেঠাই লইয়া প্যারেডের বাহির অর্দ্ধ-ক্রোশ মাঠের নিকট যাইয়া কোমর খুলিয়া আহারাদি করিয়া,

অশ্বারোহিগণকে পুরস্কার দান

সঅস্ত্র সবাহন স্থানান্তরে গমন করিল। এইমত সৈন্যগণ ভঙ্গিয়ান দিয়া গেল।

যে সকল পদাতিক প্রহরীতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা যৎক্ষণাৎ শ্রুত হইল যে, স্বদলের পদাতিকগণকে তোপে উড়ান হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা আপন আপন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মতান্তরী সৈন্যগণ বিষণ্ণ হইয়া বরণার পশ্চিম ... ... সকলে একত্র হইয়া সুবেদার এবং প্রধান প্রধান নায়কগণ একত্র হইয়া যুক্তি করিল যে, এস্থানে আর থাকা ভাল হয় না। এই বিচার করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া শিবপুরের প্রধান প্রধান দোকানদারদিগকে কহিল, "আমাদের রসদ দেও।" তাহাতে তাহারা অস্বীকার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করাতে সৈন্য-গণ ঐ দোকানদারদিগের দোকান হইতে দাল, আটা, ঘৃতাদি আপনাদিগের আহারের মত লইয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

শিবপুর-বাজার লুণ্ঠন

৪ জুন পদাতিকগণের বিনাশ এবং পলায়ন সময়ে বরণা হইতে অসি পর্য্যন্ত পঞ্চক্রোশের মনুষ্যগণ ধন-প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। সহরে যত ফটক এবং বাটী সকলের দরজা বন্ধ করিয়া, সকলে শস্ত্রপাণি (হইয়া) এবং গুলি টোটা বন্দুক কড়াবিন পিস্তল ভরিয়া এবং ছাদের উপর ইট পাথর তুলিয়া সকলে আপন আপন একতলা দোতলা তেতালা, যাহার যে ছাদ আছে, তাহার উপরে দ্বারপালগণ দ্বার রুদ্ধ

বারাণসী-বাসিগণের সাবধানতা

করিয়া, ভিতর দিকে যুদ্ধ-সজ্জাতে রহিলণ হাট বাজার দোকানে মনুষ্যের গমনাগমন নাগাইদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। তিন দিবস পর্য্যন্ত অত্যন্ত গোলযোগ ছিল।

৮ জুন, সোমবার, রাজপুরুষগণ রাজকার্য্যের কাছারি করাতে সকলে সাহসযুক্ত হইয়া বাজারে দুই এক করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য লইয়া সামান্য সামান্য দোকান খুলিল। কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বার খুলিল না। চারি পাঁচ তক্তাতে দ্বার রুদ্ধ। তাহার এক তক্তা খুলিয়া ঐ দ্বারের বাহিরে সম্মুখে বসিয়া, চাউল দাল ঘৃত আটাদি, হালওয়াইদিগের যাহার হাজার বারশত টাকার দোকান, তাহারা এক আধ টাকার লাড়ু পেড়া লইয়া দোকান করিল। আর কোন দ্রব্যের দোকান খুলিল না। পরে ক্রমে শৈথিল্য হইলে কিছু কিছু দোকান দশ পোনের দিবস গতে খুলিতে আরম্ভ করিল। ২৫ জুন পর্য্যন্ত কুঞ্জগলি জহুরিপট্টির বাজাজ, কুঠীওয়ালা, সরাবগির, মহাজন সকল কেহ দোকান খুলে নাই। বাজার ইত্যাদি সকলই বন্ধ।

যে সকল পদাতিক জৌনপুরদিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা আজমগড় লুঠ করিয়া, তথায় যে সমস্ত সাহেব লোক ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া কম বেশী দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া বাঙ্গালা কাছারি জ্বালাইয়া, তথাকার বদমায়েশ লোকদিগকে সমভ্যারে লইয়া জৌনপুর গমন করিল। পথিমধ্যে নীলকর সাহেবদিগের কুঠী আর রাস্তাবন্দী সাহেবের কাছারি ছিল, ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সাহেব লোকজন পলায়ন করিল। পদাতিকগণ কুঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া যে টাকা পয়সা দেখিতে পাইল,

আজমগড়ের সরকারি খাজনাখানা লুণ্ঠন

তাহা লইয়া এবং কুঠীর যে সমস্ত আসবাব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া, তথা হইতে গমন করিল। পরে দশ বার জন যে বক্রী সৈন্য পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগের সহিত ঐ স্থানের জমিদারগণ মিলিত হইয়া, কুঠী মধ্যে আসিয়া যে স্থানে লোহার সিন্ধুক মাটীর মধ্যে পোতা ছিল, তাহার সন্ধান দেখাইয়া, ঐ লৌহ-সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের পাঁচ হাজার, রাস্তাবন্দীর জন্য কোম্পানি বাহাদুরের পাঁচশত টাকা ছিল। ঐ সকল টাকা লইয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যে সমস্ত বাঙ্গালি কর্ম্ম-কারকগণ ছিলেন, ইঁহারা প্রাণভয়ে কেবল এক ধুতি পরিধান মাত্র করিয়া অতি নীচ জাতিদিগের বাটী লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়া-ছিলেন। একজন সাহেব আপন বিবি ও দুইটী বালক বালিকা লইয়া প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া এক নর্দ্দমার ভিতরে লুকাইয়া ছিল। কোন দুরাচার ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ঐ সাহেবকে কুস্থান হইতে বাহির করিল। তাহার পরে একত্র হইলে, তখন সাহেব ও বিবি দুইজনে প্রাণরক্ষা জন্য অনেক স্তুতি-বাক্য কহিতে লাগিল। তাহা না শুনিয়া সাহেবের প্রাণ নষ্ট জন্য গুলি নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সাহেব ডাকিয়া কহিল, "আমার প্রাণ নষ্ট করিলি, কিন্তু এই কর্ম্ম করিস্—আমার বিবিকে মারিস্ না।" এই কহিয়া সাহেব প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে দুরাচারগণ শস্ত্রাঘাতে বিবিকে ধরাতলে শয়ন করাইয়া, ঐ দুইটী বালক বালিকা লইয়া জৌনপুরের অতি নিকটে এক মুসলমান মান্য ব্যক্তি কাজি সাহেব, তাহার নিকট দিলেক। কাজি সাহেব ঐ দুই বালক বালিকাকে যত্ন করিয়া রাখিল।

পদাতিকগণ তথা হইতে জৌনপুরের সহরে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় যে দেশীয় পদাতিকগণ ছিল, তাহাদিগকে আপন দলে মিলাইয়া এবং তদ্দেশীয় জমিদার ও বদমায়েশদিগকে সমভ্যারে লইয়া প্রথমে বন্দিশালাতে প্রবেশ করিয়া, বন্দিগণের বেড়ি ইত্যাদি বন্ধন হইতে সকলকে মুক্ত করিয়া দিল। পরে সাহেবদিগের

জৌনপুর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সাহেব বিবি বালক বালিকা অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া, বাঙ্গালার দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া, কাছারিতে প্রবেশ করিয়া রাজপুরুষগণকে গুলি এবং তরবারির দ্বারা হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা এবং সহরের ... ... দিগের কুঠী, দোকান, ধনাঢ্য-গণের বাটী লুঠ করিয়া, কম বেশী বিশ লক্ষ টাকা লইল। সৈন্য-গণ অধিক লইতে পারিল না, তদ্দেশীয় বদমাইশ জমিদারগণ লইলেক। এইরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে পরম্পরায় জৌনপুরস্থ সকল সাহেব সপরিবার ধরাতলে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেবল জেলের সার্জ্জন আর কমিশনর চারি পাঁচ বিবি (ও) কয়েকজন বালককে লইয়া পলাইয়া কোন জমিদারের বাটীতে থাকিয়া প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালি তথায় পরিবার সমেত ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় প্রাণভয়ে ত্রাসিত হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া, কেহ মালার ঘরে, কেহ বা চাষীর ঘরে, কেহ কাহারের ঘরে, কেহ ডোমের ঘরে, এই মত ছোট ছোট জাতির ঘরে যাইয়া জাতি-কুলের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণরক্ষা করিয়া রহি-লেন। এই মত সপ্তাহ পর্য্যন্ত গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রহিলেন।

সৈন্যগণ খাজনা লুঠ করিয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালা, কাছারি,

পোষ্টাফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ অভি-মুখে যাত্রা করিল।

দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া সহর গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারও কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিক ব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া, এক কৌপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কৌপীন দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোর জবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে। জৌনপুর হইতে ডাক ইত্যাদি গমনাগমন রহিত হইল। সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

যে সমস্ত সাহেবগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কমিশনর সাহেব যে জমিদারের ঘরে লুকাইয়া ছিলেন, ঐ

বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক কমিশনার-হত্যা

জমিদার বারাণসীর জজ শ্রীযুত গবিন্স সাহেবের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। সাহেব এই কথা শ্রুতমাত্র তাঁহাকে পাচশত টাকা পারিতোষিক দিবার অনুমতি করিলেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সমভ্যারে করিয়া, তিন শত গোরা সৈন্য (ও) আট হস্তী লইয়া জৌনপুর যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় চারি পাঁচ হাজার দস্যুগণ একত্র হইয়া গবিন্স সাহেবের প্রাণদণ্ড করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টাতে থাকিয়া, তিন চারি গুলি চালাইয়া ছিল। বিধিকৃত দৈববল জন্য ঐ গুলি মাথার উপর দিয়া গেল। তাহার পর গোরা সকল বাড় ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল ব্যক্তি পলায়ন করিল। তাহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাদিগকে বারাণসীতে প্রেরণ করিয়া সসৈন্য গবিন্স সাহেব জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে, কমিশনর সাহেবের মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত আছে। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া মৃত্তিকা দিবার জন্য হস্তী' পরে তুলিয়া কাশীতে পাঠাইলেন। পরে সাহেব ও বিবিগণ যাঁহারা জমিদারের ঘরে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সমভ্যারে করিয়া লইয়া আসিলেন। যে জমিদার এই উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার জমিদারির খাজনা চিরদিনের জন্য মাফ হইল এবং সরকারের খয়ের খাঁ হইয়া সুখ্যাতিপত্র পাইলেন।

যে সকল দুরাত্মগণ মনুষ্যদিগের ধন হরণ এবং প্রাণনষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে তাহাদিগের গলরজ্জু দিয়া প্রাণ হরণ হইল।

গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ আইল, এমত দুরাচার বদমায়েশ এবং কোম্পানি বাহাদুরের অনিষ্টকারী, সরকারের মন্দকারী, পদাতিক-গণের সাহায্যকারী এবং মন্দকারী সৈন্যগণ যৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইবে, তৎক্ষণাৎ গলরজ্জু, কি শস্ত্রে, কিম্বা তোপের গোলা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবে। এজন্য বারংবার অনুমতি লইবার প্রয়োজন করে না।

এখানে দুষ্টগণের দমন জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধানকারী লোক নিযুক্ত হইল এবং গোকুল থানাদার নামে এক ব্যক্তি বারাণসীতে পূর্ব্বে থানাদারি করিত, তাহাকে জজ সাহেব অতিশয় খাতিরদারি করিয়া প্রধান গোয়েন্দাতে নিযুক্ত করিয়া, বদমায়েশ, গুণ্ডা এবং পলাতক পদাতিকগণকে ধৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন, যে (ব্যক্তি) সরকারের অনিষ্ট-

গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা নিয়োগ

কারী পদাতিকগণের কোন রকমে সাহায্য করিবে, কি তাহাদিগকে চাকর রাখিবে তাহাদিগের এবং প্রজাগণের লুঠ ইত্যাদি করিবে, কি যুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যা গল্প করিবে, অথবা সরকার বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাঘাতের চেষ্টা—অন্তরে থাকুক বা না থাকুক, যদি মুখে বলে, কোম্পানির রাজ্য গেল—তৎক্ষণাৎ তাহার ফাঁসী হইবে। এই সকল হুকুম জারি হওয়াতে সকলে ভরসা পাইয়া কর্ম্মকার্য্য করিতে লাগিল। যে যেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করিতেছে। দারগা ইত্যাদি পুলিস আমলাগণ যাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া মাজিষ্টরের নিকট পাঠাইতেছে। তাহাদিগকে দোষী জানিতে পারিলেই প্রাণ নষ্ট করিতে আরম্ভ হইল। এই মত শত শত ব্যক্তির প্রাণহত্যা হইতেছে। বলণ্টরি পল্টনের মধ্যে যাহারা যাহারা লম্পট স্বভাবে উপস্ত্রীর বশ জন্য পলাইতে পারে নাই, তাহারা গোয়েন্দা দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া ফাঁসী পড়িয়াছে। আর কাশীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে দস্যুগণ ... ... হইয়া রাস্তা ঘাটে সকলের লুঠ ফসাদ করিতেছে। তাহাদিগের যখন যাহাকে পাইতেছে তাহাকে আনিয়া ফাঁসী দিতেছে। এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সমস্ত বাঙ্গালি এবং ফিরিঙ্গি কেরাণী ও অন্য অন্য কর্ম্মকারকগণ জৌনপুরে ছদ্মবেশে ছিলেন, তাঁহারা পথের ভয়ানক ব্যাপার জন্য কেহ আসিতে পারেন না। এখানে অর্থাৎ কাশীতে কাহার পিতা, কাহার ভ্রাতা, কাহার মাতুল, কাহার শ্বশুর, এই মত অনেকের আছে। তাহারা ব্যাকুল হইয়া কাশীর জজ গবিন্স সাহেবকে জানাইলে দুই শত গোরা, পাঁচ

হস্তী এবং কালেক্টর সাহেব জৌনপুর যাইয়া সেখানে যত বাঙ্গালি ছদ্মবেশে ছিলেন এবং ফিরিঙ্গিদিগের ঘর ঘর অন্বেষণ করিয়া সকলকে একত্র করিয়া ১৮ জুন বেনারসে নিরুদ্বেগে পহুছিয়া দিয়াছেন। তথাকার সহর জিলা ভগ্ন হইয়া উৎছন্ন হইয়াছে, তথাকার জমিদার ... ... সকল ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছেন।

গোরখপুরের সৈন্যগণ এই মত বেদেল হইয়া খাজনা লুঠিয়া, সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া, ছাউনী জ্বালাইয়া দিয়া গমন করিয়াছে। অনুমান, দিল্লী যাইয়া পল্টনের সহিত একত্র হইয়া বাদসাহের পানাপোস্তীতে আছে।

পল্টনেরা এই মত ব্যবহার করাতে যে সম ... ... পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এতাবৎ জেলা সদরের দুরবস্থা দেখিয়া তথাকার জমিদারগণ এবং দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া প্রজাদিগের এবং পথিকদিগের ধন-প্রাণ সর্ব্বদা হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অতিশয় অরাজক হওয়া জন্য ভয়ানক ব্যাপার হইল।

এই সংবাদে নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত জঙ্গ বাহাদুর দশ সহস্র সেনা লইয়া পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আপন রাজ্য রক্ষার্থ রহিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর নীচে ছাউনী করাতে দস্যুগণের প্রবলতা স্বল্প হইয়াছে।

জৌনপুরের সহর, বাজার এবং পথিকগণের গতায়াত বন্ধ হওয়াতে, সকল প্রজাবর্গের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আহারের দ্রব্যাদি না পাওয়াতে প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন জানিয়া তথাকার

ধার্ম্মিক বর্দ্ধিষ্ণু কাজিসাহেব, তেঁহ আপন লোক দ্বারা সোহরত দেওয়াইলেন,—"মুলুকপতি সাহার হুকুম পঞ্চ জনার সকলে হাটবাজার-দোকান পূর্ব্ব মত খুলিয়া ক্রয়বিক্রয় করহ, কেহ কাহার প্রতি অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে ইহার বিপরীত করিবে, পঞ্চ-বিচারে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে। যিনি রাজ্যাধিপতি হইবেন, তাঁহার নিকটে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" ঐইরূপ করিয়া বাজারের দোকানাদি খোলাইয়া সকলের হিত করিয়াছেন, আর কেহ কাহার প্রতি হঠাৎ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

• জৌনপুরের কাজিসাহেবের ঘোষণা

অযোধ্যার সিংহাসনের রাজাদিগের মধ্যে মানসিংহ নামে এক রাজপুত্র (ছিলেন)। তেঁহ কতগুলি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জৌনপুরে ছাউনী করিয়া আছেন, কেহ প্রজাগণের অনিষ্ট করিতে না পারে। যে সকল অনিষ্টকারী ছিল, তাহাদিগকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, কি মননে আছেন, তাহা প্রকাশ হয় না, দুই পক্ষেই সম্প্রীতি রাখিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত অহিতাচার করেন নাই, কেবল কহিতেছেন—"দেশের কেহ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য আমি রহিলাম।"

এলাহাবাদের ছাউনীতে গোরাসৈন্যগণ এবং সেনাপতি সাহেবগণ আর শিখসৈন্য এক দল ছিল, কেল্লার মধ্যে ৬ নম্বরের দেশীয় পদাতিক এক দল ছিল, ঐ পদাতিকগণ কেল্লা এবং খাজনা (ও) মেগাজিন রক্ষা করিয়াছিল।

... জুন তারিখে এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠিয়া এবং কেল্লা হইতে গুলি গোলা বারুদ লইয়া, সেনাপতিদিগকে এবং

আর আর অনেক কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া

এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠ ছাউনী বাঙ্গালা সকল এবং পোষ্টাফিস ও ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া রণোন্মত্ত হইয়া (বিদ্রোহিগণ) চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল— যেমন মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র অন্বেষণে ভ্রমণ করে তদ্রূপ। ... ... পদাতিকগণ ... ... দিগের অন্বেষণ করিতেছে। এই অবসরে যে সমস্ত সাহেব ও গোরা এবং বিবি ইত্যাদি পরিবারগণ জীবৎমান ছিল, সকলে কেল্লার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। শিখ-পল্টন রক্ষার্থ রহিল। ৬নং পদাতিকগণের এতাদৃশ প্রবল পরাক্রম সেনাপতিদিগের প্রতি দেখিয়া, তথাকার বাসিন্দা অষ্টাদশ শত প্রয়াগী একযোগ হইয়া এবং মীর সাহেব নামে এক মুসলমান, দুই হাজার স্বজাতি এবং দুই হাজার মেওয়াতি সমভ্যারে সহযোগী হইয়া পদাতিকগণের সহিত একত্র হইয়া কোম্পানি বাহাদুরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টিত হইল। রাজপুরুষগণ গুপ্তভাবে থাকাতে অরাজক হওয়াতে দস্যুগণ (ও) জমিদার আপন আপন দলবল লইয়া, গ্রাম সকল লুঠ করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত জমিদারগণ (ছিল), তাহারা জমায়তবস্ত হইয়া স্থানে স্থানে রহিল, এই মত প্রয়াগ হইতে বৈষ্ণবঘাটী গোপীগঞ্জের পশ্চিম তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত। যে কেহ এই পথে গতায়াত করিতেছে, তাহারই প্রাণদণ্ড। কিম্বা যদি ইংরাজের রাজ্য বলিয়া মুখে আনিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার হইয়া ডাকাদি সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এলাহাবাদ সহর মধ্যে মীর সাহেব আর মৌলবী সাহেবের হুকুম প্রচ-

লিত। নগর মধ্যে এমত ঘোষণা দিলেক যে, মুলুক বাদসাহের হুকুম—মীর ও মৌলবী সাহেবের (এবং) হিন্দু ও মুসলমানদিগের দিল রক্ষাজন্য সকলে শস্ত্রধারী হইয়া ফিরিঙ্গির দলবল বিনাশ কর। এই মত ঢেটরা দিয়া রণোন্মত্ত হইয়া হাট বাজার সহর গোলা-গঞ্জ পথ ঘাট সকল লুঠ তরাজ করিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা দুই স্থানে যে দুই নৌকার সেতু ছিল, তাহাও ছেদন করিয়া দিল, তাহার কারণ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাদি না পার হইয়া এলাহাবাদের কেল্লাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উপরোক্ত সকলে রহিল। কেল্লার দ্বার কোন-ক্রমে কেহ খুলিয়া কিছু উপায় করিতে না পারে। এই সকল ব্যক্তি কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে বিনাশ করিয়া কেল্লা দখলের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ছিল।

যে সমস্ত গোরা-সৈন্য কেল্লার মধ্যে ছিল, তাহারা যুদ্ধের কিছুই উপায় পায় না। কেল্লার মুরচা হইতে তোপ করিলে বিপক্ষ বিনাশ হয় না। ইহা দেখিয়া নিস্তব্ধে কেল্লা মধ্যে রহিল।

যে সমস্ত সৈন্য পদব্রজে এলাহাবাদ যাইতেছে, তাহারা গোপীগঞ্জ পর্য্যন্ত গমন করে। তাহার অগ্রে গেলে একেবারে ছয় সাত হাজার মনুষ্য বন্দুকধারী আসিয়া যে স্বল্প সৈন্য যায়, তাহা নিপাত করিবার সম্ভাবনা হয়। এজন্য সেনা-পতিগণ বিবেচনা করিয়া গোপীগঞ্জে গোরা-লাইন করিলেন। যখন যত গোরা পদব্রজে কাশী হইতে গমন করে, গোপীগঞ্জে একত্র হয়। এই মত ক্রমে ক্রমে এক হাজার গোরা গোপী-গঞ্জে রহিল, তাঁহাদের প্রতি কিছু দৌরাত্ম্য নাই।

ষ্টিমারে যে গোরা-সৈন্য এলাহাবাদ পাঠান হইতেছে, তাহা-দিগের জাহাজ এলাহাবাদের পারে যাইতে দেয় না। তীরে তীরে সহস্র সহস্র বন্দুকধারী ভ্রমণ করিতেছে। এক এক ষ্টিমারে দুই শত আড়াই শত গোরা যায়, ইহারা দশ সহস্র সৈন্য মধ্যে কি করিবে? ইহা বিবেচনা করিয়া ঝুশী গঙ্গার পার তথায় রহিল। ক্রমে শত ষ্টীমারে সৈন্যগণ একত্র হইয়া রহিল।

এখানে পদাতিকগণ চার পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত এলাহাবাদ সহরে ছিল, পরে তাহারা গোরা সৈন্যের আমদানি দেখিয়া তথা হইতে লক্ষ্মৌ মুখে যাত্রা করিল। কেবল তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ জমায়েত হইয়া একাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতিশয় প্রবল প্রতাপে ভয়ানক করিয়া হুকুম ইত্যাদি চালাইয়া দখল করিয়া

শিখ-সৈন্যের উত্তেজনা

লইয়াছিল। যখন সরকার বাহাদুরের বার শত গোরা সৈন্য একত্র হইল এবং সেনা-পতিগণ সেনাদিগের নিকটস্থ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দুষ্ট দস্যুগণের এত বৃদ্ধি রাখা আর ভাল হয় না। তখন একজন ছদ্মবেশীকে কেল্লাতে সংবাদ জন্য পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি আতুরের বেশ ধারণ করিয়া পদে অনেক ছেঁড়া কাপড় ও চট জড়াইয়া কৌপীন করঙ্গ লইয়া ভস্মভূষণ করিয়া নানা ছলেতে কেল্লার নিকটস্থ হইয়া কৌশলে দ্বারপালকে পত্র দিল। এতদ্দ্বারা সাহেবদিগের নিকট পহুছিল। তথা হইতে যে সাঙ্কে-তিক পত্র দিলেন, ঐ ছদ্মবেশী লইয়া আসিল। ইতোমধ্যে যে শিখ-সৈন্যগণ কেল্লার দ্বারপাল ছিল, তাহার একজন বাজারে আসিয়াছিল। তাহাকে একাকী এবং নিরস্ত্র দেখিয়া মীর মৌলবীর

ব্যক্তিগণ আসিয়া গুলির দ্বারা হত করিল। এই সংবাদ শিখপল্টনে হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার সেনাপতি সাহেবকে কহিল যে, "কি আশ্চর্য্য! আমাদের পল্টন জীবিতমান থাকিতে চাষাগণে একজন সেনাকে মারিল! অতএব হুকুম দেন যে, আমরা এ সকল ব্যক্তিকে মারিব।" এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "তোমরা পারিবে?" শিখদল সকলেই কহিল, "কি বিচিত্র কথা! ক্ষণমাত্রে সকল বিনাশ করিব।" এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তোমরা সুসজ্জিত হও। যে গোরা কেল্লাতে আছে, ইহারাও তোপ লইয়া পশ্চাতে যাইতেছে। আর ঝুশী হইতে গোরাগণ শীঘ্র পহুছিবে। গোপীগঞ্জের গোরাগণ অগ্রগামী হইয়াছে, পুল ভগ্ন জন্য পারের কষ্ট আছে। তাহাও শোধরান আবশ্যক। সে সকল গোরা-সৈন্য সে সব পথ খোলসা করিয়া তীরে পহুছিলেই হইবে।"

এই কথা শ্রবণমাত্রে শিখসৈন্যদল রণসজ্জা করিয়া কেল্লার বাহির হইয়া যেমত অজাপালে মৃগেন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ করে, তদ্রূপ শিখগণ গ্রাম্য যোদ্ধাগণের প্রতি আক্রমণ করিল। গ্রাম্য

শিখ ও সিপাহীগণে যুদ্ধ

সিপাহীগণ কমবেশ দশ সহস্র একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জাতে উপস্থিত হইয়া উভয় দলে ঘোরতর রণ আরম্ভ হইল। দুই দলের বন্দুকের শব্দে কত মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল। গুলির সন্‌সনানি, তলোয়ারের চপ্‌চপ্, সঙ্গীনের আঘাতের শব্দে সকলে স্তব্ধ হইয়া দেহে প্রাণমাত্র অনেকের ছিল। শিখগণ রণোন্মাদ হইয়া দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান না করিয়া কেবল হন্‌হন্ শব্দে গ্রাম্য যোদ্ধাগণকে নিপাত করিতেছে। যাদৃশ অজাগণকে শার্দ্দূল নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহাদের রুধিরে রণভূমিতে স্রোত বহিয়াছিল। ত্রিবেণী ত্রিধারা ছিল, তাহাতে

আকবর সা কাম্যকূপের উপর কেল্লা করায় সরস্বতীধারা গুপ্তভাবে আসিতেছে। ঐ স্থলে রুধির-ধারা প্রবল হইয়া ঐ দিবস চতুর্ধারা হইয়াছিল। এ ধারাতে ত্রিবিধ প্রকার জল জানা যাইত। রক্ত-ধারা মিশ্রিত হইলে পর সকল ধারা গোপন হইয়া রক্তধারা প্রবল হইয়া বহিতে লাগিল। শিখগণ রাজনীত্যনুসারে ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত, রণপণ্ডিত। ইহাদের সম্মুখে গ্রাম্য নির্ব্বোধ দুষ্ট দুরাচার যোদ্ধাগণ কি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে? কেবল মনে করিয়াছিল, নবাবী রাজ্য হইলে পূর্ব্বমত লুঠ করিয়া লইয়া খাইব। যাহার লোকবল অধিক থাকিবে, তাহারই রাজ্যপদ। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার করায় এই অনিষ্টকারী দুরাচারী ব্যক্তিগণ অঘটন ঘটন আশাতে প্রাণ-আশা পরিত্যাগ করিয়া শিখহস্তে বহু ব্যক্তি রণভূমিতে রুধির-সজ্জায় শয়ন করিয়া মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কতকগুলি সৈন্য এবং মীরসাহেব পলায়ন করিল।

মীরসাহেবের পলায়ন

এখানে শিখগণ এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, ওখানে গোরাগণ রণসজ্জা করিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র তোপ লইয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ ... ... করিতে করিতে চলিল। ইতোমধ্যে বিপক্ষদলের মধ্যে যে কেহ সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাকে ছেদন কিম্বা সঙ্গীনের আঘাত দ্বারা নিস্তেজ করিয়া ঐ অগ্নি মধ্যে দিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। গোরাগণ প্রবল অনল প্রদীপ্ত করিয়া খাণ্ডব-দাহনের ন্যায় অগ্নি-তর্পণ করিয়াছিল। এই মত তোপের দ্বারা কিটগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ ইত্যাদি সহরের বাজার আর বাসিন্দাদিগের গৃহাদি দাহন করিয়া সমভূমি করিল। যে কিছু

অর্থাদি ও দ্রব্যাদি সম্মুখে পাইল তাহা ... ... । গোলা-নিক্ষেপে বহু প্রাণী নষ্ট হইল। কিন্তু মীরসাহেব আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

(গোরাগণ) সহরের অনেক বাজারাদি ... ... দারাগঞ্জ-মুখে যাত্রা করিতেছিল। দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল নামে একজন ধনী ব্যক্তি সেনাপতিদিগের নিকট নানা প্রকার স্তুতিবাক্য কহিবাতে দারাগঞ্জ রক্ষা পাইল।

পিরুমলের সাহায্য

তাহার কারণ ঐ ধনী ব্যক্তি সরকার বাহাদুরের হিতার্থে সৈন্য-দিগের রসদ জন্য টাকা এবং গম অনেক দিয়াছে, এ কারণ তাহার বাসস্থান রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার নিকট যে সমস্ত বদমায়েসের ঘর ছিল, তাহার মূল সমেত উৎপাটন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ দিবস ঐরূপ মহামার করিয়া রণজয় হইয়া মহানন্দে কেল্লা মধ্যে রহিল।

এথানে ঝুশী ও গোপীগঞ্জ হইতে গোরাগণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ... ... দগ্ধ করিয়া এবং দস্যুগণকে গুলিগোলা অস্ত্র দ্বারা নিপাত করিতে করিতে আসিতেছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন গোরা কেরাচিতে সওয়ার হইয়া শীঘ্র প্রয়াগের কেল্লাতে পহুছিবার জন্য আইল। রেতির উপর অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে কেরাচি না চলাতে ঝুশীর নিকট রাখিয়া গোরাগণ বেলা দুই প্রহরের সময় ঐ বালুকাতে গমন করিয়া পুলের নিকট আসিয়া পহুছিবামাত্র দারাগঞ্জের মুনসী পুল কাটিয়া দিলেক। গোরাগণ পার হইতে পারিল না। ঐ পুলের উপর আসিয়া নৌকা জন্য মাঝিগণকে অনেক মত ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কোনও ক্রমে কাহাকেও

দারাগঞ্জের পুল ভঙ্গ

মিলিল না। পরে তীরে তীরে দেখিতে দেখিতে কতক দূরে এক নৌকা দেখিতে পাইল। ঐ নৌকার নিকট যাইয়া দেখিল তাহাতে নাবিক নাই। তথাচ ঐ নৌকাতে উঠিয়া নাবিকের বহু তল্লাশ করিল। কোনমতে পাইল না। পরে আপনারা ঐ নৌকা বাহিতে লাগিল। কিন্তু জলস্রোতে কেল্লার পারে পহুছিল. না— যে তীরে উঠিয়াছিল, ঐ তীরে পুনরায় গেল। তাহা দেখিয়া গোরাগণ নৌকা হইতে তীরে নামিয়া রেতি 'পরে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লেশযুক্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইল। এজন্য আপন আপন রুটী কেরাচিতে ছিল, তাহা আহার জন্য গাড়ীর নিকট গমন করিল। তথা যাইয়া দেখিল, গাড়ীতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল সকল ঝুশিবাসী লোকগণ লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ দুঃখিত হইল।' একে বালুকাময় ভূমি, ভ্রমণের ক্লেশ, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসাতে ক্লান্ত, পরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল তাহা লুঠ হইল, ইহাতে সকলেই দুঃখিত। একজন গোরা সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর সকলে তথা হইতে ছায়া দেখিয়া পুরাণ ঝুশী গ্রামে বৃক্ষতলে রহিল। তথাকার ব্যক্তিগণকে কহিল, 'শীতল জল দাও।' তাহারা অতি সুশীতল জল এবং রুটী লইয়া সকলে উপস্থিত হইল। গোরাগণ কেবল জলপান করিল, আর কিছু গ্রহণ করিল না। পরে তাহারা স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার কেল্লায় যাইবার জন্য পার হইবার উপায় দেখিতে তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নজর হইল যে, দূরে এক ষ্টিমার আছে। ঐ স্থানে সকলে গমন করিয়া ষ্টিমারে সওয়ার হইয়া কেল্লাতে পহুছিল। এত ক্লেশে কেল্লায় যাইয়া কাপ্তেন সাহেবকে কহিল, "পার হইতে (গিয়া) যুদ্ধের চতুর্গুণ ক্লেশ হইল।

এত ক্লেশ দিবার মূলাধার দারাগঞ্জের প্রজাগণ। আমাদিগকে পুলের ধারে দেখিবামাত্র পুল ভাঙ্গিয়া দিল। যদি অগ্রে এই দুষ্টগণের আর ঝুশীর দস্যুগণের দমন হয়, তবে আমাদের দুঃখ-মোচন হইবে, নচেৎ তোমাদের আর রাজ্যশাসন অসম্ভব হইবে।" এই কথা শুনিয়া সকল সাহেবগণে যুক্তি করিয়া প্রয়োজন মত হুকুম দিলেন। ... ... এই হুকুম হওয়াতে গোরাগণ প্রাতে উঠিয়া কেল্লার মুরচা হইতে প্রথমে চারি পাঁচ গোলা নিক্ষেপ করিল, পরে কামান গুলি-গোলা বন্দুক ও কিরিচ ইত্যাদি শস্ত্রধারী হইয়া দারাগঞ্জে প্রবেশ করিয়া ... ... ইহা দেখিয়া সহরের বহু মনুষ্য অন্যান্য গ্রামে পলায়ন করিল। ইহাতে প্রায় শত শত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হইল। ... ... ইহা দেখিয়া দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল বিবেচনা করিল, কাপ্তেন সাহেবের গোচর ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাহার পর শুনিল যে, কাপ্তেন সাহেব পুল বান্ধাইবার জন্য পুলের নিকট আসিয়াছেন। পিরুমল গলবস্ত্র হইয়া সাহেবদিগকে জানাইল যে, "হে ধর্ম্মাবতার! অগ্রে আমার প্রাণ নষ্ট কর, পরে ... ... পরে প্রজাগণের প্রাণ হরণ কর, নচেৎ আমি তোমাদিগের সম্মুখে আত্মহত্যা হইব।" ইহা শুনিয়া সাহেবগণ তাহাকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন যে, "এক মুন্‌সীকৃত অপরাধে দারাগঞ্জের সকল প্রজার ধনপ্রাণ নষ্ট করা ভাল হয় না। যে কেহ অপরাধী থাকিবে পশ্চাৎ দেখা যাইবে।" ইহা মাজিষ্টর ও সেনাপতি সাহেবদিগকে কহাতে তৎক্ষণাৎ বিউগিলের ধ্বনি করিবামাত্র গোরাগণ যে যেখানে যে কর্ম্মে ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেনাপতির নিকট

পহুঁছিল। সেনাপতি সাহেব সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া দারাগঞ্জ ভিন্ন অন্য দিক্ গমন করিতে হুকুম দিলেন। পিরুমল সৈন্যদিগের জন্য তিন লক্ষ মণ রসদ দ্রব্যাদি দিল। তাহাতে তাহার প্রতি সাহেবগণ বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

এখানে গোরা ও শিখগণ সহর ... ... সরাইয়ের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, মৌলবী সাহেব কম বেশ পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্য (একত্র করিয়াছে), তাহাদের যুদ্ধসজ্জা ঢাল তরবারি আর বরসি এবং কাহারও বন্দুক আছে। "ইহা" দেখিয়া সরাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বাররুদ্ধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ দুই তোপে দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মৌলবীকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবার উদ্যোগ করাতে মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহারণ করিল। প্রথম দিবস মৌলবীর প্রায় দুই শত সৈন্য হত করিয়া গোরাগণ পিছিয়া আইল। পর দিবস যুদ্ধে যাইয়া প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সাত আট শত ব্যক্তি রণে পতিত হয়। তাহার পর গোরাগণ কেল্লাতে আইসে। পরে তৃতীয় দিবস মুসলমান এবং মেওয়াতি সৈন্যগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব বেশ করিয়া যুদ্ধ স্থলে আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কেল্লা হইতে শিখ ও গোরাগণ যুদ্ধ সজ্জা করিয়া ঐ সরাই-রণস্থলে আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। প্রথমে মৌলবীর সেনাগণ গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোরাগণ পশ্চাতে থাকিয়া শিখদিগকে অগ্রগামী করিয়া উভয় পক্ষের গুলি এবং তরবারিতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর গত হইল, শিখগণ মৌলবীর বহুসৈন্য নিপাত করিল। ইহা দেখিয়া মেওয়াতি দল একেবারে আক্রমণ করিয়া শিখসৈন্য নিপাত জন্য বহুমত উপায় করিল। তখন

গোরাগণ গোলা নিক্ষেপ দ্বারা মৌলবীর সকল সেনা হাত করিয়া তাহাকে ধৃত করিতে সন্ধান করিল। মৌলবী তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। মৌলবীকে না পাইয়া সাহেবগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ মৌলবীকে ধৃত করিয়া দিবেক, তাহাকে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

এই মত যুদ্ধাদি করিয়া প্রয়াগের দুষ্টগণ নিপাত করিয়া, প্রয়াগী-দিগের মধ্যে যাহারা দুষ্টতা করিয়া সরকারের অনিষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যাহাকে যেখানে পাইতেছে লইয়া ... ... যাইতেছে। এইরূপ শাসন প্রয়াগ হইতে কাশী পর্য্যন্ত করিয়া পথের কণ্টক ঘুচাইয়া ডাক চালাইতে শুরু করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহা প্রতি দিবস এক দুই করিয়া গ্রাম গোরাগণ ... ... বশে আনিতে লাগিল। ... ... গ্রাম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মনুষ্য সকল দেশান্তরী হইয়া গেল।

বিদ্রোহিগণের শাসন

প্রয়াগে যে সমস্ত বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাণের আঘাত হয় নাই, বিষয় যাহা যে গোপন করিতে পারিয়াছিল তাহারই আছে, নচেৎ সকল লুঠ হইয়া যায়। ভোজনপাত্র জলপাত্রবিহীন হইয়া আপন আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলে এক বস্ত্র পরিধানে স্থানে স্থানে গোপনে থাকিয়া সকলে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গোল-যোগ নিবারণ হইবার পর সকলে আসিয়া দারাগঞ্জে আছেন। প্রয়াগের সব্ এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জেন্ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী যৎকালে দেশীয় পদাতিকগণ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে তেঁহ ডাক্তারখানাতে ছিলেন। পদাতিকগণ ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাক্তারখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া,

প্রবাসী বাঙ্গালীগণের দুর্দ্দশা

যে সকল ঔষধ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া তছরূপ করিয়া চক্রবর্ত্তী ডাক্তারের উপর আঘাত করিতে পাঁচ ছয় জন সিপাহী বন্দুক ও তরবারি লইয়া মার মার শব্দে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘূর্ণিত লোচনে বিকট দশনে যমদূতের ন্যায় রহিল। তখন চক্রবর্ত্তী পদাতিকগণের পদানত হইয়া কহিলেন, "দেখ আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে তোমাদের কি লাভ হইবে? বরং ব্রহ্ম-হত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।" এই মত স্তবস্তুতি করাতে তাহারা প্রাণদণ্ডে ক্ষান্ত হইয়া কহিল, "তোমার যাহা অর্থ এবং বাসায় দ্রব্যাদি আছে, সকল রাখিয়া একবস্ত্র পরিধান করিয়া যাও।" (তিনি) তাহাই করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গুপ্তবেশে ছিলেন, ডাক্তারখানা জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার বিশ্বনাথ দে দেখিল যে, পদাতিকগণ সাহেবদিগের প্রাণধন হরণ (ও) বাঙ্গালা দাহন করিতে করিতে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া এক বস্ত্র পরিধানে কেল্লা প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এইমত সকলে নানা উপায়ে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের পরিবার সম-ভ্যারে ছিল, তাহাদিগের তৎকালে কি বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্যে কি জানিতে পারিবে। যাহারা এ বিপদে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, সেই জানে। হরি হরি এমত বিপদ কাহারও যেন না হয়।

সরকার বাহাদুরের সেনাপতিগণ সৈন্য দ্বারা পথের কণ্টক ঘুচাইয়া প্রয়াগ হইতে ডাক গমনাগমনের পথ খোলসা করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। পরে গোপীগঞ্জের সরহদ্দ মধ্যে (ও) ভদই পরগণার মধ্যে যে সমস্ত রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয় জমিদারগণ আছে,

তাহারা যুক্তি করিয়া ২রা জুলাই তারিখে প্রয়াগের ডাক মারে এবং পথিকদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। এ সংবাদ মির্জ্জাপুরের মাজিষ্টর মোর সাহেব শুনিয়া সরে-জমিনতে স্বল্প গোরা আর দেশীয় পদাতিক্ থানা হইতে সমভ্যারে লইয়া তৎস্থলে বিশিষ্ট তদারক্ করিয়া দেখিলেন, রঘুবংশী জমিদারগণ হইতে অনিষ্ট হইতেছে। (তিনি) তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উপায় করিতে লাগিলেন। তাহারা পলাতক হইল,তাহাদের প্রধান জমিদার গ্রেপ্তার হইল। গবর্ণমেণ্ট হালি আইনের ক্ষমতানুসারে তৎক্ষণাৎ অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসি দিলেন, বক্রী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরগণ ভ্রমণ করিতে রহিল।

এখানে যে ব্যক্তিকে গলরজ্জু দ্বারা হত করিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী লক্ষ্ণৌর বাসীন্দার কন্যা। সেই স্ত্রী আপন ভ্রাতৃগণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি মোর সাহেবকর্ত্তৃক বিধবা হইয়াছি, আমার পতিকে অবিচারে বধ করিয়াছে! যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তবে ইহার উচিত দণ্ড মোর সাহেবকে দিবে। তাহা হইলে আমার মনোদুঃখ যাইবে, নচেৎ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এ সংবাদ পাইয়া ঐ বিধবার ভ্রাতৃবর্গ আপন রঘুবংশীগণকে একত্র করিয়া প্রায় তিন শত বন্দুকধারী ভদই যাত্রা করিল।

মোর সাহেবের অনুচরগণ অনুসন্ধান করিয়া ৪ জুলাই মাজিষ্টর সাহেবকে সংবাদ করে, তাহাতে মাজিষ্টর মোর সাহেব আর ডিপুটী মাজিষ্টর সাহেব দশ জন গোরা আর থানার পদাতিকদিগকে লইয়া ঐ হত জমিদারের দুই ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্গালাতে আসিয়া থানা

খাইবার উদ্যোগে ছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তি দৃঢ়বন্ধনে পদাতিকগণের হস্তে রহিল। এমতকালে লক্ষ্ণৌ হইতে রঘুবংশীগণ ঐ মৃত জমিদারের বাটীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দুই ভ্রাতাকে ফাঁসী দিবার জন্য লইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রে আঠার জন, সকলে বলিষ্ঠ, দুর্ব্বল কেহ ছিল না, ইহারা আপন রঘুবংশী ক্ষত্রিগণের নিকট যাইয়া কহিল যে, "আমাদের আর বৃথা জীবন ধারণ, যখন আমাদের পিতা-পিতৃব্যগণকে বধ করিল, তখন আমাদিগকেও আর রাখিবে না। যাহাকে পাইবে তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিবেক, অতএব আমাদের বিবেচনাতে এমত ফাঁসীতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা ভাল।" এই কথা শুনিয়া প্রায় বার শত রঘুবংশী কহিল যে, "একথা প্রামাণ্য বটে, যখন যাহাকে যেখানে পাইবে তাঁহাকেই ফাঁসী দিবেক, অতএব চল সকলে ফিরিঙ্গির সহিত লড়িব।" এই কথাতে দশ বার গ্রামের সকল মনুষ্য পঞ্চায়তে ঐক্য হইয়া আপন আপন যুদ্ধের অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে যে সকল বন্দুকধারী আসিয়াছিল তাহারা একযোগ হইয়া কোলাহল শব্দে গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাহেব ও চারি পাঁচ জন গোরা খানা খাইতে বসিয়াছে। ঐ সময় গুলিতে ও তরবারিতে সকলের মস্তকছেদন দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিয়া বন্দীদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া লইয়া গেল, আপনাদিকে অতিশয় ধন্যবাদ করিয়া বাহু আস্ফালন করিতে লাগিল। ইহাদের এই মত বীরত্ব দেখিয়া নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামের মনুষ্য সকল ইহাদিগের দলে মিশিয়া প্রায় বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া এক স্থানে রহিল। পথিকগণের ধনপ্রাণ হরণ ও ডাক গমনাগমনের পথ

রুদ্ধ করিল, দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল, পরে ৬ জুলাই বেণারস হইতে তিন শত গোরা, দুই তোপ, এক জন সেনাপতি এবং কাশীর রাজার পাঁচ শত পদাতিক চলিল। ঐ গ্রাম সকল ভদই পরগণায় কাশীর রাজার রাজ্য। সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণ বিগড়াতে রাজা সরকারের পক্ষে থাকিয়া বলণ্টর পল্টনের সেনাপতিদিগের নিকট হইতে চাতুরিতে মেগাজিন (ও) খাজনা লইয়া সরকার বাহাদুরের হস্তগত করিয়া দেওয়াতে ঐ দিবস সিপাহীগণের উপর তোপ দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করাতে, রাজা সাহেবের ভদই পরগণায় কমবেশ লক্ষ টাকা তহশীলের জমিদারীর প্রজাগণ বিগড়িয়া রাজার কর ইত্যাদি সকল বন্ধ করিয়া লুট ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের শাসন জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী বন্দুকধারী পাঠাইয়াছিলেন। প্রজাগণ প্রায় সকল সৈন্য নিপাত করিয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া রাজার রামনগরের কেল্লাতে আসিয়াছিল। প্রজাগণ রাজসৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহানিষ্টকারী হওয়ায় দৌরাত্ম্যের পথ প্রবল হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রয়াগ-শাসন সময়ে প্রধান অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসী দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব হয়। তজ্জন্য রাজসৈন্যগণ সরকার বাহাদুরের সাহায্য জন্য যাইয়া ভদই পরগণার ... ... দুরাত্মাদিগকে প্রাণদণ্ড করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, আর সে পথে কিছু ভয় নাই।

কাশীধামের উত্তর দশ ক্রোশ হইবে ডুবি নামে এক ক্ষুদ্র সহরের ন্যায় নুগরগ্রাম। তাহাতে অনেক চিনির মহাজন এবং ধনাঢ্য-গণ আর রঘুবংশী ক্ষত্রি জমিদারগণ আছে। তাহার মধ্যে গুমান-সিংহ নামে এক জন রঘুবংশী ওপ্রদেশের প্রধান জমিদার।

তাহার ঘরে আপন ভ্রাতা পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি কুটুম্বতে এক স্থানে দুই তিন শত ঘর আছে। নিজ পরিবার একায়ে পঁচিশ জন বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী উহার বশীভূত প্রায় বিশ পঁচিশ গ্রামের মনুষ্য এবং মহাজনগণ। ইহারা জৌনপুরের দুরবস্থা এবং রাজ-পুরুষগণের হত হওয়া দেখিয়া সকল গ্রাম্য লোক এক পরামর্শ হইয়া পথিকগণের প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল এবং সরকার বাহাদুরের যে পুলিশ থানা ছিল তাহার অনাদর করিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, তাহার উপরে এক নিশান এবং নাগারা বান্ধিল। সঙ্কেত রহিল ঐ নাগারা বাজাইলেই যে যেখানে যে কর্ম্মে থাকিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া এই স্থানে প্রস্তুত হইবে। এই মত নিরূপণ করিয়া দশ বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া রহিল, প্রকাশ করিল কাশী চড়াই করিয়া লুঠ করিবে। এই সংবাদ জজ এবং মাজিষ্টর কমিশন টগর সাহেব প্রভৃতি শ্রুত হইয়া তথ্য জানিবার জন্য, এক জন জাশু পাঠাইলেন। তথা হইতে ইহাদের উপরোক্ত বিবরণের সঠিক তথ্য আনিয়া দেওয়াতে ২৪ জুন (২১ আষাঢ়) পঞ্চাশ জন সওয়ার, পঞ্চাশ জন গোরা আর এক কামান লইয়া গবিন্স সাহেব ডুবিতে যাত্রা করিলেন। তথায় দেখিলেন বহু মনুষ্য একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে, কিন্তু সকলই গ্রাম্য ব্যক্তি, সামান্য যোদ্ধা সেনাপতি কেহ নাই। ইহা দেখিয়া একেবারে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি আরম্ভ হইল, গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কতকগুলি আহত ও স্বল্প মনুষ্য পতিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ক্রমে সৈন্যগণ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইল ... ... সর্ব্বত্র

ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল, তন্মধ্যে কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করিলেন। গুমানসিংহকে ধরিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাদের কাহাকেও পাইলেন না। ... ... গোরাদিগের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া চারি জন স্ত্রীলোক কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, দুষ্টগণকে না পাইয়া গুমানসিংহের দুই বধূকে ডুলি করিয়া কাশীতে আনিয়া রাখিল।

গুমানসিংহ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রীলোক-দিগের পিত্রালয় অযোধ্যার রাজধানীর মধ্যে, যথায় মানসিংহের রাজ্য, ঐ রঘুবংশীগণকে সংবাদ করিল। তাহারা শুনিয়া গুমান-সিংহকে বহু ধিক্কার দিয়া কহিল, "আপন প্রাণভয়ে পলাইয়া ঘরের বহু বেটীকে বাহির করিয়া দিয়া, এক্ষণে সংবাদ পাঠাইলে, সে অপমানের কি উপায় আছে, তবে যদি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপন আপন হস্তে প্রাণবধ কর। যদি এমত বিবেচনা কর যে, যাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিলে ক্লেশ হইবে, এমত স্ত্রীলোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে নবাবী রাজ্য মধ্যে পাঠাইয়া দাও, পরে আমরা দুই হাজার বন্দুক সমেত যাইয়া যুদ্ধ করিব।" ডুবিওয়ালা ঐ মত করিয়া স্ত্রী-বালক-বালিকা-গণকে স্থানান্তর করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রামের মনুষ্য একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জায় রহিল এবং মানসিংহের অধিকারের রঘুবংশীগণের সহিত সংযোগ হইয়া ডুবি হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়া রাজেশ্বর নামক স্থানে সকল সৈন্যগণ এক বাগানের আড়ে প্রায় দশ বার হাজার মনুষ্য যুদ্ধ-সজ্জায় থাকিয়া একজন দূত শিকরোলে সাহেব-দিগের নিকট পাঠাইল যে, "আমরা সম্মুখ সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি, গবির্ণ সাহেবের কর্ত্তব্য আমাদের সহিত আসিয়া যুদ্ধ করে, নচেৎ

আমরা মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শিকরোল পহুছিব। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ করিলাম।"

সাহেবগণ এই সংবাদ পাইয়া সকলে আপন আপন পরিবার-গণকে সাবধান করিলেন এবং সকল বাঙ্গালীদিগকে হুকুম দিলেন, 'অদ্যকার কাছারি-দপ্তর সকল বন্ধ করিয়া সকলে বাঙ্গালীটোলায় যাও।' এই কহিয়া সাঁড়ণী সওয়ার এক জনকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠাইলেন এবং গোরা ও শিখদিগকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আদেশ হইল। ইহারা সুসজ্জিত হইতে হইতে দুতমুখে সকল জ্ঞাত হইলেন। ইহাতে বিচার হইল যে, গ্রাম্য প্রজাগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছে। এক তোপ, এক শত গোরা (ও) পঞ্চাশ জন শিখ লইয়া গেলেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু আর তিন শত গোরা (ও) তিন তোপ বরণার পুলে প্রস্তুত থাকে, আর পঞ্চাশ জন গোরা পশ্চাৎ থাকে। এই মত যুক্তি (করিয়া) যুদ্ধে যাত্রা করেন। রণস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক তোপ দাগিল। ঐ শব্দে বিপক্ষগণ সতর্ক হইয়া আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া বন্দুকের দ্বারা গুলি চালাইতে লাগিল। দুই দলে ঘোরতর বন্দুকের আওয়াজ হইয়া ধূমের দ্বারা অন্ধকার হইয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের শিখসৈন্যের সেনাপতি রাজা রণজিৎসিংহের সেনাপতি লহনাসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরতসিংহ ও গোরাদিগের সেনাপতি গবিন্স সাহেব ইঁহারা অগ্রে ছিলেন, আর আর সেনাপতিগণ পশ্চাতে ছিলেন। বন্দুকের যুদ্ধ হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে তরবারি চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে দৈবকর্ত্তৃক মেঘারম্ভ হইয়া ঘোরতর বৃষ্টি হইল। ঐ বৃষ্টির জলে বিপক্ষ দলের বন্দুকের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ঐ সময় কামানের গোলা দ্বারা

বিপক্ষগণকে নিপাতের বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, গাছের আড়ে থাকিয়া গোলারূপ অগ্নিময় বাণ হইতে প্রাণরক্ষা করিল, পরে গোরাগণ বাগান মধ্যে কামান লইয়া বাইকার এবং ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকে তোপ করিবার জন্য কামান চালাইতে মনন করিয়া বয়েল হাঁকাইতে লাগিল, বিধিকৃত এমত বিপদ হইল যে, কামানের গাড়ীর চাকা এমত বসিয়া গেল যে, কোন ক্রমে বয়েলে টানিতে পারিল না। অনেক মত তদ্বির করিল, কোন ক্রমে না চলে না ফিরে। ঐ স্থানে রাখিয়া দুই তিন গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ মধ্যে মহাসাহসী এবং মহাবলপরাক্রান্ত কুড়ি জন শস্ত্রপাণি হইয়া কামানের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কামানের উপর পড়িয়া রঞ্জক বন্ধ করিয়া কামান ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। তাহাতে গোরাগণের সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া বার জন গোরা ও শিখ-সৈন্যকে হত করে এবং সুরতসিংহকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে প্রায় চারি পাঁচশত ব্যক্তি শস্ত্রপাণি হইয়া মহাবল-বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। শিখগণকে লইয়া সুরতসিংহ অস্ত্রযুদ্ধে প্রায় ৫০ জনকে হত এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করিল। তন্মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ এবং এক ষোড়শবর্ষীয় যুবা শস্ত্রপাণি হইয়া ঘোরনাদে বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি এবং যুবা সুরতসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বহু যোদ্ধৃগণের সহিত যুঝিয়া নিকটস্থ হইয়া সাহেবের প্রতি আঘাত করে। এমত কালে বাবু দেবনারায়ণ সাহেবের দক্ষিণ দিক্ হইতে দেখিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি আঘাত করে, সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ শিখসৈন্যগণ আসিয়া বৃদ্ধ বাহাদুরসিংহের

সহিত অনেক যুঝিয়া তাহাকে রণস্থলে শয়ন করাইল। ষোড়শবর্ষীয় যুবা হেমতসিংহ অনেক সৈন্যকে আহত এবং দশ জনকে হত করিয়া সুরতসিংহকে হত করিবার জন্য অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল। সুরত-সিংহ ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তাহার সওয়ার সাবধান হইয়া প্রাণ রক্ষা করে, অল্প অল্প ছয় স্থানে আঘাত হয়, শেষে যে আঘাত করে, তাহাতে দক্ষিণ পদে অধিক আঘাত হয়। এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন গোরাগণ মুহুর্মুহু বন্দুকের ঝাড় ঝাড়িতেছে। এখানে কামান বিপাকে পড়াতে আর সকল বিপক্ষগণ গোরাদিগের প্রতি আক্রমণের জন্য বাগান হইতে বাহির হইল। ইহা দেখিয়া গবিন্স সাহেব বিবেচনা করিয়া বিউগলে রণশব্দ করিলেন এবং রণবাদ্য বাজিতে লাগিল, পশ্চাতে যে ৫০ জন গোরা ছিল, তাহারা অন্তর অন্তর চারি চারি জনায় থাকবন্দী হইয়া আসিতে লাগিল। দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, বহু সৈন্যের সমাগম হইতেছে। বিপক্ষগণ রণবাদ্য এবং পশ্চাতে রণস্থলে সৈন্যসমাগম ও গোরাদিগের বিক্রম দেখিয়া বাহাদুরসিংহের প্রাণনষ্ট ও হেমতসিংহ রণমধ্যে ধৃত হওয়াতে সকলে পলায়ন করিল। কমবেশ পাঁচশত মনুষ্য যুদ্ধে হত হইল। বিপক্ষগণের বিপুল আশা নিরাশ করিয়া সকলে আপন আপন শিকরোলের শিবিরে আসিয়া রণশ্রম শান্তি করিলেন। সুরতসিংহ ডাক্তার সাহেবের বাঙ্গালাতে যাইয়া কাটাপদে ঔষধ দিল, তিন দিবস মধ্যে পুনরায় অশ্বারোহণ করিবার ক্ষমতা হইল।

বিপক্ষদলের যাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বন্দিশালে বদ্ধ রাখিলেন।

২২ আষাঢ়, ২৫ জুন

ডুবিনিবাসিগণ পুনর্ব্বার সংবাদ পাঠায় যে, 'সাহেবদিগকে কহিবে তাহারা তৈয়ারি থাকেন, আমরা একদিন তাহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিব৷' কিন্তু দিনের নির্দ্ধারিত কহে নাই। এই সংবাদে সেনাপতি এবং টগর সাহেব ও গবিন্স সাহেব প্রভৃতি সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সৈন্য-সমাবেশ করিয়া শিকরোল রক্ষার্থ বরণার পুলের উপর তোপ এবং রাজঘাটে তোপ এবং মাটীর যে কেল্লা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তোপ এবং গোরাগণের চৌকি রহিল। সহর রক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের পুলিস আর রাজা-বাহাদুরে পাঁচশত বন্দুকধারী অশ্বারোহী থানায় থানায় রহিল। ইহারা দিবারাত্র নগর ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই মত বন্দোবস্ত বিপক্ষ-বিনাশ জন্য করিলেন।

ডুবিতে ধৃত হওয়া কুড়ি জনকে ফাঁসী দিবার জন্য কাছারিতে আনিয়া হেমতসিংহকে কহিলেন যে, "তোমাদিগকে যখন ধরিয়া আনিয়াছি, তখন যে প্রকারে হউক প্রাণনষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তোমরা সরকার বাহাদুরের তরফ চাকুরি স্বীকার কর, তবে তোমা-দের প্রাণরক্ষা হয়।" "আমরা তোমাদের চাকুরিতে স্বীকার নহি, যখন রণস্থলে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর।"—এই কথা বারংবার উভয় পক্ষের উক্তি হইল। এই মত বাদানুবাদ করিতে করিতে এমত সময়ে কাশীর রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে, "ডুবির রণধৃত ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকিলে ভাল হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছে সকলই রঘুবংশী ক্ষত্রিয়। ইহারা জমিদার এবং আমার অমাত্য।" এই সংবাদে ফাঁসী দেওয়া স্থগিত হইল।

রাজা বাহাদুর ইহাদের ফাঁসী দেওয়া স্থগিত করিয়া উকিলের

দ্বারা ডুবিতে গুমানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রঘুবংশী জমিদার-গণকে সংবাদ করিলেন যে, "আমার মানস সকলের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া কেবল ধনপ্রাণ হানি আর সম্পূর্ণ ক্লেশ ভিন্ন অন্য কিছু মাত্র লাভ নাই। এত ক্লেশ এবং ধন-জন-মান নষ্ট করিয়া ভূপতি হইতে পারিবে না। যে কেহ রাজা হইবে, তাহার অধীনে থাকিয়া কর দিতে হইবে, স্বাধীন হইবার কদাচ সম্ভাবনা নাই। যদি যুদ্ধে জয়ী হওয়া না যায়, তবে যে কি দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা কহা যায় না। তাহার কারণ রাজা ক্লেশ পাইলে পশ্চাতে সহস্র গুণে ক্লেশদায়ক হয় এবং ক্ষুদ্রাপরাধে প্রাণদণ্ড করে। ইতোমধ্যে কত ... ... ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছে, তাহাও সকলে দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন। তথা হইতে হেমত-সিংহ প্রভৃতি মহাশূর রঘুবংশী যত ক্ষত্রিয় তাহাদের সহযোগে আছে, তাহার মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত রণপণ্ডিত কুড়িজনকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছিল, এ সংবাদ আমি শুনিয়া বহুযত্নে স্থগিত রাখাইয়াছি। যদি ক্ষান্ত হইয়া উভয়ের মনোমিলন হয়, তাহা হইলে ভাল হয়।" এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা কহিয়া পাঠান।

গুমানসিংহ প্রভৃতি প্রত্যুত্তর করিল, "যখন মানহানি হইয়াছে, তখন ধনপ্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু-বেটী না দিলে হইতে পারে না। আমরা একবার ভাল করিয়া চাক্ষুষ করিব। যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতেও দুঃখিত নহি। যে হেতু তাহারা ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহা করিয়াছে, রণে ভঙ্গ দেয় নাই, সম্মুখ

সংগ্রামে ধৃত হইয়াছে। আর আমাদের ধনসম্পত্তি সকল লুঠ করিয়াছে। আর কি আছে? একণে জীবৎমান থাকাতে কেবল ক্লেশ ভিন্ন নহে, স্বল্প দোষে লইয়া যাইয়া প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতে ইহলোক পরলোকে দোষ লাছে। তদপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ হইলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মমতে মোক্ষপদ পাইব—চিরজীবী কেহ নহে।"

এই মত বহুতর বাদানুবাদ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত হইয়া শেষে রাজা সাহেবের কথাতে সম্মত হইয়া আপন ক্ষতিপূরণের কথার শেষ হইয়া ২৮ জুন, ১৫ আষাঢ় ডুবিনিবাসী প্রধান প্রধান জমিদার-গণ কাশীধামের কামাখ্যা নামক স্থানে, যথায় রাজা ঈশ্বরী নারায়ণের কোষাগার, ঐ স্থানে টগর সাহেব এবং গবিন্স সাহেব এবং রাজা বাহাদুর সকলে একত্র হইয়া জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তোমরা লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না। তোমাদের গৃহাদি দগ্ধ এবং দ্রব্যাদি সৈন্যগণে লুঠ ফেসাদ করিয়াছে, এজন্য তোমাদের মন দুঃখিত হইয়াছে। অতএব তোমাদের তিন বৎসর খাজনা মহকুপ করিয়া দিলাম। কিন্তু তোমরা এই স্বীকার কর যে, কোম্পানি বাহাদুরের বিপক্ষে যে কেহ আসিবে তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধাদি করিবে, তাহাতে সরকার বাহাদুরের সাহায্য হইবে।" এই কথা সকলে স্বীকার করিল।

২৯ জুন রাজা বাহাদুরের কামাখ্যার বাগানবাটীতে উভয় পক্ষে সকলে এক মিল হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদারদিগকে উত্তম রূপে আহারাদি করাইয়া পঞ্চাশাবধি এক শত মুদ্রা পর্য্যন্ত পাগড়ির মূল্য—এমত পঁচিশ পাগড়ি আর দুই শত টাকা প্রতি ব্যক্তিকে পারিতোষিক দেওয়া হইল। জমিদারগণ যথা-

যোগ্য ব্যক্তিবিশেষে কোলাকুলি, প্রণাম, দণ্ডবৎ ও সেলাম করিয়া শেষে কহিল যে, "যে স্ত্রীলোকদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদের গতি কি হইল ?" তাহাতে সাহেবেরা এবং রাজা কহিলেন, "একথা সকলই মিথ্যা, স্ত্রীগণকে তথায় তল্লাস করগে, এখানে আনা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া তাহাঁরা গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, দুই জন কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, আর দুই জন তাহাদের মাতুলালয়ে লুকাইয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইল। এই মাতুলালয়ের সংযোগ রাজা বাহাদুরের কৌশলে হয়।

১০ জুন, ৩০ জ্যৈষ্ঠ

কানপুরে যে এক দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা বারাণসীর পদাতিকগণের আওহাল শুনিয়া বিবেচনা করিল যে, 'আমাদিগের প্রতিও এইরূপ হইবে, অতএব ইহার বিবেচনা মতে থাকিতে হইবে।' এইমত পরামর্শ করিয়া পদাতিকগণ আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া খাজনাখানা (ও) মেগাজিন বেষ্টিত হইয়া রহিল।

বেনারস হইতে যে পদাতিক ও অশ্বারোহিগণ বেদিল হইয়া তোপের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যায় এবং এলাহাবাদের পদাতিকগণ আর এলাহাবাদ হইতে মৌলবী সাহেবের সৈন্য সহিত যাইয়া সকলে একত্র হইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইল। পুনানিবাসী বাজিরাও সাহেব পুনা-সেতারার রাজা ছিলেন, যাঁহার নব লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, এতদ্ভিন্ন পদাতিকগণ, যাঁহার ভ্রাতা রাজা অমৃতরাও। ইহারা পূর্ব্বে দিল্লীর সিংহাসনাদি দখল করিয়াছিল, পাণিপথ (ও) শোণপথের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুরুক্ষেত্রাদি যে পঞ্জাব শতলজ নদীর

পূর্ব্বপার, ইহাও অধিকার করিয়া অনেক রাজধানী লুঠ করিয়া লইয়াছিল। সরকার কোম্পানী বাহাদুর ঐ রাজিরাও সাহেবকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া তাহাকে সপরিবারে বিঠুরে বন্দীর ন্যায় রাখিয়াছিলেন। ঐ বাজিরাও সাহেবের পোষ্যপুত্র নানাসাহেবের ধনসম্পত্তি লুঠিবার মানসে সৈন্যগণ আইসে।

নানাসাহেব

নানাসাহেবের নিজ রক্ষক এক হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী দক্ষিণে ছিল। বিগড়া সৈন্যগণের সহিত এগার তোপ ছিল; নানাসাহেবের দশ বার তোপ ছিল। সিপাহী-দিগের আগমন-সংবাদ শুনিয়া নানাসাহেব আপন সৈন্য সুসজ্জীভূত করিয়া তোপের মুরচা বান্ধিয়া রহিল।

নানাসাহেব একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, 'সিপাহীগণের কি মতলবে আসা হইয়াছে? যদি আমার দ্রব্যাদি লুঠ জন্য আসিয়া থাকে, তবে আমি সহজে লুঠিতে দিব না। আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখিব, পশ্চাৎ যাহা হয় হইবে।'

সিপাহীগণ এই কথা শুনিয়া কহিল, "আমাদের রসদ নাই এবং মালিক কেহ নাই। যদি আমাদিগকে রসদ দিয়া সাহায্য করেন, তবে আমরা কোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রাজ্য দখল করাইয়া দিব।" তাহাতে নানাসাহেব কহিলেন, "আমার নিকট অধিক ধন নাই, নগদ চৌদ্দ লক্ষ টাকা আছে। ইহাতে কি প্রকার যুদ্ধ হইতে পারে?" তাহাতে সৈন্যগণ কহিল, "ইহাতেই হইবে, তোমাকে মালিক করিয়া আমরা যুদ্ধ করিয়া লুঠিয়া লইব।" এই কথা হইয়া ১১ জুন রাত্রিতে কানপুর সহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সাহেবদিগের বাঙ্গালাতে প্রবিষ্ট হইয়া, সাহেবদিগকে হত করিয়া দ্রব্যাদি লুঠ করিল এবং বাঙ্গালাতে অগ্নি দিল। এই মত উপদ্রব

সুরু করাতে আর আর স্থানে স্থানে যে সমস্ত সাহেব-বিবি এবং তাহাদের বালক-বালিকাগণ আর যে দুই শত গোরা ছিল, ইহারা পলাইয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত এক গড় করিয়া রাখিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারে তোপ রাখিয়া রহিল। পদাতিকগণ দেখিল, অন্য ব্যক্তি আসিয়া সকল হত করিয়া লুঠ করে। দেশীয় পদাতিকগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন নানাসাহেব সহরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাজনগণের কুঠী লুঠিতেছে। ইহাতে কম-বেশ দশ লক্ষ টাকা লুঠিয়াছে। শিখ-পদাতিকগণ পুরাদল ছিল না, পাঁচ শত ছিল, ইহারা দেখিল, বিপক্ষগণ দস্যুর ন্যায় আসিয়া লুঠ ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষে প্রায় দুই তিন শত হত হইল, শিখ এক শত হত হয়। এই অবসরে গোরাগণ মেগাজিন আর খাজনা, যে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত ছিল, তাহা ঐ গড় মধ্যে আনিল। জজ মাজিষ্টর কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবগণকে হত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকল দখল করিয়া লইল। শিখগণ ঐ মৃত্তিকার গড়ের নিকট আসিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া রহিল। দেশীয় পদাতিক যাহারা ছিল, তাহারা নানাসাহেবের সহিত মিলিয়া গেল। কানপুর হইতে বিঠুর পর্য্যন্ত যত জমিদার ক্ষত্রিয়গণ ও আর আর প্রজাগণ (ছিল) সকলেই নানাসাহেবের পক্ষ হইয়া পথ ঘাট গ্রাম সকল লুঠিতে লাগিল। সহরের থানা ইত্যাদি যত আমলদারি ছিল, সকল উঠাইয়া দিয়া আপনাদের আমল দখলজারি করিল। পূর্ব্বে ফতেপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমে লাগাইদ দিল্লী সকলই বেদখল। ইহার মধ্যে যে যতদূর আমল করিতে পারিয়াছে, কানপুরে সিপাহীগণের আর নানাসাহেবের দোহাই ফিরিতেছে। যদি কেহ কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দেয়, তৎ-

ক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন। এই মত প্রবল প্রতাপ করিয়া কেবল মার মার কাট্ কাট্, এই শব্দ সর্ব্বত্র, সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ। সাহেবেরা সপরিবারে গড়ের মধ্যে ও বাঙ্গালী সকলে নানা স্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় ক্লেশ। দ্রব্যাদি সকলই লুঠিয়া লইয়াছে, জলপাত্র ভোজনপাত্ররহিত, আহার বিনা প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী অবধূত খাকীর বেশ ধারণ, কেহ বা পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। যাহাদের কিছু অর্থ ছিল, তাহা কোন প্রকারে গোপন করিয়া কেহ চোঙ্গার ভিতরে রাখিয়া তাহার দুই মুখ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার মধ্যস্থলে টাকা মোহর রাখিয়া তাহার ভিতরে তামাক পুরিয়া নানা ছলা কলা দ্বারা দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাশীতে পৌছে।

কানপুরে গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেব বিবি গোরা শিখ ইত্যাদি ছিল, তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য বিপক্ষ পদাতিকগণ ব্যূহের নিকটস্থ হইয়া ব্যূহ বিদীর্ণ করিবার তদ্বির করিতেছিল। এমত কালে একজন শিখ দেখিতে পাইয়া সাহেবদিগকে সংবাদ করিল। এই সংবাদ পাইবা মাত্র সকলে রণ-সজ্জা করিয়া ব্যূহদ্বারে আসিয়া দেখিল যে, বিপক্ষের বহু সৈন্য বেষ্টিত করিয়াছে, আর প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই, যাহা হউক ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই কহিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের গুলির শব্দে অন্য মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল, ঘোর যুদ্ধে গুলি গোলা তরয়ালের হন্ হন্ সন্ সনানিতে সহরের দোকান ইত্যাদি হাট বাজার বন্ধ হয়। দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের অনেক মনুষ্য হত হইল। এই মত তিন দিবস পর্য্যন্ত সাহেবগণ

যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের পনের ষোল শত ব্যক্তি হত করিল। কিন্তু গোলাগুলি বারুদ এবং আহারাদির দ্রব্য কিছুই রহিল না। রণশ্রম তাহাতে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত, ইহাতে বলবুদ্ধি কিছু রহিল না। অনেকে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিকে সাহেবদিগের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। যে যেখানে ইংরাজ সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিতেছে। এমতে কত শত বধ করিয়াছে, ... সিপাহীগণ নির্দ্দয় রূপ ধারণ করিয়া বিবি এবং বালকবালিকাগণের বিকৃত রূপে প্রাণ নাশ করিয়াছে, তাহা দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মোহ জন্মে। সকল হত হইয়া বুহ্য মধ্যে (কেবল) পঞ্চাশ জন স্ত্রী, বালক-বালিকা এবং আহত সাহেব জীবিত ছিল।

একজন কাপ্তেন এই উপদ্রব-কালে উপস্থিত হইল, সেই ব্যক্তি আপনার থাকিবার আবাসের সোপান ভগ্ন করিয়া তদুপরি রহিলেন। তাঁহার নিকট এক উত্তম পিস্তল আর গুলি বারুদ ছিল। কাপ্তেন সাহেব ঐ ঘরের উপর হইতে একলা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার গুলির আঘাতে প্রতি দিবস দুইশত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইত। এই মত তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া নানাসাহেবের সৈন্য হত করেন। তিন দিবসের পর গুলি বারুদ কিছু ছিল না। চতুর্থ দিবস গৃহ মধ্যে যত বোতল ও শিশি এবং বেলওয়ারি ঝাড় লণ্ঠন গেলাস ইত্যাদি ছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া শত ব্যক্তির অধিককে আঘাত করেন। এই মত চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত একাকী যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া দেখিলেন যে, আর প্রাণের আশা নাই। তখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

কহিলেন, "হে যোদ্ধৃগণ ? আমি এক্ষণে নিরস্ত্র হইয়াছি। তোমাদের সহিত কিসে যুদ্ধ করিব ? দেখ, আমার গুলি বারুদের তূণ শূন্য হইয়াছে। চারি দিবস অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছি। তাহাতেও রণ-শ্রম হয় নাই। এখনও গুলি বারুদ পাইলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবা-রাত্র সমান যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব যদি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা থাকে, তবে রাজনীত্যনুসারে অস্ত্রাদি দাও, নচেৎ আমি এই বাহিরে দাঁড়াইলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।" এই কথা শুনিয়া সিপাহীগণ শত শত গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে প্রাণ বধ করিতে পারিল না। কাপ্তেন সাহেব কহিলেন, "এমত হাজার ব্যক্তি গুলি নিক্ষেপ করিলে কিছু হইবে না। তবে যে কেহ আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মরিব।" ঐ সময় কানপুরের একজন রঘুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারের গুলিতে কাপ্তেন সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইল। ঐ জমিদার সাহেবের হস্তের পিস্তল পাইল।

এই মত মহাবলপরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্থানে স্থানে হত হইলেন। সিপাহীগণ নানাসাহেবকে রাজা করিয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী সকল দেশে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে এমত শাসন করিল যে, পথিক ব্যক্তির কি প্রজাবর্গের যে কেহ দ্রব্যাদি হরণ কি দৈহিক দুঃখদায়ক হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, স্বল্প দোষী হইলে হস্ত-পদ ছেদন করা যাইবে। এই মত শাসন করিয়া পথিকগণের পথ-কষ্ট দূর করিয়াছিল। যে কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্লেশদায়ক হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি উপরোক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এই মত রাজ্যাধিকারী হইয়া মৌলবী সাহেব প্রধান মন্ত্রীর

মন্ত্রণাতে রাজ্য শাসন করেন। একমাস গত হইলে পর কানপুরের গড় মধ্যে যে কেহ আহত সাহেব ও বিবি ইত্যাদি ছিল, তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, 'আর আমাদের প্রাণরক্ষার উপায় নাই, এক্ষণে বিপক্ষের শরণাগত হইয়া প্রাণ লইয়া কলিকাতা গমন করিতে পারিলে ভাল হয়। শরণাগত হইলে কেহ প্রাণ নষ্ট করে না।' এই বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে একজন অতি প্রাচীন বিবি ছিলেন, তাঁহার সহিত দশজন শিখ-পদাতিক দিয়া নানাসাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল যে, "আমরা নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধে হার মানিয়া তোমার জয় বলিয়া নিকটস্থ হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর। আমরা আহার বিহনে মারা যাইতেছি। আমাদের নিকট তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত আছে। আমাদের যে কেহ এ স্থানে জীবিত আছে, সকলে কলিকাতা পহুছিতে পারি, এই আন্দাজ খরচের টাকা দিয়া, বাকী টাকা তুমি লহ। আমরা বালক-বালিকা আর স্ত্রীগণ এবং আহত সাহেবদিগকে লইয়া গমন করি। প্রাণের প্রতি আঘাত না হয়।" বৃদ্ধা বিবি এই মত বহুতর বিনয় বাক্যে স্তবস্তুতি করাতে নানা-সাহেব সম্মত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকাদি করিয়া সকলে এদেশ হইতে গমন কর, তোমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ঐ প্রাচীনা ব্যূহ মধ্যে আসিয়া সকলকে কহিয়া তিনখানি নৌকাভাড়া করিয়া এক খানিতে আহত ব্যক্তিগণ, দুই নৌকাতে আর আর বিবি ও মিস্ বাবা ইত্যাদি যাহারা জীবিত ছিল এবং বারজন সাহেব, ইহারা আপন আপন পরিধান-বস্ত্র ও ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকা-রোহণ করিল। অস্ত্রাদি, দ্রব্যাদি ও তিন লক্ষ টাকা ব্যূহ মধ্যে

রহিল, তাহা নানাসাহেবের লোকে লইয়া গেল। সাহেবদিগের নৌকার মধ্যে আহতদিগের নৌকা অগ্রে খুলিয়া আসিতে ছিল, বাকি দুইখানি পশ্চাতে খুলিয়া কিছু দূর আসাতে সিপাহীগণ শুনিল যে, কানপুরের গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেবগণ ছিল, তাহারা স্ত্রীপুরুষ সহিত নানাসাহেবকে খাজনার বেবাক টাকা ও সকল দ্রব্যাদি দিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। এই বাক্য শুনিবামাত্র সিপাহীগণ দ্রুতগতি গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিল, দুই খানা নৌকাতে সাহেবদিগের পরিবার সমেত যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুকের অগ্নি দ্বারা নৌকা জ্বালাইয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তথায় গঙ্গার জল অল্পই ছিল, সকলে অগ্নি-দগ্ধ গোলা-গুলির ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সিপাহীগণের হস্তে কাহারও প্রাণ রহিল না। স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাণভয়ে ডুবিলে গুলি নিক্ষেপ করে, নিকটে আসিলে তরোয়ালে নিধন করে। এই মত দুই নৌকার সকলকে নিধন করিয়া, অগ্রে যে নৌকা গিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া তাহার আহত ব্যক্তিদিগকে নানাসাহেবের সম্মুখে আনিল। তাহাতে নানা হুকুম দিলেন, "যাহাদের যুদ্ধের ক্ষমতা আছে, তাহা-দিগকে তোপের সম্মুখে দেহ, যাহারা অক্ষম তাহাদিগকে তর-বারিতে বিনাশ কর।" এই হুকুম পাইয়া নির্দ্দয় সিপাহীগণ সাহেব-কুল সকল দক্ষিণ মশানে বিনাশ করিল। দেখ কি অবিচার! যাহাদিগকে অভয় দিয়া বিদায় করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিল। এই সকল বধ করিয়া বাঙ্গালীদিগের প্রাণ নষ্টের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। বাঙ্গালীদিগকে ধরিবার জন্য সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিল। ইহারা অতি সুচতুর, নানা বেশ ধারণ করিয়া

অজ্ঞাতবাস করিয়া রহিল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের কর্ম্ম-কারক শ্রীযুত করুণাময় ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে ধৃত করিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে আনিল। নানা বাঙ্গালী দেখিবামাত্র রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন যে, "ইহার প্রাণনাশ কর।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের দেহ হইতে প্রাণত্যাগের ন্যায় হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া নানাকে নানামত স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে পৃথ্বীনাথ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু পুণ্য করিয়া ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়াছেন। সকল তীর্থে কীর্ত্তি করিয়াছেন। অদ্যাবধি কীর্ত্তি সকল সজীব আছে। অতএব আমি দীন হীন ব্রাহ্মণ, উদর-পোষণ (ও) পরিবারের জীবন-রক্ষার জন্য সওদাগর সাহেবের কর্ম্ম করিতেছি, রাজ্যাধিকারীর চাকর নহি। তবে আমার প্রাণবধ করিয়া কি জন্য ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক লইবেন।" এই মত স্তুতিবাদ করাতে এবং মন্ত্রিগণ দয়া প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মবধ-নিবারণ করাতে ভট্টাচার্য্য নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

কানপুরে নানার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ

এখানে এলাহাবাদ জয় করিয়া সেনাপতি হেভ্‌লক্ সাহেব ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পথি-মধ্যে দস্যুগণ কণ্টক স্বরূপ হইয়া অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে। ঐ পথ নিষ্কণ্টকের প্রথমোদ্যোগ। যে সমস্ত জমিদারগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় দস্যুবৃত্তি করিতে-ছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া। এই মত করিতে করিতে ফতেপুর পহুছিলেন। তথায় বহু বিপক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল। সরকার বাহাদুরের সৈন্য পহুছিলে ঘোরতর

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষগণের সঙ্গে দশ তোপ এবং পোনর হাজার পদাতিকগণ বন্দুক তরয়ালের যোজক। সরকার বাহাদুরের চারি হাজার গোরা-সৈন্য, এক হাজার শিখ-সৈন্য—এই পাঁচ হাজার সৈন্য সেনাপতিগণ লইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত আছে। তোপের গোলা মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপণ। বিপক্ষে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছু ত্রুটি করিল না,• যে পর্য্যন্ত তি···গজের বাহিরে সরকার বাহাদুরের বৃটিশ সৈন্যগণ ছিল, সে পর্য্যন্ত কিছু গোলাগুলি নিক্ষেপ করেন না; ভিতর প্রবেশ হইবামাত্র যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। বৃটিশ সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলাগুলি নিক্ষেপে রণভূমি ধূমে অন্ধকার করিয়া বিপক্ষের কম বেশ দুই হাজার সৈন্য হত করিল। ইহাদের দুই শত একুশ জন হত হইল। বিপক্ষ দল গ্রামে পলায়ন করিবার উপক্রম দেখিয়া গোরাগণ ধাওয়া করিয়া দশ তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণ ফতেপুর হইতে পিছে হটিল। হেভ্‌লক্ সাহেব ফতেপুরের যুদ্ধ ফতে করিয়া তথাকার বদমায়েসদিগকে শাসন করিয়া অগ্রে যাইবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কানপুর হইতে করুণাময় ভট্টাচার্য্য কাশী• আসিতেছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য্য-প্রমুখাৎ কানপুরের দুরবস্থা সকল জ্ঞাত হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "যদি ইহার শোধ তুলিয়া নানাকে নানী বানাইতে পারি, তবে আমার সেনাপতি কর্ম্মের সফলতা হইবে।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "যদি কানপুর যাত্রা করিতে হয়, তাহার বিলম্ব করিবেন না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, বিপক্ষগণ ··· ··· নদীর পুল ভাঙ্গিয়া

দিবার উদ্যোগে আছে। প্রায় বিশ হাজার মনুষ্য একত্র হইয়াছে।"
সেনাপতি হেভ্‌লক্ ভট্টাচার্য্যের বাচনিক সমস্ত শুনিয়া কানপুর গমনের তদ্বির করিলেন। পথিমধ্যে যে সমস্ত কণ্টক ছিল, তাহা নিষ্কণ্টক করিতে করিতে পুলের পূর্ব্ব পারে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ মহাকোলাহলে পশ্চিম পারে মুরচা বান্ধিয়াছে। পুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অবিলম্বে গোলা নিক্ষেপের হুকুম দিলেন। বৃটিশ সৈন্যগণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রণবাদ্যে রণোন্মত্ত হইয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ইহা বিপক্ষগণ দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। বৃটিশ সৈন্যগণ পুল পার হইয়া ছাউনী করিয়া কানপুর যাত্রা করিল। বৃটিশ সৈন্যদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেব সসৈন্য কানপুর হইতে পলায়ন করিয়া বিঠুরের নিকটে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে যুদ্ধের মুরচা বান্ধিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ এগার ক্রোশ ধাওয়া করিয়া কানপুর যাইয়া নানাকে না পাইয়া বিঠুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিল। বৃটিশ সৈন্যগণকে বিপক্ষগণ দেখিয়া, ঘোরনাদে রণভূমিতে বাদ্যধ্বনি করিয়া সুসজ্জীভূত হইয়া রণোন্মাদে মত্ত হইয়া কামান ও বন্দুক দ্বারা গোলা-গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে বৃটিশ সৈন্য-গণ ত্রাসিত না হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পঙ্কজ-দল দলন করিতে রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিল যে,...গঞ্জের মধ্যে সৈন্যগণ এবং বিপক্ষ দল সমূহ আছে, তখন হেভ্‌লক্ ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষের অগ্নিময় অস্ত্রাঘাতে বহু সৈন্য নিপাত হইল। বিপক্ষগণের অশ্বারোহী অস্ত্রধারী এক সহস্র সৈন্য ছিল, ইহারা ব্যূহ

ভঙ্গ জন্য অনেক তদ্বির করিয়া ব্যূহের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ রণপণ্ডিত, কদাচিৎ বিপক্ষ অশ্বারোহী-দিগকে ব্যূহ প্রবেশ করিতে না দিয়া বহু সৈন্য আহত ও হত করিল। ইহাতে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পলায়ন করিল। সেনা-পতিগণ দেখিলেন যে, বিপক্ষ নানা সাহেবের সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে বৃটিশ সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারে না। সম্মুখে ধাওয়া করিয়ে তোপের মুখে বহু সৈন্য হত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বিপক্ষ দলের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া হেভ্‌লক্ সাহেবের পদাতিকগণ ধাওয়া করিয়া বিপক্ষের বহু সেনা হত করাতে বিপক্ষগণ পলাইবার পথানুসরণ করাতে নীলসাহেবের দল পদাতিকগণ অগ্রগামী হইয়া গোলা-গুলি নিক্ষেপে বিপক্ষ-দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া এগারটা তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণের স্বল্প সৈন্য যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা ও নানাসাহেব প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল। সরকার বাহাদুরের অশ্বারোহী সৈন্য তৎস্থানে ছিল না, এজন্য ধাওয়া করিয়া ধরিতে পারিল না। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বৃটিশ সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের ঐ দিবস কত ক্লেশ হইয়াছে, তাহা কহিতে পারা যায় না। আঠার ক্রোশ পথ গমন, তাহাতে অতিশয় জল-কাদা হেতু পথের দুরধিগমতা, মধ্যে মধ্যে কণ্টক-বনজঙ্গল দেড় হাত দুই হাত ভাঙ্গিতে হইয়াছে। এইরূপে কষ্টকর যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এত পরিশ্রমে যুদ্ধে জয়ী হইল, শান্তি হইল। ঐ রাত্র সৈন্যগণ নিরাহারে রণস্থলে রহিল, সদা চমকিত, কি জানি যদি বিপক্ষগণ গোপনপথে আসিয়া আঘাত করে। এজন্য সতর্ক হইয়া রহিল। পর দিবস প্রাতে বিঠুর যাত্রা করিল। তথায় সকল শূন্যাগার, কাহাকেও পাইল না। সহর মধ্যে

চারিজন দোকানদার ছিল এই মাত্র। ইহা দেখিয়া নানা সাহেবের বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, সকল কোষাগার ... করিল এবং ... ... লইয়া সরকারের খাজনাখানায় আনিল। নানাসাহেব জলমগ্ন হইয়াছে—এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইল। বিঠুর সহর শাসন করিয়া বৃটিশ-সেনাগণ কানপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শুনিলেন, কানপুরে প্রজামাত্র নাই, সকলেই বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেনাপতি হেভ্‌লক্ সাহেব আপন সৈন্যগণ লইয়া কানপুর সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সহরের প্রায় অনেক প্রজা পলায়ন করিয়াছে। মহাজনগণ দোকান বন্ধ করিয়াছে। সহর মধ্যে ছয় জন দোকান-দার ছিল, তাহারা সেনাপতি সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "এত দিনে আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা পাইবে, এমত উপায় পরমেশ্বর করিলেন।" ইহা কহিয়া বারংবার সেলাম দিতে লাগিল।

হেভ্‌লক সাহেব তাহাদিগকে ভরসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বল দেখি কোন স্থানে সাহেব, বিবি, মিশ্ ও বাবাদিগকে দুরাচার বিদ্রোহিগণ হত করিয়াছে? সে স্থান কোন্ স্থানে আমাকে দেখাইতে পার?" তাহারা কহিল, "এই সে সকল স্থান দেখ আসিয়া।" হেভ্‌লক্ সাহেব মশান-স্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন, "যদি এই দুরাচারগণকে যুদ্ধে ধৃত কিম্বা বধ করিয়া যাইতে পারি, তবেই এ মহৎ দুঃখের কিঞ্চিৎ নিবারণ হইবে।" এই কথা কহিয়া তিনি কানপুরে অবস্থিতি করিলেন।

কাশী হইতে পাটনা

১৭ বৈশাখাবধি ৪ শ্রাবণ পর্য্যন্ত

অসিতে লোলার্ককুণ্ডের দক্ষিণ তুলসীদাসের ঘাটের পশ্চিম গণপতি মহারাষ্ট্রের পিতা গোবিন্দ রাও ... ... পুনানিবাসী রাজা অমৃতরায়ের গোষ্ঠী এবং দশ হাজার পদাতিকের মালিক, আর রাজা সাহেবের উজির তাহার বৈঠকখানা বাটী, তাহার নিজ বাটীর, নিজ দক্ষিণ রাস্তার পার, ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিয়া স্নান-তর্পণাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা কেদার ইত্যাদি দর্শন যাত্রা করিয়া জগন্নাথদেবের আরতি দর্শনাদি করিয়া ৫ শ্রাবণ রবিবার লোলার্কে এবং অসিতে গঙ্গাস্নান করিয়া বাঙ্গালীটোলাতে ৺জয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে, যে বাটীতে পূর্ব্বে আসিয়া থাকা হইয়াছিল, ঐ বাটীতে আসা হইল।

৬ শ্রাবণ, সোমবার, চতুর্দ্দশী

চৌষট্টি ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-দর্শনাদি করিয়া কেদারঘাটে গৌরীকুণ্ডের সহযোগে গঙ্গায় মার্জ্জন স্নানাদি করিয়া কেদারনাথের দর্শন, স্পর্শন ও পূজন ইত্যাদি করিয়া শ্রাবণের সোমবাসরে কেদার-দর্শনে ফলাধিক্য জন্য বহু মনুষ্যের মেলা হয়, মেলা দেখিয়া বাসাতে গমন।

৭ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, অমাবস্যা

ঐ মত স্নান-তর্পণ দর্শন-যাত্রাদি হয়। এই দিবস বড় বাদল করিয়া তাবৎ দিবারাত্র বৃষ্টি হয়, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম ছিল না।

কাশীধামে উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলবৃদ্ধি হইয়া যে তীর্থে প্রবিষ্ট হয়, সেই তীর্থ-স্নান-তর্পণে সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়।

৭ ভাদ্র

জলবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। ঐ দিবস মুহরি-দমন হয় অর্থাৎ কাশীতে যত মুহরি আছে, সকল মুহরিতে গঙ্গাজলের স্রোত হয়।

৯ ভাদ্র

পুষ্করভাস্কর তীর্থ জগন্নাথদেবের পশ্চিম দিকে আছে, তাহাতে অসি হইয়া গঙ্গাজল ঐ তীর্থে যোগ হইলে ঐ সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণ করিলে পুষ্করভাস্করতীর্থে স্নানাদির ফল হয়, এ বৎসর ৯ ভাদ্রাবধি ১৫ ভাদ্র পর্য্যন্ত জল ছিল।

১০ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী

লোলার্ক কুণ্ডের মেলা হয়।

ঐ দিবস জল-বৃদ্ধি হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়। মণিকর্ণিকাঘাটের চক্র-তীর্থ উপরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর শিব আছেন, গঙ্গা হইতে অনেক উচ্চ। ঐ শিবের মস্তকের উপর জল হইলে ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ হয়, তাহাতে স্নান-তর্পণ। এ বৎসর গঙ্গার এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপর প্রায় পাঁচ হাত জল হইয়াছিল। এই দিবস ঘোরতর বৃষ্টি হয়, দিবারাত্র বিরাম ছিল না, অষ্টাহ বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হয়, এমত গঙ্গার জলবৃদ্ধি প্রায় কুড়ি বৎসরের পর হইয়াছে।

১১ ভাদ্র, বুধবার, সপ্তমী

ললিতাকুণ্ডের যাত্রা এবং ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান-তর্পণাদি করিয়া মণিকর্ণিকেশ্বর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা কেদার ইত্যাদি দর্শন-যাত্রা।

১২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, অষ্টমী

লক্ষ্মীকুণ্ডের মেলা নিত্যনিয়মিত স্নান-তর্পণাদি দর্শনযাত্রা সমাপন করিয়া লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করা হয়। এই মেলা ষোল দিন হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে কাশী-প্রদেশে তিলতৃতীয়া-ব্রত হয়। এ ব্রত অন্য কোন দেশে দেখি নাই। এই ব্রতে স্ত্রীগণ উপবাসী থাকিয়া রাত্রে হরগৌরী পূজা করে। এই দিবস অতিশয় উৎসাহ দৃষ্ট হয়, নূতন বস্ত্র অলঙ্কারাদি যাহার যেমত সঙ্গতি তদ্রূপ আপন আপন স্ত্রীপুত্রপরিবারগণকে দিবে। নব নব বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া মঙ্গলাগৌরী দর্শন-পূজনে সকলে গমন করে। এ বৎসর ৭ ভাদ্র শনিবারে হয়।

৮ ভাদ্র, রবিবার, চতুর্থী

ইহার নাম গণেশ চৌথ। এই দিবস গণেশ-পূজা রাত্রে হয়। মহারাষ্ট্রদিগের প্রায় প্রতি ঘরে বেদপাঠ নৃত্যগীতবাদ্যাদি অতিশয় উৎসাহ।

বরণাযাত্রা ভাদ্র মাহার শুক্লা-দ্বাদশীতে। এ বৎসর ১৭ ভাদ্র মঙ্গলবার দ্বাদশী হয়। বরণাসঙ্গমে স্নানতর্পণাদি আদিকেশব (ও) বরণেশ্বরের যাত্রা।

৩ আশ্বিন, শুক্রবার

২ দণ্ড দিবাগতে সূর্য্যগ্রহণ হয়। বহু মনুষ্য কাশীধামে উত্তর-বাহিনী গঙ্গাতীরে পশ্চিম তটে অসিবরণা পর্য্যন্ত। সকল ঘাটে ঘাটে পুরশ্চরণ ইত্যাদি জপ ইত্যাদিতে সুশোভিত। কিন্তু এ বৎসর

ঘাটীয়াল এবং গঙ্গাপুত্রদিগের মবলগ লোকসান। তাহার কারণ, নানাদেশের রাজগণ এবং ধনিগণ বহু সমাধিতে সূর্য্যগ্রহণে স্নান দান করিতে আসিত, পাঁচ ছয় লক্ষ মনুষ্যের সমাগম হইত, এক এক ঘাটীয়ালে হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইত, গঙ্গাপুত্রদিগের প্রাপ্তির কথা কি কহিব ? এক এক জন রাজা সুবর্ণে মণ্ডিত ও ভূষিত অশ্ব ও হস্তিগণকে দান করিত, এ বৎসর যুদ্ধে নানা মত গোলযোগ হওয়াতে এবং গ্রহণের স্নানোপলক্ষে রাজগণ এবং ছদ্মবেশে বিগড়া সিপাহীগণ লক্ষ্ণৌ দিল্লীর অভিমুখ হইতে কুমারসিংহ ও নানাসাহেব প্রভৃতি কাশী প্রবেশ করিবে এই সংবাদ সরকার বাহাদুরের কর্ম্মকারকগণ পাইয়া স্থানে স্থানে পথ বন্ধ করিয়া তোপ বন্দুকে গোলাগুলি পুরিয়া গোরাগণ প্রস্তুত রহিল, ঘাটীঘাটী থানাদারগণ আপন আপন দল লইয়া সকল গমনাগমনের পথ এবং পারাপারের নৌকাপথ রুদ্ধ করিয়া রহিল, গঙ্গার পূর্ব্বপারে কোন নৌকাদি রাখিল না। অন্য কোন স্থানের মনুষ্যকে কাশীতে প্রবিষ্ট হইতে দিল না।

৪ আশ্বিন, রবিবার

শারদীয়া মহাপূজার কল্পারম্ভ। এতদ্দেশে নবরাত্রের মেলা প্রতিপদাদি অবধি মহানবমী ১২ আশ্বিন পর্য্যন্ত দুর্গাবাটীতে মেলা হয়, বহু মনুষ্যের সমারোহ। চণ্ডীপাঠ হোম পূজা ইত্যাদি আছে। কাশীধামে বাঙ্গালী মহাশয়দিগের দুর্গোৎসব হয়। কিন্তু বলিদান দুর্গাবাটীতে করিতে হয়, কাশীপুরীতে বলিদান করা বিশ্বেশ্বরের অনুমতি নাই। কেবল দুর্গাসুরবধ স্থানে দুর্গাবাটীতে বলিদান হইতে পারে।

১৬ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার

কাশীধামে বাঙ্গালীটোলার তরকারি বাজারের উপর জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে থাকিয়া গঙ্গাস্নান তর্পণ দর্শনাদি করিয়া সহরের বাজারাদিতে ভ্রমণ।

১৭ আশ্বিন, শুক্রবার

প্রাতে সূর্য্যোদয়ে দেশাগমনের যাত্রা করিয়া অন্তর্গৃহী অন্তে নৌকায় আসিয়া বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে নৌকা খুলিয়া কাশী হইতে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া থাকা হয়।

১৮ আশ্বিন, শনিবার, পৌর্ণমাসী

প্রাতে গোমতী, তাহার পর দুই ক্রোশ সৈয়দপুরের গঞ্জ, তথা হইতে তিন ক্রোশ পরে জাউলে গ্রাম, তাহার আড়পারে চড়াতে আহারাদির উদ্যোগ হইয়া প্রস্তুত হইলে পর ঝড়বৃষ্টি হয়। তৎকালে অন্নব্যঞ্জন সকল ঢাকিয়া রাখিয়া ঝড় জল নিবারণের পর আহারাদি হয়। বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে নৌকা খুলিয়া আসিতে পথিমধ্যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ ভায়ার স্ত্রীর পেটে বেদনা হইয়া বমন হইতে আরম্ভ হয়, পথিমধ্যে তিন চারি বার বমন হয়। রাত্র দশ ঘণ্টার সময়ে গাজিপুরে পহুছিয়া থরনেল সাহেবের ঘাটের পূর্ব্বে গোবিন্দ গুপ্তের ঘাটে নৌকা থাকে। আমি ও মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক জন নৌকার দাঁড়ি সমভ্যারে প্রাণতুল্য শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসাতে গমন করি। সূর্য্যকুমার আমার আসিবার সংবাদ, কলুটোলা-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্তের বজরা অগ্রে পহুছাতে তাহার প্রমুখাৎ বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে শুনিয়া বাসাতে

গাজিপুর

তাবৎ তরকারি ইত্যাদি রসুই করাইয়া সন্ধ্যার পর অবধি থরনেল সাহেবের ঘাটে আপন সর্দ্দার বেহারাকে বসাইয়া রাখিয়া রাত্র নয় ঘণ্টার পর সূর্য্যকুমার বাসায় যাইয়া আমাদের নৌকা না প্হৌছান জন্য চিন্তা করিতেছিল এবং রসুই দ্রব্য খাহার জন্য তথাকার চারি পাঁচ জনকে সংবাদ পাঠাইয়া আনাইয়াছিল, এমত কালে আমাদের নৌকা পহুছিল। আমরা বাসায় পহুছিবামাত্র রসুয়ে-ব্রাহ্মণকে বড় বাঁটল করিয়া ভাত চড়াইতে কহিল, তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম, "পথে আহারাদি হইয়াছে, আমরা রাত্রে অন্নাহার করি না।" তাহা শুনিয়া পুরী তৈয়ার করিতে দিয়া আমি ও সূর্য্যকুমার কালীবাবুকে সপরিবারে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য নৌকায় আসা হইল। বধূর ব্যারাম জন্য নৌকা হইতে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করাতে তিনি স্বীকার করিলেন। পরে পাল্‌কি আনাইয়া বাসায় লইয়া যাইয়া নানামত ঔষধ দ্বারা কিঞ্চিৎ বিশেষ বোধ হইয়া নিদ্রা হইল। আমরা পুরী ইত্যাদি আহার করিয়া শয়ন করিলাম, মুখোপাধ্যায় নৌকায় আসিয়া শয়ন করিলেন।

১৯ আশ্বিন, রবিবার, প্রতিপদ

প্রাতে নৌকা খুলিয়া কলিকাতা আসিবার উদ্যোগ ছিল, কালীবাবুর পরিবারের ব্যামহ বিশেষ না হওয়া জন্য এবং রামপুর বোয়ালিয়ার নিকট হরিপুরনিবাসী গোলোক চৌধুরীর আসিবার অপেক্ষায় গমন রহিত হইয়া গাজিপুরে স্থিতি হইল। রোগিণীকে জোলাপ দেওয়া হয়। গোলোক চৌধুরী সন্ধ্যার সময় গাজিপুর পহুছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ বজরা মধ্যে প্রসব হইয়া এক পুত্র সন্তান হইল। বজরা মধ্যেই সুতিকাগৃহ করিয়া টিকা শুল কয়লাতে অগ্নি

প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া রাখিল। এই দিবস বাসাতে পোলাও ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গাজিপুরে যে কায়স্থ সকল আছেন, তাহাদিগের সহিত রাত্রযোগে ভোজ হয়। ঐ দিবস রাত্রে আর আর সকলে নৌকায় আসিয়া রহিলেন। আমি কালীবাবু আর উঁহার পরিবার বাসাতে রহিলাম; ভোরে যাইয়া নৌকা খুলিব এই কথা স্থির থাকিল।

২০ আশ্বিন, সোমবার

প্রাতে উঠিয়া গমন জন্য বিবেচনা করিতে জানা হইল যে, ব্যামহ আরাম হয় নাই এবং চৌধুরীদিগের অভিপ্রায় ছয় দিবস পর্য্যন্ত থাকা হইলে ভাল হয়। ইহাতে সমভ্যারী সকল নৌকার সম্মতি করিতে কেহ কেহ অপেক্ষায় রহিল, কেহ কেহ নৌকা খুলিয়া গেল। আমাদিগের তিন নৌকা শনিবার পর্য্যন্ত গাজিপুরে থাকা স্থির হইল।

গাজিপুর অতি উত্তম স্থান। বসতি কমবেশ পাঁচ হাজার ঘর। মুসলমানের দেশ। লালদরজা হইতে কোট পর্য্যন্ত চকবাজার। আহারাদির সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। হালওয়াইদিগের পঁচিশ ছাব্বিশ দোকান। রেউড়ি অধিক বিক্রয় হয়, পেড়া বরফি মুগদল মতিচুর গজা চাঁদসাই নিমকি ইত্যাদি মেঠাই সকল দোকানে দোকানে প্রস্তুত থাকে। আর আর সকল মশলা ও মেওয়াদির দোকান আছে। গোলাতে চাউল দাল ঘৃত ইত্যাদির দোকান; কাঁসারিপটী, ঐ স্থানে বাঁশ দরমা দড়ির গোলা আছে। কাপড়ের দোকান স্থানে স্থানে। গাজিপুরে সকল রকম কাপড় তৈয়ার হয়, মৌওর কাপড় অতি উত্তম।

আতর গোলাপ গাজিপুরে যেমত জন্মে, এমত কোথাও জন্মে না। গোলাপের বাগান (অসংখ্য), দশ হাজার বিঘাতে গোলাপ হইতেছে। আতর গোলাপ লইয়া গলি'গলি ফিরিতেছে। ইস্তক চারি আনা নাগাইদ ৮০ টাকা পর্য্যন্ত আতরের ভরি। গোলাপের আট টাকা পর্য্যন্ত বোতল বিক্রয় হয়। চুড়ি উত্তম হয়, কাঁচের চুড়িতে পুতির এবং গখরুর কাজ ছয় টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রয় হইতেছে।' গাজিপুরের পূর্ব্বনাম গাধিপুর। এই স্থানে গাধিরাজার বাটী কেল্লা আছে, ইহাকে কোট কহে। এই স্থানে ডাক্তারখানা, ডিস্‌পেন্‌সরি সবএসিণ্টাণ্ট সার্জ্জন থাকেন, এক্ষণে সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী আছেন। অতি উচ্চ স্থান। হাঁসপাতালের উপর হইতে তাবৎ সহর দেখা যায়। ইহার অধিক উচ্চ স্থান সহরের মধ্যে আর নাই। হাঁসপাতালে দশজন রোগী থাকিয়া সরকার হইতে আহার পায়। ইহার ফটকের উপরে বাবু দেবীচরণের বৈঠকখানা, কোটের নীচে মহাজনদিগের গুদাম আছে। এই স্থানে তিসি ও সোরা এবং চিনির কুঠী আছে। কলিকাতার অনেক হৌসের গোমস্তাগণ কুঠী করিয়া গ্রাম গ্রাম হইতে মাল আমদানি করিয়া কলিকাতায় চালান করে।

গাজিপুরের পশ্চিম সীমাতে ছাউনি, পূর্ব্বদিকে সহর। সহর মধ্যে কোতোয়ালি (ও) গোলাগঞ্জ, গঙ্গাতীরে সহর বাজার। ইহা ভিন্ন সকল মহল্লাতে বাজার আছে। ছাউনিতে গোরাবারিক ছিল। প্যারেডের মাঠ ইহার নিকট। গঙ্গাতীরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের টুম্ব অর্থাৎ গোরস্থান, এই টুম্ব প্রস্তরে অতি সুনির্ম্মিত। টুম্ব-হলের যেমত থাম-নির্ম্মিত, সেই মত বার থামে চাঁদনী। তাহার ভিতরে ঘর আছে, ঐ ঘরমধ্যে গোর, মর্ম্মরে মেজে বাঁধা। উপরে শ্বেতপ্রস্তরের গোর,

তাহার উপর উত্তম সুনির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরের এক ব্রাহ্মণ এক মৌলবী পূর্ব্বদিকে, এক গোরা এক সিপাহী পশ্চিম দিকে। ইহার মধ্যে পাথুরের সূক্ষ্মকর্ম্ম ভাল মত আছে। টুম্ব তৈয়ারিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, রেল গেট বাগিচা তৈয়ার করাইতে লক্ষ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়। অতি মনোরম সুশীতল স্থান, নানামত সুগন্ধি পুষ্প, ফল এবং পাতার বৃক্ষলতা আছে। মালী এবং দ্বারপাল নিযুক্ত আছে। ইহার সমুদয় খরচপত্র গবর্ণমেণ্টের খরচ। এই স্থলে সকল সাহেবলোক আইসেন, টুপি খুলিয়া আসিতে হয়। ইহার পশ্চিম এবং উত্তরদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। এইখানে তুরুক-সওয়ারের ঘোড়া তৈয়ার হয়। বগ্সর হইতে বাছড়া আসিয়া গাজিপুরে সওয়ারিতে তৈয়ার হইয়া সরকারের অনুমতিক্রমে স্থানে স্থানে পাঠান হয়। এক্ষণে হাজার ঘোড়া আস্তাবলে আছে। অতি উত্তম ঘোড়া, এক হাজার টাকার কম দাম নহে, অধিক মূল্যও আছে।

মৌবাগে আফিঙের কুঠী, এই কুঠীতে মবলগ টাকার মাল মজুত আছে, ছয় সাত ক্রোর টাকার আফিঙ মজুত আছে। বেগড়া সিপাহীদিগের গোলযোগে সর্ব্বত্র প্রজাসমেত বিগড়াইয়া স্থানে স্থানে যুদ্ধ করিয়া লুঠ-ফেসাদ করাতে এবং বগসরে আসিয়া কুমার-সিং প্রবল হওয়াতে আফিঙের কুঠী ও সহর রক্ষার্থ গোরাগণ লাইন হইতে আফিঙের কুঠীতে চৌকী থাকে, অদ্যাবধি তাহাই আছে। অধিকন্তু কুঠী বেষ্টিত করিয়া কেল্লা হইতেছে। ইহার ভিতরে আজ-কাল কাহাকেও প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। এক কোম্পানি গোরাতে বেষ্টিত আছে। কুঠীর সম্মুখে পাঁচশত গজ ময়দান থাকিবে, এজন্য সম্মুখের ঘর-বাটী বাগ-বাগিচা ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহা ভগ্ন ও ছেদন হইতেছে। অতি উত্তম গোসাঞিয়ের বাগান ছিল, তাহাতে

নানা জাতীয় মেওয়ার বৃক্ষ এবং পুষ্পোদ্যান ছিল, তাহা ছেদন করিয়া ময়দান করিয়াছে। কুঠীতে ... জনা সাহেব লোক আছে। গাজিপুরের আফিঙের কুঠীর তুল্য কুঠী কোথাও নাই। এখানে উত্তম মাল জন্মে, অনেক বাঙ্গালী কেরাণী গোমস্তা মোহরর আছে।

জজ, কালেক্টর-মাজিষ্টর, ডিপুটী, সদরআমিন, সদরআলা ও মুন্‌সেফের কাছারি আছে। পোষ্টাফিস গোরা-বাজারের মধ্যে। অনেক বাঙ্গালী আছে, গাজিপুরে সর্ব্বজাতিতে ৬৪ ঘর বাঙ্গালী আছে। ইহাদের পরস্পর মিলমেলাপ আছে। পূর্ব্বে অনেকের পরিবার নিকটে ছিল, উপস্থিত গোলযোগের জন্য বিজয়াতে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে।

গাজিপুরে দুই জন সব্‌-এসিণ্টাণ্ট সার্জ্জন্। সহরের ডিস্‌পেন্‌সরিতে সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, জেলখানাতে শ্রীনাথসেন কবিরাজ, সিবিল এবং মিলিটরিতে দুই জন সাহেব ডাক্তার আছে।

হরবংশ লাল সরকারি উকিল এবং হনুমান্ দাস, শিব সহায় প্রভৃতি শেঠগণ কুঠীওয়াল আছে, ইহারা অধিক ধনাঢ্য। সহর মধ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে তাহাদের সহিত বিশিষ্ট আলাপ হইয়াছে, অতি সচ্চরিত্র সুভব্য ব্যক্তি। প্রতি দিবস প্রাতে (ও) সন্ধ্যায় সূর্য্যের বাসাতে আসিয়া আনুগত্য করা হয়।

১৮ আশ্বিন শনিবার অবধি ২৫ আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত গাজিপুরে থাকিয়া সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেখা হইল। মুসলমানদিগের মস্‌জিদ স্থানে স্থানে আছে। সহরের মধ্যে এক উত্তম মস্‌জিদ আছে, তাহাতে চারি ওক্ত নমাজ পড়ে। সহরের লোক অতিশয় ঠক-বিদ্যা জানে, জিনিসের দর দশ গুণ বৃদ্ধি কহে। বিশেষতঃ উমি

মনুষ্য হঠাৎ ঠকিয়া যায়। আতর গোলাপে গাজিপুরের ওজন এক শত পাঁচ সিক্কার।

২৬ আশ্বিন, রবিবার

বেলা দুই দণ্ড গতে গাজিপুর হইতে বাহির হইয়া নৌকায় আসিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া বেলা চারি দণ্ড গতে নৌকা খুলিয়া গাজিপুর হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া বাবলাবন, এই থানে অতিশয় দস্যুভয়৭ পরে ২ ক্রোশ বীরপুর, আড়পার বারা। পরে ৫ ক্রোশ চৌসর—কর্ম্মনাশা নদীর মুখ, এইখানে আড়গড়া, সাহেবের বাঙ্গালা আছে। গঙ্গার তীরে এইখানে একজন বাঙ্গালী আছেন। তাহার পর দেড় ক্রোশ বগসর। এই স্থানে এক কেল্লা আছে। বসতি বাজার ইত্যাদি আছে, খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। ঘোড়া তৈয়ারির সাত আস্তাবল আছে, আড়পার নারাণপুরে সাত আস্তাবল, এই চৌদ্দ আস্তাবলে ঘোড়ার বাচ্ছা মফঃস্বল হইতে আসিয়া তৈয়ারি হয়। এতদ্দেশে গ্রামে গ্রামে জমিদারদিগের জিম্মাতে সরকারি ঘুড়ী সকল এবং উত্তম উত্তম ঘোড়া গ্রামে গ্রামে আছে। ঐ ঘোড়া-ঘুড়ীর সঙ্গমে যে বাচ্ছা হয়, তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষকগণ প্রতিপালন করিয়া সরকারি কর্ম্মকারকদিগের সম্মুখে হাজির করিলে যাহার যেমত দাম তাহা নিরূপিত হইয়া পোষকগণ পাইবে। ঐ ঘোড়া দুই পারের আস্তাবলে আইসে। তিন ঘোড়া এক সহিস, এই-মত প্রতি অশ্বশালাতে দুই শত আটাইশ ঘোটক আছে। বগসরের কেল্লাতে উপস্থিত কুমারসিংহের উপদ্রব। পরে ঐ কেল্লাতে তোপ বসাইয়া গোরার পাহারা বসান হয়। কেল্লাতে দুই শত গোরা

বগসর বা বক্সার

আছে। বগসরের পারে নৌকা ধরিতে দেয় না। ষ্টীমার গ্যাসপুরা আছে। চৌকী জন্য আড়পারে অবস্থিতি হইল।

সন ১২৬৪ সাল, ২৭ আশ্বিন, সোমবার, দশমী

বগসর হইতে ৫ ক্রোশ আসিয়া দক্ষিণপার ভোজপুরের রাজ্য, উত্তর পার বেলিয়া। পরে তিন ক্রোশ হরদি, দক্ষিণ পার ছুবলি গ্রাম, পরে ২ ক্রোশ টেকের উপরে হালিম্‌গ্রাম, অনেক বসতি আছে। পরে ১ ক্রোশ মানিম গ্রাম, পরে ৭ ক্রোশ ভবানিয়া গ্রাম, তাহার পর পদমিনা গ্রাম। এই স্থানে চাউলের গোলা আছে। মহাজনি দুই তিন নৌকা চাউল বোঝাই হইতেছে। ভোজপুরের সামিল গ্রাম। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে নৌকা লাগান করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হয়।

ত্রিভবানী

গোলোক চৌধুরীর বজ্‌রা আমাদের নৌকার বহরে ছুটিয়া আসিতে পারিল না, পশ্চাতে রহিল। এই ত্রিভবানী গ্রাম ডোমরার রাজার অধিকার, এ গ্রাম হেঙ্গামার সময়ে লুঠ হয় নাই। এই চারি গ্রামের এক জন ক্ষুদ্র জমিদার আপন বাহুবলে প্রজা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিল। কুমারসিংহের হাঙ্গামার সময়ে কাহার ক্ষমতা ছিল না এ পথে জলে কি ডাঙ্গাতে গতায়াত করে।

২৮ আশ্বিন, মঙ্গলবার, একাদশী

অতি প্রত্যূষে ত্রিভবানীর চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নানাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া বাঁকের যথায় ... ... গ্রাম তথায় বাজার আছে, নৌকা ধরিবার স্থান। পরে ২ ক্রোশ রিবিলগঞ্জ দক্ষিণপার। এখানে জল নাই, উত্তর পার ...গ্রাম ইহার নীচে দিয়া গঙ্গার ধারা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে রিবিলগঞ্জ ... সারণ

ছাপরার নীচে হইয়া পাটনার পথ ছিল, এক্ষণে যে নূতন গঙ্গা হইয়াছে, তাহা হইতে রিবিলগঞ্জ চারিক্রোশ তফাৎ হইয়াছে। এই রিবিলগঞ্জ সারণ ছাপরা।

সারণ-ছাপরা

এই সকল স্থান উত্তম সহরতুল্য, বাজার ইত্যাদি আছে। এই স্থানে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানে অনেক মহাজনের কারবার আছে। ছাপরাতে জিলা আছে। ঐ স্থান হইতে নৌকা সকল দক্ষিণমুখে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব মুখে পাটনায় গমনের পথ নূতন গঙ্গা পাঁচ বৎসর হইয়াছে। সাত ক্রোশ পরে ডুরিগঞ্জ। এখানে বাজার গোলাগঞ্জ আছে। এখানে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পারঘাট এবং থানা আছে। ডুরিগঞ্জের ১ ক্রোশ নীচে বালুয়া গ্রামের চড়া, তাহাতে বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে নৌকা ধরিয়া রুটী পুরী ভাত তৈয়ার করিয়া আহার করিয়া বেলা ২া• প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া সেরগড়ের বাজার। এই থানে শোণভদ্র নদী আছে—প্রবলা নদী শোণভদ্র। ইহাতে জলের মহা প্রবলতা।

শোণভদ্র ও দানাপুর

তাহার পরে দানাপুরের সীমানা। দানাপুর দুই ক্রোশ সহর। এখানে এক পল্টন গোরা আছে। তিন পল্টন কালাসিপাহী, এক পল্টন সওয়ার ছিল। তাঁহারা ... ... বেগড়াইয়া দানাপুর হইতে বাহির হইয়া জিলা কালেক্টরি লুঠ করিয়া কুমারসিংহের সহিত মিলিয়া বগসরের কেল্লা দখল করে। দানাপুর সহর পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ... গঙ্গাতীরে। পশ্চিম দিকে ছাউনী গোরাবারিক, পূর্ব্বে মেগাজিন ইত্যাদি তোপখানাতে কালাসিপাহী পাহারা ছিল। এক্ষণে সেই সব স্থানে গোরা পাহারা হইয়াছে। সহর মধ্যে অনেক বসত বাটী দোকান বাজার আছে। এখানে যুদ্ধের সরঞ্জাম

এবং জেনারেল কর্ণেল ব্রিগেড্ মেজর ইত্যাদি সাহেবগণ আছে। গোরাবাজার ইত্যাদি সওদাগরি জিনিস সকল অর্থাৎ বিলাতী জিনিস, সাহেবদিগের স্ত্রীপুত্রের দরকারী খেলনা ইত্যাদি জিনিসের দোকান ছাউনীর বাজারে আছে। ষ্টীমার-অফিসের নীচে এক খানা ষ্টীমার আছে। সহর দক্ষিণদিকে, তাহাতে বাঙ্গালী এবং দেশোয়ালিদিগের বসতি ও চকের বাজার, তথায় নানামত খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। ভোজপুর হইতে পাটনার বাঁকিপুর ... ক্রোশ। তাহার নিকট কয়লাঘাট, ঐ ঘাট হইতে দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রের বাটী এক ক্রোশ। ঐ ঘাটে পূর্ব্বে অক্লেশে নৌকা যাইত। সম্প্রতি সম্মুখে এক চড়া পড়িয়াছে, এজন্য আফিঙের গুদামের ঘাট হইয়াছে। আড়পাড় চড়াতে সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগান করিয়া তিন নৌকা একত্র থাকা হয়।

বাঁকিপুর

২৯ আশ্বিন, বুধবার

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকাতে পার হইয়া গুদামের ঘাটে উঠিয়া প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া সব্‌জিবাগে রামসুন্দর মিত্রের বাসাবাটী। ইঁহার নিজ-বাটী বারাসত। এতদ্দেশে পরমিটের দেওয়ান ছিলেন, এই চাকরি-সম্পর্কে তরফ বাঁকিপুর জমিদারি। এক্ষণে জমিদারি বন্ধক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের শ্বশুরের শ্বশুর এক্ষণে এ বাটীতে (আছেন।) তাঁহারা নিজে কেহ নাই, কেবল এক জন কর্ম্মকারক আছে। ঐ বাটীতে বরাহনগর-নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠ সরকার আছে, রাস্তাবন্দীর কর্ম্ম করিতেছে।

ঐ বাটীতে যাইয়া ৺গয়াধাম যাইবার পথের অনুসন্ধান লইবার বিশেষ তদ্বির করা হইল। তৎকালে নানা গোলযোগ এবং বাড়ে বেগড়া সিপাহীদিগের গোলযোগ শুনিয়া তৎকালে গয়াগমনের বিবেচনা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠ সরকার সহিত নৌকায় আসিয়া আমরা চড়াতে আহারাদি করিতে রহিলাম, বৈকুণ্ঠ আপন কর্ম্ম করিতে গেল। আমরা আহারান্তে চড়া হইতে নৌকা খুলিয়া কয়লাঘাটের কোলের ভিতর যাইয়া নৌকা ধরিয়া সব্‌জিবাগে দেওয়ান মিত্রের বাটীতে সকলে গমন করা হইল, (এবং) রাত্রে ঐ বাটীতে থাকা হইল। তাঁহাদের বাটীতে খাট বিছানা কৌচ্ কেদারা যত আছে ছারপোকাতে পরিপূর্ণ। আমি এক কৌচে শুইয়াছিলাম, ছারপোকার কামড়ে তাবৎ রাত্র নিদ্রা হইল না।

৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে সব্‌জিবাগে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নৌকায় যাইয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া জলযোগান্তে মিত্রের বাটীতে যাইয়া গয়ার পথের অনুসন্ধান করাতে মাজিষ্টরি আমলাদিগের বাচনিক শুনা হইল যে, ৺গয়াধাম গমনের পথে কিম্বা ধামে এক্ষণে কিছু গোল নাই। স্ত্রীলোক সমভ্যারে না লইয়া আপনারা ছদ্মবেশে অর্থাৎ ভাল কাপড় ইত্যাদি, কি অধিক টাকা সমভ্যারে না লইয়া গমন করিলে অনায়াসে গয়াতে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া গয়াধাম গমনের তদ্বির এবং সহর ভ্রমণ করা হইল।

পাটনা অতি প্রাচীন প্রধান সহর। পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত

সমান বসতি। হিন্দু মুসলমানে লক্ষ ঘরের অধিক বসতি। ইস্তক বাঁকিপুর নাগাইদ চকবাজার মেরুগঞ্জ পর্য্যন্ত পাটনা সহর। অনেক ধনী মনুষ্যের বাণিজ্য

পাটনা

এবং কুঠী আছে, নানাদেশের দ্রব্যসকল আমদানী এবং এতদ্দেশের নানা দ্রব্য রপ্তানী হইতেছে। চাল দাল গম যব সরিষা তিসি ইত্যাদি নানামত ভূষি-জিনিস চকে বড় বড় গোলাতে আমদরপ্ত হইতেছে। এক এক গোলাতে লক্ষ টাকার পর্য্যন্ত ভূষি-জিনিস প্রস্তুত আছে।

চকের বাজার প্রায় ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত সুশোভিত মতে দোকান সকলের পরিচ্ছেদ আছে। দোকান সকল শ্রেণীবদ্ধ। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য হালওয়াই পটীতে দোকান সকলে সাজান। কুমড়ার লচ্ছা এবং মেঠাই প্রায় সকল দোকানে আছে। কিন্তু দিল্লী এবং ফরক্কাবাদে কুমড়ার লচ্ছা যেমত উত্তম হয়, তদ্রূপ নহে। পেড়া, বরফি, গুজিয়া, মুগদল, গোলাবজাম, চাঁদসাই, ঘেওর, গজা, খুরমা, বঁদে, মেঠাই, জিলাপি, অমৃতি, ঘৃত ফেনী, রসকরা ইত্যাদি নানাজাতীয় মিষ্টান্ন পক্বান্নের দোকান সকল সাজান আছে। পুরী কচুরির খুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আলে, প্রয়োজন মতে প্রস্তুত করিয়া দেয়। ফলওয়ালাদিগের দোকানে যখনকার যে ফল সময় সময় দোকানে প্রস্তুত থাকে। আতা ডালিম পিয়ারা ইত্যাদি ফল সকল বড় বড় আছে। পশ্চিমদেশের মধ্যে পাটনাতে মর্ত্তমান রম্ভা দেখিলাম, ইহাকে মোহনভোগ কলা কহে। এতদ্দেশে কাঁচকলা পাকাই বিক্রয় হয়, চাঁপাকলা আছে। তরকারি বাজারে সকল তরকারি শাকসব্জি কপি সালগম্ গাজর ইত্যাদি সকলই আছে। পসারিদিগের দোকান শ্রেণীমত সকল মসলাদিতে পরিপূর্ণ আছে।

ঠেটারি-বাজারে কাঁসা-পিতলের দ্রব্যাদিতে সাজান থাকে। পাটনাতে পিতলের হাঁড়ি ইত্যাদি উত্তম তৈয়ারি হয়, পিতলের সকল জিনিস হয়। দুলিচা, গালিচা, সতরঞ্চি দোকানে নানামত স্তূপাকারে আছে। আসন উত্তম উত্তম (প্রস্তুত হয়।) এই সকল জিনিস জেলখানাতে ভাল তৈয়ারি হয়।

সব্ জিবাগে কয়লাঘাটে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, কমিশনর, সদর-আমীন, পণ্ডিতের কাছারি, কালেক্টরি (ও) কাছারিঘর অতি উত্তম। কালেক্টরির যেমত ইমারত তেমত ইমারত পাটনার মধ্যে নাই। ঐ কাছারির নিকটে পোষ্টাফিস। গঙ্গার তীরে তীরে সাহেবদিগের বাঙ্গালা সব্ জিবাগ। বাঁকিপুরে সাহেবদিগের থাকিবার স্থান এবং বাঙ্গালীদিগের বাসাবাটী। সহর মধ্যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের বাস ও দোকান আছে।

পাটনায় আফিঙের কুঠীর অতিশয় বাহুল্য কারবার। এখানে অনেক টাকা দাদন হয়। এত দাদন মাল আমদানী আর কোন কুঠীতে হয় নাই। ইহার তাঁবে গয়া প্রভৃতি সকল স্থান। অনেক বিজ্ঞ প্রাচীন সাহেব লোক আফিঙের কর্ম্মকারক আছেন। ফিরিঙ্গি বাঙ্গালী কেরাণী সকল আছে। আর আর আমলা হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী আছে।

সব্ এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন সহরের মধ্যে থাকেন। ছাউনি দানাপুরে, সহর হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে। দানাপুরের ছাউনিতে এক্ষণে ৫০০ শত গোরা (ও) ২০০শত শিখ-সৈন্য আছে। দানাপুর সমেত পাটনা সহর গণ্য। দানাপুরের ছাউনীতে অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আছে। ব্রিগেড্ মেজরের কাছারি এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় সকল আফিস, ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর, জেনারেল এবং কাপ্তেনের আফিস

আছে। গোরাবাজার সদরবাজারে সাহেবদিগের বাবা-বিবির প্রয়োজনের জিনিসের দোকান সকল আছে। বাঙ্গালীবাজারে সহরের রীতিমত সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। ছানার সন্দেশ পাটনা সহরে পাওয়া যায় না, দানাপুরের বাজারে পাওয়া যায়।

পাটনায় পাটনদেবী ঠাকুরাণী আছেন। এই পাটনাকে পূর্ব্বে পশ্চিম পাটন (কহিত।) সদাগরগণের সদাগরি ছিল, এজন্য পাটনা কহে। এক্ষণে পাটনা সহরের দোকানদার সকল লুঠ-ফেসাদের হাঙ্গামায় দোকানে দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখে না। কাহারও অধিক ক্রয়বিক্রয় হয় না। কারবার প্রায় সর্ব্বত্র বন্ধ হইয়াছে।

পাটনাতে রাত্রি দশ ঘণ্টার পরে বিদেশী লোকের পথে গমনাগমন কঠিন। তিনবার জিজ্ঞাসার পর প্রত্যুত্তর না পাইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবার হুকুম। পাটনাই জিনিসের প্রশংসা বাঙ্গালা দেশে, অতিশয় বড় বস্তু হইলেই পাটনাই কহে। কিন্তু নিজ পাটনাতে কিছু জন্মে না, অন্য অন্য স্থান হইতে দ্রব্যাদি আমদানি হয়, সদাগরির প্রধান পাটনা।

সন ১২৬৪ সাল, ১ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ভূত-চতুর্দ্দশী

পাটনার সবজিবাগের দেওয়ান রামসুন্দরমিত্রের বাটীতে সকল পরিবারকে ও কয়লাঘাটে নৌকা রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সমভ্যারে তিন জন এবং বেহারা কয়েক জন পাল্‌কি লইল, আর কাহাকেও সমভ্যারে লওয়া হইল না। পথের গোলমাল জন্য সামান্য বস্ত্রাদি সমভ্যারে ছিল। পথের খরচ মত টাকা লইয়া প্রাতে রওনা হইয়া সহর ছাড়াইয়া জেলখানা, তাহার

পর ১ ক্রোশ যাইয়া রাস্তা, বর্ষাতে ভাঙ্গিয়া ছিড়ে হইয়াছে, তাহাতে প্রায় এক কোমর জল, তাহাতে নানা কৌশলে পাল্‌কি পার করিয়া ৩॥০ ক্রোশ যাইয়া পড়সার চটী। তাহাতে ১৫ খানা দোকান আছে। পরে ২ ক্রোশ যাইয়া পুনপুনা নদী। এই নদীতে কাষ্ঠের পুল ছিল, তাহাতে তালের গাছের স্তম্ভ আছে। বর্ষাজন্য পুল ভাঙ্গিয়াছে। এজন্য গাড়ী পাল্‌কি ডুলি এক্কা গরু ঘোড়া ছালা সমেত নৌকাতে পার হয়, মনুষ্যগণ হাঁটিয়া পার হইতে পারে। উরতের উপর জল। নদীর তীরে আসিয়া নৌকায় পার হইয়া ঘাটের উপর চটী আছে, তাহাতে পাঁচ খানা দোকান আছে। পুলের নিকটে সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা আছে, বটতলাতে গুদারের চাপরাশি এবং ফাঁড়ির জমাদার থাকে। ঐ স্থানে পাল্‌কি রাখিয়া পুনপুনাতে স্নান-তর্পণ করা হইল। এই পুনপুনা নদীকে আদিগঙ্গা কহে। পশ্চিমদেশের দেশওয়ালী যাহারা এই পথে গয়াক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা এস্থানে শ্রাদ্ধাদি করে। আমরা স্নান-তর্পণান্তে জলযোগ করিয়া ১ ক্রোশ পরে ডুবরিগ্রাম। মুসলমানের বসতি, অনেক ধনী মানুষ্যের বাস আছে। প্রায় ৩০।৪০ ইষ্টকালয়, তদ্ভিন্ন দুই শত খোলার ও মাটীর ঘর হইবে। এই গ্রামে লাল খাঁ বাহাদুরের বাটী। যে লাল খাঁ সিপাহীদিগের গোলযোগে দিল্লীর বাদসাহের প্রধান উজির জেনারল্‌-কমাণ্ডরইন্‌-চিপ্‌ হইয়া যুদ্ধে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে সরকার বাহাদুরের সুবেদার বাহাদুর ছিল, তাহার পর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এডিক্যাম্প হইয়াছিল। ঐ লাল খাঁর বাড়ী ডুবরি গ্রামে, চতুষ্পার্শ্ব গড়কাটা অতি উত্তম বাটী, বাগবাগিচা আছে।

পুনপুনা

লাল খাঁর লাখরাজ রাস্তার পশ্চিম দিকে গ্রামে গ্রামে যাইবার জন্য এক পুল আছে। গ্রাম মধ্যে ভ্রমণের পথ সকল ভাল আছে। গাড়ী পাল্কিতে অনায়াসে গমন হয়, দোকান বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ পিপুলঘুটীর চটী, ছয় দোকান আছে। চিঠির খবরের জন্য এখানে সরকার বাহাদুরের দুই জন সওয়ার আছে। পরে ১ ক্রোশ মুরহর নদী হাঁটিয়া পার হইতে হয়, নদীতীরে ছাতু চানা (ও) চাবেনার এক দোকান আছে। পরে ১ ক্রোশ নাদওয়ানের চটী, ছয় দোকান এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা আছে। পরে ২ ক্রোশ যাইয়া মশৌড়ি গ্রাম, চটীতে থানা আছে, আট খানা দোকান আছে। থানার পশ্চিম বগলের দোকানের ঘরে থাকা হইল। এই স্থানে আহারাদি করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

মশৌড়ি

২ কার্ত্তিক, শনিবার, অমাবস্যা

মশৌড়ির চটী হইতে পাঁচ ক্রোশ জাহানা গ্রাম। এই গ্রামে ভালরূপ বসতি আছে। এই স্থানে থানা এবং ডাকঘর। বাজারের পূর্ব্বদিকে ডাকঘরে সারদাপ্রসাদ সেন ডিপুটি পোষ্টমাষ্টার, অতি উত্তম মনুষ্য। গ্রামের পশ্চিম দিয়া রাস্তা, গ্রামের প্রান্তে দরধা নদী, নদীর উত্তরদিকে রাস্তার দুই ধারে আট খানা দোকান আছে। নদীতে জল অল্প। এই নদীতে স্নান-তর্পণ করিয়া জলযোগান্তর ২ ক্রোশ যাইয়া টেটাগ্রাম, গ্রামের ভিতরে বাজার, রাস্তার উপরে চটীতে ছয় খানা দোকান আছে। পরে এক ক্রোশ মকদমপুরের চটী, থাকিবার পাঁচ দোকান, এক হালওয়াই আছে। পূর্ব্বদিকে গ্রাম, তাহাতে বাজার

জাহানা

আছে। মকদমপুরের চটীতে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল।

মকদমপুর

এই গ্রাম গোলযোগের সময়ে কুমারসিংহের হাঙ্গামে লুঠ হয়, প্রজাগণের দুরবস্থা হইয়াছে।

৩ কার্ত্তিক, রবিবার, দূত-প্রতিপদ

প্রাতে মকদমপুর হইতে গমন করিয়া গ্রামের প্রান্তে যমুনা নদী, ইহাতে কাষ্ঠের পুল আছে, এই পুলের উপর হইয়া পাটনা দানাপুর গমনাগমনের রিয়ালের রাস্তায় রিয়ালপাতা হইতেছে, গোল-যোগ জন্য কর্ম্ম বন্ধ আছে। স্থানে স্থানে পুনপুনা অবধি লোহা রিয়াল ও কাষ্ঠ স্তূপাকার আছে এবং দ্রব্যাদি বহনের গাড়ী সকল আছে। বাঙ্গালা সব শূন্য। ঐ যমুনার কাষ্ঠের পুলে পার হইয়া ৩ ক্রোশ গমন হইলে পর বেলা-চটী। এই খানে থানা আছে। গ্রামের বসতি পশ্চিমদিকে, তাহার মধ্যে বাজার এবং কোতোয়ালি। বাজারে খাদ্য দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়, হালওয়াইয়ের দোকান দশ খানা আছে, সামান্য মত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, রাস্তার উপর দুই পার্শ্বে দশখানা দোকান আছে, তাহাতে পথিকগণের থাকিবার স্থান। এই বাজারে চাউল দাল ঘৃত লবণ তরকারি লইয়া ১ ক্রোশ আসিয়া নেউনার চটী ৪ দোকান; পরে ২ ক্রোশ যাইয়া চাকনবাগ নামে এক আম্রবাগান। ঐ বাগানের বটতলাতে দুই খানা ছাতু চনা চাবেনার দোকান এবং কূয়া আছে। ঐ বাগে গ্রাম হইতে হাঁড়ি (ও) কাষ্ঠ আনাইয়া রন্ধুই হইয়া আহার হয়, আহারান্তে গমন করিয়া ২॥ ক্রোশ যাইয়া ৺গয়াক্ষেত্রে রামশিলার পাহাড়, পরে ১ ক্রোশ সাহেবগঞ্জ, পরে ১ ক্রোশ বিষ্ণুমন্দির। প্রথমে বামনী-ঘাটে

গয়া

বরণ চৌধুরী গয়ালের বাটীতে যাইয়া ফুলাদইকে প্রণাম করিয়া বসিতে ফুলির তিলক দিয়া পেড়া

এবং তুলসী দিলেন। তথায় বসিয়া শ্রী৺শ্যামা প্রতিমা দশ বার খানা ফল্গুতে বিসর্জ্জন জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিলাম। প্রতিমা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কত দিন এতদ্দেশে, প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া এরূপ বাদ্যভাণ্ড হইয়া শ্যামাপূজা হইতেছে? এ পূজা বাঙ্গালীতে, কি তোমাদের দেশওয়ালিতে করিতেছে?" তাহাতে কহিলেন, "শ্যামা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা প্রতিমা গঠিয়া পাঁচ ছয় বৎসর এখানে হইতেছে। প্রথমে দুই খানি প্রতিমা বাঙ্গালী দুই জন—একজন বাবু কালীচরণ মৈত্র পল্টনে থাকেন, দ্বিতীয় মতি-সুন্দরী দাসী বারাসত-নিবাসী নীলমণি মিত্রের পুত্রবধূ এই দুই বাটীতে পূজা হইয়াছিল। ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী গয়ালিতে প্রায় কুড়ি বাইশ খানি শ্যামা (ও) দশ বারখানি দুর্গা প্রতিমা গঠিয়া পূজা করিতেছে।"

গয়াধামের বাজার সকল দেখিলাম শ্রীভ্রষ্ট, পূর্ব্ব মত দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত নাই, মনুষ্যগণের সুখ নাই, ব্যবসায়িগণ অতিশয় দুঃখিত আছে। সাহেবগঞ্জ পূর্ব্বে যেমত চক-বাজার ছিল, তাহার কিছুই শোভা নাই এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা সকল কেহ দগ্ধ কেহ ভগ্ন এই মত হইয়াছে, কাছারির বাঙ্গালা অগ্নি দগ্ধ, জেলখানার দ্বার ভগ্ন, ডাক্তার খানার ঘর উৎপাটিত, বাঙ্গালীদিগের অনেকে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে, অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারদিগকে দেশে পাঠাইয়া একাকী আছে, ধনিগণ অনেকে নির্ধন হইয়াছে, গয়ালদিগের বাটীতে দরওয়ান চাকর বৃদ্ধি, অর্থ হানি, হাহাকার ধ্বনি। বিষ্ণুপদ দর্শনে সন্ধ্যার পর চারি দণ্ড রাত্রি হইলে দ্বার রুদ্ধ হয়, এই মত ত্রাসিত হইয়া গয়াভূমে সকলে আছে। এতাবৎ দুরবস্থা

গয়ার অবস্থা

দেখিয়া গয়ালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার বৃত্তান্ত কি?" তাহাতে কহিলেন, "সন হালের ২০ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট কমিশনর সাহেবের অনুমতিক্রমে জজ্ কালেক্টর মাজিষ্টর গয়া হইতে পাটনা আসিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে কালেক্টর মণি সাহেব বিবেচনা করিলেন—মবলগ টাকা খাজনাতে মজুত আছে, এ টাকা এক্ষণে রাখিয়া যাওয়া ভাল হয় না, এই বিবেচনা করিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেবাক খাজনা কেরাচিতে বোঝাই করিয়া লইয়া গমন করিল। সাহেবদিগের টাকা লইয়া গয়া ছাড়িয়া যাওয়াতে সহরের সকল লোক ত্রাসিত হইল, দস্যুগণ প্রফুল্ল হইয়া বহু সমাধায় সহর লুঠিবার মানসে একত্র হইল, তাহাদিগের সমভ্যারে দুই জন গয়াল মিলিল, ইহারা হাজার মানুষ একত্র ২১ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট প্রথমে সাহেবগঞ্জের মহাজনদিগের দোকান সকল লুঠ করিল, কাহার কিছু রাখিল না, পরে সহর মধ্যে যেখানে যত দোকান ছিল, সকল বন্ধ হইল। দস্যুগণ অতিশয় প্রবল হইয়া সহরের সকল মনুষ্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া গয়ালদিগের এবং বাঙ্গালী ও আর আর ধনিগণের নিকট হইতে পাঁচশত টাকার কম নহে (এবং) দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত যেমত ব্যক্তি ধনবান্ তাহার নিকট তত টাকা লইয়া স্থগিত রহিল, কিন্তু গয়াল সকল আপন আপন মহল্লা ও বাটী রক্ষার্থে এক শত দেড় শত অস্ত্রধারী বন্দুকচি, খোলা তলোয়ার ও বন্দুকে গুলি ভরিয়া পলিতা জ্বালাইয়া দিবারাত্রি ছিল। এই মত উপদ্রব ছয় দিবস পর্য্যন্ত সহরে ছিল। বাসিন্দারা বাটী হইতে বাহির হইয়া জল আনিতে যাইতে পারে না, সকলের দ্বার রুদ্ধ ছিল, আহারাদি অনেকের হয় নাই। দস্যুগণ প্রায় মুসলমান আটশত, বাকি নীচ জাতি হিন্দু, ইহারা খোলা তরোয়ালে, কাহারও কাহারও

হস্তে বন্দুক পিস্তল কড়াবিন গোলাগুলি পূরিত করিয়া সহরের চতুষ্পার্শ্বে এবং সহর ভিতরে 'আলি আলি' শব্দ ভীষণমূর্ত্তিতে ঘোর-নাদ করিয়া ছিল, এজন্য বিষ্ণুমন্দির পর্য্যন্তও ফটক বন্ধ ছিল, কাহারও দর্শনে গমনাগমনের ক্ষমতা ছিল না। প্রতি দিবস এক এক পিণ্ড দান হওয়া দুষ্কর হইয়াছিল, অতি প্রবল গোলযোগের দিবসে একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ পিণ্ডদান করে, আর কয়েক দিবস অতি কষ্টে পিণ্ডদান হইত। ঐ পুরী মধ্যে যে পূজারী ও চর্দ্দি সওয়াইয়ের নায়েব গোমস্তা সিপাহী যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ এক জন পিণ্ডদান করিত, এই মতে বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান হইয়া পূজাদি হয়।

গয়াভূমের সব্ এসিণ্টাণ্ট সার্জ্জন গোবিন্দ দত্ত আপন পরিবার-দিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া সহর-ঘাটি হইতে পাল্কি করিয়া গয়াতে ডিস্পেন্সরিতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল গোলযোগ শুনিয়া পাল্কি হইতে নামিয়া কাহারের বেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন, আর আর অনেকেই ছদ্মবেশে লুকাইয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সাহেবগণ গয়া হইতে পাটনা গমন করাতে গয়া সহরের এতাদৃশ দুরবস্থার সংবাদ পাটনায় পাইয়া দানাপুর হইতে পঞ্চাশ জন গোরা (ও) পঞ্চাশ জন শিখ-সৈন্য লইয়া কলেক্টর মণি সাহেব এবং জজ, মাজিষ্টর ও আর আর সাহেবগণ গয়াভূমে আসাতে দস্যুগণ ছয় দিবস পরে পলায়ন করিল। ইহাঁরা এই সহরের মনুষ্য ছিল, দস্যুদিগকে ধৃত করিবার নানামত অনুসন্ধান করিয়া প্রধান প্রধান প্রায় একশত ব্যক্তিকে ফাঁসী দিল, বাকি সকল কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাইল না। এই মত দস্যুগণের শাসন হওয়াতে সহর কিছু স্থির হইলে দোকানদার সকল দোকান খুলিয়া

কর্ম্ম-কার্য্য চালাইতে লাগিল, সাহেবেরা পূর্ব্ব মত আপন আপন রাজকার্য্যাদি করিতে লাগিল। প্রায় ১৫।১৬ দিন গতে সংবাদ হইল যে, এক দল পঞ্চশত অশ্বারোহী মেদিনীপুর হইতে বিগড়িয়া অস্ত্র সহিত গয়া সহরে আসিতেছে, ফতেপুরে ছাউনি করিয়াছে। এই সংবাদে সাহেবগণ সাহেবগঞ্জ হইতে পলাইয়া মতিসেন আর বহরি-ভেয়া গয়ালের বাটীতে লুকাইয়া রহিল। শিখ ও গোরাগণ আফিঙের কুঠী রক্ষা করিয়া রহিল, সহর ঘাটিতে যে গোরা রহিল তাহারা সওয়ারদিগের সহিত যুদ্ধ জন্য গমন করিল। সওয়ারগণ এমত লক্ষ্য করিল যে, এক বারে এক শত গোরাকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিল, তাহাতে বাকি গোরাগণ অগ্রগামী হইতে পারিল না, অশ্বারোহিগণ গয়াধামে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুমন্দির বাহির হইতে প্রদক্ষিণ করিয়া সহর প্রবেশ কালীন অগ্রে জেলখানা অর্থাৎ বন্দি-শালার প্রধান দ্বার মুক্ত করিয়া বন্দিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে মুক্ত করিয়া চির বন্দিগণকে সমভ্যারে করিয়া লইল। স্বল্প দিন পরে বন্দিগণকে কহিল, "তোমরা আপন গৃহে গমন কর, প্রজার কদাচ অনিষ্ট করিবে না।"এই কহিয়া সাহেবগঞ্জের কাছারি ঘরের নিকটে গমন করিল। এই সংবাদে মণি সাহেব বহরি-ভেয়ার বাটীতে থাকিয়া বাহির হইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইতে লাগিল। সকলে অনেক নিবারণ করিল, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া আপন ছয়নলা পিস্তল লইয়া একটি ছোট হস্তীর উপরে দুই কালকম্বলের কামানা-কৃতি করিয়া সওয়ারদিগের সম্মুখে গেলেন, অশ্বারোহীরা দূর হইতে হস্তীর উপরে কৃত্রিম কামানকে কামান জ্ঞানে মণিসাহেবের সম্মুখে কেহ আসিতে পারে না, সকলে ভীত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল, পরে অশ্বারোহিগণ বিবেচনা করিল যে, "আমরা মরিবার

ত্রাসে পলাইয়া যাওয়া ভাল হয় না, দেখিতে হইবে। কিন্তু একেবারে সকলে না যাইয়া দুই জনে অগ্রে নিকটে যাও।” ইহা কহিয়া দুইজন ধাওয়া করিয়া গজারূঢ় সাহেবের সম্মুখে আসিয়া হস্তিশুণ্ড ধরিয়া দেখিল কৃত্রিম কামান। সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিল, “তোমাদের অনেক নিমক খাইয়াছি, তোমার প্রাণদণ্ড করিব না। তুমি পলাইয়া যাও।” তাহা মণিসাহেব না শুনিয়া পিস্তল চালাইয়াছিল, অশ্বারোহিগণ অতি সুশিক্ষিত, ঐ গুলি উপর্র হইয়া গেল। উহারা অশ্বসমেত ভূমিতে লিপ্ত হইয়া রহিল, পরে সঙ্কেত শব্দ করিলে সকল অশ্বারোহী চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া আইল। তখন মণিসাহেব হস্তী লইয়া পলায়ন করিল। বিপক্ষগণ সাহেবগঞ্জে প্রবেশ করিয়া সাহেবদিগের থাকিবার যত বাঙ্গালা এবং জজ মাজিষ্টর কালেক্‌টরি কাছারি ডাকঘর ডাক্তারখানা সকল ঘরে অগ্নি দিয়া প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল। ঐ সময়ে বন্দিগণ যাহাদিগকে বন্দিশালা হইতে মুক্ত করে, তাহারা এবং সহরের বদমায়েসগণ একত্র হইয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালা, যাহাতে অগ্নি দেয় নাই, তাহার দ্রব্যাদি কপাট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া লইল এবং সহরের যত বাজার এবং কুঠীওয়ালার কুঠী লুঠ করিতে লাগিল, কাহার কিছু দ্রব্য দ্বিতীয় বার লুঠে রাখিল না, অন্যান্য জিনিস লওয়ার কথা কি কহিব? পাথরওয়ালার পাথর, আচার মোরব্বা শালপাতা পর্য্যন্ত দুষ্টগণ লুঠিয়া ভাঙ্গিয়া পোড়াইয়া তছরুপাত করিয়াছে, সওয়ারগণ সহর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর দস্যুগণ পলাইয়াছে। এই সকল উপদ্রবে সহরের ছিন্নাবস্থা হইয়া ভগ্নভাব আছে।

এই সকল কথা তথায় শুনিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তথা হইতে রৌদি নামক এক জন গয়ালের চাকর, তাহাকে

সমভ্যারে করিয়া কালীবাবু আপন গয়াল উপডিহি মহল্লার মতিচাঁদ ঢেড়ির বাটীতে মুখোপোধ্যায় সমভ্যারে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলাম। ঐ স্থানে যাইয়া বিবেচনা হইল অন্য স্থানে বাসা করা। এই কথা হইতে হইতে মতিচাঁদের পৌত্র রামহরি ঢেড়ির এক জন গোমস্তা আসিয়া সংবাদ করিল যে, পুনরায় এক পল্টন বেগড়া সিপাহী আসিতেছে, মাজিষ্টর সাহেব সহর-ঘাটিতে গোরা আনিতে গিয়াছেন, যে কিছু সৈন্য গয়াতে ছিল, মণিসাহেব তাহাদিগকে লইয়া ধাওয়া করিয়া ফতেপুর গমন করিলেন। ইহা শুনিয়া আমরা চাঁদচকে মতিচাঁদের যে বাগান বাটী আছে, তাহাতে আসিয়া বাসা হইল। বেহারাগণ পাল্‌কি লইয়া বাগানের সম্মুখে দোকানে রহিল। এ দিবস তীর্থোপবাস, রাত্রে শয়ন করিয়া থাকা হইল, অতিশয় মশা—গয়ার মশা, রাত্রে নিদ্রা হইল না।

৪ কার্ত্তিক, সোমবার, যমদ্বিতীয়া

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া গয়ালের বাটীতে যাইয়া কহা হইল, "আমরা পথের ভয় জন্য টাকা কিছুই লইয়া আসি নাই, অতএব কিছু টাকা দিতে হইবে, পাটনা-মোকামে টাকা দিব।" তাহাতে কালীবাবুর গয়াল রামহরি কহিলেন, "আমি নগদ এক পয়সা এক্ষণে দিতে পারিব না, তাহার কারণ লুঠ-ফসাদের গোলযোগের জন্য আমাদের নগদ টাকা কিম্বা স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্রব্যাদি কিছুই বাহিরে নাই। সকল গজগিরি করিয়া রাখিয়াছি, পাইবে না।" ইহা কহিয়া কহিলেন যে, "তোমরা যাও, যদি শীঘ্র করিয়া আজকার মধ্যে পিণ্ডদান করিতে

পার, তবেই হইবে, নচেৎ যেমত গোলযোগ শুনিতেছি বিষ্ণু-মন্দির যাওয়া কঠিন হইবে।" এই কথা শুনিয়া আপন আপন গয়ালের চাকর আচার্য্য অর্থাৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণ লইয়া শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পরিধেয় বস্ত্র অন্বেষণ করিয়া দেড় পাই হাতের জেলে কাচা আড়াই পাই হাত দিয়া ঐ কাপড় লওয়া হইল, অন্য রকম কাপড় পাওয়া গেল না, যাহা পাওয়া গেল তাহাই সকলে হাতাহাতি করিয়া লইয়া ফল্গুতে যাইয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া, প্রথমে ফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া প্রথামত পিণ্ডদান হইল। পরে বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া নাট-মন্দিরে শ্রাদ্ধ করিয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়া, পরে দানাদি করিয়া সুফল লওয়া হইল। বেলা আড়াই প্রহর গতে তথা হইতে বাহির হইয়া কালীবাবু ও মুখোপাধ্যায় বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে গেলেন, আমি গয়ালের বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে এবং গয়ালকে বিদায় করিতে ও বিদায় হইতে কিছু বিলম্ব হইল। তাহার পর চাঁদচকের বাগানের বাসাতে গয়ালের চাকর রৌদিকে সমভ্যারে করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম ফটক সকল কপাট বন্ধ করিয়া তাহাতে মাটী দিয়া ভরাট করিতেছে। তৎকালে লাল-দরজা আর মতিসেনের বৈঠকের নীচের ফটক—এই দুই ফটক রুদ্ধ হইয়াছে, বাকি হই-বার উদ্যোগ। ফটক দিয়া বাহির হইয়া বাসায় আসিবার পথ না পাইয়া গলিতে গলিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ বেড় দিয়া বাহির রাস্তা হইয়া বাসাতে পহুছিলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম যে, নগরের যত মনুষ্য সকলে পলায়নোন্মুখ, আপন গৃহের দ্রব্যাদি বাল-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ স্কন্ধে পৃষ্ঠে মস্তকে হস্তে করিয়া

রহিয়াছে, কেহ পর্ব্বতে কেহ গ্রামান্তে কেহ ফটকের ভিতরে লুইয়া যাইবার তদ্বিরে আছে, সাহেবদিগের কাগজাত এবং এলবাস দ্রব্যাদি পর্ব্বতে পাঠাইয়াছে। সাহেবগণ যুদ্ধ-সজ্জায় সন্ধিস্থানে স্থানে আছেন, কেহ পর্ব্বত উপরে কেহ দুরবীণ দিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বাঙ্গালী সকল আপন আপন তৈজস এবং যাহার যাহা অর্থাদি ছিল, তাহা মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া তাহার উপরে ছুত হাঁড়ি পাঁশ ছাই আবর্জ্জনা ফেলিয়া কদাকার স্থান করিয়া রাখিয়াছে, এক এক মলিন বস্ত্রে ছদ্মবেশে রহিয়াছে। গয়াল কি আর আর ধনাঢ্যগণ মহল্লার ভিতরে যাহাদের বাস, তাহারা আপন দ্বারে বহুতর দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়া খোলা তরোয়াল, পেশকবজ, কাটার, বল্লম, বন্দুক, পিস্তল, কড়াবিনে বারুদ গুলি ভরিয়া পলিতা জ্বালাইয়া, ধানকীগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। বাটীর উপরতলার ছাতের উপর ছোট বড় পাথর তুলিয়াছে, যদি দস্যুগণ লুঠ করিতে আইসে, তবে উপর হইতে পাথর ফেলিয়া মারিবে, এই মত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল দেখিয়া চাঁদচকের বাগানে আসিয়া দেখিলাম, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্রব্য আনিয়া রাখিয়াছে। তিন জন ব্রাহ্মণের এক জন আসিয়াছে, দুই জন আসিতে পারে নাই। এক জনকে আহার করাইয়া দুই জনের ভোজন দ্রব্য গয়ালের লোক দ্বারা পাঠান হইল। হাট ঘাট বাজার দোকান সকলই বন্ধ, সরকারের হুকুম মতে থানাদারগণ কাহার ইত্যাদি মজুর লোক সকলকে বেগার ধরিতেছে, তাহার কলরব। এই সকল গোলযোগে গয়াভূমি টলটল করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুনরায় গয়াসুর

উঠিয়াছে, সেই মত মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অন্নাদি আহার করা হইল না, জলযোগ করিয়া থাকিতে হইল। দিবাবসানে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, আমাদের বাসার নিকটে গোদাবরী পাহাড়, তাহার উপর তিন জন সাহেব দূরবীণ লইয়া প্রাতঃকালাবধি ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় হইতে নীচে আইল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে কহিল, "পণ্টন এ পথে বুঝি আসিতে পারিল না। পূর্ব্ব আর দক্ষিণ এই দুই দিকে গোরাসৈন্যগণ, পশ্চিম আর উত্তর দিকে শিখসৈন্য পথরুদ্ধ করিয়াছে। শোণভদ্রের মুখে পাঁচ শত গোরা তোপ সমেত আছে, কোনক্রমে এখানে প্রবেশ হইতে পারিবে না। যে সকল সেনা লইয়া সেনাপতিগণ গিয়াছে, ইহাদিগকে নিপাত না করিতে পারিলে সহরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। আট ক্রোশ অন্তর ফতেপুর, তথায় আছে।" এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভয় ঘুচিয়া সাহস হইয়া সন্ধ্যাগতে ৺বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে গমন করিয়া দর্শনাদি চরণ-তুলসী লইয়া বাসায় আসিয়া পেড়া (ও) পাথরবাটী লইবার জন্য অনেক তদ্বির করিলাম, কিছুই পাইলাম না। পেড়ার দোকান বন্ধ, পাথরবাটীর দোকান মাত্র নাই, কেবল বাটী ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহা দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়া বাসাতে আসিয়া শয়ন করা হইল। কিন্তু রাত্রে চিন্তাতে নিদ্রা হয় নাই, তিন জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাত্র শেষ হইল।

৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

অতি প্রত্যূষে চাঁদ চকের বাগানের বাসা হইতে বাহির হইয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া বেলাচটী। এখানে দেখিলাম, কোম্পানি

বাহাদুরের ৫০ জন শিখসৈন্য জাহানা হইতে গয়া সহর রক্ষার্থ যাইতেছিল। ইতোমধ্যে সওয়ার আসিয়া সংবাদ দিল যে, বেগড়া পল্টন পাহাড়ের পথে বেলায় আসিতেছে, এজন্য গোরা ৫০ জন মাঠের পথে যাইতেছে, শিখগণ বেলাতে থাক। এই সংবাদ চিঠির দ্বারায় দিয়া গেল। এই সকল খবরাখবর জন্য ঘাটীতে ঘাটীতে চারি জন করিয়া সওয়ার ঘোড়া কসিয়া কোমর বান্ধিয়া প্রস্তুত আছে। এই মত পথের গোলযোগ দেখিয়া বেলাতে মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া জলযোগান্তে ৩ ক্রোশ আসিয়া যমুনা নদীর কাষ্ঠের পুল পার হইয়া মকদমপুরের চটীতে বেলা দুই প্রহর সময়ে পহুছিয়া পাকাদি হইয়া আহার করিয়া এই চটীতে থাকা হইল।

বেলা

৬ কার্ত্তিক, বুধবার, চতুর্থী

অতি প্রাতে মকদমপুরের চটী হইতে রওনা হইয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া দরধা নদী পার হইয়া জাহানা, পরে ৫ ক্রোশ মশৌড়ি, বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে থানার নিকট চটীতে পহুছিয়া স্নানাদি করিয়া রসুয়ের উদ্যোগ করিয়া রসুই হয়। আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল। রাত্র দুই প্রহর সময়ে মুখোপাধ্যায়ের জ্বর হইল, তজ্জন্য রাত্রে নিদ্রা হইল না।

৭ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

প্রাতে মুখোপাধ্যায়ের জন্য এক ডুলি (ও) তিন কাহার পাওয়া গেল, তাহাতেই সওয়ার করাইয়া মশৌড়ি হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া নাদাওয়ানের চটীতে আর দুই জন কাহার করিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া পুনপুনা নদী, তাহাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগান্তে

নৌকায় পার হইয়া ২॥৹ ক্রোশ আসিয়া পড়সার চটী, তথায় ১২ দোকান আছে। পরে ১ ক্রোশ রাস্তার ছিড়ে, জল পার হইয়া ১ ক্রোশ পাটনার সব্‌জিবাগ, মিত্রের বাটী। তথায় বেলা আড়াই প্রহরের সময় পহুছিলে পর আহারের উদ্যোগ হইয়া রসুই হইলে পর আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় নৌকায় যাইয়া শয়ন হইল।

৮ কার্ত্তিক, শুক্রবার, পঞ্চমী

প্রাতে পাটনার রাণীঘাটের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া নৌকাতে জলযোগ হইয়া, সহর ভ্রমণ করিয়া, সব্‌জিবাগের বাসাতে আহারাদি করিয়া, বৈকালে নৌকায় আসিয়া রাত্রে জল খাইয়া নৌকায় শয়ন হইল। এই দিবস গাজিপুরের চিঠি পাই।

৯ কার্ত্তিক, শনিবার, ষষ্ঠী

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগান্তর সব্‌জি-বাগের বাসাতে গমন। শ্রীকালীবাবু ঐ বাসাতে প্রথমাগমের শ্রাদ্ধ করেন, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকায়স্থ ভোজনোদ্যোগ ছিল। দিবাতে আপনাদের কয়েকজনা, রাত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্কান্নে মিষ্টান্নে জলপান হয়। অধিক রাত্র জন্য নৌকাতে যাওয়া হইল না, বাসাতে শয়ন হইল। এতদ্দেশের ছট-ব্রত—শশা, কলা, কলাই, অঙ্কুর এবং পক্কান্ন।

১০ কার্ত্তিক, রবিবার, সপ্তমী

প্রাতে বাসা হইতে নৌকায় আসিতে গঙ্গার তীরে তীরে দেখিলাম যে, সহরের সকল স্ত্রীলোক যে যেমত ব্যক্তি সে সেইমত যানারোহী, কেহ পাল্‌কি, কেহ মহাপা, কেহ ডুলি, অনেকে পদব্রজে উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে

ছট বা ষষ্ঠী-ব্রত

ভূষিতা হইয়া বালিকা বৃদ্ধা যুবতীগণে রোসনচৌকি টিকারা তাসা কড়া ইত্যাদি যাহার যেমত ক্ষমতা, সেই মত বাদ্য সমভ্যারে নানাজাতি ফল, পাঁচ কলাইয়ের অঙ্কুর, নানামত পক্কান্ন পুরী কচুরি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য আর কাঁদি কাঁদি পাকা কলা, অতি দুঃখী হইলেও এক ছড়া কলা, এক নূতন প্রদীপ এক চাঙ্গারি কুলা আলতা হরীতকী বয়ড়া লালসুতা পান সুপারি ইক্ষু লইয়া ঘাটে ঘাটে সর্ব্বত্র স্ত্রীগণ বসিয়া আছে। সূর্য্যোদয়ে সকলে স্নান করিয়া সূর্য্যনারায়ণের পূজাদি করিয়া বেলা চারিদণ্ড মধ্যে গঙ্গাতীর হইতে আপন আপন গৃহে গমন করে। এ দিবস দেশের কাহার বাটীতে রসুই ইত্যাদি কিছুই হইবে না, পূর্ব্বদিনের যে সমস্ত পক্কান্নাদি আছে, সেই সকল দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া থাকিবে। পূর্ব্ব দিবস বেলা তৃতীয় প্রহরের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বাবধি গঙ্গাতে উপরোক্ত মেলা হইয়াছে, পঞ্চমীতে আরম্ভ সপ্তমীতে সমাপন। পশ্চিম দেশে স্থানে স্থানে ছট পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন। কাশী প্রদেশে চৈত্রাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে এই মত নিয়ম। বৃন্দাবন প্রদেশে শ্রাবণ মাসের ষষ্ঠীতে এই নিয়ম। গুজরাট, বোম্বাই, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, পুনা, সেতারা, সাগর, জব্বলপুর, নর্ম্মদা, নাগপুর ইত্যাদি দক্ষিণ-দেশের জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে বাসী দ্রব্য ভোজন করে।

গঙ্গাতীরে ছটের মেলা দেখিয়া নৌকাতে আসিয়া স্নানাদি করিয়া সহর ভ্রমণ। কালীবাবু প্রভৃতি ও সকল স্ত্রীলোক ক্রমে নৌকাতে আসিয়া চড়া মধ্যে রসুই হইয়া চড়াতে আহারাদি হইল। রাজকৃষ্ণমিশ্রের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভাগিনী স্বদেশগমন জন্য নৌকাতে আসিলেন, তথায় রাত্রে স্থিতি হইল।

পাটনা হইতে কলিকাতা

সন ১২৬৪ সাল, ১১ কার্ত্তিক, সোমবার, অষ্টমী

প্রাতে পাটনায় গঙ্গার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া চকের ঘাট, যেখানে মাল আমদানী রপ্তানী হয়। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া মারুগঞ্জ, এখানে বাজার এবং বসতি (ও) আড়ত ভাল আছে। এখানকার বরফি অতি-উত্তম। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া বাবুয়াজির বাগান। এই বাগানে এক অতি উত্তম বাউড়ি আছে, জল মধ্যে এক প্রস্থ বাটী, বৈঠক-খানা, অতি উৎকৃষ্ট, দেখিতে সুসভ্য, অতি মনোরম। বাগানে নানা জাতীয় ফল ফুলের বৃক্ষ লতা আছে, প্রায় দশ বিঘা জমিতে নারিকেল গাছ, সকল গাছ ফলবান, মুচি মুচি সমান ফলিয়াছে। এমত রূপ নারিকেল গাছ এতদ্দেশে কোথাও নাই। বাগানের শৃঙ্খলা কি মত আছে, তাহা কি কহিব? এমত শ্রেণীমত প্রায় দেখা যায় না। এক এক রকম গাছ এক এক স্থানে আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর মধ্যে এক বৈঠকখানা। এই মত ত্রিশ বত্রিশ স্থানে বৈঠকখানা, তাহাতে বৃক্ষগণ। প্রধান বৈঠকখানার চতুষ্পার্শ্ব নানাজাতি সুগন্ধি পুষ্পে বেষ্টিত আছে। পরে ২ ক্রোশ ফতুয়ার ঘাট। এই ঘাটে গয়ালদিগের বাসাবাটী এবং গোমস্তা (ও) বরকন্দাজ আছে। এই স্থান হইতে নৌকা-পথের যাত্রিগণ গয়াধামে গমন করে। বাজার এবং যাত্রী থাকিবার ঘর আছে। গত বৎসরাবধি দস্যুভয় জন্য ফতুয়ার পথে যাত্রীর গমনাগমন প্রায় বন্ধ। বিশেষতঃ এ বৎসর বিদ্রোহী পদাতিকদিগের উপদ্রবে

দস্যুভয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ বৈকুণ্ঠপুর বাজার আছে, পরে ৩ ক্রোশ বেণীপুর গ্রাম। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রূপস গ্রাম। এখানে গঙ্গার দুই পারে সময়ে সময়ে অতিশয় বেগ হয়। সন ১২৫৯ সালে এমন কঠিন বেগ ছিল যে, নৌকাদি উজান উঠিতে অনেক নষ্ট হইয়াছে। এই রূপস উত্তর পারে, জালেম-জোলমের ঘর। তাহারা দুরাত্মা দস্যু ছিল, দিবাতে নৌকা লুঠিয়া লইত, কাহাকেও শঙ্কা ছিল না। মানবারোহী নৌকার চড়ন্দারকে কহিত যে, "আমার এই দ্রব্যের প্রয়োজন আছে দাও, না দাও সকল লুঠিয়া লইব।" তাহা দিলে আর কিছুই কহিত না, বরং চড়ন্দারের খোলসা জন্য মহাজনকে এমত চিঠি লিখিত যে, "এত পরিমাণের দ্রব্য আমরা লইয়াছি, এজন্য চড়ন্দারের প্রতি যদি কিছু বদিয়ত কর, তবে তোমার সহিত ভাল করিয়া দেখা করিব।" এই মত দৌরাত্ম্য করিয়া মহাজন লোকের এবং পথিকগণের পথের বিশেষ কণ্টক ছিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়া দুরাত্মা দুরাচারদিগের দমনের জন্য সাহেব মাজিষ্টরের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়াতে ঐ দুরাত্মাদিগকে নানা কৌশলে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। তদবধি পথ সকল নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এক্ষণে রাজদ্রোহী পদাতিকগণের মহোপদ্রবে সর্ব্বত্রই জালেম-জোলমের অধিক হইয়াছে। এই দক্ষিণপার রূপসের নিকট রাত্রে স্থিতি হইল।

জালেম-জোলম দস্যুদ্বয়

১২ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, নবমী

প্রাতে রূপসের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নৌকায় রওনা হইয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া বাড় নামে গ্রাম। এখানে বাজার এবং

বসতি আছে, খাদ্যদ্রব্য সকলই পাওয়া যায়। পাটনা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, পরে ৫ ক্রোশ আসিয়া মকিয়াপুর মো। এই চড়াতে আহার হয়। পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া দরিয়াপুর, এখানে দোকান আছে, জলের অতিশয় স্রোত, উজান নৌকাগুলিতে যে কষ্ট দুঃখ তাহা কহা যায় না। যাহারা গুণ টানিতেছে, তাহারা এমত ঝুঁকিয়া আসিতেছে যে, মুখ প্রায় ভূমির সহিত লিপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহার পর ২ ক্রোশ অন্তরে এক চড়াতে আফিঙের বহর লাগান করিল। তাহার নিকটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে স্থিতি হইল।

১৩ কার্ত্তিক, বুধবার, দশমী

চড়াতে প্রাতঃকৃত্য (ও) গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৪ ক্রোশ আসিয়া সূর্য্যগাড়া, পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া এক চড়া। ঐ চড়াতে রসুই করিয়া আহার করা হইল। তাহার পর ৬ ক্রোশ আসিয়া মুঙ্গের, জরাসন্ধগড়। এক্ষণে এক কেল্লা আছে, ২০০ শত গোরা থাকে। জজ মাজিষ্টর কালেক্টরের কাছারি সকল ডাকঘর ডাক্তারখানা কোতোয়ালি সহরের ভিতর। গঙ্গাতীরে কেল্লা, কেল্লার নিকটে কয়লাঘাট, তাহার পর বাজার, পরে ষ্টীমার অফিস। গঙ্গাতীরের বাজারে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের মধ্যে চকবাজার তাহাতে শৃঙ্খলামত দোকান সকল উত্তম উত্তম দ্রব্যে সুশোভিত, মনোহারী দোকানে নানামত দ্রব্যাদি, হালওয়াইপটী মিষ্টান্নে পক্কান্নে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাঁশের চাঙ্গারি, ডালা, ছোট ধুচুনি, চুপড়ি (ও) রঙ্গবেরঙ্গের ভাল ভাল সাজি আছে, নানা জাতীয় পক্ষী—ময়না, শ্যামা, লালবুলবুল, টিয়া, টুসী, ফরাজ, কাজলা, মদনা, চন্দনা, সার, সারস ইত্যাদি অনেক রকম রকম পাহাড়িয়া

মুঙ্গের

পক্ষী সকলের শাবক ব্যাধগণ লইয়া বিক্রয় করিতেছে। পাথরের থালা রেকাব ভাল ভাল পাওয়া যায়, গঙ্গাতীরে দোকান সকল। এই সহরের কেল্লার নিকট কয়লাঘাটে অবস্থিতি হইল।

১৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, একাদশী

প্রাতে মুঙ্গেরের কয়লাঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া জলপথে ৬ ক্রোশ আসিয়া সীতাকুণ্ড যাইবার ঘাট। এখান হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণদিকে যাইতে হয়, তাহার পর পর্ব্বতের নিকটে সীতাকুণ্ড। এই স্থানে সীতাকুণ্ড আছে, তাহার মধ্যে তিন কুণ্ডের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া পাণ্ডাগণ আছে। ইহার মধ্যে সীতাকুণ্ডের চারিদিকে পাকা সিঁড়ি, নিকটে ঘর আছে, প্রাচীরে ঘেরা। এই কুণ্ডের জলে গরম ধুঁয়া উঠিতেছে, জল অতি উষ্ণ, স্নানাদি করিতে পারা যায় না, কিন্তু জলে চাউল দিলে সিদ্ধ হয় না, ফুল দিয়া পূজা করিলে গরম জলে ফুল ফেলিলে যেমত সিদ্ধ হয়, তাহা হয় না, ক্রমে পচিয়া যায়। এই সকল কুণ্ডের জল মানকুণ্ডে পড়িয়া বাহির হইতেছে। রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ-কুণ্ড, ভরতকুণ্ড, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি কয়েক কুণ্ডের জল শীতল। ঐ সকল কুণ্ডের পরিচ্ছেদ নাই, পানাপোকা হইয়া আছে। মুঙ্গের হইতে ডাঙ্গাপথে ২ ক্রোশ, জলপথে ৬ ক্রোশ। তাহার পর ২ ক্রোশ বুড়িয়াডিমা গ্রাম, চল্লিশ বিয়াল্লিশ ঘর বসতি। এই গ্রামের নীচে চড়াতে আহার করিয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ জাঙ্গিরা। এখানে বসতি এবং বাজার আছে। এই স্থান জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান। জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষ করিয়া পান করেন। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্ব গঙ্গাবেষ্টিত, গঙ্গার মধ্যে পর্ব্বত, পর্ব্বতোপরি জহ্নুমুনির শিব-স্থাপন। এ পাহাড়ের

সীতাকুণ্ড

জাঙ্গিরা

জহ্নুমুনির আশ্রম

উপরে কেহ থাকিতে পারে না, একজন উদাসীন কুটীর করিয়াছিল, সর্পভয়ে থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ বৃহৎ সর্পগণ আছে। জলের ভিতর অনেক পাথর আছে, জল অতিশয় বেগবান্, উজান-ভেটেল দুই দিকে যাওয়াই কঠিন, বিশেষতঃ শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাসে এই জল এমত ভয়ানক হয় যে, দুই ক্রোশ থাকিতে ভেটেল নৌকার মাঝি হাল ছাড়িয়া বৈসে, কোন ক্রমে পাহাড়ের উপর নৌকা না পড়ে। বাজারের নিকট এক খাল আছে, তাহার ভাটিতে যাইয়া নৌকা রাত্রে রহিল।

১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, দ্বাদশী

প্রাতে জাঙ্গিরার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ১০ ক্রোশ আসিয়া ভাগলপুর, গঙ্গা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ অন্তর সহর।

ভাগলপুর

পূর্ব্বে সহরের নীচে গঙ্গা ছিল। সহর মধ্যে অনেক ধনী আছেন, জজ্ কালেক্টর মাজিষ্টর পোষ্টমাষ্টার ডাক্তারখানা আছে। এখানে গোরা-সৈন্য আছে। ভাগলপুরে খেশের আড়ঙ্গ, সহরে অনেক বসতি। ইহার মধ্যে চড়াতে পাকাদি হইয়া আহার করিয়া, পরে ৫ ক্রোশ ইংলিসের বাজার, তাহার পর ৫ ক্রোশ কহল-গাঁর বাজার, খালের পারে। এখানে জলের মধ্যে তিনটা পর্ব্বত আছে। ইহাকে ভীমের ঝিঁক কহে। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে অনেক ছোট ছোট পাহাড় স্বরূপ আছে। গঙ্গা অতিশয় বেগবতী, নৌকা সামলান অতি সুকঠিন। ভেটেল নৌকায় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে দুই ক্রোশ থাকিতে সাবধান হইতে হয়, নচেৎ ঐ পর্ব্বত উপরে পড়িলে মহাবিপদ ঘটে। উজান নৌকা অনেক কষ্টে তুলিতে হয়। তাবৎ

দিবা গুণ টানিয়া নঙ্গর ফেলিয়া হদ্দ ১ ক্রোশ উঠিতে পারে এত জল, ঘোর পাক পাইয়া কড়া আছে। কহলগাঁ তুল্য জলের প্রবল বেগ কোথাও নাই।

কহল গাঁ

সন্ধ্যার সময়ে কহল-গাঁয়ের বাজারে নীচে অর্থাৎ ভাটী প্রায় এক পুয়া যাইয়া যে ঘাট, ঐ ঘাটে নৌকা ধরিয়া বাজার দেখিতে যাওয়া হইল। বাজারে দোকান প্রায় ত্রিশ বত্রিশ খানি আছে, ভাল দ্রব্য কিছু নাই, মোটা চাউল খেঁসারি মুসুরির দাল চিড়ে মুড়ি জলপান ইহাই অনেক। এই স্থানে রাত্রে অবস্থিতি হইল।

১৬ কার্ত্তিক, শনিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে কহল-গাঁয়ের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া পাথরঘাটা। ইহার জল মধ্যে অনেক পাথর আছে, জলের অতিশয় বেগ, নৌকা অতি সাবধানে আনিতে হয়। জল মধ্যে যে সব পাথর আছে, তাহার উপর নৌকা পড়িলে রক্ষা হওয়া কঠিন, জল অতিশয় কড়া। উজান নৌকা কহলগাঁ হইতে দুই ঘণ্টার পথ দুই দিনের কম যাইতে পারে না। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া কুশী নদীর মোহানা, পরে ৫ ক্রোশ পীরপৈঁতি। এক্ষণে গঙ্গা পীরপৈঁতির নীচে নাই, প্রায় ১ ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা হইয়াছে। উত্তর পারে যে নীলকুঠী ছিল, তাহা গঙ্গার ভাঙ্গনে গত হইয়াছে।

পাথর-ঘাটা

পীরপৈঁতি

পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া গঙ্গাপ্রসাদ টিলার উপর এক সাহেবের বাঙ্গালা আছে, নীচে বাজার (ও) দশ বার খানি দোকান আছে। পরে ৫ ক্রোশ সাঁকড়িগলির পাহাড়, গঙ্গার তীরে বাজার। ইহার পরে ২ ক্রোশ আসিয়া পাহাড়ের নিকটে রাত্রে থাকা হইল।

১৭ কার্ত্তিক, রবিবার, চতুর্দ্দশী

পাহাড়ের নিকটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া কুড়িখোল, গঙ্গাতীরে দোকান আছে। পরে ৫ ক্রোশ রাজমহল। পূর্ব্বে থানার ঘাটে নৌকা লাগিত, এক্ষণে চড়া পড়িয়া বাজার প্রায় এক ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। ঐ স্থানে নৌকা রাখিয়া বাজারে গমন করা হইল। পথিমধ্যে ডাকঘর, তথায় চিঠি দিয়া পরে যে রেলরোড হইতেছে, তাহা দেখিয়া বাজারে গিয়াছিলাম। বাজারে প্রায় তাবৎ দ্রব্য পাওয়া যায়। এস্থান দোভাষী দেশ, প্রায় বাঙ্গালা কথা কহে। জজ মাজিষ্টর কালেক্‌টরি কাছারি, রেলরোড-অফিস, ডাকঘর (ও) ডাক্তারখানা আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে রাজমহল গুলজার করিতেছে, বন কাটিয়া অনেক নূতন বাঙ্গালা হইতেছে। গঙ্গাতীরে যে সকল ঝোড় জঙ্গল আছে, তাহা কাটিয়া দোকান বসাইতেছে। ক্রমে সহর তুল্য হইবার সম্ভাবনা। দেখিয়া বোধ হইল, পূর্ব্বে স্থান উত্তম ছিল না, বন জঙ্গল মধ্যে জেলা ছিল, এক্ষণে শৃঙ্খলা মতে বসতি বাজার হইতেছে। রাজমহলের মাটী, ঝেঁটা (ও) লোহার জিনিস ভাল, মৎস্য সস্তা। রাজমহলের বাজারে হাট বাজার করিয়া ৮ ক্রোশ আসিয়া নিমতলা গ্রাম। এই স্থানে নীলকর সাহেবের কুঠী আছে। এই স্থানে জেলার কাছারি হইয়াছিল, পর্ব্বতের জল-প্রবাহে ডুবিয়া যাওয়াতে রাজমহলে কাছারি হইয়াছে। এই নিমতলাতে সন্ধ্যার পর আহার করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হয়।

রাজমহল

১৮ কার্ত্তিক, সোমবার, পৌর্ণমাসী, ত্র্যহস্পর্শ

প্রাতে নিমতলা হইতে নৌকা খুলিয়া ৪ ক্রোশ আসিয়া

লক্ষ্মীপুর, এ স্থানে স্নানাদি সমাপন করিয়া ৪ ক্রোশ পরে এক চড়াতে আহার করা হয়। তাহার পর ৫ ক্রোশ আসিয়া কানসাটের বাজার, অনেক কলার বাগান আছে। ছোট ছোট পাহাড়, অতিশয় জঙ্গল, তাহার ভিতর বসতি আছে। মধ্যে মধ্যে বাঘাই ভয় হয়। ইহার ১ ক্রোশ পরে শিবগঞ্জ। এই বাজারে চাউলের আড়ত (আছে) এবং তসরের কাপড় সস্তা। এই গঞ্জ হইতে মহাজনগণ চাউল (ও) তসর কাপড় লইয়া পশ্চিম-দেশে ব্যবসা জন্য যায়। ইহার পরে গঙ্গাতে পদ্মাতে সঙ্গম। এই খাতে গঙ্গায় পাড়ি দিয়া পদ্মাতে যাইতে হয়। পদ্মা ২ ক্রোশ বাহিলে তড়িগ্রাম। তাহার দক্ষিণ পারে পদ্মায় রাত্রে থাকা হইল। যে স্থানে সঙ্গম ঐ স্থল হইতে শঙ্খাসুর ছলনা করিয়া গঙ্গাকে লইয়া যায়।

শিবগঞ্জ

১৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া

প্রাতে পদ্মাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া ভাগীরথীর পুরাতন মোহানা, জল অতি অল্প, নৌকা-পথ রুদ্ধ। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া আর এক মোহানা, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। ভাগীরথীর দুই মোহানা বন্ধ হইলে পর ৫ ক্রোশ আসিয়া পদ্মা হইতে খাল কাটিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আনিয়া গঙ্গাতে মিশাইয়াছে, তাহাতে নৌকা গতায়াত করিতেছে। মোহানা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ ছাপঘাটীর বাজার। ক্রোশ পরে শঙ্করের বাজার, ২০ দোকান আর বসতি আছে। পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া জঙ্গিপুর, মাসুলঘাটা। এই ঘাটের মাসুল তহশীল জন্য একজন সাহেব আছে, এক দারগা

পদ্মা

সেরেস্তাদার, মোহরের, খাজাঞ্চি, পোতদার (ও) দুই জন কেরাণী আছে। ইহা ভিন্ন কুতের মোহরের, চাপরাশি (ও) গস্তের পান্‌সী অনেক আছে। প্রায় এক

জঙ্গিপুর-মাসুলঘাটা

কালেক্টরির কাছারির ন্যায়। সওয়ারি নৌকার দাঁড় মাসুল (লয়)। ফি দাঁড় তিন আনা, মাল বোঝাই কুতে শতকরা ৸৹ বার আনা মাসুল দিতে হয়। এই মাসুল ঘাটে দাঁড়ের মাসুল দিয়া সাহেবের সহি চেক লওয়া হইল, কিন্তু যাহারা নৌকা দেখিতে আইসে, তাহারা কিছু লইবার জন্য নানামত ফেসাদ উপস্থিত করে। নৌকার ভিতর ডহরা খুলিয়া মাল তদারক করিবার অছিলাতে লণ্ডভণ্ড করে এবং অনেক বিলম্ব করিয়া কুত-ছাড়-চিঠি দেয়। কুতছাড়-চিঠি না পাইলে মাসুল দাখিল হইয়া ছাড় পায় না। এই সকল কারণে সওয়ার ভীত হইলে কুত মুহুরিদিগকে কিছু দিয়া জিনিস-পত্র তুলিতে না দিয়া ছাড় করিয়া চিঠি লয়। আমাদের নৌকাতে আসিয়া সিন্দুক সকল ও আর আর দ্রব্যাদি পাথর ইত্যাদি দেখিয়া নৌকার কুত মাসুল করিতে উদ্যত, তাহা হইলে পাঁচশত মণের মাসুল দিতে হয়। কুত-মুহুরির নানামত গোলযোগ দেখিয়া খোদ সাহেবের নিকট যাইয়া জানান হইল যে, 'আমাদের সওয়ারির নৌকা, আপনাদিগের আসবাব সকল নৌকাতে আছে, তাঁহাতে সিন্দুক পেটরা বাক্স ইত্যাদি আছে, তাহাতে সকল রকম জিনিস আছে। এ সকল খুলিয়া দেখাইবার কি কারণ? কেবল অনর্থক ক্লেশ দিয়া বিলম্ব করিতেছে।' ইহা শুনিবামাত্র সাহেব এবং কাছারির আমলাগণ চাপরাশিকে কহিল, "জিনিষ তুলিবার কি প্রয়োজন? ভদ্রলোকের সওয়ারি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক নৌকাতে আছে, শীঘ্র ছাড়-চিঠি করিতে কহগে।" সাহেব ধমকাইয়া কহিয়া

দিল, তবে কৃত মুহুরিকে নিরস্ত করিয়া চিঠি লওয়া হইল, চিঠি লইয়া দিবা মাত্র চেক পাওয়া গেল। পরে বাজার যাইয়া বাজারের সকল জিনিস লওয়া হইল। তাবৎ দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেক দোকান এবং চক-বাজার আছে, রাস্তার দুই ধারে কাপড় চাউল দাল তৈল ঘৃত-আটা ময়দা ইত্যাদির এবং চনা চাবেনা দধি দুগ্ধের দোকান সকল এবং মৎস্য তরকারি ফল-ফুলারির বাজার। এই পুরাণ বাজারের কিঞ্চিৎ অন্তরে নূতন বাজার, অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। গঙ্গার তীরে এক উত্তম বৈঠকখানা বাগান আছে, তাহাতে আমলাদিগের বাসা। এই বৈঠকখানা মুর্শিদাবাদ-নিবাসী মাধববাবুর, আড়পারে নারিকেল বাগান আছে, তাহাতে অতিথি-শালা, যে কেহ অতিথি হয় তাহাদিগকে উত্তম আহার্য্য দিয়া সন্তুষ্ট করে। দুই পারেই সমান বসতি আছে। এই ঘাটে রাত্রে স্থিতি হইল।

২০ কার্ত্তিক, বুধবার, তৃতীয়া

প্রাতে জঙ্গিপুর হইতে নৌকা খুলিয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া নূতন বাজার। এখানে অস্ত্রাদির তল্লাসী আছে, এক দারগা চারি চাপরাশি আছে। তাহাকে পরওয়ানা দেখাইতে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া গাদীর বাজার, পরে ২ ক্রোশ বালাগাছি। এই চড়াতে আহার করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ পরে বালানগর, পরে ৩ ক্রোশ গয়সাবাদ, বাজার আছে। রাত্রে এই স্থানে থাকা হইল। জঙ্গিপুর হইতে ডাঙ্গা পথে গয়সাবাদ ৮ ক্রোশ।

বালানগর
গয়সাবাদ

২১ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

প্রাতে গয়সাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া সহর মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ। এই বাজারে লবণ, তুলার গোলা। পরে বালুচর, এখানে চেলি গরদের আড়ত। ইহার পরে বসতি, বাজার আছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া মুর্শিদাবাদ খাস সহর। নবাবের ইমামবাড়ী, তাহার পরে নিজবাটী। উত্তম তিন তলা বাটীতে হাজার জানলা দরজা আছে, সাত দেউড়ি। এক এক দেউড়িতে এক এক জন দারগা আছে। প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত নবাবের পরিবারদিগের থানা-বাটী। ইহার মধ্যে চাঁদনী চক। ইহাতে নানাদেশীয় সওদাগর সকল উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি লইয়া দোকান সুশোভিত করিয়া আছে। রাস্তাতে লণ্ঠন এবং দুই পার্শ্বে দোকান সকল, গঙ্গার তীরে বৈঠকখানার ঘর সাজান আছে। গঙ্গাতীরে কামান পাতা ছিল, সিপাহীদিগের গোলযোগে রাজ্যে গোলযোগ হওয়াতে ঐ সকল কামান এবং বন্দুক পিস্তল তরোয়াল ইত্যাদি যে কিছু যুদ্ধের অস্ত্রাদি যাহার বাটীতে ছিল, তাহা সমস্ত সরকার বাহাদুর উঠাইয়া লইয়া আপন অস্ত্রালয়ে রাখিয়াছেন, কাহার বাটীতে কিছু অস্ত্র মাত্র নাই। নবাব নিজামতের বাটীতে যে সব প্রহরিগণ আছে, তাহারা নিরস্ত্র হইয়া যষ্টিহস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে। নবাবের একশত বেগম আছে, তাহাদের মহলে খোজাগণ প্রহরী। খোজাদিগের অত্যন্ত প্রাধান্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃদ্ধ নবাবদিগের নিকট ছিল, এক্ষণে অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। বিশেষতঃ নবাবের নিকট দুই জন সাহেব থাকিয়া রাজরীতি এবং বিদ্যাভ্যাস করাইতেছে। নবাবের সুলতনাৎ পূর্ব্ববৎ সকলই আছে, দরবারে গমনের আদব-

মুর্শিদাবাদ

কায়দা বিলক্ষণ আছে, পদে পদে সেলাম বাজান এবং নকিবের ফুকারাতে অগ্রপশ্চাৎ পা বাড়াইতে হয়, তাহাতে কিছু ত্রুটী নাই। নানা রকমের বাহন প্রস্তুত আছে।

বেগমদিগের ঘাট গঙ্গা পর্য্যন্ত উচ্চ কানাতে ঘেরা আছে। জল-মধ্যে পিনেশ, এক দিকে আবরণ আছে। নিজামতের সকল বৃত্তান্ত অল্পক্ষণে দেখা হয় না।

তাহার পর কাশিমবাজার। মনোহারী দ্রব্যাদির অনেক দোকান, পরে সয়দাবাদ। এস্থানে কুঠীওয়ালা বড় বড় মহাজনের গদি, শালদোশালা বনাত পট্টু পশমিনাদি বিক্রয় হয়। খাগড়ার বাজার ইহাকে বড় বাজার কহে। সকল দ্রব্যের দোকান আছে। কাঁসার জিনিস আর খাগড়ার মুড়কির অতি প্রশংসা। কিন্তু মুড়কি সর্ব্বদা দোকানে তৈয়ার থাকে না, ফরমাইস দিলে তৈয়ার করিয়া দেয়, টাকায় এ বৎসর দেড় সের। মুড়কির প্রশংসা। এই দেখিতে চিনির মুড়কি। খাইতে দন্তের চাপ দিলে মচ্ করিয়া শব্দ হয়, পরে রসে পরিপূর্ণ, ঘৃতপক্বে তৈয়ারি হয়। ময়রার দোকানে ছানাবড়া পান্তয়া রসগোল্লা গোল্লা মণ্ডা সন্দেশ মতিচুর পেলাও জিলাপী অমৃতি বঁদে খাজা গজা রসকরা বাতাসা (ও) পাটালি পাওয়া যায়। বাজারে যে চক আছে, তাহার মধ্যস্থলে মৎস্যের দোকান, নানাজাতি মৎস্য আছে, কিন্তু দুর্ম্মূল্য। মৎস্য কুটিবার যে এক এক বঁটি প্রতি দোকানে দোকানে আছে তাহা দেখিতে অতি ভয়ানক। একে মেছনি-দিগের দোকান উচ্চতে, তাহাতে পাটা দেওয়া, তাহাতে মৎস্যের সাজান দোকান, বসিবার দক্ষিণ হস্তের দিকে বৃহৎ বঁটি, কাহার দুই, কাহার সাতপুয়া লম্বা অর্দ্ধ হাত চৌড়া তীক্ষ্ণধার বঁটি, খাঁড়া

সয়দাবাদ ও খাগড়া

অপেক্ষা ভয়ানক, এই বঁটিতে মৎস্য ছেদন করে। মৎস্য সের দরে বিক্রয় নহে। চুনা কিম্বা কোটা মৎস্য ভাগাদরে, বড় মৎস্য থোক দরে বিক্রয় হয়। তরকারি বাজার চতুর্দ্দিকের বারান্দাতে, আলু বার্ত্তাকু কচু কাঁচকলা থোড় মোচা শাক, কাঁচাতেঁতুল কয়েদবেল, কাঁঠালি মর্ত্তমানরম্ভা আতা শশা ইক্ষু পানিফল ইত্যাদি সকল জিনিস পাওয়া যায়। মুড়ি মটর ছোলাভাজার দোকান (ও) কাপড়ের দোকান রাস্তার দুই ধারে। কাঁসারি-পটী খাগড়াতে। খাগড়াই পাউলি, বাট্টা, বাটী, বগিথালা, ডিবে উত্তম উত্তম পাওয়া যায়, ২।০ অবধি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত সের বিক্রয় হয়। যেমত গঠন তাহার তেমন মূল্য। খাগড়ার পর বহরমপুর। এই স্থানে ছাউনি এবং মাল-দেওয়ানি মাজিষ্টরের কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ইঞ্জিনিয়ার-অফিস, মিলিটরি-দপ্তর। ছাউনিতে আট শত গোরা আছে, দেশী পদাতিক যাহারা

বহরমপুর

পূর্ব্বাবধি এই ছাউনিতে পল্টন ছিল, তাহাদের যুদ্ধ-বিক্রমের বন্দুক তরবারি ইত্যাদি যাহা ছিল, সকল লইয়া নিরস্ত্র করিয়া এক এক সরু ছড়ির ন্যায় লাঠি দিয়াছে, লাঠি হস্তে প্রহরীর কর্ম্ম করে। ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। ছাউনির নিকটে গোরাবাজার। সদরবাজার সাহেবদিগের প্রয়োজনের দ্রব্য সকলের সপ্‌ আছে। এখানে সব-এসিণ্টাণ্টসার্জ্জন অভয় নিওগী, জাতিতে সদ্গোপ, অতি সচ্চরিত্র, গঙ্গার তীরে ডিস্পেনসরি, তাহার উপর ঘরে বাসা।

মুর্শিদাবাদ সহর ১২ ক্রোশ কহে, ইহার মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণ আছে। জগৎশেঠ, রাজা হরিনাথ কুমার, রায়সাহেব প্রভৃতি বড় বড় ধনাঢ্যগণের বাটী। ইহাদিগের ভাল ভাল দোমহলা, তেমহলা, চৌমহলা ইষ্টকনির্ম্মিত চূণমার্জ্জিত ভবন, ঝাড়-লণ্ঠন আয়নাদিতে,

ছবিতে (ও) কৌচ কেদারা মেজে বৈঠকখানা সাজান। এ সহর অতি প্রাচীন সহর। অনেক হীরা জহরৎ পান্না মতি বহুমূল্যের ধনী-দিগের ভবনে আছে। মুসলমান সকল ধনী। এ সহরে মুসলমানের অতিশয় প্রতাপ। অনেক মৌলবী অর্থাৎ পারসী-আরবীতে পণ্ডিত আছে। বহঁরমপুরের ঘাটে নৌকা রাখিয়া সহর-ভ্রমণ, এজন্য এই ঘাটে স্থিতি হইল। সহরের সর্ব্বত্র বাজার আছে।

২২ কার্ত্তিক, শুক্রবার, পঞ্চমী

প্রাতে বহরমপুরের ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া স্নান-তর্পণাদি করিয়া পরে ২ ক্রোশ মৌল রাঙ্গামেটে, ২ ক্রোশ পরে কাঠালের বাজার, মাটীর বাসন ভাল পাওয়া যায়। পশ্চিমে চণ্ডালগড়। বাঙ্গালাদেশে কাঁঠালে মাটীর সকল বাসন ভাল ভাল জন্মে। তাহার পর সাটুইয়ের বাজার, রেশমের কুঠী আছে। অনেক ভদ্র ভদ্র মনুষ্যের বসবাস আছে। পরে মালঞ্চা গ্রাম, বাজারাদি আছে। মুর্শিদা-বাদ হইতে মালঞ্চা পর্য্যন্ত গঙ্গা অতিশয় চড়া হওয়াতে নৌকা আসা সুকঠিন, মধ্যে মধ্যে মসিনা আছে। দুই দিকে চড়া মধ্যে জুলি, তাহার নাম মসিনা, তাহাতে অথাই জল। ঐ জায়গাতে নৌকা পড়িলে নৌকা উপুড় হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর ৩ ক্রোশ আসিয়া কপোলেশ্বর বাজার আছে। কপোলে-শ্বর, বাজার আছে। কপোলেশ্বর শিব এই নামে গ্রাম। শিবের জাত অর্থাৎ মেলা চৈত্রমাসে হয়। এই বাজারের ঘাটে রাত্রে থাকা হইল।

সাটুই

কপোলেশ্বর

২৩ কাৰ্ত্তিক, শনিবার, ষষ্ঠী

কপালেশ্বরের ঘাট হইতে অতি প্রত্যুষে নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ৮ ক্রোশ পরে কালীগঞ্জের বাজার এবং বসতি আছে। ইহার আঁড়িপার চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে ২ ক্রোশ আসিয়া শিরনি. গ্রাম। পরে নলেপুরের বাজার। ১ ক্রোশ আসিয়া বেলহারিগঞ্জ বাজার ও বসতি আছে। পরে চারি ক্রোশ আসিয়া অজয়নদের মোহানা, তাহার পর কাটোয়া গঞ্জ। অনেক ধনাঢ্যগণের বসতি এবং অনেক দেশের মহাজনদিগের গোলা ও গদি আছে। বাজারে সকল জিনিষ পাওয়া যায়, রাস্তার দুই ধারে দোকান সকল।

কাটোয়া

সহর তুল্যস্থান। শৃঙ্খলামতে দোকান সকল স্থাপিত আছে, অনেক পাকা দোতলা একতলা আছে। চাউল দাল কলাই সরিষা তামাক ইত্যাদি ভুষিমালের এবং ঘৃত গুড়ের আড়ত। এই কাটোয়াতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া ভারতী গোসাঞির নিকট দণ্ড-গ্রহণ, মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি মন্দিরে আছে, সম্মুখে নাট-মন্দির বাটীর। বাহিরে বকুলগাছ আছে, কিছু অন্তরে ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গের ও রাধাকান্তের রাধামাধবের বাটী। এই ঘাটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে স্থিতি হইল।

২৪ কার্ত্তিক, রবিবার, সপ্তমী

প্রাতে কাটোয়ার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া দক্ষিণপার দাঁইহাট-দেওয়ানগঞ্জ। এই স্থানে পিতলের হাঁড়া ইত্যাদি তৈয়ার হয়, তসরের আড়ঙ্গ। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া মাটিয়ারি। উত্তরপার রাম-সীতার বাটী, সেবার বরাদ্দ ভাল।

আছে, মূর্ত্তি অতি চমৎকার। পরে ২ ক্রোশ খোসালপুরের চড়া। এই গ্রামে দস্যু অধিক, ইহারা দিবাতে নৌকা লুঠিয়া লয়। পরে ১ ক্রোশ অগ্রদ্বীপ, যেখানে বাসুঘোষের গোপীনাথ স্বয়ং অদ্যাবধি বাসুঘোষের শ্রাদ্ধ করেন। অতি সুগঠিত মূর্ত্তি। এখানে অনেক বৈষ্ণব আছে। পূর্ব্বে যে অগ্রদ্বীপ ছিল, তাহা গঙ্গাগত। অগ্রদ্বীপের তিন দিকে গঙ্গা, কিন্তু যে গঙ্গা প্রবলা আছেন, তাহা হইতে অগ্রদ্বীপ অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া ঝাউডাঙ্গার চড়াতে ভোজন হয়। তাহার পর ১ ক্রোশ পাটুলীগ্রাম—অনেক ধনী ভদ্রলোকের এবং উত্তরবাটীর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস, বাজার হাট আছে। এই গ্রামে ৷৷৵০ আনি মহাশয়দিগের পূর্ব্ব বাসস্থান। দেবালয় সকল আছে। পূর্ব্বে পাটুলী গ্রামের নীচে হইয়া গঙ্গা ছিল, এক্ষণে এক ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া বিল্বগ্রাম, এ গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। এই চড়াতে রাত্রে স্থিতি হইল।

অগ্রদ্বীপ

পাটুলী

২৫ কার্ত্তিক, সোমবার, অষ্টমী

প্রাতে বিল্বগ্রামের চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ১ ক্রোশ পরে আলুনে কড়্‌কড়ে গ্রাম। পরে ১৷৷০ ক্রোশ আসিয়া কৃকনপুরের বাজার, বদ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের ভিতর থানা আছে। পরে ১ ক্রোশ মেঢ়তলা। তাহার পর ১ ক্রোশ কাঁকশিনি, অনেক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস, নীলের কুঠী ভগ্ন হইয়া আছে। ইহার ভিতর এক খাল আছে, তাহা হইয়া বর্ষার সময় নবদ্বীপে নৌকা গতায়াত করে। পরে ১ ক্রোশ বেলডাঙ্গা। তাহার

পর দুই ক্রোশ বেলপুখুরিয়া গ্রাম। অনেক ভদ্রলোকের বাসস্থান, বাজার আছে। গঙ্গার জল অতিশয় কড়া, মসিনা আছে। অনেক নৌকা বেপালঠে ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক কৌশলে নৌকা পার করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া সোণাডাঙ্গার আড়পারে চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া কেশেডাঙ্গা। পরে ১ ক্রোশ মাতাপুর। এই মাতাপুরের নীচে হইয়া গঙ্গা নবদ্বীপ আসিতে মজিয়া গিয়াছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া এক সোতা ছিল, তাহা প্রবল হইয়া খড়িয়া নদীর সহিত যোগ হইয়া গঙ্গাতে মিশিয়া ত্রিমোহানী হইয়াছে। এইখানে খ'ড়ের মুখ ছিল, নবদ্বীপের উত্তর দিয়া আসিয়াছে। এই উত্তরদিকে বৈষ্ণবটোলা ভাঙ্গনে অনেক বাটী গঙ্গাগত হইতেছে। ত্রিমোহানীর আড়পার মাধবগঞ্জ, পশ্চিম পার নবদ্বীপের পারঘাট। এই ঘাটে নৌকা রহিল। বাজার এবং নবদ্বীপ দেখিতে গমন করিলাম।

বেলপুখুরিয়া

ঘাট হইতে চড়া দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশের পর গুরুদাস বাবুর (বাটী)। ইনি জাতিতে কাঁসারি, নবদ্বীপের মধ্যে এক্ষণে ধনবান্ ক্রিয়াবান্। তাঁহার বাটীর দক্ষিণদিকে দ্বাদশ শিবস্থাপন। তন্মধ্যে বাগান' তাহার দক্ষিণে বাজার। সর্ব্বরকমে পোনের ষোল খানা দোকান আছে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে সন্দেশ মেঠাই বাজারচলনমত প্রস্তুত থাকে। ফরমাইস দিলে উত্তম উত্তম জিনিস তৈয়ার করিয়া দেয়। মৎস্য তরকারির প্রতি দিবস বেলা এক প্রহরের পর দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাজার হয়। বৈকালে চারি পাঁচ খানা মৎস্যের দোকান বৈসে, রাত্র এক প্রহর পর্য্যন্ত থাকে। চাউল,

নবদ্বীপ

দাল, কলাই, লবণ, ঘৃত সকল দোকানে পাওয়া যায়, তৈলের আলাহিদা দোকান আছে। হাটবারে অধিক দূরের বেপারি সব দ্রব্যাদি লইয়া আইসে। নবদ্বীপে তিন বাজার আছে, তাহার মধ্যে এই বাজার প্রধান। যত ময়রার দোকান আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণময়রার দোকান মাতব্বর। এই বাজারে বাজার করা হইল। পাড়ায় পাড়ায় দোকান আছে। নবদ্বীপ গ্রাম বৃহৎ, অনেক বসতি। গ্রামে ১৪০০ শত ব্রাহ্মণ (ও) ১২০০ শত ঘর বৈষ্ণব। ইহা ভিন্ন তিলি, তাম্বুলি, ময়রা, কাঁসারি, কুমার, কামার, গন্ধবণিক ইত্যাদি নবশাখ প্রায় ১০০০ হাজার ঘর। তদ্ভিন্ন আর আর নীচ হিন্দু জাতি এবং মুসলমানদিগের বসতি আছে। গ্রাম ১ ক্রোশের কম বোধ হয় না। উত্তরদিকে বৈষ্ণবপাড়া, দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের পাড়া—চতুষ্পাঠী সকল। পঞ্চাশ চতুষ্পাঠী আছে। পশ্চিমদিকে কাজিপাড়া, পূর্ব্বদিকে কাঁসারিপাড়া, এই চারিদিকে চারি পাড়া। তদ্ভিন্ন অন্তঃপাতী পাড়া সকল আছে। গ্রামে অতিশয় বাঁশের বন, মধ্যে মধ্যে অনেক বৃহৎ ইষ্টকালয় এবং গ্রামের মধ্য-স্থলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভবন, যেস্থানে পণ্ডিতগণ লইয়া রাজ-সভা করিতেন। এক্ষণে মহারাজ গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে উত্তম রাজভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আছেন। এই নবদ্বীপ গঙ্গার ভাঙ্গনে পূর্ব্বস্থান প্রায় গঙ্গাগত হইয়াছে। নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ স্থান জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। কিন্তু সে স্থান গঙ্গাগত। ভক্তগণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক সুগঠিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। কাঁসারি-পটীর পশ্চিমে মহাপ্রভুর বাটী। তাহাতে এক মন্দির, এক দালান, সম্মুখে নাটমন্দির আছে। দালানে মহাপ্রভু বিরাজিত। মন্দিরে চাবি বন্ধ থাকে। বার ঘর

গোস্বামীর পালামত সেবা আছে। মহাপ্রভুর এই প্রধান বাটী। ইহাতেই ভক্তবৃন্দ দর্শনার্থে আইসে। ইহার নিকটে এক বাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, তাহার পর এক বাটীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এই তিন প্রভু নিকটানিকটি তিন বাটীতে আছেন। ইহার পশ্চিম প্রায় ১ পোয়া মালঞ্চাপাড়া। তথায় জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। তৎবেষ্টিত করিয়া বহু বৈষ্ণবগণ আছেন। নবদ্বীপে যে সব বৈষ্ণব আছেন, ইঁহারা অনেকে মহা মহা পণ্ডিত, ব্যাকরণ এবং গোস্বামীশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, অনেকের চতুষ্পাঠী আছে এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত কুটীর এবং দেবালয় এক একটী আছে। নবদ্বীপের বুড়া-শিব এবং পাটলদেবী বড় জাগ্রত। পূর্ব্বে এ স্থানের অতিশয় শোভা ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতগণের কল্পবৃক্ষ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া নবদ্বীপে পূর্ব্ববৎ সকল লীলা করিয়া হরিনাম বিতরণে জীব উদ্ধার করিয়াছেন। এক্ষণে দুই অন্তর্হিত হইয়া সোণার-ন'দে অন্ধকার হইয়াছে। এই নবদ্বীপের সদর-ঘাটে রাত্রে অবস্থিতি হইল।

২৬ শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, নবমী

প্রাতে নবদ্বীপের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ দেবদেবী সকল দর্শন করিয়া বেলা ১ প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ পরে নলেপুর। পরে ১ ক্রোশ হাড়ডেঙ্গা, তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ পরে মির্জ্জাপুর, নাদনঘাট যাইবার খাল। পরে ২ ক্রোশ মথুরাপুর, তাহার পর ১৷৷৹ ক্রোশ কাল্‌নার গঞ্জ রাত্রি ৪ দণ্ড গতে পহুছান হইল। নৌকা

ঘাটে ভিড়িতে পারিল না। দুই থাক করিয়া নৌকা ধরিয়া আছে, অন্ধকার এবং নৌকার ভিড়, ঘাটের উপর ভাল স্থান নাই, এজন্য পার্শ্বে স্থিতি হইল।

২৭ কার্ত্তিক, বুধবার, দশমী

অতি প্রত্যুষে ঐ পাশের ঘাট হইতে আড়পার মধ্যে এক চড়াতে প্রাতঃকৃত্য ও গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পুনরায় পাড়ি দিয়া পাথরের বাজারের ঘাটে নৌকা রাখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ তেজচাঁদ সমসেরজঙ্গ বাহাদুরের অম্বিকার দেবালয় দর্শনার্থে গমন। মহারাজের দেবালয় গঙ্গার ঘাট হইতে এক্ষণে এক পোয়া অন্তর হইয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্বে দোকান সকল। ইহাতে নানামত দ্রব্যাদির দোকান আছে, সকল জিনিস পাওয়া যায়। মধ্যে এক বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তাহার পর শ্রী৺লালজির বাটী। অম্বিকা সহর, কালনার গঞ্জ লালজির দেবোত্তর। দেবালয়ে এক দারগা, একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দুই প্রধান আমলা, ইহা ভিন্ন আর আর আমলাগণ আছে। প্রথমে সদাব্রত, তাহার পর দেউড়িতে শস্ত্রধারী দ্বারপাল আছে। এই মহলের ভিতরে সদাব্রতের ভাণ্ডার এবং ভদ্র অতিথির অতিথিশালা, ভৃত্যগণের বাসা। পরখণ্ডে শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে যাইবার দ্বার, তাহার পরে পুষ্করিণী, পরে ৺লালজির মন্দির। তাহার সম্মুখে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আছে। লালজির দর্শন ও অতি চমৎকার আসবাব, রাজার ঠাকুর। পরখণ্ডে রাসমণ্ডপ, তাহার পর রাজার বৈঠকখানা—রাজ-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত আছে। প্রহরিগণ অস্ত্র লইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে, দেখিবার নিষেধ নাই। তাহার পরখণ্ডে শিবস্থাপন।

অম্বিকার দেবালয়

প্রথমে ৭৪ মন্দির মণ্ডলাকৃতি, তাহার মধ্যে এক শ্বেত-পাথরের শিব, এক কাল-পাথরের শিব। এই মত ক্রমশঃ আছে। তাহার পরে ৩৪ মন্দির, ঐ মণ্ডলাকৃতি। তাহার সকল মন্দিরে শ্বেত-পাথরের শিব আছে। দ্বার যে চারিটী আছে, তাহাও মন্দিরাকৃতি দর্শন, অতিশয় সৌন্দর্য্য। রাজার সেবা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম। মাসিক সেবাদির বরাদ্দ আছে।

কালনার গঞ্জে কমবেশ হাজার গদিয়ানের গদি আছে। শৃঙ্খলা-মতে দ্রব্যাদির গোলাসকল কমবেশ ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত। গোলাগঞ্জে আমদানি-রপ্তানির নৌকা, গাড়ী, বলদ সকল যথাস্থানে প্রস্তুত আছে। ভূষি দ্রব্যাদির আড়ত (আছে)। নানাদেশের মহাজনগণের গোমস্তা সকল ... আছে।

অম্বিকাতে শিবালয়ের নিকট মৎস্য-তরকারির বাজার, বেলা এক প্রহরের পর হয়। ময়রার দোকান অনেক আছে, মেঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণের দুই দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। এই-খানে হাট-বাজার করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া এক ক্রোশ পরে সাতগেছে, ২ ক্রোশ পরে গুপ্তিপাড়া। আড়পার

শান্তিপুর

শান্তিপুর, অতি বৃহৎ গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর অভিভাবক গোস্বামীদিগের বাটী। কাপড় অতি উত্তম জন্মে। অনেক তাঁতি আছে, অতি মিহি কাপড় হয়। অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুর গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুভদ্র গ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে, এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। শান্তিপুরের নীচের গঙ্গা হইয়া মাথাভাঙ্গার মোহানা দিয়া যাইতে হয়। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া

২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান করিয়া থাকা হইল।

২৮ কার্ত্তিক; বৃহস্পতিবার, একাদশী

প্রাতে গুপ্তিপাড়ার ঘাট্ট হইতে নৌকা খুলিয়া পরে ২ ক্রোশ জিরেট-বলাগড়। পূর্ব্বপার হরধামের খাল মাথাভাঙ্গার মোহানার মুখ। ১ ক্রোশ ... ... পুরাণ চাকদহগঞ্জ। গঙ্গা ... ... অন্তর হইয়াছে এজন্য তথাকার

চাকদহ

বাজার ভাঙ্গিয়া গঙ্গার তীরে নূতন চাকদহ বাজার হইয়াছে। এ বাজারে দোকান সকল, বেশ্যাদিগের (ও) পথিকদিগের থাকিবার ভাল ভাল ঘর আছে। পরে ২ ক্রোশ সুখ-সাগর। এই স্থানে নীলকুঠী এবং বাজার ছিল, সকল গঙ্গাগত হইয়া গিয়াছে, পুনরায় ... অন্তরে বাজার হইয়াছে। বাজারে ময়রার দোকান ১০।১২ খানা আছে। চাউল দাল ঘৃত লবণ তৈলের সাত-খানা দোকান। বেণের মসলা, তামাক পান মৎস্য তরকারির দোকান সকল আছে। দধির দোকান বাজারে অনেক বৈসে; দধি ভাল নহে, ভিতরে খালি জল, উপরে দুগ্ধের সহিত মনসা-আঠা দিয়া মাথা আঁটিয়া রাখে, দেখিতে উত্তম দধি, ভিতরে কিছু নাই কেবল ছানার জল। এইমত দধির ঠকবিদ্যা। এই বাজারের নিকটের চড়াতে আহারাদি করিয়া পশ্চিমপার শিজেডুমুরদহ,

শিজেডুমুরদহ

যেখানে কেশবরায়, গুমানরায়ের বাটী, যাহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না, নৌকার ডাকাতির সৃষ্টিকর্ত্তা। কলিকাতার বাগ-বাজারের ঘাট পর্য্যন্ত তাহাদের বোম্বেটের নৌকা বেড়াইত। তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া নসরাইয়ের খাল, পুল আছে। তাহার পশ্চিমে

মগরার পুল, যে স্থান হইতে বালি লইয়া যায়। নসরাইয়ে বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ত্রিবেণার বাঁধাঘাট, ঝাউতলাতে বাজার।

মুক্তবেণী—দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব্বমুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছেন। এখানে স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। তাহার পর ১ ক্রোশ বাঁশ-বেড়িয়া বাজারের ঘাট। এই ঘাট হইতে এক পোয়া পথ পশ্চিমমুখে যাইয়া তাহার পর এক পুষ্করিণী ঝিল মত লম্বা আছে, তাহাতে তালকাঠের রিয়াল। তাহার পরে বাদামতলা হইয়া যাইতে হয়। শ্রী৺হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর বাটী, নৃসিংহদেবের স্থাপিত। অতি উত্তম মূর্ত্তি। মহাকালের নাভি হইতে এক পদ্মের মৃণাল আছে, তাহাতে পদ্ম নিকটে হংস, তৎপৃষ্ঠে পদ্মাসন। ঐ পদ্মাসনে চতুর্ভুজা দেবী বিরাজিতা, ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন, অতি সুগঠিত মূর্ত্তি। মন্দির মধ্যে নৃসিংহদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে আছে। মন্দির যন্ত্রাকৃতি উত্তম নির্ম্মিত। উপরে এক এক দলে এক এক শৃঙ্গ, দলে দলে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। গড়পারের মন্দিরে বিষ্ণু স্থাপিত, এক মন্দিরে দশভূজা। সকল দেবদেবীর আরতি-দর্শন করিয়া নৌকাতে আসা হইল। বাঁশবেড়িয়া সুন্দর গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্র ভদ্র লোকের বাস আছে। এই ঘাটে রাত্রে থাকা হইল।

ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া

২৯ কার্ত্তিক, শুক্রবার, দ্বাদশী

প্রাতে বাঁশবেড়িয়ার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া ... ...

... ... প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নাচঘর, যাহাতে এক্ষণে হুগলী-কলেজ, আর কত-শত ইষ্টকালয় আছে। এখানে গোরা-বারিক আছে। হুগলীর মধ্যে মহম্মদ মশীনের ইমামবাড়ী অতি উত্তম। চুঁচুড়ায় নাচঘর। তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া ফরাসডাঙ্গা সহর। এই সহর ফরাসীদিগের রাজ্য, ফরাসী গবর্ণর প্রভৃতি সকল আছে। ইহাদের রাজ্যের মোকদ্দমা অন্য রাজা করিতে পারে না। ফরাসডাঙ্গা উত্তম সহর, অনেক বসতি এবং বাজার উত্তম, উত্তম বাটী সকল, রাস্তা ভাল আছে।

হুগলী-চুঁচড়া

ইহার ১ ক্রোশ পরে ভদ্রেশ্বরের গঞ্জ, দাল কলাই ঘৃত সরিষা হরিদ্রা শণ পাট গুড় পিঁয়াজ চিনি মিছরির গোলাগঞ্জ, (৩) অনেক ধনিগণের আড়ত গদি আছে। তাহার আড়পারে কাউগাছি। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া গরুটির বাগ, পূর্ব্বপার নবাব-গঞ্জ তাহার পর পাণ্ডার ঘাট, পরে এক ১ ক্রোশ বৈষ্ণবাটী, তরকারির হাট। এই স্থান নিমাই-তীর্থের ঘাট, দিগঙ্গ কহে। কলা আলু অধিক বিক্রয় হয়। পূর্ব্বপার টিটাগড় বাগান, পশ্চিম পারে সেওড়াপুলি, নিস্তারিণীর বাটী। পূর্ব্বপারে মণিরামপুর। আড়পার কানাই দেওয়ানের দহ, অতি গম্ভীর জল, অথাই। তারপর দেবগঞ্জ, সাতুবাবুর বাজার। পরে ১ ক্রোশ শ্রীরামপুর, মার্শম্যান সাহেবের ছাপাখানা, কাগজের কল, সহর মধ্যে উত্তম উত্তম বাটী সকল আছে। পূর্ব্বে দিনেমারের ছিল, এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। মাজিষ্টর আছে। শ্রীরামপুরে প্রথমে ... ... গোঁসাইয়ের বাটী পরে ফিরিঙ্গিটোলা, আড়পার ... ... চাণক। পরে সাবেক রাধাবল্লভের মন্দির, নিজ গঙ্গাতীরে বল্লভজিউ।

এক্ষণে ঐ মন্দিরে ছিপিথানা হইয়াছে। রাধাবল্লভ গ্রামের ভিতরে অধিকারীদিগের বাটীতে শ্রীমন্দির হইয়াছে। পরে মাহেশ, যে স্থানে জগন্নাথজিউ। আড়পার বিশালক্ষীর দহ, এখানকার জল অতিশয় কড়া, সর্ব্বদা ঘোরপাক দিতেছে। তাহার পর অর্দ্ধক্রোশ রিসড়া, আড়পার খড়দহ, রামহরি বিশ্বাসের দ্বাদশ শিবস্থাপন, বান্ধা ঘাট। পরে শ্যামসুন্দরের ঘাট। তাহার পর সুখচর, পরে পাণিহাটী, আড়পার কোন্নগর। পরে কোতরঙ্গ, পূর্ব্বপার আগড়-পাড়া, পরে দক্ষিণে এঁড়িয়াদহ, আড়পার উত্তরপাড়া। এঁড়িয়া-দহের পাকা ঘাটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

৩০ কার্ত্তিক, শনিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে এঁড়িয়াদহের ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া পূর্ব্বপার নসরাই, যে স্থানে মেগাজিন এবং রাসমণির নবরত্ন-শিবালয়। পরে বরাহনগর কাশীপুর, পশ্চিম পার ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, বালি। এই বালির গাদি সাহেবের ঘাটে নৌকা ধরিয়া প্রাতঃ-কৃত্য গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করা হইল। ঘাটে থাকিয়া কালীবাবুর ... ... তৃতীয় প্রহর পর রওয়ানা হইয়া পশ্চিমপার বারাকপুর, শালকাষ্ঠের আমদানী-রপ্তানী, পরে ঘুসড়ি, পরে শালিখা, গোলাবাড়ীর ঘাট, নিমকের গোলা সকল বাজার ইত্যাদি। পরে হাবড়া, যে স্থান হইতে রেলরোড, পরে রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর পূর্ব্বপার কাশীপুর, পরে চীৎপুর তাহার পর সুরের বাজার। পরে বাগ্‌বাজরের বান্ধাঘাট। তারপর অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা রাখিয়া সন্ধ্যার সময়ে ঘাটে উঠিয়া সকলে একত্র হইয়া প্রথমে শ্যামবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত

মাধবচন্দ্র বসুর বাটীতে যাইয়া প্রাণতুল্য শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কোন্ স্থানে বাসা, তাহার তদন্ত লইয়া, তথা হইতে গমন করিয়া রাত্র ছয় দণ্ড গতে অন্বেষণ করিয়া, বহুবাজারের দক্ষিণ মলঙ্গায় রাস্তার পশ্চিম দিকে মদন বড়ালের রাস্তা, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে এক ময়রার দোকান আছে, তাহার নিকট হইয়া দক্ষিণমুখের গলিতে যাইয়া ঐ গলির পূর্ব্বদিকে গঙ্গাধর চন্দের ৩ নম্বর বাটী, অভয় হালদারের বাটীর উত্তর, ঐ বাটীর দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিতে শ্রীযুত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, আমার চতুর্থ পুত্র, শব্দ শুনিয়া অতি বেগে আসিয়া দ্বার খুলিয়া ... ... অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া প্রণাম করাতে শিরশ্চুম্বন আলিঙ্গনাদি করিয়া উপরের ঘরে যাইতে পঞ্চম পুত্র শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ও ভ্রাতা শ্রীযুত কেদারনাথ আসিয়া প্রণামাদি করিল। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (ও) তৃতীয় শ্রীযুত আনন্দকুমার তৎসময়ে বাসায় ছিল না, অন্য বাসাতে গিয়াছিল। আমার পহুছান সংবাদ তাহাদিগকে কহিবার জন্য অক্ষয়কুমার বেগে গমন করিয়া দুই জনকে সংবাদ জানাইল, শ্রুত মাত্র দুই জনে শীঘ্র আসিয়া প্রণামাদি করিয়া, আসিবার বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি শিরোচুম্বন আলিঙ্গনান্তর পথের বিলম্বের কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, তদন্তে সর্ব্বত্র সকলের শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনে প্রায় রাত্র এগার ঘণ্টা গুজু হইল, তাহার পরে পুরী কচুরি ইত্যাদি জলযোগ করিয়া ... ... ।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

১ অগ্রহায়ণ, রবিবার

প্রাতে বাসা হইতে বাগ্বাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকাতে গমন করিয়া ঐ ঘাটে গঙ্গা-স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকাতে জলযোগ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা লইয়া এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া কালাচাঁদ চাকরকে সমভ্যারে দিয়া বাসায় পাঠান হইল। আমি এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দুই জনে নৌকার সকল দ্রব্যাদি যাহার যাহা তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া একত্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া, পরে আমি পাল্কি লইয়া বেলা আড়াই প্রহর গতে বাসায় পহুছিয়া আহারাদি করিয়া বাসায় থাকা হইল। পরে জামাতা ও জগদ্বন্ধু এবং শ্রীযুত রামকানাই ঘোষ বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তীর্থাদির কথোপকথনে রাত্র দুই প্রহর গত হইল, তাহার পর জলযোগ করিয়া শয়ন ... ... ।

২ অগ্রহায়ণ, সোমবার

প্রাতে স্নানাদি করিয়া টুক সাহেবের বাগানে শ্রীযুত কালী-বাবুর বাটীতে গমন, তথায় তাবৎ দিবা থাকিয়া মধ্যাহ্নে ভোজনাদি করিয়া যে যে স্থানে দ্রব্যাদি সকল পূর্ব্ব পাঠান মত ছিল, তাহা একত্র করিয়া গাড়ীতে কালাচাঁদ চাকরের সমভ্যারে বাসাতে পাঠাইয়া সন্ধ্যার সময়ে তথা হইতে বাসায় গমন, রাত্র চারি দণ্ড সময়ে বাসায় পহুছিয়া কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুত রামচাঁদ গোস্বামী আমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য প্রাতঃকালাবধি বাসায় ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের এবং ভাণ্ডীরবটের কথোপকথন শ্রবণে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

এই আলাপে রাত্র দুই প্রহর গত হইল, তদন্তে জলযোগ করিয়া বিশিযোগে নিদ্রা হইল।

৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া যে সকল দ্রব্য ... ... দেওয়া এবং বালকদিগকে সকল দ্রব্য দেখান, ইহার মধ্যে বস্ত্র ও দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। ঐ দিবস বাসায় থাকিয়া পাণিহাটীতে লোক পাঠাইয়া কন্যাকে আনিবার নির্দ্ধারিত করিবার জন্য জামাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র ও শ্রীযুত জগদ্বন্ধু বসুকে আনিবার কথা স্থির করিয়া সন্ধ্যাগতে বহুবাজারে ভ্রমণ করিতে করিতে বাজারের দারগা রাধানগরনিবাসী শ্রীশ্রীরাম মিত্রের কাছারিতে গমন। তাঁহার সহিত বহু দিনান্তে সাক্ষাৎ হওয়াতে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের দ্বাদশ বনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিতে করিতে বাসা হইতে ধর্ম্মদাস চাকর ডাকিতে গেল, তজ্জন্য বাসায় আসা হইল। পরে রাত্রে রুটী আহার করিয়া শয়ন।

৪ অগ্রহায়ণ, বুধবার

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বাসায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত কেদারনাথ সর্ব্বাধিকারীকে এবং ধর্ম্মদাস ও তিতির মাতাকে সমভ্যারে দিয়া ... ... রাধানগরের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আনিতে পাঠান হইল, শীঘ্র তথায় পহুছনের জন্য রেলের গাড়ীতে কোন্নগর পর্য্যন্ত যাওয়া হয়, তাহার পর সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী এবং তাহার বালিকা শুদ্ধ পহুছিয়া আমাকে বহু দিনান্তে দেখিয়া প্রেমানন্দে

মগ্ন হইয়া বারিপূর্ণ চক্ষুদ্বয় করিয়া গদগদভাবে ভাষিতে লাগিল যে, "আমাদের এমত দিন হবে ইহা মনে ছিল না। বাবা, তুমি আমাদিগের সকলকে ভুলে কি প্রকারে ছিলে, একেবারে কি আমাদের মায়া কাটাইয়াছিলে?" এই মত মহামায়া আবির্ভাবের সম্পূর্ণ মায়া প্রকাশিত কথা কহিয়া ছল ছল চক্ষু করা দেখিয়া আমার মায়ামোহে শরীর আর্দ্র হইয়া চক্ষে জল আসিতে লাগিল, কন্তার কন্যা দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া মহামায়ার মহাজালে প্রবিষ্ট হইলাম, পরে নানামত কথোপকথনে প্রায় রাত্র দুই প্রহর গত হইল, রাত্রে রুটী খাইয়া ... ... ।

৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

প্রাতে স্নানাদি করিয়া বালকদিগের স্কুল গমন হইলে পর রাধানগরে আসিবার জন্য নৌকা অন্বেষণ করিতে প্রিয়নাথ মিত্রকে পাঠাইয়া আহারাদি করিয়া শ্রীযুত কালীবাবুকে বাটী গমনের কথা কহিতে গমন করি। তথায় যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার যত দ্রব্য পূর্ব্বে বৃন্দাবন ও কাশীধাম হইতে পাঠাইয়াছিলেন (এবং) কর্ম্মকারদিগের নিকটে নিজ বাটীর দুলিচা গালিচা কৌচ কেদারা ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের অনবধান জন্য সকল লোকসান হইয়াছে। তাহারই শোচ হইতে ছিল, দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। তাহার পর অন্যান্য ব্যক্তিগণ আসাতে তীর্থাদির এবং নানা দেশ-ভ্রমণের গল্পাদি করিতে করিতে সন্ধ্যাগত হইল। বাটী গমনের কথা কহিতে একদিন থাকিয়া গমন করিতে কহিলেন। আমি বাসায় আসিয়া শুনিলাম নৌকার সাত টাকা ভাড়া হইয়াছে, শুনিয়া রাত্রে সকল ... ... ।

৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার

প্রাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া যে নৌকা ভাড়া হইয়াছিল, তাহা দেখিতে কালবিনের ঘাটে যাইয়া দেখিতে পছন্দ না হওয়া জন্য পুনরায় অন্য নৌকার জন্য লোক পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমত কালে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ভায়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নৌকার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহার প্রতি ভারার্পণ করায় চারি টাকা ভাড়া ও ইনাম স্বরূপ আট আনা দেওয়া স্থির করিয়া মাঝি সমেত ধর্ম্মদাসকে পাঠানতে ঐ নৌকা স্থির করিয়া আহারান্তে কালীবাবুর নিকট যাইয়া, তাহার দেশাগমনের ব্যবহারিক বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিয়া স্বদেশযাত্রার বিদায় হইয়া বাসায় পহুছিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী খিদিরপুরে তাহার মাতুলদিগের বাটীতে আমার আদেশ মতে আসিয়াছেন শুনিয়া, রাত্রে আহারাদি করিয়া নিদ্রা হইল।

স্বগ্রাম রাধানগরে

৭ অগ্রহায়ণ, শনিবার

প্রাতে প্রথম ভাগ বারবেলা পরিত্যাগ করিয়া গাঁড়ীতে আপন সমভ্যারী দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া নৌকাতে কেদারনাথ ... ... কে সমভ্যার দিয়া পাঠাইয়া পশ্চাতে প্রাণাধিক বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া গঙ্গাতীরে বমশালের ঘাটে নৌকাতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া গঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি করিয়া কেদারনাথ সর্ব্বাধিকারী ভায়াকে বাসায় পাঠাইয়া ধর্ম্মদাসকে সমভ্যারে লইয়া নৌকা খুলিয়া পশ্চিমপার রামকৃষ্ণপুর শিবপুর রাখিয়া জাহাজ সকলের ভিতর হইয়া চাঁদপালের ঘাটে (আসা, এখানে) কলে জল উঠিতেছে, তাহার পরে কেল্লার নিকট হইয়া প্রিন্সেপ সাহেবের ঘাট পূর্ব্বদিকে রাখিয়া কুলিবাজার, পরে খিদিরপুরের গঙ্গাদ্বার পুল দেখিয়া খিদিরপুরের বালিঘাটে নৌকা ধরিয়া ধর্ম্মদাসকে শ্রীযুক্ত নন্দনন্দন ঘোষজার বাটী হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনীকে আনিতে পাঠাইয়া পাথেয় খরচের দ্রব্যাদির ক্রয় জন্য মাঝিদিগের দুই জনকে পাঠাইলাম। প্রায় বেলা দশদণ্ড গতে কৃষ্ণকামিনী পহুছিলে পরে নৌকা খুলিয়া পুর্ব্বপার বলাট, গুদাম, কিট সাহেবের ইয়ার্ড, ডক ইত্যাদি, পশ্চিম পার শিবপুর রাখিয়া দক্ষিণ মুখে ... ... বাহিয়া এক ক্রোশ সাহেবদিগের কুঠী সকল এবং উত্তম উত্তম বাগান-বাটী, পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগান, যাহাকে বোটানিকেল গার্ডেন কহে, এই বাগান মধ্যে সর্ব্বরকমের বৃক্ষ-লতাদি আছে, নীলপদ্ম সহস্রদল

পদ্মাদি স্থাপিত আছে, নানা জাতীয় ফল-পুষ্পে সুশোভিত অতি মনোরম স্থান, তাহার পরে পূর্ব্বপারে সাহেবের হাট বদরতলা, পশ্চিমে রাজগঞ্জ শাঁকরাল, পরে আথড়া বারুদখানা পুইজুলি, পরে পশ্চিমপার বাউড়িয়া, যে স্থানে সূতা কাপড় ইত্যাদির কল আছে, আড়পার বজবজ, তাহার উত্তর লাঙ্গির বাজার। এই স্থানে জোয়ার আসাতে নৌকা ধরিয়া বাজারে আহারাদির জন্য যাইয়া দেখিলাম, দোকানে চাউল দালু ইত্যাদি পাওয়া যায়, নিকটে এক পুষ্করিণী আছে, রন্ধনের স্থান নাই। প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে; রন্ধনের এক উপায় দেখিলাম—হাটের চালা আছে তাহাতে লোহার উনান। ... ...

... আহারাদি করা হইল, পরে চারি দণ্ড দিন থাকিতে নৌকা খুলিয়া বজবজ বাউড়িয়া ছাড়াইয়া ৪ ক্রোশ আসিয়া উলুবেড়িয়া আসিতে চারি দণ্ড রাত্রি হইল। তাহার পর চাঁপার-খাল, ভাঁড়ার-দহ দামোদরের মুখ, নুরপুর, মিঠেকুণ্ড—মাকড়া পাথর, দক্ষিণপার গেঁওখালির বাজার—উলুবেড়িয়া হইতে ১২ ক্রোশ, তথায় আসিয়া জোয়ার হইল। এই জোয়ারে রূপনারায়ণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তমলুকের চড়া। গাঙ্গের গতিকে সময়ে সময়ে গাঙ্গ স্থানে স্থানে হয়। এ বৎসর দুই পারে গাঙ্গ, মধ্যে চড়া, দক্ষিণপারে তমলুক রাজ্য, বর্গভীমার মন্দির, তুলার মহাজন অনেক আছে। বাজার, হাট, বসতি ইত্যাদি ভাল আছে। তাহার পর কাঁটাপুকুর ইত্যাদি পশ্চাৎ করিয়া প্রাতে কোলাতে পহুছান হইল। পরে প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া গুণে এবং ধ্বজিতে ৬ ক্রোশ আসিয়া মুনসীর হাট। ঐ হাটে জলখাবার এবং ... ... ।

৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার

... ... পরে বক্সীর খালের উপরে দুই দোকান আছে, তাহাতে প্রবাসী ব্যক্তি-গণের চারিখানা রসুয়ের ঘর আছে। আহারান্তে নৌকায় আসিয়া জোয়ার সময়ে নৌকা খুলিয়া ভাটরা, ধনডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া পানসিউলির বাঁদের নিকট হেনরঘাটে নৌকা রাখিয়া মাঝি ও দাঁড়ি সকল আপন আপন বাটীতে যাইয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে নৌকায় আইল। এই রাত্র এই ঘাটে বাস হইল।

৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার

প্রাতে নৌকা খুলিয়া জগৎপুরের তিতুর পাড়ার ঘাট ছাড়াইয়া গড়ের ঘাটে যে স্থানে ধান্যের খটী আছে, ঐ ঘাটের কিঞ্চিৎ অন্তরে নৌকা রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি করিয়া জলযোগ করা হইল। পূর্ব্ব দিবস ভাটরা হইতে ধর্ম্মদাস চাকরকে রাধানগরের বাটীতে বেহারা পাল্‌কি মুটের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা বেলা এগার ঘণ্টার সময় ষোলজন বেহারা, দুই পাল্‌কি, মুটে না পাইয়া দুই জন মুটে লইয়া আসিল।

আমি বাটী আসিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, নৌকাতে যে সমস্ত খুচরা দ্রব্যাদি ছিল, তাহা একত্র করিতে যাইয়া নৌকা মধ্যে আগুনের হাঁড়ী ছিল, তাহার উপরে কোঁচা পড়িয়া পুড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া মন অতিশয় চঞ্চল যে, দৈবাৎ এমত অমঙ্গল ঘটিল কি কারণ? বুঝি বাটীতে কোন অমঙ্গল হইয়াছে। এই ভাবিয়া অম্বিকানাথকে নৌকার জিনিস সকল আনিতে কহিয়া আমি ও শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দুই জনে দুই পাল্‌কিতে

আরোহণ করিয়া রাজতমাঠ পার হইয়া নন্দনপুর বেড়বাড়ী হইয়া রাজহাটির হাটে পাল্কি নামাইয়া বেহারাদিগকে জলপান জন্য চারি আনা দিয়া, আপনাদিগের জলখাবার জন্য নারিকেলের রসকরা সন্দেশ লইয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া জল খাওয়া হইল। পান তামাক খাইয়া পাল্কি তুলিয়া সেনহাট, কুমারহাট, চক্রপুর, অনন্তনগর, দাইলান, থানাকুল, রামনগর, বিল্লক, নারায়ণপুর, গোপালনগর পার হইয়া আড়পারে কোঠরা, দক্ষিণ দিকে গোয়ালাপাড়া এবং জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তীর অর্দ্ধেক কাটা পুষ্করিণী রাখিয়া কোঠরাগ্রাম হইয়া রাধানগরের নন্দীপাড়ার পরে কৃষ্ণমোহন ভুরিশ্রেষ্ঠের এবং ভরত কামারের বাটীর সম্মুখ হইয়া ভোজ পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাহাড় হইয়া শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাটী, যাহাতে গৌরমোহন ভুরিশ্রেষ্ঠ বাটী করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব এবং সরখেল পুষ্করিণীর পশ্চিম রাস্তা হইয়া ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পাহাড় দিয়া চোঙ্গদার ডাঙ্গার পূর্ব্ব সরখেল ডাঙ্গার পশ্চিম দিয়া পঞ্চানন্দের পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাহাড়ের নীচে হইয়া মুখোপাধ্যায়ের বাটীর দক্ষিণ নিজ পুষ্করিণীর উত্তরের পাহাড়ের উত্তর হইয়া নিজ বাটীর সম্মুখ দ্বারে আমার পাল্কি, ভিতরে কামিনীর পাল্কি রাখিল। পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, ... মনের অতিশয় ঔদাস্য হইয়া শ্রী৺জিউদিগকে প্রণাম করিয়া বিষণ্ণ হইয়া দরজা উপরে চৌকী ছিল, তাহাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, কি বিপদ ঘটিয়াছে যে, ভায়াদের কাহাকেও দেখিতেছি না। এই ভাবিতে ভাবিতে এমতকালে বাটীর ভিতর হইতে মধ্যমা মাতাঠাকুরাণী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জন্য ক্রন্দন হইতেছে? তাহার উত্তর না

পাইতে পাইতে ব্রজনাথ ভায়া বাটীর ভিতর হইতে কান্দিতে কান্দিতে আসিতেছে এবং "বৈকুণ্ঠনাথ কোথায়" কহিয়া সকলে কান্দিয়া উঠিতে তখন বোধ হইল যে, মধ্যম ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছে। এই শ্রুতমাত্র দারুণ শেলের ন্যায় বক্ষঃ-স্থলে আঘাত হইয়া বোধ হইল বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর শত সহস্র শেলাঘাত হইতেছে—এই আশঙ্কাতে তাবৎ শরীরে কম্প হইয়া চৌকী হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

(সমাপ্ত)

টিপ্পনীর পরিশিষ্ট*

১ পৃষ্ঠা, রাধানগর—হুগলী জিলার খানাকুল থানার অধীন কৃষ্ণনগর-সমাজান্তর্গত, এই গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজার জন্মস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম ৫০০ হাত দূরে গ্রন্থকর্ত্তার আবাস-স্থান।

৩ পৃষ্ঠা, শ্রী৺রাধাকান্ত দেব ঠাকুরের শ্রীমন্দির। ইহা গ্রন্থকর্ত্তার সদর-বাটীতে অবস্থিত। ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র রাজা সীতানাথ প্রস্তুত করান। ইহার উপরে এইরূপ খোদিত আছে— "শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত ঠাকুর জিউর শ্রীমন্দির ১৭৬২ শকে সমাপ্ত হইল, সন ১২৪৭ সাল ৩০শে কার্ত্তিক"।

৫ পৃষ্ঠা, শ্রীরামকানাই ঘোষ—ইনি আলিপুর-জজ-আদালতের নাজীর ছিলেন। ইহাঁর বাসস্থান বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের একক্রোশ পশ্চিম রামসাগর নামক গ্রাম।

৯ পৃষ্ঠা, রড়ার ধার—অর্থাৎ রড়া নদীর ধার। রড়া "রত্নাকর" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে রত্নাকর নামে

---

* প্রথমে সঙ্কল্প ছিল যে, তীর্থ-ভ্রমণের বিবরণের প্রত্যেক পৃষ্ঠার পাদ-টিপ্পনীতে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিব, তদনুসারে ১২ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, একই বিষয়ের অনেক স্থানে পুনরুক্তি রহিয়াছে এবং পাদ-টীকায় পাছে ঐরূপ পুনরুক্তি ঘটে, সেই জন্য তৎপরে আর পাদ-টীকা না দিয়া গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট স্বরূপ এই টিপ্পনী প্রকাশিত হইল। উক্ত ১২ ফর্ম্মার মধ্যে যে যে বিষয়ের টিপ্পনী পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও এই পরিশিষ্টে পত্রানুক্রমে ধরা হইল।

একটী বড় নদী ছিল। ঐ নদীর তীরে ৺ঘণ্টেশ্বর অনাদিলিঙ্গ অবস্থিত। মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শ্রীহর-পার্ব্বতী-সংবাদে শিবশত-নাম স্তোত্রে উক্ত আছে :—

"ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথঃ বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥২৪
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর-নদীতটে।
ভাগীরথী-নদী-তীরে কাপালেশ্বর ঈরিতঃ ॥২৫'

কিম্বদন্তী আছে যে, ৺অভিরাম গোস্বামীর অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া কানানদী নামে খ্যাত হয়। শ্রীঅভিরাম-লীলামৃত গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"এতেক লাগিয়া শীঘ্র করেন গমন।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন ॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোঁসাইএর কৌপীন সেই হরে আচম্বিত ॥
ক্রোধেতে গোঁসাই তারে দিল অভিশাপ।
করপুটে রত্নাকর করে যে বিলাপ ॥
না জানি করিনু দোষ ক্ষমহ আমারে।
সাধ্য আছে কার তব বাক্য খণ্ডিবারে ॥
স্তব-স্তুতি করি বহু করিলা বিনয়।
তবে অভিরাম পুন বলেন তাহায় ॥
অন্ধ হ'য়া থাক তিন শত বৎসর।
পরে একচক্ষু তুমি পাবে রত্নাকর ॥"

১৩ পৃষ্ঠা, সোনামুখীর গদাধর শিরোমণি—ইনি বর্ত্তমান কথকতার প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত।

৩৬ পৃষ্ঠা, বাবু রমাপ্রসাদ রায়—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সদর-দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। সদর-দেওয়ানী আদালত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইনি ইহার সর্ব্বপ্রথম দেশীয় জজ মনোনীত হন।

৫৫ পৃষ্ঠা, সেকেন্দরা বা সিকন্দরা—যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা জেলাস্থ আগ্রা-তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। সম্রাট্ আকবর প্রাণবিয়োগের পর তাঁহার দেহরক্ষা করিবার উদ্দেশে এখানে একটী অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করান। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের যত্নে অবশিষ্ট নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সম্রাট্ অকবর আর যে সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই সিকন্দরার সমাধি-মন্দির সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহার স্থাপত্য-শিল্প প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অনুকরণে সুগঠিত। ইহার উচ্চতা ও গুম্বুজ আরও একটু বড় হইলে তাজমহলের সমকক্ষ হইত। এই সমাধি-মন্দিরের জন্যই এই স্থানের প্রসিদ্ধি। তীর্থ-ভ্রমণকার এই অকবরের সমাধি-মন্দিরকেই ভ্রমক্রমে ৩৯১ পৃষ্ঠায়, "সেকন্দর বাদশাহের মস্‌জিদ্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৪ পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার রূপ গোস্বামীর তিরোভাব-শক লিখিয়া অঙ্ক বসাইয়া যান নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে "১৪৮৬ শকে" রূপ গোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল।

১২৭ পৃষ্ঠা শ্যামানন্দ—তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল, জাতিতে সদ্গোপ। মাতার নাম দুরিকা। তাঁহার পূর্ব্ববাসস্থান

গৌড়ের অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর। পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

বাল্যকালে তিনি দুখী কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বহুস্থলে, ইনি আপনাকে 'দুখী কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, 'শ্যামানন্দ' নামটী ইঁহার গুরু হৃদয়ানন্দ-প্রদত্ত। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে দিবানিশি মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিতেন। এইরূপে তিনি শ্যামসুন্দরের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্যামানন্দের বাল্যকালেই হৃদয়ে ভক্তি ও বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। বাল্যকালেই তাঁহার এরূপ বৈরাগ্যভাব দেখিয়া মণ্ডলমহাশয় একটী রূপবতী বালিকার সহিত শ্যামানন্দের পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। কিন্তু শ্যাম-বিরহে শ্যামানন্দ জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বিষয়-সম্পদ বিষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তিনি দিবানিশি "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে অম্বুয়া নগরে (অম্বিকা-কালনা) উপস্থিত হন। এখানে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য হৃদয়ানন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি আপনার দাস, আমাকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।" গৌরীদাস-শিষ্য হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় কৃষ্ণদাস হৃদয়ানন্দের নিকট দীক্ষিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি গুরুদত্ত 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত হইলেন।

অতঃপর তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্য-নাথ, সেতুবন্ধ, অবন্তী, পুরুষোত্তম, নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান সন্দর্শন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিনি কিছুদিন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা করেন। শ্রীবৃন্দাবন-সন্দর্শনে শ্যামানন্দের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিল, বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সন্দর্শন করিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্যামানন্দকে আপনার নিকট একদিন রাখিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন; এইস্থলেই শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের প্রথম পরিচয় হয়।

শ্যামানন্দ বাল্যকালেই সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামীর পদপ্রান্তে আশ্রয় লইয়া অচিরে বহু ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। শ্রীজীবের কৃপায় শ্যামানন্দ মানস-সেবার অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রভুপাদ গোস্বামী মহোদয়গণসহ শাস্ত্রালাপে কালযাপন করিতেন। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্রজে বাস করিয়া তিনি পুনরায় উৎকলে প্রত্যাগমন করেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তিনজনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন, তথা হইতে তাঁহারা লোকজন সমভিব্যাহারে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়া বনবিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তথাকার দস্যু-দলপতি রাজা হাম্বীর গ্রন্থপূর্ণ সম্পুটগুলিকে ধনরত্নপূর্ণ মনে করিয়া রাত্রিযোগে তাহা অপহরণ করেন। কিন্তু সম্পুট খুলিয়া দেখিলেন, ইহা গ্রন্থে পরিপূর্ণ শ্রীগ্রন্থরাজি দর্শনেই তাঁহার মন পবিত্র হইল, হৃদয় ভক্তিরসে

আপ্লুত হইল, তিনি ভক্তিগ্রন্থাধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া আনিতে অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। এদিকে শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ জাগিয়া দেখিলেন, গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রন্থচুরির সংবাদ দেয়। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে শ্যামানন্দসহ খেতরি হইয়া অম্বিকার পথে উৎকলে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা যথাকালে খেতরিতে পৌঁছিলেন। তথা হইতে শ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ করিবার জন্য নরোত্তম ও তদীয় শিষ্য রাজা সন্তোষ পদ্মাতট পর্য্যন্ত শ্যামানন্দের সঙ্গে আসিলেন। শ্যামানন্দ পদ্মাপার হইয়া কাঁটোয়ায় পৌঁছিলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন করিয়া সহস্র সহস্র লোককে গৌর-নিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণব করিয়া উৎকলে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন। শ্যামানন্দের যে সমস্ত শিষ্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রসিকানন্দ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ভক্তবর রসিকানন্দের আদেশে তাঁহার পত্নী ইচ্ছাদেবী শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া 'শ্যামাদাসী' নামে খ্যাত হন। তৎপরে শ্যামানন্দ শিষ্যসহ পুরুষোত্তমে গমন করেন।

অতঃপর শ্যামানন্দ দ্বারা শ্রীগোপীবল্লভবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। যে গ্রামে শ্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ সংস্থাপিত, শ্যামানন্দ সেই গ্রাম খানিকে 'গোপীবল্লভপুর' নামে অভিহিত করেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্যামানন্দের প্রভাবে উৎকলের ধনী, নির্ধন, ক্ষুদ্র, মহৎ, রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে হরিনামের মহাবন্যা প্রবেশ করিয়াছিল।

শ্যামানন্দের তিন পত্নী—শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গদাসী।

শ্যামানন্দের শিষ্যগণ মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যের নাম ও পাট সবিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্যামানন্দ জীবনের শেষভাগ উৎকলে 'ধুরিয়া' নামক গ্রামে বাস করেন।

১৫২ পৃষ্ঠা, কৃষ্ণগড়—রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। কৃষ্ণগড় ইহার প্রধান নগর। যোধপুরের মহারাজ উদয়সিংহের ২য় পুত্রের নাম কৃষ্ণসিংহ। তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার নামানুসারে এই রাজ্যের নাম কৃষ্ণগড় হইয়াছে। তিনি ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহের নিকট হইতে আপনার নামে সনন্দ লইয়া আসেন, সেই পর্য্যন্ত কৃষ্ণগড় তাঁহার বংশের অধিকারেই রহিয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পেন্ধারী দস্যুদলনে কৃতসঙ্কল্প হইলে তখনকার রাজা কল্যাণসিংহের সহিত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়, তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যরক্ষার ভারগ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণগড়াধিপ কাহারও সহিত রাজ্যসম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখিতে পারিবেন না। তদবধি কৃষ্ণগড়রাজ্য বৃটীশপলিটিকাল্ এজেণ্টের শাসনাধীন। কৃষ্ণগড়ের অধিপতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী তোপ পাইয়া থাকেন।

১৭৪ পৃষ্ঠা, বংশীবটের নিকট শ্যামবাজারনিবাসী ৺কৃষ্ণবসুর পুত্র ৺গুরুপ্রসাদ বসুর "কুঞ্জ।" গ্রন্থকার এখানে যে কৃষ্ণবসু ও তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ বসুর উল্লেখ করিয়াছেন, উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ৺কৃষ্ণবসু 'দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু' নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৬৫৫ শকে ১১ই পৌষ (১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে) হুগলীজেলাস্থ তড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ বীরেশ্বর বসু একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বীরেশ্বরের

চারিপুত্র সহস্ররাম, দয়ারাম, তিলকরাম ও গয়ারাম। দয়ারামের দুই পুত্র বেচারাম ও কৃষ্ণরাম। দয়ারাম গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়া তড়া পরিত্যাগ করেন এবং প্রথমতঃ বালিতে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। এ সময় কৃষ্ণরামের বয়স ১২।১৩ বর্ষ মাত্র; এই অল্প বয়সেই তিনি রামায়ণ, 'মহাভারতের গল্প শুনাইয়া ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ দয়ারামের হৃদয়ে শান্তি-বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার মুখে জ্ঞানগর্ভ উপদেশপ্রদ গল্প শুনিয়া গ্রামের ভদ্রলোকেরা বড়ই প্রীত হইতেন। এই সময় একজন সাধু আসিয়া কৃষ্ণরামকে দেখিয়া বলেন—'এই বালক একজন বড় লোক হইবেন।' সাধু দয়ারামের অনুমতি লইয়া সেই বালককে দীক্ষা দিয়া যান। ১৪।১৫ বর্ষ বয়সের সময় কৃষ্ণরাম পিতার সহিত কলিকাতায় আসিলেন। পিতার নিকট কিছু অর্থ লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। কোন সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় যে লবণ আমদানী করেন, কৃষ্ণরাম সেই সমস্ত একচেটিয়া খরিদ করেন, পরে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণরামের ৫০০০০৲ টাকা লাভ হয়। এই টাকা হাতে পাইয়া ব্যবসার দ্বারা অল্পদিন মধ্যেই তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। কিছুদিন পরে ব্যবসা ছাড়িয়া মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে হুগলীর দেওয়ান হইলেন। তদবধি তিনি "দেওয়ান কৃষ্ণরাম" নামেই পরিচিত হইলেন।

সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণরাম নিজেই পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং এখানে শ্যামবাজারে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। অদ্যাপি এই শ্যামবাজারে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

৺কৃষ্ণরাম হুগলী, যশোর ও বীরভূম জেলায় বহু জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল স্থানে বহু দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথেষ্ট দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। যশোরে মদনগোপাল, বীরভূমে রাধাবল্লভজীউ, কাশীতে কএকটী শিবমন্দির, ভাগলপুর জেলায় জাহাঙ্গীরা গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপর এক বিরাট শিবলিঙ্গ ও তাহার সুন্দর মন্দির, তড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত পাকা-রাস্তা (অদ্যাপি 'কৃষ্ণ-জাঙ্গাল' নামে খ্যাত), গয়ার রামশিলা পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ী, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত জগন্নাথ যাইবার পথের দুই ধারে আম্রবৃক্ষ-রোপণ, জগন্নাথে প্রবেশের পথে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, এবং মাহেশ ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রাসযাত্রার খরচের জন্য বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান। আজিও তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। ৭৮ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণরাম বসুর মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ মদনগোপাল ও কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ। পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই মদনগোপাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মদনগোপালের বহু বংশধর এখন নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, কএক ঘর মাত্র শ্যামবাজারে বাস করিতেছেন। গুরুপ্রসাদ বসু তিন বিবাহ করেন, ১মা পত্নীর পুত্রাদি হয় নাই, ২য়া পত্নীর গর্ভে গোরাচাঁদ ও কালাচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে। উহাদের বংশধর শ্যামবাজারে স্বতন্ত্র বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। ৩য়া পত্নী ও তৎপুত্রসহ গুরুপ্রসাদ উড়িষ্যায় আসিয়া কিছুদিন বাস করেন, এখানে বালেশ্বর জেলায় তিনি বিস্তর জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সময় তাঁহার ধর্ম্মভাবও বৃদ্ধি হয়, তিনি কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণে

বাহির হন। এবং সর্ব্বত্রই যথেষ্ট দান ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৃন্দা-বনের সৌন্দর্য্যে তিনি কিছু বেশী মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তাঁহার বাস করিবার সঙ্কল্প ছিল, আর সেই জন্যই তিনি বংশীবটের নিকট একটী সুন্দর কুঞ্জ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সকল সময় পূর্ণ হয় না। তাঁহাকে কার্য্যগতিকে উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি যাজপুর বিরজাক্ষেত্রে বিন্দুমাধব ও রাধামোহন এই দুই পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। বিন্দুমাধবের পুত্রই উৎকলের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ৺রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর ও কটকের সরকারী উকীল ৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর।

১৬৪ পৃষ্ঠা,—আজমীর-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মুসলমান ফকীরের হিন্দুপ্রীতি ও শিবভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্গে আর একটী বিশেষ কথা উল্লেখ করিতেছি। এই আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে একটী মস্‌জিদ্‌ বিদ্যমান। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের মাল-মসলায় এই মস্‌জিদ্‌টী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌-গাত্রে পাথরের উপর দুই খানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি মহাকবি সোমদেব-রচিত "ললিত-বিগ্রহরাজ নাটক' এবং অপরখানি শাকম্ভরীর মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল-রচিত 'হরকেলি নাটক।' উভয় নাটকেই অনেক ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। শেষোক্ত নাটক খানি ১২১০ সংবতে (১১৫৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা উক্ত খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ নিদর্শন জগতে নিতান্ত বিরল।

১৭৪ পৃষ্ঠা, কালা বাবুর কুঞ্জ—কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণরাম বসুর ২য় পুত্র গুরুপ্রসাদ। এই গুরুপ্রসাদের ২য় পুত্র কালাচাঁদ বসুর নামানুসারে 'কালা বাবুর কুঞ্জ' হইয়াছে। গ্রন্থকার যে সময় বৃন্দাবনে গিয়া এই কালা বাবুর কুঞ্জে বাসা করেন, তৎকালে এখানে কালাচাঁদ বসুর মাতা, ভগিনী ও কন্যা বাস করিতেছিলেন।

১৭৫ পৃষ্ঠা, লালাবাবুর কুঞ্জ—কলিকাতার উপকণ্ঠ পাইকপাড়ার রাজবংশে লালা বাবুর জন্ম, ইঁহার আসল নাম দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। স্বনামপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজপতি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র এবং প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে বড় লাট ওয়ারেণ্ট হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সুবা বাঙ্গালার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই উপর ছিল। তিনি এত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কাতর হন নাই। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণও জমিদারী বিষয়বুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পিতৃবৈভবে ও নিজের বিষয়বুদ্ধিতে বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেও একমাত্র পুত্র লালা বাবুকে কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান ও কটকের কালেক্‌টরের দেওয়ান রাখিয়াছিলেন, এসময় লালা বাবু দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহার দেওয়ানী কার্য্য ভাল লাগে নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অতুল বৈভবের অধিকারী হইলেও তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যৌবনকালেই তিনি ধনজন-সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য

অবলম্বন করেন। এই সময় তিনি আপন পৈতৃক জন্মভূমি কান্দির রাজবাটীতে বিপুল দেবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কোন জমিদারীর এরূপ বিরাট দেবসেবার ব্যবস্থা নাই। অল্পদিন মধ্যেই তিনি আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। প্রবাদ আছে, এখানে তাঁহার ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল। জয়পুরের সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরে তিনি আপনার আরাধ্য-দেবের অপূর্ব্ব-মন্দির নির্ম্মাণ এবং রাধাকুঞ্জের চারিধার পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের লালাবাবুর কুঞ্জেই লালাবাবু দেহরক্ষা করেন। এখানেও তিনি দেবসেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আয়ে আজও ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভোগ চলিতেছে এবং তাঁহার উপযুক্ত বংশধরেরা আজও কান্দি ও বৃন্দাবনে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

১৭৬ পৃষ্ঠা, বৃন্দাবনে ঝুলন,—এমন আর কোথাও নাই। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দোলনযন্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোলনরূপ উৎসব, প্রাচীন নাম হিন্দোল। শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মতান্তরে ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন দিনও উৎসব হইয়া থাকে। ঝুলন বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু পুরীর "নীলাদ্রি-মহোদয়ে" এই উৎসবের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে এই উৎসবের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ মনে করেন যে, এই উৎসব সেরূপ প্রাচীন নহে। বাস্তবিক এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এই হিন্দোলের উল্লেখ থাকায় এই উৎসব যে দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৮০ পৃষ্ঠায়—"বারু আখড়া" শব্দ থাকিলেও গ্রন্থকার ১০টী মাত্র আখড়ার উল্লেখ করিয়াছেন, দুইটীর নাম ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে ১২ আখড়ার নাম দেওয়া হইল,—

১ দিগম্বরী, ২ পরমার্থী, ৩ বলভদ্রী, ৪ মালাধারী, ৫ নির্মোহী, ৬ নির্ব্বাণী, ৭ বিষ্ণুস্বামী, ৮ হনুমান্‌বারী, ৯ খুরিবাল, ১০ মুলুকজী, ১১ খাকী ও ১২ সন্তোষী।

২৬৭ পৃষ্ঠা, মাট—মথুরা সহর হইতে প্রায় ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখন ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কিছুই নাই বটে, তিন বর্ষ পূর্ব্বেও গ্রাম-মধ্যে কতকগুলি উচ্চ ঢিবি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিন বর্ষ হইল, সরকারী পুরাতত্ত্ব-বিভাগের যত্নে তন্মধ্যে একটা বড় ঢিপি খোঁড়া হইয়াছিল, তাহাতে পুরাকীর্ত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে শকসম্রাট্ কনিষ্কের মস্তকহীন প্রমাণ মূর্ত্তির কথা ঐতিহাসিক-জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির চাপকানের নিম্নাংশে ব্রাহ্মী অক্ষরে "মহারাজা রাজাতি-রাজা দেবপুত্রো কানিষ্কো" খোদিত থাকায়, ইহা যে সম্রাট্ কনিষ্কের মূর্ত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার নাই। সুতরাং শকাধিকার-কালে এই ক্ষুদ্র মাট গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এখানকার ঢিপি খননের ফলে অপরাপর কুষাণ-রাজপুত্র ও বহু কীর্ত্তির পরিচয়-চিহ্ন বাহির হইয়াছে।

২৭৪ পৃষ্ঠা,—গোবর্দ্ধন-পরিক্রমার শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'ব্রজ-পরিক্রমা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২৮৪ পৃষ্ঠা,—অভিরাম গোপাল। শ্রীচৈতন্যাবতারে ইনি শ্রীদামের অবতার ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে পূজিত। গ্রন্থকারের জন্মভূমি রাধানগরের নিকট

থানাকুল-কৃষ্ণনগরে এই অভিরাম গোস্বামীর পাট আছে। অভিরাম-লীলামৃতে ইঁহার চরিতাখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।

২৯৫ পৃষ্ঠা,—কুরুক্ষেত্র। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুণ্যস্থান। এই জন্য ইহার একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইল। পূর্ব্বকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' হইয়াছে।

"পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে॥"

(ভারত, শল্য, ৫৩।২)

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।৩০, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণ ১১।৫।১।৪, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ২৪।৬।৪, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ ১৫।১৬।১২, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক ৫।১ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মতে এখানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেন,—

"কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।"

(শতপথ ব্রা°, ৪।১।৫।১৩)

ইহার অপর নাম সমন্তপঞ্চক। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ॥"

(শল্যপর্ব্ব, ৫৩।১)

সীমা,—

"উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষি-সেবিতম্।
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ॥"

পরিশিষ্ট

কুরুক্ষেত্র-তীর্থ-নির্ণয় গ্রন্থের মতে—কুরুক্ষেত্রের ঈশান কোণে তরন্তুক বা রত্নযক্ষ। বায়ুকোণে অরন্তুক, নৈঋত কোণে কপিল (ইহার নিকট রামহ্রদ) এবং অগ্নিকোণে মচক্রুক অবস্থিত।

মহাভারতোক্ত তরন্তুক এখন 'রতনযথ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সরস্বতী নদী-তীরবর্ত্তী পিপলি নামক স্থানের সন্নিকট।

অরন্তুকের বর্ত্তমান নাম বাহের, কৈথল গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

রামহ্রদ ও কপিলাতীর্থ ঝিন্দের ২॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ত্তমান রামরায় নামক স্থানে অবস্থিত।

মচক্রুক বর্ত্তমান শিঙ্খ নামক স্থান, ইহা পাণিপথ ও ঝিন্দের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

উপরোক্ত স্থান-নির্দ্দেশানুসারে কুরুক্ষেত্রের ভূ-পরিমাণ এইরূপ নির্ণীত হয়,—

পূর্ব্বে তরন্তুক হইতে মচক্রুক	..	২৭ ক্রোশ।
পশ্চিমে রামহ্রদ হইতে অরন্তুক	...	২০ „
উত্তরে অরন্তুক হইতে তরন্তুক	...	২০ „
দক্ষিণে মচক্রুক হইতে রামহ্রদ	...	১২॥ „

কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের মতে উক্ত সীমার মধ্যে ৩৬০টী তীর্থ অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনাবধি।" (হেমচন্দ্র ৪।১৬)

তীর্থ-ভ্রমণকার পঞ্চক্রোশী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ৪৮টী তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার সকলগুলি অতি প্রাচীন নহে। ৪৮টীর মধ্যে ৩২টীর পরিচয় মহাভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই

অতিপ্রাচীন ৩২টী তীর্থের মাহাত্ম্য মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

আপগা—(বর্ত্তমান ছোটঙ্গ নদীর একটী শাখা) তীর্থ-ভ্রমণে আপগয়া বা অপগয়া নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে এই নদী 'আপয়া' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

> "নিত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
> দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"
>
> (ঋক্, ৩।২৩।৪)

হে অগ্নি! সুদিন লাভের আশায় ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে রাখিতেছি। তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী-তীরস্থ মনুষ্যের গৃহে ধনশালী হইয়া দীপ্ত হও।'

অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রে 'পৃথিবী', 'ইলাস্পদ', 'সুদিন', 'অহঃ', 'দৃষদ্বতী', 'মানুষ', 'আপয়া' ও 'সরস্বতী' এই যে কয়টী শব্দ আছে, মহাভারতে উক্ত শব্দগুলির প্রত্যেক শব্দের নামে এক একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

> "ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! মানুষং লোকবিশ্রুতম্।
> যত্র কৃষ্ণমৃগা রাজন্! ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ ॥৬৪
> বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ।
> তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৫
> সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
> মানুষস্ত তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে ॥৬৬
> আপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।"
> "রুদ্রকোট্যাং তথা কূপে হ্রদেষু চ মহীপতে।।
> ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম। ॥৭৬

তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄনথ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি ॥"৭৭
"অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরব্যাঘ্র! সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥" ৯৯, বন, ৮৩ অঃ।

পৃথূদক—(বর্ত্তমান নাম পেহেবা)। এই তীর্থটী সর্ব্বলোকবিখ্যাত। ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক জন্মজন্মান্তরে যে কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এই তীর্থে গমন করিলে বা স্নান করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। এই মহীমণ্ডলে কুরুক্ষেত্র অতিশয় পুণ্যময় স্থান, সরস্বতী কুরুক্ষেত্র হইতেও পুণ্যময়ী, সরস্বতীর তীর্থ সরস্বতী নদী হইতেও পুণ্যজনক। এই পৃথূদক সমস্ত তীর্থের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম। ইহাতে শরীর-ত্যাগ করিলে তাহার আর জন্ম বা মৃত্যু থাকে না। সনৎকুমার ও ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, পৃথূদকের সমান তীর্থ নাই। ভূমণ্ডলে ইহাই পবিত্র ও পুণ্যময়। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিগণও স্নানমাত্রে স্বর্গে গমন করিতে পারে। (বন, ৮৩।৪২-৪৭)

"পৃথূদকমিতি খ্যাতং কার্ত্তিকে যস্ত বৈ নৃপ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥৪২
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥ ৪৩
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তত্র স্নাতমাত্রস্য ভারত।
অশ্বমেধফলং চাস্য স্বর্গলোকং চ গচ্ছতি ॥ ৪৪
পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকং ॥ ৪৫

উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুং ।
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈব শ্বোমরণং তপেৎ ॥ ৪৬
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা ।
এবং স নিয়তং রাজন্নভিগচ্ছেৎ পৃথূদকং ॥" ৪৭

তৈজস তীর্থ—(বর্ত্তমান নাম ঔজসঘাট)। থানেশ্বরের অর্দ্ধ-ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তীর্থ-ভ্রমণে 'ওযশ' নামে পরিচিত। এই তীর্থে ব্রহ্মা দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে দেব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখানে স্নান-দানে অনন্ত ফল হয়। (বন, ৮৩।৬৪-৬৫)

"তৈজসং বারুণং তীর্থং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
যত্র ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥
সৈনাপত্যেন দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা।
তৈজসস্ত তু পূর্ব্বেণ কুরুতীর্থং কুরূদ্বহ ॥"

পঞ্চবটী—(বর্ত্তমান "কোপর" নামক গ্রাম, থানেশ্বর হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত)। ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বন করিয়া এই তীর্থে বাস করিলে ব্রহ্মাদি উৎকৃষ্ট লোক-প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে যোগেশ্বর নামে এক শিব আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। (বন, ৮৩।৬১-৬২)

"বিমোচনমুপস্পৃশ্য জিতমন্যুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিগ্রহকৃতৈর্দোষৈঃ সর্ব্বৈঃ স পরিমুচ্যতে ॥
ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ সতাং লোকে মহীয়তে ॥"৬২

ব্রহ্মযোনি—পৃথূদক তীর্থের নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মা এই তীর্থকে নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং সমস্ত কুলের উদ্ধার হয়। (বন, ৮৩।৩৮-৩৯)

"ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥৪
পুণাত্যাসপ্তমং চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥"

মুঞ্জবট—(বর্ত্তমান থানেশ্বর, এখানে যক্ষিণীকুণ্ড আছে।) ইহা মহাদেবের আবাসস্থান। উপবাস করিয়া এ স্থানে একরাত্র বাস করিলে গাণপত্য-প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে এক যক্ষিণী বাস করে, তাঁহার আরাধনা করিলে কামনাসিদ্ধি হয়। এই মুঞ্জবট কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বন, ৮৩।২২-২৪)

"ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥
তত্রৈব চ মহারাজ যক্ষিণীং লোকবিশ্রুতাম্।
স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥"

স্থাণুতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।) অপর নাম মুঞ্জবট। (বন, ৮৩।২২)

"ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ ॥"

বারুণতীর্থ—ইহার অপর নাম তৈজসতীর্থ। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করিয়া এই স্থানে সেনাপতি-পদে বরণ করেন। (বন, ৮৩।১৬৪)

অস্থিপুর—বর্ত্তমান নাম অস্থিপুর। কাহারও মতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত বীরগণের অস্থি এ স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অস্থিপুর। কিন্তু কুরু-পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের মৃতদেহ যে কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রামে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তীর্থে স্নান ও প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন, ৮৩।১৭৫)

"তত্রোপস্পর্শনং কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গোসহস্রফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ভরতর্ষভ॥"

কুরুতীর্থ—বর্ত্তমান নাম কুরুধ্বজ। তৈজস-তীর্থের পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৬৭)

দধীচ-তীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট)। এই তীর্থটি অতি পবিত্র ও পবিত্রকারী, এই স্থানে তপোনিধি অঙ্গিরা জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্নান ও দান করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হয় এবং সরস্বতীলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।১৮৭-১৮৮)

এই তীর্থটাই বেদোক্ত শর্যণাবৎ সরোবর বলিয়া অনুমিত হয়। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে,—

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থিভিঃ বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব।" ঋক্, ১।৮৪।১৩।
"ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষপশ্রিতং।
তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি।" ঋক্, ১।৮৪।১৪।

প্রতিদ্বন্দ্বি-রহিত ইন্দ্র দধীচি ঋষির অশ্বাকৃতি মস্তকের অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে ৯৯ বার বধ করিয়াছিলেন। গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যণাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাভারত-পাঠে জানা যায়, এই দধীচের নিকট সোমতীর্থ।

"সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপঃ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্॥"

(বন, ৮৩।১৮৬-১৮৭)

তীর্থযাত্রী সোমতীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মহাত্মা দধীচির পুণ্যতম তীর্থ।

ঋগ্বেদেও বর্ণিত আছে,—

"যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে।
যে বাদঃ শর্যণাবতি।" (ঋক্, ।৯।৬৫।২২)

যে সকল সোমরস অতি দূরে বা অনতিদূরে প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা যে সোম শর্যণাবতে প্রস্তুত হইয়াছে।

"শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা" (ঋক্, ৯।১১৩।১)

শর্যণাবতে যে সোম আছে, তাহা বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র পান করুন।

সম্ভবতঃ শর্যণাবতের নিকট যে সোম ছিল, অথবা যেখানে ইন্দ্র সোম পান করেন, মহাভারতে সেই স্থান সোমতীর্থ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অগ্নিতীর্থ—বর্ত্তমান নাম অগ্নিকুণ্ড। থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে পৃথূদক নামক প্রাচীন নগরের পার্শ্বে অবস্থিত। হুতাশন এই স্থানে ভৃগুশাপে ভীত হইয়া শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিলোক-লাভ হয়। (শল্য, ৪৭।১৬-২২, বন, ৮৩।১৩৮)।

"অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নাত্বা নরর্ষভঃ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ॥"

স্থাণুবট—বদরীপাচন তীর্থের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে যথা-নিয়মে স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে রুদ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।১৭৪)

"তত্র স্নাত্বা স্থিতো রাত্রিং রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
বদরীপাচনং গচ্ছেদ্বসিষ্ঠস্যাশ্রমং গতঃ॥

বদরীং ভক্ষয়েত্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
সম্যগ দ্বাদশবর্ষাণি বদরীং ভক্ষয়েত্তু যঃ॥"

ইন্দ্রতীর্থ—বর্ত্তমান নাম ইন্দ্রবারি, থানেশ্বর ও পেহেবার ঠিক মধ্যস্থলে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার নাম ইন্দ্র-তীর্থ, ইহা সর্ব্বপাপনাশক। (শল্য, ৪৯।৫)

এখানে ইন্দ্র ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। (শল্য, ৪৮।১৮)

স্বর্গদ্বার—থানেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। এখন সাধারণে স্বর্গদ্বারী বলে। নরকতীর্থের নিকটবর্ত্তী। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই স্থানে গমন করিলে স্বর্গলোক কিম্বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৬৮)

বশিষ্ঠাপবাহ-তীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। স্থাণুতীর্থের নিকট-বর্ত্তী। এই স্থানের প্রবাহ অতি ভীষণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরে বৈর-ভাব ছিল। এক দিন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিবার জন্য সরস্বতীকে অনুমতি করিলেন। সরস্বতী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট, মহাক্রোধী বিশ্বামিত্রের আদেশ প্রতিপালন না করিলে রক্ষা নাই। কি প্রকারেই বা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আনয়ন করেন। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি কাতরভাবে আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি আমাকে লইয়া চল, তাহা না হইলে বিশ্বামিত্রের হস্তে তোমার নিস্তার নাই। সরস্বতীতীরে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেছিলেন, সরস্বতী সেই সময়ে বশিষ্ঠকে আনিয়া বিশ্বামিত্রের

সমীপে উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার বিনাশের জন্য অস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন। সেই শাপে এক বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর জল শোণিত হইয়াছিল। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ হইল। (শল্য, ৪২ অঃ)।

কৌবের তীর্থ—বর্ত্তমান নাম কুবের, থানেশ্বরের নিকট। মহাত্মা কুবের এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ধনাধিপতি ও মহাদেবের সখা হইয়াছেন। এই স্থানে কুবেরের একটি মনোহর কানন আছে। সমস্ত দেবগণ এই স্থানে কুবেরের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে পুষ্পক রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (শল্য, ৪৭।২২-২৪)

বদরীপাচন তীর্থ—থানেশ্বর হইতে ১৮ ক্রোশ ও পৃথূদক হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে, বের নামক গ্রামস্থ সরস্বতীতীরে। এখানে অদ্যাপি বিস্তর বদরীবন দৃষ্ট হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে একটি কন্যা ছিল। শ্রুবাবতী ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোরতর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি তোমাকে এই পাঁচটি বদরীফল প্রদান করিতেছি, তুমি পাক করিয়া প্রস্তুত কর। আমি আসিতেছি।" শ্রুবাবতী তাঁহার আদেশে বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। দিবা অবসান হইল, তাহার বদর কিছুতেই সিদ্ধ হইল না। শ্রুবাবতী যে সকল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। শ্রুবাবতী চিন্তিতা হইলেন।

পরিশেষে আপনার হস্ত-পদই কাষ্ঠ করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার মূর্ত্তিতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"শ্রুবাবতি! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই স্থান "বদরীপাচন তীর্থ" বলিয়া বিখ্যাত হইবে, তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও অনতিপরেই শ্রুবাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। (শল্য, ৪৮ অঃ)

রামতীর্থ—থানেশ্বরের নিকট ইন্দ্রতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। মহাত্মা পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করেন, সেই জন্য ইহা রামতীর্থ নামে খ্যাত। এ স্থানে স্নান-দান করিলে অনন্ত ফল হয়। (শল্য, ৪৮।৭৮)

যমুনাতীর্থ—এই তীর্থটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বোধ হয়, লুপ্ত হইয়াছে। মহর্ষিগণ এই তীর্থকে স্বর্গদ্বার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহারাজ ভরত এই স্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। মরুত্ত রাজাও এই স্থানে যজ্ঞ করেন। এ স্থানে স্নান করিলে সমগ্র পাপ বিনষ্ট হয় ও পরিণামে সদ্গতি লাভ হয়। যমুনাতীর্থে জলাধিপতি বরুণ সমুদয় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবগণের সহিত অসুরকুলের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। (বন, ১২৯।১৩-১৭)।

একরাত্রতীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। এ স্থানে নিয়ত সত্যবাদী হইয়া একরাত্রি যাপন করিলে ব্রহ্মলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৮৩)

সোমতীর্থ—সোমতীর্থ দুইটি। একটি সপ্ত সারস্বতের নিকট-

বর্ত্তী, অপরটি দধীচি-তীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। উভয় তীর্থে স্নান করিলেই চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়।

সরস্বতী-সঙ্গম—এই স্থানে চৈত্র মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশীর দিনে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ও মহর্ষিগণ আগমন করেন। সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণলাভ হয়। তীর্থসেবী সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (বন, ৮২।২৫-২৭)

সুতীর্থ—ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ সর্ব্বদা উপস্থিত। সুতীর্থে দেবগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও পিতৃলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৫৩-৫৪)।

বৃদ্ধকন্যক-তীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। কুণিগর্গ নামে এক মহর্ষি তপোবলে একটি মানসী-কন্যার সৃষ্টি করেন। কন্যাটী আপনার অনুরূপ পতির অভাব দেখিয়া এইস্থানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, চলিবার শক্তির অভাব হইল। তখন পরলোকগমন করিবার মানসে কলেবর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। এই সময়ে নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কল্যাণি! অনূঢ়া কন্যার সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তুমি কিরূপে পরলোকগমন করিবে?" বৃদ্ধা-কন্যা চিন্তিতা হইলেন এবং বলিলেন, যদি কেহ আমার পাণি-গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। শৃঙ্গিবান্ বৃদ্ধা-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বৃদ্ধাকন্যা একরাত্রি তাঁহার সহবাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সেই হইতে এই তীর্থের "বৃদ্ধকন্যক" নাম হইয়াছে। (শল্য, ৫২ অঃ)

গঙ্গাহ্রদ— (বর্ত্তমান নাম গঙ্গাতীর্থ, নাগুচু হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভুসেন নামক গ্রামে অবস্থিত) এখানে স্নান করিলে স্বর্গলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৭৭)

পবনহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম পবনাব, ছোটালি নদীর তীরে) এই হ্রদে যথানিয়মে স্নান করিলে বায়ুলোক-প্রাপ্তি হয় এবং বিষ্ণুলোকের অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ হয়। (বন, ৮৩।৫)

"পবনস্য হ্রদে স্নাত্বা মরুতাং তীর্থমুত্তমং।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিষ্ণুলোকং মহীয়তে॥"

অমরহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম অমৃতকূপ, থানেশ্বর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দলান গ্রামে অবস্থিত) এ স্থানে স্নান ও ইন্দ্রের পূজা করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। (বন, ৮৩।১০৫)

"অমরাণাং হ্রদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্যামরাধিপং।
অমরাণাং প্রভাবেন স্বর্গলোকে মহীয়তে।"

নরকতীর্থ—তীর্থ-ভ্রমণে 'অনরক' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান নাম নরকতীর্থ বা অনরক, থানেশ্বর হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে, সরস্বতী-তীরে। ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তীর্থযাত্রী এই স্থানে স্নান করিয়া দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ ও রুদ্রপত্নী দেবীর অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৭১-৮৩)

ব্রহ্মতীর্থ—বর্ত্তমান রসালু গ্রামে অবস্থিত। কন্যাতীর্থের নিকটবর্ত্তী। ইহাতে স্নান করিয়া নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ স্নান করিলে তাঁহার সদ্গতি হয়।

সর্ব্বদেবতীর্থ—ফলকীবনের মধ্যবর্ত্তী একটি তীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বদেবতীর্থ হইয়াছে। (বন, ৮৩।৮৭)

কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত উপরোক্ত তীর্থগুলি ব্যতীত মহাভারতে অম্বাজন্ম, অশ্বমতী, অরন্তুক, অরুণাসঙ্গম, অর্দ্ধকীল, অশ্বিনী-তীর্থ, আদিত্যতীর্থ, একহংসতীর্থ, ওঘবতী, ঔশনসতীর্থ, কন্যাশ্রম, কপিলাতীর্থ, কলসীতীর্থ, কাম্যকবন, কায়শোধন, কারবপন, কাশীশ্বরতীর্থ, কিন্দত্তকূপ, কিন্দান, কুম্ভতীর্থ, কুলুম্পুন, কৃত-শৌচ, কপিলকেদারতীর্থ, কোটিতীর্থ, কৌশিকীসঙ্গম, গোভবন, জয়ন্তী, ত্রিবিষ্টপ, দশাশ্বমেধ, দৃষদ্বতী, দেবতীর্থ, নাগতীর্থ, নাগোদ্ভেদ, পঞ্চনদতীর্থ, পাণিখাত, পরীণহ, পারিপ্লব, পুণ্ডরীক-তীর্থ, পুষ্করতীর্থ, পৃথিবীতীর্থ, ফলকীতীর্থ, মঙ্কণক, মধুবটী, মধুস্রবতীর্থ; মাতৃতীর্থ, মিশ্রকতীর্থ, মৃগধূম, যাযাততীর্থ, বকাশ্রম, রামহ্রদ, রেণুকাতীর্থ, লোকোদ্ধারতীর্থ, বটতীর্থ বা বটাশ্রম, বরাহতীর্থ, বংশমূল, বামনক, বিশ্বামিত্রতীর্থ, বিষ্ণুপদ, বেদবতী, বৈতরণী, ব্যাসবন, ব্যাসস্থলী, ব্রহ্মাবর্ত্ত, শঙ্খিনী, শক্রাবর্ত্ত, শতসহস্র, শালিহোত্র, শীতবন, শ্রীতীর্থ, শ্বাবিল্লোমাপহ, সন্নিহতী, সপ্তসারস্বত, সরক ও সর্পদেবী তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (বনপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়)

উপরোক্ত তীর্থ ও পুণ্যস্থান ব্যতীত নারদ-পুরাণে উপবিভাগ-খণ্ডে ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায়ে মাধবাচার্য্য-বিরচিত কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, রামচন্দ্র সরস্বতী-প্রণীত কুরুক্ষেত্রতীর্থ-নির্ণয়, কুরুক্ষেত্র-রত্নাকর ও ভট্টোজিদীক্ষিত-শিষ্য কৃষ্ণদত্ত-রচিত কুরুক্ষেত্র-প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অপ্রাচীন ও আধুনিক। তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত

বীরগণের নামানুসারেও বর্ত্তমান অনেক তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। এখনও কুরুক্ষেত্রের সীমা-মধ্যে এই সকল তীর্থ আছে।

৩১২ পৃষ্ঠা—"রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু নানকের এক গদি আছে।" গ্রন্থকার এখানে শিখদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানককে মহারাজ রণজিৎ সিংহের গুরু মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের জন্ম এবং ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের আবির্ভাব এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব ঘটে, এরূপ স্থলে গুরু নানক ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের মধ্যে তিন শত বর্ষের ব্যবধান।

এখানে গুরু নানক ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

গুরু নানক ১৫২৬ সংবৎ বা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর জেলার সরকপুর তহশীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদী-তীরস্থ তলবন্দী (বর্ত্তমান রায়পুর) গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালু। ইনি ছত্রীদিগের মধ্যে বেদি-সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। যে গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে "নানকানা" কহে, এখনও সকলে সেই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকে।

নানক শিখদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। ঈশ্বরানুগ্রহে বাল্যকাল হইতে তাঁহার ধর্ম্মে অতিশয় আসক্তি ছিল এবং ধর্ম্মচিন্তা-বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত। ঈশ্বর যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বিশ্বাস অতি শিশুকাল হইতে নানকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

সপ্তমবর্ষ বয়সে নানক বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার শিক্ষক-মহাশয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা তিনি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষকও সুমীমাংসা করিতে পারিতেন না। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনবাস ও ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং সময় সময় গৃহত্যাগ করিয়া গহন-কাননাভ্যন্তরে গমন করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন।

নবম বৎসর বয়সের সময় নানকের পিতা তাঁহাকে উপবীত-ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, উপনয়নের পূর্ব্ব-কর্ত্তব্য অনু-ষ্ঠানের পর পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করিলে নানক উপবীত-ধারণে তাঁহার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না বলিয়া নিরস্ত করেন।

নানকের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে দোকানদারের কার্য্য শিখাইবার জন্য ৪০ টাকা দিয়া লবণ কিনিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু নানক পথিমধ্যে একদল ক্ষুধার্ত্ত ফকির দেখিয়া তাহাদিগকে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া ভোজন করান। ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী ভৃত্য তিরস্কার করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা খরিদ করিলাম, পরজন্মে ইহার উপসত্ব ভোগ করিব। মনুষ্যের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে যে লাভ, ঈশ্বরের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে তদপেক্ষা অধিক লাভ।" এইরূপে তিনি সময়ে সময়ে ফকিরদিগকে নানা দ্রব্য বিতরণ করিতেন।

সাংসারিক-বিষয়ে নিতান্ত বৈরাগ্য দর্শন করিয়া নানকের

পতা তাঁহাকে ষোড়শবর্ষ বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতেও পিতার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ ছিলেন। ইহার পর তিনি কার্য্য-ব্যপদেশে কর্পূরতলা প্রেরিত হন।

৩২ বৎসর বয়সে নানকের শ্রীচাঁদ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর লক্ষ্মীদাস নামে আর একটি পুত্র হয়। লক্ষ্মী দাসের শৈশবাবস্থায় নানক সংসারের মায়া ছেদনপূর্ব্বক ফকির-বেশে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে মরদানা, লহনা, বালা ও রামদাস এই চারি ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ সমস্ত ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য এবং এসিয়ার অন্যান্য স্থান এমন কি মক্কা পর্য্যন্ত গমন করেন।

নানাস্থান পরিভ্রমণের পর গুরু নানক স্বীয় জন্মভূমি তালবন্দী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ফকিরবেশ ত্যাগ করাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

নানক জীবনের শেষভাগ ইরাবতী নদীর তীরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সর্ব্বজাতীয় লোক আশ্রয় পাইত। তাহারা সকলে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া মান্য করিত। তিনি জালন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। এই স্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ ৪৫ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন তিনি 'গুরু' খ্যাতি পাইয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বীরবর মহা সিংহের

পুত্র। মাতার নাম মহি মলবাঁই। রণজিতের জন্মোৎসব-উপলক্ষে তাঁহার পিতা সমস্ত সর্দ্দারিকে আমন্ত্রণ ও দীন-দুঃখীকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। শৈশবকালে রণজিৎ কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হয়। তৎসঙ্গে শশাঙ্কধবল সুন্দর মুখখানিও চিরদিনের জন্য বসন্তরোগ-চিহ্নিত হয়। পিতার জীবিতাবস্থায় ১৭৮৫খৃষ্টাব্দে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তৎপর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহা সিংহ পরলোক-গমন করেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুহেতু রণজিতের বিদ্যাশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। রণজিৎ দ্বাদশবর্ষ বয়সে নামেমাত্র সর্দ্দারপদে অভিষিক্ত হন; এই সময়ে তাঁহার জননী, রাজমন্ত্রী ও দেওয়ান কর্তৃক নাবালকের অভিভাবিকা নিয়োজিতা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তৎপরে তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়সে স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন এবং কূটনীতি, বুদ্ধিকৌশল ও উদ্যম-বলে শিখ-শক্তির শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং সমগ্র পঞ্জাবরাজ্যের একচ্ছত্রী রাজা হন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ জম্বু প্রভৃতি নানাস্থান জয় করেন। ইহারই অল্পকাল পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সহস্রাধিক টাকার উপঢৌকন ও মিত্রতাসূচক পত্র দিয়া দূত প্রেরণ করেন। রণজিৎ অতি সমাদরের সহিত বৃটিশদূতকে গ্রহণ করেন এবং উপঢৌকনের বিনিময়ে স্বরাজ্যোৎপন্ন মূল্যবান বহুদ্রব্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে উপহার প্রেরণ করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহাসমারোহে দরবার করিয়া "মহারাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। এই দরবারে সমস্ত সর্দ্দার, চৌধুরী, লম্বরদার ও মান্যগণ্য দেশীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই দিনেই

লাহোর-টাকশাল স্থাপিত হয় এবং মহারাজের নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচলিত হয়। ইহার পর তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়া নিজরাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নকাই সর্দ্দার খজান সিংহের কন্যা রাজকুমারীর গর্ভে মহারাজের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হন। এই পুত্রের নাম খড়্গসিংহ বা খরকসিংহ।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর-যুদ্ধে বন্দীকৃত শাহসুজার নিকট হইতে কৌশলক্রমে বিশ্ব-বিখ্যাত "কোহিনুর" হীরক প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে নানাবিধ চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য-লাভ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। তৎপরে কয়েক বৎসর নানাস্থানে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে পক্ষাঘাতরোগে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গসিংহকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া যান।

৩৩৩ পৃষ্ঠা, মণিকর্ণ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই মণিকর্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মণিকর্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া গেল না, স্কন্দপুরাণীয় হিমবৎখণ্ডে মণিকর্ণের পরিচয় আছে।

৩৫১ পৃষ্ঠা—রাজা সংসারচন্দ্র।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুতরাজ সংসারচন্দ্র বা সংসারচাঁদ কাঙড়া-রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দ্দার কৌশলক্রমে কাঙড়া-দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ অব্দে তিনি ঐ দুর্গ সংসারচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে কতোচ-রাজ সংসারচাঁদ পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

কাঙ্গড়ার পার্ব্বতীয় প্রদেশের নানা স্থানের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন। তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন সর্দ্দারগণ সঙ্গে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। প্রতিবর্ষে একবার করিয়া প্রত্যেক সর্দ্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত। তিনি ২০ বৎসর প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংসারচাঁদের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হন।

৩১৪ পৃষ্ঠা, গোগা পীর—একজন সিদ্ধ বীরপুরুষ। হিমালয় হইতে নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই এই মহাপুরুষকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিন্দুরা ইঁহাকে "গোগা-চৌহান" বা "গোগাবীর" এবং মুসলমানেরা 'গোগা পীর' বা 'জাহির-পীর' বলিয়া জানেন।

৩১০ পৃষ্ঠা, জালন্ধর পীঠ—ইহা ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে একটী মহাপীঠ, এইস্থানে ভগবতীর বামস্তন পতিত হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী ও মহাকালের নাম ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখ মূর্ত্তি এইস্থানে বিরাজিতা আছেন। যথা,—

"জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে।"

(দেবী-ভাগবত ৭।৩০।৭২)

৩৮৪ পৃষ্ঠা, হস্তিনাপুর—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজনির্ম্মিত নগর। মহাভারতে ইহা পাণ্ডবদিগের রাজধানী বলিয়া কথিত আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরেও হস্তিনাপুর পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল।

৩৯৫ পৃষ্ঠা, সোমনাথ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন কাঠিয়া-বাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাচীন নগর।

ইহা কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-উপসাগরোপকূলে অবস্থিত। সাগর-কূলে সাগর হইতে কিয়দ্দূরে বিশালায়তন ও উচ্চ সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে ভগবান্ সোমনাথের (শিবের) লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সোমনাথ শিবের মন্দিরের জন্যই এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুদিগের নিকট ইহা একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই মন্দির কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

সপ্তদশবার ভারতাক্রমণকারী সুলতান মান্মুদ ১৬শ বার ভারতাক্রমণকালে ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করিয়া সোমনাথ জয় ও বিধ্বস্ত করিয়া প্রভূত ধন-রত্ন লাভ করেন। সুলতান সোমনাথের মন্দির বিধ্বস্ত ও সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি চারিখণ্ডে বিভক্ত করিলে একখণ্ড মক্কায়, একখণ্ড মদিনায় এবং দুই খণ্ড গজনীতে প্রেরিত হয়। তৎপরে মান্মুদ গজনী যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে তিনি সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট খুলিয়া লইয়া যান।

৪৪১ পৃষ্ঠা, পঞ্চক্রোশী ও অন্তর্গৃহ—কাশীর মধ্যস্থিত দীর্ঘ ও বিস্তৃতিযুক্ত ৫ ক্রোশ স্থান লইয়া পঞ্চক্রোশী ও তন্মধ্যে সপ্ত-আবরণযুক্ত স্থান অন্তর্গৃহ। কাশীখণ্ড-মতে, কাশীতে পাপকার্য্য করিলে পঞ্চক্রোশীতে বিনষ্ট হয়, পঞ্চক্রোশীকৃত পাপ অন্তর্গৃহে নাশ হয়।

> "বারাণস্যাং কৃতং পাপং পঞ্চক্রোশ্যাং বিনশ্যতি।
> পঞ্চক্রোশ্যাং কৃতং পাপং অন্তর্গৃহে বিনশ্যতি।" (কাশীখণ্ড)

৫২৪ পৃষ্ঠা, ডোমরা (ডুম্‌রাওন্)—শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ রাজত্ব

করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ 'পুয়াঁর' নামক রাজপুতবংশোদ্ভব। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তৎপরে তথা হইতে মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোন্ সিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি স্বীয় পুত্র ভোজসিংহকে স্বোপার্জ্জিত রাজ্য দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে খ্যাত হয়। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুমরাওনে, এক শাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে বাস করেন।

ইংরাজি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ডুম্‌রাওন রাজবংশোদ্ভব জয়প্রকাশ বড়লাট লর্ড মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস কর্তৃক "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপর ডুম্‌রাওনরাজ মহেশ্বরবক্স সিংহ বাহাদুরের রাজত্ব-কালে জগদীশপুরনিবাসী ইহাঁর জ্ঞাতি কুমার-সিংহ বিদ্রোহী হন।

বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচী

* ১৭৪ পৃষ্ঠায় যেখানে লালাবাবুর কুঞ্জ আছে উহার প্রকৃত পাঠ কালাবাবুর কুঞ্জ হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	২০	আবাহিনী	আবাহনী
২৯	৮	গৌপ্রচার	গোপ্রচার
৩৮	২২	চ্যবনস্থাশ্রমাতিং	চ্যবনস্থাশ্রমং
৫৯	১১	ব্রজ	বজ্র
৭৯	২৩	ক্রোটতীর্থ	কোটিতীর্থ
৮৪	২০	৮ জ্যৈষ্ঠ	২৮ জ্যৈষ্ঠ
„	২৩	ব্রজ	বজ্র
১৭৪	১৪	লালাবাবুর কুঞ্জ	কালাবাবুর কুঞ্জ
১৮৯	২১	ধৃতপাপ্পা	ধৃতপাপ্যা
২০৪	৭	ঝডির	রুড়ির
২০৬	১৫	মণ্ডি সেপাটু, কুম্র	মণ্ডি, সেপাটু, কুম্র,
২২৩	১৭	তদাকার	তদারক
২৪৩	৮	নাস্তীব	নাস্ত্যেব
২৯৫	৭	অপগয়া	আপগা
২৯৫	১১	স্থানবট	স্থাণুবট
৩০৭	১১	রামপুরা	রাজপুরা
৩৫৭	৭	বরপুর	বরমপুর
„	২২	কল্লার	কুলর
৩৮২	৮	যমুনা ৯ ক্রোশ	যমুনা ১ ক্রোশ
৩৮৪	১[illegible]	হস্তিনা ৩০ ক্রোশ	হস্তিনা ৩ ক্রোশ
৪১৮	২৩	ক্ষাকুই	মাকু
৪৩০	১৬	বিন্দুবাসিনী	বিন্ধ্যবাসিনী
৫৬১	১৩	বেলডাঙ্গা	বলাডাঙ্গা
৫৬২	১৩	গরুটির	গরিটির
৫৭৯	১	রাজতমাঠ	মাঠ